শঙ্করবিজয়ম্।

মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীনাথো মিশ্র দ্বারা সংগৃহীত ও

কলিকাতা বড়বাজার হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত

যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

কলিকাতা।

২৪৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, চীপ্সাইড প্রেসে

বি, এচ, ব্যানার্জী এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ সাল।

ভুমিকা।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাংশে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আমরা আচার্য্যের অলৌকিক জীবনীবৃত্তির ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া উক্ত মতের সম্পূর্ণ বিদ্বেষভাজন হইয়াছি। কারণ, আচার্য্যের উপর অংশ কল্পনা করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যের অন্ততঃ কিয়দংশের ন্যূনতা স্বীকার করিতে আমাদিগের সাহস হয়না। "বস্তুতঃ, শঙ্করঃ শঙ্করঃ স্বয়ম্" এই মতেরই আমরা একান্ত পক্ষপাতী ও অনুরক্ত।

এই মহাত্মার জীবন চরিত্র যে কতদূর নির্ম্মল ও সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধনক তাহা বোধহয় কাহারও অবিদিত নাই। অদ্য যে হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ পতাকা আকাশপথে উড়িতেছে, অদ্য যে হিন্দুশাস্ত্রের প্রখর প্রভাব পৃথিবীর সর্ব্বজাতির আদরণীয় হইয়াছে, আচার্য্যই তাহার পথ প্রদর্শক ও মূলভিত্তি। ফলতঃ যবনদিগের অধিকারে বা অত্যাচারে আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে আচার্য্যই তাহার পুনঃ সংস্করণ করিয়া উপদ্রুত, উৎপাড়িত ধর্ম্মের শান্তি সংস্থাপন করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শঙ্করাচার্য্য পূর্ণশঙ্কর এবং তাঁহার জীবনী ঘটনার বিষয় সর্ব্বসাধারণেরই কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিবে ভাবিয়া অদ্য আমরা তাঁহার জীবনচরিত্র প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা তাঁহার অগামুষত্ব প্রতিপন্ন করিবার পুস্তক না পাইয়া, কি না দেখিয়া কদাচ পূর্ণ শঙ্কর বলিতে সাহসিক হইতাম না। আচার্য্যের জীবনচরিত্রে পুস্তকই আমাদিগের বলবান্ প্রমাণ ও একমাত্র যুক্তিস্থল। এবং কৃতবিদ্য সভ্য সমাজে অদ্য আমাদিগের তাহাই সমালোচনীয়।

আচার্য্যের জীবন চরিত্র সম্বন্ধে দুইখানি পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি বেদের টীকাকারে সায়ণাচার্য্য [অপর নাম মাধবাচার্য্য] রচিত, অপর খানি আচার্য্যের প্রিয়শিষ্য আনন্দগিরি বিরচিত। শেষোক্ত পুস্তকখানিতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪ চুয়াত্তরটী প্রকরণ আছে। এবং আচার্য্যের শঙ্করাবতারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়া শৈব, ভাগবত, বৈষ্ণব, কর্ম্মহীন বৈষ্ণব, বৈখানস, হৈরণ্যগর্ভ, অগ্নিবাদী, সৌর, মহাগণপতি, বাগ্দেবতা, চার্ব্বাক, সৌগত, জৈন, বৌদ্ধ, মল্লারি, বিশ্বক্সেন, মত প্রভৃতি নিরাকরণ করিয়া পরিশেষে গুরুদেহ ত্যাগ প্রকরণ গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন। ফলতঃ আনন্দগিরি স্বীয় গুরুর সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর হইতে যে দেশে যে সময়ে যাহার সহিত যে বিষয়ের তর্ক হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া যে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। কিন্তু এই পুস্তক পাঠে সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক দেখিতেও ইচ্ছা হইবে না। কারণ এই পুস্তকে ঐ একটী বিষয় ভিন্ন কোন্ দেশে, কোন্ কালে, কাহার ঔরসে এবং কাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কি কি উপায়ে কাহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারে বীতরাগ হন তাহার বিষয় কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। এই সমস্ত কারণে পূর্ব্বোক্ত দুইখানি পুস্তকের মধ্যে প্রথমোক্ত পুস্তক খানি আমাদিগের লক্ষ্য হইয়াছে। ঐ দুইখানি পুস্তকেরই নাম "শঙ্করবিজয়"।

প্রথমোক্ত পুস্তক খানি প্রথমতঃ অতি দুর্ল্লভ, কারণ কলিকাতা নগরীতে অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

মুম্বাই এবং কাশীনগরীতে মুদ্রিত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য ঐ পুস্তক খানি পদ্যে, ও আনন্দগিরি অধিকাংশস্থল গদ্যে, তবে মধ্যে মধ্যে দুইচারিটী পদ্যে "শঙ্করবিজয়" পুস্তক রচনা করেন। সায়নাচার্য্য কৃত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথা,—

এই পুস্তকে ষোড়শটি সর্গ আছে। যথা,—১ম উপোদ্‌যাত ;—২য় তাঁহার উৎপত্তি ;—৩য় অমৃত ভোজী দেবতাদিগের অবতার নিরূপণ ; ৪র্থ অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমেরও পূর্ব্বে যে আচার্য্যের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল তাহার প্রকরণ ; ৫ম তাঁহার উপযুক্ত চতুর্থাশ্রম প্রাপ্তির নিরূপণ ; ৬ষ্ঠ কালক্রমে আত্মবিদ্যার অনুশীলী সম্প্রদায়গণ উচ্ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বার তাহার সম্যকরূপে সংস্থাপন ; ৭ম শঙ্করাচার্য্য ও ব্যাসাচার্য্যের পরস্পর দর্শন জন্য আশ্চর্য্য ঘটনা ; ৮ম মণ্ডনমুনি এবং আর্য্য ভাষ্যকারের সম্বাদ ; ৯ম সরস্বতীকে সাক্ষী করিয়া মণ্ডনমুনির সর্ব্বজ্ঞত্ব নির্ব্বাহের উপায় চিন্তা ; ১০ম যোগশক্তি দ্বারা নরপতি অর্ম্মরকদেহের প্রবেশ, এবং কামকলা অবগত হইয়া সেই কামশাস্ত্রের প্রশঙ্গাধীন প্রপঞ্চ প্রকাশ ; ১১শ উগ্রভৈরব নামক কাপালিকের পরাজয় ; ১২শ হস্তামলক এবং আর্য্যতোটক এই উভয়ের আচার্য্যের নিকট শিষ্যরূপে আশ্রয় ; ১৩শ বৃত্তির সহিত ব্রহ্মবিদ্যা (বেদান্ত শাস্ত্রের) প্রচার ; ১৪শ পদ্মপাদের তীর্থযাত্রার নিরূপণ ; ১৫শ আচার্য্যের আশা (দিক্ এবং বাসনা) জয়ের কৌতুক , ১৬শ সেই মহাত্মার শরদা পীঠে অবস্থান। এই সমস্ত সর্গের বিস্তৃত বিবরণ অনুবাদ কালে বিশেষ দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে সংক্ষেপে সামান্যমাত্র বিবরণ উল্লিখিত হইল। বস্তুতঃ অদ্যাবধি ঈদৃশ মহাত্মার জীবনচরিত্র যে আবৃত ছিল ইহাই বিচিত্র।

আনন্দগিরি ও স্বকীয় গ্রন্থের প্রথম প্রকরণ সায়ণকৃত পুস্তকের ষোড়শ সর্গের যে যে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহাই উহক, যতই বলি, কলিকাতা নিবাসী ধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা সদাশয় শ্রীলশ্রীযুক্ত নাথোজী মিশ্র মহোদয় আন্তরিক শ্রদ্ধা, যত্ন, ও অর্থব্যয় করিয়া দেশান্তর হইতে ঐ পুস্তক আনয়ন করিয়া মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে অনুবাদকর্ত্তা কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যিনি সদসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শীতোষ্ণ, এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুদ্বয় সৃজন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহার আশীর্ব্বাদে প্রখর মহিমায় এই বিশ্বসংসার প্রতিনিয়ত এক নিয়মে অবস্থিত আছে, তাঁহার কৃপাকটাক্ষে, অনুগ্রহ প্রবাহে যেন পতিত হইয়া ঈদৃশ দুর্ব্বিসহ ভার অবলম্বন করিয়াও না উপহাসাস্পদ হই। এবং সহৃদয় পণ্ডিতগণের নিকট আমার সানুনয় ও সশ্রদ্ধ নিবেদন এই তাঁহারা যেন হংসের মত নীরভাগ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীরভাগগ্রহণের মত দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণ ভাগ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত দূরদর্শীতের পরিচয় দিয়া জগতে মহিমা প্রচার ও আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন। তাহা হইলে আমি আজীবন তাঁহাদিগের নিকটে যে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে নিবদ্ধ থাকিব তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিমধিকমিতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

অনুবাদক।

শঙ্করবিজয়ম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণম্। প্রাচীনশঙ্করজয়ে সারঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটম্ ॥১॥ যদ্ব-

শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীমদ্বিষ্ণুমজাভিবন্দ্যাচরণং গোপাদিকায়াধিতং বন্দে পূর্ণসিতাম্রসোমাবদনং সংসারতাপাপহং। সত্যাং জ্ঞানমনন্তমাদ্যবিধুরং গোত্তারসংহারকং সর্ব্বাত্মানমপাস্তসর্ব্বমলং বিশ্বেশ্বরং শঙ্করম্ ॥১॥ নুমঃ শ্রীবালগোপালতীর্থান্ ব্যাসমুখান্ মুনীন্। বিঘ্নহতৄন্ গণেশাদীন্ পণ্ডিতাংশ্চ বিমৎসরান ॥২॥ ব্যাখ্যানরহিতস্যাস্য ব্যাখ্যানং ডিণ্ডিমাভিধং। ক্রিয়তে স্বীয়বোধায় প্রমাদঃ ক্ষম্যতাং বুধৈঃ ॥৩॥ নিখিলানর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বকপরমানন্দাবির্ভাবলক্ষণপরমপুরুষার্থাননাসাধনাদ্বৈত জ্ঞানবিজয় পর্য্যবসন্নং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিজয়মাবিষ্কর্তুং গ্রন্থমারভমাণঃ শ্রীমান্ মাধবাচার্য্যস্তস্য নির্ব্বিঘ্নপরিসমাপ্ত্যাদিসিদ্ধয়েঽবিগীতশিষ্টাচারানুমিতশ্রুতিপ্রমিতকর্ত্তব্যতাকং বিষয়প্রয়োজনসূচকং মঙ্গলমাচরন্ চিকীর্ষিতং প্রতিজানীতে ॥ প্রণম্যেতি ॥ পরমাত্মানং পরমেশ্বরং প্রণম্য প্রাচীনশঙ্করজয়ে সারঃ ময়া মাধবেন সংগৃহ্যতে সংগ্রহত্বেনাস্ফুটত্বমাশঙ্ক্যাহ স্ফুটং যথা স্যাত্তথেতি পরমাত্মানং বিশিনষ্টি শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণম্ ॥ অনেন স্বগুরোঃ শ্রীবিদ্যাতীর্থস্যেশ্বরাবতারত্বং তত এব সর্ব্বজ্ঞত্বং চ সূচিতম্ অন্যেষামপি পরমাত্মনি স্বগুরৌ চ তুল্যভক্ত্যৈব নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিরিত্যপি ধ্বনিতং। তথাচ শ্রুতিঃ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি। যদ্বা পরং পরমেশ্বরং সর্ব্বাত্মানং শিবং প্রণম্যেত্যর্থঃ তং বিশিনষ্টি শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণং তার্কিকাদিকল্পিতৈঃ কুতর্কৈর্ম্মলিনীকৃতায়া বিদ্যায়াঃ সরস্বত্যাস্তন্মলাপকরণেন শোধকত্বাৎ বিদ্যাতীর্থঃ শ্রিয়া ব্রহ্মবিদ্যাত্মিকয়া যুক্তঃ শ্রীবিদ্যাতীর্থো ভগবান্ ভাষ্যকারঃ তদ্রূপিণং তথাচোক্তং সংক্ষেপশারীরকাচার্য্যৈঃ। বক্তারমাসাদ্য যমেব নিত্যা সরস্বতীস্বার্থসমন্বিতাসীৎ। নিরস্তদুস্তর্ককলঙ্কপঙ্কা নমামি তং শঙ্করমর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিমিতি শিবাবতারত্বং ভগবতো

যেরূপ একটী বৃক্ষরোপণ করিলে তাহার ফলভোগ করিবার জন্য কত অনিবার্য্য উপদ্রব হইতে বৃক্ষকে রক্ষা করিতে হয়, যেরূপ স্বকীয় তনয়কে শিক্ষিত, বিনীত এবং ধার্ম্মিক করিতে হইলে অসৎসঙ্গ অসদাচরণ এবং অসদ্ বিষয় হইতে কত সতর্কে কত যত্নে তাহাকে প্রতিপালন করিতে হয়, সেইরূপ জগতে সমস্ত শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শুভকর্ম্মের অবশম্ভাবী উপদ্রব সকল যথাসাধ্য নিবারণ করিতে হয়। এই জন্য শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত্র লেখক মহানুভাব সায়ণাচার্য্য, আরব্ধ শুভকর্ম্মের নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য অগ্রে মঙ্গলাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যথা, আমি শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপী পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া প্রাচীন শঙ্করের জয়

দ্বদ্ঘটানাং পটলো বিশালো বিলোক্যতেঽহল্পে কিল-দর্পণেঽপি। তদ্বন্মদীয়ে লঘুসংগ্রহেঽস্মিন্ দ্বীক্ষ্যতাং শাঙ্করবাক্যসারঃ॥ ২ ॥ যথাতিরুচ্যে মধুরেঽপি রুচ্যুৎপাদায়রুচ্যন্তরযোজনার্হা। তথেষ্যতাং প্রাক্‌বিহৃদ্যপদ্যেষ্বেষাপি মৎপদ্যনিবেশভঙ্গী॥ ৩ ॥ স্তুতোঽপি সম্যক্কবিভিঃ পুরাণৈঃ কৃত্যাপি নস্তুষ্যতু

ভাষ্যকারস্য শিবপুরাণাদেরবগন্তব্যং তথাচোক্তং শিবপুরাণে ব্যাকুর্ব্বন্ ব্যাসসূত্রার্থং শ্রুতেরর্থং যথোচিবান্। শ্রুতের্ন্যায্যঃ সএবার্থঃ শঙ্করঃ সবিতান নঃ। যদ্বা আত্মানং প্রত্যগভিন্নং পরং পরমেশ্বরং শ্রীশব্দারাবিদ্যাশব্দেন পরাপরবিদো তৎপ্রাপ্যৌমোক্ষদেবলোকৌ চ গৃহ্যেতে তীর্থশব্দেন তীর্থং শাস্ত্রাধ্বরক্ষেত্র-পাত্রোপাধ্যায়মন্ত্রিষু। অবতারর্ষিজুষ্টান্তঃ স্ত্রীরজঃসুচ বিশ্রুতমিতি বিশ্বোক্তানি শাস্ত্রাদীনি গৃহ্যন্তে। তদ্রূপিণং সর্ব্বাত্মকমিত্যর্থঃ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম একমিদং ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি শ্রুতেস্তথাচ শ্রীমচ্ছঙ্করজয়নিরূপণেন তদুক্তস্য ব্রহ্মাত্মভাবস্যৈব জয় ইতি। সএবাজ্ঞাতঃ সন্ বিষয়ো জ্ঞাতঃ সন্ প্রয়োজনম্ আচার্য্যবিজয়জ্ঞানং ত্ববান্তরপ্রয়োজনমিতি পরমেত্যাদিনা সূচিতম্। অত্রানেকার্থশব্দন্যাসাৎ শ্লেষালঙ্কারস্তদুক্তং নানার্থসংশ্রয়ঃ শ্লেষ ইতি। দেবতাবাচকাঃ শব্দা যে চ ভদ্রাদিবাচকাঃ। তে সর্ব্বে চ ন নিন্দ্যাঃ স্যুর্লিপিতো গণতোঽপিচেত্যুক্তত্বাজ্জগণাদিপ্রয়োগো ন দোষাবহ ইতি মন্তব্যম্ ॥ ১ ॥ নন্থ প্রাচীনশঙ্করজয় উদাহৃতানাং শাঙ্করবাক্যানাং সারস্বদীয়ে সংগ্রহে কথমবলোকনীয়স্তব সংগ্রহস্যাল্পত্বাদিতিচেত্তত্রাহ যদ্বদিতি যদ্বদ্ঘটানাং কুম্ভানামিভশিরসাং বা অদ্রিশৃঙ্গাণাং বা পটলঃ সমুদায়োবিশালো বিস্তৃতোঽল্পেঽপি দর্পণেবিলোক্যতে কিলেতি প্রসিদ্ধং তদ্বদস্মিন্ বুদ্ধিস্থেমদীয়ে লঘুসংগ্রহে শাঙ্করবাক্যানাং সারউদ্বীক্ষ্যতাং সম্যগবলোক্যতাং উপমালঙ্কারঃ সাধর্ম্ম্যমুপমাভেদ ইত্যুক্তেঃ। ইন্দ্রোপেন্দ্রবজ্রামিশ্রণাদুপজাতিবৃত্তং অনন্তরোদীরিতলক্ষ্মভাজৌপাদৌ যদীয়াবুপজাতয়স্তা ইতি লক্ষণাৎ ॥ ২ ॥ প্রাচীনশঙ্করজয়স্য বৈয়র্থ্যমাশঙ্ক্যাহ যথেতি যথাতিরুচ্যেঽত্যন্তমভিলাষবিষয়ে মধুরে রুচ্যুৎপাদায় রুচ্যন্তরস্য সলবণস্য যোজনার্হা যোগ্যা তথা এষা মৎপদ্যনিবেশভঙ্গী মদীয়ানাং নিবেশস্য বিন্যাসস্য ভঙ্গী রীতিরপি প্রাচঃ কবেঃ হৃদ্যেষু মনোজ্ঞেষু পদ্যেষু রুচ্যুৎপাদায় ইষ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ যদ্যপি পুরাণৈঃ প্রাচীনৈঃ কবিভিঃ সম্যক্ স্তুতস্তথাপি নোঽস্মাকং কৃত্যা ভাষ্যকারস্তুষ্যতু অভ্যর্থনায়াং লোট্ বহুবচনং বাত্মনঃ কামাভিপ্রায়েণ। নন্থ স্বল্পয়া তব কৃত্যা

বিষয়ে বিশদরূপে সারসংগ্রহ করিতেছি। স্বকীয় গুরু এবং পরমেশ্বরের উপর তুল্যভক্তি করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে বলিয়া সায়ণাচার্য্য স্বীয় গুরু বিদ্যাতীর্থকে পরমাত্মস্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যাতীর্থশব্দে ভগবান্ ভাষ্যকার, এবং বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য যে শিবরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাও শৈবপুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায় ॥ ১ ॥

যেরূপ করিকুম্ভ কিম্বা গিরিশৃঙ্গের সমূহ বিস্তৃত হইলেও অত্যল্প দর্পণতলে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ শঙ্করবাক্যের সারভাগ অতিশয় বিস্তৃত হইলেও আমার এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ পুস্তকে যে অবাধে বিলোকিত হইতে পারিবে তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥

অত্যন্ত অভিলষণীয় মধুররসে অধিক রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত লবণরসমিশ্র বস্তুর প্রয়োজন হইয়া থাকে, নতুবা মধুর রসের আস্বাদন তৎকালে অরুচিজনক হইয়া উঠে। এই কারণে প্রাচীন কবির মনোজ্ঞ পদ্যরসের আস্বাদন বিষয়ে পুনর্ব্বার রুচিবৃদ্ধি করিবার প্রত্যাশায় পণ্ডিতগণ আমার এই পদ্যরচনার সুমধুর ভঙ্গী ইচ্ছা করুন। বস্তুতঃ মদীয় সংগ্রহ গ্রন্থ অতিশয় মধুর রসে পরিপূর্ণ না হউক কিন্তু লবণরসের মত রুচিজনক হইলেই যথেষ্ট হইবে ॥ ৩ ॥ যদ্যপি প্রাচীন কবিগণ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যকে সম্যক্‌রূপে স্তব করিয়াছেন সত্য,

ভাষ্যকারঃ। ক্ষীরাব্ধিবাসী সরসীরুহাক্ষঃ ক্ষীরং পুনঃ কিং চকমে ন গোষ্ঠে॥ ৪॥ পয়োব্ধিবিবরী-সুনিঃস্থতসুধাঝরীমাধুরীধুরীণভণিতাধরীকৃতফণাধরাধীশিতুঃ। শিবঙ্করসুশঙ্করাভিধজগদ্গুরোঃ প্রায়শো যশো হৃদয়শোধকং কলয়িতুং সমীহামহে॥ ৫॥ কেমে শঙ্করসদ্গুরোদ্গুর্ণগণা দিগ্জালকূলঙ্কষাঃ

তস্য তুষ্টিবিত্তাশঙ্কাপ্তকামস্য পরমেশ্বরস্য ভক্ত্যা কৃতেন স্বল্পেনাপাধিকাদধিকতরতুষ্টিরিত্যাহ ক্ষীরাব্ধিবাসীতি ক্ষীরাব্ধিং ক্ষীরসমুদ্রং বস্তুং শীলমস্যাস্তীতি তথা কমলসদৃশেঽক্ষিণীনেত্রে যস্য স সরসীরুহাক্ষো ভগবান্ বিষ্ণুঃ গোষ্ঠে ব্রজে প্রেমভারাক্রান্তাভির্গোপীভির্দীয়মানমল্পং দুগ্ধং কিং পুন র্ন চকমেঽপিতু কামিতবানেবেত্যর্থঃ। ব্রজঃ স্যাদ্গোকুলং গোষ্ঠমিতি বৈজয়ন্তী। অত্র স্তুতিক্ষীরয়োর্বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাৎ দৃষ্টান্তালঙ্কারঃ দৃষ্টান্তঃ পুনরেতেষাং প্রতিবিম্বনমিত্যুক্তেঃ॥ ৪॥ তস্মাচ্ছিবং সুখং করোতীতি শিবঙ্করঃ অতএব সুশঙ্কর ইত্যভিধা সংজ্ঞা যস্য শিবঙ্করশ্চাসৌ সুশঙ্করাভিধশ্চ স চাসৌ জগতাং গুরুশ্চ তস্য শিবঙ্করসুশঙ্করস্যজগদ্গুরোর্ভগবতো ভাষ্যকারস্য প্রায়শো যশো হৃদয়শোধকং কলয়িতুং অনুসন্ধাতুং কথয়িতুং বা সমীহামহে সম্পূর্ব্বস্য চেষ্টার্থকস্য ঈহধাতোর্লটিরূপং সম্যক্‌চেষ্টাং প্রযত্নং কুর্ম্মঃ। ক্বচিদন্যযশসোঽপি কথনাৎপ্রায়শ ইত্যুক্তং তং বিশিনষ্টি পয়োব্ধেঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য বিবরীভিঃ সূক্ষ্মচ্ছিদ্রেভ্যঃ সুনিঃস্থতায়াঃ সুধায়া অমৃতস্য ঝরীণাং সূক্ষ্মপ্রবাহাণাং মাধুরী মধুরতা তস্যাঃসকাশাৎধুরীণং শ্রেষ্ঠমতিমধুরং যৎ ভণিতং ভাষিতং তেনাধরীকৃতঃ ফণাধরাণাং সর্পাণামধীশিতানিয়ন্তা শেষো যেন তস্য অত্র রেফস্যাসকৃদাবৃত্ত্যনুপ্রাসঃশব্দালঙ্কারঃ একস্যাপ্যসকৃৎপর ইত্যুক্তেঃ পৃথ্বী বৃত্তং জসৌ জসযলাবসুগ্রহযতিশ্চ পৃথ্বীগুরুরিতিলক্ষণাৎ॥ ৫॥ শঙ্করগুণানুবর্ণনে স্বস্যানর্হতামাশঙ্ক্য পরিহরতি কেতি সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদিশ্রুত্যুক্তসদদ্বিতীয়স্য বোধকত্বাৎসদ্গুরুঃ সতাং বা গুরুঃ শঙ্করশ্চাসৌ সদ্গুরুশ্চ তস্য গুণানাং গণাঃ সমূহাঃ দিগ্জালস্য কূলং রোধং কষন্তি ঘ্নন্তীতি দিগ্জালকূলঙ্কষাঃ সর্ব্বকূলেত্যাদিনাখচ্ অরুর্দ্বিষদজন্তস্যেতিমুম্ দিগ্জালমুল্লঙ্ঘ্যগতা ইত্যর্থঃ। কালেন বসন্তাদিকালেনোন্মীলিতানাং প্রফুল্লিতানাং মালতীত্যুপলক্ষণং মালত্যাদিপুষ্পাণাং পরিমলো বিমর্দ্দোত্থো জনমনোহরো গন্ধস্তস্যাবষ্টম্ভস্য মুষ্টিন্ধয়া মুষ্টিং ধয়ন্তি

তথাপি তিনি আমাদিগের এই সামান্য কার্য্যে সন্তুষ্ট হউন এই মাত্র প্রার্থনা। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন ক্ষীরসমুদ্রেই যাঁহার নিয়ত অবস্থান, প্রস্ফুটিত সরোজ সদৃশ যাঁহার নেত্রযুগল, (অন্যের কথা দূরে থাকুক) সেই ভগবান্ বিষ্ণুও কি গোকুলে গোপাঙ্গনাদিগের প্রদত্ত অল্পমাত্র দুগ্ধ অভিলাষ করেন নাই! গোপীদিগের অল্পদুগ্ধও যে তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন অবশ্যই ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে॥ ৪॥ ক্ষীরসমুদ্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে যে সমস্ত অমৃত নির্ঝর নিঃস্থত হইয়াছে সেই সমস্ত সূক্ষ্ম অমৃত প্রবাহের মাধুর্য্য অপেক্ষাও অতিশ্রেষ্ঠ মধুরময় বাক্যদ্বারা যিনি ফণিপতি অনন্তকেও শুভ্রতাগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পরাস্ত করিয়াছেন, অদ্য আমরা শিবকারী বলিয়া যিনি শঙ্কর নামে অভিহিত, সেই জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের হৃদয়ের পবিত্রতাকারক শুভ্রবর্ণ যশোরাশির অনুসন্ধান করিতে সম্যক্ রূপে যত্ন করিতেছি। ক্ষীরসিন্ধু, অমৃত এবং অনন্ত সর্প ইহারা সকলেই শ্বেতবর্ণ। কবিদিগের মতানুসারে কীর্ত্তিও শুক্লবর্ণ। কিন্তু আচার্য্যের ক্ষীরসমুদ্রের অমৃতজয়ী বচনে অনন্তসর্প পরাজিত হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। এবং এইরূপ মহানুভাবের কীর্ত্তিকলাপ যে সাধারণের অনুসন্ধানীয় বা প্রার্থনীয় তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত॥ ৫॥ যাঁহার গুণরাশি দিগ্জাল উল্লঙ্ঘন করিয়া গমন করিয়াছে, এবং বসন্ত প্রভৃতি উপযুক্ত কালে বিকশিত মালতী প্রভৃতির ঘন পরিমল

কালোন্মীলিতমালতীপরিমলাবষ্টম্ভমুষ্টিন্ধয়াঃ। কাহং হন্ত তথাপি সদ্গুরুকৃপাপীযূষপার স্পরীমগ্নোন্মগ্ন কটাক্ষবীক্ষণবলাদস্তিপ্রশস্তার্হতা ॥ ৬ ॥

পিবন্তীতি তে কালোন্মীলিতমালতীপরিমলঘনাদপি অধিকতর-সুখকরাইত্যর্থঃ নাড়ীমুষ্টোশ্চেতিধশ্চইমেপ্রসিদ্ধাঃ কাহং জন্ত-রত্যন্তাযোগ্যঃ ক যদ্যপীত্যধ্যাহার্য্যং হন্তেতি হর্ষে তথাপি সদ্গুরোর্বিদ্যাতীর্থস্য শঙ্করস্য বা কৃপারূপস্য পীযূষস্যামৃতস্য পার স্পর্য্যাং পরম্পরায়াং মগ্নেনোন্মগ্নেন চ কটাক্ষেণ নিমীলনে মগ্নত্বস্যোন্মীলন উন্মগ্নত্বস্যচারোপঃ বীক্ষণমেববলং তস্মাৎ প্রশস্তা যোগ্যতা মমাস্তীত্যর্থঃ অনহুরূপয়োর্ঘটনাবর্ণনেন বিষমং বর্ণ্যতে যত্র ঘটনাহুরূপয়োরিত্যুক্তেন বিষমেন প্রাপ্তাযা অনর্হতায়া বিচার্য্যরূপকেণ প্রতিষেধাদাক্ষেপালঙ্কারস্য আক্ষেপঃ স্বয়মুক্তস্য প্রতিষেধো বিচারণাদিত্যুক্তস্য তাভ্যাং সঙ্করঃ অবিশ্রান্তিজুষা-মাত্মন্যঙ্গাঙ্গিত্বং তু শঙ্কর ইত্যুক্তেঃ সূর্য্যাশ্বৈর্ম্মসজস্ততাঃ সগুরবঃশার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ৬ ॥ অধন্যমকৃতার্থমাত্মানং ধন্যং মন্যন্ত ইতি ধন্যম্মন্যাঃ অসজ্জনং দুর্জনমাত্মানং সুজনং মন্যন্ত ইতি

অপেক্ষাও যে সমস্ত গুণরাশি সুখকর, সদ্গুরু আচার্য্যের ঈদৃশ অলৌকিক গুণ রাশিই বা কোথায়? এবং এই মূঢ়মতি সায়ণই বা কোথায়?। বস্তুতঃ এই উভয়ের পরস্পর ঘটনা অতি দুরূহ। হায়! তথাপি এই এক মাত্র ভরসা দেখিতেছি যে, আচার্য্যের অনুকম্পারূপ অমৃতরাশির পরম্পরাসম্বন্ধে নিমীলনকালে মগ্ন এবং উন্মীলন-কালে উন্মগ্ন এইরূপ কটাক্ষের দ্বারা দর্শনকালে আচার্য্যের গুণবর্ণনা করিতে আমার প্রশংসনীয় যোগ্যতা আছে। তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ক্ষেপ ব্যতীত তাঁহার গুণবর্ণন করিতে অগ্রসর হয়, এরূপ লোক ভূতলে নিতান্ত বিরল বস্তুতঃ সে লোক নাই ॥ ৬ ॥

ধন্যম্মন্যবিবেকশূন্যসুজনম্মন্যাব্ধিকন্যানটী নৃত্যোন্মত্তনরাধমাধমকথাসংমর্দ্দদুষ্কর্দ্দমৈঃ। দিগ্ধাং মে গিরমদ্যশঙ্করগুরুক্রীড়াসমুদ্যদ্যশঃ পারাবারসমুচ্চলজ্জলঝরৈঃ সংক্ষালয়ামি স্ফুটম্ ॥ ৭ ॥

সুজনম্মন্যাঃ উক্তসূত্রে মুম্ অব্ধেঃ সমুদ্রস্য কন্যালক্ষ্মীঃ সৈব নটী চঞ্চলত্বান্নর্ত্তকীতস্যা নৃত্যেন নর্ত্তনেনোন্মত্তাঃ ধন্যম্মন্যাশ্চ তে বিবেকশূন্যাশ্চ সুজনম্মন্যাশ্চাব্ধিকন্যানটীনৃত্যেনোন্মত্তাশ্চেতিদ্বন্দ্বো বা দ্বয়োর্দ্বয়োঃ কর্ম্মধারয়েদ্বন্দ্বো বা তে চ তে নরাধমেভ্যোঽপ্য-ধমাশ্চ তেষাং কথা যদ্বা তেষাং নরাধমানামধমাশ্চ তাঃ কথাশ্চ তাষাং সম্মর্দ্দাঃ সজ্ঘর্ষা এব দুষ্কর্দ্দমাদুষ্টপঙ্কাস্তৈর্দিগ্ধাঃ লিপ্তাঃ মে গিরঃ বাচঃ অদ্য শঙ্করগুরোঃ ক্রীড়য়াসমুদ্যদ্যশএব পারাবারঃ সমুদ্রঃ পারাবারঃ সরিৎপতিরিত্যমরঃ। তস্য সমুচ্চলন্তির্ঝরৈর্ব্বারি প্রবাহৈঃ সংক্ষালয়ামি স্ফুটং যথাস্যাত্তথা সম্যক্ প্রক্ষালয়ামীত্যর্থঃ তথাচোক্তং ভগবতাবেদব্যাসেন অসৎকীর্ত্তনকান্তারপরিবর্ত্তন পাংসুলাং। বাচংশৌরিকথালাপৈর্গঙ্গয়েব পুনীমহে॥ অত্ররূপকবৃত্ত্যা নুপ্রাসয়োরন্যোন্যনিরপেক্ষয়োরেকত্র সমাবেশাত্তিলতণ্ডুলবৎসংসৃষ্টিঃ। সৈষাসংসৃষ্টিরেতেষাং ভবেদৈক্যাদিহস্থিতিরিত্যুক্তেঃ ॥৭॥

যাহারা অধন্য হইয়াও আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা করে, অসজ্জন হইয়াও আপনাকে সজ্জন বলিয়া বিবেচনা করে, যাহারা হিতাহিত বিবেক শূন্য, এবং চঞ্চলা বলিয়া নর্ত্তকীস্বরূপা ক্ষীরাব্ধিতনয়া লক্ষ্মীদেবীর নৃত্য মত্ত নরাধম হইতেও অধম লোকদিগের কথার সংসর্গরূপ দুষ্টপঙ্কে একান্ত লিপ্ত মদীয় বাণী অদ্য শঙ্করগুরুর ক্রীড়া বশতঃ সমুদিত যশোরূপ সরিৎ-পতির সমুচ্ছলিত বারিপ্রবাহ দ্বারা স্পষ্টরূপে সম্যক্ ক্ষালিত করিব ॥ ৭ ॥

বন্ধ্যাসূনুখরীবিষাণসদৃশক্ষুদ্রক্ষিতীন্দ্রক্ষমাশৌর্য্যৌদার্য্যদয়াদিবর্ণনকলাদুর্ব্বাসনাবাসিতাম্। মদ্বাণীগধিবাসয়ামি যমিনস্ত্রৈলোক্যরঙ্গস্থলীনৃত্যৎকীর্ত্তিনটীপটীরপটলীচূর্ণৈ র্ব্বিকীর্ণৈঃ ক্ষিতৌ ॥ ৮ ॥

পীযূষদ্যুতিখণ্ডমণ্ডনকৃপারূপান্তর শ্রীগুরুপ্রেমস্থেমসমর্হণার্হমধুরব্যাহারসূনোৎকরঃ! প্রৌঢ়োহয়ং নবকালিদাসকবিতাসন্তানসন্তানকো দদ্যাদদ্যসমুদ্যতঃ সুমনসামামোদপারম্পরীম্ ॥ ৯ ॥ সামোদৈরনুমোদিতা মৃগমদৈরানন্দিতা চন্দনৈর্মন্দারৈরভিনন্দিতা প্রিয়গিরা কাশ্মীরজৈঃ স্মেরিতা। বাগেষা নবকালিদাসবিদুষো দোষোজ্ঝিতাদুষ্কবিব্রাতৈ র্নিষ্করুণৈঃ ক্রিয়েত বিকৃতা ধেনুস্তরুক্ষৈরিব ॥ ১০ ॥

বন্ধ্যাসুতেন গর্দ্দভীশৃঙ্গেণ চ তুচ্ছেন তুল্যা যে ক্ষুদ্রাণাং ক্ষিতীন্দ্রাণাং রাজ্ঞাং ক্ষমাশৌর্য্যৌদার্য্যদয়াদযস্তেষাং বর্ণনস্য যা কলা তল্লক্ষণয়া দুর্ব্বাসনয়া দুর্গন্ধিনা বাসিতাং দুর্গন্ধিব্যাপ্তাং স্ববাচং যমিনো যতেঃ শ্রীশঙ্করস্য ত্রৈলোক্যলক্ষণায়াং রঙ্গস্থল্যাং নৃত্যভূমিপ্রদেশে নৃত্যন্তী চাসৌ কীর্ত্তিলক্ষণা নটী তস্যাঃ পটীরস্য চন্দনস্য পটলী সমূহঃ তস্যাশ্চূর্ণৈঃ ক্ষিতৌ পৃথিব্যাং বিকীর্ণৈঃ প্রস্তৈরধিবাসয়ামি সুগন্ধয়ামি। ॥ ৮ ॥ অয়ং প্রৌঢ়ো নবকালিদাসস্য মাধবস্য কবিতাসন্তানরূপঃ সন্তানকঃ কল্পবৃক্ষোহদ্য সমুদ্যতঃ সুমনসাং পণ্ডিতানাং হর্ষলক্ষণামোদপরম্পরাং দদ্যাৎ। যথা কল্পবৃক্ষঃ সুমনসাং দেবানাম্ আমোদস্যাতিসমাকর্ষিণো গন্ধস্য সন্ততিং দদাতি তদ্বদিত্যর্থঃ। তং বিশিনষ্টি পীযূষদ্যুতেরমৃতাংশোশ্চন্দ্রস্য খণ্ডঃ শকলঃ মণ্ডনমলঙ্কারো যস্য তস্য শিবস্য কৃপারূপান্তরস্য শ্রিয়া যুক্তস্য গুরোর্যৎ প্রেমঃ স্থেম্না স্থৈর্য্যেণ সমর্হণং সম্যক্ পূজনস্তস্মিন্নর্হা যোগ্যা মধুরা ব্যাহারা উক্তয এব সূনানি পুষ্পাণি তেষামুৎকরো নিচয়ো যস্মিন্ সঃ। অত্র কবিতাসন্তানস্য কল্পবৃক্ষেণাভেদেন রূপেণ রঞ্জনাদ্রূপকালঙ্কারস্তদুক্তং বিষয্যভেদতাদ্রূপ্যরঞ্জনং বিষয়স্য যৎ রূপকং তদিতি ॥৯॥ সুমনসাং সুখকরমপি বস্তু কুমনোভির্বিকৃতং ক্রিয়ত ইত্যালোচ্য স্ববাচি বিকারপ্রাপ্তিং সম্ভাব্যাহ সামোদৈরিতি। আমোদেন হর্ষেণ বা সহিতৈর্মৃগাণাং মদৈঃ কস্তুরিকাসংজ্ঞকৈরনুমোদিতা শ্লাঘিতা সামোদৈরিত্যস্যোত্তরত্রাপি সম্বন্ধঃ। সামোদৈশ্চন্দনৈরানন্দিতাহভিনন্দিতা তথা সামোদৈর্মন্দারৈঃ প্রিয়গিরাভিনন্দিতা তথা সামোদৈঃ কাশ্মীরজৈঃ প্রিয়গিরা স্মেরিতা বিকাসিতা শ্লাঘিতা দোষৈর্বিবর্জিতাপি ধেনু র্যথা দোষা রাত্রিস্তস্যামুজ্ঝিতা স্বস্থানাদ্বিমুক্তা নিষ্করুণৈস্তরুক্ষৈর্ম্লেচ্ছৈ র্যথা বিকৃতা ক্রিয়তে। তরুক্ষঃ সিল্লকে

বন্ধ্যানারীর পুত্র ও গর্দ্দভীর শৃঙ্গতুল্য নিতান্ত তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষিতীন্দ্রগণের ক্ষমা, শৌর্য্য, ঔদার্য্য এবং দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণগণবর্ণনার কিয়ন্মাত্র কলাস্বরূপ, দুর্ব্বাসনাদ্বারা দুর্গন্ধিত স্বীয়ভারতী, যতীন্দ্র শঙ্করাচার্য্যের ত্রৈলোক্যলক্ষণ রঙ্গভূমিতে নৃত্যপরায়ণা কীর্ত্তিলক্ষণা নটীর চন্দনরসচূর্ণদ্বারা পৃথিবীতলে বিকীর্ণ করিয়া অতিশয় সুগন্ধিত করিব।৮।

নবকালিদাস মাধবাচার্য্যের এই প্রৌঢ় কবিতাসমূহরূপ কল্পবৃক্ষ অদ্য সমুদ্যত হইয়া (দেবতাদিগকে যেরূপ সমাকৃষ্ট গন্ধসন্ততি প্রদান করিয়া থাকে) সেইরূপ পণ্ডিতদিগকে হর্ষ লক্ষণ প্রমোদ পরম্পরা প্রদান করুক। এই কল্পবৃক্ষও সাধারণ নহে, কারণ—অমৃত কিরণ রজনীপতির খণ্ড যাঁহার অলঙ্কার সেই ভবানীপতি শঙ্করের কৃপারূপ স্বরূপ শ্রীসংযুক্ত গুরুদেবের প্রেমস্থৈর্য্য দ্বারা সম্যক্ পূজা প্রকরণে সমুচিত মধুর বাক্যাবলী যাহার কুসুমরাশি, এবং ঐ সমস্ত পুষ্পরাশিই যে বৃক্ষে সর্ব্বদা বিদ্যমান, এ সেই কল্পবৃক্ষ। ৯।

নবপরিমল গন্ধ অথবা হর্ষ সহিত মৃগমদদ্বারা শ্লাঘিত, সামোদ চন্দনদ্বারা আনন্দিত, সামোদ

যদ্বা দীনদয়ালবঃ সহৃদয়াঃ সৌজন্যকল্লোলিনীদোলান্দোলনখেলনৈকরসিকস্বান্তাঃ সমন্তাদমী। সন্তঃ সন্তি পরোক্তিমৌক্তিকজুষঃ কিং চিন্তয়ানন্তয়া যদ্বা তুষ্যতি শঙ্করঃ পরগুরুঃ কারুণ্যরত্না-

করঃ॥ ১১॥ উপক্রম্য স্তোতুং কতিচন গুণান্ শঙ্করগুরোঃ প্রভগ্নাঃ শ্লোকার্দ্ধে কতিচন তদর্দ্ধার্দ্ধরচনে॥ অহং তুষ্টূষুস্তানহহ কলয়ে শীতকিরণকরাভ্যামাহর্ত্তুং ব্যবসিতমতেঃ সাহসিকতাম্॥ ১২॥

ম্লেচ্ছজাতাবিক্তিমেদিনী। তথৈবভূতা। সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তা নবীনকালিদাসস্য বিদুষো মাধবস্যৈষাবাগ্‌দুষ্টানাং কবীনাং সমুদায়ৈরত এব নিষ্করুণৈর্ব্বিকৃতা বিকারমন্যথাভাবং প্রাপ্য ক্রিয়েতেত্যর্থঃ॥ ১০॥ এবং প্রাপ্তামনন্তাং চিন্তাং কাব্যকরণে প্রতিবন্ধকাং বারয়তি যদ্বেতি। যদ্বা দীনেষু দয়ালবঃ সহৃদয়াঃ পরকীয়শ্রমাদ্যভিজ্ঞাঃ সৌজন্যাত্মিকায়াং কল্লোলিন্যাং নদ্যান্দোলান্দোলনং ইতস্ততো ভ্রমণং তদাত্মকং যৎখেলনং তস্মিন্নেবৈকং মুখ্যং রসিকং স্বান্তং মনো যেষাং তে পরোক্তিং মৌক্তিকবজ্জুষন্তীতি তথাভূতাঃ সন্তি অতোঽনন্তয়াচিন্তয়া কিং ন কিমপি সা ন কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। তেষাং দৌর্ল্লভ্যমাশঙ্ক্যাহ যদ্বা কারুণ্যস্য রত্নাকরঃ সমুদ্রঃ পরগুরুঃ শ্রীশঙ্করস্তুষ্যতি। তথাচ তৎসন্তুষ্ট্যর্থমবশ্যং যতিতব্যমিতি ভাবঃ।

অত্র পূর্ব্বশ্লোকাৎ প্রাপ্তচিন্তায়া যদ্বেত্যাদিনা প্রতিষেধাদাক্ষেপালঙ্কারঃ॥ ১১॥ ননু যত্র শ্রীশঙ্করগুণবর্ণনে বহবোঽপি প্রভগ্নাস্তত্র প্রবৃত্তস্য তব সাহসমাত্রমেবেতি চেৎ সত্যং তথাপি গুরুকটাক্ষা অঘটিতমপি মদভীষ্টং ঘটয়িতুং শক্তা ইত্যাহোপক্রম্যেতি দ্বাভ্যাং। শ্রীশঙ্করগুরো গু'ণান্ স্তোতুমুপক্রম্য কতিচন কেচিৎ শ্লোকার্দ্ধে প্রভগ্নাঃ কেচিত্তু শ্লোকপাদরচনে প্রভগ্না ইতি বা অহং তান্ তথাভূতান্ গুণান্ তুষ্টূষুঃ স্তোতুমিচ্ছুরহহ অত্যাশ্চর্য্যমন্যাষাং শীতকিরণং চন্দ্রং করাভ্যাং হস্তাভ্যামাহর্ত্তুং ব্যবসিতা নিশ্চিতা মতির্যস্য তস্য বালস্য সাহসিকতাং কলয়ে সম্পাদয়ামি। অত্র স্বস্মিংস্তদ্গতসাহসিকতা পদার্থারোপান্নিদর্শনালঙ্কারঃ। পদার্থবৃত্তিমপ্যেকে বদন্ত্যাং

মন্দার কুসুমদ্বারা আনন্দিত, সামোদ কাশ্মীর দেশজাত কুঙ্কুম দ্বারা বিকাশিত ও সামোদ প্রিয়বাক্যে শ্লাঘিত এবং দোষ বিবর্জ্জিত (অথবা, দোষা অর্থে রাত্রিকাল, সেই সময়ে স্বস্থান হইতে বিমুক্ত ধেনুকে নিষ্করুণ ম্লেচ্ছজাতি তরুষ্কগণ) যেরূপ বিকৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বদোষ বিনির্ম্মুক্ত দূরদর্শী নবীনকালিদাস মাধবাচার্য্যের এই অনুপম বাক্য দুষ্টেন্দ্র কবীন্দ্রগণ নিষ্করুণ হইয়া বিকার প্রাপ্ত করিয়া তুলিবে। ১০।

এইরূপে কাব্য নির্ম্মাণে প্রতিবন্ধক স্বরূপ অনন্ত চিন্তা নিবারণ করিতেছেন। কারণ দীনজনের উপর দয়ালু, পরকীয় শ্রমাদিবেত্তা, এবং সৌজন্য রূপা কল্লোলিনীর উপর ইতস্ততঃ ভ্রমণরূপ খেলন বিষয়ে যাঁহাদের প্রধান অন্তঃকরণ একান্ত রসিক ও পয়োধি যাঁহারা মুক্তাফলের মত সেবা করিয়া থাকেন, ঈদৃশ মহোদয় পণ্ডিতগণ যখন চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান রহিয়াছেন দেখিতে পাইতেছি, তখন আর এরূপ অনন্ত চিন্তায় প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি মদীয় ভাগ্য দোষে তাঁহারাও দুর্লভ হন, তাহা হইলে কারুণ্য রত্নাকর, পরমগুরু শঙ্করাচার্য্য সন্তুষ্ট হইতেছেন ভাবিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি বর্দ্ধনের জন্য অবশ্যই তাঁহারাও যত্নবান্ হইবেন। ১১।

যখন শ্রীশঙ্করের গুণবর্ণনে অনেকেই ভগ্নোদ্যম হইয়াছেন তখন তুমি কি সাহসে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এ তোমার কেবল সাহস মাত্র, ইহাও সত্য—তথাপি গুরু দেবের কটাক্ষ নিক্ষেপ

তথাপ্যস্মজ্জ্বম্ভে ময়ি বিপুলদুগ্ধাব্ধিলহরীলসৎ কল্লোলালীলসিতপরিহাসৈকরসিকাঃ। অমী মূকান্বাচালয়িতুমপি শক্তা যতিপতেঃ কটাক্ষাঃ কিং চিত্রং ভৃশমঘটিতাভীষ্টঘটনে ॥ ১৩ ॥ অস্মজ্জিহ্বাগ্র-

সিংহাসনমুপনয়তু স্বোক্তিধারামুদারামদ্বৈতাচার্য্যপাদস্তুতিকৃতসুকৃতোদারতা শারদা বা। নৃত্যন্মৃত্যুঞ্জয়োচ্চৈর্মুকুটতটকুটীনিঃস্রবৎস্বঃস্রবন্তীকল্লোলোদ্বেলকোলাহলমদলহরীখণ্ডিপাণ্ডিত্যহৃদ্যাম্ ১৪

নিদর্শনামিত্যুক্তেঃ। শিখরিণী রসৈরুদ্রৈশ্ছিন্নায়মনসভলাগঃ শিখরিণীতিলক্ষণাৎ ॥১২॥ যদ্যপ্যেবং তথাপি বিপুলানাং দুগ্ধাব্ধেঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য লহরীণাং প্রবাহাণাং লসন্তশ্চকাসন্তো যে কল্লোলা বৃহত্তরঙ্গাস্তেষামালিঃ পংক্তিস্তস্যাঃ লসিতে পরিহাসে এক রসিকা মুখ্যরসিকাস্ততোঽপ্যতিস্বচ্ছা যতিপতের্ব্বিদ্যাতীর্থস্য শঙ্করস্য বাঙ্ময়ী কটাক্ষা মূকানপি বাচালয়িতুং শক্তা সমর্থা ময়ি উল্লসন্ত্যতঃ অঘটিতং যদভীষ্টং তস্য ঘটনে ভৃশমতিশয়েন শক্তা ইত্যত্র কিং চিত্রং কিমপ্যাশ্চর্য্যং ন ভবতীত্যর্থঃ। ভৃশমঘটিতাভীষ্টস্যঘটনে কিং চিত্রমিতি বা ॥ ১৩ ॥

এবমপি চিত্তস্থৈর্য্যমলভমানো জগজ্জননীং সরস্বতীং প্রার্থয়তে অস্মদিতি। অদ্বৈতাচার্য্যপাদস্তুত্যা শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদস্তুত্যা কৃতং সম্পাদিতং যৎসুকৃতং পুণ্যস্তেনোদারতা যস্যাঃ কৃতং সুকৃতং যেন তস্মিন্ময়ি উদারতা যস্যা ইতি বা সা শারদাম্বা নৃত্যতো মৃত্যুঞ্জয়স্য শিবস্যোচ্চৈর্মুকুটতটকুট্যা নিঃস্রবন্তী যা স্বঃসরিৎ গঙ্গা তস্যাঃ কল্লোলানামুদ্বেলোঽনতিবেলোঽত্যর্থো যঃ কোলাহলস্তস্য মদো গর্ব্বোঽহঙ্কারস্তস্য লহরীণাং খণ্ডি খণ্ডনকর্ত্তৃ যৎ পাণ্ডিত্যং তেন হৃদ্যাং মনোজ্ঞাং উদারাং বিশালাং স্বীয়াং ব্যাহারধারাং অস্মজ্জিহ্বাগ্রমেব সিংহাসনমুপনয়তু জিহ্বাগ্রলক্ষণসিংহাসনসমীপং

অঘটিত মদীয় অভীষ্ট ঘটাইতে সক্ষম বলিয়া আমি এই কার্য্যে রত হইয়াছি। শ্রীশঙ্কর গুরুর গুণরাশি স্তব করিতে উপক্রম করিয়া কতকগুলি শ্লোকার্দ্ধ প্রকৃষ্টরূপ ভগ্ন হইয়াছে। এবং কতকগুলি শ্লোকের পাদ (চতুর্থাংশের একাংশ) রচনাকালে ভগ্ন হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত গুণনিচয় স্তব করিতে ইচ্ছা করিয়া হায়! শীতরশ্মি চন্দ্রকে হস্তযুগল দিয়া ধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প এই বালকের (আমার) কেবল সাহসিকতাই সম্পাদন করিতেছি ॥ ১২ ॥

যদ্যপি এইরূপ, তথাপি দুগ্ধার্ণবের বিপুল বারিপ্রবাহের বিলসিত বৃহত্তরঙ্গমালার বিলসিত পরিহাস বিষয়ে একমাত্র রসিক (অর্থাৎ তাহা হইতেও অতি স্বচ্ছ) যতিপতি বিদ্যাতীর্থ অথবা শঙ্করাচার্য্যের সেই সমস্ত কটাক্ষ, নির্ব্বাক্‌দিগকেও বাচালিত করিতে সমর্থ হইয়া আমার উপর প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব কোনকালেও যে ঘটনা ঘটিবেনা, আমার সেই অঘটনীয় অভিলষিত সম্পাদনে সেই কটাক্ষ বিক্ষেপ যে সমর্থ হইবে ইহা আশ্চর্য্য কি? অর্থাৎ ইহা কিছুই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে ॥ ১৩ ॥

এইরূপেও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন লাভ করিতে না পারিয়া জগজ্জননী সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতমতের আচার্য্য শঙ্করের পদযুগল স্তব করিয়া যে সুকৃত সঞ্চিত হইয়া থাকে সেই পুণ্যদ্বারা যাঁহার উদারতা প্রকাশিত হয়, সেই সরস্বতী মাতা, নৃত্যপরায়ণ

কেদং শঙ্করসদ্গুরোঃ সুচরিতং কাহং বরাকী কথং নির্ব্বধ্নাসিচিরার্জ্জিতং মম যশঃ কিং মর্জ্জয়স্যম্বুধৌ। ইত্যুক্ত্বা চপলাং পলায়িতবতীং বাচং নিযুংক্তে বলাৎ প্রত্যাহৃত্য গুণস্ততো কবিগণ- শ্চিত্রং গুরো র্গৌরবম্ ॥ ১৫ ॥ রূক্ষৈকাক্ষরবাক্-নিঘণ্টু শরণৈরৌণাদিকপ্রত্যয়প্রায়ৈর্হন্ত যণ্ডস্তদন্তর-তরৈর্দুর্বোধদূরান্বয়ৈঃ। ক্রূরাণাং কবিতাবতাং কতিপয়ৈঃ কষ্টেন কৃষ্টৈঃ পদৈ র্হাহা স্থাদ্বশগা কিরাত-

---

প্রাপয়তু অভ্যর্থনায়াং লোট্। স্রগ্ধরাস্রভৈ্র র্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনি যতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্ত্তিতেয়মিতি লক্ষণাৎ ॥ ১৪ ॥ নমু দুর্ঘটেঽর্থে তব বাচঃ পলায়নমেব যুক্তং মধ্যেঽসামর্থ্যবশান্নিবৃত্তৌ চিরার্জ্জিতযশোনাশসম্ভবাদিতি চেদিদমেব বিচার্য্য পলায়িতবতীং মদ্বাচং গুরো র্গৌরবাদ্বলাৎপ্রত্যাহৃত্য কবিগণোনিযুংক্ত ইত্যাহ কেতি ইদং শঙ্করসদ্গুরোঃ সুচরিতং ক অতশ্চিরার্জ্জিতং মম যশঃ কথং কুতো নির্ব্বধ্নাসি নাশয়সি অম্বুধৌ সমুদ্রে মাং মম যশো বা কিমর্থম্মজ্জয়সি ইত্যুক্ত্বা পলায়িতবতীং চপলাং বাচং বলাৎ প্রত্যাহৃত্য কবিসমূহো নিযুংক্তে প্রেরয়তীতি চিত্রং গুরোর্গৌরবং বংশ ॥১৫॥ কাব্যরচনায়াং প্রবৃত্তা মদ্বাণী ক্রূরাণাং কবিতাবতাং শৈলীমনুসরিষ্যতি ইতি সাক্রোশমাহ রূক্ষেতি। রূক্ষা চাসৌ একাক্ষরা চাসৌ বাক্ চসা চ নিঘণ্টবঃ কোশাশ্চ শরণং যেষাস্তে ঔণাদিকাঃপ্রত্যয়াঃ প্রায়েণ যেষু তৈঃ যণ্ডস্তানি চ তানি দন্তুরতরাণি বিষমতরাণি দন্তুরং বাচাবদ্বিদ্যাদ্বিষমোন্নতদন্তয়োরিতি বিশ্বপ্রকাশঃ। যণ্ডস্তানি চ দন্তুরতরাণি চ তৈরিতি বা দুর্ব্বোধানি চ তানি দূরান্বয়ানি চ দুর্ব্বোধানি চ দূরান্বয়ানি চেতি বা তৈঃ

মৃত্যুঞ্জয়ের উচ্চে মুকুটতটস্বরূপ কুটী হইতে নিঃসৃত সুরতরঙ্গিণীর অত্যধিক কল্লোল কোলাহলের অহঙ্কার-চাতুরী-বিনাশন দূরদর্শিত্বে একান্ত মনোহারিণী স্বকীয় বিশাল বাক্যধরা আমাদিগের রসনা লক্ষণ সিংহাসনের নিকট আনয়ন করুন। ১৪।

যদি চ দুর্ঘট অর্থে আমার বাক্‌দেবীর পলায়নই যুক্ত, এবং মধ্য হইতে অসামর্থ্য বশতঃ বাগ্‌দেবীর নিবৃত্তি হইলে চিরোপার্জ্জিত যশোলোপেরও সম্ভাবনা। এইরূপ বিচার করিয়া পলায়নোদ্যতা বাগ্‌দেবীকে গুরুদেবের গৌরববশতঃ বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া কবিগণ নিযুক্ত করিয়াছেন। কারণ শঙ্কররূপ সদ্‌গুরুর উৎকৃষ্ট চরিত্রই বা কোথায়? এবং এই অতি নিকৃষ্ট পামরী সরস্বতীই বা কোথায়? এই উভয়েই পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ স্বভাবাক্রান্ত। অতএব কি কারণে আমার এই চিরোপার্জ্জিত কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস করিতেছ, এবং আমাকে সাগরে নিক্ষেপ করিতেছ। এই কথা কহিয়া পলায়নোদ্যতা চঞ্চলা বাক্‌দেবীকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া আনিয়া কবিগণ নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ এই বিষয়ে আর কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কেবল গুরুদেবের গৌরবই সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যের কারণ। ১৫।

যাঁহারা ক্রূর কবিত্বশক্তি সম্পন্ন, তাঁহাদের উদ্দেশে কাব্যরচনায় সমুদ্যত মদীয় ভারতী প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে নতুবা উপায়ান্তর নাই। যে সমস্ত পদ অত্যন্ত কর্কশ, একটি মাত্র অক্ষর বিদ্যমান, নিঘণ্টু (কোশ) যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, এবং প্রায়ই ঔণাদিক প্রত্যয় সকল যাহাতে লক্ষিত

বিততেরেণীব বাণী মম ॥ ১৬ ॥ নেতা যত্রোল্লসতি ভগবৎপাদসংজ্ঞো মহেশঃ শান্তির্যত্র প্রকচতি রসঃ-

শেষবানুজ্জ্বলাদ্যৈঃ। যত্রাবিদ্যাক্ষতিরপি ফলং তস্য কাব্যস্য কর্ত্তা ধন্যো ব্যাসাচলকবিবরস্তৎকৃতি-

---

কষ্টেন ক্লিষ্টৈঃ ক্রূরাণাং কবিতাবতাং কতিপয়ৈঃ কৈশ্চিৎ পদৈ র্হাহা মম বাণী বশগা স্যাৎ যথা এণী মৃগী কিরাতানাং বিততেঃ পংক্তে-স্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥১৬॥ এবং তর্হি কিমর্থং কাব্যরচনায়াং প্রবৃত্তত্বমিতি চেৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্য গুণানুবর্ণনেন স্বস্য কৃতকৃতাতাসম্পাদানার্থ-মিত্যাশয়েনাহ নেতা যত্রেতি যত্র যস্মিন্ কাব্যে ভগবৎপাদেতি-সংজ্ঞা যস্য স মহেশো নেতা মুখ্যঃ স্বামী বর্ণ্য ইতি যাবৎ উল্লসতি প্রকাশতে তস্য কাব্যস্য তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপীত্যুক্তস্বরূপস্য প্রভুসম্মিতশব্দপ্রধানবেদাদিশাস্ত্রেভ্যঃ সুহৃৎ-সম্মিতার্থতাৎপর্য্যবদিতিহাসপুরাণাদিভ্যশ্চ শব্দার্থযোর্গুণভাবেন রসাঙ্গভূতব্যাপারপ্রবণতয়া বিলক্ষণস্য কান্তেবসরসতাপাদনে-

নাভিমুখীকৃত্যোপদেশকর্ত্তুর্লোকোত্তরবর্ণনানিপুণস্য কবেঃ কর্ম্মণঃ-কর্ত্তা ব্যাস ইবাচলঃ স্থিরশ্চাসৌ কবিশ্রেষ্ঠশ্চেতি ব্যাসাচলকবিবরো মাধবো ধন্যঃ কৃতকৃত্যঃ। নন্ববিদ্যাক্ষতিপূর্ব্বকব্রহ্মানন্দপ্রাপ্ত্যা কৃতকৃত্যতায়া বেদান্তসিদ্ধান্তত্বাৎ কথং তদ্ব্যতিরিক্তরসযুক্তকাব্য-করণেন কৃতকৃত্যতেত্যত আহ যত্র যস্মিন্ কাব্যে শান্তিঃ শান্তি-সংজ্ঞো রসঃ প্রকচতি প্রকাশতে। রসং বিশিনষ্টি উজ্জ্বলাদ্যৈঃ শেষৈ-রুপসর্জ্জনভূতৈঃ শেষবান্ শেষী প্রধানভূত ইতি যাবৎ। উজ্জ্বলঃ-শৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বল ইত্যমরঃ। আদ্যপদেন বীরকরুণা-দ্ভুতহাস্যভয়ানকবীভৎসরৌদ্রাখ্যা রসা গৃহ্যন্তে। যত্র যস্মিন্ কাব্যে অবিদ্যাক্ষতিরপি ফলং ক্ষতেরন্যত্র ফলত্বাভাবাৎ অপি

হয়, যণ্ডস্ত পদে নিতান্ত বিষমতর, ও সর্ব্বদাই দুর্ব্বোধ অথচ পরস্পর অত্যন্ত দূরবর্ত্তী অন্বয় বিশিষ্ট, নৃশংস কবিতা রচয়িতাদিগের নিতান্ত কষ্টে আকৃষ্ট এইরূপ কোন অদ্ভুত কতিপয় পদ-দ্বারা, হায়! কিরাতপংক্তি হইতে যেরূপ হরিণী ভয়াতুরা হইয়া তাহার বশবর্ত্তিনী হয়, আমার ভারতীও দেখিতেছি সেইরূপ বশবর্ত্তিনী হইল।১৬।

বহুবিধ দোষসত্ত্বেও আমার কাব্যকরণে প্রবৃত্ত হইবার মুখ্য কারণ এই, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গুণানুবাদ বর্ণনে আমি কৃতকৃতার্থতা লাভ করিতে পারিব। দোষরহিত গুণবিশিষ্ট ও কোন কোন স্থলে অলঙ্কার শূন্য শব্দ এবং অর্থকে কাব্য বলে। প্রভুসম্মানিত শব্দপ্রধান বেদাদি শাস্ত্র হইতে, সুহৃৎ সম্মানিত অর্থতাৎপর্য্যের মত ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র হইতেও

শব্দ এবং অর্থের গুণতাহেতু ও রসের অঙ্গস্বরূপ কার্য্যে উন্মুখতা হেতু বিলক্ষণ বা উৎকৃষ্ট। এবং কামিনীর মত সুরসতাসম্পাদনপূর্ব্বক অভিমুখ করিয়া উপদেশদায়ক। লোকাতীত চরিত্র বর্ণনে একান্ত নিপুণ কবিকার্য্যকেই কাব্য বলিয়া উল্লিখিত করা যায়। যে কাব্যে ভগবৎপাদনামধারী মহেশ্বর অর্থাৎ তিনিই বর্ণনীয়রূপে প্রকাশিত। বেদব্যাসের তুল্য স্থির এই কাব্যকর্ত্তা কবিবর মাধবাচার্য্য ধন্য। অবিদ্যাধ্বংসপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি হইলেই ত কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে এবং উহাই বেদান্ত-শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সামান্য রসযুক্ত কাব্য নির্ম্মাণে কি করিয়া কৃতকৃতা-র্থতা হইবে?। এই প্রশ্নও এই স্থানে উত্থা-পিত হইতে পারে না। শৃঙ্গার, বীর, করুণা প্রভৃতি রস সমূহ দ্বারা প্রধান শান্তিরস যে কাব্যে

জ্ঞাশ্চ ধন্যাঃ ॥১৭॥ তত্রাদিম উপোদ্ঘাতো দ্বিতীয়ে তু তদুদ্ভবঃ। তৃতীয়ে তত্তদমৃতান্ধোঽবতারনিরূপণং ॥ ১৮ ॥ চতুর্থসর্গে তচ্ছুদ্ধাষ্টমপ্রাক্‌চরিতং স্থিতম্। পঞ্চমে তদ্যোগ্যসুখাশ্রমপ্রাপ্তিনিরূপণং ॥ ১৯ ॥ মহতাঽনেহসা যৈষা সম্প্রদায়াগতা গতা। তস্যাঃ শুদ্ধাত্ম-

শব্দস্তথাচৈবম্বিধকাব্যকর্ত্তা ধন্য এবেতিভাবঃ। তস্য মাধবস্য কৃতিং যস্তুং জানন্তীতি তৎকৃতিজ্ঞাস্তেঽপি ধন্যাঃ মন্দাক্রান্তা মন্দাক্রান্তা জলধিষড়গৈর্ম্ভৌ নতৌতাদ্গুরু চেদিতি লক্ষণাৎ ॥১৭॥ অথ শাঙ্করীং কথাং বিস্তরেণ নিরূপয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছ্রোতুঃ সুখপ্রতিপত্তয়ে ষোড়শসর্গৈ র্নিরূপ্যাস্তাং সঙ্ক্ষিপ্য দর্শয়ন্তি তত্রেত্যাদিনা। তত্র ষোড়শসর্গাত্মকে কাব্যে আদিমে আদ্যে সর্গে উপোদ্ঘাতঃ চিন্তাং প্রকৃতিসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ঘাতং প্রচক্ষতে ইত্যুক্তঃ শিবদেবতাসম্বাদাদিরূপো নিরূপিতঃ। দ্বিতীয়ে সর্গে তু তস্য ভগবতো মহেশস্যোদ্ভব আবির্ভাবঃ। তৃতীয়সর্গেঽমৃতমন্ধোঽন্নং অদনীয়ং যেষাং অদে মু মধৌ চ অদে র্ভক্তে বাচোঽসুন্মাগমো দস্য ধাদেশশ্চ। তেষাং তেষামমৃতান্ধসান্দেবানাং অবতারস্য নিরূপণং তস্য তস্যামৃতান্ধসোঽবতারস্যেতি বা ॥১৮॥ চতুর্থে সর্গে অষ্টমবর্ষাৎ প্রাকচরিতমষ্টমপ্রাকচরিতং শুদ্ধঞ্চ তদষ্টমপ্রাক্ চরিতং তস্য মহেশস্য শুদ্ধাষ্টমপ্রাক্‌চরিতং স্থিতং। শুদ্ধত্বং চ প্রাকৃতচরিতবিলক্ষণত্বম্। পঞ্চমে সর্গে তস্য যোগ্যায়া জীবন্মুক্তিসুখসাধনস্য চতুর্থাশ্রমস্য প্রাপ্তে র্নিরূপণং যোগ্যস্য সুখাশ্রমস্যেতি বা ॥ ১৯ ॥

যা এষা শুদ্ধাত্মবিদ্যা সম্প্রদায়াদাগতা মহতা কালেন সম্প্রদায়স্য

বিলসিত, অথচ যে কাব্যে অবিদ্যা নাশই ফল। তাহাতে ব্রহ্মানন্দ লাভের বাধা কি ?। একবার ধ্বংস হইলে সে কদাচ অন্যত্র ফলপ্রদান করিতে পারে না। এইরূপ গুণভূষিত কাব্য নির্ম্মাতা মাধবাচার্য্য অদ্য বাস্তবিক ধন্য হইলেন। অধিক কি, এই মাধবাচার্য্যের কবিত্তারচনার পদচাতুর্য্য ও রসমাধুর্য্য বেত্তা অন্যান্য ব্যক্তিগণও অদ্য ধন্য হইলেন। ১৭।

অধুনা শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধীয় ভারতী বিস্তাররূপে নিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শ্রোতৃগণের অনায়াসবোধ্য করিতে ষোড়শসর্গে সমাপনীয় সেই বিস্তৃতকথা সংক্ষেপ করিয়া দেখাইতেছেন। সেই ষোড়শ সর্গাত্মক কাব্যের মধ্যে প্রথমসর্গে উপোদ্ঘাত (মহাদেবের সহিত দেবতাগণের যে সমস্ত কথা হইয়াছিল) সেই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়সর্গে ভগবান্ মহাদেবের আবির্ভাব। তৃতীয়সর্গে অমৃতভোজী দেবগণের যে যে অবতার হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ বৃত্তান্ত ।১৮। চতুর্থসর্গে মহেশের অষ্টম বর্ষের পূর্ব্বেও যে চরিত্র শুদ্ধ ছিল, জনসাধারণের চরিত অপেক্ষাও স্বীয় চরিত্র বিলক্ষণ ছিল তৎসমুদয়ের বিবরণ। পঞ্চম সর্গে তাঁহারই উপযোগ্য জীবন্মুক্তির সুখসাধন স্বরূপ চতুর্থাশ্রমের (বানপ্রস্থের) কি উপায়ে প্রাপ্তি হইতে পারে তাহারই বিষয় বিবৃত আছে। ১৯।

সম্প্রদায় পরম্পরা হইতে আগত এই শুদ্ধ আত্মবিদ্যা বহুকালের পর সম্প্রদায় সকল ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে বিলুপ্ত হইয়াছে, ষষ্ঠ সর্গে তাহারই সম্যক প্রতিষ্ঠা বর্ণন। ২০।

বিদ্যায়াঃ ষষ্ঠে সর্গে প্রতিষ্ঠিতিঃ ॥ ২০ ॥ তদ্ব্যাসাচার্য্যসন্দর্শবিচিত্রং সপ্তমে স্থিতম্। স্থিতোঽষ্টমে মণ্ডনার্য্যসম্বাদো নবমে মুনেঃ ॥ ২১ ॥ বাণীনাক্ষিকসার্বজ্ঞনির্বাহোপায়চিন্তনং। দশমে যোগশক্ত্যা ভূপতিকায়প্রবেশনং ॥ ২২ ॥ বুদ্ধা মীনধ্বজকলাস্তৎপ্রসঙ্গপ্রপঞ্চনং। সর্গ একাদশে তূগ্রভৈরবাভিধনির্জ্জয়ঃ ॥ ২৩ ॥ দ্বাদশে হস্তধাত্র্যার্যতোটকোভয়সংশ্রয়ঃ। বার্ত্তিকান্তব্রহ্মবিদ্যাচালনন্তু ত্রয়োদশে ॥ ২৪ ॥ চতুর্দশে পদ্মপাদতীর্থযাত্রানিরূপণং। সর্গং পঞ্চদশে তূক্তং তদাশাজয়কৌতুকং ॥ ২৫ ॥ ষোড়শে শারদাপীঠবাসস্তস্য মহাত্মনঃ। ইতি ষোড়শভিঃ সর্গৈর্ব্যুৎপাদ্যা শাঙ্করী কথা ॥২৬॥ সৈষা

বিচ্ছিন্নত্বাৎ গতা তস্যাঃ শুদ্ধাত্মবিদ্যায়াঃ প্রতিষ্ঠিতিঃ সম্যক্স্থাপনং ষষ্ঠে সর্গে স্থিতম্ ॥ ২০ ॥

সপ্তমে সর্গে তস্য শঙ্করাচার্য্যস্য ব্যাসাচার্য্যস্য চ পরস্পরসন্দর্শনাত্মকং বিচিত্রমাশ্চর্য্যং স্থিতং অষ্টমে সর্গে মণ্ডনার্য্যযো র্মণ্ডনভাষ্যকারয়োঃ সম্বাদঃ স্থিতঃ ॥ ২১ ॥ নবমে সর্গে সরস্বতীসাক্ষিকং মুনের্যৎ সার্ব্বজ্ঞং তস্য যো নির্ব্বাহস্তদুপায়স্য চিন্তনং স্থিতং। দশমে সর্গে যোগশক্ত্যা ভূপতেরর্ম্মরকাভিধস্য রাজ্ঞঃ কায়ে শরীরে প্রবেশনং স্থিতম্ ॥ ২২ ॥ মীনধ্বজস্য কামস্য কলা বুদ্ধা তাসাঙ্কলানাং প্রসঙ্গস্য প্রপঞ্চনং প্রকটীকরণমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। একাদশে সর্গে তূগ্রভৈরবাভিধস্য কাপালিকস্য নির্জ্জয়ঃ স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ দ্বাদশে সর্গে হস্তামলকার্য্যতোটকোভয়সংশ্রয়ঃ দ্বয়োঃ শিষ্যত্বেনাশ্রয়ণং স্থিতং। ত্রয়োদশে সর্গে তু বার্ত্তিকান্তায়াঃ ব্রহ্মবিদ্যায়াশ্চালনং প্রচারঃ স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ চতুর্দশে সর্গে পদ্মপাদস্য তীর্থযাত্রায়া নিরূপণং। পঞ্চদশে সর্গে তু তস্য শঙ্করস্যাশাজয়াত্মকং কৌতুকং উক্তং দিগ্বিজয়স্য কৌতুকমিতি বা ॥ ২৫ ॥ ষোড়শে সর্গে তস্য মহাত্মনঃ শারদাপীঠবাসঃ স্থিতঃ ইত্যেবং প্রকারেণ ষোড়শভিঃ শাঙ্করী কথা প্রতিপাদনীয়া ॥ ২৬ ॥ সৈষা শাঙ্করী কথা কলিমল-

---

সপ্তমসর্গে সেই শঙ্করাচার্য্য এবং বেদব্যাস ঋষির পরস্পরের সন্দর্শন জন্য যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহারই বৃত্তান্ত বর্ণন, অষ্টমসর্গে মণ্ডন ও ভাষ্যকারের সংবাদ। ২১।

নবমসর্গে সরস্বতীকে সাক্ষী রাখিয়া সেই মুনির যে সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি ছিল, এবং সেই সর্ব্বজ্ঞতা কিরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, তাহারই উপায় চিন্তা। দশমসর্গে যোগশক্তিদ্বারা অর্ম্মরক নরপতির শরীরে প্রবেশ ও কামশাস্ত্র জানিয়া সেই সমস্ত কাম কলার প্রসঙ্গ বর্ণনা। একাদশসর্গে উগ্রভৈরব নামক একজন কাপালিকের জয়। ২২। ২৩।

হস্তামলক এবং আর্য্য তোটক এই উভয়ে আচার্য্যের নিকট যে শিষ্যরূপে আশ্রয় লইয়াছিলেন, দ্বাদশ সর্গে তাহারই বৃত্তান্ত। ত্রয়োদশসর্গে সভাষ্য ব্রহ্মবিদ্যা (বেদান্ত) প্রচার। ২৪।

চতুর্দ্দশসর্গে পদ্মচরণ আচার্য্যের তীর্থযাত্রা নিরূপণ ও পঞ্চদশ সর্গে তাঁহার আশা (বাসনাও দিক্) জয়ের কৌতুক কথা। ২৫।

ষোড়শসর্গে সেই মহাত্মার শারদার পীঠে অবস্থান। এই প্রকার ষোড়শসর্গে আচার্য্য শঙ্করের কথা ব্যুৎপাদিত হইবে। ২৬।

কলিমলচ্ছেত্রী সকৃচ্ছ্রুত্বাপি কামদা। নানাপ্রশ্নোত্তরৈ রম্যা বিদামারভ্যতে মুদে ॥ ২৭ ॥ একদা দেবতা রূপ্যাচলস্থমুপতস্থিরে। দেবদেবং তুষারাংশুমিব পূর্ব্বাচলস্থিতং ॥ ২৮ ॥ প্রসাদানুমিতস্বার্থসিদ্ধয়ঃ প্রণিপত্য তং। মুকুলীকৃতহস্তাব্জা

বিনয়েন ব্যজিজ্ঞপন্‌ ॥ ২৯ ॥ বিজ্ঞাতমেব ভগবন্‌ বিদ্যতে যদ্ধিতায় নঃ। বঞ্চয়ন্‌ সুগতান্‌ বুদ্ধবপুর্দ্ধারী জনার্দ্দনঃ ॥ ৩০ ॥

তৎপ্রণীতাগমালম্বৈর্ব্বৌদ্ধৈ দর্শনদূষকৈঃ। ব্যাপ্তেদানীং প্রভো ধাত্রী রাত্রিঃ সন্তমসৈরিব ॥ ৩১ ॥

নাশকর্ত্রী সকৃচ্ছ্রবণেনাপি কাম্যমানপুরুষার্থচতুষ্টয়প্রদা নানা প্রশ্নোত্তরৈ র্মনোজ্ঞা বিদুষাং প্রমোদার্থমারভ্যতে ॥ ২৭ ॥ ইত্থং সংগ্রহেণ শাঙ্করীং কথাং নিরূপ্য তস্যা বিস্তরেণ নিরূপণং প্রতিজ্ঞায় তদুপোদ্ঘাতত্বেন কথাং প্রস্তৌতি একদেতি। একদা একস্মিন্‌ কালে রূপ্যাচলে কৈলাসে স্থিতং দেবানামিন্দ্রাদীনাং দেবং মহাদেবং পূর্ব্বাচলস্থং চন্দ্রমিব দেবতা উপতস্থিরে উপাসাঞ্চক্রিরে। দেবতা ব্রহ্মাদ্যা অত্র গ্রাহ্যাঃ। নিগমাচারপরিভ্রষ্টা নাগমাচাররতান্‌ বিপ্রাদিবর্ণানবলোক্য সত্যলোকগতেন নারদেন প্রেরিতো ব্রহ্মা স্বভক্তাদিসহিতঃ শিবলোকমাগত্য প্রণিপত্য পঞ্চবক্ত্রং শিবমূচে ইতি প্রাচীনবিজয়োক্তেঃ ॥ ২৮ ॥ উপাস্য যৎ কৃতবত্যস্তদাহ। উপাসনয়া প্রসাদিতস্য শিবস্য প্রসন্নতারূপেণ লিঙ্গেনানুমিতা স্বার্থস্য সিদ্ধি র্যাভিস্তাঃ আমুকুলানি মুকুলীকৃতানি হস্তকমলানি যাভিস্তা বদ্ধাঞ্জলয়ো দেবদেবং প্রতিপত্য প্রকর্ষেণ নম্রীভূয় ব্যজিজ্ঞপন্‌ বিজ্ঞাপনং কৃতবত্যঃ ॥ ২৯ ॥ তদেবোদাহরন্তি হে ভগবন্‌! নোঽস্মাকং হিতায় বুদ্ধবপুর্ধারী জনার্দ্দনঃ সুগতান্‌ বঞ্চয়ন্‌ যদ্বিদ্যতেস্ম তত্ত্বয়া বিজ্ঞাতমেব ॥ ৩০ ॥

যদ্যপি জনার্দ্দনোঽস্মদ্ধিতান্‌ পূর্ব্বং বঞ্চিতবান্‌ তথাপীদানীং তেন বুদ্ধেন প্রণীতা রচিতা যে আগমাস্তদালম্বৈর্ব্বৌদ্ধৈ দর্শ্যন্তে

কলিকল্মষনাশিনী একবার শ্রবণে ও চতুর্ব্বর্গফলদায়িনী ও নানাবিধ প্রশ্ন এবং উত্তর বাক্যে মনোহারিণী সেই অতি বিস্তৃত এই শাঙ্করী কথা প্রাজ্ঞজনের প্রমোদ বর্দ্ধনার্থ আরম্ভ করা যাইতেছে। ২৭।

এইরূপে সংক্ষেপে শঙ্কর সম্বন্ধীয় বাক্য নিরূপণ করিয়া সেই কথার বিস্তারপূর্ব্বক নিরূপণ করিতে প্রতিজ্ঞা ও তাহার উপক্রম করিয়া কথা প্রস্তাব করিতেছেন। কোন সময়ে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পূর্ব্বাচলস্থিত হিমাংশু চন্দ্রমার মত কৈলাসপর্ব্বতাসীন মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন ॥২৮॥

উপাসনা করিবার পর দেবতাদিগের উপাসনায় মহাদেব প্রসন্ন হইলে তাঁহারা অনুমান করিলেন, যখন দেবদেব প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমাদিগেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া করকমল মুকুলিত করিয়া সবিনয়ে নতশির পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। ২৯।

হে ভগবন্‌! আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত বুদ্ধশরীরধারী ভগবান্‌ বিষ্ণু সুগত (বৌদ্ধ বিশেষ) দিগকে প্রতারিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহা আপনারও বিদিত আছে। ৩০।

যদ্যপি বৌদ্ধরূপী জনার্দ্দন আমাদিগের হিতকামনায় পূর্ব্বে দৈত্যদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন তথাপি অধুনা সেই বৌদ্ধাকৃতিধারী ভগবান্‌ যে সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধগণ উপাসনা বিধায়ক দর্শনশাস্ত্র ও বেদাদি শাস্ত্র দূষিত করিয়া গাঢ় তিমির নিচয় যেরূপ রজনী আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ ধরণী ব্যাপ্ত করিয়াছে। অতএব হে প্রভো! তাহাদিগের নিরাকরণে আপনিই প্রভু। ৩১।

বর্ণাশ্রমসমাচারান্ দ্বিষন্তি ব্রহ্মবিদ্বিষঃ। ব্রুবন্ত্যা-ম্নায়বচসাং জীবিকামাত্রতাং প্রভো ॥৩২। ন সন্ধ্যাদীনি কর্ম্মাণি ন্যাসং বা ন কদাচন। করোতি মনুজঃ কশ্চিৎ সর্ব্বে পাষণ্ডতাং গতাঃ॥৩৩॥ শ্রুতে-ঽপি দধতি শ্রোত্রে ক্রতুরিত্যক্ষরদ্বয়ে। ক্রিয়াঃ কথং প্রবর্ত্তেরন্কথং ক্রতুভুজো বয়ম্ ॥৩৪॥ শিববিষ্ণ্বাগ-

কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানং চ যেন যস্মিন্নিতি বা তদ্দর্শনং কর্ম্মাদিপ্রতি-পাদকং বেদাদিশাস্ত্রং তদ্দূষকৈ র্বৌদ্ধৈ র্ধাত্রী পৃথিবী ব্যাপ্তা যথা সন্তমসৈ র্গাঢ়ান্ধকারৈ রাত্রিস্তদ্বত্তেষাং নিরাকরণে ত্বমেব প্রভুরিতি সূচয়িতুং প্রভো ইতি সম্বোধনং। ত্বয়ি প্রভৌসত্যীদৃশ-ত্যন্তানুচিতমিতি বা সম্বোধনাশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ অনর্থরূপং তেষাং কৃত্যমাহঃ বর্ণাশ্রমাণাং যে সম্যগাচারাস্তান্দ্বিষন্তি যতো ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণং বেদস্তপো ব্রহ্ম চ বিদ্বিষন্তীতি ব্রহ্মবিদ্বিষঃ অতএব বেদবচনানাং জীবিকামাত্রতাং ব্রুবন্তি। বেদা জীবিকার্থং নির্ম্মিতা ইতি কথয়ন্তি হে প্রভো! ॥৩২॥ ন্যাসং সংন্যাসং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥৩৩॥ ক্রতুরিত্যক্ষরদ্বয়ে শ্রুতেঽপি সতি শ্রোত্রে পিদধতি কর্ণপি-

হে প্রভো! বেদ ও তপস্যার বিদ্বেষী সেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ বর্ণ এবং আশ্রম চতুষ্টয়ের আচার পদ্ধতির উপর দ্বেষ করিয়া থাকেন, এবং যাহাদের কোন জীবিকা নাই, তাহাদিগের জন্য বেদ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে ইহাও সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন। ৩২।

কোন মনুষ্য সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম করে না কিম্বা সন্ন্যাস ধর্ম্মও গ্রহণ করে না। অধিক কি, সকলেই পাষণ্ডতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩৩।

ক্রতু (যজ্ঞ) এই অক্ষর দ্বয় শ্রবণ করিলেও তাহারা কর্ণযুগল আচ্ছাদন করিয়া থাকে। কি করিয়াই বা আর ক্রিয়াকলাপপ্রবৃত্ত হইবে

মপরৈ র্লিঙ্গচক্রাদি চিহ্নিতৈঃ। পাষণ্ডৈঃ কর্ম্ম সংন্য-স্তং কারুণ্যমিব দুর্জ্জনৈঃ॥ ৩৫॥ অনন্যেনৈবভাবেন গচ্ছন্ত্যুত্তমপূরুষম্। শ্রুতিঃ সাধ্বী মদক্ষীবৈঃ কা বা শাক্যৈ র্নদূষিতা॥৩৬॥ সদ্যঃকৃত্তদ্বিজশিরঃপঙ্কজার্চ্চিত-ভৈরবৈঃ। ন ধ্বস্তা লোকমর্য্যাদা কা বা কাপালিকা-ধমৈঃ ॥৩৭॥ অন্যেপি বহবো মার্গাঃ সন্তি ভূমৌ সক-

ধানং কুর্ব্বন্তি ॥৩৪॥ শিবেতিস্পষ্টোঽর্থঃ ॥৩৫॥ যথা সাধ্বীপতিব্রতা-ঽনন্যেনৈব ভাবেন স্বপতিমনুসরন্তী মদোন্মত্তৈ র্দুষ্টৈর্দূষিত তথো-ত্তমপুরুষং ক্ষরাক্ষরাতীতং পরমাত্মানং অনন্যেনৈব ভাবেন গচ্ছন্তী শ্রুতিঃ সাধ্বী মদক্ষীবৈঃ শাক্যৈ র্বৌদ্ধৈঃ কা বা ন দূষিতাঽপি তু সর্ব্বৈবদূষিতা তথাচোত্তমপুরুষেণ ত্বয়া স্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতির-বশ্যং রক্ষণীয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ সদ্যঃ কৃত্তানি ছিন্নানিদ্বিজানাং শিরাংস্যেব পঙ্কজানি তৈরর্চিতো ভৈরবো যৈস্তৈঃ কাপালিকাধমৈঃ লোকমর্য্যাদা কা বা ন ধ্বস্তা কিন্তু সর্ব্বৈব নাশিতা ইত্যর্থঃ ॥৩৭॥

এবং আমরাই বা কিরূপে যজ্ঞ ভোজী হইয়া থাকিব?। ৩৪।

শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি আগম জানিয়া কপটবেশে বিবিধ চক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া পাষণ্ডগণ দুর্জ্জনেরা যেরূপ দয়া বিসর্জ্জন দিয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। ৩৫।

যেরূপ পতিব্রতা রমণী অনন্যমনে স্বীয়পতির অনুসরণ করিয়া থাকে অথচ মদোন্মত্ত দুষ্ট লোকে তাহাকে অসচ্চরিত্রা করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ শ্রুতি ও একমনে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের অনুগামিনী হইলে কোন্ মদদর্পিত বৌদ্ধগণ তাহাকে দূষিত করিতে না ইচ্ছা করিয়া থাকে? আপনিও পরমপুরুষ, এক্ষণে আপনি যে অনন্য পরায়ণা শ্রুতিরও রক্ষা করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৩৬।

ণ্টকাঃ। জনৈর্যেষু পদং দত্ত্বা দুরন্তং দুঃখমাপ্যতে ॥৩৮॥ তস্তদ্বাঁল্লোকরক্ষার্থমুৎসাদ্য নিখিলান্ খলান্। বর্ত্ম স্থাপয়তু শ্রৌতং জগদ্ যেন সুখং ব্রজেৎ ॥৩৯॥ ইত্যুক্ত্বোপরতান্ দেবানুবাচ গিরিজাপ্রিয়ঃ। মনোরথং পূরয়িষ্যে মানুষ্যমবলম্ব্য সঃ ॥ ৪০ ॥ দুষ্টাচার বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ। ভাষ্যং কুর্ব্বন্ ব্রহ্ম-

পদং দত্ত্বা গত্বা ॥ ৩৮ ॥ তত্তস্মাদুৎসাদ্য বিনাশ্য শ্রৌতং বর্ত্ম-বৈদিকং মার্গং ॥ ৩৯ ॥ মানুষ্যমবলম্ব্য মনুষ্যভাবমাশ্রিত্য বো যুষ্মাকং মনোরথং বাঞ্ছাং পূরয়িষ্যে ॥ ৪০ ॥ কিং কুর্ব্বন্নিত্যপেক্ষায়ামাহ দুষ্টাচারবিনাশায়েতি ব্রহ্মপ্রতিপাদকানাং সূত্রাণাং তাৎপর্য্যার্থস্য বিশেষেণ নির্ণয়ো যেন তৎ অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখং। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ। সূত্রার্থো

ব্রাহ্মণদিগের মস্তক রূপ পঙ্কজ সকল সদ্যছিন্ন করিয়া যাহারা ভৈরবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে সেই অধম কাপালিকগণ কোন্ লোকের মর্য্যাদা না বিনষ্ট করিয়াছে ? । ৩৭ ।

ইহা ভিন্ন জগতে আরও অনেক পথ কণ্টকাকীর্ণ রহিয়াছে। মনুষ্যগণ যেপথে পদার্পণ করিয়া অপার দুঃখ পাইয়া থাকে। ৩৮ ।

অতএব আপনি লোকরক্ষার্থে নিখিল খল জনের নিধন করিয়া বৈদিক পথ সংস্থাপন করুন। যাহা দ্বারা জগৎ সুখপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৩৯ ।

এই সমস্ত কথা বলিয়া দেবগণ উপরত হইলে গিরিজাপতি তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। আমি মনুষ্যমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিব। ৪০ ।

আমি অসৎ আচার সকল বিনাশ করিব। সৎধর্ম্ম সংস্থাপন করিব। ‘অল্পাক্ষরযুক্ত, সন্দেহ শূন্য,

সূত্রতাৎপর্য্যার্থবিনির্ণয়ম্ ॥ ৪১ ॥ মোহনপ্রকৃতিদ্বৈতধ্বান্তমধ্যাহ্নভানুভিঃ। চতুর্ভিঃ সহিতঃ শিষ্যৈশ্চতুরৈর্হরিবদ্ভুজৈঃ ॥ ৪২ ॥ যতীন্দ্রঃ শঙ্করো নাম্না ভবিষ্যামি মহীতলে। মদ্বত্তথা ভবন্তোঽপি মানুষীং তনুমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ তং মামনুসরিষ্যন্তি সর্ব্বে ত্রিদিববাসিনঃ। তদা মনোরথঃ পূর্ণো ভবতাং স্যান্

বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুকারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুরিতি সূত্রভাষ্যলক্ষণশ্লোকৌ দ্রষ্টব্যৌ ॥ ৪১ ॥ মোহনমজ্ঞানং প্রকৃতিরুপাদানং যস্য তচ্চ তৎ দ্বৈতমেব ধ্বান্তং গাঢ়তমস্তস্য নিরসনে মধ্যাহ্নসূর্য্যৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরৈঃ কুশলৈঃ শিষ্যৈঃ সহিতশ্চতুর্ভি র্ভুজৈ র্হরিবৎ ॥ ৪২ ॥ যতীন্দ্রো নাম্না শঙ্করো মহীতলে ভবিষ্যামি তথা ভবন্তোঽপি মানুষীস্তনূমাশ্রিতাঃ সর্ব্বে স্বর্গবাসিনো দেবাস্তং যতীন্দ্রং শঙ্করং মামনুসরিষ্যন্তি তদা ভবতাং

সারপূর্ণ, সর্ব্বমুখ, স্তোভবাক্য শূন্য ও অনিন্দনীয় বাক্যকে সূত্র কহে। সূত্রানুকারী বাক্যদ্বারা যথায় সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বকীয় পদনিচয় বর্ণিত থাকে, ভাষ্যবেত্তা পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন”। আমি সেইঅদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদক সূত্র সকলের তাৎপর্য্যার্থ নির্ণায়ক ভাষ্যও নির্ম্মাণ করিব।৪১। বিষ্ণু যেরূপ চতুর্ভুজধারী আমিও সেইরূপ, অজ্ঞানাধার দ্বৈতমত তিমিরের মধ্যাহ্নকালীন দিবাকর তুল্য চারিজন শিষ্যের সহিত অবতীর্ণ হইব। ৪২ ।

আমি যখন মহীতলে যতীন্দ্র শঙ্কর নামে অভিহিত হইব, সেইরূপ আমার মত আপনারাও মানুষমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সকলেই আমার অনুসরণ করিবেন। তাহা হইলে আপনাদেরও মনোরথ

ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রুবন্নেবং দিবিষদঃকটাক্ষানন্য-দুর্ল্লভান্। কুমারে নিদধে ভানুঃ কিরণানিব পঙ্কজে ॥ ৪৫ ॥ ক্ষীরনীরনিধে র্ব্বীচিসচিবান্‌প্রাপ্য তান্ গুহঃ। কটাক্ষান্মুমুদে রশ্মীনুদন্বানৈন্দবানিব ॥ ৪৬ ॥ অবদন্ নন্দনং স্কন্দমমন্দং চন্দ্রশেখরঃ। দন্তচন্দ্রাতপানন্দিবৃন্দারকচকোরকঃ ॥ ৪৭ ॥ শৃণু সৌম্যবচঃ শ্রেয়ো জগদুদ্ধারগোচরম্। কাণ্ডত্রয়াত্মকে বেদে প্রোদ্ধৃতে স্যাদ্দ্বিজোদ্ধৃতিঃ ॥ ৪৮ ॥ তদ্রক্ষণে রক্ষিতং স্যাৎ সকলং জগতীতলম্। তদধীনত্বতো বর্ণাশ্রমধর্ম্মততেস্ততঃ ॥ ৪৯ ॥ ইদানীমিদমুদ্ধার্য্যমিতি বৃত্তিমতঃ পুরাঃ। মম গূঢ়াশয়বিদৌ বিষ্ণুশেষৌ-সমীপগৌ ॥ ৫০ ॥ মধ্যমং কাণ্ডমুদ্ধর্ত্তুং মন্নুজ্ঞাতৌ-

মনোরথঃ পূর্ণঃ স্যাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ অস্মিন্নর্থে সংশয়ো ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ততো যদ্বৃত্তং তদাহ ব্রুবন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ দিবিষদঃ দেবান্ প্রতিব্রুবন্ স অন্যদুর্ল্লভান্ কটাক্ষান্ কুমারে স্বামিকার্ত্তিকে নিদধে যথা সূর্য্যঃ পঙ্কজে কিরণান্ স্থাপয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ ক্ষীরনীরনিধেঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য বীচিভিস্তুল্যান্ কটাক্ষান্ প্রাপ্য গুহঃ কুমারো মুমুদে। যথা ক্ষীরাব্ধিবীচিসহকৃতান্ তুল্যান্ বা চন্দ্রসম্বন্ধিনো রশ্মীন্ প্রাপ্য জলধি র্মোদমাপ্নোতি তদ্বৎ ॥৪৬॥ চন্দ্রশেখরঃ শিবঃ স্বসুতমমন্দং বুদ্ধিমন্তং স্কন্দমবদৎ উক্তবান্। চন্দ্রশেখরং বিশিনষ্টি দন্তাত্মকৈশ্চন্দ্রাতপৈঃ চন্দ্রজ্যোৎস্নাভিরানন্দিনো বৃন্দারকা দেবা এব চকোরকা যস্য দন্তলক্ষণানাং চন্দ্রাণামাতপৈরিতি বা পাঠান্তরেতু ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥৪৭॥ যদুবাচ তদুদাহরতি। জগদুদ্ধারবিষয়ং শ্রেয়ঃ সাধনং বচনং হে সৌম্য! শৃণু শ্রোতুং সাবধানো ভব। কাণ্ডত্রয়াত্মকে কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানভেদেন স্কন্দত্রয়াত্মকে বেদে প্রকর্ষেণোদ্ধৃতে সতি দ্বিজানামুদ্ধৃতিঃ স্যাৎ ॥৪৮॥ তেষাং দ্বিজানাং রক্ষণে সতি সমস্তং জগতীতলং রক্ষিতং স্যাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্মাণাস্ততেঃ সন্ততেস্তদধীনত্বতঃ দ্বিজাধীনত্বতঃ তত ইত্যুত্তরান্বয়ি ॥ ৪৯ ॥ ততস্তস্মাদিদানীং ইদমুদ্ধার্য্যমিত্যভিপ্রায়বতো মমৈতদ্বৃত্তাৎপূর্ব্বং গূঢ়াশয়াভিজ্ঞৌ বিষ্ণুশেষৌ মম সমীপগৌ মধ্যমং কাণ্ডং দেবতাকাণ্ডমুদ্ধর্ত্তুং তৌ ময়ৈবানুজ্ঞাতৌ ভূমাবংশতোঽবতীর্য্য সঙ্কর্ষণপতঞ্জলী মুনী ভূত্বা মুদোপাস্তিযোগকাণ্ডস্য কৃতৌ কর্ত্তারৌ

পূর্ণ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না।৪৩।৪৪।

সূর্য্য যেরূপ কমলে কিরণমালা স্থাপিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান্ স্বর্গবাসী দেবগণকে এইরূপে সমস্ত বাক্য বলিয়া অন্যের দুর্লভ কটাক্ষ কুমার কার্ত্তিকেয়ের উপর অর্পণ করিলেন। ৪৫।

ঐন্দব রশ্মিরাশি প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র যেরূপ প্রমুদিত হন, ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গতুল্য কটাক্ষপ্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিকেয় সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন।৪৬।

দন্তরূপ চন্দ্রমার চন্দ্রিকা প্রবাহে দেবতারূপ চকোর পক্ষীদিগকে আনন্দিত করিয়া (কথা কহিয়া) চন্দ্রশেখর ধূর্জটি বুদ্ধিমান্ কার্ত্তিকেয়কে বলিতে লাগিলেন। ৪৭।

হে বিবেচক কার্ত্তিকেয়! জগতের উদ্ধারণ-ক্ষম শ্রেয়স্কর মদীয় বাক্য সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। কর্ম্ম উপাসনা এবং জ্ঞান এই ত্রিবিধকাণ্ড উদ্ধৃত হইলে দ্বিজাতিদিগেরও উদ্ধার হইবে। ৪৮।

বর্ণ এবং আশ্রম চতুষ্টয় ব্রাহ্মণাধীন, অতএব সেই দ্বিজদিগের রক্ষা করিতে পারিলেই এই সমস্ত জগন্মণ্ডল রক্ষিত হইয়া থাকে। ৪৯।

অতএব ইদানী ইহা উদ্ধার করিতে হইবে, আমি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে উদ্ধার করিবার পূর্ব্বে মদীয় আশয়বিৎ সঙ্কর্ষণ ও অনন্ত আমার নিকটস্থ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বেদের দেবতাকাণ্ড উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি তাহাদের দুইজনকে

ময়ৈব তৌ। অবতীর্ণাংশতো ভূমৌ সঙ্কর্ষণপতঞ্জলী ॥ ৫১ ॥ মুনী ভূত্বামুদোপাস্তিযোগ কাণ্ডকৃতৌস্থিতৌ। অগ্রিমং জ্ঞানকাণ্ডন্তূদ্ধরিষ্যামীতি দেবতাঃ ॥ ৫২ ॥ সম্প্রতি প্রতিজানেস্ম জানাত্যেব ভবানপি। জৈমিনীয়নয়াম্ভোধেঃ শরৎপর্ব্বশশী ভব ॥ ৫৩ ॥ বিশিষ্টং কর্ম্মকাণ্ডং ত্বমুদ্ধরব্রহ্মণঃ কৃতে। সুব্রহ্মণ্য ইতি খ্যাতিং গমিষ্যসি ততোঽধুনা ॥ ৫৪ ॥ নৈগমীং কুরুমর্য্যাদামবতীর্য্য মহীতলে। নির্জ্জিত্য সৌগতান্ সর্ব্বানাম্নায়ার্থবিরোধিনঃ ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মাপি

তে সহায়ার্থং মণ্ডনো নামভূসুরঃ। ভবিষ্যতি মহেন্দ্রোঽপি সুধন্বা নাম ভূমিপঃ ॥ ৫৬ ॥ তথেতি প্রতিজগ্রাহ বিধেরপি বিধায়িনীম্। বুধানীকপতি র্ব্বাণীং সুধাধারামিব প্রভোঃ ॥ ৫৭ ॥ অথেন্দ্রো নৃপতি র্ভূত্বা প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্। দিবঞ্চকার পৃথিবীং স্বপুরী মমরাবতীম্ ॥ ৫৮ ॥ সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যসতাং শাস্ত্রে- কৃত্রিমশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। প্রতীক্ষমাণঃ ক্রৌঞ্চারিং মেলয়ামাস সৌগতান্ ॥ ৫৯ ॥ ততঃ স তারকারাতিরজনিষ্ট মহীতলে। ভট্টপাদোঽভিধা যস্য ভূষা দিক্ সুদৃশাম

স্থিতৌ করণার্থমিতি বা অগ্রিমং জ্ঞানকাণ্ডং হমুদ্ধরিষ্যামীতিস্থ দেবতাঃ প্রতি সম্প্রতিজানেস্ম প্রতিজ্ঞাং কৃতবানস্মি ভবানপি জানাত্যেব ত্বং তু জৈমিনীয়ন্যায়সমুদ্রস্য শরৎপৌর্ণমাসীচন্দ্রো ভবভূত্বাচ ব্রহ্মণঃ কৃতে ব্রাহ্মণস্য বেদস্য হিরণ্যগর্ত্তস্য তপসঃ পরব্রহ্মণশ্চার্থে বিশিষ্টকর্ম্মকাণ্ডস্যোদ্ধরণাদধুনা সুব্রহ্মণ্য ইতি খ্যাতিং গমিষ্যসীতি পদানাং যোজনা ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ নৈগমীং বৈদিকীং আম্নায়ার্থস্য বেদার্থস্য বিরোধিনঃ ॥ ৫৫ ॥

ভূসুরঃ ব্রাহ্মণঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রভোঃ শিবস্য বাণীং বাচং বিধে র্হিরণ্যগর্ত্তস্যাপি বিধায়িনীং প্রবৃত্তিকরীং বুধানীকপতি র্দেবসেনাপতিগুর্হঃ তথাস্ত্বিতি সুধাধারামিব প্রতিজগ্রাহ ॥৫৭॥ দিবং স্বর্গং ॥৫৮॥ কৃত্রিমযা রচিতয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তঃ ক্রৌঞ্চরিং ক্রৌঞ্চাখ্যপর্ব্বতস্য শত্রুং গুহম্ ॥ ৫৯ ॥ তারকস্য দৈত্যবিশেষস্যারাতিঃ শত্রুঃ স্কন্দঃ মহীতলে অজনিষ্ট প্রাদুরভূদযস্য ভট্টপাদ ইত্যভিধা সংজ্ঞাদিক্সুদৃশাং দিগঙ্গনানাং ভূষা অলঙ্ক্রিয়া অভূৎ ॥ ৬০ ॥ অবতারকৃত্যং

অনুজ্ঞা করিয়াছি। ভূমিতলে দেবাংশে অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কর্ষণ ও পতঞ্জলি নামে অভিহিত হইতে হইবে ও আনন্দপূর্ব্বক উপাসনা ও যোগকাণ্ডের কর্ত্তারূপে বিখ্যাত হইয়া থাকিতে হইবে। বেদের অগ্রিম জ্ঞান কাণ্ড আমিই উদ্ধার করিব। আপনি ও জৈমিনীয় ন্যায় সমুদ্রের চন্দ্রমা হউন। চন্দ্র হইয়া বেদ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা, তপস্যা ও পরমব্রহ্মের নিমিত্ত বিশিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ধার হেতু অধুনা সুব্রহ্মণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইতে হইবে।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।

মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া বেদার্থবিরোধী সমস্ত বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া বৈদিক মর্য্যাদা রক্ষা করুন। ৫৫।

আপনার সাহায্যার্থে ব্রহ্মা মণ্ডন নামে ব্রাহ্মণ ও শচীপতি ইন্দ্র সুধন্বা নামে রাজা হইবেন। ৫৬।

দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় বিধাতারও প্রবৃত্তিকরী শিববাণী শুনিয়া প্রভুর বাক্য অমৃতধারার মত গ্রহণ করিলেন। ৫৭।

অনন্তর ইন্দ্র নরপতি হইয়া প্রজাধর্ম্মে প্রকৃতি পুঞ্জ পালন করিয়া পৃথিবীকেই স্বীয় নগরী অমরাবতী করিয়া তুলিলেন। ৫৮।

সর্ব্বজ্ঞ ও অসৎ লোকের শাস্ত্রে কৃত্রিমশ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রতীক্ষা পূর্ব্বক ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতেরবিদারয়িতা কার্ত্তিকেয়কে বৌদ্ধদিগের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন। ৫৯।

ভূৎ ॥ ৬০ ॥ স্ফুটয়ন্ বেদতাৎপর্য্যমভাজ্জৈমিনি-সূত্রিতম্। সহস্রাংশুরিবানূরুব্যঞ্জিতম্ভাসয়ন্ জগৎ ॥ ৬১॥ রাজ্ঞঃ সুধন্বনঃ প্রাপ নগরীং স জয়ন্ দিশঃ। প্রত্যুদ্গম্য ক্ষিতীন্দ্রোঽপি বিধিবত্তমপূজয়ৎ ॥ ৬২। সোঽভিনন্দ্যাশিষা ভূপমাসীনঃ কাঞ্চনাসনে। তাং সভাং শোভয়ামাস সুরভি র্দ্যাবনীমিব ॥৬৩॥ সভা-সমীপবিটপিশ্রিতকোকিলকূজিতম্। শ্রুত্বা জগাদ তদ্ব্যাজাদ্রাজানং পণ্ডিতাগ্রণীঃ ॥ ৬৪ ॥ মলিনৈশ্চেন্ন সঙ্গস্তে নীচৈঃ কাককুলৈঃ পিক। শ্রুতি-দূষকনির্হ্রাদৈঃ শ্লাঘনীয়স্তদা ভবেঃ ॥৬৫॥ ষড়ভিজ্ঞা নিশম্যেমাং বাচাং তাৎপর্য্যগর্ভিতাম্। নিতরাঙ্করণ-স্পৃষ্টা ভুজঙ্গা ইব চুক্রুধুঃ ॥ ৬৬ ॥ ছিত্বা যুক্তিকুঠা-

---

দশয়তি স্ফুটয়ন্নিতি। জৈমিনিনা সূত্রৈঃ সূচিতং বেদস্য তাৎপর্য্যং স্ফুটয়ন্নভাৎ অরাজৎ। যথাঽনূরুণাঽরুণেন ব্যঞ্জিতং কিঞ্চিৎপ্রকাশিতং জগৎ সম্যক্ ভাসয়ন্সহস্রাংশুঃ সূর্য্যো রাজতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৬১॥ স ভট্টপাদঃ প্রত্যুদ্গমনা প্রত্যুত্থানাভিগমনে বিধায় ঊর্দ্ধং প্রোণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আগতে। প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুন স্তান্ প্রতিপদ্যতে ইতি শাস্ত্রমনুসরন্নিতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥ সুরভিঃ সুগন্ধিঃ বসন্তো বা দ্যাবনীং স্বর্গবনীং ॥ ৬৩ ॥ সভায়াঃ সমীপে বিটপিনং বৃক্ষং শ্রিতস্য কোকিলস্য কূজিতং মধুরভাষিতং শ্রুত্বা তদ্ব্যাজাত্তন্মিষেণ রাজানং প্রতি পণ্ডিতাগ্রণী ভট্টপাদো জগাদ বভাষে ॥৬৪॥ যদুক্তবান্ তত্তদাহরতি। পিক হে কোকিল! মলিনৈ নীচৈঃ শ্রুতেঃ করণস্য দূষকঃ পীড়াকরো নির্হ্রাদঃ শব্দো যেষাং তৈঃ কাককুলৈ স্তে তব সঙ্গো ন স্যাচ্চেত্তদা শ্লাঘনীয়ঃ স্তুত্যো ভবেঃ এতদ্ব্যাজেন মলিনৈ নীচৈঃ কাকবৃন্দসদৃশৈ র্নাস্তিকৈ র্বেদদূষকনির্হ্রাদৈ স্তে সঙ্গো ন স্যাচ্চেত্তদা ত্বং শ্লাঘনীয়ো ভবেরিতি রাজানং প্রত্যুক্তবানিত্যর্থঃ গূঢ়োক্তিরলঙ্কারঃ। গূঢ়োক্তিরন্যোদ্দেশ্যঞ্চেদ্যদন্যং প্রতি কথ্যতে ইত্যুক্তেঃ ॥৬৫॥ ষড়ভিজ্ঞাঃ বৌদ্ধাঃ নিশম্য শ্রুত্বা ॥৬৬॥ বুদ্ধ-

---

অনন্তর তারক দৈত্যসূদন স্কন্দ মহীতলে প্রাদুর্ভূত হইলেন। যাঁহার ভট্টপাদ এই আখ্যা দিগঙ্গনাদের অলঙ্কার হইয়াছিল। ৬০।

অরুণ বিভাসিত জগৎ প্রকাশিত করিয়া সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেব যেরূপ বিরাজিত হন, জৈমিনি কর্ত্তৃক সূত্রদ্বারা সূচিত বেদতাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া সেইরূপ সূত্র সকল প্রদীপ্ত হইল। ৬১।

তিনি দিক্ সমস্ত জয় করিয়া মহারাজ সুধন্বার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ভট্টপাদও প্রত্যুত্থান ও অভিগমন দ্বারা বিধিমতে তাঁহার পূজা করিলেন। ৬২।

সুরভি বসন্তকাল বা সৌগন্ধ যেরূপ স্বর্গকানন সুবাসিত করিয়া থাকে সেইরূপ ভট্টপাদ কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ বচনে নরপতির অভিনন্দন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সভা সুশোভিত করিলেন। ৬৩।

সভার সমীপস্থ তরু বিটপশ্রিত কোকিলকূজন শ্রবণ করিয়া সেই স্থলে পণ্ডিতবর ভট্টপাদ রাজাকে বলিতে লাগিলেন। ৬৪।

হে কোকিল! কৃষ্ণবর্ণ নীচ ও কর্ণকুহরের পীড়াকর শব্দকারী কাককুলের সহিত যদি তোমার সঙ্গ না হইত তাহা হইলে তুমি শ্লাঘার পাত্র হইতে পার। ইহাদ্বারা শ্লেষে বলা হইল। শ্রুতিনিন্দক নাস্তিক দিগের সহিত যদি মহারাজ! আপনার সঙ্গ না থাকে তবে আপনিও প্রশংসনীয় হইবেন সন্দেহ নাই। ৬৫।

পদাহত ভুজঙ্গমগণ যেরূপ নিতান্ত কুপিত হয়,

রেণ বুদ্ধসিদ্ধান্তশাখিনম্। স তদ্গ্রন্থেন্ধনৈশ্চীর্ণৈঃ ক্রোধজ্বালামবর্দ্ধয়ৎ ॥ ৬৭ ॥ সা সভা বদনৈস্তেষাং রোষপাটলকান্তিভিঃ। বভৌ বালাতপাতাম্রৈঃ সরসীব সরোরুহৈঃ ॥ ৬৮ ॥ উপন্যস্যৎসু সাক্ষেপং খণ্ডয়ৎসু পরস্পরম্॥ তেষুদতিষ্ঠন্নির্ঘোষো ভিন্দন্নিব রসাতলম্ ॥ ৬৯ ॥ অধঃপেতু র্বুধেন্দ্রেণ ক্ষতাঃ পক্ষেষু তৎক্ষণম্। ব্যূঢ়কর্কশতর্কেণ তথাগতধরাধরাঃ ॥ ৭০ ॥ স সর্ব্বজ্ঞপদং বিজ্ঞেঽসহমান ইব দ্বিষাম্। চকার চিত্রবিন্যস্তানেতান্মৌনবিভূষিতান্ ॥ ৭১ ॥ ততঃ প্রক্ষীণদর্পেষু বৌদ্ধেষু বসুধাধিপম্। বোধয়ন্ বহুধা বেদবচাংসি প্রশশংস সঃ ॥ ৭২ ॥ বভাষেঽথ ধরাধীশো বিদ্যাযত্তৌ জয়াজয়ৌ। সঃ

সিদ্ধান্ত এব শাখী বৃক্ষস্তং স ভট্টপাদঃ যুক্তিকুঠারেণ ছিত্ত্বা তেষাং বুদ্ধানাং গ্রন্থৈরেবেন্ধনৈশ্চীর্ণৈরুপচিতৈঃ ক্রোধজ্বালামবর্দ্ধয়ৎ ॥ ॥ ৬৭ ॥ সা সভা তেষাং বুদ্ধানাং বদনৈ র্মুখৈ রোষেণ কোপেন পাটলা শ্বেতরক্তা কান্তি র্যেষাং তৈ র্বভৌ চকাশে বালাতপেনাতাম্রৈরীষদ্রক্তৈঃ সরোরুহৈঃ কমলৈঃ সরসীব ॥ ৬৮ ॥ তেষু ভট্টপাদাদিষু সাক্ষেপং যথাস্যাত্তথা প্রতিপাদনং কুর্ব্বৎসু তথা পরস্পরং খণ্ডনং কুর্ব্বৎসু সৎসু রসাতলং বিদারয়ন্নিব নির্ঘোষো নাদ উদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৯ ॥ যথা দেবানামিন্দ্রেণ পক্ষেষু পৃথুলেন কর্কশেন বজ্রেণ ক্ষতাঃ ধরাধরাঃ পর্ব্বতাঃ অধঃ নিপেতুঃ তথা দেবেন্দ্রস্থানীয়েন বুধানাং পণ্ডিতানামিন্দ্রেণ ভট্টপাদেন তথাগতাঃ সুগতাঃ ধর্ম্মরাজস্তথাগত ইত্যমরঃ। ত এব ধরাধরাঃ তৎক্ষণং তস্মিন্নেব ক্ষণে ব্যূঢ়ো বিন্যস্তঃ পৃথুলো বাসশ্চাসৌ কর্কশো দৃঢ়শ্চ স চাসৌ তর্কশ্চ তেন পক্ষেষু ক্ষতাঃ খণ্ডিতা অধঃ পেতুঃ নিকৃষ্টতাং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ সবিশেষেণ সর্ব্বং জানাতীতি বিজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভট্টপাদঃ দ্বিষাং শত্রূণাং সুগতানাং সর্ব্বজ্ঞপদমসহমান ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭১ ॥ স ভট্টপাদঃ ॥ ৭২ ॥ অথ বৌদ্ধানাং পরাজয়ানন্তরং

বৌদ্ধগণও সেইরূপ, সেই তাৎপর্য্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। ৬৬।

পণ্ডিতাগ্রণী ভট্টপাদ বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্তরূপ বৃক্ষকে যুক্তিরূপ কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়া বৌদ্ধদিগের গ্রন্থরূপ সঞ্চিত কাষ্ঠদ্বারা ক্রোধরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্দ্ধিত করিলেন। ৬৭।

নবোদিত সূর্য্যকিরণে তাম্রবর্ণ সরসীরুহ দ্বারা সরোবর যেরূপ শোভিত হইয়া থাকে, বৌদ্ধদিগের কোপে পাটলবর্ণদ্যুতিধারী বদন দ্বারা সেই সভা শোভা পাইতে লাগিল। ৬৮।

ভট্টপাদ ও বৌদ্ধগণ তিরস্কারপূর্ব্বক আপন আপন মত প্রতিপাদন করিলে ও পরস্পর মত খণ্ডন করিলে পর ধরণীতল বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উত্থিত হইল। ৬৯।

দেবেন্দ্র পক্ষদেশে কর্কশবজ্রে পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ করিলে তাহারা যেরূপ অধঃ পতিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রস্থলাভিষিক্ত পণ্ডিতেন্দ্র ভট্টপাদ তৎকালে পৃথু বা কর্কশ তর্ক বিন্যস্ত করিয়া বৌদ্ধরূপ পর্ব্বত দিগকে পাতিত করিলেন। ৭০।

পূজনীয় ভট্টপাদ শত্রুসদৃশ বৌদ্ধদিগের সর্ব্বজ্ঞ পদ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন তাহাদিগকে চিত্রার্পিত পুত্তলিকার মত মৌন ভূষিত (নিরস্ত) করিলেন। ৭১।

মহাত্মা ভট্টপাদ বৌদ্ধগণ ক্ষীণদর্প হইলে পর বসুধাপতিকে জ্ঞাত করিয়া বারম্বার বেদবাক্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৭২।

বৌদ্ধদিগের পরাজয় হইবার পর ধরাপতি বলিতে লাগিলেন, জয় এবং পরাজয় বিদ্যার

পতিত্বা গিরেঃ শৃঙ্গাদব্যয়স্তন্মতং ধ্রুবম্ ॥ ৭৩ ॥ তদাকর্ণ্য মুখান্যন্যো পরস্পরমলোকয়ন্ ॥ দ্বিজাগ্র্যস্তু স্মরন্ বেদানারুরোহ গিরেঃ শিরঃ ॥৭৪॥ যদি বেদাঃ প্রমাণং স্যু র্ভূয়াৎ কাচিন্ন মে ক্ষতিঃ। ইতি ঘোষয়তা তস্মান্ন্যপাতি সুমহাত্মনা ॥ ৭৫ ॥ কিমু-দৌহিত্রদত্তেঽপি পুণ্যে বিলয়মাস্থিতে। যযাতিশ্চ্যব-

স্বভাষে উবাচ বিদ্যায়ন্তৌ বিদ্যাধীনৌ জয়পরাজয়ৌ তর্হি কস্য মতং ধ্রুবং কস্যাধ্রুবমিতি নির্ণয়ঃ কথং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ যঃ পর্ব্বতস্য শৃঙ্গাৎ পতিত্বা বিনাশরহিতঃ স্যাত্তস্য মতং ধ্রুবমন্যস্যাধ্রুবমিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥ তদাকর্ণ্য রাজ্ঞোক্তং শ্রুত্বাঽন্যে সৌগতাঃ পরস্পরং মুখান্যলোকয়ন্ ইত্যন্বয়ঃ দ্বিজাগ্র্যো দ্বিজোত্তমঃ ভট্টপাদস্তু স্বরক্ষার্থং বেদান্ স্মরন্ পর্ব্বতস্য শৃঙ্গং আরুরোহ ॥ ৭৪ ॥ ইত্যেবং ঘোষয়তা শব্দং কুর্ব্বতা ন্যপাতি গিরেঃ শৃঙ্গান্নিপতিতম্ ॥৭৫॥ কিমু-বিতর্কে দৌহিত্রৈরষ্টকাদিভিঃ দত্তে যযাতিধর্ম্মস্য চ্যবনস্য সম্বন্ধ-

অধীন। সুতরাং কাহার মত সত্য ও কাহার মত মিথ্যা তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে। তবে যে জন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইবে না তাহার মতই সত্য। ৭৩।

মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য বৌদ্ধগণ পরস্পরের মুখ দর্শন করিতে লাগিল। দ্বিজশ্রেষ্ঠভট্টপাদ বেদস্মরণ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ আরোহণ করিলেন। ৭৪।

যদি বেদ সকল প্রমাণ হয় তবে যেন আমার কোন না অনিষ্ট ঘটে। এইরূপ শব্দ করিয়া মহাত্মা গিরিশৃঙ্গ হইতে নিপতিত হইলেন। ৭৫।

অষ্টকা প্রভৃতি দৌহিত্রদত্ত পুণ্যকার্য্য (শ্রাদ্ধাদি) লয়প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গ হইতে

তে স্বর্গাৎ পুনরিত্যূচিরে জনাঃ ॥৭৬॥ অপি লোকগুরুঃ শৈলাত্তূলপিণ্ডং ইবাপতৎ। শ্রুতিরাত্মশরণ্যানাং ব্যসনং নোচ্ছিনত্তি কিম্ ॥৭৭॥ শ্রুত্বা তদদ্ভুতং কর্ম্ম-দ্বিজাদিভ্যঃ সমাযযুঃ। ঘনঘোষমিবাকর্ণ্য নিকুঞ্জেভ্যঃ শিখাবলাঃ ॥ ৭৮ ॥ দৃষ্ট্বা তমক্ষতং রাজা শ্রদ্ধাং শ্রুতিষু সন্দধে। নিনিন্দবহুধাত্মানং খল-

নিমিত্তেন তত্তাদাত্ম্যাসম্ভাবনস্য সত্ত্বাদুৎপ্রেক্ষা। সম্ভাবনা স্যাদুৎপ্রেক্ষা বস্তুহেতুফলাত্মনেত্যুক্তেঃ ॥ ৭৬ ॥ শ্রুতিরাত্মা স্বয়মেব শরণং যেষাং তেষাং ব্যসনং দুঃখং কিং নোচ্ছিনত্তি অপিতু ছিনত্ত্যেব ॥৭৭॥ ঘনঘোষং মেঘগর্জ্জিতং নিকুঞ্জেভ্যো লতাদিপিহিতোদরেভ্যঃ শিখাবলাঃ ময়ূরাঃ ॥৭৮॥ খলানাং দুর্জনানাং সৌগতানাং সংসর্গেণ

যযাতি রাজা কি ভূতলে পতিত হইলেন? সকলেই এই বাক্য বলিতে লাগিল। ৭৬।

লোকগুরু বিধাতা কি শৈল হইতে তূলরাশির মত পতিত হইলেন?। পরমাত্মা যাঁহাদিগের শরণ সেই সমস্ত লোকদিগের ব্যসন কি কখন শ্রুতি কর্ত্তৃক উৎসাদিত হয়না? অবশ্যই হইয়া থাকে। ৭৭।

লতাদি দ্বারা যাহার অভ্যন্তর আচ্ছাদিত থাকে তাহার নাম নিকুঞ্জ। ময়ূরগণ ঘনগর্জ্জিত শ্রবণ করিয়া যে রূপ নিকুঞ্জ হইতে আগমন করিয়া থাকে, দ্বিজগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য শ্রবণ করিয়া সেইরূপ দিগ্‌দিগন্তর হইতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ৭৮।

নরেন্দ্র তাঁহাকে অক্ষত দেখিয়া বেদের উপর শ্রদ্ধা অর্পণ করিলেন। এবং খলচেতা বৌদ্ধদিগের

সংসর্গদূষিতম্ ॥ ৭৯ ॥ সৌগতাস্ত্বক্রুবন্নেদং প্রমাণং মতনির্ণয়ে। মণিমন্ত্রৌষধৈরেবং দেহরক্ষা ভবেদিতি ॥ ৮০ ॥ দুর্ব্বিধৈরন্যথা নীতেপ্রত্যক্ষেঽর্থেঽপি পার্থিবঃ। ভ্রুকুটীভীকরমুখঃ সন্ধামুগ্রতরাং ব্যধাৎ ॥ ৮১ ॥ পৃচ্ছামি ভবতঃ কিঞ্চিদ্বক্তুং ন প্রভবন্তি যে। যন্ত্রোপলেষু সর্ব্বাংস্তান্ ঘাতয়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ৮২ ॥ ইতি সংশ্রুত্য গোত্রেশো ঘটমাশীবিষান্বিতম্। আনীয়াত্র কিমস্তীতি পপ্রচ্ছদ্বিজসৌগতান্ ॥ ৮৩ ॥ বক্ষ্যামহে বয়ং ভূপ শ্বঃ প্রভাতেঽস্য নির্ণয়ম্। ইতি প্রসাদ্য রাজানং জগ্মুর্ভূসুরসৌগতাঃ ॥ ৮৪ ॥ পদ্মা ইব তপস্তেপুঃ কণ্ঠদ্বয়সপাথসি। দ্যুমণিঃ প্রতিভূর্দেবাঃসোঽপি প্রাদুরভূত্ততঃ ॥ ৮৫ ॥ সন্দিশ্য বচনীয়াংশমাদিত্যোঽন্তর্হিতে-দ্বিজাঃ। আজগ্মুরপি নিশ্চিত্য সৌগতাঃ কলশস্থিতম্ ॥ ৮৬ ॥

সম্বন্ধেন দূষিতম্ ॥ ৭৯ ॥ ৮০॥ দুর্ব্বিধৈঃ খলৈ র্বৌদ্ধৈঃ প্রত্যক্ষেঽর্থেঽপি অন্যথা নীতে সতি রাজা ভ্রূকুট্যা ভীকরং ভয়ঙ্করং মুখং যস্য সঃ প্রতিজ্ঞামুগ্রতরাং ব্যধাৎ বিহিতবান্ ॥ ৮১ ॥ কামেবাহ ॥ পৃচ্ছামীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ যন্ত্রোপলেষু যন্ত্রাকারেষু পাষাণেষু ॥ ৮২ ॥ ইত্যেবং সংশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং বিধায় গোত্রা পৃথ্বী গোত্রাকুঃ পৃথিবীত্যমরঃ। তস্যাঃ ঈশো রাজা আশীবিষঃ সর্পঃ দ্বিজাশ্চ সৌগতাশ্চ তান্ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥ বা পুংসি পদ্মং নালনমিত্যমরাৎ পদ্মা ইতি পুংলিঙ্গপ্রয়োগঃ। কণ্ঠপ্রমাণে পাথসি জলে প্রমাণে দ্বয়সজ্জিতি দ্বয়সচ্ প্রত্যয়ঃ দ্যুমণিঃ সূর্য্যঃ প্রতিভূর্দেবা ব্রাহ্মণাঃ সঃ ভাস্বঃ ॥ ৮৫ ॥ ঘটে শেষশায়ী বিষ্ণুরস্তীতি কথনীয়াংশং সন্দিশ্যোপদিশ্য সৌগতা অপি ঘটস্থিতং বস্তু নিশ্চিত্যাজগ্মুঃ ॥ ৮৬ ॥ ভুজঙ্গঃ সর্পঃ

সংসর্গ দূষিত স্বকীয় অন্তঃকরণের উপর বারম্বার নিন্দা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৭৯।

তৎকালে সৌগতগণ কহিল শৈলশৃঙ্গ হইতে পতন কখনই আমাদিগের মত নিশ্চয় বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারেনা। কারণ, মণি, মন্ত্র এবং ঔষধিদ্বারা অনায়াসে জীবন রক্ষা হইয়া থাকে। ৮০।

পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতন হইল তথাপি খলমতি বৌদ্ধগণ সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অর্থে অনাস্থা প্রকাশ করিলে নরপতি ভ্রুকুটী দ্বারা ভীষণতর মুখ করিয়া তৎকালে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলেন। ৮১।

আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যাহারা কিছুই বলিতে পারিবেনা নিঃসন্দেহ আমি তাহাদিগকে যন্ত্রাকার প্রস্তরে নিহত করিব। ৮২।

পৃথিবীপতি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভুজঙ্গসেবিত ঘট আনিয়া বৌদ্ধাবলম্বী দ্বিজদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কি আছে বলুন। ৮৩।

হে রাজন্! আমরা কল্য প্রভাতে ইহার নির্ণয় বলিব। এইকথা বলিয়া বৌদ্ধ বিপ্রগণ নরপতির অভিনন্দন করিয়া গমন করিলেন। ৮৪।

তাঁহারা গলদেশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া পদ্মপুষ্পের মত সূর্য্যের উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন, এবং সূর্য্যদেবও তথায় আবির্ভূত হইলেন। ৮৫।

"কলসে অনন্তশায়ী বিষ্ণু বিরাজমান" বাক্যের এই অবশিষ্ট অংশ বলিয়া সূর্য্যদেব অন্তর্হিত হইল। বৌদ্ধবিপ্রগণ কলসস্থিত অর্থ নিশ্চিত করিয়া তথায় আগমন করিলেন। ৮৬।

ন্তে সৌগতাঃ সর্ব্বে ভুজঙ্গোঽস্তীত্যবাদিষুঃ। ভোগীশভোগশয়নো ভগবানিতি ভূসুরাঃ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতভূসুরবাক্যস্য বদনং পৃথিবীপতেঃ। কাসারশোষণম্লানসারসশ্রিয়মাদদে ॥৮৮॥ অথ প্রোবাচ দিব্যা বাক্ সত্রাজমশরীরিণী। তুদন্তী সংশয়ং তস্য সর্ব্বেষামপি শৃণ্বতাম্ ॥৮৯॥ সত্যমেব মহারাজ ব্রাহ্মণা বদবভাষিরে। মাকৃথাঃ সংশয়ং তত্র ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥ ৯০॥ শ্রুত্বাঽশরীরিণীং বাণীং দদর্শ বসুধাধিপঃ। মূর্ত্তিং মধুদ্বিষঃ কুম্ভে সুধামিব সুরাধিপঃ ॥ ৯১ ॥ নিরস্তাখিলসন্দেহো বিন্যস্তেতরদর্শনাৎ। ব্যধাদাজ্ঞাং ততো রাজা বধায় শ্রুতিবিদ্বিষাম্॥ ৯২ ॥ আসেতোরাতুষারাদ্রে র্বৌদ্ধানাবৃদ্ধ বালকম্। ন হন্তি যঃ স হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান্ নৃপঃ ॥ ৯৩ ॥ ইষ্টোঽপি দৃষ্টদোষশ্চেদ্বধ্য এব মহাত্মনাম্। জননীমপি কিং সাক্ষান্নাবধীদ্ভৃগুনন্দনঃ ॥৯৪

অবাদিষুঃ কথিতবন্তঃ ভোগীশস্য শেষস্য ভোগে শরীরে শয়নং যস্য সঃ বিষ্ণুরিত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতং ভূসুরাণাং বাক্যং স্বেন ঘটে নিহিতাদনন্তস্যার্থস্য প্রতিপাদকং যেন তস্য ভূপতে র্মুখং কাসারতড়াগঃ পদ্মাকরস্তড়াগোঽস্ত্রীকাসারঃ সরসী সর ইত্যমরঃ। তস্য শোষণেন ম্লানস্য সারসস্য কমলস্য শ্রিয়মাদদে ॥ ৮৮ ॥ অথানন্তরমশরীরিণী দিব্যা বাণী তস্য রাজ্ঞঃ শৃণ্বতাং সর্ব্বেষাং সংশয়ং নাশয়ন্তী রাজানং প্রোবাচ ॥ ৮৯ ॥ হে মহারাজ ব্রাহ্মণা যদুক্তবন্তস্তৎসত্যমেব তত্র তদুক্তে সংশয়ং মাকুরু সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যপ্রতিজ্ঞো ভব ॥ ৯০ ॥ মধুদ্বিষো বিষ্ণোঃ সুরাধিপঃ ইন্দ্রঃ ॥ ৯১ ॥ বিন্যস্তাৎ ঘটে স্থাপিতাদাশীবিষাদিতরস্য মধুদ্বিষো দর্শনং তস্মাত্তেতো নিরস্তা অপগতা অখিলাঃ সন্দেহা যস্য সঃ ॥ ৯২ ॥ আসেতোঃ রামসেতুপর্য্যন্তং তথা হিমালয়পর্য্যন্তমাবৃদ্ধং বালকঞ্চাভিব্যাপ্য যো মত্ভৃত্যঃ সৌগতান্ন হন্তি স ময়া হন্তব্য ইতি ভৃত্যানন্বশাদাজ্ঞপ্তবান্ ॥ ৯৩ ॥ ননু স্বগুরুত্বেন স্বীকৃতস্যাদিষ্টানাং বধায় কিমিত্যেবমাজ্ঞাং কৃতবানিত্যত আহ ইষ্টোঽপীতি। পিত্রা নিযুক্তো ভৃগুনন্দনঃ পরশুরামঃ সাক্ষাজ্জননীমপি কিং নাবধীদপি তু হতবানেব। অত্র পূর্ব্বোক্তবৌদ্ধবধাজ্ঞারূপস্য বিশেষস্য সমর্থনায় সামান্যমুপন্যস্য বিশেষান্তরোপন্যাসাদ্বিকস্বরালঙ্কারঃ। যস্মিন্বিশেষসামান্যবিশেষাঃ স বিকস্বর ইত্যুক্তেঃ

অনন্তর বৌদ্ধবিপ্রগণ বলিতে লাগিলেন এই কলসে সর্প আছে। এবং সেই অনন্তসর্পের ফণামণ্ডলে ভগবান্ বিষ্ণু শয়ান আছেন। ৮৭।

ব্রাহ্মণ দিগের কথা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীপতির মুখ (তড়াগ শুষ্ক হইলে পদ্ম যেরূপ ম্লান হয়) সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। ৮৮।

অনন্তর অন্যান্য শ্রোতৃবর্গের ও মহারাজের সংশয়চ্ছেদ করিয়া দৈববাণী বলিতে লাগিল। ৮৯।

মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিয়াছেন সে সমুদায়ই সত্য। সে বিষয়ে আপনি সন্দেহ করিবেন না এবং এক্ষণে সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন্। ৯০।

সেই অশরীরা বাণী শ্রবণ করিয়া (ইন্দ্র যেরূপ সুধা দর্শন করিয়া থাকেন) বসুধাপতিও কলসে মধুসূদন কৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ৯১।

ঘটস্থাপিত সর্পের অবয়ব হইতে বিভিন্ন শরীর কৃষ্ণের দর্শন হেতু সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইল এবং বেদদ্বেষী বৌদ্ধগণের বধের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রচার করিলেন। ৯২।

দক্ষিণে রামচন্দ্রের সেতু এবং উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের মধ্যে কি বৃদ্ধ, কি বালক সকলকেই আমার ভৃত্য বিনাশ করিবে, ভৃত্যদিগের উপর এই আজ্ঞা অর্পণ করিলেন। এবং যে না বধ করিবে আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব। ৯৩।

স্কন্দানুসারিরাজেন জৈনা ধর্ম্মদ্বিষো হতাঃ। যোগীন্দ্রেণেব যোগঘ্না বিঘ্নাস্তত্ত্বাবলম্বিনা ॥৯৫॥ হতেষু তেষু দুষ্টেষু পরিতস্তার কোবিদঃ। শ্রৌতবর্ত্ম তমিস্রেষু নষ্টেষ্বিব রবির্ম্মহঃ ॥৯৬॥ কুমারিলমৃগেন্দ্রেণ হতেষু জিনহস্তিষু। নিষ্প্রত্যূহমবর্দ্ধন্ত শ্রুতিশাখাঃ সমস্তত: ॥ ৯৭ ॥ প্রাগিত্থং জ্বলনভুবা প্রবর্ত্তিতেঽস্মিন্ কর্ম্মাধ্বন্যখিলবিদা কুমারিলেন। উদ্ধর্তুং ভুবনমিদং ভবাব্ধিমগ্নং কারুণ্যাম্বুনিধিরিয়েষ চন্দ্রচূড়ঃ ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদুপোদ্ঘাতপরঃ সংক্ষেপশঙ্করবিজয়ে সর্গোঽয়ং প্রথমোঽভবৎ ॥১॥

॥ ৯৪ ॥ ভট্টপাদানুসারিরাজেন সুধন্বনা ধর্ম্মদ্বিষো বৌদ্ধা বিনাশিতাঃ তত্ত্বাবলম্বিনা যোগীন্দ্রেণ যোগনাশকা বিঘ্না ব্যাধিস্থানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকানবস্থিতত্বাদয়োঽন্তরায়া যোগশাস্ত্রোক্তা ইবেত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥ তেষু দুষ্টেষু বৌদ্ধেষু হতেষু কোবিদঃ পণ্ডিতো ভট্টপাদঃ শ্রৌতমার্গং পরিতস্তার সর্ব্বতঃ প্রসারিতবান্ যথা তমিস্রেষু অন্ধকারেষু নষ্টেষু সূর্য্যো মহস্তেজো বিস্তারয়তি তদ্বৎ ॥ ৯৬ ॥ কুমারিলো ভট্টপাদ এব মৃগেন্দ্রঃ সিংহস্তেন নিষ্প্রত্যূহং নির্ব্বিঘ্নং ॥ ৯৭ ॥ উপোদ্ঘাতরূপাং স্কন্দাবতারকথাং উপসংহরন্ শিবাবতারকথাং গ্রন্থপ্রতিপাদ্যামুপক্ষিপতি। প্রাগিত্থমিতি জ্বলনাদনলাদ্ভবতীতি জ্বলনভূস্তেন সর্ব্বজ্ঞেন ভট্টপাদেন পূর্ব্বমনেন প্রকারেণাস্মিন্ কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিতে সতি ততঃ সংসারসাগরে নিমগ্নং ভুবনং অদ্বৈতশাস্ত্রপ্লবেনোদ্ধর্তুং কারুণ্যজলধিশ্চন্দ্রশেখরো মহাদেব ইয়েষ ইচ্ছতিস্ম। প্রহর্ষণীবৃত্তং ম্নৌ ম্রৌ গস্ত্রিদশয়তিঃ প্রহর্ষণীয়মিতিলক্ষণাৎ ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ শ্রীপাদশিষ্য দত্তবংশাবতংসরামকুমারসূনুধনপতিসূরিকৃতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

যদি প্রিয়ও হয় অথচ তাহার দোষ দেখা যায় মহাত্মা লোকে তাহাকে বধ করিবে। ভৃগুনন্দন পরশুরাম আপনার জননীরও কি বধ করেন নাই?।

কার্ত্তিকমূর্ত্তিধারী ভট্টপাদের অনুসারী রাজা সুধন্বা (তত্ত্বলিপ্সু যোগীন্দ্র যেরূপ ব্যাধিস্থান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, এবং ভ্রান্তিদর্শন প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত যোগনাশক বিঘ্ননাশ করিয়া থাকেন), সেইরূপ বেদদ্বেষক বৌদ্ধদিগকে বিনষ্ট করিলেন। ৯৫।

অন্ধকার নষ্ট হইলে রবি যেরূপ স্বকীয় তেজ চারিদিকে বিস্তার করেন সেইরূপ দুষ্ট বৌদ্ধগণ বিনষ্ট হইলে পণ্ডিতবর ভট্টপাদ চতুর্দ্দিকে বৈদিক পথ বিস্তার করিতে লাগিলেন। ৯৬।

কুমারিক অর্থাৎ ভট্টপাদরূপ সিংহ বৌদ্ধরূপ হস্তী দিগকে বিনাশ করিলে পর চতুর্দ্দিকে নির্ব্বিঘ্নে বেদশাখা সকল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৯৭।

প্রথমে এইরূপে অনলজন্মা ভট্টপাদ পূর্ব্বে এই প্রকারে এই সমস্ত কর্ম্মপথ প্রবর্ত্তিত করেন। অনন্তর সংসার সাগর মগ্ন বিশ্বকে অদ্বৈত শাস্ত্ররূপ ভেলাদ্বারা উদ্ধার করিবার বাসনায় করুণাসাগর চন্দ্রশেখর মহাদেব ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ৯৮।

॥ ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করবিজয়ে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ততো মহেশঃ কিল কেরলেষু শ্রীমদ্‌বৃষাদ্রৌ করুণা সমুদ্রঃ। পূর্ণানদীপুণ্য তটে স্বয়ম্ভুলিঙ্গাত্মনানঙ্গধগাবিরাসীৎ ॥ ১ ॥ তদোদিতঃ কশ্চন রাজশেখরঃ স্বপ্নে মুহু র্দৃষ্ট তদীয়বৈভবঃ। প্রাসাদমেকং পরিকল্প্য সুপ্রভং প্রাবর্ত্তয়ত্তস্য সমর্হণং বিভোঃ ॥২॥ তস্যেশ্বরস্য প্রণতার্ত্তিহর্তুঃ প্রসাদতঃ প্রাপ্তনিরীতি

শঙ্করাবতারং বিস্তরেণ বর্ণয়িতুং পীঠিকাং রচয়ন্তি তত ইতি। ততঃ কর্ম্মমার্গপ্রবৃত্ত্যনন্তরং করুণাসমুদ্রঃ অনঙ্গং কামং দহতীতি অনঙ্গধঙ্মহেশঃ কেরলেষু দেশবিশেষেষু শ্রীমদ্বৃষসংজ্ঞকে গিরৌ পূর্ণানদীপুণ্যতটে জ্যোতির্লিঙ্গাত্মনা আবিরাসীৎ প্রাদুরভূৎ উপজাতিচ্ছন্দঃ ॥ ১ ॥ তেন লিঙ্গাত্মনাবির্ভূতেন মহেশেন প্রেরিতঃ কশ্চন রাজশেখরাখ্যো মহীপঃ পুনঃ পুনঃ স্বপ্নে দৃষ্টতদীয়ো বৈভবো যেন স একং প্রাসাদং দেবালয়ং পরিকল্প্য তস্য বিভোঃ সম্পূজনং প্রবর্ত্তিতবান্ স্যাদিন্দ্রবংশা ততজৈরসংযুতৈঃ ॥ ২ ॥ তস্য প্রণতার্ত্তিহর্ত্তুরীশস্য প্রসাদাৎ প্রাপ্তঃ নিরীতিভাবোযৎ ঈজ

কর্ম্মপদ্ধতি প্রবৃত্ত হইবার পর কামবিনাশী দয়াসাগর মহেশ্বর, কেরলদেশে মনোজ্ঞ বৃষ নামক পর্ব্বতে পূর্ণানদীর পবিত্র তট নিকটে জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১ ॥

রাজশেখর নামক কোন নরপতি লিঙ্গরূপে আবির্ভূত সেই মহাদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বপ্নে বারংবার মহেশ্বরের বৈভব দর্শন করিয়া প্রভাশালী এক দেবালয় নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তাঁহার সম্যক্ রূপে পূজা কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিলেন ॥ ২ ॥

ভাবঃ। কশ্চিত্তদভ্যাসগতোগ্রহারঃ কালট্যভিখ্যোঽস্তি মহাত্মনোজ্ঞঃ ॥৩॥ কশ্চিদ্বিপশ্চিদিহ নিশ্চলধীর্ব্বিরেজে বিদ্যাধিরাজ ইতি বিশ্রুতনামধেয়ঃ। রুদ্রো বৃষাদ্রিনিলয়োঽবতরীতুকামো যৎ পুত্রমাত্মপিতরং সমরোচয়ৎ সঃ ॥ ৪ ॥ পুত্রোঽভবত্তস্য পুরাত্তপুণ্যৈঃ সুব্রহ্মতেজাঃ শিবগুর্ব্বভিখ্যঃ। জ্ঞানে-

যস্য অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টির্মূষিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ। অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতা ইত্যুক্তাঃ ষড় বাধা জ্ঞেয়াঃ এবম্বিধস্তস্য। সমীপগতঃ কশ্চিৎ কালটিসংজ্ঞোঽতিরম্যোঽগ্রহারো ব্রাহ্মণপ্রধানোঽস্তি ॥ ৩ ॥ ইহাস্মিন্নগ্রহারে বিদ্যাধিরাজ ইতি বিশ্রুতনামধেয়ো নিশ্চলমতিঃ কশ্চিৎপণ্ডিতো বিরেজে। স বৃষাদ্রিনিলয়োঽবতরীতুকামোঽবতরণেচ্ছুর্যস্য পুত্রমাত্মপিতরং সমরোচয়ৎ স বিরেজে ইতি বান্বয়ঃ উক্তং বসন্ততিলকস্তভজাজগৌগঃ ॥ ৪ ॥ তস্য বিদ্যাধিরাজস্য পূর্ব্বমনেকজন্মস্বাৰ্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সুষ্ঠু ব্রহ্মতেজো যস্য স শিবগুরুসংজ্ঞঃ পুত্রোঽভবৎ যো জ্ঞানে শিবো

প্রণতজনের পীড়া-সংহর্ত্তা সেই ঈশ্বরের প্রসাদে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পতঙ্গ, শুক এবং নিকটবর্ত্তী বিপক্ষ ভূপতি এই ছয় প্রকার বাধা হইতে মুক্ত হইয়া কালটি নামক কোন সুন্দর ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ সেই দেবালয়ের সমীপে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

এই ব্রাহ্মণ প্রবরের নিকটে নিশ্চলমতি বিদ্যাধিরাজ এই বিখ্যাতনামা কোন পণ্ডিত বিরাজমান থাকিতেন। বৃষ পর্ব্বত নিবাসী সেই রুদ্রদেব ভূতলে অবতীর্ণ হইতে বাসনা করিয়া যাহার

শিবো যো বচনেগুরুস্তস্যাম্বর্থনামাকৃত লব্ধবর্ণঃ ॥৫॥
স ব্রহ্মচারী গুরুগেহবাসী তৎকার্য্যকারী বিহিতান্ন-
ভোজী। সায়ং প্রভাতঞ্চ হুতাশসেবী ব্রতেন বেদং
নিজমধ্যগীষ্ট ॥ ৬ ॥ ক্রিয়াদ্যনুষ্ঠানফলোঽর্থবোধঃ
স নোপজায়েত বিনা বিচারম্। অধীত্য বেদানথ

বচনে গুরুর্বৃহস্পতিস্তস্য পুত্রস্য লব্ধবর্ণো বিচক্ষণো বিদ্যাধিরাজো হ
স্বর্থনামার্থানুরূপং নামাকৃত সংজ্ঞাং কৃতবান্। ধীমান্ সূরিঃ কৃতী
কৃষ্টিল ব্ধবর্ণো বিচক্ষণ ইত্যমরঃ। স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদিতৌজগৌগঃ ॥৫ ॥
এবং শিবগুরোর্জন্মোক্ত। তচ্চরিতমাহ স শিবগুরুঃ ব্রহ্মচারী গুরু-
গেহবাসশীলস্তস্য গুরোঃ কার্য্যকারী বিহিতং ভিক্ষয়া লব্ধং গুরবে
নিবেদিতমন্নং ভোক্তুং শীলমস্যাস্তীতি তথা হুতাশং হুতভুজং বহ্নিং
সেবিতুং শীলমস্যাস্তীতি তথা ব্রতেন ব্রহ্মচর্য্যনিয়মেন স্বীয়ং বেদ-
মধ্যগীষ্ট অধীতবান্ ॥ ৬ ॥ যতঃ ক্রিয়া অনুষ্ঠানং ফলং যস্য স

পুত্রকে এবং আপনার পিতাকে শোভিত করিয়া
ছিলেন ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহুবিধ পুণ্য হেতু সেই বিদ্যা-
ধিরাজের ব্রহ্মতেজোময় শিবগুরু নামে এক পুত্র
হইয়াছিল। যিনি জ্ঞানে শিব এবং বচনে গুরু
অর্থাৎ বৃহস্পতি তুল্য ছিলেন বলিয়া বিচক্ষণ বিদ্যা-
ধিরাজ পুত্রের "শিবগুরু" এই নাম সার্থক করিয়া
ছিলেন ॥ ৫ ॥

শিবগুরু ব্রহ্মচারী ছিলেন, গুরুগৃহে বাস এবং
গুরুদেবের অনুজ্ঞাত কার্য্য করিতেন; ভিক্ষালব্ধ
অন্ন গুরুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতেন, এবং
সায়ং ও প্রভাতকালে সাগ্নিক ছিলেন বলিয়াই বহ্নি
সেবা করিতে একমাত্র তাঁহার স্বভাব ছিল। এবং
ব্রহ্মচর্য্য নিয়মে স্বকীয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া-
ছিলেন। ৬।

বিচার ব্যতীত বেদের অর্থবোধ হয় না। কারণ

তদ্বিচারক্ষকার দুর্ব্বোধতরো হি বেদঃ ॥ ৭ ॥ বেদে-
ষ্বধীতেষু বিচারিতেঽর্থে শিষ্যানুরাগী গুরুরাহ তং স্ম।
অপাঠি মত্তঃ স ষড়ঙ্গবেদো ব্যবচারি কালোবহুরত্য-
গাত্তে ॥ ৮ ॥ ভক্তোঽপি গেহং ব্রজ সম্প্রতি ত্বং
জনোঽপি তে দর্শনলালসঃ স্যাৎ। গত্বা কদাচিৎ স্বজন-

অর্থবোধো বিচারং বিনা নৈব জায়তে নন্বধীত স্বাঙ্গস্বাধ্যায় স্তদর্থং
স্বয়মেব কুতো নাববুদ্ধবানিতি চেত্তত্রাহ হি যস্মাদ্বেদো দুর্ব্বোধ-
তরো বিচারং বিনাতিশয়েন দুর্ঘটো যথার্থবোধো যস্য সঃ
উপেন্দ্রবজ্রাস্ততজাস্ততোগৌ ॥ ৭ ॥ বেদেষ্বধীতেষু সৎসু তদর্থে
চ বিচারিতে সতি শিষ্যানুরাগী আচার্য্যস্তং শিবগুরুমাহস্ম প্রোক্ত-
বান্ ষড়্‌ভিঃ শিক্ষাকল্প ব্যাকরণচ্ছন্দো জ্যোতির্নিরুক্ত সংজ্ঞৈ-
রঙ্গৈঃ সহিতঃ সর্ব্বোবেদো মত্তস্ত্বয়া পঠিতো বিচারিতশ্চ কালস্তে
তব বহুরতিক্রান্তঃ উপজাতিচ্ছন্দঃ ॥ ৮ ॥ যদ্যপি ত্বং ভক্তস্তথাপি
সম্প্রতি ইদানীং গেহং ব্রজ সম্বন্ধিজনোঽপি তে তব দর্শনলালসঃ

অনুশীলনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই অর্থবোধের ফল
বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু
তাঁহার তৎসমুদায়ের অর্থবোধ হয় নাই। বেদ
অতিশয় দুর্ব্বোধ, সুতরাং বেদাধ্যয়ন করিয়াও
তাঁহার সেই সমস্ত বেদের বিচার করিতে হইয়া-
ছিল। ৭।

বেদ সকল অধীত হইলে, বেদার্থ সকল বিচারিত
হইলে, শিষ্যানুরাগী গুরু, শিবগুরুকে ডাকিয়া
বলিতে লাগিলেন। তুমি আমার নিকট হইতে
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ জ্যোতিষ, এবং নিরুক্ত
এই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ; ও ইহার বহুতর
বিচার করিয়াছ; তোমার ইহাতে বহুতর কাল
অতীত হইয়াছে। ৮।

যদ্যপি তুমি আমার একান্ত ভক্ত, তথাপি
সম্প্রতি তুমি গৃহে গমন কর। কারণ, আত্মীয়

প্রমোদং বিধেহি মা তাত বিলম্বয়স্ব ॥ ৯ ॥ বিধাতু-মিষ্টং যদিহাপরাহ্ণে বিজানতা তৎ পুরুষেণ পূর্ব্বং। বিধেয়মেবং যদিহ শ্ব ইষ্টং কর্ত্তুং তদদ্যেতি বিনিশ্চিতোঽর্থঃ ॥ ১০ ॥ কালোপ্তবীজাদিহযাদৃশ স্যাৎ শস্যং ন তাদৃক্ বিপরীতকালাৎ। তথা বিবাহাদি-

স্যাত্তস্মাৎ কদাচিদাগত্য স্বজনপ্রমোদং বিধেহি শিষ্যস্য পুত্রতুল্যত্বাৎ সম্বোধনং হে তাত! মা বিলম্বয়স্ব বিলম্বং মাকুরু। আখ্যানকীৰ্ত্তৌজ গুরুগমোজেজতাবনোজেজগুরুগুরুশ্চেৎ ॥ ৯ ॥ বিলম্বো ন কর্ত্তব্য ইত্যুক্তং তত্র হেতুমাহ। যত্ত ইহাস্মিন্ লোকে যদপরাহ্ণে বিধাতুমিষ্টং তদায়ুরাদেঃ ক্ষণভঙ্গুরতাং বিজানতা পুরুষেণ পূর্ব্বং পূর্ব্বাহ্ণে এব বিধেয়মেবমিহ যৎ শ্বঃ অনাগতেঽহ্নি কর্ত্তুমিষ্টং তদদ্য বিধেয়মিতি বিনিশ্চিতোঽর্থস্তস্মান্মাবিলম্বয়স্বেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ কিঞ্চ যথাকাল উদ্ভবকাল উপ্তাৎ ক্ষেত্রে রোপিতাদ্বীজাদিহ যাদৃশং বিপরীতকালান্নৈব জায়তে তথা বিবাহাদিস্তস্য বিবাহাদেঃ কালে

স্বজনেরা তোমাকে দেখিবে বলিয়া লালসা করিয়া রহিয়াছে। অতএব তুমি গমন করিলেই স্বজন প্রীতি বিধান করিতে পারিবে। হে পুত্র! তুমি আর বিলম্ব করিও না। ৯।

বিলম্ব না করিবার কারণ এই,এই জগতে যাহা অপরাহ্ণে করিতে হইবে তাহা আয়ুঃ প্রভৃতির ক্ষণ-নশ্বরতা জানিয়া পুরুষগণ পূর্ব্বাহ্ণেই তাহা সম্পাদন করিবে। এবং যাহা ভবিষ্য কালে করিতে হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ করাই কর্ত্তব্য এইরূপ অর্থই নিশ্চিত হইয়াছে। অতএব তুমি গমনে ক্ষণকালও বিলম্ব করিও না। ১০।

অপিচ যথাকালে (শস্যরোপণ করিবার কালে) ক্ষেত্রে যদি বীজরোপণ করা যায়,তাহা হইতে যেরূপ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার বিপরীত কালে (অর্থাৎ

কৃতং স্বকালে ফলায় কল্পেত নচেদ্ বৃথা স্যাৎ ॥১১॥ আজন্মনো গণয়তো ননু তান্ গতাব্দান্ মাতা পিতা পরিণয়ং তব কর্ত্তুকামৌ। পিত্রোরিয়ং প্রকৃতিরেব পুরোপনীতং যদ্ধ্যায়তস্তনুভবস্য ততো বিবাহম্ ॥ ॥১২॥ তত্তৎকুলীনপিতরঃ স্পৃহয়ন্তি কামং তত্তৎ-

যৌবনাদাবস্থায়াং কৃতং ফলায় পুত্রোৎপত্ত্যাদিফলরূপায় কল্পেত শক্তং ভবেদন্যথা তৎ বিবাহাদিকৃতং ব্যর্থং স্যাৎ ॥ ১১ ॥ কিং বা জন্মনো জন্মপ্রভৃতি ননু নিশ্চয়েন তব পরিণয়ং বিবাহং কর্ত্তুকামৌ মাতা পিতা চ তান্ গতান্ সম্বৎসরান্ গণয়ন্তো গণনং কুরুতঃ। যস্মাৎ কারণাৎ পিত্রোরিয়ং প্রকৃতিঃ স্বভাব এব। পুরা পূর্ব্বন্তনুভবস্যাত্মজস্যোপনীতিমুপনয়নং ততস্তদনন্তরং বিবাহং যৎ ধ্যায়তঃ কদা ভবিষ্যতীতি যচ্চিন্তনং কুরুতঃ স ইত্যর্থঃ। অত্র সামান্যবিশেষয়োরুক্তত্বাদর্থান্তরন্যাসালঙ্কারঃ। উক্তিরর্থান্তরন্যাসঃ স্যাৎ সামান্যবিশেষয়োরিত্যুক্তেঃ ॥ ১২ ॥ অপিচ তত্তৎকুলীনপি-

অসময়ে) রোপিত বীজ হইতে কখনই সেইরূপ শস্য হয় না। সেইরূপ যথাযোগ্য কালে (যৌবনাদি অবস্থায়) বিবাহাদি করিলে পুত্রোৎপত্তি প্রভৃতি ফল সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিপরীত সময়ে বিবাহাদি করিলে সমস্তই বৃথা হইয়া থাকে।

জন্ম দিবসাবধি যে সমস্ত বৎসর গত হইয়াছে, তোমার পিতা মাতা তোমার বিবাহ কবে হইবে এই ইচ্ছায় একান্ত ব্যগ্র থাকিয়া সেই সমস্ত গত বৎসর সকল যে গণনা করিতেছেন ইহা নিঃসন্দেহ। কারণ, জনকজননীর ইহাই স্বভাব যে, অগ্রে পুত্রের উপনয়ন অনন্তর বিবাহ চিন্তা করিয়া থাকেন। ১২।

পিণ্ডদাতা পুরুষের সন্তান থাকিলেই পরে পিণ্ড বিলোপ যাহাতে না হয় ইহা বিশদরূপে দর্শন

কুলীনপুরুষস্য বিবাহকর্ম্ম। পিণ্ডং প্রদাতৃপুরুষস্য সসন্ততিত্বে পিণ্ডাবিলোপমুপরি স্ফুটমীক্ষমাণাঃ ॥১৩ অর্থাববোধনফলো হি বিচার এব তচ্চাপি চিত্রবহুকর্ম্মবিধানেহেতোঃ। তত্রাধিকারমধিগচ্ছতি সদ্বিতীয়ঃ কৃত্বা বিবাহমিতি বেদবিদাং প্রবাদঃ ॥১৪॥ সত্যং গুরো ন নিয়মোঽস্তি গুরোরধীতবেদো গৃহী

ভবস্তত্তৎকুলীনপুরুষস্য বিবাহকর্ম্ম কামং স্পৃহয়ন্তি। পরিণয়কর্ম্মগোচরাং স্পৃহামত্যন্তং কুর্ব্বন্তি। যতস্তত্তৎকুলীনপিতরঃ পিণ্ডপ্রদাতৃপুরুষস্য সন্ততিত্বে সতি উপরি অগ্রে পিণ্ডাবিলোপং স্ফুটং সমীক্ষমাণাঃ ॥ ১৩ ॥ ন কেবলমেতাবদেবাপি তু সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিত্যাদিশ্রুত্যা সদ্বিতীয়স্য কর্ম্মবিধানেঽধিকারশ্রবণাত্তদর্থমপি বিবাহ আবশ্যক ইত্যাহ অর্থেতি। এব বিচারোঽর্থাববোধনফলোঽর্থস্যাববোধনং পরিজ্ঞানং ফলং যস্য স এতস্য বিচারস্যার্থপরিজ্ঞানং ফলং তচ্চার্থাববোধনং বিচিত্রানাং যজ্ঞানাং বিধানার্থং। অত্র বিচিত্রযজ্ঞবিধানে বিবাহং কৃত্বা সদ্বিতীয়ঃ দ্বিতীয়য়া পত্ন্যা-সহ বর্ত্তমানোঽধিকারং গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি বেদবিদাং প্রবাদঃ ॥ ॥ ১৪ ॥ এবমুক্তঃ শিবগুরুরুবাচ সত্যমিত্যাদিনা। সত্যমিত্যর্দ্ধা-

করিয়া সেই সেই মহাকুলোদ্ভব পিতৃগণ, সেই সেই মহাকুলোৎপন্ন পুরুষের বিবাহ কার্য্য যথেষ্টরূপে স্পৃহা করিয়া থাকেন। ১৩।

বিবাহকার্য্য কেবল ইহার নিমিত্ত নহে, কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত দাম্পত্য ধর্ম্মের অধিকার হেতুও বিবাহ আবশ্যক। এই বিচারের ফলই অর্থ পরিজ্ঞান পর্য্যন্ত, এবং ঐ অর্থজ্ঞান বিচিত্র বহুবিধ যজ্ঞকর্ম্মের বিধানার্থ হইয়া থাকে। এই বিচিত্র যজ্ঞ বিধানে বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক হইলেই অধিকারী হওয়া যায়, ইহা বেদজ্ঞদিগের চিরন্তন প্রবাদ। ১৪।

ভবতি নান্যপদং প্রয়াতি। বৈরাগ্যবান্ ব্রজতি ভিক্ষুপদং বিবেকী নোচেদ্গৃহী ভবতি রাজপদং তদেতৎ ॥ ১৫ ॥ শ্রীনৈষ্ঠিকাশ্রমমহং পরিগৃহ্য যাব-

ঙ্গীকারে হে গুরো গুরোঃ সকাশাৎ অধীতো বেদো যেন স গৃহী এব ভবতি। অন্যপদমন্যাশ্রমং ন প্রয়াতীতি নিয়মো নাস্তি। নতু ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন সহ বা আত্মযাজী যো বেদ ইদং মেঽনেনাঙ্গং সংস্ক্রিয়ত ইদং মেঽনেনাঙ্গমুপধীয়তে বিশুদ্ধসত্ত্বস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলঙ্ক্যায়মানঃ জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋর্ণৈঋণবানিত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ। যস্যৈতেঽষ্টাচত্বারিংশৎসংস্কারাঃ। ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ। জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণ ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চাশ্রমাদাশ্রমান্তর প্রবেশস্য যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানাচ্চিত্তশুদ্ধৌ জ্ঞানপ্রাপ্তেশ্চ ক্রমনিয়মং প্রবোধয়ন্তীতি চেত্তত্রাহ বৈরাগ্যবানিহামুত্রার্থভোগেষু বিরক্তো বিবেকী নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকবান্ উপলক্ষণমেতৎ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ইত্যর্থশ্চতুর্থাশ্রমং গচ্ছতি। অয়মর্থঃ যদি চেত্তবথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ যজ্ঞরূপাঃ ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিত্যাদিশ্রুত্যনুরোধেন মধ্যমাধিকারিণ এব ক্রমনিয়মো নতু শুদ্ধসত্ত্বস্তোৎকটবৈরাগ্যবতো মুখ্যাধিকারিণো জায়মান ইত্যস্যাপি গৃহস্থঃ সম্পদ্যমান ইত্যর্থঃ। গৃহস্থস্যাপি সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমেব ঋণাপাকরণং তদিদমুক্তং নো চেদিতি বিবেকাদিমান্ ভবতি চেত্তর্হি গৃহী ভবতি তদেতৎ রাজপদং রাজমার্গঃ ॥ ১৫ ॥ ত্বয়া তু

এই কথা বলিলে পর শিবগুরু বলিতে লাগিলেন এ সমস্তই সত্য। হে গুরো! গুরুর নিকট হইতে বেদাধ্যয়ন করিবার পরই লোকে গৃহী হইয়া থাকে, অন্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হয় না এরূপ কোন নিয়ম নাই। ঐহিক পারত্রিক অর্থভোগে বিরক্ত ও নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকী লোকেই ভিক্ষুকাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে গৃহী বলা গিয়া থাকে, এবং তাহাই রাজপদ। ১৫।

জীবং বসামি তব পার্শ্বগতশ্চিরায়ুঃ। দণ্ডাজিনী সবিনয়ো বুধজুহ্বদগ্নৌ বেদং পঠন্ পঠিতবিস্মৃতিহানি মিচ্ছ॥ ১৬॥

দারগ্রহো ভবতি তাবদয়ং সুখায় যাবৎ কৃতোঽনুভবগোচরতাং গতঃ স্যাৎ। পশ্চাচ্ছনৈর্বিরসতামুপয়াতি সোঽয়ং কিং নিহ্নুষে ত্বমনুভূতিপদং মহাত্মন্॥ ১৭॥ যাগোঽপি নাকফলদো বিধিনা কৃতশ্চেৎ প্রায়ঃ সমগ্রকরণং ভুবি দুর্লভং তৎ। বৃষ্ট্যাদিবন্নহি ফলং যদি কর্ম্মণি স্যাদিষ্ট্যা যথোক্তবিরহে ফলদুর্ব্বিধত্বং॥১৮॥ নিঃস্বো ভবেদ্যদি গৃহী নিরয়ী স নূনং ভোক্তুং ন দাতুমপি যঃ ক্ষমতেঽণুমাত্রম্। পূর্ণোঽপি পূর্ত্তিমভিমন্তুমমশক্নুবন্ যো মোহেন

কিং কর্ত্তব্যমিত্যাপেক্ষায়ামাহ শ্রীনৈষ্ঠিকাশ্রমং মরণান্তব্রহ্মচর্য্যং পরিগৃহ্য চিরায়ুরহং তব পার্শ্বগতঃ সমীপে স্থিতো দণ্ডাজিনেঽস্যাস্ত ইতি দণ্ডাজিনী বিনয়েন সহ বর্ত্তত ইতি সবিনয়ো হে বুধ! সর্ব্বজ্ঞ অগ্নৌ জুহ্বদ্ধোমং কুর্ব্বন্ বেদং পঠন্ পঠিতস্য বিস্মৃতে হানি মভাবমিচ্ছন্ বসামি বাসং করিষ্যামি। বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমান বদ্বেতি লট্॥ ১৬॥ নম্বতিসুখকরং দারগ্রহং বিহায় কথমতিদুঃখদনৈষ্ঠিকাশ্রমমঙ্গীকুরুষ ইতি চেত্তত্রাহ দারগ্রহ ইতি। অয়ং দারগ্রহস্তাবৎ সুখায় ভবতি যাবৎ কৃতঃ সন্ অনুভবগোচরতাং গতঃ প্রাপ্তঃ স্যাৎ অনুভববিষয়তাপ্রাপ্তিপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। পশ্চাদনুভবগোচরতাপ্রাপ্ত্যনন্তরং সোঽয়ং দারগ্রহো বিরসতাং বৈরস্যং উপযাতি প্রাপ্নোতি। হে মহাত্মন্! অক্ষুদ্রস্বভাব! অনুভূতিপদমনুভবগম্যং কিং নিহ্নুষেঽপলপসি অপলপিতুমশক্যমিত্যর্থঃ॥ ১৭॥ নন্বৈহিকসুখাভাবেঽপি বিবাহে কৃতে যাগাদ্যনুষ্ঠানেন পারলৌকিকস্তু সেৎস্যতীতি চেত্তত্রাহ যাগোঽপীতি। যাগো বিধিনা যথাবিধি কৃতশ্চেৎ স্বর্গফলদঃ ন চ তথা কর্ত্তুং শক্যত ইত্যাহ। প্রায়স্তৎ সমগ্র করণং ভুবি দুর্লভং তদ্বিনা তু ফলং নৈব লভ্যতে হি যস্মাদাদিপদেন চিত্রাদিযাগফলং পশ্বাদিকং গৃহ্যতে বৃষ্ট্যাদিবৎ কর্ম্মণি ফলং যদি ন স্যাত্তর্হি দৈববশাদ্যথোক্তবিরহে ফলংদুর্গতত্বং ভবতি তৎকারীর্য্যাদি যাগ ফলভূতবৃষ্টিঃ তথাচ ন পারলৌকিকসুখপ্রাপ্ত্যাশাপীত্যর্থঃ॥ ১৮॥ ন কেবলং সুখাভাব এবাপি-

হে সর্ব্বজ্ঞ! আমি এক্ষণে দণ্ড এবং অজিন ধারণ পূর্ব্বক সবিনয়ে অনলে হোম, বেদপাঠ ও পঠিত গ্রন্থের বিস্মরণ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া মরণান্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু হইয়া যাবজ্জীবন আপনার নিকট বাস করিব। ১৬। দার পরিগ্রহ কেবল অনুভবাত্মক সুখপ্রদান করিয়া থাকে। যতক্ষণ দারপরিগ্রহ ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল সুখপ্রদ হয়। দার পরিগ্রহকৃত হইলে লোকের অনুভব বিষয়তা প্রাপ্ত হইয়াথাকে, অনুভব বিষয়তা প্রাপ্তির পর এই দার পরিগ্রহ বিরসতা সম্পাদন করিতে থাকে। হে মহাত্মন্! অনুভবগম্য বস্তু কি করিয়া আপনি অপহ্নব করিতেছেন, বাস্তবিক অনুভব পদার্থের গোপন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ১৭।

যথাবিধি যাগ করিলে তাহার চরম ফল স্বর্গ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহা কেহ করিতে পারেনা। সমগ্ররূপে উহা করিতে না পারিলে ভূতলে উহার ফললাভ একান্ত দুর্লভ। বৃষ্টি প্রভৃতি হইলে যেরূপ প্রত্যক্ষ ফলদর্শন হইয়া থাকে. সেইরূপ যাগাদি কর্ম্মে যদি ফল না হয় তাহা হইলে দৈববশত যথোক্ত কার্য্যের পরিপূরণ হইলে কেবল ফলের দুর্গতি স্বীকার করিতে হয়। আরও দেখুন যদি গৃহস্থ দরিদ্র হয়েন তিনি

শং ন মনুতে খলু তত্র তত্র ॥ ১৯ ॥ যাবৎসু সৎসু পরিপূর্ত্তিরথো অমীষাং সাধো গৃহোপকরণেষু সদা বিচারঃ। একত্র সংহৃতবতঃ স্থিতপূর্ব্বনাশস্তচ্চা-

তৃপ্তিদুঃখমপীত্যাশয়বানাহ যদি গৃহী নিঃস্বো নির্দ্ধনোভবেত্তর্হি নূনং নিশ্চয়েন স নিরয়ী নরকবান্ নিরয়িত্বমেব স্ফুটয়তি যোঽণু-মাপ ভোক্তুং দাতুঞ্চ ন ক্ষমতে সমর্থো ন ভবতি স নূনং নিরয়ীতি সম্বন্ধঃ। নন্থ শ্রীমৎকুলোৎপন্নস্য তব নাস্তি দুঃখমিতি চেত্তত্রাহ পূর্ণোঽপীতি। পূর্ণোঽপি পূর্ত্তিং পূর্ণতামভিমন্তুমশক্নুবন্ যো মোহেনাবিবেকেন তস্মিন্ তস্মিন্ বিষয়ে শং সুখং ন মনুতে সোঽ-পি নূনং নিরয়ীত্যর্থঃ। বিষয়সম্পত্তেস্তৃষ্ণানিবর্ত্তকত্বাৎ সর্ব্বানর্থ-বীজভূততৃষ্ণানুবিদ্ধচেতসঃ সুখাপ্রাপ্তিদুঃখাবাপ্তিসত্ত্বান্নিরয়িত্বমে-বেতিভাবঃ। তথাচোক্তং ন জাতুকামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি হবিষাকৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ইতি। যান্যেতানি দুরন্তানি দুর্জ্জরাণ্যুন্নতানি চ। তৃষ্ণাবল্ল্যাঃ ফলানীহ তানি দুঃখানি রাঘব।

নিশ্চিত নারকী। কারণ, যে ব্যক্তি অণুমাত্রও ভোজন করিতে কি দান করিতে সক্ষম নহেন,তিনি নারকী ভিন্ন আর কি হইতে পারেন। যিনি পরি-পূর্ণ হইয়া যদি পূর্ণতাভিমান করিতে অসমর্থ হন, অবিবেক বশতঃ সেই সেই বিষয়ে সুখানু-ভব করিতে না পারেন তিনিও নরকে যাইবার উপযুক্ত। ১৮। ১৯।

হে সাধুবর! যতক্ষণ যাবতীয় বস্তু সকলের মধ্যে পরিপূর্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, ততক্ষণ এই সকল সম্বন্ধিজন, বা গৃহস্থদিগের গৃহোপকরণ দ্রব্যে এই কারণে সর্ব্বদা বিচার হইয়াথাকে। আরও এইরূপে বিচারিত গৃহ দ্রব্যের এক স্থানে সঞ্চয় কারী বস্তুরও সঞ্চয়ের পূর্ব্বস্থিত সঞ্চিতপদা-র্থের নাশ হইয়া থাকে, সেই সঞ্চিত পদার্থও পুন-র্ব্বার বিনষ্ট হয় ও অপর পদার্থের সহিত সংযোগ

পয়াতি পুনরপ্যপরেণ যোগঃ ॥ ২০ ॥ এবং গুরৌ বদতি তজ্জনকো নিনীষুরাগচ্ছদত্র তনয়ং স্বগৃহং গৃহেশঃ। তেনানুনীয় বহুলং গুরবে প্রদাপ্য যত্নান্নি-কেতনমনায়ি গৃহীতবিদ্যঃ ॥ ২১ ॥ গত্বা নিকেতন-মসৌ জননীং ববন্দে সালিঙ্গ্য তদ্বিরহজং পরি-

যাবতী যাবতী জন্তোরিচ্ছোদেতি যথাযথা। তাবতী তাবতী দুঃখ-বীজমুষ্টিঃ প্ররোহতীতি চ ॥১৯॥ অথো অতঃ কারণাৎ হে সাধো গৃহোপকরণেষু সদা বিচারো ভবতি যাবৎসু সৎসু অমীষাং সম্বন্ধি জননাং পরিপূর্ত্তিঃ পরিপূর্ণতাস্যাদমীষাং গৃহস্থানাং ইতি বা তথা-চৈবং বিচার্য্যমাণস্য প্রযত্নেনৈকত্রৈকস্মিন্ স্থানে সংহৃতবতঃ সঞ্চয়ং কৃতবতঃস্থিত পূর্ব্বনাশ এতৎ সঞ্চয়াৎ পূর্ব্বং স্থিতস্য সংঞ্চিতস্য নাশো ভবতি চ পুনস্তদীয়ং পশ্চাৎ সঞ্চিতমপ্যপয়াতি নশ্যতি পুনরপ্যপরেণ যোগঃ সংযোগ ভবতি তথাচ গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্বথা দুঃখমেবেতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥ এবমুক্ত প্রকারেণ শিবগুরৌ বদতি সতি তস্য শিবগুরোর্জনকঃ পিতাগৃহেশঃসুতং গৃহং প্রতিনি-নীষুনেতুমিচ্ছুরাগচ্ছৎ আগতবান্ আগত্য যদকরোত্তদাহ বহুলং বহুধানুনয়ং বিনয়ং কৃত্বা তেন শিবগুরুণা গুরবে বহুলং দক্ষিণা-দ্রব্যং প্রদাপ্য গৃহীতা বিদ্যা যেন স শিবগুরুর্যত্নান্নিকেতন মনায়ি আনীত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

প্রাপ্ত হয়। এই কারণে গৃহাস্থাশ্রমে সর্ব্বদাই দুঃখ অনুভূত হয়। ২০।

এইরূপে শিবগুরু বহুবিধ বলিতে লাগিল শিবগুরুর পিতা গৃহেশ পুত্রকে গৃহে আনয়ন করি-তে ইচ্ছা করিয়া আগমন করিলেন। বিবিধ বিধানে অনুনয় করিয়া শিবগুরু গুরুকে প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দ্রব্য দিয়া বিদ্যা গ্রহণ করিলে পর ইহাঁকে সযত্নে নিজ নিকেতনে আনয়ন করা হইয়াছিল। ২১।

শিবগুরু স্বভবনে গমন করিয়া জননীকে বন্দনা করিলেন, জননীও পুত্রের বিরহ জনিত

তাপমোজ্ঝৎ। প্রায়েণ চন্দনরসাদপি শীতলং তদ্‌যৎ পুত্রগাত্রপরিরম্ভণনামধেয়ম্ ॥ ২২ ॥ শ্রুত্বা গুরোঃ সদনতশ্চিরমাগতং তং তদ্বন্ধুরাগমদথ ত্বরিতে-ক্ষণায়। প্রত্যুদ্‌গমাদিভিরসাবপি বন্ধুতায়াঃ সম্ভা-বনাং ব্যধিত বিত্তকুলানুরূপাম্ ॥ ২৩ ॥ বেদে পদক্রমজটাদিষু তস্য বুদ্ধিং সংবীক্ষ্য তজ্জনয়িতা বহুশোঽপ্যপৃচ্ছৎ। যস্যাভবৎ প্রথিতনাম বসুন্ধরায়াং বিদ্যাধিরাজ ইতি সঙ্গতবাচ্যমস্য ॥ ২৪ ॥ ভাট্টে নয়ে গুরুমতে কণভুঙ্‌মতাদৌ প্রশ্নঞ্চকার তন-য়স্য মতিং বুভুৎসুঃ। শিষ্যোঽপ্যুবাচ নতপূর্ব্বগুরুঃ সমাধিং পিত্রোদিতঃ স্মিতমুখো হসিতাম্বুজাস্যঃ॥২৫॥

অসৌ শিবগুরুর্নিকেতনং গত্বা যাকরং ববন্দে সা জননী পুত্র-মাশ্লিষ্য তস্য পুত্রস্য বিরহাজ্জাতং পরিতাপমৌজ্ঝৎ ত্যক্তবতী তত্র হেতুমাহ। যৎ পুত্রগাত্রালিঙ্গননামধেয়ং তচ্চন্দনরসাদপি প্রায়েণ শীতলমত ইত্যর্থঃ। অত্রার্থান্তরন্যাসঃ। যদ্বা পরিতাপত্যা-গস্য প্রায়েণেত্যাদিনা সমর্থনাৎ কাব্যলিঙ্গালঙ্কারঃ। সমর্থনীয়স্যার্থস্য কাব্যলিঙ্গং সমর্থনমিত্যুক্তেঃ ॥ ২২ ॥ অথানন্তরং গুরো গৃহা-চ্চিরাদাগতং শিবগুরুং শ্রুত্বা তদ্বন্ধুসুহৃৎসম্বন্ধিবর্গঃ শীঘ্রমবলোক-নায় আগমৎ। অসৌ শিবগুরুরপি বন্ধুতায়া বন্ধুসমূহস্য প্রত্যুদ্‌গম-প্রণামাদিনা বিত্তকুলানুরূপাং সম্ভাবনাং সপর্য্যাং ব্যধিত বিহিতবান্ ধাতো লুঙি তঙ্ত্বাদেষারিচ্চেত্তীকারঃ সিচঃ কিত্ত্বাদ্‌ গুণাভাবঃ হ্রস্বা-দঙ্গাদিতি সকারলোপঃ ॥ ২৩ ॥ ততো যদ্‌বৃত্তং তদাহ। বেদে-পদাদিষু আদিপদেন শিখাঘনাদিষু তস্য বুদ্ধিং বীক্ষ্য তস্য জনকঃ বহূন্ প্রশ্নান্ কৃতবান্। সঙ্গতং বিদ্যাধিরাজস্বরূপং বাচ্যং যস্য তদ্বি-দ্যাধিরাজ ইতি প্রথিতং নাম যস্যাস্য বসুন্ধরায়ামভবৎ স বহু-শোঽপ্যপৃচ্ছদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ বহুশোঽপ্যপৃচ্ছদিতি বিবৃণোতি। ভাট্টে নয়ে ভট্টপাদসিদ্ধান্তে গুরুঃ প্রভাকরঃ কণভুক্ কণাদঃ আদি-না গৌতমসাঙ্খ্যমতাদিসংগ্রহঃ। তনয়স্য মতিং বোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রশ্নং কৃতবান্। এবং পিত্রোদিতঃ পৃষ্টঃ শিষ্যস্তস্য পুত্রঃ শিবগুরুরপি সমাধানমুবাচ। তং বিশিনষ্টি পূর্ব্বং নতো নমস্কৃতো গুরু র্যেনেতি স্মিতেন মন্দহসিতেন যুক্তং মুখং যস্যাতএব হসিতমীষদ্বিকসিতং যদম্বুজং তথাভূতমাস্যং বদনং যস্য সঃ ॥ ২৫ ॥ প্রশ্নোত্তরে সমত-

---

পরিতাপ পরিত্যাগ করিলেন। তাহার কারণ এই যে, পুত্রগাত্রের আলিঙ্গন চন্দনরস হইতেও বহুল পরিমাণে সুশীতল হইয়া থাকে। ২২।

শিবগুরু বহুকালের পর গুরুভবন হইতে স্বভবনে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা শীঘ্র দর্শন করিবার প্রত্যাশায় উপস্থিত হইলেন। এবং ইনিও অভ্যর্থনা, অভিবাদন ও প্রণামাদিদ্বারা বন্ধু সমূহের ধন ও কুলের অনুরূপ সপর্য্যা করিতে লাগিলেন। ২৩।

বেদে পদ, পদক্রম, শিখা ও ঘনাদিতে তাহার বুদ্ধি দর্শন করিয়া শিবগুরুর পিতা বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। 'বিদ্যাধিরাজ' এই যথার্থ সঙ্গত ও ভূতলে এক বিখ্যাত নাম আছে, ইহাও বারম্বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ভট্টপাদ প্রণীত শাস্ত্রে, প্রভাকরমতে, কণাদ দর্শনে, গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শনে, কপিল প্রণীত সাংখ্য ও পতঞ্জলি প্রণীত পাতঞ্জল দর্শনে পুত্রের বুদ্ধি আছে কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পিতা এই কথা বলিলে পর শাসনযোগ্য পুত্র শিব-গুরু মন্দহাস্যে ও বিকসিত কমল সদৃশ বদনে সেই প্রশ্নের যেরূপে সমাধান হয়, তাহা বলিতে লাগি-লেন। ২৪। ২৫।

বেদে চ শাস্ত্রে চ নিরীক্ষ্য বুদ্ধিং প্রশ্নোত্তরাদাবপি নৈপুণীন্তাম্‌। দৃষ্ট্বা তুতোষাতিতরাং পিতাস্য স্বতঃ সুখা যা কিমু শাস্ত্রতো বাক্‌ ॥ ২৬ ॥ কন্যাং প্রদাতু মনসো বহবোঽপি বিপ্রাস্তন্মন্দিরং প্রতিযযু র্গুণপাশকৃষ্টাঃ। পূর্ব্বং বিবাহসময়াদপি তস্য গেহং সম্বন্ধবৎ কিল বভূব বরীতুকামৈঃ ॥ ২৭ ॥ বহ্বর্থদায়িষু বহুষপি সৎসু দেশে কন্যাপ্রদাতৃষু পরীক্ষ্য-বিশিষ্টজন্ম। কন্যামযাচত সুতায় স বিপ্রবর্য্যো-বিপ্রং বিশিষ্টকুলজং প্রথিতানুভাবঃ ॥ ২৮ ॥ কন্যা-পিতু র্ব্বরপিতুশ্চ বিবাদ আসীদিত্থং তয়োঃ কুলজুষো: প্রথিতোরুভূত্যোঃ। কার্য্যস্ত্বয়া পরিণয়ো গৃহমেত্য পুত্রীমানীয় সদ্ম তনয়ায় সুতা প্রদেয়া ॥ ২৯ ॥ সঙ্ক-

---

স্থাপনে পরমতখণ্ডনে চ তাং তথাভূতাং নিপুণতাং কুশলতাং দৃষ্ট্বাঽস্য পিতাঽত্যন্তং তোষং প্রাপ যা পুত্রস্য বাক্‌ বাণী স্বতঃ শাস্ত্রতো বিহীনাঽপি সুখরূপা শাস্ত্রতঃ সুখরূপা ইতি কিমু বক্তব্যং কৈমুত্যেনার্থসংসিদ্ধিঃ কাব্যার্থাপত্তিরিষ্যতে ॥ ২৬ ॥ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। কন্যামিতি। গুণলক্ষণপাশেনাকৃষ্টাঃ কন্যাং প্রদাতুমনসো বহবোঽপি বিপ্রাস্তস্য মন্দিরং প্রতিযযু-র্জগ্মুরতো বিবাহকালাৎ পূর্ব্বমপি তস্য বিদ্যাধিরাজস্য শিবগুরোর্ব্বা গৃহং বরীতুকামৈঃ কুমারবরণার্থিভিঃ বিপ্রৈঃ সংবন্ধবদ্বভূব। বসন্তম্‌ ॥ ২৭ ॥ তস্মিন্‌ দেশে বহ্বর্থদায়িষু কন্যাপ্রদাতৃষু বহুষপি সৎসু বিশিষ্টং শ্রেষ্ঠং জন্ম পরীক্ষ্য প্রখ্যাতানুভাবঃ স বিপ্রবর্য্যো বিদ্যাধিরাজো বিপ্রবিশিষ্টকুলোৎপন্নং মঘপণ্ডিতাভিধং কন্যা-মযাচত অকথিতঞ্চেতি কর্ম্মসংজ্ঞা উক্তনামকাদ্বিপ্রাদিত্যর্থঃ। ॥ ২৮ ॥ প্রখ্যাতা বহ্বী ভূতি র্যয়োস্তয়োঃ কুলবতোঃ কন্যাপিতু-র্ব্বরপিতুশ্চেত্থং বিবাদ আসীৎ। তত্র কন্যাপিতু র্ব্বচনমুদাহরতি অস্মদ্‌গৃহে আগত্য পুত্রস্য বিবাহস্ত্বয়া কার্য্যঃ। বরপিতু র্ব্বচনমাহ অস্মদীয়ং গৃহং পুত্রীমানীয় মৎপুত্রায় সুতা প্রদেয়া ॥ ২৯ ॥ এব-

---

বেদ ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে পুত্রের বুদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়া স্বমত স্থাপনে ও পরমত খণ্ডনে নৈপুণ্য দেখিয়া পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট হইবার কারণ এই যে, পুত্রের যে সুধাময়ী ভারতী শাস্ত্র বিহীন হইয়াও স্বভাবতঃ সুখদায়িনী হইল সেই ভারতী শাস্ত্রপূর্ণ হইয়া যে সুখদায়িনী হইবে তাহা আর বলিতে হয় না। ২৬।

গুণপাশে আকৃষ্ট হইয়া কন্যা প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে বিপ্রগণ তাঁহার মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিবাহ সময়ের পূর্ব্বেও বিদ্যাধিরাজ কিম্বা শিবগুরুকে বরণ করিতে অভিলাষী হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত ঐ গৃহ একটী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল। ২৭।

সেই দেশে বহু অর্থপ্রদাতা কন্যাদাতা বহুবিধ সৎলোক থাকিলেও শ্রেষ্ঠ জন্ম পরীক্ষা করিয়া মহানুভাব বিপ্রশ্রেষ্ঠ বিদ্যাধিরাজ পুত্রের নিমিত্ত প্রধান কুলোৎপন্ন মঘ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ২৮।

বিখ্যাত, বহুবিধ ধনসম্পন্ন, সৎকুলজাত কন্যাপিতা ও বরপিতা এই উভয়ের এইরূপে বিবাদ হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কন্যার পিতা বলিতে লাগিলেন, আমাদিগের গৃহে আগমন করিয়া পুত্রের বিবাহ করিতে হইবে। বরপিতা বলিলেন, আমাদিগের গৃহে আনয়ন করিয়া কন্যা প্রদান করিতে হইবে। ২৯।

ল্পিতাদ্দ্বিগুণমর্থমহং প্রদাস্তে মদ্গেহমেত্য পরিণীতি রিয়ং কৃতা চেৎ। অর্থং বিনা পরিণয়ং দ্বিজ কারয়িষ্যে পুত্রেণ মে গৃহগতা যদি কন্যকা স্যাৎ ॥৩০॥ কশ্চিত্তু তস্যাঃ পিতরং বভাণ মিথঃ সমাহূয় বিশেষবাদী। অস্মাসু গেহং গতবৎস্বমুষ্মৈ বিগৃহ্য কন্যামপরঃ প্রদদ্যাৎ ॥ ৩১ ॥ তেনানুনীতো বরতাতভাষিতং দ্বিজোঽনুমেনে বররূপমোহিতঃ। দৃষ্টো গুণঃ সংবরণায় কল্পতে মন্ত্রোঽভিজাপাচ্চিরকালভাবিতঃ ॥ বিদ্যাধিরাজমঘপণ্ডিতনামধেয়ৌ সম্প্রত্যয়ং ব্যতনুতামভিপূজ্য দৈবম্। সম্যঙ্মুহূর্তমবলম্ব্য বিচারণীয়া মৌহূর্তিকা ইতি পরস্পরমূচিবাংসৌ ॥৩৩॥ উদ্বাহ

মুক্তো মঘপণ্ডিত আহৈতাবদ্ধনং দাস্যামীতি সঙ্কল্পিতাদ্দ্বিগুণমর্থং ধনং প্রদাস্যে যদি তু গেহমাগত্যায়ং বিবাহঃ কৃতশ্চেৎ। বিদ্যাধিরাজ আহ। হে দ্বিজ যদি কন্যকা মে গৃহং প্রাপ্তা তর্হ্যর্থং বিনৈব পুত্রেণ পরিণয়ং কারয়িষ্যে ॥ ৩০ ॥ এবং বিবদমানয়োস্তয়োর্মধ্যে তস্যাঃ কন্যায়াঃ পিতরং সমাহূয় কশ্চিত্তু বিশেষবাদী জগাদ অস্মাসু গেহং গতবৎসু অপরো মিথঃ পরস্পরং বিগৃহ্য বিগ্রহং ভেদং বিধায়াঽমুষ্মৈ কন্যাং প্রদদ্যাৎ। সম্ভাবনায়াং লিঙ্। মিথো রহসি সমাহূয়েতি বা। আখ্যানকী ॥ ৩১ ॥ তেন বিশেষবাদিনা কেনচিদনুনীতোঽনুনয়ং প্রাপিতো মঘপণ্ডিতঃ পুত্রীমানীয়সদ্ম তনয়ায় সুতাপ্রদেয়েত্যেবং রূপং বরপিতুর্ভাষিতমনুমেনে স্বীকৃতবান্। যতো বরস্য রূপেণ মোহিতঃ যস্মাচ্চ দৃষ্টো গুণঃ সংবরণায় কল্পতে ভবতি যথাভিজাপাচ্চিরকালভাবিতো বহুকালমভ্যস্তো মন্ত্রঃ সম্বরণায় কল্পতে তদ্বৎ। বাচকলুপ্তোপমালঙ্কারঃ বংশস্থেন্দ্রবংশামিশ্রিতত্বাদুপজাতিস্তদুক্তং ইত্থং কিলান্যাস্বপি মিশ্রিতাসু স্মরন্তি জাতিষ্বিদমেব নামেতি ॥৩২॥ বিদ্যাধিরাজ মঘপণ্ডিতসংজ্ঞৌ সম্যক্মুহূর্তমবলম্ব্যদৈবং গণপত্যাদি কুলদৈবতং চ সম্যগভিপূজ্য বাগ্দানরূপং সংপ্রত্যয়ং ব্যতনুতাং বিস্তারিতবন্তৌ।

মঘপণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, যদি মদীয় গৃহে আগমন করিয়া এই পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে এই পরিমাণে ধন দান করিব, কখন বা ইহার দ্বিগুণ অর্থ দান করিব। বিদ্যাধিরাজ বলিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণ! যদি কন্যা আমার গৃহে আগমন করেন তাহা হইলে আমি বিনা অর্থে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইব। ৩০।

এইরূপে তাঁহাদের বিবাদ হইলে একজন বিশেষ বক্তা কন্যার পিতাকে নির্জনে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা সকলে গৃহে গমন করিলে পর অপর একজন পরস্পরের বিবাদ বাঁধাইয়া দিয়া ইহাঁকে কন্যা প্রদান করিতে হইবে আমার এইরূপ বিবেচনা হইতেছে। ৩১।

সেই বিশেষবাদী ব্রাহ্মণ লোকের অনুমোদনে বরের রূপে মোহিত হইয়া বরপিতার বাক্যই স্বীকার করিলেন। তাহার কারণ এই অভিজাপ হেতু বহুকালে অভ্যস্ত মন্ত্র যেমন বরণীয় হয় সেই রূপ যদি গুণ দেখা যায় তবে তাহাকেই বরণ করা উচিত। ৩২।

বিদ্যাধিরাজ ও মঘ পণ্ডিত উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া বিপুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার কারণ এই, তাঁহারা ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ণ মনস্কাম হইয়াছিলেন। তৎকালে সেই স্থানে সমাগত

শাস্ত্রবিধিনা বিহিতে মুহূর্ত্তে তৌ সম্মুদং বহুমবাপতু-
রাপ্তকামৌ। তত্রাগতৌ ভৃশমমোদত বন্ধুবর্গঃ
কিং ভাষিতেন বহুনা মুদমাপ বর্গঃ ॥ ২৪ ॥ তৌ
দম্পতী সুবসনৌ শুভদন্তপংক্তী সম্ভূষিতৌ বিক-
সিতাম্বুজরম্যবক্ত্রৌ সব্রীড়হাসিসুখবীক্ষণসংপ্রহৃষ্টৌ
দেব্যা পতুরনুত্তমশর্ম্মবিবানিত্যম্ ॥ ৩৫ ॥ অগ্নী-
নথাধিত মহোত্তরযাগজাতং কর্ত্তুং বিশেষকুশলৈঃ
সহিতো দ্বিজেশঃ। তত্তৎ ফলং হি যদনাহিতহ-
ব্যবাহঃ স্যাত্তুত্তরেষু বিহিতেষ্বপি নাধিকারী ॥ ৩৬ ॥
যাগৈরনেকৈর্বহুবিত্তসাধ্যৈ র্বিজেতুকামো ভুবনান্য-
যষ্ট ব্যস্মারি দেবৈরমৃতং তদাশৈর্দিনে দিনে সেবিত-
যজ্ঞভাগৈঃ ॥ ৩৭ ॥ সন্তর্পয়ন্তং পিতৃদেবমানুষাং
স্তত্তৎপদার্থৈরভিবাঞ্ছিতৈঃ সহ। বিশিষ্টবিত্তৈঃ

তত্তশ্চ বিবাহার্থং মৌহূর্ত্তিকা জ্যোতির্ব্বিদো বিচারণীয়া ইতি পর-
স্পরমুক্তবন্তৌ বসন্ত ॥৩৩॥ ততশ্চ বিহিতে মুহূর্ত্তে শাস্ত্রবিধিনা তৌ
বিদ্যাধিরাজময়পণ্ডিতৌ উদ্বাহ্ বিবাহং কৃত্বা বহুং বিপুলাং সং-
মুদং প্রমোদমবাপতুঃ। যতঃ প্রাপ্তাভিলাষৌ তত্রাগতো বন্ধুবর্গ-
শ্চাত্যন্তং মোদং প্রাপ্তবান্ কিং। বহুনা কথিতেন সর্ব্বোঽপি
বন্ধুবন্ধু সমুদায়ো মুদং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ তৌ দম্পতীসুবসনা-
বিতি তৌ সতী শিবগুরুসংজ্ঞৌ দম্পতী সুবস্ত্রৌ শুভাদন্তপংক্তির্যয়ো-
স্তৌ সুষ্ঠু অলঙ্কৃতৌ বিকসিতকমলবদ্রম্যং মুখং যয়োস্তৌ ব্রীড়য়া
লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানেন হাসেন মন্দহসিতেন যুক্তযোশ্চ থযোর্ব্বী-
ক্ষণেন সম্যক্প্রকর্ষেণ হৃষ্টৌ দেব্যৌ পার্ব্বতীমহাদেবাবিবাহুত্তমং
সুখমবাপতুঃ ॥৩৫॥ অথ বিবাহানন্তরং তত্তদ্যাগকর্ত্তব্যতা বিশেষেষু
কুশলৈশ্চ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতো দ্বিজেশঃ শিবগুরুস্তত্তৎফলং মহত্তামুত্ত-
রেষামাবসথ্যাধানাদূর্দ্ধ্বানামত্যুত্তমানাং যোগানাং সমূহং কর্ত্তুমগ্নীন্
গার্হপত্যাহবনীয়দক্ষিণাখ্যানধিত অগ্ন্যাধানং কৃতবান্। হি প্রসিদ্ধং
যস্মাদনাহিতাগ্নিঃ পুমান্ বিহিতেষ্বপ্যুত্তরেষু যাগেষ্বধিকারীনস্যাৎ
যদযস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ ভুবনানি স্বর্গাদীনি জেতুকামো বহু-
বিত্তসাধ্যৈরনেকৈর্যাগৈরযষ্ট যজনং কৃতবান্ তেষাং যাগানা-
মাশ যেষাং তৈর্যতো দিনে দিনে সেবিতা যজ্ঞভাগা যৈস্তৈ-
র্দেবৈরমৃতং ব্যস্মারি বিস্মারিতবন্তঃ অত্রামৃতসংবন্ধিস্মরণ
সম্বন্ধেঽপি তদসম্বন্ধবর্ণনাৎ সম্বন্ধাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ। যো-
গেঽপ্যযোগঃ সম্বন্ধাতিশয়োক্তিরিতীর্য্যত ইত্যুক্তেঃ ॥৩৭॥ পিতৃ-
দেবমানুষানভিবাঞ্ছিতৈঃ সহ তত্তৎপদার্থৈঃ সন্তর্পয়ন্তং বিশিষ্টৈঃ

যাবতীয় বন্ধুবর্গ প্রমোদিত হইলেন। অধিক কি
বলিব কি শত্রু কি মিত্র সকলেরই আর আনন্দের
সীমা পরিসীমা ছিলনা। ৩৪।

শুভ্রবর্ণ দন্তপংক্তধারী সম্যক্ রূপে অলঙ্কৃত
বিকসিত কমলের তুল্য মনোজ্ঞ বদন ও সলজ্জহাস্য
যুক্ত মুখ দর্শনে পরস্পর হৃষ্ট শুভ্রবস্ত্রধারী সেই
দম্পতী পার্ব্বতী এবং মহাদেবের তুল্য নিরুপম
নিত্য সুখ প্রাপ্ত হইলেন। ৩৫।

অনন্তর বিবাহ সমাপ্ত হইলে তত্তৎ যাগবিশেষে
দক্ষ ঋত্বিগ্ গণের সহিত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ শিবগুরু
আবসথ্য বিধানের পর কর্ত্তব্য উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ
অত্যুত্তম যাগ সমূহ করিবার নিমিত্ত গার্হপত্য,
আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক অগ্নিত্রয় আধান করি-
লেন। কারন, অনাহিতাগ্নি (অর্থাৎ যাঁহারা অগ্ন্যা-
ধান করেন না) পুরুষ উক্ত শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে
অধিকারী হয়েন না। ৩৬।

স্বর্গাদি জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া বহুধনসাধ্য
বিবিধ যজ্ঞদ্বারা যাগ করিতে লাগিলেন। সেই
যাগানুরক্ত ও প্রতিদিন যজ্ঞভাগসেবী উক্ত দেবতা-
গণ অমৃত বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। অভিবাঞ্ছিত

সুমনোভিরক্ষিতং তং মেনিরে জঙ্গমকল্পপাদপম্ ॥ ৩৮ ॥ পরোপকারব্রতিনো দিনে দিনে ব্রতেন বেদং পঠতো মহাত্মনঃ ॥ শ্রুতিস্মৃতিপ্রোদিত-কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ সমা ব্যতীযুর্দিনমাসসম্মিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ রূপেষু মারঃ ক্ষময়া বসুন্ধরা বিদ্যাসু বৃদ্ধো ধনিনাং পুরঃসরঃ। গর্ব্বানভিজ্ঞো বিনয়ী সদা নতঃ স নোপ-

বিদ্যাদিলক্ষণং বিত্তং যেষাং তৈঃ দেবতাস্থানীয়ৈঃ সুমনোভি-র্ব্বিদ্বদ্ভিরক্ষিতং পূজিতং যদ্বা বিশিষ্টানি চ তানি বিত্তানি তৈরেব সুমনোভিঃ পুষ্পৈরঞ্চিতং ব্যাপ্তং শিবগুরুং জঙ্গমকল্পবৃক্ষং জনা মেনিরে। স্বর্গস্থঃ কল্পপাদপঃ স্থাবর ইতি ততোঽস্য ব্যতিরেকাভিধানাৎ ব্যতিরেকালঙ্কৃতিঃ। ব্যতিরেকো-বিশেষশ্চেদুপমানোপমেয়য়োরিত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ দিনমাস-পরিমিতাঃ সমাঃ সম্বৎসরা ব্যতীযুর্ব্যতীক্রান্তাঃ জন্তৌ তু বৎসর-মুদীরিতিং জয়ৌ ॥ ৩৯ ॥ মারঃ কামঃ বসুন্ধরা ভূমিঃ বিদ্যাসু বৃদ্ধঃ সর্ব্বোত্তমঃ ধনিনাং পুরঃসরোঽগ্রগণ্যঃ এবম্ভূতোঽপি গর্ব্বা-নভিজ্ঞো গর্ব্বরহিতঃ যতো বিনয়ী বিনয়বান্ যতঃ সদা নতো নম্রঃ এবম্বিধঃ শিবগুরুর্জরন্ জরাঙ্গচ্ছন্ পুত্রস্য মুখং নোপলেভে ন

তত্তৎ পদার্থ দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক ও নর-লোকতৃপ্তিকারী ও বিশিষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন অথবা বিশিষ্ট বিদ্যানামক বিদ্বদ্ বৃন্দ বা পুষ্পদ্বারা পূজিত শিবগুরুকে জনগণ গমনশীল কল্পপাদপ বলিয়া ভাবনা করিতেন। ৩৭। ৩৮।

পরোপকারে একান্তদীক্ষিত, প্রতিদিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতদ্বারা বেদপাঠশীল, শ্রুতি, স্মৃতি প্রণোদিত কর্ম্মকর্ত্তা সেই মহাত্মার দিন ও মাস পরিমিত বৎসর সকল অতিক্রান্ত হইল। রূপে কন্দর্প, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরা, বিদ্যা বিষয়ে সর্ব্বোত্তম, ধনী জনের অগ্রগণ্য, নিরহঙ্কৃত, বিনয়ী, সর্ব্বদা নম্র সেই শিব-

লেভে তনয়াননং জরন্ ॥৪০॥ গাবো হিরণ্যং বহুসস্যমালিনী বসুন্ধরা চিত্রপদং নিকেতনম্। সম্ভাবনা বন্ধুজনৈশ্চ সঙ্গমো ন পুত্রহীনং বহবোঽপ্যমূমুহন্ ॥ ৪১ ॥ অস্যামজাতা মম সন্ততিশ্চেচ্ছরদ্যবশ্যং ভবিতোপরিষ্টাৎ। তত্রাপ্যজাতা তত উত্তরস্যামেবং স কালং মনসা নিনায় ॥ ৪২ ॥ খিন্দ-

প্রাপ। অত্র বিষয় ভেদেন বহুধোল্লেখনাদুল্লেখালঙ্কারঃ। একেন বহুধোল্লেখেঽপ্যসৌ বিষয়ভেদত ইত্যুক্তেঃ ॥ ৪০ ॥ চিত্রপদমা-শ্চর্য্যাস্পদং নিকেতনং গৃহং বহুগুণৈরয়ং সম্পন্ন ইতি সম্ভাবনা। এতে বহবোঽপি মোহহেতবঃ পুত্রহীনং শিবগুরুং নামূমুহন্ স্বস্মি-ন্নশক্ত্যাপাদনেন মোহিতং ন কৃতবন্তঃ ॥ ৪১ ॥ অস্যামৃতৌ মম সন্ততিরজাতা চেদুপরিষ্টাদগ্রে শরদি অবশ্যং ভবিষ্যতি তত্রাপ্যজাতা চেত্তত উত্তরস্যাং হেমন্ত ঋতৌ ভবিষ্যতীত্যেবং মনোরথৈ-র্ব্যাপ্তান্তঃকরণঃ কালং নিনায় নীতবান্ ॥ ৪২ ॥ খিন্দং খেদযুক্তং

গুরুবার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া পুত্রমুখ দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। ৩৯। ৪০।

"ধেনু, সুবর্ণ, বহু শস্যশালিনী বসুন্ধরা, আশ্চর্য্যজনক নিকেতন," এই সমস্তই বহুগুণ ও পুণ্য সাপেক্ষ বলিয়া মনে মনে আন্দোলন এবং বন্ধুজনের সহিত সমাগম এই সমস্তই মোহকারণ বলিয়া বিবেচনা করিতেন; কিন্তু পুত্রহীন শিবগুরুকে মোহজনক ঐ সমস্ত পদার্থরাশি কিছুতেই মুগ্ধ করিতে পারে নাই। ৪১।

এই ঋতুতে যদি আমার সন্তান উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে আগামী শরৎকালে অবশ্যই সন্তান হইবে। তাহাতেও যদি না হয়, তবে তাহার পর হেমন্ত ঋতুতে সন্তান উৎপন্ন হইবে। এইরূপ মনোরথপূর্ণ হৃদয়ে কিছুকাল অতিক্রম করিলেন।৪২

স্মনাঃ শিবগুরুঃ কৃতকার্য্যশেষো জায়ামচষ্ট সুভগে কিমতঃপরং নৌ। সাঙ্গং বয়োঽৰ্দ্ধমগমৎ কুলজে ন দৃষ্টং পুত্রাননং যদিহলোক্যমুদাহরন্তি ॥ ৪৩ ॥ এবং প্রিয়ে গতবতোঃ সুতদর্শনং চেৎ পঞ্চত্বমৈষ্যথথ নৌ শুভমাপতিষ্যৎ। অস্যাভ্যুপায়মনিশং ভুবি বীক্ষমাণো নেক্ষে ততঃ পিতৃজনি র্বিফলা মমাভূৎ ॥৪৪॥ ভদ্রে সুতেন রহিতৌ ভুবি কে বদন্তি নৌ পুত্রপৌত্র সরণিক্রমতঃ প্রসিদ্ধিঃ। লোকেন পুষ্পফলশূন্যমুদাহরন্তি বৃক্ষং প্রবালসময়ে ফলিতং বিহায় ॥ ৪৫ ॥ ইতীরিতে প্রাহ তদীয়ভার্য্যা শিবাখ্যকল্পদ্রুমমাশ্রয়াবঃ। তৎসেব নাম্নৌ ভবিতা সুনাথ ফলং স্থিরং জঙ্গমরূপমৈশম্ ॥ ৪৬ ॥ ভক্তেপ্সিতার্থপরিকল্প

মনো যস্য কৃতঃকার্য্যস্য শেষো যেন স শিবগুরু র্ভার্য্যামচষ্টোক্তবান্। হে সুভগে অতঃপরং কিং কর্ত্তব্যং নৌ আবয়োরঙ্গেনেন্দ্রিয়সামর্থ্যেন সহিতং বয়োঽৰ্দ্ধং অগমৎ। হে কুলজে পুত্রাননং ন দৃষ্টং যৎপুত্রমুখং ইহলোক্যং ইহলোকে হিতমুদাহরন্তি পুত্রেণায়ং লোক ইতি শ্রুতেঃ ॥ বসন্তঃ ॥ ৪৩ ॥ হে প্রিয়ে এবং সুতদর্শনং গতবতোঃ প্রাপ্তবতোরাবয়োঃ পঞ্চত্বং মরণমৈষ্যচ্চেদথ নৌ শুভমাপতিষ্যোদাগমিষ্যদস্য পুত্রদর্শনস্যাভ্যুপায়মনিশং ভুবি বীক্ষমাণোঽন্বিষ্যমাণো নেক্ষে ন পশ্যামি ততস্তস্মান্মম পিতৃতো জনি র্জন্ম নিষ্ফলাঽভূৎ ॥৪৪॥ কিঞ্চ হে ভদ্রে সুতেন রহিতৌ নাবাং ভুবি কে বদন্তি কেঽপি ন বদিষ্যন্তীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি লট্। যতঃ পুত্রপৌত্রসরণিক্রমতঃ লোকে প্রসিদ্ধি র্ভবতি। যথা প্রবালানাং পল্লবানাং সময়ে ফলিতং বৃক্ষং বিহায় পুষ্পফলশূন্যং বৃক্ষং কেঽপি নোদাহরন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যেবং ভর্ত্রা ঈরিতে কথিতে সতি তদীয়া ভার্য্যা সতী প্রাহ জঙ্গমরূপং শিবাভিধকল্পবৃক্ষং আশ্রয়াবঃ। তস্য সেবনাৎ সুনাথৈশমীশ্বরসম্বন্ধি স্থিরং ফলং নৌ আবয়ো র্ভবিতা ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ ইত্যো-

কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সমাপ্ত হইলে শিবগুরু ক্ষুন্নমনে নিজপত্নীকে বলিতে লাগিলেন, হে সুন্দরি! ইহার পর আমাদের আর কি কর্ত্তব্য। কলেবরের সহিত আমাদের বয়ঃক্রমের অৰ্দ্ধ অতীত হইল। হে সৎকুলোৎপন্নে! এই জগতে পুত্র মুখই ইহলোকের হিত বলিয়া সকলে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। হে প্রিয়ে! এইরূপ যদি আমাদের পুত্রদর্শন করিয়া মৃত্যু হয়, তাহা হইলেই আমাদের শুভ সম্পন্ন হইল। কিন্তু সেই পুত্র দর্শনের উপায় আমি দেখিয়াও দেখিতে পাই না। অতএব আমার যে পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ হইয়াছে এ সমস্তই বিফল দেখিতেছি। প্রিয়ে! যেরূপ পল্লব জন্মিবার সময়ে ফলিত বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পুষ্প ও ফলশূন্য বলিয়া কেহ তাহার উদাহরণ দেয়না, সেইরূপ ধরাতলে আমাদের দুই জনকে কেহই পুত্রবিরহিত বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না। কারণ, জগতে পুত্র ও পৌত্র পদ্ধতি ক্রমেই বংশরক্ষার প্রসিদ্ধি আছে। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

শিবগুরু এই সমস্ত কথা বলিলে পর তদীয় পত্নী সতী বলিতে লাগিলেন, আমরা দুই জনে গমনশীল (জঙ্গম) শিবরূপ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিব। হে প্রিয়তম! তাহার সেবনে আমাদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় স্থির ফল ফলিতে পারিবে। এই কারণে ভক্তগণের অভীষ্টার্থ পরিকল্পনায় কল্পবৃক্ষস্বরূপ ও সুখাত্মক মহাদেবকে আমরা দুই জনে সমস্ত সিদ্ধির জন্য আরাধনা করিব। শিবের উপাসনা করিলে যেরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এরূপে আর কোন দেবতার উপাসনায় হইবার সম্ভাবনা নাই।

মকল্পবৃক্ষং দেবং ভজাব কন্মিতঃ সকলার্থসিদ্ধ্যৈ। তত্রোপমন্যুমহিমা পরমং প্রমাণং নো দেবতাসু জড়িমা জড়িমা মনুষ্যে ॥ ৪৭ ॥ ইত্থং কলত্রোক্তি-

ইস্মাৎ কারণাত্ত্বক্তেপ্সিতার্থপরিকল্পনে কল্পবৃক্ষং দেবং কং সুখং শিবমিতি যাবৎ সকলার্থসিদ্ধৈ ভজাবঃ। যদ্বা ইতোঽস্মাদ্দেবাদন্যং কমেবং ভজাবঃ। এবম্ভূতং দেবং ভজাবঃ। এবম্ভূতাদন্যস্যা-ভাবাৎ শিবোপাস্তিতঃ সকলার্থসিদ্ধি ভবতীত্যত্র প্রমাণাকাঙ্ক্ষায়া-মাহ। তত্রোপমন্যো র্মহিমা মাহাত্ম্যং পরমং প্রমাণং এবং হি মহাভারতে শ্রূয়তে। উপমন্যুঃ কিল পয়ঃ পিবতো মুনিবালকা-নবলোক্যাত্যাগ্রহেণ মাতরং দুগ্ধং যাচিতবান্। তন্মাতা চ দারিদ্র্য-বশেন দুগ্ধাভাবাৎ পিষ্টেন তদ্বিধায়াযচ্ছৎ; স চ তদেব পীত্বা দুগ্ধং ময়া পীতমিতি মন্যমানো ননর্ত্ত। তদেতৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা কুমারা জহ-সুস্ততো হাস্যকারণং পৃচ্ছতেঽস্মৈ মাতা দারিদ্র্যমাবেদয়ত্তজ্জ্ঞাত্বা মহেশ্বরমারাধ্য ক্ষীরাব্ধ্যধিপতিত্বং প্রাপেতি। ননু পাষাণাদ্যাত্ম-কত্বাজ্জড়াভ্যো দেবতাভ্যঃ কথং নিখিলার্থসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ। ন হি দেবতাসু জড়িমা জাড্যং কিন্তু শ্রদ্ধাভক্তিহীনে দেবতাস্বরূপা-নভিজ্ঞে মনুষ্যে স ইত্যর্থঃ বসন্ত ॥ ৪৭ ॥ এবম্প্রকারামনুত্তমাং

এই বিষয়ে উপমন্যুর মাহাত্ম্যই পরম প্রমাণ। দেবতাদিগের পাষাণী মূর্ত্তি আছে বলিয়া নিখিল অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারেনা এরূপ আশঙ্কা করিতে পারা যায় না। কারণ, দেবতাদিগের জড়তা নাই, জড়তা কেবল মানবেরই ধর্ম্ম। ৪৬। ৪৭। *

মহাভারতে উপমন্যুর বিষয়ে এই উপন্যাস আছে। উপমন্যু একদিন মুনিবালকদিগকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত মাতার নিকট দুগ্ধ যাচ্ঞা করিলেন। তদীয় জননী দারিদ্র্য বশতঃ দুগ্ধের অভাবে পিষ্টক আনিয়া তাহাকে দুগ্ধ বলিয়া দান করেন। পুত্র তাহা পান করিয়া "আমি দুগ্ধ পান করিয়াছি" ভাবিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সেই সমস্ত জানিয়া মুনিবালকগণ হাসিতে লাগিল। অনন্তর হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মাতা পুত্রকে আপনাদের দারিদ্র্য জানাইলেন। তাহা জানিয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়া সর্ব্বশেষে সেই উপমন্যু ক্ষীরসমুদ্রের অধিপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন।

মনুত্তমাং স শ্রুত্বা সুতার্থী প্রণতৈকবন্ধুম্। ইয়েষ সন্তোষয়িতুং তপোভিঃ সোমার্দ্ধমূর্দ্ধানমুমার্দ্ধমীশম্ ॥৪৮॥ তস্যোপধাম কিল সন্নিহিতাপগৈকা স্নাত্বা সদাশিবমুপাস্ত জলে স তস্যাঃ। কন্দাশনঃ তকিচিদেব দিনানি পূর্ব্বং পশ্চাৎ তদা স শিব-পাদযুগাব্জভৃঙ্গঃ ॥ ৪৯ ॥ জায়াঽপি তস্য বিম-লস্য বিমলা নিয়মোপতাপৈশ্চিক্লেশ কায়মনিশং

ভর্ত্র্যোক্তিং শ্রুত্বা সঃ পুত্রার্থী সোমস্য চন্দ্রস্যার্দ্ধেনোপলক্ষিতো মূর্দ্ধা যস্য তং প্রণতৈকবন্ধুং উমার্দ্ধং উমাসহায়ং ঈশং তপোভিঃ সন্তোষ-য়িতুং ইয়েষ ইচ্ছতিস্ম ॥ ৪৮ ॥ তস্যোপধাম ধাম্নঃ প্রাসাদস্য সমীপে স্থিতাপগা জলবহা একা নদী তস্যা জলে স্নাত্বা স শিবগুরুঃ পূর্ব্বং কতিচিদ্দিনান্যেব কন্দাশনঃ সন্ সদা শিবমুপাস্ত পশ্চাৎ স শিবচরণদ্বন্দ্বকমলভৃঙ্গঃ সন্ শিবপদাব্জ মকরন্দাতিরিক্তকন্দাদ্যা-স্বাদনবর্জিতঃ সন্নুপাস্তেত্যর্থঃ। বসন্ত ॥ ৪৯ ॥

তস্য ভর্ত্তু র্জায়াঽপি বিমলা বৃষস্য ক্ষেত্রে বসন্তমজং স্বয়মে-বাবিভূর্তং ন তু কেনচিৎ স্থাপিতং শিবমর্চ্চয়ন্তী নিয়মকৃতৈরুপ-

সুতার্থী শিবগুরু এই প্রকার পত্নীর মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রার্দ্ধমৌলি, পার্ব্বতী সহায় এবং প্রণত জনের একমাত্র আরাধ্য মহাদেবকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে মনে মনে বাসনা করিলে। ৪৮।

জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের মন্দিরের নিকটে একটী জলবাহিনী ছিল। শিবগুরু সেই নদীজলে অবগাহন করিয়া প্রথমে কন্দমূল ভোজী হইয়া, অনন্তর শিব-চরণ পঙ্কজের মকরন্দরস ব্যতীত, অন্য প্রকার সমুদয় কন্দ, মূল ও ফলাদি বর্জন পূর্ব্বক সদা-শিবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। শুদ্ধাচারিণী তদীয় পত্নী সতীও বৃষ পর্ব্বতে স্বয়ং আবির্ভূত সদাশিবের অর্চ্চনা করিয়া নিয়মকৃত ক্লেশ দ্বারা

শিবমর্চয়ন্তী॥ ক্ষেত্রে বৃষস্য নিবসন্তমজং স ভর্তুঃ কালোঽপ্যগাদিতি তয়োস্তপতোরনেকঃ ॥ ৫০ ॥ দেবঃ কৃপাপরবশো দ্বিজবেষধারী প্রত্যক্ষতাং শিবগুরুং গত আত্তনিদ্রম্। প্রোবাচ ভোঃ কিমভিবাঞ্ছসি কিং তপস্তে পুত্রার্থিতেতি বচনং স জগাদ বিপ্রঃ ॥৫১॥ দেবোঽপ্যপৃচ্ছদথ তং দ্বিজ বিদ্ধি সত্যং সর্ব্বজ্ঞমেকমপি সর্ব্বগুণোপপন্নম্। পুত্রং দদাম্যথ বহূন্ বিপরীতকাংস্তে ভূর্য্যায়ষস্তনুগুণানথদদ্দ্বিজেশঃ ॥৫২॥ পুত্রো ভবত্ত্ব মে বহুগুণঃ প্রথিতানুভাবঃ সর্ব্বজ্ঞতাপদমিতীরিত আবভাষে। দদ্যামুদীরিতপদং তনয়ং তপো মা পূর্ণো ভবিষ্যসি গৃহং দ্বিজ গচ্ছ দারৈঃ ॥৫৩॥ আকর্ণয়ন্নিতি বুবোধ স বিপ্রবর্য্য-

---

তাপৈ র্নিয়মাত্মকৈরুপতাপৈরিতি বা নিয়মৈশ্চোপতাপৈ শ্চতি বা কায়ং দেহং চিক্লেশ। ইত্যেবং প্রকারেণ তপস্তোস্তয়োর্দম্পত্যোঃ স প্রসিদ্ধঃ কালোঽনেকোঽত্যগাৎ ॥ ৫০ ॥ কৃপাপরবশো দেবো মহাদেবো দ্বিজবেষধারী প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তঃ-প্রাপ্ত নিদ্রং শিবগুরুং প্রোবাচ। ভোঃ শিবগুরো কিমভিবাঞ্ছসি কিমপিনেত্যাশঙ্ক্যাহ। কিং তপস্তে নিষ্কামস্ত তব তপঃ কিং ন কিমপি। তথা তপসি প্রবৃত্তস্ত তে কামনাঽস্তীত্যনুমীয়তে। এবমুক্তঃ স বিপ্রঃ শিবগুরুঃ পুত্রার্থিতা সুতস্ত প্রার্থনেতি জগাদ ॥ ৫১॥ অথ দেবোঽপি তং শিবগুরুমপৃচ্ছৎ হে দ্বিজমদুক্তং সত্যং বিদ্ধি জানীহি। পাঠান্তরে, তন্মদুক্তং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বগুণোপপন্নমল্পায়ুষং একমেব সুতং দদামি কিং বা বিপরীতকান্ বিপরীতান্ অসর্ব্বজ্ঞান্ অল্পগুণান্ ভূর্য্যায়ুষো বহূন্ পুত্রান্ তুভ্যং দদামি। এবমুক্তো দ্বিজেশঃ শিবগুরুরবদৎ। তমুবাচ তদ্দাহরতি। বহুগুণঃ প্রথিতানুভাবঃ সর্ব্বজ্ঞতায়া আশ্রয়ঃ পুত্রো মেঽস্তু ইত্যুক্তো দেব উবাচ। উদীরিতানামুক্তানাং পদমাশ্রয়ং পুত্রং দদ্যান্দাস্যামি তস্মাত্তপো মা কুরু পুত্রোৎপত্ত্যা পূর্ণো ভবিষ্যসীত্যতো দারৈর্ভার্যয়া সহ হে দ্বিজ গৃহং গচ্ছ ॥ ৫৩ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ শৃণ্বন্ স বিপ্র-

---

নিজ শরীর যৎপরোনাস্তি ব্যথিত করিলেন। এই প্রকারে তাপসব্রতাবলম্বী সেই দম্পতীর বহুকাল গত হইল। ৪৯। ৫০।

কৃপাপরবশ মহাদেব ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া শিবগুরুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইলেন। প্রত্যক্ষ হইয়া মোহপ্রাপ্ত শিবগুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে শিবগুরো! তুমি কি বাঞ্ছা করিতেছ? তুমি যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তুমি নিষ্কাম হইলেও তোমার কোন না কোন মনোবাসনা সহজেই অনুভূত হইয়াছে। এই কথা বলা হইলে শিবগুরু বলিলেন, আমি সুতার্থী, আমার কেবল পুত্রের প্রার্থনা আছে। ৫১।

অনন্তর মহাদেব বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ! আমার সমস্ত বাক্যই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিও। আমি তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন একটী পুত্র দান করিব অথবা ইহার বিপরীত (অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞ, অল্পগুণবিশিষ্ট, দীর্ঘজীবী বহু পুত্র তোমাকে প্রদান করিব?) বস্তুতঃ ইহার মধ্যে তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই প্রার্থনা করিতে পার। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণবেশধারী সদাশিব ক্ষান্ত হইলেন। ৫২।

পুনশ্চ তিনি বলিলেন, বহুগুণসম্পন্ন, মহানুভব, সর্ব্বজ্ঞানাধার আমার এক পুত্র হউক। এইরূপ প্রার্থনা করিবার পর মহাদেব বলিতে উদ্যত হইলেন যে, উক্ত বিবিধ গুণসম্পন্ন এক পুত্র আমি তোমাকে প্রদান করিব। অতএব তুমি আর তপস্যা

স্তস্কাদ্ব্রবীন্নিজকলত্রমন্দিতাত্মা। স্বপ্নং শশংস বনিতামপিরস্ত ভার্য্যা সত্যং ভবিষ্যতি তু নৌ তনয়ো মহাত্মা ॥ ৫৪ ॥ তৌ দম্পতী শিবপরৌ। নিয়তৌ স্মরন্তৌ স্বপ্নেক্ষিতং গৃহগতৌ বহুদক্ষিণান্নৈঃ। সন্তর্প্য বিপ্রনিকরং তদুদীরিতাভিরাশীর্ভিরাপতুরনল্পমুদং বিশুদ্ধৌ ॥ ৫৫ ॥ তস্মিন্ দিনে শিবগুরোরুপভোক্ষ্যমাণে ভক্তে প্রবিষ্টমভবৎ কিল শৈবতেজঃ। ভুক্তান্নবিপ্রবচনাদুপভুক্তশেষং সোঽভুংক্ত সাঽপি নিজভর্তৃপদাব্জভৃঙ্গী ॥ ৫৬ ॥ গর্ভং দধার শিবগর্ভমসৌ মৃগাক্ষী গর্ভোঽপ্যবর্দ্ধত শনৈরতবচ্ছরীরম্। তেজোঽতিরেকবিনিবারিতদৃষ্টিপাতবিশ্বং রবে র্দিবসমধ্য ইবোগ্রতেজঃ ॥ ৫৭ ॥ গর্ভালসা ভগবতী গতিমান্দ্যমীষদাপেতি নাদ্ভুতমিদং ধরতে শিবং যা।

অর্থঃ শিবগুরু র্বুবোধ প্রবুদ্ধশ্চানিন্দিতাত্মা স স্বভার্য্যাং তং স্বপ্নমব্রবীৎ। পত্যুক্তং শ্রুত্বা চাস্য বিপ্রবর্য্যস্য ভার্য্যা যোষিন্মণিঃ শশংস উক্তবতী। সত্যমাবয়ো র্মহাত্মা পুত্রো ভবিষ্যত্যেব সংশয়ো নাস্তীত্যর্থঃ ॥৫৪ ॥ বিপ্রনিকরং ব্রাহ্মণসমূহম্ ॥ ৫৫ ॥ ভক্তেঽন্নে ভুক্তমন্নং যৈস্তেষাং বিপ্রাণাং বচনাত্তদুপভুক্তশেষং

শিবতেজোযুক্তমন্নং সঃ শিবগুরুরভুংক্ত ভর্তৃচরণারবিন্দভ্রমরী সা সত্যাপি অভুংক্ত ॥৫৬ ॥ ততো বহু তং তদাহ ॥ গর্ভমিতি অসৌ মৃগাক্ষী শিবঃ গর্ভে মধ্যে যস্য তথাভূতং গর্ভং দধার। গর্ভোঽপি শনৈরবর্দ্ধত বর্দ্ধমানে চ শনৈঃ শরীরমতবস্তাভিশিনষ্টি। তেজসোঽতিরেকেণাতিশয়েন বিনিবারিতো বিশেষাৎ দৃষ্টিপাতো যেন তং রাজদন্তাদিষু পরমিতি বিশ্বশব্দস্য পরনিপাতঃ ॥ মধ্যাহ্নে সূর্য্যস্যোগ্রতেজ ইব ॥ ৫৭ ॥ যা শিবং ধরতে সা গর্ভালসা ভগবতী

করিও না। পুত্রোৎপত্তি হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে এবং তুমি তোমার পত্নীর সহিত গৃহে গমন কর। ৫৩।

এই প্রকার কথা বার্ত্তা শুনিয়া বিশুদ্ধ স্বভাব ব্রাহ্মণপ্রবর শিবগুরু জানিয়াছিলেন ও স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত পত্নীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া রমণীর শিরোমণি ব্রাহ্মণের ভার্য্যা বলিতে লাগিলেন, আমাদের দুইজনের যে মহানুভাব পুত্র উৎপন্ন হইবে এই বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। শিবপরায়ণ, সংযমিতচিত্ত ও বিশুদ্ধপ্রকৃতি সেই দম্পতী স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া নিজগৃহে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বহুবিধ দক্ষিণা ও অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণ সকল সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণ দিগের মুখোচ্চারিত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অসীম প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন। ৫৪। ৫৫।

সেই দিবসে ভোজনীয় অন্ন ভোজন করিলে শৈবতেজ প্রবিষ্ট হইল। যাঁহারা অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের বচনে ভোজনাবশিষ্ট ও শৈবতেজোযুক্ত সেই অন্ন শিবগুরু ভক্ষণ করিলেন। নিজপতির পাদপদ্মের ভ্রমরী তাঁহার পত্নী সতীও সেই অন্ন ভক্ষণ করিলেন। ৫৬।

মৃগদৃশী সতী শিবসংশ্লিষ্ট গর্ভধারণ করিলেন। ক্রমশঃ গর্ভ বর্দ্ধমান হইয়া আসিল, গর্ভবৃদ্ধি হইলে তেজের আতিশয্য বশতঃ ত্রিভুবনের দৃষ্টিপাত নিবারক মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের প্রচণ্ড তেজের মত শরীর তেজস্বী হইয়া উঠিল। যে কামিনী গর্ভে শিব ধারণ করিতে সক্ষম, সেই ভগবতী সতী কামিনী গর্ভধারণে অলসা হইয়া যে মন্দগতি হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যজনক বিষয় নহে। যে শঙ্কর

যো বিষ্টপানপি চতুর্দ্দশ বিভ্রতেহি যস্যাপি মূর্ত্তয় ইমা বসুধাজলাদ্যাঃ ॥ ৫৮ ॥ সংব্যাপ্তবানপি শরীরমশেষমেব নোপাস্তিমাবিরসকাবকৃতাত্র কাঞ্চিৎ। যৎ পূর্ব্বমেব মহসা দুরতিক্রমেণ ব্যাপ্তং শরীরমদসীয়মমুষ্য হেতোঃ ॥ ৫৯ ॥ রম্যাণি গন্ধকুসুমান্যপি পর্দ্ধিমত্যৈ নাধাতুমৈশত ভরাৎকিমু ভূষণানি। যদ্

কিঞ্চিদপত্তিমান্যাং প্রাপেতীদমদ্ভুতং ন ভবতি কথম্ভূতং শিবং যঃ পাতালমহাতলতলাতলরসাতলসুতলবিতলভূতল ভূর্ভুবস্বর্মহর্জনতপঃ সত্যাখ্যানি চতুর্দ্দশাপি ভুবনানি বিভ্রতে। পুনশ্চ যস্য শিবস্যেমা বসুধাজলাদ্যামূর্ত্তয়স্তৎকং কিতিজলবহ্নিবায্বাকাশ-প্রভঞ্জন চন্দ্রতপনবিষদিত্যাষ্টৌ মূর্ত্তী র্যোবিভ্রতে ইতি ॥ ॥ ৫৮ ॥ অসৌ শিবঃ সর্ব্বমেব শরীরং সংব্যাপ্তবানপ্যত্র শরীরে কাঞ্চিদুপাস্তিঃ কিঞ্চদুপক্ষেপং অধিকপ্রক্ষেপং নাবিরকৃত নৈব

স্বয়ং পাতাল, মহাতল, তলাতল রসাতল, সুতল, বিতল, ভূতল, ভূ, ভুব, স্বঃ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই চতুর্দ্দশপ্রকার ভুবনধারণ করিয়া থাকেন, এবং ধরণী, অনল, আত্মা, জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও আকাশ এই অষ্টপ্রকার পদার্থ যাঁহার মূর্ত্তি, সেই শঙ্কর গর্ভধৃত হইলে গর্ভধারিণী কেন যে, অলসা ও মন্থর গামিনী হইবেন না তাহা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত কঠিন কথা। ৫৭। ৫৮।

এই সদাশিব অনতিক্রমণীয় তেজোদ্বারা এই সতীর অঙ্গ প্রথমে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ সতীদেহে সমস্ত নিজদেহ ব্যাপ্ত করিলেন। কিন্তু সামান্য ভাবে অধিক প্রক্ষেপ প্রকটিত করিলেন না। ভয়হেতু মনোজ্ঞ গন্ধ ও কুসুম রাশিপর্য্যন্ত যখন সতীর কামনা পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই

যদ্ গুরুত্বপদমস্তি পদার্থজাতং তত্তদ্বিধারণবিধাবলসা বভূব ॥ ৬০ ॥ তাং দৌহৃদং ভৃশমবাধত দুঃশরারিঃ প্রায়ঃ পরং কিলং ন মুঞ্চতি মুঞ্চতেঽপি। আনীত-দুর্লভমপোহতি যাচতেঽন্যত্তচ্চাপ্যপোহ্য পুনর

প্রকটিতবান্। যদযস্মাদ্দুরতিক্রমেণ তেজসাঽমুষ্যাঃ সত্যা ইদং শরীরং পূর্ব্বমেব ব্যাপ্তমমুষ্য হেতোরস্মাৎকারণাদিত্যর্থঃ। নিমিত্তপর্য্যায়প্রয়োগে সর্ব্বাসাং প্রাপ দর্শনমিতি ষষ্ঠী ॥ ৫৯ ॥ মনোজ্ঞানি গন্ধপুষ্পাণ্যপ্যস্তৈ সত্যৈ কামনা মাধাতুং সমর্থানি নাভূবন্। ভূষণানি কিমু কিং বক্তব্যমদদ্‌পদার্থ জাতং গুরুত্বাস্পদং তস্য তস্য বিধারণবিধৌ সাঽলসা কর্ত্তব্যেষু মন্দোদ্যমা বভূব ॥ ॥ ৬০ ॥ যদাপ্যেবং তথাপি তাং সতীং দোহদং দৌহৃদং শ্রদ্ধা-লালসং চ সমঃ স্মৃতমিতি হলায়ুধাদ্দোহদং গর্ভিণীমনোরথো ভৃশ-মত্যন্তং অবাধত শরং হিংসাং ঋচ্ছতি গচ্ছতীতি শরারিঃ পক্ষি-বিশেষঃ অচ ইরিতীর্ প্রত্যয়ঃ। শরারিরাটিরাডিশ্চেত্যমরঃ। তথাচ যথা দুষ্টঃশরারিঃ প্রায়ঃ পরং ন মুঞ্চতি মুঞ্চতেঽপীতি প্রসিদ্ধং তদ্বদিত্যর্থঃ। বাধপ্রকারমাহ আনীতং যদ্দুর্ল্লভং তদপোহতি-

তখন ভূষণ সকল যে, তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিতে পারে নাই তাহা সহজেই স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। অধিক কি, গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পদার্থ রাশি ছিল, তৎসমুদায়েরই ধারণকার্য্যে সতী অলসা হইয়া ছিলেন। এইরূপ হইলেও দৌহৃদ (অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর রুচিকর মৃত্তিকাদি বস্তু) সতীকে ব্যথা দান করিয়া ছিল। শত্রু,মোচন করিতেছে কিন্তু তথাপি দুষ্ট স্বভাব শরারি পক্ষী কদাচ শত্রুকে পরিত্যাগ করে না, এইস্থানে অবিকল সেইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। যদি কোন দুর্লভ বস্তু আনয়ন করিয়া দেওয়া যায় তাহা ত্যাগ করেন ও অন্য বস্তু যাচ্ঞা করেন, কখন তাহাও পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য বস্তু

র্হতি সান্যবস্তু ॥ ৬১॥ তাং বন্ধুতাগমদুপশ্রুতদোহ-দার্ত্তিরাদায় দুর্লভমনর্ঘ্যমপূর্ব্ববস্তু । আস্বাদ্য বন্ধু-জনদত্তমসৌ জহর্ষ হা হন্ত গর্ভধরণং খলু দুঃখহেতুঃ ॥ ॥৬২ ॥ মানুষধর্ম্মমনুহৃত্য ময়েদমুক্তং কাপি ব্যথা শিবমহোভরণে ন বধ্বাঃ । সর্ব্বব্যথাব্যতিকরং পরিহর্ত্তুকামা দেবং ভজন্তু ইতি তত্ত্ববিদাং প্রবাদঃ ॥

তাভক্তি অন্তস্যাচক্ষে তচ্চাপ্যাপোহ্য পরিত্যজ্য পুনরন্যবস্তু সা বাঞ্ছতী-ত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ তাং প্রতি দুর্লভমনর্ঘ্যমমূল্যমপূর্ব্বং বস্তু সমাদায় বন্ধুসমূহ আগমৎ । বন্ধুতাং বিশিষ্টাং উপশ্রুতা দোহদসা দৌহৃ-দসার্ত্তির্যয়া সা বন্ধুজনদত্তমসৌ সতী আস্বাদ্য জহর্ষ হা হন্ত গর্ভধরণং খলু দুঃখহেতুরিতি জগাদ চেতি শেষঃ ॥ ৬২ ॥ হাহন্তেতীদং ময়া মানুষ্যধর্মমনুহৃত্যোক্তং যতঃ শিবস্য মহসস্তে-জসো ভরণে ধরণে বধ্বা মম কাপি ব্যথা পীড়া নাস্তি এতদপি কুত ইতি চেত্তত্রাহ সর্ব্বপীড়াসম্পর্কং পরিহর্ত্তুকামা দেবং ভজন্ত ইতি তত্ত্ববিদাং প্রবাদ ইত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রার্থনা করিয়া থাকেন । এই প্রকারে দৌহৃদ দ্রব্য সতীর বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া ছিল । ৫৯ । ৬০ । ৬১ ।

দুর্লভ, অমূল্য ও অপূর্ব্ব বস্তু গ্রহণ করিয়া সতীর উদ্দেশে বন্ধু সকল দোহদক্লেশ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত হইলেন । সতী, বন্ধুজনদত্ত বস্তু সকল আস্বাদন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। হায় ! গর্ভধারণ কেবল দুঃখের একমাত্র কারণ। "হায় গর্ভধারণ দুঃখকারণ" এই কথা কেবল মনুষ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই আমরা বলিয়াছি, নতুবা শিবতেজোধারণে বধূর কোন ব্যথা হইবারই কথা নহে। তাহার কারণ এই যদি ইহা না হইবে সকল ব্যথার সম্বন্ধ পর্য্যন্ত পরিহার বাসনায় সকলে দেবদেবের আরাধনা করিবে কেন ? তত্ত্বজ্ঞানী

॥৬৩॥ উক্ষা নিসর্গধবলেন মহীয়সা সা স্বাত্মানমৈক্ষত সমূঢ়মুপাত্তনিদ্রা । সঙ্গীয়মানমপি গীতবিশারদাঢ্যৈ-র্ব্বিদ্যাধরপ্রভৃতিভির্ব্বিনয়োপযাতৈঃ ॥ ৬৪ ॥ আক-র্ণয়জ্জয় জয়েতি বরং দধানা রক্ষেতি শব্দমবলোকয় মা দৃশেতি । আকর্ণ্য নোত্থিতবতী পুনরুক্তশব্দং সা বিস্মিতা কিল শৃণোতি নিরীক্ষমাণা ॥ ৬৫ ॥

নিসর্গধবলেন স্বভাবতঃ শ্বেতেনাতিশয়েন মহতোক্ষা বৃষভেণ সমাগচ্ছৎ । পুনশ্চ গীতবিশারদৈর্গন্ধর্ব্বাদিভিরাঢ্যৈর্যুক্তৈস্তৎ-সমীপে বিদ্যাধরপ্রভৃতিভির্ব্বিনয়েনোপ সমীপে যাতৈঃ প্রাপ্তৈঃ সঙ্গীয়মানমাত্মানং প্রাপ্তনিদ্রা সা সতী ঐক্ষত ॥৬৪॥ পুনশ্চ জয়-জয়েতি রক্ষেতি মা মাং দৃশা কৃপাদৃষ্ট্যাঽবলোকয়েতি শব্দং বরং দধানা প্রার্থয়ন্তী সতী আকর্ণয়ৎ । তথা বিস্ময়ং প্রাপ্তোত্থিতবতী ততস্ততো নিরীক্ষমাণা সা পুনরুক্তশব্দং ন শৃণোতি আকর্ণ্য নোত্থিত-বতীতি বা সম্বন্ধঃ ॥ ৬৫ ॥ কিঞ্চ চকোরস্য স্ফুরত্তরস্য মধুস্য

দিগেরই বা এইরূপ প্রবাদ থাকিবে কেন ? । ৬২ । । ৬৩ ।

একদিন সেই সতী নিদ্রাগত হইয়া, স্বভাবতঃ শুভ্রবর্ণ অতিশয় মহৎ এক বৃষ সম্যক্ প্রকারে যাঁহাকে বহন করিতেছে, গীতবিশারদ গন্ধর্ব্বসম-বেত বিদ্যাধর প্রভৃতি বিনয়পূর্ব্বক নিকটে আগমন করিয়া যাঁহার গান করিয়া থাকে, সেই আত্মরূপী মহাদেবকে স্বপ্নে দর্শন করিলেন। অপিচ "জয় জয় রক্ষ" আমাকে কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করুন, বরপ্রার্থনা করিয়া সতী এইরূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া উত্থান করিলেন। অনন্তর চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরুক্ত শব্দ আর শুনিতে পাইলেন না । ৬৪ । ৬৫ ।

নর্ম্মোক্তিকৃত্যামপি খিদ্যমানা কিঞ্চাপি চঞ্চত্তরমঞ্চ-
রোহে। জিত্বা মুদাঽস্থানতিজন্যবিদ্যাসিংহাসনে-
ঽসৌ স্থিতিমীক্ষতেস্ম ॥ ৬৬ ॥ সমানতা সাত্ত্বিক-
বৃত্তিভাজাং বিরাগতা বৈষয়িকপ্রবৃত্তৌ। তস্যাঃ
স্ত্রিয়া গর্ভগপুত্রচিত্রচরিত্রশংসিন্যজনিষ্ট চেষ্টা ॥
॥৬৭॥ তদ্রোমবল্লী রুরুচে কুচাদ্র্যাবৃণৎপ্রভাধুন্যু-
রুশৈবলালিঃ। যত্নাচ্ছিশোরস্য কৃতে প্রশস্তো ন্যস্তো

শয্যায়া রোহে আরোহণেঽপি নর্ম্মোক্তিকৃত্যাং পরিহাসোক্তে-
র্যত্নেঽপি খিদ্যমানাঽস্থান্ বিদ্যাঽতিজন্যো বিদ্যায়াঃ সরস্বত্যাঃ
সিংহাসনে স্বস্য স্থিতিমীক্ষতেস্ম প্রতিজন্যো বিদ্যা সিংহাসনে
ইতি বা ইয়ং ॥ ৬৬ ॥ সাত্ত্বিকবৃত্তিভাজাং সতাং সমানতা তুল্যতা
বৈষয়িকবৃত্তৌ বিষয়গোচরপ্রবৃত্তৌ বিরাগতা বৈরাগ্যং তস্যাঃ
স্ত্রিয়াঃ সত্যা এতাদৃশী চেষ্টা গর্ভগতস্য পুত্রস্য চিত্রং আশ্চর্য্য-
রূপং যচ্চরিত্রং তচ্ছংসিনী তজ্জ্ঞাপিকাঽজনিষ্ট ॥৬৭॥ তদ্রোম-
বল্লী কুচলক্ষণাবদ্রী পর্ব্বতাবাবৃণ্বতী যা প্রভা সৈব ধুনী নদী-

সুন্দর শয্যারোহণে এবং পরিহাস বাক্যের-
যত্নেও যিনি খিদ্যমান, তিনি অপর সমস্ত জয়
করিয়া সরস্বতীর সিংহাসনে আপনার অবস্থান
দর্শন করিলেন। যাঁহাদের সাত্ত্বিকভাবে আদর
আছে সেই সকল সৎব্যক্তিদিগের সহিত তুল্যতা,
ও বৈষয়িক ব্যাপারে বৈরাগ্য, এইরূপে সেই সতীর
চেষ্টা, গর্ভগতপুত্রের আশ্চর্য্যজনক চরিত্রেরজ্ঞাপক
হইয়া ছিল। ৬৬। ৬৭।

সতীর রোমলতা, কুচপর্ব্বতদ্বয়ের আবরক-
প্রভানদীর বিশাল-শৈবাল পংক্তির মত শোভা-
ধারণ করিয়া ছিল। তাহা দেখিয়া সকলে উৎ-
প্রেক্ষা করিত,এই শিশুর নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক বিধাতা

বিধাত্রেব নবীনবেণুঃ ॥ ৬৮ ॥ পয়োধরদ্বন্দ্বমিষাদ-
মুষ্যাঃ পয়ঃ পিবত্যর্থবিধানযোগ্যৌ। কুম্ভৌ
নবীনামৃতপূরিতৌ দ্বাবম্ভোজযোনিঃ কলয়াম্বভূব
॥ ৬৯ ॥ দ্বৈতপ্রবাদং কুচকুম্ভমধ্যে মধ্যে পুনর্মাধ্য-
মিকং মতঞ্চ। সুজন্মগে গর্ভগ এব সোঽর্ভো দ্রাগ্
গর্হয়ামাস মহাত্মগর্হ্যং ॥৭০॥ লগ্নে শুভে শুভযুতে
সুষুবে কুমারং শ্রীপার্ব্বতীব সুখিনী শুভবীক্ষিতে চ ॥

তস্যা উরুশৈবলালিঃ মহতী শৈবালপংক্তিঃ রুরুচে রেজে। অস্য
শিশোঃ কৃতে যত্নাদ্বিধাত্রা স্থাপিতঃ প্রশস্তো বেণুরিবেত্যুৎপ্রেক্ষা।
ইন্দ্র ॥৬৮॥ অস্যাঃ সত্যাঃ পয়োধরদ্বন্দ্বমিষাৎ কুচযুগ্মব্যাজেন দুগ্ধপি-
বত্যর্থস্য পানস্য বিধানে যোগ্যৌ নবীনামৃতপূরিতৌ দ্বৌ কুম্ভৌ
পদ্মযোনির্ব্রহ্মা কলয়াম্বভূব রচয়ামাস। কৈতবাপহ্নুতির্ব্যক্তৌ
ব্যাজাদ্যৈর্নিহ্নুতেঃ পদৈঃ। উপজাতিঃ ॥ ৬৯ ॥ কুচকুম্ভমধ্যে
দ্বৈতপ্রবাদং তয়োর্মধ্যে পুনর্মাধ্যমিকং মতং চ সুজন্মগে গর্ভগ-
এব সোঽর্ভো বালকো দ্রাক্ শীঘ্রমিতি গর্হয়ামাস। যতো মহাত্মভির্গর্হ্যং
নিন্দ্যং ভেদবাদশূন্যমতয়োঃ প্রতিষেধায় গর্ভশেণার্ভেণ স্তনয়ো-
রভেদস্য তন্মধ্যগতাবকাশাভাবস্য চ সম্পাদনমিতি ফলোৎপ্রেক্ষা

যেন এক প্রশস্ত অভিনব বেণু স্থাপিত করিয়া রাখিয়া-
ছেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই সতীর পয়োধরযুগল
ছলে "পয়ঃ পিবতি" এই পাধাত্বর্থ পানের বিধান-
যোগ্য যেন নবীন সুধাপূরিত দুইটী কুম্ভ রচনা
করিয়াছেন। রমণীরত্ন সতীর গর্ভগত সেই বালক,
কুচকুম্ভমধ্যে দ্বৈতমত এবং ঐ কুচযুগলের মধ্যে
মাধ্যমিক (শূন্য) মতের শাস্ত্রই নিন্দা করিতে
লাগিল। কারণ, মহাত্মারা ঐ মতের নিন্দা করিয়া
থাকেন। ভেদবাদ ও শূন্যবাদ নিষিদ্ধ, এই নিমিত্ত
গর্ভস্থিত বালক স্তনদ্বয়ের অভেদ ও তন্মধ্যস্থিত
অবকাশের অভাব সম্পাদন করিয়াছিল। ফলতঃ

জায়া সতী শিবগুরো র্নিজতুঙ্গসংস্থে সূর্য্যে কুজে রবিসুতে চ গুরৌ চ কেন্দ্রে ॥ ৭১ ॥ দৃষ্ট্বা সুতং শিবগুরুঃ শিববারিরাশৌ মগ্নোঽপি শক্তিমনুসৃত্য জলে ন্যমাঙ্ক্ষীৎ। ব্যশ্রাণযদ্বহুধনং

উচ্চম্ ॥ ৭০ ॥ লগ্নে শুভেন গ্রহেণ যুতে যুক্তে শুভেন কেন দৃষ্টে চ পুনশ্চ সূর্য্যাদৌ স্বতুঙ্গস্থে নিজতুঙ্গা উচ্চস্থানানি সূর্য্যাদীনাং ক্রমেণোক্তানি। অজবৃষভমৃগাঙ্গনাকুলীরা ঝষবণিজৌ চ দিবাকরাদি তুঙ্গা ইতি। অজো মেষঃ মৃগো মকরঃ অঙ্গনা কন্যা কুলীরঃ কর্কঃ ঝষো মীনঃ বণিক্ তুলা। তথাচ সূর্য্যে মেষস্থে কুজে ভৌমে মকরস্থে রবিসুতে মন্দে তুলাস্থে গুরৌ চ কেন্দ্রে চতুর্থাদ্যন্যতমরাশিস্থে চকারাবুক্তানুক্তসমুচ্চয়ার্থে। শিবগুরো র্ভার্য্যা সতী সুখিনী সুখবতী ন দুঃস্ত্রীবৎ পীড়িতা কুমারং শিশুং সুষুবে যথা শ্রীপার্ব্বতী কুমারং স্কন্দং সুষুবে তদ্বৎ। অনেন গর্ভপ্রবেশাদিকং মায়য়া প্রদর্শ্য সদাশিবঃ শঙ্করাচার্য্যরূপেণ প্রাদুরভূদিতি দর্শিতং বসন্ততিলকাচ্ছন্দঃ ॥ ৭১ ॥ সুতং দৃষ্ট্বা শিবগুরুঃ শিববারিরাশৌ সুখসমুদ্রে মগ্নোঽপি শক্তিং সামর্থ্য-

এই পুত্র হইতেই অদ্বৈত মতের নূতন সৃষ্টি হইবে। ৬৮। ৬৯। ৭০।

শুভগ্রহযুক্ত এবং শুভগ্রহ দৃষ্ট শুভলগ্নে সূর্য্যাদি গ্রহ সকল নিজ নিজ উচ্চস্থানস্থিত হইলে (অর্থাৎ সূর্য্য মেষস্থ, মঙ্গল মকরস্থ, শনি তুলাস্থ এবং গুরু কেন্দ্রস্থ অর্থাৎ চতুর্থরাশির অন্যতম যে কোন রাশিস্থ হইলে) শিবগুরুর ভার্য্যা সুখবতী হইয়া পার্ব্বতী যেরূপ কার্ত্তিকেয় প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ পুত্র প্রসব করিলেন। অর্থাৎ সদাশিব, মায়া পূর্ব্বক গর্ভপ্রবেশাদি চিহ্ন প্রদর্শন করাইয়া শঙ্করাচার্য্যরূপে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৭১।

শিবগুরু পুত্রকে দেখিয়া সুখসমুদ্রে মগ্ন হই-

বসুধাশ্চ গাশ্চ জন্মোক্তকর্ম্মবিষয়ে দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ ॥ ॥ ৭২ ॥ তস্মিন্ দিনে মৃগকরীন্দ্রতরক্ষুসিংহসর্পাখুমুখ্যবহুজন্তুগণা দ্বিষন্তঃ। বৈরং বিহায় সহচেরুরতীব হৃষ্টাঃ কণ্ডূমপাকৃষত সাধুতয়া নিঘৃষ্টাঃ ॥ ৭৩ ॥ বৃক্ষা লতাঃ কুসুমরাশিফলান্যমুঞ্চন্নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা নিখিলাস্তথৈব। জাতা মুহূর্জলধরো-

মনুসৃত্য জলে ন্যমাঙ্ক্ষীৎ নিমজ্জিতবান্। তদনন্তরং বহুধনং বসুধাশ্চগাশ্চ পুত্রজন্মোক্তস্য কর্ম্মণো বিষয়ে বিধানায় দ্বিজপুঙ্গবেভ্যো ব্রাহ্মণবরেভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞেভ্যঃ পাত্রেভ্যঃ ব্যশ্রাণয়দত্তবান্ ॥ ৭২ ॥ তরক্ষুর্ব্যাঘ্রঃ মৃগাদয়ো বহুজন্তুগণাঃ পরস্পরং দ্বিষন্তোঽপি তস্মিন্দিনে বৈরং বিহায়াতীব হৃষ্টাঃ সহচেরুঃ। পুনশ্চ সাধুতয়া নিঘৃষ্টাঃ সম্যক্প্রকারেণান্যোন্যং সঙ্ঘর্ষণং ঘর্ষণং কুর্ব্বন্তঃ কণ্ডূমপাকৃষত কণ্ডূপাকরণং কৃতবন্তঃ ॥ ৭৩ ॥ তস্মিন্দিনে বৃক্ষা লতাশ্চ পুষ্পরাশীন্ ফলানি চামুঞ্চন্। তথৈব সকলা নদ্যঃ প্রসন্নজলাঃ জাতাঃ। জলধরোঽপি নিজং বিকারং জলং মুহুরমুঞ্চদিতি বচন-

য়াও সামর্থ্য অনুসরণ করিয়া পুনর্ব্বার জলে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর পুত্র জন্মিলে জাতেষ্টি প্রভৃতি কার্য্যবিধির নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ পাত্রোদ্দেশে বহুবিধ ধন, ভূমি ও ধেনু সকল বিতরণ করিতে লাগিলেন। ৭২।

সেই দিবসে কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শার্দুল, মৃগেন্দ্র, সরীসৃপ, মূষিক প্রভৃতি প্রধান প্রধান বহুবিধ জন্তুগণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া একত্র সহ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এবং সাধুতাবশতঃ সম্যক্ প্রকারে পরস্পর পরস্পরের সংঘর্ষণ করতঃ কণ্ডূয়ন নিরাকরণ করিল। সেই দিনে তরু লতা সকল, পুষ্পরাশি ও ফল সকল, মোচন করিতে

২পি নিজং বিকারং ভূভৃদ্গণাদপি জলং সহসোৎপপাত ॥ ৭৪ ॥ অদ্বৈতবাদিবিপরীতমতাবলম্বিহস্তাগ্রবর্ত্তিবরপুস্তকমপ্যকস্মাৎ। উচ্চৈঃ পপাত জহসুঃ শ্রুতিমস্তকানি শ্রীব্যাসচিত্তকমলং বিকচীবভূব ॥৭৫॥ সর্ব্বাস্তিরাশাভিরলং প্রসেদে বাতৈরভাব্যদ্ভুতদিব্যগন্ধৈঃ। প্রজজ্বলেঽপি জ্বলনৈস্তদানীং প্রদক্ষিণীভূতবিচিত্রকীলৈঃ ॥ ৭৬ ॥ সুমনোহরগন্ধিনী সতাং সুমনোবদ্বিমলা শিবঙ্করী। সুমনোনিকরপ্রচোদিতা সুমনোবৃষ্টিরভূত্তদাদ্ভুতং ॥ ৭৭ ॥ লোকত্রয়ী লোকদৃশেব ভাস্বতা মহীধরেণেব মহী সুমেরুণা। বিদ্যা বিনীতেন সতী সুতেন সা ররাজ তত্তাদৃশরাজতেজসা ॥ ৭৮ ॥ সংকারপূর্ব্বমভিযুক্তমুহূর্ত্তবেদি-

পরিণামেন সবৰ্ষনীয়ং। ভূভৃদ্গণাৎ পর্ব্বতসমূহাদপি জলং সহসোৎপপাত ॥৭৪॥ কিঞ্চাদ্বৈতবাদিভ্যো বিপরীতং মতমবলম্বিতুং শীলং যেষাং তেষাং হস্তাগ্রবর্ত্তি বরপুস্তকমপ্যকস্মাদুচ্চৈঃ পপাত। শ্রুতিমস্তকানি বেদান্তাঃ জহসুঃ। শ্রীব্যাসস্য চিত্তকমলং বিকচীবভূব বিকাসং প্রাপ ॥ ৭৫ ॥ কিঞ্চ সর্ব্বাস্তি রাশাভির্দিগ্ভিরলং প্রসেদে কর্ম্মণি প্রত্যয়ঃ সর্ব্বাদিশোঽতিশয়েন প্রসন্নাঃ বভূবুরিত্যর্থঃ। অদ্ভুতো দিব্যো গন্ধো যেষাং তৈর্বাতৈরভাবি বায়বোঽদ্ভুতদিব্যগন্ধাশ্চাভূবন্। প্রদক্ষিণীভূতাঃ বিচিত্রাঃ কীলা জ্বালা যেষাং তৈঃ জ্বলনৈরগ্নিভিরপি তদানীং প্রজজ্বলে তথাভূতা অগ্নয়ো বিপ্রজ্বলিতা বভূবুঃ অত্রাপি কর্ম্মণি প্রত্যয়ঃ ॥

॥ ৭৬ ॥ কিঞ্চ তদা তস্মিন্ কালে সুমনোহরো গন্ধোঽস্যা অস্তীতি তথা সতাং সুষ্ঠু শুদ্ধং যন্মনস্তদ্বদ্বিমলা শিবং সুখং করোতীতি তথা সুমনসাং দেবানাং নিকরৈঃ সমূহৈঃ প্রচোদিতা প্রেরিতা সুমনসাং পুষ্পানাং বৃষ্টিরভূৎ যথাস্যাত্তথাঽদ্ভুতং যমকালঙ্কারঃ, অর্থে সত্যর্থভিন্নানাং বর্ণানাং সা পুনঃ শ্রুতিঃ। যমকমিত্যুক্তেঃ। বিষমে সমজাত্বকঃসমেনজরালোঽথ গুরুশ্চ যোগিনী ॥ ৭৭ ॥ লোকত্রয়ী লোকদৃশা লোকনেত্রেণ ভাস্বতা সূর্য্যেণ। মহী সুমেরুণা পর্ব্বতেনেব। বিদ্যা বিনয়েন। সা সতী তু তেন সুতেন ররাজ। সুতং বিশিনষ্টি তাদৃশানামতিপ্রসিদ্ধানাং রামচন্দ্রপ্রভৃতি রাজ্ঞাং তেজো যস্মিংস্তেন যদ্বা তেজসাং রাজেতি রাজতেজস্তাদৃশং সূর্য্যাদিতুল্যং রাজতেজো যস্মিংস্তেনেত্যর্থঃ। অত্রাতিরে দীপ্তিলক্ষণে সাধারণে ধর্ম্মে একস্যৈব বহূপমানোপাদানাম্মালোপমা ইন্দ্রবজ্রা ॥ ৭৮ ॥ সংকারপূর্ব্বমভিযুক্তা

লাগিল, নদী সকল, নির্ম্মলজল-পূর্ণ হইল, জলধর, স্বীয় বিকার জল, বারংবার মোচন করিতে লাগিল, ও নিখিলপর্ব্বত হইতে সহসা জল উৎপতিত হইতে লাগিল। অদ্বৈত বাদীদিগের বিপরীত মতাবলম্বী লোক দিগের হস্তাগ্রস্থিত শ্রেষ্ঠ পুস্তক অকস্মাৎ উচ্চ হইতে পতিত হইল। বেদমস্তক বেদান্ত শাস্ত্র সকল হাস্য করিতে লাগিল, এবং বেদব্যাসের হৃদয় শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, বায়ু সকল অদ্ভুত ও উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত হইল, এবং তৎকালে প্রদক্ষিণীভূত বিচিত্র জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি অগ্নি সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তৎকালে সুমনোহর গন্ধবিশিষ্ট ও সজ্জনের সু-মনের তুল্য বিমল ও সুখকরী, সুমনস্ অর্থাৎ দেব সমূহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সুমনস্ অর্থাৎ পুষ্পবৃষ্টি সকল অদ্ভুতভাবে পতিত হইতে লাগিল। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭।

ত্রিভুবন, লোকচক্ষুঃ সূর্য্যদ্বারা, পৃথিবী, সুমেরুপর্ব্বতদ্বারা, বিদ্যা, বিনয়দ্বারা যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে; অতি প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজাদিগের সমান তেজস্বী সেই পুত্রদ্বারা সতীও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। সংকার পূর্ব্বক

বিপ্রাঃ শশংসুরভিবীক্ষ্য সুতস্য জন্ম। সর্ব্বজ্ঞ এব ভবিতা রচয়িষ্যতে চ শাস্ত্রং স্বতন্ত্রমথ বাগধিপাংশ্চ জেতা ॥ ৭৯ ॥ কীর্ত্তিং স্বকাং ভুবি বিধাস্যতি যাবদেষা কিং বোধিতেন বহুনা শিশুরেষ পূর্ণঃ। নাপৃচ্ছি জীবিতমনেন চ তৈর্নচোক্তং প্রায়ো বিদন্নপি ন বক্ত্যশুভং শুভজ্ঞঃ ॥ ৮০ ॥ তজ্জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদিষ্টজনাঙ্গনাস্তাস্তং সূতিকাগৃহনিবিষ্টমথো

বিনিযুক্তা মুহূর্ত্তবেদিনো বিপ্রাঃ সুতস্য জন্ম বীক্ষ্যালোচ্য শশংসুরেব তব পুত্রঃ সর্ব্বজ্ঞো ভবিষ্যতি। পুনশ্চ স্বতন্ত্রং শাস্ত্রং রচয়িষ্যতো অথ বাগধিপাংশ্চ জেতা ভবিষ্যতি বস০ ॥ ৭৯ ॥ কিং চ যাবদেষা ভূস্তাবৎ স্বকাং কীর্ত্তিং ভুবি বিধাস্যতি কিং বহুনা বাধিতেন এষ তব শিশুঃ পূর্ণোঽস্তি জীবিতং চ তেন শিবগুরুণা ন চ পৃষ্টং ন চ তৈরুক্তং যতঃ প্রায়ো জানন্নপ্যশুভং শুভজ্ঞঃ নৈব বক্তি ॥ ৮০ ॥ অথো অনন্তরং তজ্জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদিষ্টজনানামঙ্গনাঃ উপায়নেনোপহারেণ সহ বর্ত্তমানাস্তাস্তং সূতিকাগৃহনিবিষ্টং দদৃ-

নিযুক্ত মুহূর্ত্তবিৎ পণ্ডিতেরা পুত্রের জন্ম আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার এই পুত্র সর্ব্বজ্ঞ হইবে, এবং স্বতন্ত্র শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। যতকাল এই পৃথিবী থাকিবে ততকাল তোমার এই পুত্র স্বীয় কীর্ত্তি ধারণ করিবে। অধিক আর কি জানাইব, তোমার এই শিশু সন্তান পূর্ণরূপে বিরাজমান। "পুত্র কতকাল জীবিত থাকিবে" শিবগুরু এ প্রশ্ন করেন নাই, সুতরাং তাঁহারাও তাহার কিছুই বলেন নাই। তাহার কারণ এই, শুভজ্ঞ লোকে জানিতে পারিলেও কদাচ অশুভ বলিতে ইচ্ছা করেন না। ৭৮। ৭৯। ৮০।

অনন্তর জ্ঞাতি, বন্ধু, সুহৃৎ ও আত্মীয় জনের

দদৃশুঃ। সোপায়নাস্তমভিবীক্ষ্য যথা নিদাঘে চন্দ্রং মুদং যযুরতীব সরোজবক্ত্রম্ ॥ ৮১ ॥ তৎ সূতিকাগৃহমবৈক্ষত ন প্রদীপং তত্তেজসা যদবভাতমভূৎ ক্ষপায়াম্ ॥ আশ্চর্য্যমেতদজনিষ্ট সমস্তজন্তোস্তন্মন্দিরং বিতিমিরং যদভূদদীপং ॥ ৮২ ॥ যৎ পশ্যতাং শিশুরসৌ কুরুতে শমগ্র্যং তেনা-

শুভং সরোজমুখং অতি সমন্তাদ্বীক্ষ্যাত্যন্তং মুদং চ যযুঃ। যথা নিদাঘে গ্রীষ্মর্ত্তৌ সূর্য্যাতপেন তপ্তাশ্চন্দ্রং বীক্ষ্যাত্যন্তং মুদং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ ॥ ৮১ ॥ ন বিদ্যতে প্রদীপো যস্মিন্ নৈক-দেত্যাদিবন্নশব্দেন সমাসঃ। নপ্রদীপং সৎ ক্ষপায়াং রাত্রৌ তস্য শিশোস্তেজসা যদবভাতমভূত্তৎ সূতিকাগৃহং সর্ব্বো জনোঽবৈক্ষত এতৎ সর্ব্বজন্তোরাশ্চর্য্যমজনিষ্ট। যদদীপং সদস্য মন্দিরমতিমিরমভূদিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ অথ শঙ্করনামধেয়ে প্রবৃত্তিনিমিত্তময়মাহ। যদেষ কারণেনাসৌ বালকঃ পশ্যতাং জনানামুৎকৃষ্টং

অঙ্গনাগণ উপহারের সহিত সেই পুত্রকে সূতিকাগৃহে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। এবং গ্রীষ্মকালে সূর্য্যাতপতাপিত জনগণ চন্দ্র দেখিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার কমল সদৃশ মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রমোদিত হইল। সকল লোকেই অবেক্ষণ করিল যে, রাত্রিকালে সেই শিশুর তেজে সেই সূতিকাগৃহ অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার মন্দির দীপবিহীন হইয়াও যে তিমির শূন্য হইয়াছিল, সমস্ত প্রাণীর ইহাই কেবল আশ্চর্য্যজনক বিষয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। ৮১। ৮২।

ঐ বালক দর্শক দিগের উৎকৃষ্ট শং অর্থাৎ সুখ প্রদান করিত বলিয়া ইঁহার পিতা পুত্রের নাম শঙ্কর

কৃতাস্থ জনকঃ কিল শঙ্করাখ্যাং। যদ্বা চিরায় কিল শঙ্করসম্প্রসাদাজ্জাতস্ততো ব্যধিত শঙ্করনামধেয়ং ॥ ৮৩ ॥ সর্ব্বং বিদৎসকলশক্তিযুতোঽপি বালো মানুষ্যজাতি মনুসৃত্য চচার তদ্বৎ। বালঃ শনৈ ইঙ্গিতুমারভত ক্রমেণ প্রপ্তুং শশাক গমনায় পদাম্বুজাভ্যাম্ ॥ ৮৪ ॥ বালেঽথ মঞ্চে কিল শায়িতেঽস্মিন্ সতাং প্রসন্নং হৃদয়ং বভূব। সম্বীক্ষমাণে মণিগুচ্ছবর্য্যং বিবন্মুখং হন্ত বিনীলমাসীৎ ॥৮৫

সন্তাড়য়ন্ হন্ত শনৈঃ পদাভ্যাং পর্য্যঙ্কবর্য্যং কমনীয়শয্যম্। বিভেদ সদ্যঃ শতধা সমূহান্বিভেদ বাদীন্দ্রমনোরথানাম্ ॥ ৮৬ ॥ ত্রিত্রাণি বর্ণানি বদত্যমুষ্মিন্ দ্বৈতিপ্রবীরা দধুরেব মৌনম্। মুদাং চলত্যঙ্ঘ্রিসরোরুহাভ্যাং দিশঃ পলায়ন্ত দশাপি সদ্যঃ ॥ ৮৭ ॥ উদচারয়দর্ভকো গিরঃ পদচারানতনোদনন্তরম্। বিকলোঽভবদাদিমান্তয়োঃ শিকলোকশ্চরমাস্মরা-

শং সুখং করোতি যেনাত জনকঃ প্রসিদ্ধাং শঙ্করাখ্যাং অকৃতকৃতবান্। যদ্বা চিরকালাচ্ছঙ্করপ্রসাদাজ্জাতস্তস্মাচ্ছঙ্করনামধেয়ং ব্যধিতাকৃত ॥ ৮৩ ॥ তদ্বৎ বালবৎ পাদকমলাভ্যাং গমনায়াদৌ প্রভুমুরগের সর্পণং কর্ত্তুং সমর্থো বভূব ॥৮৪॥ বালে মঞ্চে শায়িতে সতি সতাং হৃদয়ং প্রসন্নং বভূব। মণিগুচ্ছবর্য্যং বীক্ষমাণে সতি বিদুষাং মুখং বিগতনীলমভূৎ। যদ্বা বাদিপণ্ডিতানাং মুখং বিশেষেণ নীলমভূৎ উপ০ ॥ ৮৫ ॥ কম-

নীয়া সুন্দরী শয্যা শয়নীয়ং যস্মিংস্তৎ পর্য্যঙ্কশ্রেষ্ঠং শনৈঃ পদাভ্যাং সন্তাডয়ন্ সন্ বিশেষেণ ভেদবাদিনাং যে ইন্দ্রাস্তেষাং যে মনোরথাস্তেষাং সমূহান্ সদ্যঃ শতধা বিভেদ বিদদার। অত্র তাড়নবিভেদনয়োর্হেতুকার্য্যয়োর্বিরুদ্ধভিন্নদেশত্বাদসঙ্গতিরলঙ্কারঃ। বিরুদ্ধভিন্নদেশত্বকার্য্যহেত্বোরসঙ্গতিরিত্যুক্তেঃ ॥ ৮৬ ॥ ত্রিত্রাণি বর্ণানি অমুষ্মিন্ বালে বদতি সতি দ্বৈতিপ্রবীরা মৌন মেব দধুঃ। চরণকমলাভ্যাং মুদা চলিত সতি তে সদ্যঃ দশাপি দিশঃ পলায়ন্ত পলায়নং কৃতবত্যঃ চপলাতিশয়োক্তিস্ত কার্য্যে হেতুপ্রসক্তিজে ॥৮৭ ॥ অর্ভকো গির উদচারয়ৎ প্রবর্ত্তিতবান্। অনন্তরং পদচারানতনোৎ বিস্তারিতবান্। তয়ো র্বাণী প্রবর্ত্তনপাদচারবিস্তারয়োর্মধ্যে গিরঃ

রাখিয়াছিলেন। অথবা বহুকাল শঙ্করের আরাধনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ হেতু জন্ম গ্রহণ হইয়াছিল বলিয়া পিতা শঙ্কর নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ৮৩।

বালক সর্ব্বজ্ঞ ও সকল শক্তিযুক্ত হইয়াও মনুষ্যজাতি অনুসরণ পূর্ব্বক বালকের মতই গমন করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ অল্প অল্প হাস্য করিতে আরম্ভ করিল, পরে বালকের তুল্য পাদকমলদ্বারা গমন করিবার নিমিত্ত উদর দ্বারা গমন করিতে সমর্থ হইল। অনন্তর বালক শয্যায় শয়ন করিলে পর সজ্জনের হৃদয় প্রসন্ন হইল ও প্রধান মণিগুচ্ছ অবলোকন করিলে পণ্ডিতদিগের মুখ নীলবর্ণশূন্য হইল। অথবা বাদি-পণ্ডিত দিগের মুখ বিশেষরূপে নীলবর্ণ হইল। বালক, রমণীয় শয্যাবিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক, পদযুগলদ্বারা তাড়না করিলে (বিশেষরূপে যাঁহারা ঈশ্বরের ভেদবাদী) তাঁহাদের মনোরথ সকল তাহাতেই যেন শতধা বিদীর্ণ হইল। তিনি যখন দুই তিনবর্ণ উচ্চারণ করিতেন, দ্বৈতবাদী সকল মৌন ধারণ করিত। চরণ কমলদ্বয়ে ভর দিয়া তিনি যখন সহর্ষ গমন করিতেন, তৎক্ষণাৎ দশ দিক্ সকল পলায়ন করিত। শিশু, প্রথমে বাক্য উচ্চারণ ও অনন্তর পদসঞ্চারণের বিস্তৃতি করিলেন। এইরূপে প্রথমে বাক্য প্রবর্ত্তন ও পদসঞ্চার বিস্তার

লকাঃ ॥ ৮৮ ॥ নববিদ্রুমপল্লবাস্তৃতামিব ক
পরাগপাটলাম্। রচয়ন্নচলাং পদত্বিষা স চচারেন্দু-
নিভঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮৯ ॥ মূর্দ্ধনি হিমকরচিহ্নং
নিটলে নয়নাঙ্কমংসয়োঃ শূলম্। বপুষি স্ফটিক-
সবর্ণং প্রাজ্ঞাস্তং মেনিরে শম্ভুম্ ॥ ৯০ ॥ রাজ্যশ্রীরিব
নয়কোবিদস্য রাজ্ঞো বিদ্যেব ব্যসনদবীয়সো বুধস্য।
শুভ্রাংশোশ্ছবিরিব শারদস্য পিত্রোঃ সন্তোষৈঃ সহ
ববৃধে তদীয়মূর্ত্তিঃ ॥ ৯১ ॥ নাগেনোরসি চামরেণ
চরণে বালেন্দুনা ফালকে পাণ্যোশ্চক্রগদাধনু-
র্ডমরুকৈর্মূর্ধ্নি ত্রিশূলেন চ। তত্তস্যাদ্ভুতমাকলয্য
ললিতং লেখাকৃতে লাঞ্ছিতং চিত্রং গাত্রমমংস্ত
তত্র জনতানেত্রৈর্নিমেষোজ্জিতৈঃ ॥ ৯২ ॥ সর্গে

পবর্ত্তনাৎ পিকলোকঃ সর্ব্বোঽপি কোকিলো বিকলোঽভবৎ। চরমাদন্ত্যাৎ পাদচারবিস্তারান্মরালকো হংসো বিকলোঽভবৎ। বিযোগিনী ॥৮৮॥ অচলাং ভূমিং পাদত্বিষা চরণকান্ত্যা নবীনৈর্ব্বিদ্রুমস্য রক্তবৃক্ষস্য পল্লবৈরাস্তৃতামিব। বিদ্রুমো রক্তবৃক্ষেঽপি প্রবালেঽপি পুমানয়মিতি মেদিনী। কাশ্মীরপরাগৈঃ পাটলাং শ্বেতরক্তাং ইব রচয়ন্ চন্দ্রতুল্যঃ শিশুঃ শনৈঃ শনৈশ্চচার ॥৮৯॥ মূর্দ্ধনি হিমকরস্য শীতকিরণস্য চন্দ্রস্য চিহ্নং নিটলে ললাটে নয়নস্য নেত্রস্যাঙ্কং চিহ্নমংসয়োঃ স্কন্ধয়োঃ শূলং বপুষিস্ফটিকেন সমানবর্ণং প্রাজ্ঞা বীক্ষ্য শম্ভুং মেনিরে। অনুমানালঙ্কারঃ। বৃত্তং গীতিঃ। আর্য্যা প্রথমদলোক্তং যদি কথমপি লক্ষণং ভবেদুভয়োঃ। কৃতযতিশোভাং তাং গীতিং গীতবান্ ভুজঙ্গেশঃ ইতি লক্ষণাৎ। লক্ষ্যৈতৎ সপ্তগণা গোপেতা ভবতি নেহ বিষমেজঃ। ষষ্ঠোঽয়ং ন লঘূ বা প্রথমেঽর্দ্ধে নিয়তমার্য্যায়া ইত্যার্য্যাপূর্ব্বার্দ্ধলক্ষণম্ ॥ ৯০ ॥ রাজনীতিকুশলস্য রাজ্ঞঃশ্রীরিব ব্যসনস্তুতে সক্তৌ পানস্ত্রীমৃগয়াদিষু। দৈবানিষ্টফলে পাপে বিপত্তৌ বিফলোদ্যমে ইতি মেদিনীকোশাদ্ব্যসনাদত্যাদেদবীয়সোদবীয়াংশ্চ দবিষ্ঠশ্চ সুদূরে ইত্যমরাদতিদূরস্য বিদ্যেব শরৎকালীনস্য চন্দ্রস্য ছবিরিব পিত্রোঃ সন্তোষৈঃ তদীয়া মূর্ত্তির্ব্ববৃধে প্রহর্ষণী ॥৯১॥ উরসি নাগেন চরণোশ্চামরেণ মস্তকে বালচন্দ্রেণ হস্তয়োশ্চক্রাদিভি র্মূর্দ্ধনি ত্রিশূলেন চাদ্ভুতং তস্য ললিতং গাত্রং সুকুমারাঙ্গবিন্যাসং শরীরং নেত্রৈ র্নিমেষরহিতৈরাকলয্য সম্যগবলোক্য রেখার্থং লাঞ্ছিতং চিত্রং তত্রত্যজনসমুদায়েঽমংস্ত ॥ শার্দূ০ ॥ ৯২ ॥ প্রাথমিকে সনকাদিসর্গে বিরতিং প্রয়াতি

এই মধ্যে আদিম উভয়ের কার্য্য হইতে কোকিল ও চরমকার্য্য হইতে মরাল এই উভয়েই বিকল হইয়াছিল। চন্দ্রতুল্য মনোজ্ঞ বালক, পদপ্রভায় বসুন্ধরাকে যেন অভিনব রক্তবৃক্ষের পল্লবদ্বারা আকীর্ণ করিয়া এবং কুঙ্কুমপরাগে যেন শ্বেতরক্তবর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেন। মস্তকে হিমাংশুর চিহ্ন, ললাটদেশে নয়নের চিহ্ন, স্কন্ধদ্বয়ে ত্রিশূল, সর্ব্বশরীর স্ফটিক সদৃশ দেখিয়া পণ্ডিতগণ,বালককে শম্ভু বলিয়া অনুমান করিয়া ছিলেন। রাজনীতিজ্ঞের রাজ্যলক্ষ্মীর তুল্য, ব্যসনাদি হেতু দূরবর্ত্তি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির তুল্য এবং শারদীয় শশধরের ছবির তুল্য বালকমূর্ত্তি জনক-জননীর সন্তোষের সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বক্ষঃস্থলে মাতঙ্গ, চরণে চামর, মস্তকে নবেন্দু, হস্তযুগলে চক্র, গদা, ধনু ও ডমরু, এবং মস্তকে ত্রিশূল,এই সকল চিহ্নে চমৎকারক বালকের, সেই সুললিতদেহ, নির্নিমেষদর্শনে অবলোকন করিয়া তত্রত্য জন সকল বিবেচনা করিতে লাগিল, যেন, এইরূপ রেখার জন্যই বালকের বিচিত্র দেহ চিহ্নিত হইয়াছে। প্রথমিক সৃষ্টি অর্থাৎ যে সর্গে সনকাদি ঋষিগণের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অবসান প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত

প্রাথমিকে প্রয়াতি বিরতিং মার্গে স্থিতে দৌর্গতে স্বর্গে দুর্গমতামুপেয়ুষি ভৃশং দুর্গে ঽপবর্গে সতি। বর্গে দেহভৃতাং নিসর্গমলিনে জাতাপবর্গেঽখিলে

সতি মার্গে দৌর্গত্যে দুর্গতিসম্পাদকে স্থিতে সতি স্বর্গে দুর্গমতাং দুষ্প্রাপ্যতাং উপেয়ুষি প্রাপ্তবতি সতি অপবর্গে মোক্ষে ভৃশমত্যন্তং তৎ দুর্গে দুষ্প্রাপে সতি দেহভৃতাং জীবানাং বর্গে সমুদায়ে নিসর্গাৎ স্বভাবাদেব মলিনে সতি তথাচ বিশ্বকর্ত্তুঃ অখিলেঽপি

পথ দুর্গতি প্রাপ্ত হইলে, স্বর্গ দুর্লভ হইয়া উঠিলে, অপবর্গ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইলে, দেহধারী জীববর্গ স্বাভাবিক মলিন হইলে, এবং বিশ্বরচয়িতা বিধাতার যাবতীয় সৃষ্টি উপসর্গ অর্থাৎ নাশকর বিঘ্নে যুক্ত হইলে, সদাশিব শঙ্করাচার্য্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ

সর্গে বিশ্বসৃজস্তদীয়বপুষা ভর্গোঽবতীর্ণো ভুবি ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদবতারকথাপরঃ।
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গঃ পূর্ণো দ্বিতীয়কঃ ॥

সর্গে জাতা উপসর্গা নাশকরাণি বিঘ্নানি যস্য তথাভূতে সতি তদীয়বপুষা শঙ্করাচার্য্যবিগ্রহাত্মনা ভর্গঃ সদাশিবঃ ভূমাববতীর্ণঃ ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বালগোপালতীর্থ শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারসূনুধনপতিসূরিকৃতে শঙ্করবিজয়ডিণ্ডিমে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩।

ইতি শ্রীমাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করাবতার নামক
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি বালমৃগাঙ্কশেখরে সতি বালত্বমুপাগতে ততঃ। দিবিষৎপ্রবরাঃ প্রজজ্ঞিরে ভুবি ষট্‌শাস্ত্রবিদাং সতাং কুলে ॥ ১ ॥ কমলানিলয়ঃ কলানিধে র্বিমলা-

এবং শিবাবতারমুপবর্ণ্য তদনুদেবাবতারমুপবর্ণয়িতু মুপক্রমতে ইতীতি। এবং বালচন্দ্রশেখরে শিবে বালত্বং প্রাপ্তে সতি তদনন্তরং সুরোত্তমা ভুবি ষট্‌শাস্ত্রবিদাং সতাং কুলে প্রজজ্ঞিরে

এইরূপে নবচন্দ্রমৌলি মহাদেব বালভাব প্রাপ্ত হইলে, তদনন্তর অমরগণ ভূতলে ষড়্‌দর্শনবেত্তা পণ্ডিতদিগের কুলে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ১।

দ্ব্যাদজনিষ্ট ভূসুরাৎ। ভুবি পদ্মপদং বদন্তি যং স বিপদ্ যেন বিবাদিনাং যশঃ ॥ ২ ॥ পবনোঽপ্যজনি

প্রাদুর্বভূবুঃ বৈত্যা॰ ॥ ১ ॥ তত্রাদৌ বিষ্ণোরবতারমাহ। কমলায়াঃ লক্ষ্ম্যা নিলয়ঃ শ্রীবিষ্ণুঃ সর্ব্বাসাং কলানাং নিধে র্বিমলাভিধাৎ ভূসুরাৎ ব্রাহ্মণাৎ ভুবি অজনিষ্টপ্রাদুরভূৎ। ভুবীত্যুত্তরান্বয়ি বং ভুবি পদ্মপদং বদন্তি যেন বিবাদিনাং যশঃ সবিপৎ বিপদা

ভূতলে যাঁহাকে পদ্মপাদ বলিয়া সকলে আহ্বান করিত, এবং যাঁহার সহিত বিবাদী লোকের কীর্ত্তিকলাপ বিপদাপন্ন হইয়াছিল, কমলার নিলয় স্বরূপ

প্রভাকরাৎ সবনোন্মীলিতকীর্ত্তিমণ্ডলাৎ। গলহস্তিতভেদবাদ্যসৌ কিল হস্তামলকাভিধাম ধাৎ ॥৩॥ পবমানদশাংশতোঽজনি প্লবমানাঞ্চতি যদ্‌যশোঽম্বুধৌ। ধরণী মথিতা বিবাদিবাক্‌তরণী যেন স তোটকাহ্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ উদভাবি শিলাদসূনুনা মদবদ্বাদিকদম্বনিগ্রহৈঃ। সমুদঞ্চিতকীর্ত্তিশালিনং যমুদঙ্কং ব্রুবতে মহীতলে ॥ ৫ ॥ বিধিরাস সুরেশ্বরো গিরাং নিধিরানন্দগিরির্ব্ব্যজায়ত। অরুণোঽজায়ত চিৎসুখাহ্বয়ঃ ॥ ৬ ॥ অপরেঽপ্যভবন্ দিবৌকসঃ

সহ বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ ॥২॥ পবনোঽপি প্রাতঃ সবনাদিনোন্মীলিতং প্রস্ফোরিতং কীর্ত্তিলক্ষণং মণ্ডলং যস্য তস্মাৎ প্রাতঃকালোন্মীলিতমণ্ডলঃ সূর্য্যস্তত্তুল্যাৎ প্রভাকরাভিধাত্ সুরাদজনিপ্রাদুরভূৎ। গলে হস্তিতাঃ কণ্ঠে হস্তেন গৃহীতা ইব রুদ্ধকণ্ঠাঃ কৃতা ভেদবাদিনো যেনাসাববতীর্ণো বায়ুঃ কিল প্রসিদ্ধং হস্তামলকেতি সংজ্ঞামধাৎ ॥ ৩ ॥ বায়োরেকদেশাংশাবতারমাহ। পবমানস্য পবনস্য দশাংশতঃ স তোটকাখ্যোঽজনি। যস্য যশোলক্ষণেজলধৌ প্লবমানা উত্তরন্তী ধরণী অঞ্চতি যেন বিবাদিবাক্‌তরণী মথিতা ইত্যর্থঃ ॥৪॥ শিলাদস্য সূনুনা পুত্রেণ নন্দিসংজ্ঞকেনোদভাবি শিলাদসূনুঃ প্রাদুরভূৎ। যং মদবদ্বাদিকদম্বানাং মদযুক্তবাদিসমুদায়ানাং নিগ্রহৈঃ সমুল্লসন্ত্যা কীর্ত্যা শোভত ইতি তথা তং মহীতলে উদঙ্কং বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ বিধি র্ব্রহ্মা সুরেশ্বরো মণ্ডনাপরসংজ্ঞ আস বভুব। গিরাং নিধির্ব্বাচস্পতিরানন্দগিরিরজায়ত। অরুণো গরুড়ভ্রাতা সূর্য্যো বা সনন্দনসংজ্ঞঃ সমভবৎ। যদ্যপি বিষ্ণুঃ পদ্মপাদসংজ্ঞো বভুবেত্যুক্তং স এব চ বক্ষ্যমাণরীত্যা সনন্দনস্তথাপি পক্ষান্তরমাশ্রিত্যৈকত্র বোভয়াংশাবতরণমাশ্রিত্যাবিরোধঃ সম্পাদনীয়ঃ। বরুণো জলাধীশশ্চিৎসুখসংজ্ঞোঽজায়ত ॥ ৬ ॥ অপরেঽপি স্বীয়ৈঃ স্বৈরৈশ্চ

শ্রীবিষ্ণু, কলানিধি বিমলাচার্য্যনামক ব্রাহ্মণ হইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ২।

প্রাতঃকালীন যাগাদি অনুষ্ঠানে যাঁহার কীর্ত্তিরাশি সর্ব্বদা উন্মীলিত থাকিত, সেই প্রভাকর তুল্য প্রভাকর ব্রাহ্মণ হইতে পবনদেবও জন্মগ্রহণ করিলেন। যাঁহারা ঈশ্বরের ভেদবাদী সেই সকল লোকদিগের গলে হস্ত দিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রুদ্ধকণ্ঠ করিয়া রাখিতেন বলিয়া তিনি হস্তমালক নামে সর্ব্বদা অভিহিত হইতেন। যাঁহার কীর্ত্তিসাগরে সন্তরণ করিতে করিতে ধরাদেবী গমন করিয়া থাকেন ও যিনি বিবাদী লোকের বাক্যরূপ তরণী মন্থন করিয়াছিলেন পবনের অংশ হইতে সেই তোটক জন্মগ্রহণ করিলেন। ৩। ৪।

শিলাদের পুত্র নন্দী উৎপন্ন হইল। সগর্ব্ববাদী সকলের নিগ্রহ হেতু যাঁহার কীর্ত্তিরাজি সর্ব্বদা সমুল্লসিত থাকিত এবং ঐরূপ কীর্ত্তিশালী ছিলেন বলিয়া ধরাতলে যাঁহাকে সকলে উদঙ্ক বলিয়া আহ্বান করিত। ৫।

জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা মণ্ডন নামে অভিহিত হইলেন, বাক্যের নিধিস্বরূপ অর্থাৎ বাচস্পতি আনন্দগিরি নামে কথিত হইলেন। অরুণ অর্থাৎ গরুড়ের ভ্রাতা অথবা সূর্য্য, সনন্দন সংজ্ঞা ধারণ করিলেন ও জলাধিপতি বরুণ চিৎসুখ সংজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। *। ৬।

---

* বিষ্ণু পদ্মপাদ নামে কথিত হইয়াছেন ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং যে সকল রীতি বলা যাইবে তাহাদ্বারা সেই বিষ্ণুই সনন্দন নামে কথিত হইবেন। তথাপি একস্থানে উভয় অংশের অবতরণ আশ্রয় করিয়া অবিরোধ স্বীকার করিতে হইবে।

স্বপরের্ষ্যাপরবিদ্বিষঃ চরণং পরিসেবিতুং জগচ্ছরণং ভূসুরপুঙ্গবাত্মজাঃ ॥ ৭ ॥ চার্ব্বাকদর্শন-বিধানসরোষধাতৃশাপেন গীষ্পতিরভূদ্ভুবি মণ্ড-নাখ্যঃ। নন্দীশ্বরঃ করুণয়েশ্বরচোদিতঃ সন্নানন্দ-গির্য্যভিধয়া ব্যজনীতি কেচিৎ ॥ ৮ ॥ অথাবতীর্ণস্য বিধেঃ পুরন্ধ্রী সাঽভূদ্যদাখ্যোভয়ভারতীতি। সর-স্বতী সা খলু বস্তুবৃত্ত্যা লোকোঽপি তাং বক্তি সর-স্বতীতি ॥ ৯ ॥ পুরা কিলাধ্যৈষিত ধাতুরন্তিকে সর্ব্বজ্ঞকল্পা মুনয়ো নিজং নিজম্। বেদং তদা দুর্ব্বসনোঽতি কোপনো বেদানধীয়ন্ ক্বচিদস্খলৎ-স্বরে ॥ ১০ ॥ তদা জহাসেন্দুমুখী সরস্বতী যদ-

সহ বা ঈর্ষ্যা মৎসরস্তৎপরান্ দেবান্ স্বপরেষু বা ঈর্ষ্যা তৎ-পরান্ বা বিদ্বিষন্তীতি তে দিবিষদঃ স্বপরের্ষ্যাপরান্ বিদ্বে-ষ্টীতি বা তস্য প্রভোঃ শ্রীশঙ্করস্য চরণং জগতাং শরণং সেবিতুং ব্রাহ্মণোত্তমানাং পুত্রা অভবন্ ॥ ৭ ॥ বিধিরাশ স্বরেশ্বরো গিরাং নিধিরানন্দগিরির্বাজায়তেত্যুক্তমিতি। ইদানীং মতান্তরমাহ। চার্ব্বাকানাং দেহাত্মবাদিনাস্তিকানাং দর্শনস্য শাস্ত্রস্য বিধানেন সরোষস্য ধাতুর্ব্রহ্মণঃ শাপেন গীষ্পতি র্দেব-গুরু র্ভুবি মণ্ডনসংজ্ঞোঽভূৎ। নন্দীশ্বরঃ করুণয়া ঈশ্বরেণ মহা-দেবেন প্রেরিতঃ সন্ আনন্দগিরিসংজ্ঞয়া ব্যজনীতি কেচিৎ বদন্তম্° ॥ ৮ ॥ অথ তথাঽবতীর্ণস্য বিধেঃ পুরন্ধ্রী কুটুম্বিনী। সা প্রসিদ্ধা সরস্বতী প্রাদুরভূৎ। কাকাক্ষিগোলকন্যায়েনা-ভূৎ পদমুভয়ত্র সম্বধ্যতে। যস্যাঃ সংজ্ঞা উভয়ভারতীত্যভূৎ খলু-প্রসিদ্ধং। বস্তুবৃত্ত্যাপি সা সরস্বতী লোকোঽপি তাং সরস্বতী-ত্যেব বদতি। জতো জগৌ গৌ বিষমে সমে স্যাত্তৌজ্ গৌ গ এষা বিপরীতপূর্ব্বা ॥৯॥ সরস্বত্যবতরণে নিমিত্তমাহ। পুরা-পূর্ব্বং কিল ধাতুরন্তিকে ব্রহ্মণঃ সমীপে সর্ব্বজ্ঞকল্পা ঈষদূন-সর্ব্বজ্ঞা মুনয়ঃ স্বীয়ং স্বীয়ং বেদমধ্যৈষিত পঠিতবন্ত স্তদাতি-কোপনো দুর্ব্বসনো দুর্ব্বাসা মুনি র্বেদান্ পঠন্ কচিৎ স্বরেঽস্খ-লৎ স্খলনং প্রাপ উপ° ॥ ১০ ॥ তদা তস্মিন্ কালে চন্দ্রবন্মুখং

অন্যান্য দেবগণও স্বকীয় এবং পরের উপর ঈর্ষ্যা-সক্ত লোকদিগের উপর বিদ্বেষ্টা, সেই প্রভু শঙ্করা-চার্য্যের ত্রিজগতের শরণ্য স্বরূপ চরণ সেবা করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণপ্রবরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করি-লেন। ৭।

যাহারা দেহে আত্মারোপ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে চার্ব্বাক বলে। সেই নাস্তিকচার্ব্বাক-দিগের দর্শন শাস্ত্রে রুষ্ট হইয়া বিধাতা অভিসম্পাত প্রদান করিলে বৃহস্পতি ভূতলে মণ্ডনসংজ্ঞা ধারণ করিলেন। মহাদেব করুণাপূর্ব্বক নন্দীশ্বরকে প্রেরণ করিলে পর, তিনিই আনন্দগিরি নামে অভিহিত হইয়া ছিলেন, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ৮।°

অনন্তর বিধাতা অবতীর্ণ হইলে পর, তাঁহার কুটুম্বিনী প্রসিদ্ধ সেই সরস্বতীদেবী প্রাদুর্ভূত হইলেন। সরস্বতীর নাম উভয় ভারতী ছিল। বস্তুগত্যা তিনি সরস্বতী ত সরস্বতী ছিলেন, এই জন্য লোকেও তাঁহাকে সরস্বতী বলিয়া আহ্বান করিত। ৯।

সরস্বতী জন্মিবার কারণ এই—পূর্ব্বকালে এক-দিন বিধাতার সমীপে সর্ব্বজ্ঞ কল্প মুনিগণ নিজ নিজ বেদপাঠ করিয়াছিলেন। তৎকালে কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা মুনির, বেদপাঠ করিবার কালে কোনএক-স্বরে স্খলন অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছিল। ১০।

° শ্লোকে বৃহস্পতি আনন্দগিরি হইয়াছিলেন, এইস্থানে তাঁহার মতোত্তর হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঙ্গমর্ণোদ্ভবশব্দসন্ততিঃ। চুকোপ তস্যৈ দহনানুকারিণা নিরৈক্ষতাক্ষ্ণা মুনিরুগ্রশাসনঃ ॥১১॥ শশাপ তাং দুর্ব্বিনয়েঽবনীতলে জায়স্ব মর্ত্যেষ্বিতি সা সরস্বতী। প্রসাদয়ামাস নিসর্গকোপনং তৎপাদমূলে পতিতা বিষাদিনী ॥ ১২ ॥ দৃষ্ট্বা বিষণ্ণাং মুনয়ঃ সরস্বতীং প্রসাদয়াঞ্চক্রুরিমং তমাদরাৎ। কৃতাপরাধং ভগবন্ ক্ষমস্ব তাং পিতেব পুত্রং বিহিতাগসং মুনে ॥ ১৩ ॥ প্রসাদিতোঽভূদথ সংপ্রসন্নো বাণ্যা মুনীন্দ্রৈরপি শাপমোক্ষম্। দদৌ যদা মানুষশঙ্করস্য সন্দর্শনং স্যাত্তবিতাস্যমর্ত্যা ॥ ১৪ ॥ সা

যস্যাঃ সা সরস্বতী জহাস হসিতবতী। যদঙ্গমর্ণোদ্ভবশব্দসন্ততিঃ অর্ণেভ্যঃ বর্ণেভ্যো উদ্ভব উৎপত্তি র্যস্যাঃ সা চাসৌ শব্দসন্ততি র্যস্যাঃ অঙ্গং তস্যৈ হাস্যকৃতবত্যৈ সরস্বত্যৈ চুকোপ কোপং কৃতবান্। তমুগ্রামেব দর্শয়তি। দহনং বহ্নিমনুকরোতীতি দহনানুকারিতেনাক্ষ্ণা নেত্রেণোগ্রশাসনো মুনি নিরৈক্ষত দৃষ্টবান্। বংশস্থং ॥১১॥ ততঃ কিং কৃতবানিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। তাং শশাপেতি শাপমেব দর্শয়তি। হে দুর্ব্বিনয়ে! ভূতলে মর্ত্যেষু মনুষ্যেষু জায়স্ব জন্ম লভস্ব। এবং শপ্তা সরস্বতী অবিভেৎ ভয়ং প্রাপ। ভীতা চ সতী বিষাদিনী তৎপ্রসাদোপায়াভাবচিন্তনেন চেতোজ্বরবতী তস্য দুর্ব্বাসসঃ পাদস্য মূলে সমীপে পতিতা। নিসর্গাৎ স্বভাবাদেব কোপনং মুনিং প্রসাদয়ামাস তৎপ্রসন্নতার্থং যত্নং কৃতবতীত্যর্থঃ উপ০ ॥ ১২ ॥ অথ মুনয়ঃ খিন্নাং সরস্বতীং দৃষ্ট্বা তমিমং দুর্ব্বাসসং আদরাৎ প্রসাদয়ামাসুঃ। হে মুনে! বিহিতাপরাধং পুত্রং পিতা যথা ক্ষমতে তথা হে ভগবন্! কৃতাপরাধাং তাং সরস্বতীং ক্ষমস্ব ॥ ১৩ ॥ অথ সরস্বত্যা মুনীন্দ্রৈশ্চ প্রসাদিতঃ সম্প্রসন্নো দুর্ব্বাসাঃ শাপস্য মোক্ষং দদৌ। কিং তদিতি তত্রাহ যদা মানুষশঙ্করস্য শঙ্করাচার্য্যরূপেণাবতীর্ণস্য সম্যক্ সাক্ষ্যপূর্ব্বকং দর্শনং স্যাত্তদাঽমর্ত্যা ভবিষ্যসীত্যর্থঃ বিপরী০ ॥ ১৪ ॥ সা সর-

তৎকালে চন্দ্রাননা সরস্বতী হাস্য করিয়াছিলেন। হাস্য করিবার কারণ এই—বর্ণ হইতে যে সকল শব্দরাশি উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত শব্দরাশি সরস্বতীর অঙ্গস্বরূপ। ইহাতে উগ্রশাসন দুর্ব্বাসা মুনি, দহনসদৃশ নেত্রদ্বারা হাস্যকারিণী সরস্বতীর উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অভিসম্পাত করিলেন। হে দুর্ব্বিনীতে! "তুই ভূতলে মনুষ্য গৃহে জন্মগ্রহণ কর্!" এইরূপ শাপ শ্রবণ করিয়া সরস্বতী ভীতা হইলেন, এবং কি উপায়ে ইঁহাকে প্রসন্ন করিব? তাহার উপায় কি? এই সকল চিন্তা করিয়া হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। পরে বিষাদিনী হইয়া দুর্ব্বাসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্রুদ্ধস্বভাব দুর্ব্বাসাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যত্ন করিলেন। ১১। ১২।

অনন্তর মুনিগণ সরস্বতীকে বিষণ্ণ দেখিয়া সেই বিখ্যাত ক্রোধনশীল দুর্ব্বাসাকে আদরপূর্ব্বক প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। হে মুনে! কৃতাপরাধ পুত্রকে যেরূপ পিতা ক্ষমা করিয়া থাকেন সেইরূপ আপনিও অপরাধিনী সরস্বতীকে ক্ষমা করুন্। ১৩।

সরস্বতী ও মুনীন্দ্রগণ তাঁহাকে এইরূপে প্রসন্ন করিলে দুর্ব্বাসা মুনি শাপমোচনের সময় দেখাইয়া দিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, যৎকালে মনুষ্যমূর্ত্তিধারী শঙ্করাচার্য্যের দর্শন হইবে তখনই তুমি মানবীমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেবীমূর্ত্তি ধারণ করিবে। ১৪।

শোণতীরেঽজনি বিপ্রকন্যা সর্ব্বার্থবিৎ সদ্গুণোপপন্না। যস্যা বভূবুঃ সহজাশ্চ বিদ্যাঃ শিরোগতং কে পরিহর্ত্তুমীশাঃ ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি ষড়ঙ্গবেদান্ কাব্যাদিকান্ বেত্তি পরঞ্চ সর্ব্বং। তন্না স্তি নো বেত্তি যদত্র বালা তস্মাদভূচ্চিত্রপদং জনানাম্ ॥ ১৬ ॥ সা বিশ্বরূপং গুণিনং গুণজ্ঞা মনোঽভিরামং দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ। শুশ্রাব তাঞ্চাপি স বিশ্বরূপস্ত স্যাস্তয়োর্দর্শনলালসাঽভূৎ ॥ ১৭ ॥ অন্যোন্যসন্দর্শন-

সরস্বতী শোণাখ্যনদস্য তীরে বিপ্রস্য বিষ্ণুমিত্রসংজ্ঞকস্য কন্যাঽজনি। তাং বিশিনষ্টি সর্ব্বানর্থান্ বেত্তীতি সর্ব্বার্থবিৎ সা চাসৌ সদ্গুণৈরুপপন্না যুক্তা চ। ভিন্নং বা পদং। যস্যাঃ পুনর্ব্বিদ্যা ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্বসংজ্ঞাশ্চত্বারো বেদাঃ, শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণছন্দো জ্যোতিষং নিরুক্তিরিতি ষড়ঙ্গানি, মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রং ন্যায়ঃ-পুরাণমিতি চতুর্দ্দশ সহজাঃ সহোৎপন্না বভূবুঃ। যস্মাচ্ছিরোগতং শিরসি স্থিতং পরিহর্ত্তুং কে সমর্থা ন কেঽপি দুর্ব্বাসাদয় ইত্যর্থঃ। উ০ ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বাণি সাঙ্খ্যপাতঞ্জলবৈশেষিকন্যায়মীমাংসাবেদান্তাখ্যানি শাস্ত্রাণি ব্যাকরণাদীনি ষড়ঙ্গানি ঋগাদীন্ বেদান্ কাব্যনাটকাদীন্ পরমন্যচ্চ সর্ব্বং বেত্তি। কিং বহুনা অত্র জগতি তন্নাস্তি যদ্বালা সরস্বতী ন জানাতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ সা বালা অত্র লোকে জনানামাশ্চর্য্যাস্পদভূতা অভূৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ এবং সরস্বত্যাঃ প্রাদুর্ভাবমুপবর্ণ্য তস্যা বিবাহং বক্তুমুপক্রমতে সা গুণজ্ঞা সরস্বতী বিশ্বরূপং মণ্ডনাপরনামধেয়ং গুণিনং মনোঽভিরামং দ্বিজশ্রেষ্ঠেভ্যঃ শ্রুতবতী। স গুণজ্ঞো বিশ্বরূপস্তামপি গুণবতীং সরস্বতীং মনোঽভিরামাং দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ শ্রুতবান্। তস্মাৎ তয়োর্গুণসরস্বত্যো দর্শনলালসা জাতা উপে০ ॥ ১৭ ॥ এব-

সরস্বতী শোণনদের তীরে বিষ্ণুমিত্রনামক ব্রাহ্মণের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই কন্যা সকল শাস্ত্রের অর্থ জানিতেন এবং সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যাঁহার ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারিবেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ এবং নিরুক্তি এই ষড়ঙ্গ; মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায় এবং পুরাণ এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যা, সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল। সরস্বতী শাপ প্রাপ্ত হইলেন অথচ তাঁহার বিদ্যা সকল লুপ্ত না হইবার একমাত্র কারণ এই যে, লোকের মস্তকমধ্যে যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পরিহার করিতে কেহই সমর্থ নহে। সুতরাং দুর্ব্বাসা মুনি শাপ প্রদান করিয়াও সরস্বতীর বিদ্যা বিলোপ করিতে পারেন নাই।১৫।

সরস্বতী সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা এবং বেদান্ত শাস্ত্র, ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গ, ঋগাদি চারিবেদ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি ও অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রই জানিতে পারিলেন। অধিক কি, বালিকা সরস্বতী জানিতেন না এইরূপ কোন শাস্ত্রই ছিল না। এই সমস্ত কারণে এই জগতে সেই বালিকা সকল লোকেরই আশ্চর্য্য দায়িনী হইয়া উঠিলেন। ১৬।

গুণবতী সরস্বতী ব্রাহ্মণ প্রবরদিগের মুখ হইতে শ্রবণ করিলেন যে, বিশ্বরূপ নামে (অবান্তর নাম মণ্ডন) এক মনোরম গুণী লোক বিদ্যমান আছেন। বিশ্বরূপও পরম্পরায় সেই কন্যার রূপ লাবণ্য শ্রবণ করিলেন। সেই কারণে পরস্পরের দর্শন স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। পরস্পর পরস্পরের দর্শনাভিলাষী হইয়া অধিকতর চিন্তা বশতঃ নিদ্রাবস্থায় দর্শন এবং সম্ভাষণ

লালসৌ তৌ চিন্তাপ্রকর্ষাদধিগম্য নিদ্রাম্। অবাপ্য সন্দর্শনভাষণানি পুনঃ প্রবুদ্ধৌ বিরহাগ্নিতপ্তৌ ॥১৮ দিদৃক্ষমাণাবপি নেক্ষমাণাবন্যোন্যবার্ত্তাহৃতমানসৌ তৌ। যথোচিতাহারবিহারহীনৌ তনৌ তনুত্বং স্মরণাদুপেতৌ ॥ ১৯ ॥ দৃষ্ট্বা তদীয়ৌ পিতরৌ কদাচিদপৃচ্ছতাং তৌ পরিকর্শিতাঙ্গৌ। বপুঃ কৃশন্তে মনসোঽপ্যগর্ব্বো ন ব্যাধিমীক্ষে ন চ হেতুমন্যং ॥২০ ইষ্টস্য হানেরনভীষ্টযোগাদ্ভবন্তি দুঃখানি শরীরভাজাম্। বীক্ষে ন তৌ যাবপি বীক্ষমাণো বিনা নিদানং নহি কার্য্যজন্ম ॥ ২১ ॥ ন তেঽত্যগাদুদ্বহনস্য কালঃ পরাবমানো ন চ নিঃস্বতা বা। কুটুম্বভারো ময়ি দুঃসহোঽয়ং কুমাররত্নেস্তব কাঽত্র পীড়া ॥ ২২ ॥ ন মূঢভাবঃ পরিতাপহেতুঃ পরাজিতির্ব্বা।

সুতয়োস্তয়োশ্চিন্তনপ্রকর্ষাল্লব্ধস্বাপ্নিকসন্দর্শনাদিকয়োঃ প্রবোধকালে বিরহাগ্নিসন্তাপো জাতঃ ইত্যাহ অন্যোন্যেতি ॥ ১৮ ॥ দ্রষ্টুমিচ্ছমানাবপি নেক্ষমাণৌ স্বাপ্নিকয়াঽন্যোন্যবার্ত্তয়া হৃতমানসৌ যথোচিতাহারবিহাররহিতৌ পরস্পরস্মরণাচ্ছরীরে সূক্ষ্মতামবাপতুঃ ॥ ১৯ ॥ কদাচিত্তদীয়ৌ পিতরৌ পরিকর্শিতশরীরৌ তৌ দৃষ্ট্বা পৃষ্টবন্তৌ। কিং তদিতি তত্রাহ। শরীরং তে কৃশং মনশ্চাগর্ব্বন্তদেতৎ কিং নিমিত্তমহন্তু রোগং বা অন্যদ্বৈতন্নিমিত্তং নেক্ষে ॥ ২০ ॥ নচ হেতুমন্তমিত্যুক্তং বিবৃণোতি। ইষ্টবিয়োগাদনিষ্টসংযোগাচ্চ দেহবতাং দুঃখানি ভবন্তি। তৌ যাবপি বীক্ষমাণো বিচার্য্যমাণোঽহং ন বীক্ষে। তর্হি নিদানং বিনৈবৈতৎ স্যাদিতি চেত্তত্র নিদানং কারণং বিনা হি প্রসিদ্ধং কার্য্যস্য জন্ম ন ভবতি। তস্মাত্বদদৃষ্টমেতন্নিদানং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। আখ্যা০ ॥ ২১ ॥ নিদানান্তরাণ্যপি ন সন্তীত্যাহ। তব বিবাহস্য কালোঽপি নৈবাতিক্রান্তঃ। পরেভ্যোঽপমানোঽপি তব নাস্তি। নির্ধনতাপি তে ন ভবতি। কিং চ কুটুম্বদুঃখসহো ভারোঽপি ময়ি বর্ত্ততেঽতস্তবাত্র লোকে কা পীড়া ন কাপীত্যর্থঃ উপে০ ॥ ২২ ॥

করিয়া পুনর্ব্বার যখন জাগরিত হইত তখনই বিরহানলে সন্তপ্ত হইত। উভয়েই দর্শন করিতে ইচ্ছা করিত কিন্তু দর্শন ঘটিয়া উঠিতনা। কিন্তু স্বপ্নলব্ধ পরস্পরের আলাপে উভয়েরই হৃদয় অপহৃত হইত এবং যথাযোগ্য আহার ও বিহার বর্জ্জিত হইয়া পরস্পর, পরস্পরের স্মরণ হেতু শারীরিক কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদীয় জনক জননী উভয়কে কৃশাঙ্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শরীর কৃশ, মনে ও কোন গর্ব্ব নাই, অতএব ইহার কারণ কি ?। আমি কিন্তু তোমার রোগ কি অন্য কোন নিমিত্ত দেখিতে পাইনা। ইষ্ট বস্তুর বিয়োগে এবং অনিষ্ট বস্তুর সংযোগে শরীরধারী ব্যক্তিদিগের দুঃখ রাশি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমি কিন্তু সেই ইষ্ট বিয়োগ কি অনিষ্ট সংযোগ এই উভয়েরই কিছুই দেখিতে পাইনা। অথচ কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হইতেই পারেনা। অতএব আমি আপাততঃ যে কারণ দেখিতে পাইতেছিনা তাহা আমাকে বলিতে হইবে। তোমার বিবাহের কালও অতিক্রম হয় নাই, পরেও তোমাকে কোনরূপ অপমান করে নাই, এবং দুঃসহ কুটুম্ব ভরণের ভার তাহাও আমার উপর অর্পিত আছে। অতএব বালকস্বভাব তোমার কোনরূপ পীড়া হইবার কারণ দেখি নাই। অপিচ সন্তাপের কারণ মূঢ়ভাব এবং সন্তাপের

তব তন্নিদানম্। বিদ্বৎসু বিস্পষ্টতরাঽগ্রপাঠাৎ স্বদুর্গমার্থাদপি তর্কবিদ্ভিঃ॥ ২৩ ॥ আজন্মনো বিহিতকর্ম্মনিষেবণস্তে স্বপ্নেঽপি নাস্তি বিহিতেতর-কর্ম্মসেবা। তস্মান্ন ভেয়মপি নারকযাতনাভ্যঃ কিং তে মুখং প্রতিদিনং গতশোভমাস্তে ॥ ২৪ ॥ নির্ব্বন্ধতো বহুদিনং প্রতিপাদ্যমানৌ বক্তুং কৃপা-

কিঞ্চ সন্তাপহেতু মূঢ়তাবোঽপি তব নাস্তি। তথা সন্তাপস্য কারণং পরাজয়োঽপি তব নাস্তি। তত্র হেতুঃ বিদ্বৎসু তর্কবিদ্ভিরপি সুদুর্গমোঽর্থো যস্য তস্মাৎ সুদুর্জ্ঞেয়ার্থাদিতি কচিৎ পাঠঃ। তথা-ভূতাদ্বিস্পষ্টতরাগ্রে পাঠাদ্ধেতোঃ শ্রেষ্ঠপাঠাদিতি বা প্রপাঠা-দিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ২৩ ॥ কিং চ জন্মপ্রভৃতি তব বেদবিহিতস্য কর্ম্মণঃ সম্যক্ সেবনমস্তি বিহিতাদন্যস্য কর্ম্মণঃ সেবা তু স্বপ্নে-ঽপি তব নাস্তি। তস্মান্নারকযাতনাভ্যোঽপি ন ত্বয়া ভেতব্যং। তথাচ শোকবিতরদুঃখবিনির্ম্মুক্তস্য তে মুখং শোভারহিতং কিমাস্তেঽত্র কিং নিমিত্তমিত্যর্থঃ বদ ॥ ২৪ ॥ এবমত্যাগ্রহাদ্ বহুদিননিমিত্তং বক্তুং কথ্যমানৌ স্নেহজন্যকৃপাতিশয়যুক্তৌ

কারণ পরাজয় ইহাও তোমার বিদ্যমান নাই। তাহার কারণ এই, পণ্ডিতদিগের মধ্যে তার্কিকেরা তর্ক করিয়াও যাহার অর্থ বোধ করিতে অসমর্থ, তুমি সুস্পষ্টরূপে তাহার অগ্রে পাঠ করিয়াছ। অতএব তোমার কোনপ্রকার পীড়ার কারণ দেখিতে পাই না। আজন্ম বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ত্যাগ কর নাই, সুতরাং নরক যাতনা হইতেও কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই। তথাপি কেন তোমার বদন শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে? । ১৭ । ১৮ । । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।

এইরূপে অতিশয় আগ্রহহেতু বহুদিনের কারণ

ভরযুতাবিদমূচতুঃ স্ম। নির্ব্বন্ধতস্তব বদামি মনোমতং মে বাচ্যং ন বাচ্যমিতি যদ্বিতনোতি লজ্জাম্ ॥ ২৫ ॥ শোণাখ্যপুন্নদতটে বসতো দ্বিজস্য কন্যা শ্রুতিং গতবতী দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ। সর্ব্বজ্ঞতাপদমনুত্তমরূপবেষাং তামুদ্বিবক্ষতি মনো ভগবন্মদীয়ম্ ॥ ২৬ ॥ পুত্রেণ সোঽতি-

পিতরৌ কর্ম্ম। মণ্ডনসরস্বত্যাবিদং বক্ষ্যমাণমূচতুঃ স্ম। কিমি-ত্যপেক্ষায়ামাদৌ মণ্ডনবচনমুদাহরতি। যদ্বাচ্যং ন বাচ্যমিতি মে লজ্জাং বিস্তারয়তি তৎ স্বমনসি স্থিতং ভবাত্যাগ্রহাদ্বদামি ॥ ২৫ ॥ তদ্দর্শয়তি শোণাখ্যপুন্নদস্য তটে বাসং কুর্ব্বতো বিষ্ণুমিত্রাখ্যস্য বিপ্রস্য কন্যা সর্ব্বজ্ঞতাশ্রয়ভূতা অনুত্তমরূপ-বেষবতী বিপ্রবরেভ্যঃ শ্রবণং প্রাপ্তবতী। অতো হে ভগবন্! মদীয়ং মনস্তামুদ্বোঢুমিচ্ছতি ॥ ২৬ ॥ এবমতি বিনয়ং যথা-

বলিবার জন্য যে দুইজন সর্ব্বদা নিযুক্ত, সেই স্নেহময় এবং কৃপাপরবশ জনক জননীকে মণ্ডন এবং সরস্বতী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে অগ্রে মণ্ডনের বাক্য উদাহৃত হইতেছে, যে কথা আপনাদের সম্মুখে বলিতে পারা যায় না তাহা বলিতে হইবে বলিয়া প্রথমতঃ আমার লজ্জা হইতেছে। এক্ষণে আমার মনোমধ্যে যাহা অবস্থিত, তাহাই আমি আপনার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি। শোণনামক নদীতটে বিষ্ণুমিত্রনামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার আশ্রয় ও অনুপম রূপলাবণ্যবতী এক কন্যা আছে, ইহা আমি দ্বিজবরদিগের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। অতএব হে ভগবন্! আমার চিত্ত তাহাকেই বিবাহ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছে। । ২৫ । ২৬ ।

বিনয়ং গদিতোঽস্বশাদ্ধৌ বিপ্রৌ বধূবরণকর্ম্মণি সম্প্রবীণৌ। তাবাপতু র্দ্বিজগৃহং দ্বিজসন্দিদৃক্ষূ দেশানতীত্য বহুলান্নিজকার্য্যসিদ্ধ্যৈ ॥ ২৭ ॥ ভূভূন্নিকেতনগতঃ শ্রুতবিশ্বশাস্ত্রঃ শ্রীবিশ্বরূপ ইতি যঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্। তৎপাদপদ্মরজসে স্পৃহয়ামি

ভাবস্তথা পুত্রেণ কথিতঃ স হিমমিত্রো বধূবরণকর্ম্মণ্যতিকুশলৌ দ্বৌ বিপ্রৌ অস্মাৎ প্রেষিতবান্ বধূবরণকর্ম্মণাজ্ঞপ্তবানিতি বা। তৌ নিজকার্য্যসিদ্ধ্যর্থং বিষ্ণুমিত্রদর্শনেচ্ছু বহুলান্ দেশানুল্লঙ্ঘ্য বিষ্ণুমিত্রগেহমবাপতুঃ ॥ ২৭ ॥ অথোভয়ভারতীবাক্যমুদাহরতি। রাজস্থাননিবাসী অশেষাখিলশাস্ত্রো যো বিশ্বরূপ ইতি ভূমৌ প্রখ্যাতস্তস্য চরণরজসে স্পৃহাং করোমি। স্পৃহেরীপ্সিতঃ

পুত্র এইরূপে অতিশয় বিনয় সহকারে মনোভাব ব্যক্ত করিলে পর পিতা হিমমিত্র, বধূর বরণকার্য্যে একান্ত দক্ষ দুইজন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাও নিজকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত বিষ্ণুমিত্রের দর্শনাভিলাষী হইয়া বিবিধজনপদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে বিষ্ণুমিত্রের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৭।

উভয় ভারতীর কথা উদাহৃত হইতেছে। রাজস্থান নিবাসী সমস্তশাস্ত্রের পারদর্শী শ্রীবিশ্বরূপ নামে ধরাতলে একজন বিখ্যাত লোক বাস করেন। আমি তাঁহার পাদপদ্ম পরাগের জন্য নিত্য বাসনা করি-

নিত্যং সাহায্যমত্র যদি তাত! ভবান্ বিদধ্যাৎ ॥২৮॥ পুত্র্যা বচঃ পিবতি কর্ণপুটেন তাতে শ্রীবিশ্বরূপগুরুণা গুরুণা দ্বিজানাম্। আজগ্মতুঃ সুবসনৌ বিশদাভযষ্টী সংপ্রেষিতৌ সুতবরোদ্বহনক্রিয়ার্থৈ ॥ ২৯ ॥ তাবর্চ্য স দ্বিজবরৌ বিহিতোপচারৈরায়ানকারণমথো শনকৈরপৃচ্ছৎ। শ্রীবিশ্বরূপগুরুবাক্যত

ইতি সম্প্রদানম্। হে তাত! যদ্যপ্যত্র তৎপাদপদ্মরজঃপ্রাপ্তৌ ভবান্ সাহায্যং বিদধ্যাত্তর্হি স্পৃহা সফলা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ এবং পুত্র্যা বচনং তাতে কর্ণপুটেন পিবতি সতি দ্বিজানাং গুরুণা বিশ্বরূপপিত্রা হিমমিত্রেণ সুতস্যোৎকৃষ্টবিবাহক্রিয়ার্থং সংপ্রেষিতৌ বিশদাভাযুক্তযষ্টিদ্বয়যুক্তৌ সুবস্ত্রৌ দ্বৌ ব্রাহ্মণাবাজগ্মতুঃ ॥ ২৯ ॥ স বিষ্ণুমিত্রস্তৌ বিপ্রবরৌ বিহিতোপচারৈঃ সংপূজ্যাথানন্তরং শনৈরাগমনকারণং পৃষ্টবান্। শ্রীবিশ্ব-

---

তেছি। পিতঃ! যদ্যপি আপনি তাঁহার পাদাম্বুজরজঃ-প্রাপ্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন তাহা হইলে আমার বাসনা ফলবতী হয়। ২৮।

তনয়ার এইরূপ বাক্য পিতা শ্রবণপুটদ্বারা পান অর্থাৎ শ্রবণ করিলে পর ব্রাহ্মণদিগের গুরু শ্রীবিশ্বরূপের পিতা অর্থাৎ হিমমিত্রের, পুত্রের বিবাহ কার্য্যের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়া শুভ্রবসনধারী ও সুরম্য যষ্টিধারী দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৯।

বিষ্ণুমিত্র দুইজন ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য উপচারে পূজা করিয়া অনন্তর ধীরভাবে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 'বিশ্বরূপের পিতা হিম-

আগতৌ স্ব ইত্যূচতু র্ব্বরণকর্ম্মণি কন্যকায়াঃ ॥৩০॥ সংপ্রেষিতৌ শ্রুতবয়ঃকুলবৃত্তধর্ম্মৈঃ সাধারণীং শ্রুতবতা স্বসুতস্য তেন। যাচাবহে তব সুতাং দ্বিজ তস্য হেতোরন্যোন্যসংঘটনমেতু মণিদ্বয়ং তৎ ॥৩১॥ মহ্যং তদুক্তমভিরোচত এব বিপ্রৌ

রূপস্য পিতু র্ব্বাক্যাৎ কন্যায়া বরণকর্ম্মার্থমাগমনং কৃতবন্তৌ বিত্যূচতুঃ ॥৩০॥ শ্রুতেন শাস্ত্রশ্রবণেন কুলেন বৃত্তৈ বৃত্তিভিশ্চরিত্রৈ র্বা ধর্ম্মৈশ্চ স্বসুতস্য সাধারণীং সমানাং তব সুতাং শ্রুতবতা তেন শ্রীবিশ্বরূপগুরুণা তস্য শ্রীবিশ্বরূপস্য হেতো স্তবসুতাং যাচাবহে। হে দ্বিজ! হিমমিত্রমুখেনৈব যাচ্ঞাং করবাব। তস্মাৎ মণিদ্বয়মন্যোন্যসঙ্ঘটনং পরস্পরসম্বন্ধমেতু প্রাপ্নোতু। তস্য হেতোরিত্যস্য তস্মাৎ কারণাদিতি বার্থঃ। নিমিত্তপর্য্যায়প্রয়োগে সর্ব্বাসাং প্রায়দর্শনমিতি বচনাৎ ষষ্ঠী ॥৩১॥

মিত্রের বাক্যে কন্যার বরণ কার্য্যে আমরা দুইজন আসিয়াছি, তাঁহারা বিষ্ণুমিত্রের নিকট এই কথা ব্যক্ত করিলেন। ৩০।

শাস্ত্র শ্রবণ, প্রশস্তকুল, চরিত্র ও ধর্ম্মদ্বারা আপনার কন্যাকে নিজপুত্রের সদৃশী শ্রবণ করিয়া বিশ্বরূপের জন্য তাঁহার পিতা আমাদের দুইজনকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই কারণে আমরাও আপনার কন্যাকে তাঁহার পুত্রের জন্য যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছি। অতএব হে হিমমিত্র! মণিযুগল পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ হউক। ৩১।

পৃষ্ট্বা বধূং মম পুনঃ করবাণি নিত্যম্। কন্যাপ্রদানমিদমাপততে বধূষু নোচেদমূ র্ব্যসনসক্তিষু পীডয়েয়ুঃ ॥৩২॥ ভার্য্যামপৃচ্ছদথ কিং করবাব ভদ্রে! বিপ্রৌ বরীতুমনসৌ খলু রাজগেহাৎ। এতাং

এবমুক্তো বিষ্ণুমিত্র উবাচ। হে বিপ্রৌ! যদ্যপি তেন হিমমিত্রেণোক্তং মহ্যং রোচত এব তথাপি নিজবধূং পৃষ্ট্বা তদুক্তং করবাণি। যস্মাদিদং কন্যাপ্রদানং বধ্বধীনমেব নিত্যং ভবতি। নোচেত্তদনুমত্যভাবে ব্যসনপ্রাপ্তিষু কন্যায়া দুঃখপ্রাপ্তিষু অমূ র্ব্বধ্বঃ পীডয়েয়ুরিত্যর্থঃ ॥৩২॥ অথানন্তরং ভার্য্যাং পৃষ্টবান্ হে ভদ্রে! তব যা পুত্রতুল্যাকন্যাস্তি তাং বরীতুকামৌ খলু রাজগেহাদেতাবাগতৌ। এতয়োরাগমনং তদ্রক্ষণমিতি সম্বোধনাশয়ঃ। তত্র কিং করবাব কিং দেয়া ন দেয়া বা তস্যাঃ স্বং পক্ষ-

ইহা শুনিয়া বিষ্ণুমিত্র বলিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণযুগল! হিমমিত্রের বচন আমার অত্যন্ত রুচিজনক, তথাপি একবার আমার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উক্তবাক্য প্রতিপালন করিব। তাহার কারণ এই, এই কন্যা সম্প্রদান কার্য্য স্ত্রীলোকদিগেরই নিয়ত অধীন। নচেৎ অর্থাৎ যদি আমি পত্নীর অনুমতি না লই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কন্যা যদি কোন ব্যসন প্রাপ্ত হয়, তখন এই সকল স্ত্রীলোকেরাই যথেষ্ট তিরস্কার প্রদান করিবেক। ৩২।

অনন্তর ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভদ্রে! তোমার যে এক পুত্রসদৃশ কন্যারত্ন আছে তাহার বরণ কামনা করিয়া রাজগৃহ হইতে দুই জন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি? দান করিব? কি করিব না? অতএব

সুতাং সুতনিভা তব যাহস্তি কন্যা ব্রূহি ত্বমেকমনুমায় পুন র্ন বাচ্যম্ ॥ ৩৩ ॥ দূরে স্থিতিঃ শ্রুতবয়ঃকুলশীলজাতং ন জ্ঞায়তে তদপি কিং প্রবদামি তুভ্যম্। বিত্তান্বিতায় কুলবৃত্তসমন্বিতায় দেয়া সুতেতি বিদিতং শ্রুতিলোকয়োশ্চ ॥ ৩৪ ॥ নৈবং নিয়ন্তুমনঘে! তব শক্যমেতত্তাং রুক্মিণীং যদুকুলায় কুশস্থলীশে। প্রাদাৎ স ভীষ্মকনৃপঃ খলু কুণ্ডিনেশ স্তীর্থাপদেশমটতে হ্যপরীক্ষিতায় ॥ ৩৫ ॥ কিং কেন সঙ্গতমিদং সতি মাবিচারী র্ধী বৈদিকীং সর-

---

দ্বয় একমনুমায় সম্যক্ জ্ঞাত্বা ব্রূহি। যতো দেয়েত্যুক্ত্বা নেতি দেয়েতি পুন র্ন বক্তব্যং সকৃৎ কন্যা প্রদীয়ত ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥৩৩॥ এবং পৃষ্টা বিষ্ণুমিত্রভার্য্যোবাচ। প্রথমং স্থিতি দূরে তথা যচ্চ জ্ঞাতব্যং শ্রুতবয়ঃকুলবৃত্তজাতং তদপি ন জ্ঞায়তেঽতস্তুভ্যমহং কিং প্রবদামি। বিত্তযুক্তায় কুলেন বৃত্তেনাধীতেন শীলেন বৃত্ত্যা চ সমন্বিতায় কন্যা প্রদেয়া ইতি তু কুলং চ শীলং চ বয়শ্চরূপং বিদ্যা চ বিত্তং চ সনাথতা চ। এতান্ গুণান্ সপ্ত পরীক্ষ্য দেয়া কন্যা বুধৈঃ শেষমচিন্তনীয়মিত্যাদিস্মৃতিমূলভূতশ্রুতৌ লোকে চ বিদিতমেবেত্যর্থঃ ॥৩৪॥ এবমুক্তো বিষ্ণুমিত্র আহ। হে অনঘে!

তবৈতস্মৈবং নিয়ন্তুং শক্যং যতো যদুগোত্রায় কুশস্থলীং দ্বারকামিষ্ট ইতি কুশস্থলীট্ তস্মৈ তীর্থব্যাজং যথাস্যাত্তথা অটতে অপরীক্ষিতায় চ শ্রীকৃষ্ণায় তাং প্রসিদ্ধাং রুক্মিণীং কুণ্ডিনাখ্যনগরেশো ভীষ্মকাভিধো নৃপঃ প্রাদাৎ। খলু প্রসিদ্ধং তথাচ লোকপ্রসিদ্ধায়াপ্যপরীক্ষিতায় সুতা ন দেয়েত্যেতন্নিয়ন্তুং ন শক্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ নহু শ্রীকৃষ্ণস্য পরমেশ্বরত্বেন প্রখ্যাতত্বাদস্য

তুমি এই উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ উত্তমরূপে অবলম্বন করিয়া বল। কারণ একবার দান করিব বলিলে 'দিব না' আর বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না। । ৩৩ ।

এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুমিত্রের ভার্য্যা বলিতে লাগিল। প্রথমতঃ দূরে অবস্থান, এবং শাস্ত্র, বয়ঃক্রম, কুল ও চরিত্র যে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাহাও কিছু জানা যাইতেছে না। অতএব আমি আপনাকে কি বলিব। যাহার ধন, কুল ও চরিত্র উত্তম করিয়া বিখ্যাত আছে তাহাকেই কন্যা প্রদান করিবে ইহা শাস্ত্রে ও লোকে বিদিত আছে। শাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে যে, কুল, শীল, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ধন ও সহায় এই সাতটী গুণ পরীক্ষা করিয়া কন্যাপ্রদান করিবে, তাহার পর অবশিষ্ট বিষয়ের জন্য চিন্তা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ৩৪।

ভার্য্যার কথাবসানে বিষ্ণুমিত্র বলিলেন, হে শুদ্ধচারিণি! তুমি এরূপ কোন একটী বিশেষ নিয়ম করিতে পার না। কারণ যদুগোত্রোৎপন্ন দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ যখন তীর্থস্থলে ভ্রমণ করেন তাঁহার বিশেষ রূপে কুলশীলাদি পরীক্ষিত না হইলেও কুণ্ডিননগরাধিপতি ভীষ্মক রাজা সেই প্রসিদ্ধ কন্যা রুক্মিণীকে দান করিয়াছিলেন। অতএব জগতে বিখ্যাত হইলে অথচ যদি কুলশীলাদি না জানিতে পারা যায় তথাপি তাঁহাকে কন্যাদান করিবার কোন বাধা নাই। ৩৫।

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর এবং ইনি মনুষ্য এরূপ আশঙ্কা করিওনা। কাহার সহিত কি বস্তু সঙ্গত

নিম্নপ্রহতাং প্রযত্নাৎ। প্রাপ্তিরূপং সুগতদুর্জ্জয়নির্জ্জয়েন শিষ্যং যমেনমশিষৎ স চ ভট্টপাদঃ ॥৩৬॥ কিং বর্ণ্যতে সুদতি। যো ভবিতা বরো নো বিদ্যাধনং দ্বিজবরস্য ন বাহ্যবিত্তম্। যাহন্বেতি সন্ততমনন্তদিগন্তভাজং যাং রাজচোরবনিতা ন চ হর্তুমীশাঃ ॥ ৩৭ ॥

তু মনুষ্যত্বেন একত্বাৎ কিং কেন সঙ্গতমিত্যাশঙ্ক্যাহ হে সখি! কিং কেন সঙ্গতমিতি বিচারং মাকুরু যতোঽয়মপ্যতি প্রসিদ্ধভট্টপাদমুখ্যশিষ্যত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যাহ। যঃ সুগতানাং মধ্যে যে দুর্জ্জয়াস্তেষাং নির্জ্জয়েন বৈদিকীং সরণিং সমগ্রাং প্রযত্নাৎ প্রকর্ষেণ স্থাপিতবান্। স অতিপ্রখ্যাতো ভট্টপাদো যত্নেনং বিশ্বরূপং শিক্ষিতুং যোগ্যং শিক্ষিতবান্ ॥ ৩৬ ॥ যো বিশ্বরূপো নোঽস্মাকং বরঃ কন্যার্থং বরণীয়ো ভবিতা ভবিষ্যতি। স হে সুদতি! কিং বর্ণ্যতে বর্ণয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ। বিদ্যাবত্তো বিশ্বরূপস্যোৎকৃষ্টত্ববোধনার্থং বিদ্যোৎকর্ষং নিরূপয়তি। যতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্য বিদ্যৈব ধনং ন তু বাহ্যবিত্তং। যা বিদ্যা দিগন্তং ভজতীতি দিগন্তভাক্ তং সততং নিরন্তরং অন্বেতি। যাং রাজচোরবনিতা হর্তুং ন সমর্থাঃ ॥ ৩৭ ॥ হে বধু! অর্জ্জন-

হইয়াছে এইরূপ বিচারও করিও না। কারণ ইনি অতিপ্রসিদ্ধ ভট্টপাদের প্রধান শিষ্য বলিয়া বিখ্যাত। যে ভট্টপাদ, বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা দুর্জ্জয় ছিল, তাহাদিগকেও বিশেষরূপে জয় করিয়া সমগ্র বৈদিক পদ্ধতি প্রযত্নে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তিনিই এই বিশ্বরূপকে শিক্ষাপ্রদান করেন। ৩৬।

হে সুদতি! আমাদের কন্যার যে বরণীয় হইবে তাহার বিষয় আর কি বর্ণনা করিব। ধনের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ ব্রাহ্মণের বিদ্যাই অমূল্য ধন, বাহ্যধনের কোন আবশ্যকতা নাই। যে বিদ্যা অনন্ত দিগন্ত ব্যাপী বিদ্বান্ লোকের নিরন্তর অনুগত থাকে, রাজা চোর ও কামিনী যে

বধ্বর্জনাবনপরিব্যয়গানি তানি বিত্তানি চিত্তমনিশং পরিখেদয়ন্তি। চৌরান্নৃপাৎ স্বজনতশ্চ ভয়ং জনানাং শর্মেতি জাতু ন গুণঃ খলু বালিশস্য ॥ ॥ ৩৮ ॥ কেচিদ্ধনং নিদধতে ভুবি নোপভোগং কুর্ব্বন্তি লোভবশগা ন বিদন্তি কেচিৎ। অন্যেন গোপিতমথান্যজনা হরন্তি তচ্চেন্নদীপরিসরে জল-

পালনপরিব্যয়গোচরীভূতানি লোকপ্রসিদ্ধানি বিত্তানি চিত্তং পরিখেদয়ন্তি খলু প্রসিদ্ধং। যতো লৌকিকবিত্তানাং চোরাদিভ্যো ভয়মতো বালিশস্য বিদ্যাহীনস্য মূর্খস্য সুখসংজ্ঞকো গুণঃ কদাপি নাস্তি ॥ ৩৮ ॥ কিং চ কেচিল্লোভবশবর্ত্তিনো ধনং ভোগেচ্ছাকালেনৈব লভন্তে। কিং চ অন্যেন গোপিতং অন্যজনা হরন্তি। তদ্ধনং নদ্যাঃ পরিসরে তীরে গোপিতঞ্চেত্তর্হি জলমেব হন্তু। তথাচানেকদুঃখসংমিশ্রবাহ্যবিত্তং ততোঽপেক্ষয়া

বিদ্যা হরণ করিতে পারে না, তিনি সেই বিদ্যার পারদর্শী। ৩৭।

হে পত্নি! ধনের অর্জন, পালন ও ব্যয় এই তিনপ্রকার স্বধর্ম্ম। সুতরাং ঈদৃশ স্বভাবাক্রান্ত ধন, অনবরত চিত্তের ক্ষোভবর্ধন করিয়া থাকে। চৌর নরপতি ও স্বজন হইতে লৌকিক ধনের সর্ব্বদাই শঙ্কা বিদ্যমান আছে বলিয়া বিদ্যাহীন অজ্ঞলোকের সুখ নামক গুণ পদার্থ একবারেই ঘটে না। কেহ কেহ ভূমি খনন করিয়া ধন স্থাপিত করিয়া রাখেন, কিন্তু উপভোগ করিতে পারেন না। কেহ বা এইরূপে ধন, ভূমিতে, স্থাপিত করিয়া রাখেন যে, উপভোগকালে লাভকরিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে এমনও দেখা গিয়া থাকে একজন একস্থানে গুপ্তভাবে ধন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, অপরে তাহা হরণ করিয়া সুখে উপভোগ করিয়া থাকে। আবার

মেব হর্ত্তৃ ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বাত্মনা দুহিতরো ন গৃহে বিধেয়াস্তাশ্চেৎ পুরা পরিণয়াদ্রজ উদ্গতং স্যাৎ। পশ্যেয়ুরাত্মপিতরৌ যত পাতয়ন্তি দুঃখেষু ঘোরনরকেম্বিতি ধর্ম্মশাস্ত্রং ॥ ৪০ ॥ মাভূদয়ং মম স্মৃতা কলহঃ কুমারীং পৃচ্ছাব সা বদতি যং ভবিতা বরোঽস্যাঃ। এবং বিধায় সময়ং পিতরৌ কুমার্য্যা

বিদ্যাধনবত্ত্বমেব শ্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ কিঞ্চ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রকারেণ দুহিতরো গৃহে নৈব স্থাপনীয়াঃ। বিপক্ষে দোষমাহ তা দুহিতরো বিবাহাৎ পূর্ব্বং স্বস্মাদুদ্গতং রজঃ পশ্যেয়ুঃ চেত্তদা দুঃখেষু ঘোরনরকেষু স্বপিতরৌ পাতয়ন্তীতি ধর্ম্মশাস্ত্রং। তথাচোক্তং—পিতৃগৃহে তু যা কন্যা রজঃ পশ্যেদসংস্কৃতা ভ্রূণহা তৎপিতা জ্ঞেয়ো বৃষলী সা চ কন্যকেতি ॥ ৪০ ॥ মাভূদয়ং কলহঃ কুমারীং পৃচ্ছাব। সা মম সুতা যং বদতি স অস্যা বরো ভবিষ্যতি। এবং সঙ্কেতং বিধায় পিতরাবস্মাৎ স্থানাৎ কুমার্য্যাঃ

যদি তাহা নদীর তীরে খনন করিয়া রাখিয়া আসে তবে জলই পুনর্ব্বার তাহা হরণ করিয়া থাকে। । ৩৮ । ৩৯ ।

অধিকন্তু সর্ব্বপ্রকারে কন্যাকে কখন গৃহে রাখিবে না। যদি বিবাহের পূর্ব্বে আপনা হইতে রজ উদ্গত হয় এবং সেই রজ যদি তাহারা দর্শন করে, তাহা হইলে দুহিতারা আপনার পিতামাতাকে ঘোর নরকে পতিত করিয়া থাকে, ইহাও ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৪০ ।

অথবা কন্যা সম্বন্ধে এরূপ কলহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা দুই জনে এখনই যাইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিব, "সে যাহাকে বলিবে সেই তাহার বর হইবে।" এইরূপ সঙ্কেতপূর্ব্বক

অভ্যাসমীয়তুরিতো গদিতেষ্টকার্য্যৌ ॥ ৪১ ॥ শ্রীবিশ্বরূপগুরুণা প্রহিতৌ দ্বিজাতৌ কন্যার্থিনৌ সুতনু! কিং করবাব বাচ্যম্। তস্যাঃ প্রমোদনিচয়ো ন মমৌ শরীরে রোমাঞ্চপূরমিষতো বহিরুজ্জগাম ॥ ॥ ৪২ ॥ তেনৈব সা প্রতিবচঃ প্রদদৌ পিতৃভ্যাং তেনৈব তাবপি তয়ো র্যুগলায় সত্যম্। আদায়

সমীপমীয়তুঃ জগ্মতুঃ। গদিতং কথিতমিষ্টকার্য্যং যাভ্যাং তৌ ॥ ৪১ ॥ গত্বা যদূচতুস্তদর্শয়তি। শ্রীবিশ্বরূপগুরুণা হিমমিত্রেণ কন্যার্থিনৌ দ্বৌ বিপ্রৌ প্রেষিতৌ। হে সুতনু! সুদেহে! কিং করবাব বাচ্যং। যদাবাভ্যাং কর্ত্তব্যং তত্ত্বমেব বক্তব্যমিত্যর্থঃ। এবং শ্রেষ্ঠঃ শ্রুতবত্যাস্তস্যাঃ শরীরে প্রমোদসমুদায়ো ন মমৌ। কিন্তু রোমাঞ্চব্যাজেন বহিরুজ্জগাম ॥ ॥ ৪২ ॥ তেনৈব রোমাঞ্চমিষেণ বহিরুদ্গতেন প্রমোদনিচয়েন সা উভয়ভারতী পিত্রে মাত্রে চ প্রত্যুত্তরং প্রদদৌ। পিতরাবপি তেনৈব রোমাঞ্চমিষেণোদ্গতেন প্রমোদনিচয়েন

আত্মবাসনা প্রকাশ করিয়া তথা হইতে কন্যার পিতা মাতা কন্যা সমীপে গমন করিলেন। ৪১ ।

তাঁহারা যাইয়া বলিলেন, হে সুগাত্রি! বিশ্বরূপের পিতা হিমমিত্র, কন্যানুসন্ধানের নিমিত্ত দুইজন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে দুইজনে কি করিব? আমাদের যাহা করিতে হইবে তুমি তাহা ব্যক্ত কর। এইরূপ নিজ প্রিয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কন্যার প্রমোদ রাশি শরীরে স্থান পাইল না, কিন্তু রোমাঞ্চ ছলে তাহা বাহিরে আসিয়া উদ্গত হইল। ৪২ ।

গুণবতী কন্যা উভয়ভারতী, সেই উদ্গতরোমাঞ্চ ছলে পিতা এবং মাতাকে প্রত্যুত্তর প্রদান

বিপ্রগপরং পিতৃগেহতোঽস্মাত্তৌ জগ্মতু র্দ্বিজবরৌ স্বনিকেতনায় ॥ ৪৩ ॥ অস্মাচ্চতুর্দ্দশদিনে ভবিতা দশম্যাং যামিত্রভাদিশুভযোগযুতো মুহূর্ত্তঃ। এবং বিলিখ্য গণিতাদিষু কৌশলাস্যা ব্যাখ্যাপরায় দিশ-তিস্ম সরস্বতী সা ॥ ৪৪ ॥ তৌ হৃষ্টপুষ্টমনসৌ বিহিতেষ্টকার্য্যৌ শ্রীবিশ্বরূপগুরুমুত্তমমৈক্ষিষাতাম্। সিদ্ধং সমীহিতমিতি প্রথিতানুভাবো দৃষ্টৈব তন্মুখসমাবথ নিশ্চিকায় ॥ ৪৫ ॥ অন্যঃ স্বহস্তগতপত্রমদাপি পত্রং দৃষ্ট্বা জহাস সুখবারিনিধৌ মমজ্জ। বিপ্রান্ যথোচিতমপূপুজদাগতাংস্তান্মহ্যাংশুকাদিভিরয়ং

তয়োর্দ্বিপ্রয়ো র্যুগলায় সত্যং প্রত্যুত্তরং দদতুরিতি বিপরিণামেন সম্বন্ধঃ। তদনন্তরমস্যাঃ পিতৃগেহাদনন্তং বিপ্রমাদায় তৌ দ্বিজবরৌ স্বগৃহায় জগ্মতুঃ ॥ ৪৩ ॥ গণিতাদিষু কুশলমেব কৌশলমাস্যং মুখং যস্যাঃ সা সরস্বতী অস্মাদ্ বর্ত্তমানদিনাচ্চতুর্দ্দশদিনে দশম্যাং তিথৌ যামিত্রনক্ষত্রং লগ্ননক্ষত্রাচ্চতুর্দ্দশমাদিপদাচ্চন্দ্রাল্লগ্নতো বা সপ্তমং স্থানং গৃহ্যতে। তস্মিন্ শুভানাং চন্দ্রাদীনাং যোগত্বেন যুক্তো মুহূর্ত্তো ভবিষ্যতীত্যেবং বিলিখ্য ব্যাখ্যাপরায় লগ্নপত্রব্যাখ্যানকর্ত্রে স্বব্রাহ্মণায় দিশতিস্ম উপদিদেশ ॥ ৪৪ ॥ বিহিতেষ্টকার্য্যৌ হৃষ্টপুষ্টমনসৌ তৌ বিপ্রাবুত্তমং বিশ্বরূপগুরুং দৃষ্টবন্তৌ। অথানন্তরং প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽনুভাবঃ প্রভাবো যস্য স বিশ্বরূপগুরুস্তয়ো র্মুখং দৃষ্টৈব সমীহিতমভিলষিতং সিদ্ধমিতি নিশ্চয়ং কৃতবান্ ॥ ৪৫ ॥ অন্যো দ্বাভ্যাং ইতরো বিষ্ণুমিত্রপ্রেষিতো ব্রাহ্মণঃ স্বহস্তে স্থিতং পত্রং দত্তবান্,হিমমিত্রঃ পত্রং দৃষ্ট্বা জহাস সুখসমুদ্রে মমজ্জ। আগতাং

করিলেন, কিন্তু বাচনিক কিছুই বলিলেন না। উভয়ভারতীর পিতা মাতাও সেই দেহোদ্ভূত রোমাঞ্চ সমূহে বিশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যুগলকে সত্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। এবং সেই ব্রাহ্মণযুগল, অন্য একজন ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া কন্যার পিতৃভবন হইতে স্বীয় সদনে গমন করিলেন। ৪৩।

গণিতাদি শাস্ত্রে কুশলমুখী সরস্বতী, নিম্নলিখিত শুভলগ্নে বিবাহ হইবে এবং তন্নিমিত্ত লগ্নপত্র লইয়া আপনার তথায় যাইতে হইবে এই কথা বলিয়া স্বীয় ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন। যথা—'এই বর্ত্তমান দিবস হইতে চতুর্দ্দশ দিবসে দশমীতিথিতে যামিত্র নক্ষত্র, লগ্ন নক্ষত্র হইতে চতুর্দ্দশ। অথবা আদিপদে চন্দ্র হইতে কিংবা লগ্ন হইতে যে সপ্তম স্থান তাহাই গ্রাহ্য। তাহাতে যদি কোন শুভগ্রহ চন্দ্রাদির যোগ হয় এবং যে মুহূর্ত্ত সেই শুভগ্রহযুক্ত হইবে, তাহাতেই বিবাহ হইবার কথা। ৪৪।

অভীষ্টকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রথমেই তাঁহাদের মন অত্যন্ত হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সর্ব্বগুরুশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপের পিতাকে দর্শন করিলেন। মহানুভাব হিমমিত্র তাঁহাদের মুখ দেখিয়াই মনে মনে নিশ্চয় করিলেন যে অভীষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ৪৫।

তাঁহাদের দুইজন ব্যতীত বিষ্ণুমিত্র প্রেরিত তৃতীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে স্বহস্ত স্থিত একখানি পত্রপ্রদান করিলেন। তাহা দেখিয়া তিনি হাস্য করিলেন এবং সুখ সিন্ধু জলে নিমগ্ন হইলেন। এবং তৎকালে হিমমিত্র, সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে দুর্লভ ও বহুমূল্য বস্ত্রাদিদ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন। ৪৬।

বহুবিত্তলভোঃ ॥ ৪৬ ॥ পিত্রানুশিষ্টবসুধাসুরশংসিতেন বিজ্ঞাপিতঃ সুখমবাপ স বিশ্বরূপঃ। কার্য্যাণ্যথাহ পৃথগাত্মজনান্ সমেতান্ বন্ধুপ্রিয়ঃ পরিণয়োচিতসাধনায় ॥ ৪৭ ॥ মৌহূর্ত্তিকৈর্বহুভিরেত্য মুহূর্ত্তকালে সন্দর্শিতে দ্বিজবরৈর্বহুবিত্তিরিষ্টৈঃ। মাঙ্গল্যবস্তুসহিতোঽখিলভূষণাঢ্যঃ স প্রাপ দক্ষতত্তনুঃ পৃথু শোণতীরম্ ॥ ৪৮ ॥ শোণস্য তীরমুপযাতমুপাশৃণোৎ স জামাতরং বহুবিধং কিল বিষ্ণুমিত্রঃ। প্রত্যুজ্জগাম মুমুদে প্রিয়দর্শনেন প্রাবীবিশদ্গৃহমমুং বহুবাদ্যঘোষৈঃ ॥ ৪৯ ॥ দত্ত্বাসনং মৃদুবচঃ সমুদীর্য্য তস্মৈ পাদ্যং দদৌ সমধুপর্কমনর্ঘ্যপাত্রে। অর্ঘ্যং দদাবহমিয়ং তনয়া গৃহান্তে গাবো হিরণ্যমখিলং ভবদীয়মূচে ॥ ৫০ ॥ অস্মাকমদ্য পবিতং কুলমাদৃতাঃ স্মঃ সন্দর্শনং পরিণয়ব্যপ-

স্তান্ বিপ্রান্ নত্বাঽহং হিমমিত্রো বহুবিত্তলব্ধো বস্ত্রাদিভি যথাযোগ্যং পূজিতবান্ ॥ ৪৬ ॥ অনুশিক্ষিতব্রাহ্মণকথিতেন পিত্রা প্রবোধিতো বিশ্বরূপঃ সুখমবাপ। অথানন্তরং বিবাহে বহুচিত্তং তিমমিত্রেণ তস্য সাধনায় সমেতান্ সমাগতান্ বন্ধুপ্রিয়ো বিশ্বরূপঃ কার্য্যাণাবশ্যকর্ত্তব্যানি পৃথক্ পৃথক্ যথাযোগ্যং প্রাহ ॥ ৪৭ ॥ মুহূর্ত্তশাস্ত্রবিদ্ভি র্বহুভি র্বহুভি রিষ্টৈ র্দ্বিজবরৈরাগত্য সন্দর্শিতে মুহূর্ত্তকালে মাঙ্গল্যবস্তুযুতঃ সকলভূষণসম্পন্নোঽবিকলদেহো বিশ্বরূপো বিশালং শোণতীরং প্রাপ্তবান্ ॥ ৪৮ ॥ শোণতীরমুপাগতং বহুপ্রকারযুক্তং জামাতরং স বিষ্ণুমিত্র উপাশৃণোৎ। শ্রুত্বা চ প্রত্যুজ্জগাম প্রিয়দর্শনেন মোদঞ্চ প্রাপ। ততোঽমুং জামাতরং বহুবাদ্যঘোষৈ র্গৃহং প্রবেশিতবান্ ॥ ৪৯ ॥ আসনং দত্ত্বা কোমলং বচনমুদীর্য্য তস্মৈ বিশ্বরূপায় পাদ্যং দদৌ। মধুপর্কসহিতমর্ঘ্যকামূল্যপাত্রে দদৌ। অহমিয়ং তনয়া তে গৃহা গাবো হিরণ্যমখিলং ভবদীয়মিত্যুক্তবান্ ॥ ৫০ ॥ অদ্যাস্মাকং কুলং পবিত্রিতং বয়মাদৃতাঃ স্মঃ। বিবাহব্যাজাৎ সন্দর্শনং জাতং নো-

অনুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ আসিয়া যাহা বলিয়াছেন, হিমমিত্র, পুত্রকে তাহাই বলিলেন। তাহা শুনিয়া বিশ্বরূপ যৎপরোনাস্তি সুখী হইলেন। এবং বিবাহোচিত কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত লোকদিগকে বন্ধুপ্রিয় বিশ্বরূপ অবশ্য-কর্ত্তব্য-কার্য্য সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতে লাগিলেন।৪৭।

মুহূর্ত্তশাস্ত্রবেত্তা বহুদর্শী প্রিয় ব্রাহ্মণগণ মুহূর্ত্তকাল দেখাইয়া দিলে মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ বিবধ ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া অক্ষতশরীরে বিশ্বরূপ শোণনদের বিশাল তটে উপস্থিত হইলেন। ৪৮।

বিষ্ণুমিত্র বহুপ্রকার সমারোহের সহিত শোণনদের তটে জামাতাকে আগমন করিতে শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া অভ্যর্থনা করিতে গমন করিকরিলেন এবং প্রিয়বস্তুর দর্শনে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। পরে জামাতাকে অনেকবিধ বাদ্যশব্দের সহিত স্বীয় ভবনে প্রবেশ করাইলেন। ৪৯।

প্রথমত আসন দিয়া কোমল বচনে স্বাগত বার্ত্তা উচ্চারণ করিয়া বিশ্বরূপকে পাদ্যপ্রদান করিলেন। পরে অমূল্য পাত্র বিশ্বরূপকে মধুপর্কের সহিত অর্ঘপ্রদান করিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন—আমি এবং আমার কন্যা উভয়ভারতী, আমার সমস্ত গৃহ, ধেনু সকল ও মনিরত্নাদি যাহা কিছু আছে এ সমস্তই তোমার জানিবে। ৫০।

অদ্য আমাদের এই কুল পবিত্র হইল এবং

দেশতোঽভূৎ । নোচেদ্ভবান্ বহুবিদগ্রসরঃ ক চাহং ভদ্রেণ ভদ্রমুপযাতি পুমান্ বিপাকাৎ ॥ ৫১ ॥ যদ্‌-যদ্ গৃহেঽত্র ভগবন্নিহ রোচতে তে তত্তন্নিবেদ্যমখিলং ভবদীয়মেতৎ । বক্ষ্যামি সর্ব্বমভিলাষপদং ত্বদীয়ং

চেদ্‌বহুজ্ঞাগ্রণী র্ভবান্ ক অহঞ্চ ক। তথাপি পুণ্যকর্ম্মণাং কল্যাণং বিপাকাৎ পুমানুপযাতি ॥ ৫১ ॥ কিং বহুনা যদযদত্র গৃহে হে ভগবন্! তবাভিরোচতে তত্তদেতৎ অখিলং ভবদীয়ং নিবেদ্যং নৈবেদ্যমেবমুক্তবন্তং বিষ্ণুমিত্রং হিমমিত্র উবাচ। সর্ব্বং ত্বদীয়মেব মমাপি যদভিলাষাস্পদং ভবিষ্যতি তদ্ বক্ষ্যামি। ভবতা স্বহমিত্যাদিনা যদুক্তং তৎ নিরন্তর মুপাসিতা বৃদ্ধপুগা

আমরাও অদ্য সকলের নিকট আদরণীয় হইলাম। ভাগ্যে বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল তাহাতেই দর্শন ঘটিল। নতুবা বহুদর্শী দিগের অগ্রগণ্য আপনিই বা কোথায়? এবং আমিই বা কোথায়? বস্তুতঃ এরূপ সঙ্ঘটন নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া একান্ত বিরল। কিন্তু পুরুষে যে,কল্যাণকর কার্য্যদ্বারা বিপাক হইতেও কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। নতুবা আমার মতন লোকের কদাচ এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। ৫১।

"হে ভগবন্। অধিক কি, এই মদীয় গৃহে যাহা কিছু আছে এই সমস্তই আপনার নৈবেদ্য স্বরূপ।" বিষ্ণুমিত্র এই কথা বলিবার পর হিমমিত্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, আপনার। আমারও যাহা প্রিয় বস্তু আছে তাহাও আমি আপনাকে বলিব। আর আপনি যে, "আমি আমার তনয়া, গৃহ সকল" ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ এই, আপনি নির-

যুক্তং হি সন্ততমুপাসিতবৃদ্ধপুগে ॥৫২॥ এবং মিথঃ পরিমিলন্ত্য বিশেষমৃদ্ব্যা বাচা যুক্তৌ মুদমবাপতুরুত্তমাং তৌ। অন্যে চ সংমুমুদিরে প্রিয়সং-কথাভিঃ স্বেচ্ছাবিহারহসনৈরুভয়ে বিধেয়াঃ ॥ ৫৩ ॥ কন্যাবরৌ প্রকৃতিসিদ্ধসরূপবেষৌ দৃষ্ট্বোভয়েঽপি পরিকর্ম্ম বিলম্বমানাঃ। চক্রু র্ব্বিধেয়মিতি কর্ত্তুমনীশ্বরাস্তে শোভাবিশেষমপি মঙ্গলবাসরেঽ-

যেন তস্মিন্ ত্বয়ি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ বিশেষেণ কোমলয়া বাচা যুক্তৌ তৌ বিষ্ণুমিত্রহিমমিত্রৌ এবং পরস্পরমুক্ত্বা উত্তমাং মুদম্ অবাপতুঃ। অন্যে চোভয়ে নিযোজ্যাঃ প্রিয়সং-কথাভিঃ স্বেচ্ছাবিহারহসনৈঃ সম্যক্ মোদং প্রাপুঃ ॥ ৫৩ ॥ স্বভাবসিদ্ধসরূপবেষৌ কন্যাবরৌ দৃষ্ট্বা তদ্দর্শনাসক্তচিত্তত্বাৎ কর্ত্তুমপ্যসমর্থা অপ্যবশ্যং বিধেয়মিতি কৃত্বা পরিকর্ম্ম অঙ্গসংস্কারং তথাস্মিন্ মঙ্গলবাসরে শোভাবিশেষঞ্চ বিলম্বমানাঃ কৃত-

ন্তর বৃদ্ধমণ্ডলী সেবা করিয়া থাকেন, তাহাতেই আপনাতে ঐ সমস্ত কথা শোভা পাইয়াছে। ৫২।

বিশেষরূপ কোমল বাণী শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুমিত্র ও হিমমিত্র এইরূপে পরস্পর উত্তম প্রমোদ লাভ করিলেন। এবং উভয়পক্ষীয়, কার্য্যনিযুক্ত অন্যান্য মানবগণ, স্বেচ্ছাবিহার ও হাস্য পরিহাসদ্বারা পরস্পর অত্যন্ত প্রমোদিত হইল। ৫৩।

কন্যা এবং বর ঐ উভয়েরই স্বভাবসিদ্ধ তুল্য-বেশ ছিল। কন্যা ও বরপক্ষীয় সকলেই তাহাদিগকে দর্শনাসক্ত চিত্ত হইয়া কিছুই করিতে পারিল না তবে অবশ্য কর্ত্তব্য র এবং ঐ মাঙ্গলিক দিবসে যে বস্তু অত্যন্ত শোভাবৃদ্ধি করিয়া থাকে তাহাই কেবল বিলম্ব করিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন ।৫৫

স্মিন্ ॥ ৫৪ ॥ এতৎপ্রভাপ্রতিহতাত্মবিভূতিভাবা-
দাকল্পজাতমপি নাতিশয়ং বিতেনে। লোকপ্রসিদ্ধ-
মনুসৃত্য বিধেয়বুদ্ধ্যা ভূষাং ব্যধুস্তদুভয়ে ন বিশেষ-
বুদ্ধ্যা ॥ ৫৫ ॥ মৌহূর্ত্তিকা বহুবিদোঽপি মুহূর্ত্তকাল-
মপ্রাক্ষুরক্ষতধিয়ং খিলতীং সখীভিঃ। পশ্চাত্তদুক্ত-
শুভযোগযুতং শুভাংশে মৌহূর্ত্তিকাঃ স্বমতিতো

বস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ আকল্পজাতমপি ভূষণনিচয়োঽপ্যতিশয়ং
ন কৃতবান্। তত্র হেতুরেতয়োঃ কন্যাবরয়োঃ প্রভয়া কান্ত্যা
প্রতিহত আত্মবিভূতিভাবো যস্ত তস্মাৎ। নন্বেবং তর্হি কিমর্থং
তাবলঙ্কৃতবন্ত ইতি চেত্তত্রাহ। লোকপ্রসিদ্ধিমনুসৃত্যোদম-
বশ্যং বিধেয়মিতি বুদ্ধ্যা উভয়ে তয়োর্ভূষাং ব্যধুরলঙ্কারং চক্রু-
র্নতু ভূষণৈরেতয়োঃ কশ্চিদ্বিশেষো ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা ॥ ৫৫ ॥
বহুজ্ঞা অপি জ্যোতির্ব্বিদো মুহূর্ত্তকালমক্ষতধিয়ং সখীভিঃ
ক্রীড়তীমুভয়ভারতীং পৃষ্টবন্তঃ। পশ্চাত্তয়োক্তে শুভযোগযুক্তে
শুভগৃহস্থ নবাংশে মৌহূর্ত্তিকাঃ স্ববুদ্ধিতো মুহূর্ত্তং জগৃহুঃ ॥ ৫৬
ভেরীমৃদঙ্গপটহবেদাধ্যয়নশঙ্খঘোষৈ র্দিঙ্মণ্ডলে সুপরিমূর্চ্ছিতি

কন্যা ও বরের দেহ কান্তিদ্বারা স্বীয় বিভূতি প্রতিহত
হইয়াছিল বলিয়া ভূষণবিধান অধিক পরিমাণে করা
হয় নাই। তবে লোকপ্রথা অনুসরণ পূর্ব্বক যে
সংসারে চলিতে হইবে এবং অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য
কোন না কোন উপায়ে সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া
উভয় পক্ষীয় লোকে তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া
ছিল। নতুবা তাঁহারা কোন বিশেষ শোভা বৃদ্ধি
হইবে বলিয়া অলঙ্কার পরান হয় নাই। ৫৫।

যখন উভয়ভারতী সখীদের সহিত ক্রীড়া করিতে
ছিলেন বহুদর্শী মুহূর্ত্ত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বুদ্ধিমতী
কন্যাকে বিবাহের মুহূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিল। পশ্চাৎ
তাঁহারা তাঁহার বচনানুসারে শুভক্ষণে শুভগ্রহযুক্ত
মুহূর্ত্তকাল গ্রহণ করিলেন। ৫৬।

জগৃহু র্মুহূর্ত্তম্ ॥ ৫৬ ॥ জগ্রাহ পাণিকমলং হিম-
মিত্রসূনুঃ শ্রীবিষ্ণুমিত্রদুহিতুঃ করপল্লবেন। ভেরী-
মৃদঙ্গপটহাধ্যয়নাজঘোষৈ র্দিঙ্মণ্ডলে সুপরিমূর্চ্ছিতি
দিব্যকালে ॥ ৫৭ ॥ যং যং পদার্থমভিকাময়তে
পুমান্ যস্তং তং প্রদায় সমভূষয়তাং তদীড্যৌ।
দেবদ্রুমাবিব মহাত্মমনস্ত্বযুক্তৌ সন্তুষিতৌ সদসি
চেরতুরাত্মলাভৌ ॥ ৫৮ ॥ আধায় বহ্নিমথ তত্র

মূর্চ্ছ্ ব্যাপ্তে সতি হিমমিত্রসূনু র্বিশ্বরূপো হস্তকিসলয়েন শ্রীবিষ্ণু-
মিত্রকন্যায়াঃ সরস্বত্যা হস্তকমলমুক্তলক্ষণে দিব্যকালে জগ্রাহ ॥
॥ ৫৭ ॥ যো যঃ পুমান্ যং যং পদার্থং প্রার্থয়তে তস্মৈ তং তং
পদার্থং প্রদায় তদীড্যৌ তৈঃ পুরুষৈঃ স্তুত্যৌ তয়োঃ কন্যাবরয়ো-
রীড্যৌ পূজ্যৌ পিতরাবিতি বা পরিতোষমবাপতুঃ কল্পবৃক্ষা-
বিব বৃহদুদারতাযুক্তাবলঙ্কৃতৌ প্রাপ্তকামৌ সভায়াঞ্চেরতুঃ ॥৫৮॥
অথানন্তরং স্বগৃহ্যসূত্রোক্তমার্গমনুসৃত্য বিশ্বরূপো বহ্নিমাদায়
তত্র সম্যক্ হোমং কৃতবান্। চ পুন র্বধূ র্লাজান্ ভর্জ্জিতধান্যানি
জুহাব তদ্ যঞ্চ জিত্রত্তি স্ম। অথ বিশ্বরূপোঽপি পশ্চাদগ্নিং প্রদ-
ক্ষিণং কৃতবান্। অপিশব্দাদগ্রেঽগ্নিং প্রদক্ষিণং কুর্ব্বত্যা তয়া

ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢক্কা, বেদাধ্যয়ন, ও শঙ্খধ্বনি দ্বারা
দিঙ্ মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, তখন হিমমিত্রের পুত্র
বিশ্বরূপ বিষ্ণুমিত্রের কন্যা সরস্বতীর করকমল,
স্বীয় করপল্লব দ্বারা শুভক্ষণে গ্রহণ করিলেন। ৫৭।

যে যে পুরুষ যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল,
তাহাদিগকে সেই সেই পদার্থ দান করিয়া কন্যা-
বরের পূজ্য পিতা মাতা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিলেন।
কল্পবৃক্ষ যুগলের মত প্রশস্ত পুষ্পভূষণে ভূষিত হইয়া
মহামনস্ত্ব (উদারতা) গুণে যুক্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ
হইলেন এবং সভা স্থলে সহর্ষে উভয়ে পরিভ্রমণ
করিতে লাগিলেন। ৫৮।

জুহবা সমাগগৃহ্যোক্তমার্গমনুসৃত্য স বিশ্বরূপঃ। লাজান্ জুহাব চ বধূঃ পরিজিঘ্রতিস্ম ধূমং প্রদক্ষিণমথাকৃত সোঽপি চাগ্নিম্ ॥ ৫৯ ॥ হোমাবসানপরিতোষিতবিপ্রবর্য্যঃ প্রস্থাপিতাখিলসমাগতবন্ধুবর্গঃ। সংরক্ষ্য বহ্নিমনয়া সমমগ্নিগেহে দীক্ষাধরো দিনচতুষ্কমুবাস হৃষ্টঃ ॥ ৬০ ॥ প্রতিষ্ঠমানে দয়িতে বরেঽস্মিন্নুপেত্য মাতাপিতরৌ বরায়াঃ। আভা-

সহ সোঽপি তথা কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ হোমান্তে পরিতোষিতা বিপ্রশ্রেষ্ঠা যেন প্রস্থাপিতাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ বন্ধুবর্গা যেন স বিশ্বরূপোঽনয়া সরস্বত্যা সহ দীক্ষাধরোঽগ্নিং সংরক্ষ্য হৃষ্টঃ সন্নগ্নিগৃহে দিনচতুষ্টয়মুবাস ॥ ৬০ ॥ অস্মিন্ বিশ্বরূপে প্রিয়ে বরে প্রস্থানং কুর্ব্বতি সতি বরায়াঃ কন্যায়াঃ মাতা পিতা চাগত্য প্রোচতুঃ। সাবধানো ভূত্বা শৃণু। বালা স্তনন্ধয়া যথা কিঞ্চিন্ন জানাতি তথেয়ং বালা সুকুমারাঙ্গী অস্মৎপুত্রী

অনন্তর বিশ্বরূপ স্বগৃহ্যসূত্র-কথিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক সম্যক্ রূপে হোম করিতে লাগিলেন। বধূ লাজ অর্থাৎ (ভাজা ধান্য বা খৈ) হোম করিতে লাগিল, এবং তাহার ধূম ঘ্রাণ করিতে লাগিল। অনন্তর উভয়ভারতী অগ্রে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন পরে অগ্নিপ্রদক্ষিণকারিণী পত্নী উভয়ভারতীর সহিত বিশ্বরূপও অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। ৫৯।

হোমের অবসানে দ্বিজপ্রবরদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তৎকালে সমাগত অখিল সুহৃদ্বর্গ প্রস্থাপিত করিয়া দীক্ষাধারী বিশ্বরূপ, অগ্নিরক্ষা করিয়া সরস্বতীর সহিত চতুর্থদিবস হৃষ্ট চিত্তে অগ্নিগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ৬০।

বিশ্বরূপ প্রস্থান করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন

ষিবতাং শৃণু সাবধানো বালেব বালা ন হু বেত্তি কিঞ্চিৎ ॥ ৬১ ॥ বালৈরিয়ং ক্রীড়তি কন্দুকাদ্যৈর্জাতক্ষুধা গেহমুপৈতি দুঃখাৎ। একেতি বালা গৃহকর্ম্ম লোকা সংরক্ষণীয়া নিজপুত্রিতুল্যা ॥৬২॥ বালে-যমক্ষ বচনৈ র্মৃদুভি র্বিধেয়া কার্য্যা ন রুক্ষবচনৈর্ন করোতি রুষ্টা। কেচিন্ মৃদুক্তিবশগা বিপরীত-

ন তু কিঞ্চিজ্জানাতি ষ্ট০ ॥ ৬১ ॥ ইয়ং কন্দুকাদ্যৈঃ ক্রীড়োপকরৈ র্বালৈঃ সহ ক্রীড়তি, জাতক্ষুধা দুঃখাদেগহমায়াতি। নন্বস্যাঃ গৃহকর্ম্মণি কুতো নানুশিষ্টেতি চেত্তত্রাহ তু। একেতি কৃত্বেয়ং বালা গৃহকর্ম্ম লোকা অস্মাৎ নিজপুত্রিতুল্যা সম্যক্ রক্ষণীয়া ইন্দ্র০ ॥৬২॥ কিং তহি সর্ব্বথৈব গৃহকর্ম্মণি ন নিয়োক্তব্যা চেত্তত্রাহ তু। অন্যেতি বালাঘোধনম্। ইয়ং বালা মৃদুভি র্বচনৈ র্নিযোজ্যা কর্ত্তব্যা ন তু রুক্ষবচনৈঃ। যতস্তৈঃ কুপিতা ন করোতি। নন্ রুক্ষবচনৈ র্ন করোতি চেৎ কথং মৃদুবচনৈঃ করিষ্যতীতি চেৎ প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদিত্যাহ তু। কেচিন্ মৃদুক্তিবশবর্ত্তিনঃ কেচিদ্বিপরীতস্বভাবা রুক্ষোক্তিবশগাঃ। হি যস্মাৎ স্বভাবং ত্যক্তুং কোঽপি জনঃ সমর্থো ন ভবতি ব০ ॥ ৬৩ ॥ নন্বেকাপি কন্যা

এমন সময় কন্যার পিতা মাতা আসিয়া বলিতে লাগিল; তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। যেরূপ স্তনপায়িনী বালিকা কিছুই অবগত নহে, সেইরূপ আমার এইকন্যা কিছুই জানে না। ৬১।

আমার এই কন্যা বালকদিগের সহিত কন্দুক (ঘুঁটি) প্রভৃতি দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকে, যদি ক্ষুধা জন্মায় তবেই দুঃখে গৃহে আসিয়া থাকে। এবং একটী মাত্র কন্যা বলিয়া কখন গৃহকর্ম্ম করিতেও বলা হয় নাই। অতএব আপনি ইহাকে নিজ কন্যার তুল্য রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। ইহাকে গৃহকর্ম্ম করিতে না দিবার প্রয়োজন এই, অনিন্দিতস্বভাব কোন দ্বিজবর আগমন করিয়া শুভলক্ষণ সকল দেখিয়া বলিয়া-

ভাবাঃ কেচিদ্বিহাতুমনলং প্রকৃতিং জনো হি ॥ ৬৩॥
কশ্চিদ্দ্বিজাতিরধিগম্য কদাচিদেনামুদ্বীক্ষ্য লক্ষণমবোচদনিন্দিতাত্মা। মানুষ্যমাত্রজননং নিজদেবভাবেত্যস্মাচ্চ বো বচনমুগ্রমযোজ্যমস্যাম্ ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বজ্ঞতালক্ষণমস্তি পূর্ণমেষা কদাচিদ্ বদতোঃ কথায়াম্। তৎসাক্ষিভাবং ব্রজিতাঽনবদ্যা সন্দিশ্য নাবেবমসৌ জগাম ॥ ৬৫ ॥ শ্বশ্রূর্ব্বরায়া বচনেন

বালৈঃ সহ ক্রীড়নস্বভাবা রূক্ষবচনৈরপি যথোধমৈঃ শিক্ষণীয়া তৎকুত্রো ভবদ্ভ্যাং ন শিক্ষিতেতি চেত্তত্রাহতুঃ। কদাচিৎ কশ্চিদনিন্দিতাত্মা ব্রাহ্মণ আগত্যাস্যা লক্ষণমুদ্বীক্ষ্য উক্তবান্। মানুষ্যমাত্রজননং বস্তুতো নিজদেবতাখ্য নিজং নিত্যং দেবভাবো দেবত্বং নিত্যো দেবস্বভাবো বা যস্যাঃ। নিজং স্বীয়ে চ নিত্যে চ। ভাবঃ সত্তাস্বভাবাভিপ্রায়চেষ্টাত্মজন্মস্বিতি মেদিনী। ইত্যস্মাৎ কারণাৎ অস্যাং বো যুষ্মাকং উগ্রং বচনমযোজ্যং যোজনীয়ং ন ভবতি। ॥ ৬৪ ॥ কিঞ্চাস্যাং সর্ব্বজ্ঞতায়া লক্ষণং পূর্ণমস্তি। কিঞ্চ কদাচিদেষা বাদং কুর্ব্বতো র্ব্বাদিনোঃ কথায়াং তয়োঃ সাক্ষিত্বং প্রাপ্স্যতীত্যেবমাবামুপদিশ্যাসৌ বিপ্রো জগাম ইন্দ্রং ॥ ৬৫ ॥ বরায়াঃ দোষবিমুক্তকন্যায়াঃ শ্বশ্রূরস্মদ্বচনেন বাচ্যা যতঃ স্নুষায়াঃ

ছিলেন। কেবল ইহার জন্ম মানবরূপে হইয়াছে, মাত্র,কিন্তু ইহাতে প্রচ্ছন্নভাবে নিত্য দেবভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আপনারা ইহার উপর কখনই রূক্ষবাক্য প্রয়োগ করিবেন না ইহাতে সর্ব্বজ্ঞতার লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। কোন সময়ে যখন দুইজন বাদী তর্ক বিতর্ক করিবেন, তখন আপনার এই কন্যা তাহাদের সাক্ষীস্বরূপ হইবেন। এই কথা আমাদের দুইজনকে বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ গমন করিলেন। আমার এই নির্দ্দোষ কন্যার শ্বশ্রূ (শাশুড়ী) কে বলিবেন যে, বধূর রক্ষাকার্য্যের ভার আপনারই অধীন। এই সুন্দরী আপনার গচ্ছিত ধনস্বরূপ জানিবেন। এবং

বাচ্যা স্নুষাভিরক্ষা যতস্তে হি তস্যাম্। নিক্ষেপভূতা তব সুন্দরীয়ং কার্য্যা গৃহে কর্ম্ম শনৈঃ শনৈস্তে ॥ ৬৬ ॥ বাল্যেষু বাল্যাৎ স্খলতোঽপরাধঃ স নেক্ষণীয়ো গৃহিণীজনেন। বয়ং সুধীভূয় হি সর্ব্ব এব পশ্চাদ্ গুরুত্বং শনকৈঃ প্রযাতাঃ ॥ ৬৭ ॥
দৃষ্ট্বাভিধাতুমনলঞ্চ মনোঽস্মদীয়ং দেহাভিরক্ষণবিধৌ ন হি দৃশ্যতেঽন্যঃ। দৃষ্ট্বাভিধানফলমেব যথাভবেন্নো ব্রূয়াত্তথেষ্টজনতা জননীং বরস্য ॥ ৬৮ ॥

অভিরক্ষা যতস্তে তদধীনাস্তি। তদ্বচনং দর্শয়তি। ইয়ং সুন্দরী তব ন্যাসভূতা তস্মাত্ত্বয়েয়ং গৃহে কর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ কর্ত্তব্যা শনৈঃ শনৈরনয়া কর্ম্ম কারয়িতব্যমিত্যর্থঃ উপ০ ॥ ৬৬ ॥ বয়ং সর্ব্বেঽপি সুবুদ্ধিমন্তো ভূত্বা পশ্চাচ্ছনৈরুৎকৃষ্টতাং প্রাপ্তাঃ ॥৬৭॥ ননু বরস্য জননীং দৃষ্ট্বা ভবদ্ভ্যাং বক্তব্যমিতি চেত্তত্রাহতুঃ। বরস্য জননীং দৃষ্ট্বাঽভিধাতুং অস্মদীয়ং মনঃ শক্তং ন ভবতি। হি যস্মাদ্দেহাভিরক্ষণবিধাবন্যো ন দৃশ্যতে। যদ্যপ্যেবং তথাপি দৃষ্ট্বা কথনস্য ফলমেব যথাস্যো ভবেত্তথেষ্টজনসমুদায়ো বরস্য মাতরং ব্রূয়াৎ ব০ ॥ ৬৮ ॥ অথেদানীং স্বপুত্রীং শিক্ষয়তঃ। বৎসে

আপনি ক্রমে ক্রমে ইহাকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। বাল্যকালে বালকের শৈশব-নিবন্ধন অপরাধ অতি সুলভ অর্থাৎ সহজেই তাহা হইয়া থাকে; কিন্তু বাটীর যিনি গৃহিণী হইবেন তিনি সে অপরাধ কখনই দর্শন করিবেন না। এই দেখুন না, আমরা সকলেই ক্রমশঃ বিজ্ঞ হইয়া পশ্চাৎ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছি, একেবারে বিজ্ঞ হইবার কোনই সম্ভবনা নাই। বরের জননীকে দেখিয়া আমাদের মন কিছুই বলিতে সমর্থ নহে। কারণ কন্যার দেহরক্ষাকার্য্যে বর ভিন্ন অন্য আর কাহাকেও দেখা যায় না। তথাপি বরের মাতাকে

বৎসে! ত্বমদ্য গমিতাসি দশামপূর্ব্বাং তদ্রক্ষণে নিপুণধী র্ভব সুভ্রু নিত্যম্। কুর্য্যা ন বালবিহৃতিং জনতোপহস্যাং সা নাবিবাপরমিয়ং পরিতোষয়েত্তে ॥ ৬৯ ॥ পাণিগ্রহাৎ স্বাধিপতী সমীরিতৌ পূর্ব্বা কুমার্য্যাঃ পিতরৌ ততঃ পরম্। পতিস্তমেকং শরণং ব্রজানিশং লোকদ্বয়ং জেষ্যসি যেন দুর্জ্জয়ম্ ॥৭০॥ পত্যাবভুক্তবতি সুন্দরি! মাস্ম ভুঙ্ক্ষ্ব যাতে প্রযাতমপি মাস্ম ভবেদ্বিভূষা। পূর্ব্বাপরাদিনিয়মোঽস্তি নিমজ্জনাদৌ বৃদ্ধাঙ্গনাচরিতমেব পরং প্রমাণম্ ॥ ৭১॥ রুষ্টে ধবে সতি রুষেহ ন বাচ্যমেকং ক্ষন্তব্যমেব সকলং স তু শাম্যতীত্থম্। তস্মিন্ প্রসন্নবদনে চকিতেব বৎসে! সিধ্যত্যভীষ্টমনঘে ক্ষময়ৈব সর্ব্বম্॥৭২ ভর্ত্তুঃ সমক্ষমপি তদ্বদনং সমীক্ষ্য বাচ্যো ন জাতু সুভগে। পরপূরুষস্তে। কিংবাচ্য এষ রহসীতি তবো-

ইত্যাদিনা। হে বৎসে! অদ্য ত্বমপূর্ব্বাং দশাং প্রাপ্তাসি হে সুভ্রু! তদ্রক্ষণে তস্যা অপূর্ব্বদশায়াঃ রক্ষণে নিত্যং নিপুণধী র্ভব। জনসমূহোপহাসযোগ্যং বালতো ব্যবহারং ন কুর্য্যাঃ। যতঃ সেয়ং তে বালবিহৃতিরাবয়োরিবাপরং ন পরিতোষয়েদিতি নকারস্তাসুষঙ্গেণ যোজ্যং কাকা বা ॥ ৬৯ ॥ কিঞ্চ পাণিগ্রহণাদ্বিবাহাৎ পূর্ব্বং কুমার্য্যাঃ পিতরৌ স্বাধিপতী সমীরিতৌ। তস্মাৎ পাণিগ্রহাদূর্দ্ধং পতিঃ স্বাধিপতিঃ সমীরিতঃ। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং পতিমেকং শরণং ব্রজ। যেন শরণগমনেন পত্যা বা লোকদ্বয়ং জেষ্যসি উ০ ॥ ৭০ ॥ কিঞ্চ হে সুন্দরি! পত্যাবভুক্তবতি মাভুংক্ষ্ব ভোজনং ত্বয়া ন কর্ত্তব্যম্। প্রযাতং দীর্ঘাধ্বানং পত্যৌ গতে সতি তব বিশেষেণালঙ্ক্রিয়া মা ভবতু। নিমজ্জনাদৌ পূর্ব্বাপরাদিনিয়মোঽস্তি। আদিপদে ভোজনাদিকং গ্রাহ্যং তত্র নিমজ্জনাদিকং পত্যুঃ পূর্ব্বং ভোজনাদিকং তু পশ্চাৎ কর্ত্তব্যমত্র বৃদ্ধাঙ্গনানামরুন্ধতীলোপামুদ্রাদীনাং চরিতমেব পরং প্রমাণম্। এতদেব তব সৌন্দর্য্যমিতি সম্বোধনাশয়ঃ ব০ ॥ ৭১ ॥ কিঞ্চ পত্যৌ কোপাবিষ্টে সতি ত্বয়া রোষেণৈকমপি ন বাচ্যং। একমিতি ক্ষন্তব্যমিত্যনেন বা সম্বন্ধনীয়ং কেবলং ক্ষন্তব্যমেব। স ত্বিত্থমনেন প্রকারেণ স্বয়মেব শাম্যতি প্রসন্নে চ তস্মিন্ হে বৎসে! চকিতেব স্থাঃ। কিং বহুনা হে অনঘে! সর্ব্বমভীষ্টং ক্ষময়ৈব সিধ্যতি ন চেত্তথা ॥ ৭২ ॥ তদ্বদনং পুরুষান্তরমুখং সমীক্ষ্য দৃষ্ট্বা এষঃ পরপুরুষো রহস্যেকান্তে যতঃ পরপুরুষস্নেহা-

দেখিয়া আমাদের দুইজনের বলিবার যেরূপ কল সেইরূপ সকল প্রিয়জনই ঘরের মাতাকে ঐ কথা বলা উচিত। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

হে বৎসে! তুমি অদ্য অপূর্ব্ব দশা প্রাপ্ত হইবে। হে সুভগে! সেই অপূর্ব্ব দশার রক্ষার বিষয়ে তুমি সদাই বুদ্ধি নৈপুণ্য দেখাইবে। কারণ, তোমার শিশুব্যবহার যেরূপ আমাদের দুইজনকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, এইরূপ অপরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। অতএব জনসমুদায় যাহাতে উপহাস করিতে না পারে তুমি এরূপ শিশুব্যবহার করিও। পরিণয় বিধির পূর্ব্বে কুমারীর পিতা এবং মাতা এই দুইজন অধিপতি বলিয়া বিখ্যাত। পরে বিবাহ হইয়া গেলে স্বামীই অধিপতি হয়েন। অতএব তুমি সেই একমাত্র পতির শরণাপন্ন হইও। যাহাদ্বারা তুমি দুর্জয় ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে পারিবে। হে সুন্দরি! পতি অভুক্ত থাকিলে কদাচ ভোজন করিও না। পতি দূরপথে গমন করিলে বিশেষরূপে বেশভূষা করিও না। পতির অগ্রে ভোজনাদি কার্য্যে এইরূপ পূর্ব্বাপর নিয়ম আছে। এই বিষয়ে বৃদ্ধনারী অর্থাৎ অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। পতি রুষ্ট হইলে তুমি কোপপ্রকাশ

পাদেশঃ শঙ্কা বধূপুরুষয়োঃ ক্ষপয়েদ্ধি হার্দম্ ॥ ৭৩ ॥ আয়াতি ভর্ত্তরি তু পুত্রি বিহায় কার্য্যমুত্থায় শীঘ্রমুদকেন পদাবনেকঃ। কার্য্যো যথাভিরুচি তে সতি ! জীবনং বা নোপেক্ষণীয়মণুমাত্রমপীহ কস্তে ॥ ৭৪ ॥ ধবে পরোক্ষেহপি কদাচিদেযু গৃহং তদীয়া অপি বা

ভাববত্যামপি স্ত্রিয়াম্বিযং পরপুরুষস্নেহবতীতি শঙ্কা হার্দং আন্তরং স্নেহং নাশয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ যথাভিরুচি অভিরুচিমনতিক্রম্য পাদাবনেকঃ পাদপ্রক্ষালনং হে সতি ! জীবনমণুমাত্রমপীহ লোকে কং সুখং বা তে তব নোপেক্ষণীয়ম্ ॥ ৭৪ ॥ ধবে পত্যৌ পরোক্ষে বহির্গতে সতি উং ॥ ৭৫ ॥ পিত্রোরিব শ্বশুরয়োরনু-

করিয়া একটী কথাও বলিবে না। কেবল, বলিবে আপনি আমার অপরাধ সকল ক্ষমা করুন। এই রূপেই বরং তিনি শান্ত হইবেন। এবং পতি প্রফুল্লবদন হইলে তুমি চকিতের মত প্রকাশ করিবে। অধিক কি বলিব—ক্ষমাদ্বারাই সমস্ত অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য আর কোন প্রকারেই হইতে পারে না। পতিসমক্ষে পরপুরুষের মুখ দেখিয়া কখনও বলিবে না যে, এইস্থানে পরপুরুষ রহিয়াছে। অথবা যদি একান্তই বলিতে হয়, ত নির্জনে বলিবে। এই আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম। কারণ, পরপুরুষের উপর স্ত্রীলোকের স্নেহের অভাব সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিলেও পরপুরুষের উপর স্নেহবতী শঙ্কাই স্ত্রীপুরুষের আন্তরিক স্নেহ বিনষ্ট করিয়া থাকে। হে পুত্রি ! স্বামী গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে সমস্ত কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া শীঘ্র উত্থিত হইয়া রুচিপূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিবে। জীবন অণুমাত্র, এবং ইহলোকের সুখ

মহান্তঃ। তে পূজনীয়া বহুমানপূর্ব্বং নোচেন্নিরাশাঃ কুলদাহকাঃ স্যুঃ ॥ ৭৫ ॥ পিত্রোরিব শ্বশুরয়োরনুবর্ত্তিতব্যং তদ্বন্মৃগাক্ষি সহজেষ্বপি দেবরেষু। তে স্নেহিনো হি কুপিতা ইতরেতরস্য যোগং বিভিদ্যুরিতি মে মনসি প্রতর্কঃ ॥ ৭৬ ॥ হিতোপদেশে বিনিবিষ্টমানসৌ বধূবরৌ রাজগৃহং সমীয়তুঃ। লব্ধানুমানৌ গুরুবন্ধুবর্গতো বভূব

সরণং ত্বয়া কার্য্যং। যথা সহজাতেষু সহোদরেষু দেবরেষ্বপি হে মৃগাক্ষি ! অনুবর্ত্তিতব্যং। যতঃ কুপিতাস্তে স্নেহবতোহপ্যন্যোন্যস্য সংযোগং বিভিদ্যুঃ নাশয়েয়ুরিতি মে মনসি প্রতর্কঃ। সহজেষপীতাত্র সহজেষিবেতি বা পাঠঃ। বং ॥ ৭৬ ॥ হিতোপদেশে বিনিবিষ্টং মানসং যয়োস্তৌ বধূবরৌ ভারতীমণ্ডনৌ গুরুবন্ধুবর্গতো লব্ধানুমানৌ প্রাপ্তসৎকারৌ রাজগৃহং সমীয়তুঃ

তুমি কিছুই উপেক্ষা করিওনা। ভর্ত্তা গৃহে না থাকিলে যদি কখন তোমার পতির আত্মীয় বা কোন মহৎ লোক তোমার গৃহে আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি বহুসম্মানপূর্ব্বক সেই সকল লোকের পূজা করিবেক। নতুবা তাঁহারা নিরাশয় হইয়া গমন করিলে কুল দগ্ধ করিয়া থাকেন। হে মৃগাক্ষি ! তুমি পিতা মাতার মত শ্বশ্রূশ্বশুরের (শ্বশুরশাশুড়ীর) ও সহোদরের মত দেবরের অনুসরণ করিবে। কারণ,তাঁহারা কুপিত হইলে যে, স্নেহপূর্ণ পরস্পর ভ্রাতার অনৈক্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহা আমার মনে মনে নিরন্তর তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬।

হিতোপদেশে মন অভিনিবিষ্ট রাখিয়া বধূবর অর্থাৎ (ভারতী মণ্ডন) গুরু ও বন্ধু বর্গের নিকট

সংজ্ঞোভয়ভারতীতি ॥ ৭৭ ॥ সা ভারতী দুর্ব্বসনেন দত্তং পুনঃ প্রসন্নেন পুরাত্তহর্ষা। শাপাবধিং সংসদি বৎস্যতে যৎ সর্ব্বজ্ঞতানির্বহণায় সাক্ষ্যম্ ॥ ৭৮ ॥ সভারতীসাক্ষিকসর্ব্ববিত্তোঽপ্যাত্মীয়শক্ত্যা শিশুবদ্বিভাতঃ। স্বশৈশবস্যোচিতমন্বকাঙ্ক্ষীৎ স কেশবো যদ্বদুদারবৃত্তঃ ॥ ৭৯ ॥ শৈশবে স্থিতবতা চপলাশে শার্ঙ্গিণেব বটবৃক্ষপলাশে। আত্মনীদমখিলং বিলুলোকে ভাবি ভূতমপি যৎ খলু লোকে ॥ ॥ ৮০ ॥ তং দদর্শ জনতাঽদ্ভুতবালং লীলয়াঽধিগতনূতনদোলম্। বাসুদেবমিব বামনলীলং লোচনৈরনিমিষৈরনুবেলম্ ॥ ৮১ ॥ কোমলেন নবনীরদরাজিশ্যামলেন নিতরাং সমরাজি। কেশপাশত-

সমাগতৌ। বভূবেত্যাদেরুত্তরেণ সম্বন্ধঃ উপ০ ॥ ৭৭ ॥ যা উভয়ভারতীতি সংজ্ঞা বভূব সা ভারতী সরস্বতী পুরা পূর্ব্বং পুনঃ প্রসন্নেন দুর্ব্বাসসা দত্তং শাপাবধিং সভায়াং সাক্ষ্যং যস্য শঙ্করস্য সর্ব্বজ্ঞতায়া নির্ব্বাহায় বৎস্যতে করিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥ সভারতীসাক্ষিকঃ সর্ব্ববিত্ত্বং যস্য তথাভূতোঽপি শ্রীশঙ্করঃ স্বীয়শক্ত্যা স্বাধীনয়া মায়য়া শিশুবদ্বিভাতঃ সন্ স্বশৈশবস্য বালভাবস্যোচিতং ক্রীড়োপকরণাদিকমাকাঙ্ক্ষিতবান্। তত্র দৃষ্টান্তঃ যথোদারচরিতঃ প্রসিদ্ধঃ কেশবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বমায়যা শিশুবৎ বিভাতঃ সন্ স্বশৈশবস্যোচিতমন্বকাঙ্ক্ষীত্তথেত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

চপলা আশা যস্মিন্নেবম্ভূতেঽপি শৈশবে বাল্যে স্থিতবতা ভাবি ভূতঞ্চ যদিদং খলু লোকেঽস্তি তদখিলমাত্মনি বিলুলোকে সমাগবালোকিতং কর্ম্মণি লিট্। তত্র দৃষ্টান্তো যথা বটবৃক্ষস্য পলাশে পত্রে স্থিতবতা শার্ঙ্গিণা শ্রীবিষ্ণুনা যদিদং তদখিলং আত্মনি অবলোকিতং তদ্বদিত্যর্থঃ। স্বাগতাবৃত্তং স্বাগতেতি রনভাদ্‌গুরু-যুগ্মমিতি লক্ষণাৎ। লীলয়াধিগতঃ প্রাপ্তো দোলো যেন বামনা কমনীয়া লীলা যস্য তমদ্ভুতবালং শ্রীশঙ্করং নিমেষোজ্ঝিতৈশ্চক্ষুর্ভিরনুবেলমনিশং জনসমূহো দদর্শ। লীলয়াধিগতদোলং বামনলীলমদ্ভুতবালং শ্রীকৃষ্ণমিব ॥ ৮১ ॥ কেশবশ্চ ঈশশ্চ চতুরাস্যশ্চ তৈস্তৈ র্বিষ্ণুশিববিধিভিঃ সমস্য তুল্যস্যাস্য শ্রীশঙ্করস্য কেশপাশতমসা অধিকং যথাস্যাত্তথা সমরাজি সম্যক্ শোভিতং। তদ্বি-

হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া রাজ গৃহে উপস্থিত হইলেন। যাঁহার নাম উভয়ভারতী ছিল সেই সরস্বতী হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া (পূর্ব্বে দুর্ব্বসা মুনি পুনর্ব্বার প্রসন্ন হইয়া সরস্বতীর শাপ মোচনের অবধি কাল যাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্বজ্ঞতা নির্ব্বাহের জন্য শাপাবধিসাক্ষ্য অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়া হইবে এবং আপনার শাপেরও মোচন হইবে) সভাতে ঐরূপ সাক্ষ্যই প্রদান করিবে। ৭৭। ৭৮।

সরস্বতী সাক্ষী থাকিয়া যাঁহার সমস্ত ধনই ভাগ্যে ঘটিয়াছিল সেই শঙ্করাচার্য্য, (উদারচরিত্র বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ স্বীয় মায়া দ্বারা বালকের মত শোভা সম্পন্ন হইয়া শৈশবকালের উচিত পদার্থ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন) সেইরূপ স্বাধীনমায়া দ্বারা শিশুভাবে বিখ্যাত থাকিয়া বাল্যকালের উপযুক্ত পদার্থ সকল স্পৃহা করিলেন। বটবৃক্ষপলাশে শ্রীকৃষ্ণ যথাযোগ্য অবস্থান করিয়া যেরূপ আত্মদেহে এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিয়াছিলেন, সেইরূপ চপল আশাযুক্ত শৈশব-দশায় বিদ্যমান থাকিয়া শঙ্করাচার্য্য ভবিষ্যৎ ও অতীত যাহা সমস্ত জগতে বিদ্যমান আছে সেই সমস্তই আত্ম শরীরে দর্শন করিলেন। যিনি লীলাবশতঃ নূতন কেলিপ্রাপ্ত বাসুদেব কৃষ্ণের মত রমণীয় লীলা

তমসাধিকমস্য কেশবেশচতুরাস্যসমস্য ॥ ৮২ ॥ শাক্যৈঃ পাশুপতৈরপি ক্ষপণকৈঃ কাপালিকৈর্ব্বৈষ্ণবৈরপ্যন্যৈরখিলৈঃ খলৈঃ খলু খিলং দুর্ব্বাদিভির্বৈদিকম্‌। পন্থানং পরিরক্ষিতুং ক্ষিতিতলং প্রাপ্তঃ

শিনষ্টি কোমলেন পুনশ্চ নবনীরদানাং নবীনজলদানাং যা রাজিঃ পংক্তিস্তদ্বৎ শ্যামলেনাতিশ্যামেনেত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ শাক্যাঃ বৌদ্ধাঃ ক্ষপণকা দিগম্বরাঃ সর্বৈঃ শাক্যাদিদুর্ব্বাদিভিঃ খলু প্রসিদ্ধং খিলমুচ্ছিন্নং বৈদিকং মার্গং পরিরক্ষিতুং ভূতলং প্রাপ্তঃ ঘোরে সংসারারণ্যে বিচরতাং। ভদ্রং সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিপূরঃ সর-

কিম্বা শ্রীকৃষ্ণলীলা ধারণ করিয়াছেন, জনসকল নির্নিমেষনয়নে সেই অদ্ভুতবালককে সদাসর্ব্বদা দর্শন করিতে লাগিলেন। কেশব, ঈশান, এবং চতুরানন তুল্য সেই শঙ্করাচার্য্যের কোমল, নবকাদম্বিনীর মত শ্যামল, কেশপাশতিমির, অধিকরূপে শোভা পাইতে লাগিল। ৭৯। ৷ ৮০ । ৮১ । ৮২ ।

যিনি অখিল অমঙ্গল নিধন করিয়া পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ নামক কল্যাণ দান করিয়া থাকেন,

পরিক্রীড়তে ঘোরে সংস্কৃতিকাননে বিচরিতাং ভদ্রঙ্করঃ শঙ্করঃ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তত্তদ্দেবাবতারার্থকঃ সংক্ষেপশঙ্করজয়ে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

অথ শিবো মনুজো নিজমায়য়া দ্বিজগৃহে দ্বিজ-

পরমানন্দপ্রাপ্তিলক্ষণমোক্ষাখ্যং কল্যাণং করোতীতি ভদ্রঙ্করঃ অন্বর্থসংজ্ঞঃ শ্রীশঙ্করঃ ক্রীড়তে স্ম। শার্দূল০ ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারসূনুধনপতিসূরিকৃতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিজয়ডিণ্ডিমে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

সেই শঙ্করাচার্য্য ক্রীড়া করিয়া বৌদ্ধ, পাশুপত, দিগম্বর কাপালিক, বৈষ্ণব ও অন্যান্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের দ্বারা উচ্ছিন্ন বৈদিকপথ পরিরক্ষা করিবার জন্য ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইয়া ঘোরসংসাররূপ কাননে বিচরণ করুন। ৮৩।

ইতি মাধবচার্য্য বিরচিত পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিগের অবতার নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মোদমুপাবহন্‌। প্রথমহায়ন এব সমগ্রহীৎ সকলবর্ণমসৌ নিজভাষিকাম্‌ ॥ ১॥ দ্বিসম এব শিশু-

প্রাকৃতশিশুবিলক্ষণং তস্য চরিতং দর্শয়িতুমুপক্রমতে অথেতি। শিবো নিজমায়য়া মনুষ্যঃ সন্‌ বিপ্রগৃহে দ্বিজস্য শিবগুরোঃ প্রীতিং সংপাদয়ন্‌ প্রথমবর্ষ এব সর্ব্বমক্ষরং নিজভাষাঞ্চ সম্যগ্‌গৃহীতবান্‌। দ্রুতবিলম্বিতমাহ ।নভৌভরৌ বসুযুগবিরতিঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর শঙ্কর নিজমায়াবলে মনুষ্য হইয়া ব্রাহ্মণগৃহে শিবগুরুর প্রীতি উৎপাদন করিয়া

লিখিতাক্ষরং গদিতুমক্ষমতাক্ষরবিৎ সুধীঃ। অথ স কাব্যপুরাণমুপাশৃণোৎ স্বয়মবৈৎ কিমপি শ্রবণং বিনা ॥ ২ ॥ অজনি দুঃখকরো ন গুরোরসৌ শ্রবণতঃ সকৃদেব পরিগ্রহী। সহনিপাঠজনস্য গুরুঃ স্বয়ং স চ পপাঠ ততো গুরুণা বিনা ॥ ৩ ॥ রজসা তমসাঽপ্যনাশ্রিতো রজসা খেলনকাল এব হি।

ততো দ্বিতীয়বর্ষ এব স বালকঃ সুবুদ্ধিত্বাদক্ষরজ্ঞো লিখিতাক্ষরমুচ্চারয়িতুং সমর্থোঽভূৎ। অথানন্তরং তৃতীয়বর্ষে স শিশুঃ কাব্যানি পুরাণানি চ শ্রুতবান্। কিমপি শ্রবণং বিনা স্বয়মেব জ্ঞাতবান্ ॥ ২ ॥ অসৌ শিশু র্গুরো র্দুঃখকরো নাভূৎ। যতঃ সকৃদেব শ্রবণাৎ পরিগ্রহণশীলঃ সহাধ্যায়িজনস্য স্বয়ং গুরুঃ। স চ শ্রবণাদনন্তরং গুরুণা বিনা পপাঠ ॥ ৩ ॥ রজোগুণেন তমোগুণেন চানাশ্রিতো ধূল্যা খেলনকাল এব হি প্রসিদ্ধং স শিশুঃ

প্রথম বৎসরেই সমস্ত অক্ষর এবং স্বীয়ভাষা সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন। ১।

অনন্তর সেই বালক দ্বিতীয়বর্ষে পতিত হইয়া বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত অক্ষর সকল জানিতে পারিল ও লিখিত অক্ষর সকল উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল। পরে যখন তৃতীয়বৎসরে পতিত হইল তখন কাব্য এবং পুরাণ সকল শুনিতে আরম্ভ করিল। শুদ্ধ শ্রবণ করা নয় স্বয়ং সেই সমস্তই জানিতে পারিলেন। সেইবালক গুরুর কষ্টদায়ক ছিল না, একবার শ্রবণেই সমস্ত গ্রহণ করিতে পারিত। তিনি সহাধ্যায়ী জনের স্বয়ং গুরু ছিলেন ও শ্রবণানন্তর গুরুব্যতীত পাঠ করিতেন। রজোগুণ ও তমোগুণদ্বারা অস্পৃষ্ট থাকিলেও সকল কলাবিৎদিগের অগ্রগণ্য শিবগুরুর আত্মজ খেলা

স কলাধরসত্তমাত্মজঃ সকলাশ্চাপি লিপীরবিন্দত ॥ ৪ ॥ সুধিয়োঽস্য বিদিদ্যুতেঽধিকং বিধিবচ্চৌলবিধানসংস্কৃতম্। ললিতং করণং ঘৃতাহুতিজ্বলিতং তেজ ইবাশুশুক্ষণেঃ ॥ ৫ ॥ উপপাদননিরপেক্ষধীঃ স পপাঠাহৃতিপূর্ব্বকাগমান্। অধিকাব্যমরংস্ত কর্কশেঽপ্যধিকাংস্তর্কনয়েঽত্যবর্ত্তত ॥৬

কলাধরেভ্যঃ শ্রেষ্ঠস্য সুতঃ সর্ব্বা অপি লিপী র্জ্ঞাতবান্। বিয়ে ॥ ৪ ॥ অস্য সুধিয়ঃ শ্রীশঙ্করস্য বিধিবচ্চূড়াকর্ম্মণো বিধানে সংস্কৃতং সুন্দরং করণং গাত্রং শরীরং। করণং সাধকতম ক্ষেত্রগাত্রেন্দ্রিয়েষপীত্যমরঃ। বিদিদ্যুতে বিশেষেণ শুশুভে। ঘৃত আহুতিভি র্জ্বলিতমগ্নেস্তেজ ইব ॥ ৫ ॥ উপপাদনে নিরপেক্ষা ঽপেক্ষারহিতা ধী র্যস্য স শ্রীশঙ্করঃ ভূপ্রভৃতিব্যাহৃতিপূর্ব্বকা বেদান্ পপাঠ। কিঞ্চাঽধিকাব্যমরংস্ত কাব্যে তু ক্রীড়াং কৃতবান্। অপি চ কর্কশেঽতিকঠিনেঽপি তর্কনয়ে যেঽধিকা

করিবার সময়েও কেবল রজোগুণদ্বারাই সমস্ত লিপি অবগত ছিলেন ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। ঘৃতাহুতিদ্বারা জ্বলিত অগ্নিতেজ যেরূপ শোভা ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সুধীবর শঙ্করাচার্য্যের ললিতদেহ চূড়াবিধানদ্বারা সংস্কৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। কোন বিষয় প্রতিপন্ন করিতে যাঁহার বুদ্ধি কাহারও বুদ্ধি অপেক্ষা করিত না সেই শঙ্করাচার্য্য ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন,তপ ও সত্য এই সপ্ত ব্যাহৃতিপূর্ব্বক বেদ সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ বেদে নয়,তিনি কাব্য শাস্ত্রেও অতিশয় রত থাকিতেন, এবং কর্কশ তর্কশাস্ত্রে যাঁহারা বিখ্যাত তাঁহাদিগকেও অতিক্রম করিয়া উঠিলেন স্বকীয় বাক্য বৈভবদ্বারা যাঁহারা বাদীদিগকে দূরীকৃত করিয়া থাকেন এরূপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

হরতস্ত্রিদশেজ্যচাতুরীং পুরতস্তস্য ন বক্তুমীশ্বরাঃ। প্রভবোঽপি কথাসু নৈজবাগ্বিভবোৎসারিতবাদিনো বুধাঃ ॥ ৭ ॥ অমুকক্রমিকোক্তিধোরণীমুরগাধীশকথাবধীরিণীম্। মুমুহু র্নিশময্য বাদিনঃ প্রতিবাক্যোপহৃতৌ প্রমাদিনঃ ॥ ৮ ॥ কুমতানি চ তেন কানি নোন্মথিতানি প্রথিতেন ধীমতা। স্বমতান্যপি তেন খণ্ডিতান্যতিযত্নৈরপি সাধিতানি কৈঃ ॥ ৯ ॥

স্যানতিক্রান্তবান্ ॥ ৬ ॥ নৈজায়াঃ স্বকীয়ায়া বাচো বৈভবেনোৎসারিতা দূরীকৃতা বাদিনো যৈস্তে বুধাঃ পণ্ডিতা বাদজল্পবিতণ্ডাসু কথাসু প্রভবঃ সমর্থা অপি দেবানাং পূজ্যস্য গুরোর্বাচস্পতেশ্চাতুরীং হরতস্তস্য শিবগুরোঃ কুমারস্য সম্মুখে বক্তুং প্রভবো ন বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ কিঞ্চ সর্পাধীশস্য শেষস্য কথায়া অপাবধীরিণীং তিরস্করিণীমমুষ্য ক্রমেণোচ্চারণস্য পরিপাটীং শ্রুত্বা বাদিনো মুমুহুঃ মোহং প্রাপুঃ। যতঃ প্রতিবচনস্য বাক্যে প্রমাদবন্তঃ ॥ ৮ ॥ প্রখ্যাতেন বুদ্ধিমতা তেন শ্রীশঙ্করেণ কানি কুমতানি নোন্মথিতানাপিতু সর্ব্বাণ্যেবোন্মথিতানি। তেন খণ্ডিতানি স্বমতান্যতিপ্রযত্নৈরপি কৈঃ সাধিতানি ন কৈরপীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ স পুত্রবতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ শিবগুরুঃ স্বীয়ং কুলং

পণ, বাদ, জল্পনা ও বিতণ্ডা এই তিন প্রকার কথায় প্রভু হইলেও দেবাচার্য্য বৃহস্পতির চাতুরীনাশী শিবগুরুর পুত্রের সম্মুখে কথা কহিতে সমর্থ হইতে পারিতেন না। বাদীগণ প্রতিবাক্য বলিতে প্রমাদ উপস্থিত ভাবিত বলিয়া ফণিপতি অনন্তের বচন-তিরস্করিণী, শঙ্করাচার্য্যের ক্রমোচ্চারণের পরিপাটী শুনিয়া সুতরাং মুগ্ধ হইতেন। বিখ্যাত বুদ্ধিমান্ শঙ্করাচার্য্য কোন্ কোন্ কুমত না মথিত করিয়াছিলেন? এবং তিনি যে সমস্ত মত খণ্ডন করিতেন অত্যন্ত যত্ন সহকারেও পুনরায় আর কে তাহা

অমুনা তনয়েন ভূষিতং যমুনাতাতসমানবর্চসা। তুলয়া রহিতং নিজং কুলং কলয়ামাস স পুত্রিণাং বরঃ ॥ ১০ ॥ শিবগুরুঃ স জরন্ ত্রিসমে শিশাবমৃত কর্ম্মবশঃ সুতমোদিতঃ। উপনিনীষিতসূনুরপি স্বয়ং ন হি যমোঽস্য কৃতাকৃতমীক্ষতে ॥ ১১ ॥

যমুনাতাতেন সূর্য্যেণ সমানং বর্চস্তেজো যস্য তেনামুনা পুত্রেণালঙ্কৃতং তুল্যোপময়া রহিতং কলয়ামাস চকার দদর্শেতি বা ॥ ১০ ॥ স শিবগুরুঃ সুতেন মোদং প্রাপিতঃ স্বয়মুপনিনীষিত উপনয়ং কর্ত্তুমিচ্ছিতঃ স্বয়ং যেন তথাভূতোঽপি জরাং গচ্ছন্ শিশৌ ত্রিহায়নে সতি কর্ম্মাধীনঃ অমৃত মৃতঃ। কিং যস্মাদস্য জন্তোঃ কৃতাকৃতমিদমনেন কৃতমিদমনেনাকৃতমিতি যমো ন পশ্যতি ক্রতং ॥ ১১ ॥ অস্মিন্ সংসারে সুতস্যেক্ষণং সুলভং ন ভবতি। সুতবিভবস্যেক্ষণং তু সুতরাং সুলভং ন ভবতি। ইত্যস্মিন্নর্থে শিবগুরুরেব নিদর্শনং ইত্যাশয়েনাহে হেতি। অয়ং

পূরণ করিতে পারিত? বস্তুতঃ এরূপ লোক ভূতলে কেহই ছিলনা। পৃথিবীতে যত লোকের পুত্র আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিবগুরু, যমুনানদীর পিতা সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী নিজপুত্রদ্বারা অলঙ্কৃত স্বীয় বংশ তুলনা রহিত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ২। ৩। ।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।

পুত্রদ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিয়া শিবগুরু স্বয়ং পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু বার্দ্ধক্য দশাপ্রাপ্ত হইয়া (যখন পুত্রের বয়ঃক্রম তিন বৎসর) কর্ম্মাধীনতাবশতঃ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। অসময়ে মরণ হইলে দুঃখ করিতে পারা যাইবে না। কারণ, জীব-হর্ত্তা যম "এই জীব ইহা করিয়াছে, এবং এই জীব ইহা করে নাই" ইহা দর্শন করেন না। ১১।

ইহ ভবেৎ সুলভং ন সুতেক্ষণং ন সুতরাং সুলভং বিভবেক্ষণম্। সুতমবাপ কথঞ্চিদয়ং দ্বিজো ন খলু বীক্ষিতুমৈষ্ট সুতোদয়ং ॥ ১২ ॥ মৃতমদীদহদাত্মসনাভিভিঃ পিতরমস্য শিশোর্জননী ততঃ। সমনীতবতী ধবখণ্ডিতাং স্বজনতা মৃতিশোকহরৈঃ পদৈঃ ॥ ১৩ ॥ কৃতবতী মৃতচোদিতমক্ষমা নিজজনৈরপি কারিতবত্যসৌ। উপনিনীষুরভূৎ স্মৃতমাত্মনঃ পরিসমাপ্য চ বৎসরদীক্ষণং ॥ ১৪ ॥ উপনয়ং কিল পঞ্চমবৎসরে প্রবরযোগযুতে সুমুহূর্ত্তকে। দ্বিজবধূর্নিয়তা জননী শিশোর্ব্যধিত হৃষ্টমনাঃ সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১৫ ॥ অধিজগে নিগমাংশ্চতুরোঽপি স ক্রমত এব গুরোঃ স ষড়ঙ্গকান্। অজনি বিস্মিতমত্র মহামতৌ দ্বিজসুতেঽল্পতনৌ জনতামনঃ ॥ ১৬ ॥ সহনিপাঠযুতা বটবঃ সম

দ্বিজঃ সুতং কথঞ্চিদবাপ পরন্তু সুতস্য বৈভবং দ্রষ্টুং সমর্থো নৈবাভূৎ ॥ ১২ ॥ তদনন্তরমস্য শঙ্করস্য পিতরং শিশোর্জননী স্বসপিণ্ডৈরদীদহৎ। ততো ধবেন পত্যা খণ্ডিতাং রহিতাং সতীং স্বজনতা মৃতিশোকহরৈঃ পদৈঃ তামত্যন্তসংবাসঃ কস্যচিৎ কেনচিৎ কচিদপি স্বেন শরীরেণ ন কিমুতান্যৈঃ পৃথগজনৈরিত্যাদিভিঃ সমাশ্বাসিতবতী ॥ ১৩ ॥ মৃতস্য যদ্বিহিতং স্বেন কর্ত্তুং শক্যং তৎ স্বয়ং কৃতবতী। যত্রাসমর্থা তৎস্বজনৈরপ্যসৌ সতী কারিতবতী। কিঞ্চ সম্বৎসরদীক্ষাং পরিসমাপ্য স্বস্য সুতমুপনিনীষুরভূৎ ॥ ১৪ ॥ প্রবরযোগযুতে শ্রেষ্ঠযোগযুক্তে নিয়তা নিয়মযুক্তা উপনয়ং ব্যধিত কৃতবতী ॥ ১৫ ॥ শিক্ষাদিভিঃ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ সহিতান্ চতুরোঽপি বেদান্ ক্রমেণ স গুরোঃ সকাশাদধিজগেঽধ্যয়নেন অবাপ। অত্রাস্মিন্ দ্বিজসুতেঽল্পশরীরে মহামতৌ সতি জনতায়া হৃদয়ং বিস্ময়মজায়ত অত্রাস্মিন্ লোক ইতি বা ॥ ১৬ ॥ সহনিপাঠং সহাধ্যয়নং তেন যুক্তাঃ

এই সংসারে প্রথমত পুত্রদর্শনই দুর্লভ, পুত্রবিভবদর্শন তদপেক্ষা অধিকতর দুর্লভ। এই বিষয়ে শিবগুরুই তাহার নিদর্শন। কারণ, এই ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে পুত্র পাইয়াছিলেন কিন্তু পুত্রবিভব দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। ১২।

অনন্তর এই শিশুর জননী জ্ঞাতিদ্বারা শঙ্করের পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। পরে পতিরহিত সেই সতীকে আত্মীয় জন সকল মৃত্যুশোকনাশী বাক্যদ্বারা আশ্বস্ত করিয়াছিল। ১৩।

মৃতব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা স্বয়ং করিতে আরম্ভ করিলেন, যে বিষয়ে অসমর্থ হইতেন, সে বিষয়ে আত্মীয় জনদ্বারা তাহা করাইতে লাগিলেন। এবং সংবৎসরের মধ্যে যে সমস্ত কার্য্য (মাসিক সপিণ্ডীকরণাদি) অবশিষ্ট ছিল তাহা সমাপ্ত করিয়া আপন পুত্রের উপনয়ন দিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। ১৪।

নিয়মযুক্ত ব্রাহ্মণপত্নী সন্তুষ্টমনে বন্ধুজনের সহিত পঞ্চমবৎসরে শ্রেষ্ঠযোগযুক্ত শুভমুহূর্ত্তে পুত্রের উপনয়ন দিলেন। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্তি, ছন্দ, জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ ক্রমশঃ গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করিলেন। এই ব্রাহ্মণকুমার ক্ষুদ্রকায় হইলেও মহাবুদ্ধিমান্ ছিলেন বলিয়া ইহাতে জনসাধারণের হৃদয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাঁহাদের সঙ্গে সহাধ্যয়ন করিতেন সেই সকল ব্রাহ্মণ পুত্রগণ দ্বিজপুত্রের সহিত পাঠ করিতে সমর্থ হয় নাই। অধিক কি, সহসা অধ্যাপনা

পঠিতুমৈশত ন দ্বিজসূনুনা। অপি গুরু র্বিশয়ং প্রতিপেদিবান্ ক ইব পাঠয়িতুং সহসাক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥ অত্র কিং স যদশিক্ষত সর্ব্বাংশ্চিত্রমাগমগণাননুবৃত্তঃ। দ্বিত্রিমাসপঠনাদভবদ্যস্তত্র তত্র গুরুণা সমবিদ্যঃ ॥ ১৮ ॥ বেদে ব্রহ্মসমস্তদঙ্গনিচয়ে গার্গ্যোপমস্তৎ-কথাতাৎপর্য্যার্থবিবেচনে গুরুসমস্তৎকর্ম্মসংবর্ণনে।

আসীজ্জৈমিনিরেব তদ্বচনজপ্রোদ্বোধকন্দে সমো ব্যাসেনৈব স মূর্ত্তিমানিব নবো বাণীবিলাসৈ র্বৃতঃ ॥ ১৯ ॥ আন্বীক্ষিক্যৈক্ষি তন্ত্রে পরিচিতিরতুলা কাপিলে কাপি লেভে পাতং পাতঞ্জলাম্ভঃ পরমপি বিদিতং ভাট্টঘট্টার্থতত্ত্বম্। যত্নৈঃ সৌখ্যং তদস্যাস্তরভবদমলাদ্বৈতবিদ্যাসুখেঽস্মিন্ কূপে যোঽর্থঃ

বটবো দ্বিজপুত্রেণ সহ পঠিতুং সমর্থা নাভূবন। কিন্তু সহসা পাঠয়িতুং কঃ সমর্থ ইতি সংশয়ং গুরুরপি প্রাপ্তবানিব ॥ ১৭ ॥ যো দ্বিত্রিমাসপঠনাৎ তত্র তত্র শাস্ত্রে গুরুণা তুল্যবিদ্যোঽভবৎ। স গুরুমনুসৃতো যৎসর্ব্বানাগমগণান্ শিক্ষিতবানত্র কিং চিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ স্বাগতা০ ॥ ১৮ ॥ বেদে ব্রহ্মসমশ্চতুর্মুখতুল্যঃ আসীৎ। বেদাঙ্গসমুদায়ে শিক্ষাদৌ গার্গ্যসদৃশ আসীৎ। বেদতদঙ্গকথাতাৎপর্য্যবিবেচনে বাচস্পতিতুল্য আসীৎ। বেদোক্তকর্ম্মসংবর্ণনে জৈমিনিরেব আসীৎ। বেদবচনজন্যতত্ত্বজ্ঞানস্য মূলে ব্যাসেনৈব তুল্যঃ। কিন্তু স মূর্ত্তিমান্ নবীনো ব্যাস ইব বাণীবিলাসৈ র্বৃতঃ সংযুক্ত আসীৎ শার্দূ০

॥১৯॥ আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা তেনৈক্ষি সম্যগীক্ষিতা। কাপিলে তন্ত্রে কপিলপ্রণীতে সাঙ্খ্যশাস্ত্রে অনুপমা কাপি পরিচিতিঃ পরিচয়ো লেভে কর্ম্মণি লিট্ তেন লব্ধোঽর্থঃ। পতঞ্জলিপ্রণীতশাস্ত্রাত্মকং জলং তেন পীতং। ভাট্টস্য ভট্টপাদপ্রণীতস্য বার্ত্তিকস্য ঘট্টানাং প্রঘট্টকানাং অর্থস্য তত্ত্বং পরমপি তেন বিদিতং পরমপাতালস্য পূর্ব্বেণ বা সম্বন্ধঃ। কিন্তু যত্নৈঃ তর্কশাস্ত্রাদিভিঃ সুখং তদস্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্য অদ্বৈতস্য তস্য যা বিদ্যা অমলা চাসাবদ্বৈতবিদ্যেতি বা তস্যাঃ সুখেঽস্মিন্নপরোক্ষেঽন্তরভবৎ। কূপে যো জলপানাদিরূপোঽর্থঃ স শোভনজলে বিস্তৃতে

করিতে সমর্থ ভাবিয়া এই বিষয়ে গুরুও যেন সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে জন দুই তিন মাস অধ্যয়ন করিয়া সেই সেই শাস্ত্রে গুরুর তুল্য হইয়াছিলেন, সেই লোক গুরুর অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত আগম শাস্ত্র যে শিক্ষা করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ ।

বেদে ব্রহ্মার তুল্য, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গে গার্গ্যসদৃশ, বেদ ও বেদাঙ্গ কথার তাৎপর্য্য বিচারে বৃহস্পতির তুল্য, বেদোক্ত কর্ম্ম বর্ণনায় জৈমিনিসদৃশ, এবং বেদবচনজন্য তত্ত্বজ্ঞানের মূলে তিনি বেদব্যাস তুল্য ছিলেন। অধিকন্তু তিনি এরূপ বাক্য বিন্যাস করিতেন যে, তাহাদ্বারা মূর্ত্তিমান্ নূতন অপর এক বেদব্যাস বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। তিনি সম্যক্ রূপে আন্বীক্ষিকী (তর্ক বিদ্যা) পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। কপিলমুনিপ্রণীত সাংখ্য শাস্ত্রে কোন অনির্ব্বচনীয় পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। পতঞ্জলিপ্রণীত পাতঞ্জলদর্শনরূপ-জল পান করিয়া ছিলেন। এবং ভট্টপাদপ্রণীত বার্ত্তিক সূত্রের পদার্থ তত্ত্ব উত্তমরূপে জানিয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি যত্নপূর্ব্বক তর্কশাস্ত্রাদিদ্বারা যে সুখভোগ করিতেন, সেই অমল অদ্বৈত বিদ্যার প্রত্যক্ষ সুখে শঙ্করাচার্য্যের অন্তঃকরণ বিদ্যমান ছিল। তাহার কারণ এই, কূপে জলপান করি-

স তীর্থে সুপয়সি বিততে হন্ত নাস্ত র্ভবেৎ কিম্ ॥ ॥ ২০ ॥ সহি জাতু গুরোঃ কুলে বসন্ সবয়োভিঃ সহ ভৈক্ষ্যলিপ্সয়া। ভগবান্ ভবনিন্দিজন্মনো ধনহীনস্য বিবেশ কস্যচিৎ ॥ ২১ ॥ তম-বোচত তত্র সাদরং বটুবর্য্যং গৃহিণঃ কুটুম্বিনী। কৃতিনো হি ভবাদৃশেষু যে বরিবস্যাং প্রতিপাদয়ন্তি তে ॥ ২২ ॥ বিধিনা খলু বঞ্চিতা বয়ং বিশ্রাণিতুং বটবে ন শক্নুমঃ। অপি ভৈক্ষ্যমকিঞ্চনত্বতো ধিগিদং জন্ম নিরর্থকঙ্গতম্ ॥ ২৩ ॥ ইতি দীনমুদা-রয়ন্ত্যসৌ প্রদদাবামলকং ব্রতীন্দবে। করুণং বচনং নিশম্য সোঽপ্যভবজ্জ্ঞাননিধি র্দয়ার্দ্রধীঃ ॥ ॥ ২৪ ॥ স মুনি র্মুরভিৎকুটুম্বিনীং পদচিত্রৈ র্নব-নীতকোমলৈঃ। মধুরৈরুপতস্থিবান্ স্তবৈ র্দ্বিজদা-রিদ্র্যদশানিবৃত্তয়ে ॥ ২৫ ॥ অথ কৈটভজিৎকুটুম্বিনী

গঙ্গাদৌ তীর্থে কিমন্ত র্ন ভবেদপিতু ভবেদেব। তথাচ স্মৃতিঃ। যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানত ইতি ভা॰ ॥ ২০ ॥ এবম্ভূতঃ স ভগবান্ শঙ্করঃ গুরোঃ কুলে বসন্ কদাচিদ্ভৈক্ষ্যপ্রাপ্তীচ্ছয়া বয়স্যৈঃ সহ ধনহীনস্য কস্যাচিদ্ বিপ্রস্য গৃহং প্রবিষ্ট-বান্ বিশেষ ॥ ২১ ॥ যে ভবাদৃশেষু বরিবস্যাং পরিচর্য্যাং প্রতিপাদয়ন্তি তে কৃতিনঃ কৃতার্থাঃ যে পুণ্যবন্তঃ তে ভবাদৃশেষু বরিবস্যাং প্রতিপাদয়ন্তি ইতি বা ॥ ২২ ॥ বয়ন্তু দৈবেন বঞ্চিতাঃ যতোঽকিঞ্চনত্বাৎ ভৈক্ষ্যমপি বটবে দাতুং ন শক্নুমঃ ॥ ২৩ ॥ ইত্যেবং দীনং কথয়ন্ত্যসৌ গৃহস্থস্য কুটুম্বিনী ব্রতিচন্দ্রায় শ্রীশঙ্ক-রায়াঽমলকং প্রকর্ষেণ ভক্তিপূর্ব্বকং দদৌ। তদীয়ং করুণং বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাননিধিঃ সোঽপি দয়ার্দ্রবুদ্ধিরভবৎ ॥ ২৪ ॥ স মুনিঃ শ্রীশঙ্করঃ পদচিত্রৈ র্নবনীতবৎ কোমলৈ র্মধুরৈঃ স্তবৈ র্মুরাখ্যা-সুরবিদারকস্য বিষ্ণোঃ কুটুম্বিনীং লক্ষ্মীং দ্বিজদারিদ্র্যদশানিবৃ-ত্তয়ে উপাসিতবান্ ॥ ২৫ ॥ অথানন্তরং কৈটভাখ্যাসুর-

যার যে অর্থ নির্ম্মল ও সুন্দর জলবিশিষ্ট, বিস্তৃত গঙ্গাদি তীর্থে কি সেই অর্থ বা তাহার অন্তঃকরণ আসক্ত হয় না? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে তাহাতে অধিকতর জলপানরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয় ও ততোধিক অন্তঃকরণ সুখমগ্ন থাকে। ১৯। ২০।

ঐরূপ গুণসম্পন্ন সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গুরুর কুলে বাস করিয়া কদাচিৎ ভিক্ষাপ্রাপ্তির ইচ্ছায় বয়স্যদিগের সহিত কোন ধনহীন ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ২১।

সেই গৃহস্থের পত্নী তথায় আদরপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণপ্রবর শঙ্করাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন। ভবাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিদের উপর যাঁহারা পূজা অর্পণ করেন তাঁহারাই ধন্য। কিন্তু বিধাতা আমা-দিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, কারণ দারিদ্র্যবশতঃ আমরা যখন ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা বিতরণ করিতে অসমর্থ, তখন আমাদের এই নিরর্থক ও অসার জন্মে ধিক্। ২২। ২৩।

এইরূপে গৃহস্থপত্নী করুণবাক্য বলিয়া ব্রতী-দিগের মধ্যে চন্দ্রস্বরূপ শ্রীশঙ্করকে ভক্তিপূর্ব্বক আমলকী ফল দান করিলেন। জ্ঞাননিধি শঙ্করা-চার্য্য তদীয় করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দয়ার্দ্রচেতা হইলেন। সেই মুনি শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যদশার অপনোদনার্থে বিচিত্রপদ-বিন্যাস পূর্ণ ও নবনীতের মত কোমল মধুর স্তুতি-দ্বারা মুরারির পত্নী লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। ২৪। ২৫।

তড়িদুদ্দামনিজাঙ্গকান্তিভিঃ। সকলাশ্চ দিশঃ প্রকাশয়ন্ত্যচিরাদাবিরভূত্তদগ্রতঃ ॥ ২৬ ॥ অভিবন্দ্য সুরেন্দ্রবন্দিতং পদযুগ্মং পুরতঃ কৃতাঞ্জলিম্। ললিতস্তুতিভিঃ প্রহর্ষিতা তমুবাচ স্মিতপূর্ব্বকং বচঃ॥ ॥ ২৭ ॥ বিদিতং তব বৎস ! হৃদ্‌গতং কৃতমেভি র্ন পুরাভবে শুভম্। অধুনা মদপাঙ্গপাত্রতাং কথমেতে মহিতামবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৮ ॥ ইতি তদ্বচনং হি

টিঃ। বিষ্ণোঃ কুটুম্বিনী বিদ্যুদ্বদুদ্দামভিঃ স্বতন্ত্রাভিঃ স্বাঙ্গানাং কান্তিভি র্বা সকলা অপি দিশঃ প্রকাশয়ন্তী সদ্যঃ শ্রীশঙ্করাগ্রে প্রাদুরভূৎ ॥ ২৬ ॥ দেবেন্দ্রবন্দিতং পদদ্বন্দ্বং অভিবন্দ্য কৃতাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতং শ্রীশঙ্করং ললিতস্তুতিভিঃ প্রহর্ষং প্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্ব্বকং বচনমুবাচ ॥ ২৭ ॥ পুরাভবে পূর্ব্বজন্মনি মদপাঙ্গস্য মদীয়কৃপাঙ্গস্য পাত্রতালক্ষণাং পূজ্যতাম্ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর কৈটভাসুরের বিদারয়িতা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী কমলাদেবী,বিদ্যুতের তুল্য তেজস্বী স্বকীয়দেহকান্তিদ্বারা দশদিক্ আলোকিত করিয়া অচিরাৎ শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবেন্দ্রবন্দিত কমলাদেবীর চরণযুগল বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া শঙ্করাচার্য্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে লক্ষ্মী দেবী তাঁহার সুললিত স্তবে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে স্মিতমধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। । ২৬ । ২৭ ।

হে বৎস ! আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহারা পূর্ব্বজন্মে কোন শুভকর্ম্ম করে নাই, অতএব এক্ষণে কি করিয়া আমার কৃপাকটাক্ষের পাত্র হইয়া সকলের পূজা গ্রহণ করিতে পারিবে ? । ২৮ ।

শুশ্রুবান্নিজগাদাম্ব ! ময়ীদমর্পিতম্। ফলমদ্য দদস্ব তৎফলং দয়নীয়ো যদি তেঽহমিন্দিরে ! ॥ ২৯ ॥ অমুনা বচনেন তোষিতা কমলা তদ্ভবনং সমন্ততঃ। কনকামলকৈরপূরয়জ্জনতায়া হৃদয়ঞ্চ বিস্ময়ৈঃ॥ ৩০ ॥ অথ চক্রভৃতো বধূময়ে সুকৃতেঽন্তর্দ্ধিমুপাগতে সতি। প্রশশংসুরতীব শঙ্করং মহিমানং তমবেক্ষ্য

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা স উবাচ। হে অম্ব ! যদ্যপ্যেবং তথাপ্যদ্যেদমামলকাখ্যং ফলং ময্যর্পিতং তস্য ফলং দদস্ব। হে ইন্দিরে ! যদ্যহং ভবদনুকম্প্যঃ ॥ ২৯ ॥ অমুনা তথাভূতেন বচনেন শ্রীশঙ্করেণ বা তোষিতা লক্ষ্মীঃ সুবর্ণামলকৈঃ সমন্তাৎ দ্বিজগৃহমপূরয়ৎ ॥ ৩০ ॥ অথ চক্রধরস্য বিষ্ণো র্বধূময়ে পুণ্যেঽন্তর্ধানং গতে সতি তথাভূতং মহিমানমবেক্ষ্য বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ জনাঃ

তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতে লাগিলেন। হে জননি ! হে কমলবাসিনি ! আমি যদি আপনার অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকি তবে আপনি আমাকে যে আমলকী ফলদান করিয়াছেন সেই ফলই অদ্য সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ফলস্বরূপ হউক। ২৯।

কমলাদেবী শঙ্করাচার্য্যের এই বচনে সন্তুষ্ট হইয়া সেই ব্রাহ্মণের ভবনের চারিদিগে কনকময় আমলকী ফলদ্বারা ও জন সকলের অন্তঃকরণ বিস্ময় পদার্থে পরিপূর্ণ করিলেন। ৩০।

অনন্তর চক্রধর বিষ্ণুর পত্নীরূপ সুকৃত অন্তর্ধান হইলে তাদৃশ মহিমা দর্শন করিয়া জনগণ বিস্মিত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিল। স্বর্গে যেরূপ কল্পবৃক্ষ, ধরাতলে কৃপাগুণাবলম্বী সেইরূপ শঙ্করাচার্য্য। এবং প্রিয় ও

বিস্মিতাঃ ॥ ৩১ ॥ দিবি কল্পতরু র্যথা তথা ভুবি কল্যাণগুণো হি শঙ্করঃ। সুরভূসুরয়োরপি প্রিয়ঃ সমভূদিষ্টবিশিষ্টবস্তুদঃ ॥ ৩২ ॥ অমরস্পৃহণীয়সম্পদং দ্বিজবর্য্যস্য নিবেশমাত্মবান্। স বিধায় যথাপুরং গুরোঃ সবিধে শাস্ত্রবরাণ্যশিক্ষত ॥ ৩৩ ॥ বরমেনমবাপ্য ভেজিরে পরভাগং সকলাঃ কলা অপি। সমবাপ্য নিজোচিতং পতিং কমনীয়া ইব বামলোচনাঃ ॥ ৩৪ ॥ সরহস্যসমগ্রশিক্ষিতাখিল-

শ্রীশঙ্করমত্যন্তং প্রশশংসুঃ ॥ ৩১ ॥ স্বর্গে কল্পবৃক্ষো যথা তথা ভূমৌ কল্যাণগুণঃ শঙ্করঃ ইষ্টানি যানি শ্রেষ্ঠানি বস্তূনি তানি দদাতীতি তথাভূতঃ সমভূৎ। কিঞ্চ স তু দেবপ্রিয়োঽয়ং তু দেবস্য বিপ্রস্য চ প্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥ এবমপ্রাকৃতং তচ্চরিতমুপবর্ণ্যোপসংহরতি। অমরৈর্দেবৈঃ প্রার্থনীয়া সম্পদ্ যস্মিন্নেতাদৃশং দ্বিজশ্রেষ্ঠস্য গৃহং বিধায় স আত্মবান্ যথা পূর্ব্বং গুরোঃ সবিধে সমীপে শাস্ত্রবরাণ্যশিক্ষত ॥ ৩৩ ॥ বামলোচনাঃ কপটদৃষ্টয়ঃ স্ত্রিয়ঃ কমনীয়াঃ সুন্দর্য্যঃ স্বোচিতং পতিং প্রাপ্য যথা পরং ভাগং ভাগ্যং প্রাপ্নুবন্তি। তথা সর্ব্বাঃ কলা অপি এনং শ্রীশঙ্করং বরং প্রাপ্য পরং ভাগ্যং প্রাপুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রেষ্ঠবস্তু দান করিতে সক্ষম বলিয়া শঙ্করাচার্য্য দেবতা ও ব্রাহ্মণ এই উভয়েরই প্রিয় হইয়া ছিলেন। ৩১। ৩২।

অমরগণ যে সম্পৎ প্রার্থনা করিয়া থাকেন সেই সম্পত্তিদ্বারা ব্রাহ্মণের গৃহ ভূষিত করিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বে যেরূপ শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন সেইরূপ পুনরায় গুরুর নিকটে যাইয়া প্রধান প্রধান শাস্ত্র সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩৩।

কপট-দৃষ্টি সুন্দরী কামিনীগণ আত্মগুণানুরূপ পতি পাইয়া যেরূপ উৎকৃষ্ট ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা

বিদ্যস্য যশস্বিনো বপুঃ। উপমানকথাপ্রসঙ্গমপ্যসহিষ্ণু শ্রিয়মন্বপদ্যত ॥ ৩৫ ॥ জয়তিস্ম সরোরুহপ্রভামদকুণ্ঠীকরণক্রিয়াচণং। দ্বিজরাজকরোপলালিতং পদযুগ্মং পরগর্ব্বগারিণঃ ॥ ৩৬ ॥ জলমিন্দু-

সরহস্যং সমগ্রং যথাস্যাত্তথা শিক্ষিতা অখিলা বিদ্যা যেন তথাভূতস্য যশস্বিনঃ শ্রীশঙ্করস্য বপুঃ শরীরং উপমানকথায়াঃ প্রসঙ্গমপ্যসহিষ্ণু অপূর্ব্বাং শোভাং প্রাপ্তবৎ ॥ ৩৫ ॥ অথ শ্রীশঙ্করস্য পাদাদ্যবয়বং বর্ণয়িষ্যন্নাদৌ তদীয়পদযুগ্মং বর্ণয়তি জয়তিস্মেত্যাদিনা। সরোরুহস্য কমলস্য যঃ প্রভামদস্তস্য যা কুণ্ঠীকরণক্রিয়া তয়া বিত্তং প্রতীতং তেন বিত্তশ্চুঞ্চুপ্‌চণপাবিতি সূত্রেণ চণপ্‌ প্রত্যয়ঃ। যতো দ্বিজরাজস্য চন্দ্রস্য করৈঃ কিরণৈঃ দ্বিজরাজানাং বিপ্রাণাং হস্তৈশ্চোপলালিতং পরেষাং বাদিনাং গর্ব্বং হর্তুং শীলমস্য চরযুগ্মং জয়তি স্ম ॥ ৩৬ ॥ যদি জলং ইন্দুমণিং চন্দ্র-

করে, সেইরূপ সমস্ত কলা (শাস্ত্র) বরেণ্য শঙ্করকে প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট ভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া ছিল। ৩৪।

যিনি সমগ্র বেদাদি শাস্ত্রের সহিত সকল শাস্ত্রশিক্ষা করিয়া ছিলেন, সেই যশস্বী শঙ্করাচার্য্যের শরীর (কাহারও সহিত কিরূপে কি করিয়া) যদ্যপি উপমান কথার প্রসঙ্গ পর্য্যন্তও সহ্য করিতে অপারগ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার শরীর এক অনুপম শোভা ধারণ করিয়া অতিশয় প্রীতি-বর্দ্ধন হইয়া উঠিল। ৩৫।

বাদীদিগের গর্ব্বহারী শঙ্করাচার্য্যের পদযুগল শতদলের সৌন্দর্য্যগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া এবং দ্বিজরাজ-কর (ব্রাহ্মণ হস্ত ও চন্দ্রকিরণ) দ্বারা পরিশোভিত ও উপসেবিত হইয়া উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

জল যদি চন্দ্রকান্তমণি নিঃসৃত করে, প্রস্তর সকল যদি কমল হয়, যদি সেই কমল হইতে সরোবর

মণিং স্রবেদ্‌যদি যদি পদ্মং দৃষদস্ততঃ সরঃ। যদি তত্র ভবেৎ কুশেশয়ং তদমুষ্যাঙ্ঘ্রি তুলামবাপ্নুয়াৎ॥৩৭ পাদৌ পদ্মসমৌ বদন্তি কতিচিচ্ছ্রীশঙ্করস্যানঘৌ বক্ত্রং চ দ্বিজরাজমণ্ডলনিভং নৈতদ্দ্বয়ং সাম্প্রতম্। প্রেষ্যঃ পদ্মপদঃ কিল ত্রিজগতি খ্যাতঃ পদং দত্তবানম্ভোজে দ্বিজরাজমণ্ডলশতৈঃ প্রেষ্যৈরুপাস্যং মুখম্॥৩৮॥ মুহুঃ সন্তো নৈজং হৃদয়কমলং নির্ম্মল-

কান্তং মণিং স্রবেৎ। যদি চ দৃষদঃ কমলং ভবেৎ। যদি চ তস্মাৎ সরস্তডাগো ভবেৎ। যদি চ তস্মিন্ সরসি কুশেশয়ং ভবেৎ। তদা তৎ কমলং অমুষ্য পাদসাদৃশ্যং প্রাপ্নুয়াৎ। সম্ভাবনং যদীত্থং স্যাদিত্যাহোহন্যস্য সিদ্ধয়ে॥ ৩৭॥ কেচিচ্ছ্রীশঙ্করস্যানঘৌ পাদৌ পদ্মসমৌ বদন্তি। মুখঞ্চ চন্দ্রমণ্ডলসমং বদন্তি। নৈতদ্দ্বয়ং ন্যায্যং। যতঃ প্রেষ্যোহনুচরো জগতি খ্যাতঃ পদ্মপাদঃ পদ্মে পদং দত্তবান্। যথা মুখং ব্রাহ্মণলক্ষণং চন্দ্রমণ্ডলশতৈঃ প্রেষ্যৈরুপাস্যম্। অত্র নৈতদিত্যাদিনোপমিতানিষ্পত্তেরুদ্ঘাটনাৎ প্রতীপালঙ্কারঃ। বর্ণ্যোনান্যস্যোপমায়া অনিষ্পত্তিবচশ্চ তদিত্যুক্তেঃ শাদ্‌° ॥ ৩৮॥ শ্রীশঙ্করপাদবদনয়োঃ পদ্মেন্দুভ্যামুৎকৃষ্টতাং

জন্মে, যদি সেই সরোবরে কমল জন্মায়, তবে সেই কমল,শঙ্করাচার্য্যের একদিন পদসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্যের পদযুগল পদ্মসদৃশ বলিয়া থাকেন এবং মুখ চন্দ্রতুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দুইটীই অন্যায্য। কারণ, ত্রিজগদ্বিখ্যাত অনুচর কমলনিবাসী ব্রহ্মা, কমলে পদার্পণ করিয়াছেন এবং মুখ, অনুচর দ্বিজপ্রবররূপ মণ্ডলশতদ্বারা সর্ব্বদা উপাসনীয়। যোগীন্দ্রগণ স্বীয় হৃদয়কমল অত্যন্ত নির্ম্মল করিবার নিমিত্ত হৃদয় কমলে শঙ্করাচার্য্যের চরণ কমল অবি-

তরং বিধাতুং যোগীন্দ্রাঃ পদকমলমস্মিন্নিদধতি। দুরাপাং শক্রাদ্যৈর্বমতি বদনং যন্নবসুধাং ততো মন্যে পদ্মাৎ পদমধিকমিন্দোশ্চ বদনম্॥ ৩৯॥ তত্ত্বজ্ঞানফলেগ্রহির্ঘনতরব্যামোহমুষ্টিন্ধয়ো নিঃশেষব্যসনোদরম্ভরিরঘপ্রাগ্‌ভারকূলঙ্কষঃ। লুণ্টাকো মদ-

প্রকারান্তরেণ দর্শয়তি মুহুরিতি। সন্তো যোগীন্দ্রাঃ স্বীয়ং হৃদয়কমলং নির্ম্মলতরং বিধাতুমস্মিন্ হৃদয়কমলে শ্রীশঙ্করস্য পদকমলং নিদধতি স্থাপয়ন্তি। যদস্মাচ্চেন্দ্রাদ্যৈ র্দুরাপাং দুষ্প্রাপাং ব্রহ্মলক্ষণাং নব্যাং সুধাং মুখমুদ্গিরতি উদ্বমতি। সৎ যস্যেতি বা ততস্তস্মাৎ পদ্মাৎ পদং চন্দ্রাচ্চ মুখমুৎকৃষ্টং মন্যে শিখ° ॥ ॥ ৩৯॥ তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং ফলং গৃহ্লাতীতি তত্ত্বজ্ঞানফলেগ্রহিঃ ফলেগ্রহিরাত্মম্ভরিশ্চেত্যুপপদস্যেদং তত্ত্বং গ্রহেরিন্ প্রত্যয়শ্চ নিপাত্যতে। পুনশ্চ ঘনতরো যো ব্যামোহোঽকর্ত্তাস্ফুরণরূপস্তং মুষ্ট্যা নিষ্পীড্য ধয়তি পিবতীতি। তথা পুনশ্চ নিঃশেষৈর্ব্যসনৈ র্ভক্তানাং সমস্তদুঃখৈরুদরং বিভর্ত্তীতি। তথা সর্ব্বাসমভক্ষকঃ পুনশ্চ তেষামঘস্য পাপস্য যঃ প্রাগ্‌ভারোঽতিশয়স্তস্য কূলং তটং কষতি নাশয়তীতি তথাভূতনদীবৎ মূলোন্মূলকঃ। পুনশ্চ মদমৎসরদম্ভাদিপংক্তে র্লুণ্টাকঃ অপহারকঃ।

শ্রান্ত স্থাপন করিয়া থাকেন। কারণ, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যে সুধা প্রাপ্ত হন নাই, শঙ্করাচার্য্যের মুখ সেই নবীন ব্রহ্মসুধা বমন করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার চরণ, কমল হইতে ও তাঁহার বদন চন্দ্র হইতে উৎকৃষ্ট হইবে বিচিত্র কি?। আচার্য্যের চরণ তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফল গ্রহণ করিয়া থাকে,"আত্মা অকর্ত্তা কিছু করে না, তিনি অপ্রকাশরূপ" ইত্যাদি মোহ সকল অতিশয় দলন করিয়া থাকে,ভক্তগণের সমস্তই দুঃখ উদরসাৎ করিয়া থাকে, পাপরাশির সমূলে উন্মূলন করিয়া থাকে, মদ, মাৎসর্য্য ও

মৎসরাদিবিততেস্তাপত্রয়ারুন্তুদঃ পাদঃ স্যাদ-মিতম্পচঃ করুণয়া ভদ্রঙ্করঃ শঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥ পদাঘাতস্ফোটব্রণকিণিতকার্ত্তান্তিকভুজং প্রঘাণ-ব্যাঘাতপ্রণতবিমতদ্রোহবিরুদম্। পরং ব্রহ্মৈ-বাসৌ ভবতি তত এবাস্য সুপদং গতায় স্মারার্ত্তীন্

তাপানামাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকানাং ত্রয়ং তস্যারুন্তুদো মর্ম্মস্পৃক্ বিনাশকঃ। তথা মিতং পচতীতি মিতম্পচঃ কদর্য্যঃ কদর্য্যে কৃপণক্ষুদ্রকিম্পচানমিতম্পচা ইত্যমরঃ। তদ্বিলক্ষণো-ঽমিতম্পচোঽত্যুদারঃ এবম্বিধঃ শাঙ্করঃ পাদঃ কল্যাণকরঃ স্যাৎ শার্দূলং ॥ ৪০ ॥ যমকিঙ্করেভ্যো মার্কণ্ডেয়স্য রক্ষণসময়ে পদাঘাতেন বামচরণপ্রহারেণ যঃ স্ফোটস্তস্য ব্রণেন কিণিতৌ চিহ্নিতৌ কার্ত্তান্তিকৌ কৃতান্তস্য যমস্য সম্বন্ধিনৌ ভুজৌ যেন তৎ। প্রঘাণো দ্বারবাহ্যপ্রকোষ্ঠে আগারৈকদেশে প্রঘাণঃ প্রঘাণশ্চেতি প্রঘাণশব্দনিপাতনাৎ। ব্যুৎপত্তিস্তু প্রবিশদ্ভিঃ জনৈঃ পাদৈঃ প্রকর্ষেণ হন্যত ইতি বোধ্যতে। তেন যো ব্যাঘাতঃ পাদপ্রহারঃ তেন প্রণতস্য দীর্ঘনমস্কারবৎপ্রকর্ষেণ নতস্য নম্রী-ভূতস্য যে বাহ্যাভ্যন্তরা বিমতাঃ শত্রবস্তেষাং দ্রোহ ইতি বিরুদঃ প্রখ্যাতিকরং নামধেয়ং যস্য বিরুদশব্দো দেশীয়শব্দঃ। তৎপরং ব্রহ্মৈবাসৌ শ্রীশঙ্করো ভবতি। ততস্তস্মাদেবাস্য পদং শোভনং চরণং জগত্যদ্যাপি মহতোঽক্ষুদ্রস্বভাবান্ গতায় অজ্ঞান-

দম্ভাদির অপহরণ করিয়া থাকে, আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপের বিনাশ করিয়া থাকে,এবং তাহা অতিশয় উদার ও সকলের কল্যাণকর। যম কিঙ্করেরা আসিয়া যখন মার্কণ্ডেয় মুনিকে বন্ধন করে, তৎকালে পদপ্রহারে যিনি কৃতান্তবাহু, ব্রণচিহ্নিত করিয়া ছিলেন। গৃহের একদেশ বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে পদপ্রহার দ্বারা প্রণত জনের বাহ্য ও আন্তরিক শত্রু সমুদায়ের হিংসা কার্য্যে যাঁহার নাম বিখ্যাত সেই পরমব্রহ্মই শঙ্করাচার্য্য। অতএব তাঁহার সুন্দরচরণ জগতে অদ্যাপি উদার-

জগতি মহতোঽদ্যাপি তনুতে ॥ ৪১ ॥ প্রাপ্তস্যা-ভ্যুদয়ং নবং কলয়তঃ সারস্বতোজ্জৃম্ভণং স্বা-লোকেন বিধূতবিশ্বতিমিরস্যাসন্নতারস্য চ। তাপং নস্ত্বরিতং ক্ষিপন্তি ঘনতাপন্নং প্রসন্না মুনেরাহ্লা-দঞ্চ কলাধরস্য মধুরাঃ কুর্ব্বন্তি পাদক্রমাঃ ॥ ৪২ ॥

নিবৃত্তয়ে শরণং প্রাপ্তায় স্মারার্ত্ত্যা স্মরসম্বন্ধিনী যা আর্ত্তিঃ যেভ্য-স্তথাভূতান্ কুরুতে শিং ॥ ৪১ ॥ নবামভ্যুদয়ং প্রাপ্তস্য সার-স্বতং সামুদ্রমুজ্জৃম্ভণমুল্লাসং কুর্ব্বতঃ স্বীয়প্রকাশেন বিধূতং বিশ্বস্য তিমিরং যেন তস্যাসন্না সন্নিধিং প্রাপ্তাস্তারা যস্য তস্য কলাধরস্য ষোড়শকলস্য চন্দ্রস্য পাদক্রমাঃ কিরণপ্রচারাঃ প্রসন্নাঃ স্বচ্ছা যথা ঘনতাং প্রাপ্তং তাপং শীঘ্রং ক্ষিপন্তি নাশ-য়ন্তি আহ্লাদঞ্চ কুর্ব্বন্তি। তথা নবমভ্যুদয়ং প্রাপ্তস্য সরস্বতী-প্রতিপাদ্যং সারস্বতং ব্রহ্মতত্ত্বং তস্য উদ্দীপনং কুর্ব্বতঃ স্বস্য প্রত্যক্ চৈতন্যস্যালোকেন বিধূতং বিশ্বস্যাজ্ঞানলক্ষণং তিমিরং যেন তস্য সদৈবোঙ্কারজপাদ্যভ্যাসশীলস্য সমস্তকলাধারমুনেঃ শ্রীশঙ্করস্য প্রসন্নাশ্চরণন্যাসা নোঽস্মাকমত্যনীভূতং সংসৃতিলক্ষণং তাপং নাশয়ন্তি। আহ্লাদং ব্রহ্মানন্দ লক্ষণঞ্চ প্রকটয়ন্তী-

স্বভাব লোকদিগকে অজ্ঞান নিবৃত্তির নিমিত্ত মন্মথ যন্ত্রণার বশবর্ত্তী করিয়া থাকে। নবোদিত ও নব উন্নতি প্রাপ্ত, সমুদ্রের ও ব্রহ্মতত্ত্বের উল্লাস ও উদ্দীপন-কারী, স্বীয়প্রকাশ দ্বারা জগতের অন্ধ-কার ও অজ্ঞানরূপ তিমির নষ্ট করিয়া থাকে। যাঁহার সন্নিধানে সর্ব্বদা তারাগণ অবস্থিত যিনি সর্ব্বদা ওঙ্কার জপাদির অভ্যাসে একান্ত অনুরক্ত, ষোড়শ-কলাধারী চন্দ্র ও সমস্তকলাবিৎ মুনি শঙ্করাচার্য্যের কিরণপ্রচার ও চরণবিন্যাস নির্ম্মল হইয়া দিবাভাগের ঘন উত্তাপ ও আমাদিগের ঘনীভূত সংসারতাপ শীঘ্র নাশ করিয়া ও আহ্লাদ এবং ব্রহ্মানন্দ

নতি র্দত্তে মুক্তিং নতমুত পদং বেত্তি ভগবৎপদস্য প্রাগল্ভ্যাজ্জগতি বিবদন্তে শ্রুতিবিদঃ। বয়ন্তু ক্রমন্তস্তজনরতপাদাম্বুজরজঃপরীরম্ভারম্ভঃ সপদি হৃদি নির্ব্বাণশরণম্ ॥ ৪৩ ॥ ধবলাংশুকপল্লবাবৃতং বিললাসোরুযুগং বিপশ্চিতঃ। অমৃতার্ণবফেনম-

ার্থঃ শার্দূল০ ॥ ৪২ ॥ কিং নতি র্নমস্কারো মুক্তিং দদাতি অথবা নমস্কৃতং ভগবৎপাদস্য পদমিতি শ্রুতিবিদঃ প্রাগল্ভ্যাজ্জগতি বিবাদং কুর্ব্বন্তি। তত্র বয়ন্ত্বেবং ক্রমঃ তস্য শ্রীশঙ্করচরণস্য ভজনে সেবায়াং যো রতস্তস্য পাদকমলস্য রজসঃ হৃদয় আলিঙ্গনস্যারম্ভঃ তৎক্ষণমেব মোক্ষাশ্রয়ভূতো মুক্তিপ্রদ ইত্যর্থঃ ॥ শি০ ॥ ৪৩ ॥ অথ তদীয়মূরুযুগং বর্ণয়তি। শ্বেতবস্ত্রলক্ষণেন পল্লবেনাবৃতং বিপশ্চিত ঊরুদ্বয়ং বিললাস শুশুভে তদ্বিশিনষ্টি। অমৃতার্ণবস্য ক্ষীরসমুদ্রস্য ফেনমঞ্জর্য্যা ছুরিতস্য ব্যাপ্তস্য ঐরাবতস্য হস্তস্য শুণ্ডায়াঃ শক্তিং প্রাশস্ত্যং বিভ্রতীতি যথা বিয়ো০ ॥ ৪৪ ;

প্রদান ও প্রকটিত করিয়া থাকে। নমস্কার করিলে সেই নমস্কার মুক্তিদান করিয়া থাকে, অথবা সব্বজন নমস্কৃত ভগবানের পদপ্রদান করিয়া থাকে। শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ প্রগল্ভ বচনে জগতে এই বিষয়ের জন্য অনেক কলহ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা সেই বিষয়ে এইরূপ বলিয়া থাকি যে, যে জন আচার্য্যের সেবায় একান্ত অনুরক্ত, তাঁহার পদাম্বুজরজ হৃদয়ে আলিঙ্গন করিবার উপক্রমই তৎক্ষণাৎ কেবল একমাত্র মোক্ষের আস্পদ। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

ক্ষীরসমুদ্রের ফেনমঞ্জরী দ্বারা পরিব্যাপ্ত ঐরাবত হস্তীর শুণ্ড যেরূপ প্রশস্ত, তদ্রূপ পণ্ডিতবর শঙ্করাচার্য্যের ধবল বস্ত্র রূপ পল্লবদ্বারা পরিবেষ্টিত

ঞ্জরীচ্ছুরিতৈরাবতহস্তশক্তিভৃৎ ॥ ৪৪ ॥ যদি হাটকবল্লরীত্রয়াঘটিতা স্ফাটিককূটভৃত্তটী। স্ফুটমস্য তয়া কটীতটী তুলিতা স্যাৎ কলিতত্রিমেখলা ॥৪৫॥ আদায় পুস্তকবপুঃ শ্রুতিসারমেকহস্তেন বাদিকৃততদ্গতকণ্টকানাং। উদ্ধারমারচয়তীব বিবোধমুদ্রা মুদ্বিভ্রতো নিজকরেণ পরেণ যোগী ॥ ৪৬ ॥ সুধী-

সুবর্ণবল্লীত্রয়ীযুক্তা স্ফটিকময়স্য পর্ব্বতস্য তটী যদি ভবেত্তদা তয়া তাদৃশতয়া কলিতা সম্পাদিতা ত্রিমেখলা যস্যাং সা অস্য শ্রীশঙ্করস্য কটীতটী তুলিতা স্যাৎ ॥৪৫॥ অথ তদীয়করৌ বর্ণয়তি আদায়েতি দ্বাভ্যাং। পুস্তকমেব বপুঃ শরীরং যস্য তচ্ছ্রুতীনাং সারং একহস্তেন বামকরেণ যোগী আদায় জ্ঞানমুদ্রাং তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসংযোজনরূপাং উদ্বিভ্রতাহপরেণ দক্ষিণেন নিজহস্তেন বাদিকৃতানাং তস্মিন্ শ্রুতিসারে স্থিতানাং কণ্টকানাং উদ্ধারমারচয়তী-বেত্যুৎপ্রেক্ষা বস০ ॥ ৪৬ ॥

ঊরুযুগল শোভা পাইতে লাগিল। স্ফটিকময় পর্ব্বতের তটদেশ যদি তিনটী কনকবল্লীদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, ও তাহাতে যদি তীনটী মেখলা বেষ্টন করিয়া থাকে। তবে, একদিন শঙ্করাচার্য্যের কটীতটের তুলনা হইতে পারে। ৪৪। ৪৫।

যোগী শঙ্করাচার্য্য, পুস্তকাকৃতি বেদসার বাম হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলির সংযোজনরূপ জ্ঞানমুদ্রা-বিশিষ্ট দক্ষিণ হস্তদ্বারা বাদিকৃত কণ্টক ও শ্রুতিসার পুস্তকস্থিত কণ্টক সকলের যেন উদ্ধার করিতেছেন। "সুধীবর শঙ্করাচার্য্যের করযুগল কল্পতরুর পল্লবতুল্য।" অমল কমল যখন মনে করে আমি ইহার তুল্য তখন এই কর যুগল, আমার প্রভা দিবসে কিম্বা রাত্রি কালে চুরী করিয়া লইবে এই ভয়ে রাত্রি হইতে

রাজঃ কল্পদ্রুমকিসলয়াবেতৌ করবরৌ করোত্যেতৌ
চেতস্যমলকমলং যৎসহচরং। রুচেশ্চোরাবেতাব-
হনি কিমু রাত্রাবিতি ভিয়া নিশাদেরাপ্রাত নির্জ-
দলকবাটং ঘটয়তি ॥৪৭॥ রুচিরা তদুরঃস্থলী বভা-
বররস্ফালবিশালমাংসলা। ধরণীভ্রমণোদিতশ্রমাৎ
পৃথুশয্যেব জয়শ্রিয়াশ্রিতা ॥৪৮॥ পরিঘপ্রথিমাপ-
হারিণৌ শুশুভাতে শুভলক্ষণৌ ভুজৌ। বহিরন্তর-
শত্রুনিগ্রহে বিজয়স্তম্ভতুলাধুরন্ধরৌ ॥৪৯॥ উপ-
বীতমমুষ্য দিদ্যুতে বিসতন্তুক্রিয়মাণসৌহৃদং। শর-
দিন্দুময়ূখপাণ্ডিমাতিশয়োল্লঙ্ঘনজাঙ্ঘিকপ্রভম্ ॥৫০॥
সমরাজত কণ্ঠকম্বুরাড্ ভগবৎপাদমুনের্যদুদ্ভবঃ।
নিনদঃ প্রতিপক্ষনিগ্রহে জয়শঙ্খধ্বনিতামবিন্দত ॥৫১॥

সুধীনাং মধ্যে রাজত ইতি সুধীরাট্ তস্য শ্রীশঙ্করস্যৈতৌ কর-
বরৌ কল্পদ্রুমপল্লবতুল্যাবিতি যদা যৎসহচরং যত্তুল্যমমলকম-
লকেতাস করোতি। যদা রুচেঃ কান্তেশ্চোরাবেতৌ। তত্রাপি
দিনে কিম্বা রাত্রাবিতি ভয়েন রাত্রৌ চৌর্য্যানামবকাশ ইতি কৃত্বা
নিশাদেঃ সূর্য্যাস্তমারভ্য সূর্য্যোদয়পর্য্যন্তং স্বদলাত্মকং কপাটং
ঘটয়তি যোজয়তীতি ॥৪৭॥ অথ তস্যোরঃস্থলং বর্ণয়তি।
অবররস্ফালবৎ কবাটফলকবদ্বিশালা চাসৌ মাংসলা মাংস-
ব্যাপ্তা চাতিমনোহরা তস্যোরঃস্থলী বভৌ শুশুভে। ধরণ্যাং ভূমৌ
ভ্রমণেনোদিতাচ্ছ্রমাৎ জয়লক্ষ্ম্যা আশ্রিতা শয্যেবেত্যর্থঃ ॥৪৮॥
অথ তদীয়ভুজৌ বর্ণয়তি। বাহ্যান্তরশত্রুনিগ্রহে পরিঘপ্রখ্যাত-
তাপহরণশীলৌ পরিঘাদধিকতরপ্রখ্যাতিমন্তৌ বিজয়স্তম্ভযুগ-
লস্য ধুরন্ধরৌ তৎতুল্যৌ শুভলক্ষণযুক্তৌ শ্রীশঙ্করস্য ভুজৌ
শুশুভাতে ॥৪৯॥ অথ তদীয়ং যজ্ঞোপবীতং বর্ণয়তি। বিস-
তন্তুভিঃ মৃণালতন্তুভিঃ ক্রিয়মাণং সৌহৃদং যেন তৎ শরচ্চন্দ্রস্য
কিরণানাং পাণ্ডিম্নঃ শ্বেততায়াঃ। অতিশয়োল্লঙ্ঘনে জাঙ্ঘিকা-
হতিবেগবতী প্রভা যস্য। জঙ্ঘালোঽতিজবস্তুল্যৌ জাঙ্ঘাকরিক-
জাঙ্ঘিকাবিত্যমরঃ। তদমুষ্য শ্রীশঙ্করস্য যজ্ঞোপবীতং দিদ্যুতে
রেজে ॥৫০॥ অথ তস্য কণ্ঠং বর্ণয়তি। ভগবৎপাদমুনেঃ কণ্ঠাম্বু-
কশঙ্খরাজঃ সমরাজত। তং বিশিনষ্টি। যদুদ্ভবঃ কারণমস্যেতি যদু-
দ্ভবো যৎকারণকঃ যস্মাদুদ্ভব উৎপত্তির্যস্যেতি বা যদুৎপন্ন ইতি
বা নিনদো ঘোষঃ প্রতিপক্ষাণাং বাদিরূপাণাং শত্রূণাং নিগ্রহে
জয়শঙ্খধ্বনিতাং প্রাপ্তবান্ ॥৫১॥ অথ তস্য দন্তপঙ্‌ক্তিং বর্ণয়তি।

যতক্ষণ না সূর্য্যোদয় হয় এই সময় পর্য্যন্ত আপ-
নার দলরূপ কপাট বন্ধ করিয়া থাকে। কারণ
রাত্রিকালেই চোরদের যথার্থ চুরী করিবার
কাল, সুতরাং রাত্রিকালে দলসঙ্কোচ করা কমলের
স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ৪৬। ৪৭।

কপাট ফলকের তুল্য বিশাল ও মাংসব্যাপ্ত
তদীয় সুন্দর বক্ষঃস্থল, ধরাতলে ভ্রমণ করিয়া যখন
তাঁহার পরিশ্রম উৎপন্ন হইল তখন তাহার অপনো-
দনার্থে জয়লক্ষ্মীর অবলম্বিত শয্যার মতন তাহা
শোভা পাইতে লাগিল। ৪৮।

বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বিপক্ষ সকল নিরোধ করি-
বার জন্য ধুরন্ধর জয়স্তম্ভ সদৃশ ও পরিঘ (মুদ্গর)
অপেক্ষা অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন সুলক্ষণ তদীয়
ভুজযুগল শোভা পাইতে লাগিল। ৪৯।

মৃণালতন্তু দ্বারা যাহার সৌহার্দ কৃত হইয়াছে,
এবং শারদীয় শশধরের ময়ূখমালার শৈত্যগুণের
উৎকর্ষ উলঙ্ঘন হেতু যাহার প্রভা অতিশয় বেগ-
বতী, আচার্য্যের ঈদৃশ যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতে
লাগিল। ৫০।

যাহার কণ্ঠধ্বনি হইতে সমুৎপন্ন ধ্বনি বাদী নিগ্র-
হকালে জয় শঙ্খধ্বনির স্বরূপ হইয়া ছিল, আচা-

অরুণাধরসঙ্গতাধিকং শুশুভে তস্য হি দন্তচন্দ্রিকা। নববিদ্রুমবল্লরীগতা তুহিনাংশোরিব শারদী ছবিঃ ॥ ৫২ ॥ স্থকপোলতলে যশস্বিনঃ শুশুভাতে সিতভানুবর্চসঃ। বদনাশ্রিতভারতীকৃতে বিধিসঙ্কল্পিতদর্পণাবিব ॥৫৩॥ সমাসীত্তস্যাস্যং সুকৃতজলধেঃ সর্ব্বজগতাং পয়ঃপারাবারাদজনি রজনীশো বহুমতাৎ। সুধাধারোদ্গারঃ সুমদৃগনয়োঃ কিন্তু শশভৃৎ সতাং তেজঃপুঞ্জং হরতি বদনং তস্য দিশতি ॥ ৫৪ ॥ পুরা ক্ষীরাম্ভোধেরহহ তনয়া যদ্বিষয়তাজুষো দীনস্যাগ্রে ঘনকনকধারাঃ সমকিরৎ। ইদং নেত্রং পাত্রং কমলনিলয়াপ্রীতিবিততে-

(অরুণাধরেতি) প্রসিদ্ধারুণাধরসঙ্গতা তস্য দন্তচন্দ্রিকাঽধিকং শুশুভে। তত্র দৃষ্টান্তঃ নববিদ্রুমো নবীনো রক্তবৃক্ষঃ। বিদ্রুমো রক্তবৃক্ষেঽপি প্রবালেঽপি পুমানয়মিতি মেদিনী। তদ্বল্লীগতা হিমাকরস্য শরৎকালিকা ছবিঃ কান্তি যথা শোভতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ অথ তদীয়কপোলতলে বর্ণয়তি। সিতভানোঃ শুভ্রাংশোশ্চন্দ্রস্য বর্চ্চ ইব বর্চ্চস্তেজো যস্য তস্য যশস্বিনঃ শোভনে কপোলতলে শুশুভাতে। তথাভূতস্য বদনং মুখমাশ্রিতা যা সরস্বতী তস্যাঃ কৃতে তদর্থং ব্রহ্মণা সঙ্কল্পিতৌ সঙ্কল্পোনোৎপাদিতৌ দর্পণাবিব ॥৫৩ অথ তস্য মুখং বর্ণয়তি। সর্ব্বজগতাং পুণ্যমেব সমুদ্রস্তস্মাদ্বহুত্বেনাভিমতাৎ বহূনামভিমতাদ্বা তস্য শ্রীশঙ্করস্য মুখং সমাসীৎ। পয়ঃপারাবারাৎ ক্ষীরসমুদ্রাদ্বহুমতাত্তু রজনীশশ্চন্দ্রোঽজায়ত। অনয়োরাস্যচন্দ্রয়োঃ সুধাধারায়া উদ্গার উদ্বমনং সুসদৃক্ সুসদৃশং পরং ত্বয়ং বিশেষঃ শশভৃচ্চন্দ্রঃ সতাং নক্ষত্রাণাং তেজঃপুঞ্জং হরতি তস্য মুখং সতাং সজ্জনানাং তদ্দাতি। উপমেয়াভিধানাদ্ব্যতিরেকঃ। ব্যতিরেকো বিশেষশ্চেদুপমানোপমেয়য়োরিত্যুক্তেঃ শিং ॥ ৫৪ ॥ অথ তদীয়ং নেত্রদ্বন্দ্বং বর্ণয়তি। পুরা অহহেত্যাশ্চর্য্যে যস্য মুনীশনেত্রস্য বিষয়তাং গোচরতাং জুষতে সেবতে স্মেতি। তথা তস্য দীনস্য ব্রাহ্মণকলত্রস্যাগ্রে ক্ষীরসমুদ্রকন্যা লক্ষ্মী ঘনীভূতস্যামলকাকারস্য সুবর্ণস্য ধারাঃ সমকিরৎ। তদিদং কমলা-

র্য্যের সেই কণ্ঠরূপ শঙ্খরাজ শোভা পাইতে লাগিল। ৫১।

অরুণবর্ণ অধর সঙ্গত তদীয় দন্ত কৌমুদী নবীনরক্তবৃক্ষের মঞ্জরীর অন্তর্গত, হিমাংশুর শরৎকালীন ছবির মত শোভা পাইতে লাগিল। ৫২।

আচার্য্যের বদনমধ্যে যে সরস্বতী দেবী বাস করিয়া আছেন, তাঁহার নিমিত্ত বিধাতা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া যে দুইখানি দর্পণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার তুল্য, এবং চন্দ্রতুল্য তেজস্বী সেই যশস্বী শঙ্করাচার্য্যের সুন্দর কপোলযুগল শোভা পাইতে লাগিল। ৫৩।

সকল জনের সমাদৃত, সকল জগতের পুণ্যরূপ সমুদ্র হইতে আচার্য্যের মুখ উৎপন্ন হয়। এবং সর্ব্বজনসম্মানিত ক্ষীরসাগর হইতে রজনীপতি উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মুখ ও শশধর যে সুধাবর্ষণ করিবে ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু পরস্পরের বিশেষ এই যে, শশধর সতের (নক্ষত্রদিগের) তেজোনাশ করিয়া থাকে,ও তাঁহার মুখ, সজ্জন দিগকে তেজঃপ্রদান করিয়া থাকে। ৫৪।

ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য কথা—পূর্ব্বে সমুদ্রতনয়া লক্ষ্মী দেবী যে মুনিবরের নেত্রগোচর হইয়াও দৈন্য দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণপত্নীর সমক্ষে ঘনীভূত আমলকী ফলাকৃতি সুবর্ণধারা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, কমলবাসিনী লক্ষ্মীদেবীর অপার প্রীতিভাজন সেই

মুনীশস্য স্তোতুং কৃতসুকৃত এব প্রভবতি ॥ ৫৫ ॥
দুর্ব্বারপ্রতিপক্ষদূষণসমুন্মেষক্ষিতৌ কল্পনে সেতো-
রপ্যনঘস্য তাপসকুলৈণাঙ্কস্য লঙ্কারয়ঃ। আপন্না-

লঙ্কা লক্ষ্মীস্তস্যাঃ প্রীতিসন্ততেঃ পাত্রং মুনীশস্য নেত্রং স্তোতুং কৃতপুণ্য এব সমর্থো ভবতি ॥ ৫৫ ॥ অথ মুনীশকটাক্ষান্বর্ণয়তি। যথা দুর্ব্বারঃ প্রতিপক্ষঃ শত্রুর্যো দূষণাখ্যো রাক্ষসস্তৎসমুন্মেষস্য সমুল্লাসস্য ক্ষিতৌ ক্ষয়ে। ক্ষিতি নির্বাসে মেদিন্যাং কালভেদে ক্ষয়ে স্ত্রিয়ামিতি মেদিনী। তন্নিবাসো যস্মিন্ সমুদ্রে তত্র সেতোঃ কল্পনে চানঘস্য দুঃখরহিতস্য তাপসগণশশাঙ্কস্য তদাহ্লাদকস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য লঙ্কায়া রাক্ষসপুর্য্যা অরয়ঃ অচ্ছক্ষীরাব্ধিতরঙ্গব-দলঙ্কারা অতিকায়াদিরাক্ষসজনিতসাধ্বসমুষঃ কটাক্ষাঙ্কুরাঃ। আপন্নান্মৃতপ্রায়ান্ শাখামৃগান্ বানরান্ পুষ্ণন্তি উজ্জীবয়ন্তি। তথা দুর্ব্বারাণাং প্রতিপক্ষাণাং যানি দূষণানি দুর্ব্বারাণি চ তানি প্রতিপক্ষদূষণানীতি বা তেষাং সমুন্মেষস্য ক্ষিতৌ ক্ষয়ে তন্নি-বাসো যত্র যস্মিন্ স্থানে বাদিদূষণানি প্রসরন্তি তত্রেতি যাবৎ। সেতো র্জলবিধারকবস্তুবিধারকসেতোঃ সমাধানলক্ষণস্য কল্পনেঽ-প্যনঘস্য তাপসকুলচন্দ্রস্য লঙ্কানাং শাকিনীনাং কুলটানাং বা অরয়ঃ লঙ্কা রক্ষঃপুরীশাখাশাকিনীকুলটাস্বপি চেতি মেদিনী। তথাভূতাঃ অতিকায়ে স্থূলাদিদেহে য আত্মাভিমানলক্ষণো বিভ্রমো ভ্রান্তিস্তং মুষ্ণন্তীত্যতিকায়স্য যো বিভ্রম ইতি বা। অতিকায়ো মহাংশ্চাসৌ বিভ্রম ইতি বা। তথাভূতা অচ্ছপয়োঽব্ধিহবীচিবদ-

মুনিবরের ঈদৃশ নেত্রের স্তব করিতে কেবল সুকৃত-শালী লোকই সমর্থ ॥ ৫৫ ॥

যেরূপ অনিবার্য্য শত্রু দূষণরাক্ষসের উল্লাসের ক্ষয় বিষয়ে অথবা উল্লাসচ্ছেদের নিবাসস্বরূপ সমুদ্রে এবং তথায় সেতুর কল্পনা বিষয়ে ও দুঃখ রহিত তপস্বীগণের চন্দ্রস্বরূপ অথবা তাঁহাদিগের আহ্লাদ-দাতা শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাপুরীর শত্রুস্বরূপ, নির্ম্মল-ক্ষীরার্ণবের তরঙ্গমত অলঙ্কার স্বরূপ,ও অতিকায়াদি

নতিকায়বিভ্রমমুষঃ সংসারিশাখামৃগান্ পুষ্ণন্ত্যচ্ছ
পয়োঽব্ধিবীচিবদলঙ্কারাঃ কটাক্ষাঙ্কুরাঃ ॥ ৫৬ ॥
নিঃশঙ্কক্ষতিরূক্ষকণ্টককুলং মীনাঙ্কদাবানলজ্বালা
সঙ্কুলমার্ত্তিপঙ্কিলতরং ব্যধ্বধৃতিধ্বংসিনম্। সংসা-
রাকৃতিমাময়চ্ছলচলদ্দুর্ব্বারদুর্ব্বারণং মুষ্ণন্তি ভ্রম-

লঙ্কারাঃ কটাক্ষাঙ্কুরাঃ আপন্নান্ জরামরণাদিলক্ষণাপত্তিব্যা-প্তান্ শরণাগতানিতি বা সংসারিলক্ষণান্ শাখামৃগান্ পুষ্ণন্তি। সংসারাখ্যদুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বকানন্দপ্রাপ্তিলক্ষণাং পুষ্টিং সম্পাদয়ন্তী-ত্যর্থঃ শার্দূ• ॥৫৬॥ নবম্বুধারাবৃষ্টিবদাচরন্ত্যঃ শ্রীশঙ্করস্য দৃষ্টয় আশ্রিতাঃ সত্যঃ সংসারাকারং ভ্রমং মুষ্ণন্তি। তং বিশিনষ্টি। নিঃশঙ্কা আক-স্মিকাঃ ক্ষতয় এব রূক্ষকণ্টকাস্তেষাং কুলানি যস্মিন্। পুনশ্চ কামলক্ষণদাবাগ্নিজ্বালয়া ব্যাপ্তং আর্ত্তিলক্ষণকর্দমেনাতিশয়েন ব্যাপ্তং বিরুদ্ধো বিকটো বাঽধর্ম্মলক্ষণোঽধ্বা মার্গো যস্মিন্ ধৃতিধ্বংসিনং ধৈর্য্যনাশকং আময়া রোগাস্তচ্ছলেন চলন্তো

রাক্ষস হইতে সমুৎপন্ন ভয়রাশির নিধনকর্ত্তা, আচার্য্যের কটাক্ষস্ফুরণ, মৃতপ্রায় বানরদিগকে উজ্জীবিত করিয়া থাকে ; সেইরূপ অনিবার্য্য বাদীগণের যতপ্রকার দোষ আছে সেই সকল দোষ যে স্থানে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তথায় এবং জলবিধারক-যন্ত্রের তুল্য মত-সমর্থনকারী সেতুর কল্পনাতেও যিনি নিষ্পাপ তাপস কুলের চন্দ্ররূপ তাঁহার, এবং শাকিনী প্রভৃতি যোগিনীগণ অথবা কুলটা কামিনী-গণের বিপক্ষস্বরূপ,ও স্থূলদেহে যেরূপ আত্মাভিমান আছে, সেই আত্মাভিমানরূপ ভ্রমচ্ছেদী,এবং নির্ম্মল সমুদ্রের তরঙ্গমালার তুল্য যাহারা অলঙ্কারস্বরূপ ঈদৃশ কটাক্ষপ্রকাশ, জরামরণাদিরূপ বিপত্তিযুক্ত অথবা শরণাগত সাংসারিক মনুষ্যরূপ মর্কটদিগের

মাশ্রিতা নবসুধাবৃষ্ট্যাপি্তা দৃষ্টয়ঃ ॥৫৭॥ ত্রিপুণ্ড্রং তথাহুঃ সিতভসিতশোভি ত্রিপথগাং কৃপাপারাবারং কৃতচন মুনিং তং শ্রিতবতীম্। বয়ন্ত্বেতদ্‌ব্রূমো জগতি কিল তিস্রঃ সুরুচিরাস্ত্রয়ীমৌলিব্যাকৃত্যুপকৃতিভবাঃ কীর্ত্তয় ইতি ॥ ৫৮ ॥ অসৌ শম্ভো লীলাবপুরিতি ভৃশং সুন্দর ইতি দ্বয়ং সম্প্রত্যেতজ্জনমনসি সিদ্ধঞ্চ সুগমম্। যদন্তঃ পশ্যন্তঃ করণমদসীয়ং নিরুপমং তৃণীকুর্ব্বন্ত্যেতে সুষমমপি কামং সুমতয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ অজ্ঞানান্তর্গহনপতিতানাত্মবিদ্যোপদেশৈস্ত্রাতুং লোকান্ ভবদবশিখাতাপপাপচ্যমানান্ । মুক্ত্বা মৌনং বটবিটপিনো মূলতো

তব্বারা বারণাঃ গজা যস্মিন্ তথাভূতং সংসারাকৃতিং ভ্রমমিত্যর্থঃ ॥ ॥ ৫৭ ॥ অথ ত্রিপুণ্ড্রং ত্রিধোৎপ্রেক্ষতে । তস্য শ্রীশঙ্করস্য সিতভসিতশোভি শ্বেতভস্মনা শোভায়মানং ত্রিপুণ্ড্রং ত্রিরেখাত্মকং বিভূতিতিলকং কৃপাসিন্ধুং তং মুনিমাশ্রিতবতীং ত্রিমার্গাং গঙ্গাং কেচন কবিবর্য্যা আহুঃ। বয়ং তু ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যবেদত্রয়ীশিরসাং উপনিষদাং ব্যাকৃতয়ো ব্যাখ্যানানি তাভ্যো যোপকৃতয় উপকারাস্তেভ্যো ভবা জাতাঃ সুরুচিরা অতিসুন্দরাস্তিস্রঃ কীর্ত্তয় ইতি ব্রূম ইত্যর্থঃ শিং ॥ ৫৮ ॥ এবং প্রত্যেকমঙ্গান্যুপবর্ণ্য তদ্বপুর্ব্বর্ণনমুপক্রমতে । অসৌ শ্রীশঙ্করঃ শম্ভোঃ কামবিজয়িনো লীলাবিগ্রহ ইতি ভৃশমতিশয়েন সুন্দরঃ ইতি চৈতদ্বয়মিদানীন্তনানাং মনসি সুগমং যথা স্যাত্তথাসিদ্ধং । যদ্যস্মাদদসীয়মমুষ্য নিরুপমং করণং বপুরন্তঃকরণে পশ্যন্তঃ জনাঃ সুষমং সুন্দরমপি কামং মন্মথং তৃণীকুর্ব্বন্তি। কামবিজয়িশম্ভুবতারভূতং শঙ্করশরীরস্যাতিসুন্দরস্যান্তঃসন্দর্শনেন তৃণবদতিক্ষুদ্রং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ কিঞ্চ অজ্ঞানান্তর্গহনে পতিতান্ ভবঃ সংসার এব দবো দাবাগ্নিস্তস্য শিখানাং পুত্রস্ত্রীধনাদিবিয়োগরূপাণাস্তাপেন পাপচ্যমানান্ ভৃশং দন্দহ্যমানান্ আত্মনা বিদ্যোপদেশৈস্ত্রাতুং মৌনন্ত্যক্ত্বা বটবৃক্ষস্য মূলান্নিষ্ক্রান্তা

পথ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহা ধৈর্য্য-বিনাশক এবং রোগছলে যে স্থানে দুর্ব্বার মাতঙ্গ কুল সর্ব্বদা বিচলিত, আচার্য্যের নবসুধাবৃষ্টি পরিপূরিত দৃষ্টি সকল অদ্য সেই সংসারাকার ভ্রম অপহরণ করিতেছে। ৫৬।

শ্বেতবর্ণভস্মদ্বারা পরিশোভিত তিনটী রেখাবিশিষ্ট ভস্ম তিলক (ত্রিপুণ্ড্র) কে কৃপাসিন্ধু মুনির আশ্রয়ে আশ্রিতা ত্রিপথগামিনী ভাগীরথী বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এই কথা বলি যে, ঋক্, যজু ও সাম এই বেদত্রয়ের মস্তক স্বরূপ উপনিষৎ সকলের ব্যাখ্যারূপ উপকার হইতে উৎপন্ন অতি সুন্দর তিনপ্রকার যেন কীর্ত্তি জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ৫৮।

এই শঙ্করাচার্য্য কামজয়ী মহাদেবের লীলাশরীর এবং ইনি অতিশয় সুন্দর। এই দুইটী বিষয়ই ইদানীন্তন লোকদিগের হৃদয়ে সুস্পষ্টরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার কারণ এই, সকল সুমতি পণ্ডিতগণ ইঁহার নিরুপম কলেবর অন্তঃকরণে পরিদর্শন করিয়া সুন্দরাকৃতি কামদেবকেও তৃণের মতন তুচ্ছ বলয়া বোধ করিয়া থাকেন। যাহারা অজ্ঞান-পূর্ণ অন্তঃকরণরূপ অরণ্যে পতিত, যাহারা ভবরূপ দাবানলের পুত্র,জায়া ও ধনপ্রভৃতির বিয়োগরূপ স্ফুলিঙ্গে অত্যন্ত দগ্ধ,সেই সকল লোক দিগকে স্বয়ং আত্মজ্ঞানের উপদেশদ্বারা পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত মৌন ত্যাগ করিয়া বটবৃক্ষের মূল হইতে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্করাচার্য্যরূপ মহা-

নিষ্পত্তণ্ডী শম্ভো মূর্ত্তিশ্চরতি ভুবনে শঙ্করাচার্য্যরূপা ॥ ৬০ ॥ উচ্চণ্ডাহিতবাবদূককুহনাপাণ্ডিত্যবৈতণ্ডিকং জাতে দেশিকশেখরে পদজুষাং সন্তাপচিন্তাপহে। কাতর্য্যং হৃদি ভূয়সাঽকৃত পদং বৈভাষিকাদেঃ কথাচাতুর্য্যং কলুষাত্মনো লয়মগাদ্বৈশেষিকাদেরপি ॥ ৬১ ॥ অমুনা ক্রতবঃ প্রসাধিতাঃ ক্রতুবিভ্রংশকরঃ স শঙ্করঃ। ইয়মেব ভিদানয়োর্জিতস্মরয়োঃ সর্ব্ববিদো র্বুধেড়্যয়োঃ ॥ ৬২ ॥ কলয়াপি তুলানুকারিণং কলয়ামো ন বয়ং জগত্ত্রয়ে। বিদুষাং

অবতরন্তী শঙ্করাচার্য্যরূপা শম্ভো মূর্ত্তি র্ভুবনে বিচরতীতি যোজনা স্রগ্ধরা ॥ ৬০ ॥ কিঞ্চ দেশিকশেখরে শ্রীশঙ্করে উচ্চণ্ডানামতিকোপনানামহিতানাং বাবদূকানাং জল্পনশীলানাং কুহনা অহঙ্কৃতে আচারভেদস্য সম্ভাবনা। কুহনা লোভান্মিথ্যেৰ্য্যাপথকল্পনেত্যমরঃ। তদ্যুক্তয়া বা যৎ পাণ্ডিত্যং তৎ বিতণ্ডা স্বপক্ষস্থাপনহীনা বিজিগীষুকথা তস্যাস্তৎ বৈতণ্ডিকং যথাস্যাত্তথা পাদসেবিনাং সন্তাপচিন্তাবিনাশকে জাতে সতি বৈভাষিকাদে র্হৃদি কাতর্য্যং ভূয়সা বাহুল্যেন পদং স্থানমকৃত। তথা কলুষান্তঃকরণস্য বৈশেষিকাদেঃ কথাচাতুর্য্যং লয়মগাৎ। আদিপদং সৌত্রান্তিকযোগাচার্য্যমাধ্যমিকজৈনচার্ব্বাকানাহ। দ্বিতীয়ং তৎ সাংখ্যমীমাংসকপাতঞ্জলনৈয়ায়িকাদীনাঞ্চ শার্দূল০ ॥ ৬১ ॥ অমুনা শঙ্করাচার্য্যমূর্ত্তিনা শঙ্করেণ বৈদিকপথস্থাপনেন ক্রতবঃ যজ্ঞাঃ প্রকর্ষেণ সাধিতাঃ। কৈলাসনিলয়ঃ শঙ্করো দক্ষযজ্ঞধ্বংসকরত্বেন ক্রতুবিভ্রংশকরঃ যজ্ঞনাশকরঃ। ইত্যনয়োরেবানয়ো র্ভিদা অয়মেব ভেদঃ। অন্যৎ, সর্ব্বং সমানমিত্যেবকারব্যাবর্ত্ত্যপ্রদর্শনায়াহ। জিতকাময়োঃ সর্ব্ববিদোঃ সর্ব্বজ্ঞয়ো র্বুধৈঃ পণ্ডিতৈ র্দেবৈশ্চ স্তুতয়োরিত্যর্থঃ। বিয়ো০ ॥ ৬২ ॥ জগত্ত্রয়ে যে বিদ্বাংসস্তেষাং মধ্যে কলয়াঽপি তুলাং সাদৃশ্যমনুকরোতীতি তুলানুকারী। তথাভূতং বয়ং ন কলয়ামো ন চিন্তয়ামো মন্যামহ ইতি বা। রামরাবণয়ো র্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিবেত্তি স্বযমেব স্বসদৃশ ইতি চেত্তত্রাহ। যদি স্বয়ং স্বসমঃ স্যাত্তর্হি তত্র নেতি কে বদন্তি ন কেঽপীত্যর্থঃ

দেবের মূর্ত্তি যেন ভুবনে বিচরণ করিতেছে। ৫৯। ৬০।

দেশীয় জনের মস্তকস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য, অত্যন্ত কোপনশীল বিপক্ষ বক্তাগণের মিথ্যা ঈর্ষ্যা পথকল্পনাদ্বারা যে পাণ্ডিত্য জন্মে সেই পাণ্ডিত্যদ্বারা নিজপক্ষ সমর্থন করিতে না পারিয়া জয়েচ্ছুগণের কথায় যাহা হইতে পারে, সেই ভাবে পদসেবীগণের তাপচিন্তা বিনাশকরিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিলে বৈভাষিক (বৌদ্ধ বিশেষ) প্রভৃতির হৃদয়ে বহুলপরিমাণে কাতরতা আসিয়া বাস করিল। এবং কলুষিতচেতা সৌত্রান্তিক, যোগাচার্য্য, মাধ্যমিক, জৈনও চার্ব্বাক এবং সাংখ্য, মীমাংসক, পাতঞ্জল ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি বৈশেষিকগণের যে সমস্ত কথার চাতুর্য্য ছিল, তাহাও ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হইল। ৬১।

মন্মথজয়ী দেবতাও পণ্ডিতের পূজ্য শঙ্করাচার্য্য ও মহাদেবের এই মাত্র প্রভেদ ছিল যে, শঙ্করাচার্য্য যজ্ঞ সকলের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ছিলেন এবং ধূর্জ্জটি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া যজ্ঞবিনাশক হইয়া ছিলেন। এই ত্রিভুবনের মধ্যে যে সকল বিদ্বান্ আছেন সেই সকল বিদ্বান্ দিগের একাংশেও সাদৃশ্যকারী লোককে আমরা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারি না। তবে যদি কেহ আপনি আপনার তুল্য হয়, তাহা হইলে 'হয় না' এই কথাই বা কে বলিবে? । স্বর্গ কাননমধ্যে

স্বসমো যদি স্বয়ং ভবিতা নেতি বদন্তি তত্র কে ॥৬৩ দ্যুবনান্তু ইবামরমাদ্রুমা অমরদ্রুষিব পুষ্পসঞ্চয়াঃ। ভ্রমরা ইব পুষ্পসঞ্চয়েষ্বতিসখ্যাঃ কিল শঙ্করে গুণাঃ ॥ ৬৪ ॥ কামং বস্তুবিচারতোঽচ্ছিনদয়ং পারুষ্যহিংসাক্রুধঃ ক্ষান্ত্যা দৈন্যপরিগ্রহানৃতকথা-লোভাংস্তু সন্তোষতঃ। মাৎসর্য্যন্ত্বনসূয়য়া মদমহামানৌ চিরম্ভাবিতস্বাস্তোৎকর্ষগুণেন তৃপ্তিগুণতস্তৃষ্ণাং পিশাচীমপি ॥৬৫॥ কামং যস্তু সমূলঘাতমবধীৎ স্বর্গাপ বর্গাপহং রোষং যঃ খলু চূর্ণপেষমপিষন্নিঃশেষদোষাবহম্। লোভাদীনপি যঃ পরাংস্তৃণসমু-

উপমানোপমেয়ত্বে একস্যৈবৈকবাক্যগে। অনন্বয়ালঙ্কারঃ॥ ॥ ৬৩ ॥ স্বর্গবনমধ্যে যথা দেবদ্রুমা অমরদ্রুষু দেবব্বৃক্ষেষু যথা পুষ্পসঞ্চয়াঃ পুষ্পসঞ্চয়েষু যথা ভ্রমরা এতে সর্ব্বে সখ্যা-মতিক্রান্তাস্তথা শঙ্করে গুণাঃ সখ্যারহিতাঃ কিলেতি প্রসিদ্ধং। গৃহীতমুক্তরীত্যার্থশ্রেণিরেকাবলি র্ম্মতা ॥ ৬৪ ॥ কামং বিষয়াভিলাষং বস্তুবিচারতঃ কাম্যবস্তুদোষবিচারেণায়ং শ্রীশঙ্করো-ঽচ্ছিনৎ। তথা পারুষ্যং কঠোরভাষণং হিংসা বৃত্তিচ্ছেদাদিনা পরপীড়া ক্রুধঃ ক্রোধাস্তান্ ক্ষান্ত্যা পরৈরাক্রুষ্টে তাড়িতেঽপ্যবিকৃতচিত্ততা ক্ষান্তিস্তয়াঽচ্ছিনৎ। দৈন্যং পদার্থালাভে লব্ধপরিক্ষয়ে চ দীনতা পরিগ্রহঃ সঞ্চয়ঃ। অনৃতকথা মৃষাভাষণং লোভঃ পরদ্রব্যেষু লুব্ধতা তীর্থেষু ধনাত্যাগশ্চ তাংস্তু সন্তোষেণাচ্ছিনৎ। পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরস্তস্য ভাবো মাৎসর্য্যন্তু অনসূয়য়া পরগুণেষু দোষাবিষ্করণমসূয়া তদ্বর্জনেনাচ্ছিনৎ। মদো গর্ব্বো ধর্মাতিক্রমহেতুঃ মহামানঃ স্বস্মিন্নতিপূজ্যতাভিমানস্তৌ চিরং দীর্ঘকালং ভাবিতশ্চিন্তিতঃ স্বস্মাদস্তোৎকর্ষ এব গুণস্তেনাচ্ছিনৎ। ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিত্যেবংরূপাং তৃষ্ণালক্ষণাং পিশাচীমপি সম্যক্ তৃপ্তিলক্ষণেন গুণেনাচ্ছিনৎ শার্দূ০ ॥ ৬৫ ॥ শিষ্যাণামপি কামাদীন্ যঃ সমূলমুন্মূলয়ৎ স্বস্মিংস্তেষাং স্থিতিঃ কথং স্যাদিত্যাশয়েনাহ কামমিতি। যস্তু স্বস্তান্তে বসতাং শিষ্যাণাং সতাং কামং স্বর্গমোক্ষয়োর্নাশকং সমূলঘাতমবধীৎ সমূলং নাশিতবান্। সমূলাকৃতজীবেষু হন্ কৃঞ্ গ্রহ ইত্যনেন ণমুল্। কষাদিষু যথাবিধ্যনুপ্রয়োগ ইত্যনেন হন্তেরনুপ্রয়োগঃ। তথা যঃ খলু সমস্তদোষাবহং রোষং ক্রোধং চূর্ণপেষমপিষৎ চূর্ণমপিষৎ শুষ্কচূর্ণরুক্ষেষু পিষ ইত্যনেন ণমুল্। তথা লোভাদীনপি পরান্ শত্রূন্ তৃণসমুচ্ছেদং সমুচ্চিচ্ছেদে তৃণবৎ সমুচ্চিচ্ছেদে উপমানে কর্ম্মণি চেতি ণমুল্। স

যেরূপ পারিজাতাদি দেবতরু, দেবতরু সমুদয়ে যেমন পুষ্পরাশি, পুষ্পসমূহে যেরূপ মধুকর নিকর, সেইরূপ শঙ্করে সংখ্যাতীত গুণ বিদ্যমান ছিল। এই মহাত্মা শঙ্কর, অভিলষিত বস্তুর উপর দোষার্পণগুণে বিষয়াভিলাষ, কঠোরভাষণ, বৃত্তিচ্ছেদ করিয়া পরপীড়া ও ক্রোধ ইহাদিগকে ক্ষমাগুণ (পরকৃত তাড়নেও চিত্তের অবিকার) দ্বারা, পদার্থ লাভ না হইলে বা লব্ধ-বস্তুর ক্ষয় হইলে দীনতা হয়, সেই দৈন্য, সঞ্চয়, মিথ্যাকথন ও লোভ ইহাদিগকে সন্তোষগুণে, এবং পরগুণে দোষপ্রকাশ করার নাম অসূয়া তাহার বর্জ্জন অর্থাৎ অনসূয়াগুণে মাৎসর্য্য (পরগুণের অসহন), বহুকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া ছিলেন যে, আমা হইতে অপরের উৎকর্ষ আছে, সেই গুণদ্বারা গর্ব্ব ও আত্মাভিমান, এবং "ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক" ইত্যাদি তৃষ্ণারূপ পিশাচীকে নিয়ত তৃপ্তিগুণে ছেদন করিয়া ছিলেন। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫।

যিনি নিজনিকটবাসী সৎ শিষ্যদিগের স্বর্গ ও মোক্ষের বিনাশক কাম-পদার্থ সমূলে উন্মূলিত, অখিল দোষাকর কোপ-পদার্থ চূর্ণপেষণের মত পেষিত, শত্রুস্বরূপ লোভাদি পদার্থ তৃণছেদনের

চ্ছেদং সমুচ্চিচ্ছিদে স্বস্যান্তে বসতাং সতাং স ভগবৎপাদঃ কথং বর্ণ্যতে ॥ ৬৬ ॥ কেঽমী কান্ত! দিবা নিশাকরকরা ঘর্ম্মস্য মর্ম্মচ্ছিদো মুগ্ধে! শম্ভুনবাবতারসুগুরোরেতে গুণানাং গণাঃ। কস্মাদুৎপলসন্ততি র্ব্বিকসিতা বিস্মেরদিগ্যোষিতামেষাঽপাঙ্গবারীতি দিগ্‌গজবধূপ্রশ্নোত্তরে রেজতুঃ ॥ ৬৭ ॥ নাক্ষ্ণা মাক্ষিকমীক্ষিতং ক্ষণমপি দ্রাক্ষা মুহুঃ শিক্ষিতা ক্ষীরেক্ষু সমুপেক্ষিতৌ ভুবি যয়া সা শঙ্করশ্রীগুরোঃ। কান্তানন্তদিগন্তলঙ্ঘনকলাজঙ্ঘালতদ্গুণশ্রেণী নির্ভরমাধুরীমদধুরা ধন্যেতি মন্যা-

---

এবম্ভূতঃ পূজ্যপাদঃ কথং বর্ণ্যতে কেনাপি প্রকারেণ বর্ণয়িতুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ দিগ্‌গজতদ্বধ্বোঃ প্রশ্নোত্তরে বর্ণয়ন্নাদৌ বধূকর্ত্তৃকং প্রশ্নমুদাহরতি ক ইতি। হে কান্ত! দিবা দিবসে ঘর্ম্মস্য গ্রীষ্মদিনপ্রযুক্তসন্তাপস্য মর্ম্মণাং ছেদকা নিশাকরস্য চন্দ্রস্য করাঃ কিরণাঃ অত্যন্তাসম্ভাবিতাঃ অমী উপলভ্যমানাঃ কে। কিং নিশাকরকরা এবোতাহন্যদেব কিঞ্চিৎ। এবং কান্তয়া পৃষ্টো দিগ্‌গজ উবাচ। হে মুগ্ধে! শম্ভো র্নবাবতারস্য সুগুরোঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্য গুণানাং গণাঃ। এবং দিগ্‌গজকর্ত্তৃকমুত্তরমুপবর্ণ্য পুনস্তৎকান্তাকৃতং প্রশ্নমাহ। যদ্যেবং তর্হি নিশাকরকরৈ র্ব্বিকসনশীলানামুৎপলানাং নীলকমলানাং সন্ততিঃ কস্মাদ্বিকসিতা বিকাসং প্রাপ্তা। এবং পৃষ্টস্তৎকান্ত উবাচ। হে মুগ্ধে! নেয়ং নীলোৎপলসন্ততিরপিতু শঙ্করাচার্য্যগুণগণৈ-র্ব্বিস্মেরাণাং বিস্ময়শীলানাং দিগঙ্গনানামেষা কটাক্ষাণাং ঝরী ইত্যেবংলক্ষণে দিগ্‌গজবধূপ্রশ্নোত্তরে জজ্তু রিত্যর্থঃ। ভ্রান্তা পহ্নুতিরেরন্যস্য শঙ্কায়াং ভ্রান্তিবারণে ॥ ৬৭ ॥ যয়া মাক্ষিকং মধু ক্ষণমাত্রমপাক্ষ্ণা নেত্রেণ নেক্ষিতং ন দৃষ্টং। দ্রাক্ষাতু বহুবারং শিক্ষিতা। ক্ষীরেক্ষূ তু ভুবি সম্যগুপেক্ষিতৌ। সা নির্ভরমাধুর্য্যা অত্যর্থং মধুরতায়া মদেন মধুরা শ্রেষ্ঠা নির্ভরমাধুর্য্যা মদো যেষাস্তেভ্যো ধুরেতি বা। কান্তা চাসাবনন্তদিগন্তলঙ্ঘনকলায়াং জঙ্ঘালা-নামতিবেগবতাং তত্তদ্গুণানাং শ্রেণী পংক্তিশ্চ ধন্যেতি মন্যামহে

তুল্য সমুচ্ছেদিত করিয়াছেন ; সেই ভগবান্‌কে কিরূপে আমরা বর্ণনা করিতে পারিব। ৬৬।

এক সময় একটী দিগ্‌গজ ও তাহার পত্নীর প্রশ্ন ও উত্তর হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথমে তাহার পত্নীর বাক্য এই—"হে নাথ! দিবাভাগে গ্রীষ্মদিনের সন্তাপরাশির মর্ম্মচ্ছেদী চন্দ্রের কিরণ তুল্য এই সমস্ত কি? ইহারা কি চন্দ্রকিরণ না আর কোন পদার্থ?" পত্নীর এই প্রশ্নে দিগ্‌গজ বলিতে লাগিল। "হে মুগ্ধে! এই সমস্ত মহাদেবের নবাবতার গুরুদেব শঙ্করাচার্য্যের গুণরাশি?" এইরূপ দিগ্‌গজের উত্তর বাক্য শুনিয়া পুনরায় পত্নী বলিতে লাগিল, যদ্যপি আপনার কথাই সত্য হয় তবে "যে সকল নীল-কমল-রাশি চন্দ্রকরেই বিকসিত হয় তাহারা কেন প্রফুল্ল হইল?" এই প্রশ্নে দিগ্‌গজ উত্তর দিল, "হে পত্নি! এই সমস্ত নীলোৎপলরাশি নহে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য গুণে যে সমস্ত দিগঙ্গনা বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সমস্ত দিগঙ্গনাদিগের ইহা কেবল কটাক্ষ লহরী"। ৬৭।

শঙ্করাচার্য্যের যে গুণপংক্তি ক্ষণকালের জন্যও চক্ষু দিয়া মধু দর্শন করে নাই, যে গুণপংক্তি অনেক বার দ্রাক্ষারস (কিসমিস) শিক্ষা করিয়াছে, যে গুণপংক্তি ভূতলে ক্ষীর ও ইক্ষু একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে, আচার্য্যের সেই গুণপংক্তি, অত্যন্ত মাধুর্য্যরস আছে বলিয়া যাহাদের গর্ব্ব জন্মে, মাধুর্য্যরস-গর্ব্বে গর্ব্বিত সেই সমস্ত পদার্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। এবং তাঁহার মনোজ্ঞ গুণরাশি

মহে ॥ ৬৮ ॥ কান্তিশ্চেদ্বসুধা জহাতু মহতীং সর্ব্বং-সহত্বপ্রথাং বিদ্যা চেদ্বিরহন্তু ষণ্মুখমুখাঃ স্বাং সর্ব্বগর্ব্বাবলীম্। বৈরাগ্যং যদি বাদরায়ণিযশঃ কার্শ্যং পরং গাহতাং কিং জল্পৈর্মুনিশেখরস্য ন তুলাং কুত্রাপি বীক্ষামহে ॥ ৬৯ ॥ যা মূর্ত্তিঃ ক্ষময়া মুনীশ্বরময়ী গোত্রাসগোত্রায়তে বিদ্যাভি নিরবদ্য-কীর্ত্তিভিরলং ভাষাবিভাষায়তে। ভক্তাভীপ্সিতকল্প-নেন নিতরাং কল্পাদিকল্পায়তে কস্তাং প্রাকৃতজনৈ-স্তুলয়িতুং মন্দাক্ষমন্দায়তে ॥৭০॥ ন বভূব পুরাতনেষু তৎসদৃশো নাদ্যতনেষু দৃশ্যতে। ভবিতা কিমনা-

কথাভূতগুণপংক্তিলক্ষণা কান্তেতি বা ॥৬৮॥ মুনিশেখরস্য কান্তি-শ্চেত্তর্হি বসুধা ভূমি র্মহতীং সর্ব্বংসহত্বখ্যাতিং জহাতু। তথা তস্য বিদ্যা চেত্তর্হি স্কন্দপ্রমুখাঃ স্বামনল্পগর্ব্বাবলীং ত্যজন্তু। তথা তস্য বৈরাগ্যং চেত্তর্হি বাদরায়ণেঃ শুকস্য যশঃ কার্শ্যং পরং গাহতাং। কিং বহুজল্পৈ র্মুনিশেখরস্য শ্রীশঙ্করস্য তুলামুপমাং কুত্রাপি ন বীক্ষামহে। অত্র ত্যাগস্য সম্বন্ধস্য প্রতিপাদ্যমাত্তুল্যযোগিতা-লঙ্কারঃ। নিয়তানাং সম্বন্ধঃ স পুনস্তুল্যযোগিতেত্যুক্তেঃ ॥৬৯॥

কিঞ্চ যা মুনীশ্বরময়ী মূর্ত্তিঃ ক্ষময়া গোত্রাসগোত্রায়তে গোত্রায়াঃ ভূমেঃ সগোত্রং সজাতীয়ং তদ্বদাচরতি ভূমিসাম্যং লভতে। তথা যা মুনীশ্বরময়ী মূর্ত্তি নিরবদ্যা নির্দোষা কীর্ত্তি র্যাভি-র্ব্বিদ্যাভিরলমত্যন্তং ভাষাবিভাষায়তে ভাষায়াঃ সরস্বত্যাঃ বিভাষা বিকল্পঃ তদ্বদাচরতি বিকল্পেন সরস্বতীভাবং প্রাপ্নো-তীব। তথা যা মুনীশ্বরময়ী মূর্ত্তি র্ভক্তানামভীপ্সিতস্য সাধনে-নাত্যন্তং কল্পাদিকল্পায়তে কল্পবৃক্ষচিন্তামণ্যাদিসদৃশবদাচরতি তৎসাম্যং প্রাপ্নোতি। তাং মুনীশ্বরময়ীং মূর্ত্তিমন্যৈঃ প্রাকৃতজনৈ-স্তুলয়িতুং কো বা ন মন্দাক্ষমন্দায়তে মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া মন্দো মন্দাক্ষমন্দস্তদ্বদাচরতি অপি তু সর্ব্বোঽপীত্যর্থঃ ॥৭০॥ পুরাতনে-ষতীতেষু শ্রীশঙ্করতুল্যো ন বভূবাদ্যতনেষু বর্ত্তমানেষু নৈব দৃশ্যতে। অনাগতেষু ভবিষ্যেষু কিংবা ভবিষ্যতি। যথা কাল-

সংসার নামক দুঃখ নিবৃত্তি পূর্ব্বক আনন্দপ্রাপ্তিরূপ উৎকর্ষ সম্পন্ন করিয়া থাকে। ৬৭।

শঙ্করাচার্য্যের যে গুণপংক্তি ক্ষণকালের জন্যও চক্ষু দিয়া মধু দর্শন করে নাই, যে গুণপংক্তি অনেকবার দ্রাক্ষারস (কিস্‌মিস্) শিক্ষা করিয়াছে, ভূতলে ক্ষীর ও ইক্ষু একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে, আচার্য্যের সেই গুণপংক্তি, অত্যন্ত মাধুর্য্যরস আছে বলিয়া যাহাদের গর্ব্ব জন্মে, আজি মাধুর্য্যরস গর্ব্বে গর্ব্বিত সেই সমস্ত পদার্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। এবং তাঁহার মনোজ্ঞ গুণ-রাশি, অনন্ত দিগ্‌জাল-অতিক্রম-চাতুর্য্যে অত্যন্ত প্রবল ও ধন্য বলিয়াও আমারা বিবেচনা করি-তেছি। ৬৮।

মুনিশেখর শঙ্করাচার্য্যের যদি কান্তিগুণ বিদ্যমান থাকে, তবে ভগবতী সর্ব্বংসহা সর্ব্বসহন খ্যাতি পরিত্যাগ করুন। যদি আচার্য্যের বিদ্যা বিদ্যমান রহিল, তবে কার্ত্তিকপ্রমুখ দেবগণ স্বকীয় বহুল গর্ব্বাবলী ত্যাগ করুন। যদি বৈরাগ্য বিদ্যমান, তখন বাদরায়ণ বেদব্যাসের তনয় শুকদেবের বৈরাগ্যকীর্ত্তি কৃশতা প্রাপ্ত হউক। কি আর অধিক বলিব, শঙ্করাচার্য্যের উপমা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ৬৯।

মুনীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের মুনীশ্বরময়ী মূর্ত্তি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর সজাতীয়। নির্দোষ ও কীর্ত্তিবিশিষ্ট বিদ্যা-শক্তি প্রভাবে যথার্থসাতিশয় সরস্বতী-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তদিগের অভীষ্ট সাধনে অবিরত কল্প-বৃক্ষ ও চিন্তামণি প্রভৃতি অভীষ্টসাধক পদার্থের তুল্য। অন্যান্য প্রাকৃতজনের সহিত সেই মুনীশ্বরময়ী মূর্ত্তির তুলনা করিতে কোন্ ব্যক্তি না নির্লজ্জ হই-বেন?। যে সকল লোক অতীত, এবং যাহারা বর্ত্ত-

গতেষু বা ন সুমেরোঃ সদৃশো যথা গিরিঃ ॥ ৭১ ॥ সমশোভত তেন তৎকুলং স চ শীলেন পরং ব্যরোচত। অপি শীলমদীপি বিদয়া হ্যপি বিদ্যা বিনয়েন দিদ্যুতে ॥ ৭২ ॥ সুযশঃকুসুমোচ্চয়ঃ শ্রয়দ্বিবুধালি গুণপল্লবোদ্গমঃ। অববোধফলঃ ক্ষমারসঃ সুরশাখীব ররাজ সূরিরাট্ ॥ ৭৩ ॥ ন চ শেষভবী ন কাপিলী গণিতা কাণভুজী ন গীরপি। ফণিতিষ্বিতরাসু কা কথা কবিরাজো গিরি চাতুরী জুষি ॥ ৭৪ ॥ ভট্টভাস্করবিমর্দ্দদুর্দ্দশামজ্জদাগমশিরঃকরগ্রহাঃ। চস্তু শঙ্করগুরো গিরঃ ক্ষরন্ত্যক্ষরং কিমপি তদ্রসায়নম্ ॥ ৭৫ ॥ জাটাটীরজটাকুটীর

যেষ্বপি সুমেরোঃ সদৃশো গিরি র্নাস্তি ভবং বৈতালীয়ং ০ ॥৭১
তেন শ্রীশঙ্করেণ তস্য কুলং সম্যক্ শোভাং প্রাপ্তবৎ। স চ শ্রীশঙ্করঃ শীলেন সাধুস্বভাবেন শুচিচরিত্রেন বা অত্যন্তমশোভত। শীলমপি বিদয়া দীপ্তিমদভূৎ। বিদ্যাপি বিনয়েন নম্রীভাবেন শুশুভে ॥ ৭২ ॥ কিঞ্চ সূরিরাট্ পণ্ডিতরাজঃ শ্রীশঙ্করঃ কল্পবৃক্ষো যথা রাজতে তথা ররাজ। যঃ শোভনযশোলক্ষণপুষ্পাণামুচ্চয়ো নিচয়ো যস্মিন্। শ্রয়ন্তশ্চাশ্রয়ন্তো বিবুধাঃ পণ্ডিতা এবালয়ো ভ্রমরা যস্মিন্। শ্রয়তাং পতি তলক্ষণানাং দেবানামালিঃ পংক্তি র্যত্রেতিবা। গুণলক্ষণানাং পল্লবানামুদ্গম উদ্ভবো যস্মাৎ।

অববোধস্তত্ত্বজ্ঞানমেব ফলং যস্মিন্। ক্ষমা এব রসো যস্মিন্ ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥ কিঞ্চ কবিরাজঃ শ্রীশঙ্করস্য গিরি বাণ্যাং চাতুরীং সেবিতবত্যাং সত্যাম্ পাতঞ্জলী বাণী নচ কাপিলী গী র্গণিতা। অন্যাসু নাস্তিকানাং গীর্ষু কা কথা ॥ ৭৪ ॥ কিঞ্চ ভট্টভাস্করাখ্যেন সর্ব্বশঙ্করবাদিনা যো বিমর্দ্দস্তেন দুর্দ্দশায়াং মজ্জতামাগমশিরসাং বেদান্তানাং করগ্রহা হস্তাবলম্বিন্য উদ্ধারিকা ইতি যাবৎ। এবম্ভূতাঃ শ্রীশঙ্করগুরোঃ গিরো হন্তেত্যাশ্চর্য্যে চসে বা কিমপি বক্তুমশক্যং তৎ প্রথ্যাতং পরমরসাশ্রয়ভূতমক্ষরং ক্ষরন্তি স্রবন্তি ॥ ৭৫ ॥ জাটাটীরস্য শিবস্য জটালক্ষণেষু কুটীরেষু

মান ইহাদের মধ্যে কাহারও শঙ্করের তুল্য গুণ দেখা যায়না। তবে যাহারা ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাহাদের মধ্যেও যে কোন লোক সেইরূপ গুণগ্রাহী হইবেন তাহাও বিশ্বাস হয়না। কারণ, ভুত,ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কোনও কালে সুমেরু সদৃশ পর্ব্বত দৃষ্টি গোচর হয়না। ৭০। ৭১।

শঙ্করাচার্য্যের কুল শঙ্করাচার্য্য দ্বারা,শঙ্করাচার্য্য সাধুস্বভাবদ্বারা, স্বভাব বিদ্যাদ্বারা এবং বিদ্যা বিনয়দ্বারা অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিল। সুযশ যাহার প্রসূন, একত্র সমবেত দেবতাগণ যাহার ভ্রমর, দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ সকল যাহার পল্লব, তত্ত্বজ্ঞান যাহার ফল ও ক্ষমাগুণ যাহার রস, সুতরাং এই সমস্ত কারণে পণ্ডিতরাজ শঙ্করাচার্য্য কল্পবৃক্ষের সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন। পণ্ডিতবর শঙ্করাচার্য্যের বাণী চাতুরী-পূর্ণ হইলে পর, লোকে পতঞ্জলির বাণী, কপিলের বচন, ও কণাদের কথা গণনাও করিতনা। সুতরাং অপরাপর নাস্তিকদের কথাবিষয়ে আর কি বলিব ?। ভাস্করভট্ট তর্ক করিয়া সাধারণের পীড়া উৎপাদন করিলে যেরূপ দুর্দশা হইয়াছিল, সমস্ত শাস্ত্রের মস্তকস্বরূপ বেদান্ত শাস্ত্র সেই দুর্দশায় নিমগ্ন হইলে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য হস্তালম্বন স্বরূপ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভারতী পরমরসায়নস্বরূপ অক্ষর সকল প্রসব করিয়া ছিলেন, ইহা অনল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এবং তাহা মুখ দিয়া বলিতেও কেহ সক্ষম নহে। ৭২ ।৭৩।৭৪·৭৫।

বিহরন্নৈলিম্পকল্লোলিনীক্ষোণীশপ্রিয়কৃন্নবাবতরণাবষ্টম্ভগুম্ফচ্ছিদঃ। গর্জ্জন্তোঽবতরন্তি শঙ্করগুরুক্ষোণীধরেন্দ্রোদরাদ্বাণী নির্ঝরিণীঝরাঃ ক নু ভয়ং দুর্ভিক্ষুদুর্ভিক্ষতঃ ॥ ৭৬ ॥ বারী চিত্তমতঙ্গজস্য নগরী বোধাত্মনো ভূপতে র্দূরীভূতদুরন্তদুর্ব্বদঝরী হারীকৃতা সূরিভিঃ। চিন্তাসন্ততিতূলবাতলহরী বেদোল্লসচ্চাতুরী সংসারাব্ধিতরীরুদেতি ভগবৎপাদীয়বাগ্বৈখরী ॥ ৭৭ ॥ কথাদর্পোৎসর্পৎকথকবুধকণ্ঠূলরসনাসনালাধঃপাতে স্বয়মুদয়মন্ত্রো

হৃস্বকুটীষু কুটীশমীশুণ্ডাভ্যো র ইতি রঃ। বিহরন্তী যা নৈলিম্পকল্লোলিনী নিলিম্পানাং দেবানামিদং নৈলিম্পস্ত্রিবিষ্টপং তদ্তরঙ্গিণী গঙ্গা তস্যাঃ ক্ষোণীশস্য রাজ্ঞো ভগীরথস্য প্রিয়কৃদ্যদ্যন্নবতরণং তেনাবষ্টম্ভগুম্ফঃ স্তম্ভানাং গ্রন্থনং তাচ্ছিন্দন্তীতি। ... তে গর্জ্জনং কুর্ব্বন্তঃ শ্রীশঙ্করগুরুলক্ষণস্য ভূমিধরেন্দ্রস্য হিমালয়স্যোদরাদ্বাণীলক্ষণায়া নির্ঝরিণ্যাস্তরঙ্গিণ্যা নদ্যাঃ ঝরাঃ প্রবাহা অবতরন্তি। যত এবমতো দুষ্টভিক্ষুলক্ষণদুর্ভিক্ষতঃ ক নু ভয়ং কাপি ভয়ং নাস্তীত্যর্থঃ শার্দূ০ ॥ ৭৬ ॥ কিঞ্চ ভগবৎপাদীয়া বৈখরী অকারাদিক্ষকারান্তবর্ণমালারূপা বাগুদেতি জয়তি। তাং বিশিনষ্টি। চিত্তলক্ষণস্য মতঙ্গজস্য হস্তিনো বারী বন্ধিনী। বারী স্যাদ্গজবন্ধিন্যামিতি মেদিনী। তথা বোধাত্মকস্য রাজ্ঞো নগরী। তথা দূরীভূতা দুরন্তানাং দুর্ব্বদতাং দুর্ব্বাদিনাং ঝরী প্রবাহো যস্যাঃ। তথা সূরিভি র্হারীকৃতাঽতিপ্রেম্না হারবৎ কণ্ঠে কৃতা। তথা চিন্তাসন্ততিলক্ষণস্য কার্পাসলবস্যাপাকরণে বায়ো র্বাতস্য লহরী প্রবাহঃ। তথা বেদস্যোল্লসন্তী চাতুরী চিরে পাঠে চেতনায়া° ইতি ব্যাখ্যেয়ং। তথা সংসারলক্ষণসমুদ্রস্য তরীঃ উদ্ধারহেতুভূতা নৌকা। তথা চৈবভূতা শঙ্করস্য বাণী সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অত্র জয়াদে র্ভিন্নশব্দবাচ্যমতঙ্গজত্বাদ্যারোপেণ বৈধর্য্যা বারীত্বাদ্যারোপবোধনাদ্ভেদভাজিরূপকং বাচকে ভেদভাজি বেত্যুক্তেঃ ॥ ৭৭ ॥ কিঞ্চ ব্রতিপতেঃ শ্রীশঙ্করস্য সূক্তীনাং নিগুম্ফঃ গ্রথনং জয়তি। যঃ কথাগর্ব্বেণোৎসর্পন্তামুচ্ছলতাং কথানাং মধ্যে যে বুধাস্তেষাং কণ্ডূ। ব্যাপ্তা যাঃ জিহ্বা তস্যা নাভিস্থনালেন সহাধঃপাতে স্বয়মুদয়মন্ত্রো বেদবৎ স্বয়ং প্রাদুর্ভূতো বাদিজিহ্বাস্তম্ভনাদৌ বিনিযুক্তঃ ষড়্ত্রিংশদ্বর্ণাত্মকো বগলামুখ্যাখ্যো মন্ত্রঃ। পুনশ্চ নিগমশিখরাণি বেদান্তা

মহাদেবের জটারূপ ক্ষুদ্র কুটীরে যে দেবকল্লোলিনী (গঙ্গা) বিহার করিয়া থাকে, তাঁহাকে ভূতলে আনায়ন করিবার জন্য যে মহীপতি (ভগীরথ) নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, সেই ভগীরথ রাজার শুভও প্রিয় অবতরণ কার্য্যদ্বারা (যত স্তম্ভ ছিল) তাহাদের নির্ম্মাণ প্রণালী যাহারা ছেদন করিয়াছিল; আজি সেই শঙ্করাচার্য্য-রূপ হিমালয় পর্ব্বতের উদর হইতে সরস্বতীরূপ তরঙ্গিণীর প্রবাহ সকল গর্জ্জন করিয়া অবতীর্ণ হইতেছে। অতএব এক্ষণে দুষ্ট সন্ন্যাসীরূপ দুর্ভিক্ষ হইতে আর ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়?। পূজ্যপাদ ভগবানের অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমালারূপ ভারতী জয়যুক্ত হউক। সেই ভারতী—মনোরূপ মত্ত মাতঙ্গের গজবন্ধনী রজ্জু; জ্ঞানরূপ নরপতির রাজধানী; দুরন্ত দুষ্ট বাদিদিগের বচনরাশির দূরকারিণী; হারের তুল্য পণ্ডিতদিগের কণ্ঠাশ্রিত হইয়া মনোহারিণী; চিন্তারাশিরূপ কার্পাস তূলার নিরাকরণে বায়ুরাশি; বেদের উল্লাসিত চাতুরী, এবং সংসার সাগরের উদ্ধার কারিণী তরণী। ৭৬। ৭৭।

আপনাকে বিদ্বান্ ভাবিয়া কথা কহিবার সময় যাঁহাদের দর্প উৎপন্ন হয়, সেই দর্পমদে বিচলিত ও কথা-পারদর্শী কথকদিগের মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত,

ত্রতিপতেঃ। নিগুম্ফঃ সূক্তীনাং নিগমশিখরাম্ভোজ-
সুরভি র্জয়ত্যদ্বৈতশ্রীজয়বিরুদঘণ্টাঘণঘণঃ ॥ ৭৮ ॥
কস্তূরীঘনসারসৌরভপরীরম্ভপ্রিয়ম্ভাবুকাস্তাপোন্মেষমু-
ষো নিশাকরকরাহঙ্কারকুলঙ্কষাঃ। দ্রাক্ষামাক্ষি-
কশর্করামধুরিমগ্রামাবিসম্বাদিনো ব্যাহারা মুনি-
শেখরস্য ন কথঙ্কারং মুদং কুর্ব্বতে ॥ ৭৯ ॥ অদ্বৈতে
পরিমুক্তকণ্টকপথে কৈবল্যঘণ্টাপথে সাহংপূর্ব্বিক-
দুর্ব্বিকল্পরহিতপ্রাজ্ঞাধ্বনীনাকুলে। প্রস্কন্দন্মকরন্দ-

জলজকণকমলানাং সুরভিঃ সুগন্ধিঃ। পুনশ্চাদ্বৈতলক্ষ্ম্যা জয়স্য
বিরুদঘণ্টায়াঃ প্রখ্যাতিকরায়াঃ ঘণ্টায়াঃ ঘণঘণাত্মকঃ শব্দ ইত্য-
র্থঃ। নিয়তারোপণোপায়ঃ স্যাদারোপঃ পরস্য যঃ। তৎপরম্পরি-
তং শ্লিষ্ট ইত্যুক্তপরম্পরিতরূপকান্তর্গতমালারূপকমত্রদ্রষ্টব্যম্ ॥
॥ ৭৮ ॥ কিঞ্চ কস্তূরীঘনসারয়োঃ কোরককর্পূরয়োঃ সৌরভং
সুরভিস্তস্য পরীরম্ভঃ পরিষ্বঙ্গস্তং প্রিয়ম্ভবিষ্ণবঃ। তাপস্য
আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়স্যোন্মেষমুল্লাসং মুষ্ণন্তীতি। তথা তেহত এব
বাহ্যতাপনিবারকাণাং নিশাকরস্য চন্দ্রস্য করাণামংশূনাং
স্বতাপবিনাশনাহঙ্কারস্তস্য কুলঙ্কষাঃ সমূলোন্মূলনসমর্থাঃ। তথা
দ্রাক্ষাদীনাং মধুরিমাং মাধুর্য্যাণাং গ্রামেণ সমুদায়েনাবিসম্বাদিন-
স্তত্তুল্যা মুনিশেখরস্য শ্রীশঙ্করস্য ব্যাহারা উক্তয়ঃ। মুদং
প্রীতিং কথঙ্কারং কথং ন কুর্ব্বতেঽপিতু কুর্ব্বন্ত্যেব। অত্রৈবং-
কথমিত্যপ্রসিদ্ধপ্রয়োগশ্চেদিত্যনর্থকাদেব করোতের্ণমুল্ শাদৃ°
॥ ৭৯ ॥ কিঞ্চ পরিমুক্তো বিনিবৃত্তো ভেদবাদিলক্ষণঃ কণ্ট-
কমার্গো যস্মাত্তথাভূতেঽদ্বৈত এব কৈবল্যঘণ্টাপথে কৈবল্যং
মোক্ষস্তস্য ঘণ্টাপথে সংসরণে রাজমার্গে অহংপূর্ব্বিকৈ
রহঙ্কারপূর্ব্বকৈঃ দুর্ব্বিকল্পৈ রহিতাঃ প্রাজ্ঞা বিদ্বাংস এবা
ধ্বনীনাঃ পান্থাস্তৈরাকুলে ব্যাপ্তে স্বয়ং নবসুধাসিক্তাঃ
শঙ্করাচার্য্যস্য সূক্তয়ঃ প্রস্কন্দতাং প্রস্রবতাং মকরন্দানাং পুষ্প-
রসানাং বৃন্দো নিচয়ো যেভ্যস্তথাভূতানাং কুসুমাণাং পুষ্পাণাং

তাহাদের কণ্ডু (চুলকোনা) যুক্ত রসনার নাভি-
স্থনালের সহিত অধঃপতন বিষয়ে উদয় মন্ত্র, অর্থাৎ
বেদের মত স্বয়ং প্রাদুর্ভূত; বাদীদিগের জিহ্বার
উচ্চারণশক্তি রোধ করিবার জন্য যাহা উচ্চারিত
ছত্রিশবর্ণ-বিশিষ্ট বগলামুখী মন্ত্র; যাহা নিগম
অর্থাৎ বেদশাস্ত্রের মস্তকস্বরূপ বেদান্তরূপ সুগন্ধি
কমলকুসুম; অদ্বৈতমত) একমেবাদ্বিতীয়ম্) রূপ
কমলাদেবীর জয়কার্য্যে বিরুদ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ঘণ্টার
ঘণঘণশব্দস্বরূপ; যতিপতি আচার্য্যের ঈদৃশ শোভন-
বাক্যের রচনা প্রণালী উৎকর্ষ প্রাপ্ত হউক। ৭৮।

কস্তূরিকা ও কর্পূরের সৌরভ গ্রহণ করিলে
যেরূপ প্রীতি জন্মে, তত্তুল্য সৌরভগ্রাহী, আধ্যা-
ত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ
তাপের সমূলে উন্মূলয়িতা। সংসারের বাহ্য
তাপনিবারক চন্দ্র চন্দ্রিকার অপরের তাপ নাশ
করা প্রযুক্ত যে অহঙ্কার আছে তাহারও বিনা-
শয়িতা; দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্) মধু ও শর্করা
(চিনি) ইহাদের যেরূপ মাধুর্য্যরস আছে ইহাও
সেইরূপ মধুর রস পূর্ণ। মুনিবর শঙ্করের ঈদৃশ বাক্য
রচনা কেন না সকলের প্রমোদ বর্দ্ধন করিবে?।
"জীবজন্তু সকল ঈশ্বর হইতে ভিন্ন" এইরূপ ভেদ-
বাদীরূপ কণ্টকময় পথ যে স্থানে দেখিতে পাওয়া
যায় না। এবং যে সকল লোক নিতান্ত অহঙ্কৃত
এবং যাহাদের চিন্তাশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহা-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিদ্বান্ রূপ পথিকগণদ্বারা
ব্যাপ্ত অদ্বৈত অর্থাৎ "ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই"

বন্দকুসুমস্রক্তোরণপ্রক্রিয়ামাচার্য্যস্য বিতন্বতে নব-সুধাসিক্তাঃ স্বয়ং সূক্তয়ঃ ॥ ৮০ ॥ দূরোৎসারিত-দুষ্টপাংসুপটলীদুর্নীতয়োঽনীতয়োশান্দেশিক-বাঙ্ময়াঃ শুভগুণগ্রামালয়া মালয়াঃ। মুষ্ণন্তু শ্রম

যাঃ স্রজো মালাস্তাসাং যানি তোরণানি তেষাং প্রক্রিয়াং রচনাং বিতন্বতে বিস্তারয়ন্তু ॥ ৮০ ॥ কিঞ্চ দূরমুৎসারিতা দুষ্টানাং পাংসুপটলীতুল্যা দুর্নীতয়ো দুষ্টনয়াঃ যভিস্তাঃ। অনীতয়ো ন বিদ্যন্তে ঈতয়োঽতিবৃষ্ট্যাদিরূপাঃ বাধা যাভ্যস্তাঃ। শুভগুণাঃ প্রসাদাদিকল্পলক্ষণানাং শৈত্যাদিশুভগুণানাং গ্রামস্যালয়ভূতাঃ। মায়াঃ লক্ষ্ম্যাশ্চালয়ভূতাঃ। উল্লসৎপরিমলশ্রিয়া চ মেদুরাঃ স্নিগ্ধাঃ। দেশিকবাঙ্ময়া বাচো ভবময়ে সংসারময়ে প্রান্তরে বিপিনে কথম্ভূতে ধীপান্তরে বুদ্ধিলক্ষণানি প্রান্তরাণি কোটরাণি বুদ্ধিলক্ষণো দূরঃ শূন্যো মার্গো বা যস্মিন্ তত্রাধি মনঃপীড়া প্রত্যাশা বা তদ্রূপবিভুর্জো দাবাগ্নে র্হেতো যো মে মম দুরায়াসজস্রম

এইরূপ মোক্ষের রাজপথে স্বয়ং অভিনব-অমৃতরসে সিক্ত আচার্য্যের শোভন বাণী সকল—যে সকল পুষ্প হইতে পুষ্পমধু গলিত হইয়া থাকে সেই সমস্ত পুষ্পমালা যদি কোন তোরণে অর্থাৎ বহির্দ্বারে সংলগ্ন হয়, এবং সেই পুষ্পরস-স্রাবী পুষ্পমালা-খচিত তোরণের অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। ৭৯। ৮০।

যাহা ধূলিরাশির তুল্য দুষ্ট নীতি সকল দূরে নিরাকৃত করিয়াছে, "অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ,(পতঙ্গ) মূষিক, খগ, নিকটবর্ত্তি বিপক্ষরাজা" যাহা এই ছয়-প্রকার ঈতি অর্থাৎ বাধাশূন্য ; এবং যাহা নিৰ্ম্মলতা প্রভৃতি শুভগুণ লক্ষণ শৈত্যাদি গুণসমুদয়ের আলয় স্বরূপ ; লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্বরূপ ; গুরুবরের বাঙ্ময়-রূপ পবন সকল, বুদ্ধি-কোটর-বিশিষ্ট, সংসাররূপ

মুল্লসৎপরিমলশ্রীমেদুরা মে দুরায়াসস্যাধিহবিভুর্জো ভবময়ে ধীপ্রান্তরে প্রান্তরে ॥৮১॥ নৃত্যন্ত্যা রসনা-গ্রসীমনি গিরাং দেব্যাঃ কিমঙ্ঘ্রিক্কণন্মঞ্জীরোর্জ্জিত-শিঞ্জিতান্যুত নিতম্বালম্বিকাঞ্চীরবাঃ। কিং বল্গৎ-করপদ্মকঙ্কণঝণৎকারা ইতি শ্রীমতঃ শঙ্কা-মঙ্কুরয়ন্তি শঙ্করকবেঃ সদ্যুক্তয়ঃ সূক্তয়ঃ ॥ ৮২ ॥

শ্রমং মুষ্ণন্ত্বপনয়ন্ত্বিত্যর্থঃ। প্রান্তরং বিপিনে দূরশূন্যমার্গে চ কোটরে। আধিঃ পুমাংশ্চিত্তপীড়াপ্রত্যাশাবন্ধকেষু চেতি মেদিনী ॥ ৮১ ॥ কিঞ্চ শ্রীশঙ্করজিহ্বাগ্রলক্ষণে রঙ্গে নৃত্যন্ত্যাঃ গিরাং দেব্যাঃ শারদায়াঃ কিমঙ্ঘ্র্যোশ্চরণয়োঃ কণতোঃ শব্দং কুর্ব্বতো র্মঞ্জীরয়োর্নূপুরয়োরূর্জ্জিতসিঞ্জিতানি উল্লসৎস্বনিতানি ?। কিম্বা নিতম্বালম্বিন্যাঃ কট্যাঃ পশ্চাদ্ভাগমালম্বিন্যাঃ কাঞ্চ্যা মেখলায়া রবাঃ শব্দাঃ ?। কিম্বা বল্গতোরিতস্ততশ্চলতোঃ করকমলকঙ্কণয়োঃ ঝণৎকারা ইতি ? শঙ্কাং শ্রীমতঃ শঙ্করস্য কবেঃ সমীচীনা যুক্তয়ো যাসু তাঃ সূক্তয়োঽঙ্কুরয়ন্তি জনয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮২॥ বর্ষারম্ভে বিজৃম্ভমাণানা

কাননে মনঃপীড়া বা প্রত্যাশারূপ দাবানল হইতে আমার যে দুষ্ট আয়াস কার্য্যে শ্রম জন্মিয়াছে তাহা অপনয়ন করুক। ৮১।

শঙ্করের সাধুযুক্তিপূর্ণ বচনাবলী, শঙ্করাচার্য্যের রসনা রঙ্গভূমিতে নৃত্যপরায়ণা বাগদেবী-সরস্বতীর চরণ যুগলে শব্দিত নূপুর দ্বয়ের কি উল্লাসিত শব্দ ? কিম্বা কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগস্থিত মেখলা (চন্দ্রহার) রব ? অথবা শব্দকারী কর কমলের কঙ্কণ-ভূষণের (বালা) ঝণৎকার শব্দ ? এইরূপ নানাবিধ শঙ্কা উৎপাদন করিয়া থাকে। বর্ষা-

বর্ষারম্ভবিজৃম্ভমাণজলমুগ্‌গম্ভীরঘোষোপমো বাত্যা-তূর্ণবিঘূর্ণদর্ণবপয়ঃকল্লোলদর্পাপহঃ। উন্মী-নবমল্লিকাপরিমলাহস্তানিহন্তা নিরাতঙ্কঃ শঙ্কর-যোগিদেশিকগিরাং গুম্ফঃ সমুজ্জৃম্ভতে ॥৮৩॥ হৃদ্যা পদ্যবিনাকৃতা প্রশমিতাবিদ্যাঽমৃষোদ্যা সুধাস্বাদ্যা

মাদ্যদরাতিচোদ্যভিদুরাঽভেদ্যা নিষদ্যায়িতা। বিদ্যানামনঘোদ্যমা সুচরিতা সাদ্যাপদুদ্‌যাপিনী পদ্যা মুক্তিপথস্য সাদ্য মুনিবাঙ্‌ মুদ্যাদনাদ্যা রুজঃ ॥ ৮৪ ॥ আয়াসস্য নবাঙ্কুরং ঘনমনস্তাপস্য বীজং নিজং ক্লেশানামপি পূর্ব্বরঙ্গমলঘুপ্রস্তাবনাডি-

জলমুচাং মেঘানাং গম্ভীরঘোষ উপমা যস্য সঃ। পুনশ্চ বাত্যয়া বায়ুসমূহেন তূর্ণমত্যন্তং শীঘ্রং বা বিঘূর্ণিতাং সমুদ্রপয়সাং কল্লোলানাং বৃহত্তরঙ্গানাং দর্পাপহঃ গর্ব্ব-নাশকঃ। পুনশ্চোন্মীলন্তীনাং বিকসন্তীনাং মালতীনাং পরি-মলাহন্তায়া বিমর্দ্দোত্থজনমনোহরগন্ধস্যাহঙ্কারস্য নিহন্তা নাশকঃ। পুনশ্চ নিরাতঙ্কো নির্ভয়ঃ শঙ্করযোগিদেশিকস্য গিরাং গুম্ফঃ গ্রন্থনং সমুজ্জৃম্ভতে সমুল্লসতি॥ ৮৩॥ সা প্রসিদ্ধা ভাষ্যাদিরূপা মুনির্বাগদ্যানাদ্যা কল্মোহজ্ঞানাদিলক্ষণান্ রোগান্ মুদ্যাল্লাশয়তু। তাং বিশিনষ্টি। পদ্যবিনাকৃতা গদ্যরূপা হৃদ্যা মনোজ্ঞা। পাঠান্তরে দোষবিনাকৃতা। পুনশ্চ প্রশমি-তাঽবিদ্যা যয়া সা প্রশমিতাবিদ্যা। পুনশ্চ মিথ্যাবাচ্যা ন ভবতী-

ত্যমৃষোদ্যা যথার্থা ইত্যর্থঃ। রাজসূয়সূর্য্যামৃষোদ্যেত্যাদিনা বদেঃক্যবন্তো নিপাতঃ প্রশমিতা বিদ্যামৃষোদ্যা যয়েতি বা। পুনশ্চ সুধাস্বাদ্যাঽমৃতবদাস্বাদনীয়া। পুনশ্চ মাদ্যতাং মদেন ঘূর্ণতামরাতীনাং বাদিলক্ষণারীণাং যানি চোদ্যানি কুতর্কো-ত্থাপিতাঃ শঙ্কাস্তেষাং ভিদুরাঃ নাশকাঃ। স্বয়ন্তু ইতরভেদ্যা ভেত্তু-মশক্যা। পুনশ্চ সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং নিষদ্যায়িতা আপণবদা-চরিতা। পুনশ্চানঘোঽনবদ্য উদ্যমো যস্যাঃ সা। পুনশ্চ শোভনং চরিতং যস্যাঃ সা। পুনশ্চ সাদীনাং জন্যানাং সকারণানাং বা আপদামাধ্যাত্মিকাদিদুঃখানামুদ্যাপিনী উন্মূলনী। পুনশ্চ মুক্তিপদস্য পদ্যা পদ্ধতিরেবম্ভূতা সা মুনিবাগদ্যানাদ্যা কল্মোহ-পহৃদ্যাদিত্যর্থঃ॥ ৮৪ ॥ মুনিশেখরোক্তিরতুলা দেহাদৌ যো-ঽহঙ্কারস্তমুৎকৃন্ততি উন্মূলয়তি। তং বিশিনষ্টি। আয়াসস্য খেদস্য

রম্ভে প্রকাশিত মেঘসমূহের গম্ভীর শব্দ সদৃশ; বাত্যাবেগে অত্যন্ত বিঘূর্ণিত সমুদ্র জলের বৃহৎ তরঙ্গমালার গর্ব্বনাশী, এবং উন্মীলিত মালতী কুসুমের পরিমল থাকাপ্রযুক্ত যে গর্ব্ব আছে সেই অহঙ্কারের বিনাশক এবং নির্ভয় যতীন্দ্র শঙ্কর গুরুর বাক্য নিচয়ের রচনা সর্ব্বদাই সমুল্লসিত রহিয়াছে। ৮২। ৮৩।

যাহা পদ্য বিরহিত অর্থাৎ গদ্য বিশিষ্ট,মনোজ্ঞ ও অবিদ্যা-বিনাশিনী, যাহা মিথ্যাবাক্য শূন্য অর্থাৎ সত্যবাদিনী,যাহা অমৃতের মত আস্বাদনীয় ও মদঘূর্ণিত প্রবাদী শত্রুদিগের কুতর্ক-সম্ভূত শঙ্কা-নাশিনী অথচ স্বয়ং অপরের অভেদ্য। এবং যাহা যাবতীয়

বিদ্যার বিপণিস্বরূপ অর্থাৎ আপণে (দোকানে) যে-রূপ বহুমূল্য দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ এই স্থানে সমস্ত বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং অনিন্দনীয় উদ্যমপূর্ণ ও শোভন চরিত্র যুক্ত; এবং জগতে আধ্যাত্মিকাদি যে সমস্ত জন্য আপদ্ আছে তাহাদের বিনাশিনী ; মুক্তির পদ্ধতি সেই প্রসিদ্ধ বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যরূপ শঙ্করমুনির ভারতী, অদ্য অনাদি, অজ্ঞানচিহ্ন রোগ সকল উন্মূলিত করুক। । ৮৪।

যাহা খেদের নবীন অঙ্কুর, ঘনীভূত মনস্তাপের অসাধারণ বীজ, ক্লেশ সমুদায়ের পূর্ব্বরঙ্গ অর্থাৎ নৃত্য করিবার স্থান ; রাগ, দ্বেষ, হিংসাদি দোষের

ণ্ডিমম্ । দোষাণামনৃতস্য কার্ম্মণমসচ্চিন্তাততে- নিষ্কুটং দেহাদৌ মুনিশেখরোক্তিরতুলাহঙ্কারমু- কৃন্ততি ॥ ৮৫ ॥ তথাগতপথাহতক্ষপণকপ্রথা- লক্ষণপ্রতারণহতানুবর্ত্যখিলজীবসঞ্জীবনী । হর- ত্যতিদুরত্যয়ং ভবভয়ং গুরূক্তি র্নৃণামনাধুনি- কভারতীজরঠশুক্তিমুক্তামণিঃ ॥ ৮৬ ॥ ঝঞ্ঝা-

নব্যমঙ্কুরং । পুনশ্চ ঘনীভূতো যো মনস্তাপো মানসং দুঃখং তস্য নিরুমসাধারণং বীজং । ক্লেশানামপি পূর্ব্বরঙ্গং প্রথমং নর্ত্তন- স্থানং । দোষাণাং রাগদ্বেষাদীনাময়লঘ্বা মহতী যা প্রস্তাবনা নাটককথাপ্রারম্ভস্তস্যাঃ ডিণ্ডিমং । অনৃতস্য কার্ম্মণং মূলকর্ম্ম মূল- কর্ম্ম তু কার্ম্মণমিত্যমরঃ । অসচ্চিন্তাসন্ততে র্নিষ্কুটং গৃহোদ্যানং কেদারং বা । নিষ্কুটস্তু গৃহোদ্যানে স্যাৎ কেদারকপাটয়োরিতি মেদিনী এবম্ভূতং দেহাদিনিষ্ঠমহঙ্কারমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ তথাগতা- বৌদ্ধাস্তেষাং পথা মার্গেণাহতাঃ ক্ষপণকানাং বৈভাষিকানাং প্রথ্যাতিলক্ষণেন প্রতারণেন বঞ্চনেন হতাশ্চানুবর্ত্তিনো বিপ্রাদয়োঽখিলা জীবাস্তেষাং সঞ্জীবনী । পুনশ্চানাধুনিকা অনাদিভূতা যা বেদবাণী তল্লক্ষণায়া অতিপ্রাচীনশুক্তে র্মুক্তা- মণিরেবম্ভূতা গুরোঃ শ্রীশঙ্করস্যোক্তি র্নরাণাং দুরত্যয়ং সংসারভয়ং হরতীত্যর্থঃ পৃথ্বী ॥ ৮৬ ॥ সদ্গুরোঃ শ্রীশঙ্করস্য

মহৎ প্রস্তাবনা অর্থাৎ নাটক কথারম্ভের ডিণ্ডিম (বাদ্য বিশেষ) মিথ্যার মূল কার্য্য অসচ্চিন্তারাশির গৃহস্থিত উদ্যান বা ক্ষেত্র স্বরূপ দেহস্থিত অহঙ্কার অদ্য মুনিবরের অনুপমা ভারতীকর্ত্তৃক বিনাশিত হউক । ৮৫ ।

বৌদ্ধগণ আপন পদ্ধতি প্রচার করিয়া বৈভা- ষিকদিগকে হত করিলে তাহাদের বিশেষ সুখ্যাতি হয় । ঐ সুখ্যাতির মূলকারণ প্রতারণা দ্বারা সেই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া যে সমস্ত ব্রাহ্মণাদি ও জীব সকল হত হইয়াছিল তাহাদিগের সঞ্জীবনী, এবং

মারুতবেল্লিতামরধুনীকল্লোলকোলাহলপ্রাগ্ভারৈ- কসগর্ভ্যনির্ভরঝরীজৃম্ভদ্বচোনির্ঝরাঃ । নৈকালী মতালিধূলিপটলীমর্ম্মচ্ছিদঃ সদ্গুরোরুদ্যদ্দুর্ম্মতি- ধর্ম্মদুর্ম্মতিকৃতাঽশান্তিং নিকৃন্তন্তু নঃ ॥ ৮৭ ॥ উন্মীলন্নবমল্লিসৌরভপরীরম্ভপ্রিয়ম্ভাবুকা মন্দারদ্রুম-

ঝঞ্ঝামারুতেন বৃহদ্বায়ুনা বেল্লিতায়াঃ কম্পিতায়াঃ দেবধুন্যা গঙ্গায়াঃ কল্লোলানাং বৃহত্তরঙ্গাণাং যঃ কোলাহলস্তস্য যঃ প্রাগ্ভারোঽতিশয়স্তদেকসগর্ভ্যনির্ভরা তদেকাতিসদৃশা ঝরী- জৃম্ভত্যো ভৃশমুল্লসন্ত্যো বচোলক্ষণা নির্ঝরাঃ নৈকান্যনেকানি যান্য- লীকান্যসত্যানি মতানি তেষামালিঃ পংক্তিঃ সৈব ধূলীপটলী ধূলী- সমূহস্তস্যা মর্ম্মচ্ছিদো বিনাশকা নোঽস্মাকমুদ্যদ্দুর্ম্মতিলক্ষণ- ধর্ম্মাৎ যা দুঃখিতা বুদ্ধিস্তৎকৃতা যা অশান্তিস্তাং নিকৃন্তন্তু উন্মূলয়ন্তু শার্দূ০ ॥ ৮৭ ॥ উন্মীলন্তীনাং নবমালতীনাং যৎ সৌরভং তস্য পরীরম্ভ আলিঙ্গনং তস্মাদপি ভবদ্বা প্রিয়ম্ভা- বুকাঃ প্রিয়ম্ভবিষ্ণবঃ । তথা মন্দারদ্রুণাং মন্দারাখ্যদ্রুমাণাং মক-

অনন্তকাল-প্রবাহিত বেদবাণীরূপ অতিশয় প্রাচীন শুক্তির (ঝিনুক) মুক্তামণি স্বরূপ শঙ্কর বাণী, অবিনাশী সংসার ভয় বিনাশ করিয়া থাকে । ৮৬ ।

ধূলিরাশির তুল্য যে সমস্ত মিথ্যা মত আছে তাহাদের মর্ম্মচ্ছেদী, এবং ঝঞ্ঝা-বায়ুকম্পিত দেব- নদী গঙ্গার বৃহত্তরঙ্গমালার কোলাহলরবের আতি- শয্য নিবন্ধন যাহা একমাত্র তুল্য ও যথার্থ নির্ভর- স্বরূপ, আচার্য্যের সেই সমস্ত সমুল্লসিত বাক্যরূপ নির্ঝর, আমাদিগের প্রকাশিত কুমতি-চিহ্ন-ধর্ম্ম হইতে যে দুঃখিত বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে যে হৃদয়ের অশান্তি জন্মে সেই অশান্তি উন্মূলিত করুক । ৮৭ ।

বিকসিত নবমালতী কুসুমের সৌরভের আলি-

রন্দবৃন্দবিলুঠন্মাধুর্য্যধুর্য্যা গিরঃ। উদ্‌গীর্ণা গুরুণা বিপারকরুণাবারাকরেণাদরাৎ সচ্চেতো রময়ন্তি চন্তু মদয়ন্ত্যামোদয়ন্তি দ্রুতম্॥ ৮৮॥ ধারাবাহিসুখানুভূতিমুনিবাঙ্কারাসুধারাশিষু ক্রীড়ন্ দ্বৈতিবচঃসু কঃ পুনরমুক্রীড়েত মূঢ়েতরঃ। চিত্রং কাঞ্চনমম্বরং পরিদধচ্চিত্তে বিধত্তে মুহুঃ কশ্চিৎ কচ্চরতুচ্ছপটচ্চরজরৎকন্থানুবন্ধাদরম্॥ ৮৯॥ তস্মাদ্দক্ষমুনিক্ষপাকরবচঃশিক্ষাসপক্ষাশয়ঃ ক্ষারং ক্ষীরমুদীক্ষতে বুধজনো ন ক্ষৌদ্রমাকাঙ্ক্ষতি। রুক্ষাং ক্ষেপয়তি ক্ষিতৌ খলু সিতাং নেক্ষুং ক্ষণং প্রেক্ষতে দ্রাক্ষাং নাপি দিদৃক্ষতে ন কদলীং ক্ষুদ্রাং ক্ষিয়ৎক্ষতালম্॥ ৯০॥

রন্দানিকায়ে লুঠন্তো মাধুর্য্যাৎ ধুর্য্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যেণ গুরুণা আদরাদুদ্গীর্ণা উদ্গবিতা উচ্চরিতাঃ গিরঃ সতাঞ্চেতো রময়ন্তি হৃষ্যন্তেতি হর্ষে মদয়ন্তি। তথা দ্রুততমবিলম্বিতমামোদয়ন্তি প্রমোদয়ন্তি গুরুং বিশিনষ্টি। বিপারয়াঃ পারবিমুক্তায়াঃ করুণায়া বারাকরেণ জলনিধিনা সমুদ্রেণা দীপকালঙ্কারঃ স রুদবৃত্তিঃ॥ ॥৮৮॥ কিঞ্চ ধারাবাহি অনবচ্ছিন্নং যৎ সুখং তস্যানুভূতিরনুভবো যাভ্যাস্তথাভূতমুনিবাঙ্কারালক্ষণসুধারাশিষু ক্রীড়ন্ সন্ দ্বৈতিনাং বচনেষু বিষকল্পেষু পুন মূর্খাদন্যঃ কঃ ক্রীড়েদপিতু মূঢ় এব তত্র ক্রীড়াং ক্রীড়াং কুর্য্যাৎ তত্র দৃষ্টান্তঃ। চিত্রং সুবর্ণময়ং বস্ত্রং পরিদধৎ পুনঃ কচ্চরাণাং মলদূষিতানাং যা জর্জরীভূতা কন্থা তস্যামনুবন্ধো য আদরস্তং কশ্চিন্মনসি ধত্তেঽপি তু নৈব ধত্তে ইত্যর্থঃ। নৈব ক্রিয়া স্বনদ্বাষু কারকস্থেতি দীপকমিত্যুক্তেঃ। নৈবেতি পাঠান্তরে তামনু বন্ধাদরং যথাস্যাত্তথেতি ব্যাখ্যেয়ং। কচ্চরং মলদূষিতং পটচ্চরং জীর্ণবস্ত্রমিত্যমরঃ॥ ৮৯॥ কিঞ্চ তস্মাদ্দক্ষস্তথাভূতো মুনিনিশাকরবচোভিঃ মুনিচন্দ্রবচনৈর্যা শিক্ষা তয়া সপক্ষঃ সহিতস্তদবলম্বী আশয়োঽন্তঃকরণং যস্য। শিক্ষায়াঃ সপক্ষোঽধিকরণভূত

ঙনের তুল্য নিতান্ত প্রিয়; এবং মন্দার বৃক্ষের মকরন্দরাশির উপর যে মাধুর্য্যরস লুণ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অপার করুণাসাগর শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক উচ্চারিত বাক্য সকল যে পণ্ডিতদিগের চিত্ত আহ্লাদিত, আমোদিত এবং শীঘ্র প্রমোদিত করিয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। ৮৮।

যাহা হইতে অনবচ্ছিন্ন সুখানুভব হইয়া থাকে, সেই মুনিবরের বচনরূপ সুধারাশিতে নিমগ্ন হইয়া যে জন ক্রীড়া করিয়া থাকে, মূর্খ ভিন্ন অন্য জন কি কখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিষসদৃশ দ্বৈত্যমতাবলম্বীদিগের বচনে ক্রীড়া করিতে পারে? বাস্তবিক মূর্খই তাহাতে আমোদ প্রকাশ করে। তাহার দৃষ্টান্ত এই—যেজন বিচিত্র স্বর্ণবসন পরিধান করিয়া থাকে, সেজন কি কখন মলিন, দূষিত জীর্ণবস্ত্রের জীর্ণকন্থার উপর অনুরাগ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়?। ৮৯।

মুনিচন্দ্রের বচনদ্বারা যে শিক্ষা জন্মে সেই অদ্বৈত পক্ষ স্বপক্ষ ভাবিয়া যাহার অন্তঃকরণ তাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই পণ্ডিত জন ক্ষীরকে ক্ষার বলিয়া দর্শন করেন; মধু আকাঙ্ক্ষা করেন না; শুভ্রবর্ণ শর্করাকে (চিনি) কর্কশ ভাবিয়া ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; ক্ষণমাত্রও ইক্ষুদর্শন করেন না; দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস) দেখিতে

বিক্রীতা মধুনা নিজা মধুরতা দত্তা মুদা দ্রাক্ষয়া ক্ষীরৈঃ পাত্রধিয়াঽর্পিতা যুধি জিতাল্লব্ধা বলাদিক্ষুতঃ। ন্যস্তা চোরভয়েন হন্ত সুধয়া যস্মাদতস্তদ্‌গিরাং মাধুর্য্যস্য সমৃদ্ধিরদ্ভুততরা নান্যত্র সা বীক্ষ্যতে॥ ৯১ ॥ কর্পূরেণ ঋণী-

কৃতং মৃগমদেনাধীত্য সম্পাদিতং মল্লীভিশ্চির সেবনাদুপগতং ক্রীতন্তু কাশ্মীরজৈঃ। প্রাপ্তং চৌরতয়া পটীরতরুণা যৎ সৌরভং তদ্‌গিরাম ক্ষয্যং মহি তস্য তস্য মহিমা ধন্যোঽয়মন্যাদৃশঃ॥ ৯২। অপ্সাং দ্রপ্সং সুলিপ্সং চিরতরমচরং ক্ষীরমদ্রাক্ষ-

আশয়ো বা যস্য স বুধজনঃ ক্ষীরং পয়ঃ ক্ষারং পশ্যতি। ক্ষৌদ্রং মাক্ষিকং নাকাঙ্ক্ষতি। তথা সিতাং শর্করাং রূক্ষাং বুদ্ধা ভূমৌ ক্ষেপয়তি তথেক্ষুং ক্ষণমাত্রমপি ন প্রেক্ষতে। তথা ক্ষুদ্রাং কদলীং ন জিঘৃক্ষতি ঘ্রাতুমপি নেচ্ছতি॥ ৯০॥ কিঞ্চ যস্মান্মধুনা মাক্ষিকেণ স্বকীয়া মধুরতা যাসু বিক্রীতা। যস্মাচ্চ দ্রাক্ষয়া নিজা মধুরতা মুদা যাভ্যো দত্তা। যস্মাচ্চ দুগ্ধে নিজা মধুরতা পাত্রবুদ্ধ্যা যাস্বর্পিতা। যস্মাচ্চ যুধি জিতাদিক্ষুতস্তদীয়া মধুরতা বলাদ্যাভির্লব্ধা। হন্তেতি হর্ষে যস্মাচ্চ সুধয়াঽমৃতেন চোরভয়েন নিজা মধুরতা যাসু ন্যস্তা ন্যাসতয়া স্থাপিতা। অত এতস্মাত্তস্য শ্রীশঙ্করস্য গিরাং তথাভূতানাং গিরাং বা মাধুর্য্যস্য সাঽদ্ভুততরা সমৃদ্ধিরন্যত্র নৈব দৃশ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৯১ ॥ কিঞ্চ যদীয়ং সৌরভং

কর্পূরেণ ঋণীকৃতং ঋণতয়া গৃহীতং। তথা যদীয়ং সৌরভং মৃগমদেন কস্তূরিকয়াঽধীত্য সম্পাদিতং। তথা মল্লীভি র্মালতীভিশ্চিরসেবনাদুপগতং প্রাপ্তং। তথা কাশ্মীরজৈস্তু তদীয়ং সৌরভং ক্রীতং মৌল্যেন গৃহীতং। তথা পটীরতরুণা চন্দনবৃক্ষেণ তৎ সৌরভং চৌরতয়া প্রাপ্তং। তস্য শ্রীশঙ্করস্য গিরাং তথাভূতানাং গিরাং বা অক্ষয্যং মহি অক্ষয়ং মাহাত্ম্যং। তস্মাৎ তস্য শ্রীশঙ্করস্য তস্য গিরাং সৌরভস্য মহিমাঽয়মন্যাদৃশঃ সর্ব্বলোকবিলক্ষণো ধন্য ইত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥ কিঞ্চ সুলিপ্সং সুরুচ্যং দ্রপ্সাং ঘনেতরদধি অপ্সাং। ভক্ষণার্থস্য প্সাধতো র্লড়ি রূপং।

ইচ্ছাও প্রকাশ করেন না, এবং যে জাতীয় হরিণীর মৃগনাভি জন্মে, সেই হরিণীকে একেবারেই আঘ্রাণ করিতে ইচ্ছা করেন না॥ ৯০ ॥

মধু, যাহাদের নিকট স্বকীয় মাধুর্য্যরস বিক্রয় করিয়াছিল; দ্রাক্ষা, হর্ষের সহিত নিজমধুরতা যাহাদের উদ্দেশে দান করিয়াছিল; দুগ্ধ, সৎপাত্র বিবেচনা করিয়া নিজ মাধুর্য্য যাহাদের কাছে অর্পণ করিয়াছিল; যুদ্ধে ইক্ষুকে পরাস্ত করিয়া যাহারা তদীয় মাধুর্য্য বলপূর্ব্বক লাভ করিয়াছিল; আহা! এ কি আনন্দের বিষয়? আজি পাছে চোরে চুরী করিয়া লয় এই ভয়ে অমৃত, স্বীয় মাধুর্য্য যাহাদের উপর গচ্ছিতধনস্বরূপ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল;

শঙ্করাচার্য্যের বাক্যের সেই আশ্চর্য্যতর মাধুর্য্যরসসম্পত্তি আজি আর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ৯১।

কর্পূর, যাহার নিকটে সৌরভধন ঋণ করিয়াছিল; কস্তূরিকা, সৌরভ যাহার অধ্যয়ন করিয়া সম্পাদন করিয়াছে; মালতীপুষ্প চিরকাল সেবা করিয়া যে সৌরভ প্রাপ্ত হইয়াছে; কাশ্মীরজ অর্থাৎ (কুঙ্কুম) যাহার সৌরভ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছে; এবং চন্দনবৃক্ষ অপহরণ করিয়া যে সৌরভ প্রাপ্ত হইয়াছে; শঙ্করাচার্য্যের বাক্যের তাহাই অক্ষয় মাহাত্ম্য। অতএব শঙ্করের বাক্য-সৌরভের ঈদৃশ মহিমা সকল লোক হইতে উৎকৃষ্ট ধন বলিয়া গণ্য হইয়াছে॥ ৯২॥

আমি অত্যন্ত রুচিজনক জলবৎ দধি (ঘোল)

মিক্ষু: সাক্ষাদ্দ্রাক্ষামভক্ষং মধুরসমধয়ং প্রাগবিন্দং মরন্দং। মোচামাচামমন্তো মধুরিমগরিমা শঙ্করাচার্যবাচামাচান্তো হন্ত কিং তৈরলমপি চ সুধাসারসীসারসীম্না ॥ ৯৩ ॥ সন্তপ্তানাং ভবদবথুভিঃ স্ফারকর্পূরবৃষ্টি মুক্তাযষ্টিঃ প্রকৃতিবিমলা মোক্ষলক্ষ্মীমৃগাক্ষ্যাঃ। অদ্বৈতাত্মানবধিকসুখসারকাসারহংসী বুদ্ধেঃ শুদ্ধ্যৈ ভবতু ভগবৎপাদদিব্যোক্তিধারা ॥ ৯৪ ॥ আম্নায়ান্তালবালা বিমলতরসুরেশাদিসূক্তাম্বুসিক্তা কৈবল্যাশাপলাশা বিবুধজনমনঃসালজালাধিরূঢ়া। তত্ত্বজ্ঞানপ্রসূনা স্ফুরদ-

তদ্বৎ গা ক্ষীরং চিরতরং বহুকালমচরং। ভক্ষণার্থস্য চরধাতোর্নিষ্পন্নরূপং। তথেক্ষুমদ্রাক্ষং। তথা প্রত্যক্ষেণ দ্রাক্ষামভক্ষং ভক্ষিতবান্। ভক্ষভক্ষহসনয়োরিতিস্মরণাৎ। তথা মধুরসং মাক্ষিকরসমধয়ং পীতবান্। তথা মরন্দং মকরন্দং প্রাগবিন্দং পূর্ব্বং লব্ধবান্। তথা মোচা কদলী কদলীবারণবুসারম্ভামোচাংশুমৎফলেত্যমরঃ। তামাচামং ভক্ষিতবান্ অদনার্থস্য চমুধাতোরাঙি চমাদেশে লঙি মিপমাদেশে রূপং। ইদানীন্ত্বত্যোঽতিবিলক্ষণঃ শ্রীশঙ্করাচার্যবাচাং মধুরিম্নো মাধুর্য্যস্য গরিমা আচান্তো হন্তেতি হর্ষে। তৈ র্দুগ্ধাদিভিঃ কিং। যতঃ সুধায়া অমৃতস্য সারসী সারস্যং তস্যাঃ সারস্য সীম্নাপালং কৃতাং নাস্তি শ্রং ॥ ৯৩ ॥ কিঞ্চ দবথুঃ পরিতাপঃ স্যাদিত্যমরাদ্ভবদবথুভিঃ সংসারপরিতাপৈঃ সন্তপ্তানাং স্ফারা বিশালা কর্পূরস্য বৃষ্টিঃ। পুনশ্চ মোক্ষলক্ষ্ম্যা মৃগাক্ষ্যা অঙ্গনায়াঃ প্রকৃত নির্ম্মলা স্বভাবতো বিমলা মুক্তাযষ্টিঃ মুক্তাময়ী হারলতিকা। পুনশ্চাদ্বৈতাত্মৈবানবধিসুখস্য সারেণ প্রসরণেন কাসারস্তড়াগস্তস্য হংসী। আসারঃ স্যাৎ প্রসরণে বেগবৃষ্টৌ সুহৃদ্বল ইতি মেদিনী, এবম্ভূতা ভগবৎপাদস্য শ্রীশঙ্করস্য দিব্যোক্তিধারা বুদ্ধেঃ শুদ্ধ্যৈভবতু ॥ ৯৪ ॥ আম্নায়ান্তা বেদান্তা এবালবালা সর্ব্বতো রক্ষাভিত্তি র্যস্যাঃ। পুনশ্চ সুরেশ্বরপদ্মপাদাদিসূক্তিলক্ষণৈ র্জলৈঃ সিক্তা। কৈবল্যস্য মোক্ষস্যাশাএব পলাশাঃ পত্রাণি যস্যাঃ। পুনশ্চ বিবুধজনো দেবজনঃ পণ্ডিতজনশ্চ তস্য মন এব সালাখ্যবৃক্ষসমুদায়স্তত্রাধিরূঢ়া তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং প্রসূনং পুষ্পং যস্যাঃ স্ফুরৎস্ব

ভক্ষণ করিয়াছি; বহুকাল হইতে ক্ষীর ভোজন করিয়াছি; প্রত্যক্ষে দ্রাক্ষা ভক্ষণ করিয়াছি; মধুরস পান করিয়াছি; পূর্ব্বে মকরন্দ (পুষ্পরস) লাভ করিয়া ও কদলী ভক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু ইদানী শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যরসের যাহা গরিমা তাহাও ভক্ষণ করিয়াছি। আহা! ইহা কি আনন্দের বিষয়! যখন অমৃতের সুরসতার সারভাগের শেষ সীমা বিফল হইল, তখন আর সেই সমস্ত জলবৎ তরল দুগ্ধাদি পদার্থে কি প্রয়োজন? । ৯৩।

যাহারা সংসারতাপে তাপিত তাহাদের পক্ষে যে বিশাল কর্পূর বৃষ্টি; যাহা মোক্ষলক্ষ্মীরূপ অঙ্গনার নিসর্গ-নির্ম্মল মুক্তাময়ী হারলতা; এবং যাহা অনন্ত সুখের প্রসারণদ্বারা অদ্বৈত মতের আত্মারূপ তড়াগের একমাত্র হংসকান্তা; পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করের স্বকীয় বচনরাশি, অদ্য আমাদিগের বুদ্ধি শুদ্ধির নিমিত্ত প্রবৃত্ত হউক। ৯৪।

বেদান্ত শাস্ত্র সকল আলবাল অর্থাৎ যাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভিত্তি স্বরূপ; অত্যন্ত বিমল সুরেশ্বর ও পদ্মপাদ প্রভৃতির উত্তম-বচন জলে যাহা সর্ব্বদা সিক্ত; মোক্ষ প্রাপ্তির প্রত্যাশা যাহার পত্র; দেবজন ও পণ্ডিতজনেরহৃদয়রূপ সালবৃক্ষ শ্রেণীর যাহা একমাত্র আশ্রিত; তত্ত্বজ্ঞান যাহার পুষ্প; স্বপ্রকাশ

মৃতফলা সেবনীয়া দ্বিজৈর্যা সা মে সোমাবতংসাবতরগুরুবচোবল্লিরস্তু প্রশস্ত্যৈ ॥ ৯৫ ॥ নৃত্যদ্ভূতেশবালাম্বুকুটতটরটৎস্বর্ধুনীস্পর্ধিনীভির্নির্ভিন্নকূলোচ্ছলদমৃতসরঃসারিণীধোরণীভিঃ। উদ্বেলদ্দ্বৈতবাদিস্বমতপরিণতাহংক্রিয়াহুংক্রিয়াভির্ভাতি শ্রীশঙ্করার্য্যঃ সততমুপনিষদ্বাহিনীগাহিনীভিঃ ॥ ৯৬ ॥ সাহঙ্কারসুরাসুরাবলিকরাকৃষ্ট-

প্রকাশমানমমৃতং ব্রহ্মানন্দস্তদেব ফলং যস্যাঃ। এবম্ভূতা যা দ্বিজৈঃ সেবনীয়া সোমাবতংসস্য চন্দ্রশেখরস্য শিবস্যাবতারস্য গুরোঃ শ্রীশঙ্করস্য বচোলক্ষণা বল্লি মে মম প্রশস্ত্যৈ অস্তু ॥ ৯৫ ॥ নৃত্যতো ভূতেশস্য শ্রীশঙ্করস্য বালাৎ স্ফুরতি মুকুটতটে রটন্তী যা স্বর্ণদী গঙ্গা তয়া স্পর্ধিনীভিঃ। পুনশ্চ নির্ভিন্নতটা উচ্চলন্তো যা অমৃতসরসঃ সারিণ্যঃ স্বল্পনদ্যস্তদ্ধোরিণীবদ্ধোরিণী পরিপাটিশালিনীভিঃ। পুনশ্চোদ্বেলা উল্লঙ্ঘিতবেদমর্য্যাদা যে দ্বৈতবাদিনস্তেষাং স্বমতেন পরিণতা যা অহংক্রিয়াস্তাসাং হুংক্রিয়াভিঃ তিরস্কারৈঃ। পুনশ্চ সততমুপনিষল্লক্ষণাসু নদীষু গাহিনীভির্বাগ্‌ভিঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যো ভাতি রাজতে ॥ ৯৬ ॥ সাহঙ্কা-

ব্রহ্মানন্দ যাহার ফল; ব্রাহ্মণগণের সেবিত সেই শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের বাক্যলতা অদ্য অভ্যুদয়কারিণী হউক। ৯৫।

যাহারা নৃত্যপরায়ণ ভূতপতি শঙ্করের কুন্তলহেতু একান্ত চঞ্চল মুকুটতটে ভ্রমণশীল সুরনদী গঙ্গাদেবীর সহিত সর্বদা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে; যাহাদের তটভেদ করিয়া উচ্ছিলত ও অমৃতময়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকলের সুচারু পরিপাটী বিদ্যমান আছে; যে সমস্ত দ্বৈতবাদী; বেদমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহাদের স্বকীয় মত স্থাপন কালে যে সমস্ত অহঙ্কার পরিণত হইয়া থাকে, তাহাদের তিরস্কার স্বরূপ

ভ্রমন্মন্দরক্ষুব্ধক্ষীরপয়োহব্ধিবীচিসচিবৈঃ সূক্তৈঃ সুধাবর্ষণাৎ। জজ্জালৈর্ভবদাবপাবকশিখাজালৈর্জটালাত্মনাং জন্তূনাং জলদঃ কথং স্তুতিগিরাং বৈদেশিকো দেশিকঃ ॥ ৯৭ ॥ কলশাব্ধিকচাকচিক্ষমং ক্ষণদাধীশগদাগদিপ্রিয়ম্। রজতাদ্রিভুজঙ্গা-

রাণাং সুরাসুরাণাং যা আবলিঃ পংক্তিস্তস্যাঃ করৈর্হস্তৈরাকৃষ্টেন ভ্রমতা মন্দরেণ ক্ষুব্ধস্য ক্ষীরসমুদ্রস্য বীচয়স্তরঙ্গাস্তৎসচিবৈস্তত্তুল্যৈঃ সূক্তৈরমৃতবর্ষণাজ্জজ্জালৈর্বেগবদ্ভিঃ সংসারাখ্যাগ্নিশিখাজালৈর্জটালাত্মনাং জন্তূনাং জলদো দেশিকো গুরুঃ শ্রীশঙ্করঃ স্তুতিগিরাং বৈদেশিকো বিদেশো গোচরঃ কথং ন কথমপীত্যর্থঃ শার্দূ ০ ॥ ৯৭ ॥ অথ শ্রীশঙ্করস্য যশো বর্ণয়তি কলশেতি। কচেষু কচেষু কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তং কচাকচি তত্র তেনেদমিতি সরূপ ইতি সমাসঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদান্তস্য দীর্ঘঃ। ইচ্ কর্ম্মব্যতিহার ইতীচ্ সমাসান্তঃ। কলশাব্ধিঃ ক্ষীরাব্ধিস্তেন কচাকচিযুদ্ধে ক্ষমং শক্তং। পুনশ্চ গদাদিভিশ্চ গদাদিভিশ্চ

এবং উপনিষৎরূপ নদীতে যাহারা অবগাহন করিয়া থাকে, সেই সমস্ত বাক্যদ্বারা আর্য্য শঙ্কর সর্ব্বদা শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯৬।

অহঙ্কার-পূর্ণ সুরাসুরদিগের করদ্বারা আকৃষ্ট, অতএব ঘূর্ণিত মন্দর দ্বারা তাড়িত ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গতুল্য যাঁহার সুবচন, এবং অমৃত বর্ষণ হেতু একান্ত বেগবান্ সেই সুবাক্য বিশিষ্ট আচার্য্য,সংসারস্বরূপ দাবানল শিখায় যে সকল জন্তু একান্ত দগ্ধ, আপনি তাহাদের জলদ স্বরূপ; অতএব আপনি কিরূপে বাক্যের গোচর হইবেন ?,বস্তুতঃ তাহা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। ৯৭।

আচার্য্যের চতুর যশ, ক্ষীরসমুদ্রের সহিত কচাকচি যুদ্ধে, অর্থাৎ,কেশাকর্ষণ করিয়া যে যুদ্ধ হয় সেই

ভুজিক্রিয়ং চতুরং তস্য যশঃ স্ম রাজতে ॥ ৯৮ ॥ পরিশুদ্ধকথাসু নির্জ্জিতো যশসা তস্য কৃতাঙ্কনঃ শশী। স্বকলঙ্কনিবৃত্তয়েঽধুনাঽপ্যুদধৌ মজ্জতি সেবতে শিবম্ ॥ ৯৯ ॥ ধম্মিল্লে নবমল্লিবল্লিকুসুমস্রক্কল্পনাশিল্পিনো ভদ্রশ্রীরসচিত্রচিত্রিতকৃতঃ কান্তে ললাটান্তরে। তারাবল্যনুহারিহারলতিকানির্ম্মাণকর্ম্মাণুকাঃ কণ্ঠে দিক্‌সুদৃশাং মুনীশ্বরযশঃপূরা নভঃপূরকাঃ ॥ ১০০ ॥ উৎসঙ্গেষু দিগঙ্গনা নিদধতে তারাঃ করাকর্ষিকা রাগাদ্‌ দ্যৌরবলম্ব্য চুম্বতি বিয়দ্‌গঙ্গা সমালিঙ্গতি। লোকা-

প্রজ্ঞত্তোদং যুদ্ধং প্রবৃত্তং গদাগদি। ক্ষণদাধীশেন নিশাধীশ্বরেণ চন্দ্রেণ গদাদি প্রিয়ং যস্য। পুষ্পশ্চ ভুজৈশ্চ ভুজৈশ্চ প্রজ্ঞত্তোদঃ যুদ্ধং প্রবৃত্তং ভুজাভুজি। রজতাদ্রিণা কৈলাসগিরিণা ভুজাভুজিযুদ্ধলক্ষণাক্রিয়া যস্য তস্য শ্রীশঙ্করস্য চতুরং যশঃ রাজতে স্ম বৈতা০ ॥ ৯৮ ॥ কঃ পরিশুদ্ধ ইতি পরিশুদ্ধানাং কথাসু চন্দ্রঃ পরিশুদ্ধ ইতি কেনচিৎ কথিতে সকলঙ্কত্বাৎ নিষ্কলঙ্কং শ্রীশঙ্করযশঃ পরিশুদ্ধমিত্যপরেণোক্তে তস্য যশসা নিতরাং জিতঃ কৃতাঙ্কনঃ শশী সকলঙ্কশ্চন্দ্রঃ স্বকলঙ্কনিবৃত্তয়েঽধুনাঽপ্যুদধৌ সমুদ্রে মজ্জতি শিবং চ সেবতে ॥ ৯৯ ॥ নভঃপূরকা মুনীশ্বরযশঃপূরা দিক্‌সুদৃশাং দিগঙ্গনানাং ধম্মিলে ধম্মিলঃ সংযতাঃ কচান্তাস্মিন্ নবীনা যা মল্লিবল্লি মালতীলতা তস্যাঃ কুসুমানি তেষাং স্রজাং মালানাং কল্পনে শিল্পিনস্তথা দিক্‌সুদৃশাং কান্তে ললাটান্তরে ভদ্রশ্রীশ্চন্দনমোঽস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। তস্য রসেন চিত্রমালেখ্যং চিত্রিতং কুর্ব্বন্তীতি ভদ্রশ্রীরসচিত্রিতকৃতস্তথা দিক্‌সুদৃশাং কণ্ঠে তারাবলী একাবল্যেকযষ্টিকা। সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈরিত্যমরোক্তা নক্ষত্রমালাখ্যানুহারিণী মনোহরা হারলতিকাস্তস্যা নির্ম্মাণকর্ম্মণি অণুকা নিপুণাঃ। অণুকে নিপুণাল্পয়োরিতি মেদিনী শাদূ০ ॥ ১০০ ॥ গুরুরাজস্য শ্রীশঙ্করস্য কীর্ত্তির্যশশ্চন্দ্রলক্ষণস্য চন্দ্রস্য ত্রৈলোক্যে সৌন্দর্য্যমত্যদ্ভুতমস্তি যতো দিগঙ্গনাস্তং কীর্ত্তি চন্দ্রমুৎসঙ্গেঽঙ্কেনি দধতে ধারয়ন্তি প্রসিদ্ধচন্দ্রস্তু সর্ব্বা দিগঙ্গনা নৈবং কুর্ব্বন্তি তথা তারাঃ কিরণাখ্যৈঃ হস্তৈ রাক-

যুদ্ধে একান্ত সমর্থ; রজনীপতি চন্দ্রের সহিত গদাযুদ্ধে একান্ত প্রিয়, এবং রজতাচল কৈলাসের সহিত বাহুযুদ্ধে অত্যন্ত কর্ম্মঠ হইয়া সর্ব্বদা শোভা পাইয়া থাকে। ৯৮।

"সংসারে কে নির্ম্মল" এইরূপ বিশুদ্ধ জনের কথা প্রকরণে একজন বলিল, চন্দ্র বিশুদ্ধ। অপর একজন বলিল, চন্দ্র সকলঙ্ক, তাহা হইতে শঙ্করের যশ বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক। বস্তুতঃ ইহাই সত্য, শঙ্করের পরিশুদ্ধ যশে কলঙ্কিত শশধর, অদ্য স্বকীয় কলঙ্ক ক্ষালন করিবার প্রত্যাশায় অদ্যাপি সমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়াছে এবং শঙ্করের সেবা করিয়া থাকে। ৯৯।

আকাশব্যাপী মুনিবরের যশোরাশি, দিক্‌রমণীদিগের বঙ্গকেশে (খোঁপাতে) নবমালতীলতার পুষ্পমালা-রচনায় যথার্থ নিপুণশিল্পী। ঐ রমণীর ললাটদেশে চন্দনরসে চিত্রকার্য্যদ্বারা একান্ত চিত্রিত করিয়া থাকে। এবং দিগঙ্গনাদিগের কণ্ঠদেশে সপ্তবিংশতি মুক্তাদ্বারা নির্ম্মিত নক্ষত্রমালানামক একাবলী হারের তুল্য মনোহর হারলতা নির্ম্মাণ কার্য্যে যে আপনার কীর্ত্তি নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকে। ১০০।

গুরুরাজ শঙ্করাচার্য্যের কীর্ত্তিচন্দ্রের সৌন্দর্য্য ত্রৈলোক্যে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, দিক্‌কামিনীগণ কীর্ত্তিচন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া রাখে, কিন্তু বাস্তবিক সত্যচন্দ্রকে উহারা ক্রোড়ে করে না। কীর্ত্তিচন্দ্র,তারাদিগকে কিরণরূপ হস্তদ্বারা

লোকদরী প্রসীদতি ফণী শেষোঽস্য দত্তে রতিং ত্রৈলোক্যে গুরুরাজকীর্ত্তিশশিনঃ সৌন্দর্য্যমত্যদ্ভুতম্ ॥ ১০১ ॥ সম্প্রাপ্তা মুনিশেখরস্য হরিতা-

---

র্বিকাঃ প্রসিদ্ধচন্দ্রস্য নৈবম্বিধত্বস্য ক্রমেণ তারাসু গমনপ্রসিদ্ধেঃ। তথা দ্যৌস্তং রাগাদবলম্ব্য সদৈব চুম্বতি ন তু প্রসিদ্ধস্তং তস্য তত্র সর্ব্বদা স্থিত্যযোগাৎ। বিযদ্গঙ্গা তং সম্যগালিঙ্গতি ন তু প্রসিদ্ধস্তং। তথা লোকালোকাভিধপর্ব্বতদরী তেন প্রসীদতি ন তু প্রসিদ্ধচন্দ্রেন তস্য তত্র গত্যভাবাৎ। তথা শেষাখ্যঃ ফণী সর্পোঽস্য রতিং প্রীতিং দত্তে ন তু প্রসিদ্ধস্যোক্তহেতোস্তথা চৈবম্ভূতস্য তস্য লোকত্রয়ে সৌন্দর্য্যমত্যদ্ভুতমিত্যর্থঃ ॥ ॥ ১০১ ॥ কিঞ্চ মুনিশেখরস্য যশোলক্ষণস্য ক্ষীরনিধেঃ

আকর্ষণ করিয়া থাকে, প্রসিদ্ধ চন্দ্র এরূপ নহে। কেননা সত্যচন্দ্র ক্রমে ক্রমে তারাদিগের নিকট গমন করিয়া থাকেন। স্বর্গ, অনুরাগবশতঃ চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই কীর্ত্তিচন্দ্রের মুখ-চুম্বন করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধচন্দ্র সর্ব্বদা স্বর্গে অবস্থিতি করে না বলিয়া ইহার মুখচুম্বন করাও হয় না। আকাশ-গঙ্গা সর্ব্বদাই কীর্ত্তিচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধচন্দ্রকে সর্ব্বদা আলিঙ্গন করা সম্ভাবিত নহে। লোকালোক পর্ব্বতের কন্দর প্রদেশ কীর্ত্তিচন্দ্রদ্বারা সর্ব্বদা নির্ম্মল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রসিদ্ধচন্দ্রের ঐস্থানে গতিবিধিও হয় না। অনন্ত-সর্প কীর্ত্তিচন্দ্রের উপর অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, বস্তুত পাতালে প্রসিদ্ধচন্দ্রের গমন একান্ত অসম্ভব। এই সমস্ত কারণে আচার্য্যের কীর্ত্তি-চন্দ্রের সৌন্দর্য্য এইরূপ অদ্ভুত বলিয়া ভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে। ১০১।

মন্তেষু সাঙ্কাশিনঃ কল্লোলা যশসঃ শশাঙ্ককিরণানালক্ষ্য সাংহাসিনম্। কুর্ব্বন্তে প্রথয়ন্তি দুর্ম্মদসুধাবৈদগ্ধ্যসাংলোপিনঃ সম্যগ্ঘ্নন্তি চ বিশ্বজাড্যিকতমঃসঙ্ঘাতসাঙ্ঘাতিনম্ ॥ ১০২ ॥ সোৎকণ্ঠাকুণ্ঠকণ্ঠীরবনখরবরক্ষুণ্ণমত্তেভকুম্ভপ্রত্যগ্রোন্মুক্তমুক্তামণিগণসুষমাবদ্ধদোর্যুদ্ধলীলা। মস্থাদ্রক্ষ্মি-

---

কল্লোলা হরিতাং দিশামন্তেষু সাঙ্কাশিনঃ সমন্তাৎ প্রকাশং প্রাপ্তাঃ। সংশব্দোঽত্রবিধিদ্যোতকঃ অভিবিধৌ ভাব ইমুণিত্যনেনেনুণ্ প্রত্যয় এবমগ্রেঽপি। তথা শশাঙ্ককিরণানালক্ষ্য সাংহাসিনং সমন্তাদ্ধাসং কুর্ব্বতে। তথা দুর্ম্মদায়া দুর্গর্ব্ববত্যাঃ সুধায়া বৈদগ্ধ্যস্য চাতুর্য্যস্য সাংলোপিনং সমন্তাল্লোপং প্রথয়ন্তি। তথা বিশ্বজাড্যিকস্য জগতি ব্যাপ্তস্যাজ্ঞানলক্ষণস্য তমসঃ সঙ্ঘাতস্য সাঙ্ঘাতিনং সমন্তাৎ ঘাতং সম্যগ্ঘ্নন্তি কুর্ব্বন্তি পাকং পচতীতিবৎ পুনঃ প্রয়োগঃ ॥ ১০২ ॥ সোৎকণ্ঠং উৎকণ্ঠায়া সহ বর্ত্তমানঃ অকুণ্ঠোঽনিবার্য্যঃ কণ্ঠীরবঃ সিংহস্তস্য নখরবরা নখশ্রেষ্ঠাস্তৈর্হতান্মত্তগজকুম্ভাৎ প্রত্যগ্রোন্-

---

মুনিবরের যশোরূপ ক্ষীরার্ণবের বৃহৎ তরঙ্গমালা সকল দিগ্দিগন্তের চারিপার্শ্বে প্রকাশিত। এবং উহারা চন্দ্রকিরণ দেখিয়া অত্যন্ত হাস্য করিয়া থাকে, ও দুষ্ট গর্ব্বযুক্ত অমৃতরসের চাতুর্য্য একেবারে লোপ করিয়া থাকে; এবং জগদ্ব্যাপী অজ্ঞান-তিমিরের সম্যক্রূপে নিধন করিয়া থাকে। ১০২।

উৎকণ্ঠিত অথচ অপরের অনিবার্য্য সিংহের বিখ্যাত নখর দ্বারা যে সমস্ত মত্ত হস্তী হত হইয়া থাকে, তাহাদের কুম্ভদেশ হইতে যে সমস্ত মুক্তামণি সদ্য স্খলিত হয়, তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যাহার বাহুযুদ্ধে অভিনয় দেখাইতে হয়,

ক্ষুদ্গ্বার্ণবনিকটসমুল্লোলকল্লোলমৈত্রীপাত্রীভূতা প্রভূতা জয়তি যতিপতেঃ কীর্ত্তিমালা বিশালা ॥ ॥ ১০৩ ॥ লোকালোকদরি! প্রসীদসি চিরাৎ কিং শঙ্করশ্রীগুরুপ্রোদ্যৎকীর্ত্তিনিশাকরং প্রিয়তমং সংশ্লিষ্য সন্তুষ্যসি। ত্বঞ্চাপ্যুৎপলিনি! প্রহৃষ্যসি চিরাৎ কস্তত্র হেতুস্তয়োরিত্থং প্রশ্নগিরাং পরস্পরমভূৎ স্মেরত্বমেবোত্তরম্ ॥ ১০৪ ॥ দুর্ব্বারাখর্ব্বগর্ব্বিতবুধজনতাতূলবাতূলবেগো নির্ব্বাধাগাধবোধামৃতকিরণসমুন্মেষদুগ্ধাম্বুরাশিঃ। নিষ্প্রত্যূহং প্রসর্পদ্ভবদবদহনোদ্ভূতসন্তাপমেঘো জাগর্ত্তি স্ফীতকীর্ত্তির্জগতি যতিপতিঃ শঙ্করাচার্য্যবর্য্যঃ ॥ ১০৫ ॥ ইতিহাসপুরাণভারতস্মৃতিশাস্ত্রাণি পুনঃপুন মুদা।

মুক্তানাং মুক্তাখ্যমণিগণানাং সুষমং সৌন্দর্য্যং তেনাবদ্ধাবাহ্যাদ্ধলীলা যয়া। পুনশ্চ মথনাদ্রিণা মন্দরাচলেন ক্ষুব্ধা ক্ষীরসমুদ্রস্য নিকটবর্ত্তিনঃ সম্যক্‌ চঞ্চলা যে বৃহত্তরঙ্গাস্তৈঃ সহ যা মৈত্রী তস্যাঃ পাত্রীভূতা তত্তুল্যা প্রভূতা বিশালা যতিপতেঃ কীর্ত্তিমালা জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে স্র০ ॥ ১০৩ ॥ কমলিনী লোকালোকাখ্যপর্ব্বতকন্দরং পৃচ্ছতি। হে লোকালোকদরি! ত্বং চিরাৎ প্রসীদসি। কিং শঙ্করাখ্যশ্রীগুরোঃ প্রোদ্যৎকীর্ত্তিলক্ষণচন্দ্রমেব প্রিয়তমং সমাগালিঙ্গ্য সন্তুষ্যসি। এবং পৃষ্টা লোকালোকদরী কমলিনীং পৃচ্ছতি। হে উৎপলিনি! ত্বঞ্চাপি চিরাৎ প্রহৃষ্যসি। তত্র প্রহর্ষে কো হেতুরিত্যেবং তয়োর্দরীকমলিন্যোঃ প্রশ্নগিরাং স্মেরত্বং বিকশিতবদনত্বমেবোত্তরমভূৎ ॥ ১০৪ ॥ দুর্ব্বারানল্পগর্ব্বান্বিতা পণ্ডিতজনতা এব তূলঃ কার্পাসকণস্তস্য বাতূলবেগো বাত্যাবেগস্তথা বাধরহিতো যোঽগাধো বোধস্তত্ত্বজ্ঞানং স এবামৃতকিরণশ্চন্দ্রস্তদুন্মেষে ক্ষীরসমুদ্রস্তথা নিষ্প্রত্যূহং নির্ব্বিঘ্নং প্রসর্পতঃ সংসারদাবাগ্নেরুদ্ভূতস্য সন্তাপস্য মেঘ এবম্ভূতা স্ফীতা বিশালা কীর্ত্তির্যস্য স শঙ্করশ্চাসাবাচার্য্যবর্য্যঃ যতিপতি র্জগতি জাগর্ত্তি স্র০। ॥ ১০৫ ॥ ইতিহাসানি মহাভারতাদীনি পুরাণানি ব্রহ্মাদীনি ভারতস্মৃতয়ঃ সনৎসুজাতীয়গীতাঃ সহস্রনামাখ্যাঃ শাস্ত্রাণ্যেব

এবং সমুদ্রমন্থন কালে মন্দর পর্ব্বত যখন ক্ষীরসমুদ্র আলোড়িত করে, তৎকালে তাহার নিকটবর্ত্তী ও অত্যন্ত চঞ্চল তরঙ্গমালার সহিত যে মৈত্রী জন্মে, তাহার সদৃশ এবং প্রচুর ও বিশাল যতিপতির কীর্ত্তিমালার উৎকর্ষ বৃদ্ধি হউক। ১০৩।

একদিন কমলিনী, লোকালোক পর্ব্বতের দরী- (গুহা) কে জিজ্ঞাসা করিল। হে দরি! তুমি বহুদিন হইতে প্রসন্ন হইয়া রহিয়াছ কেন? তুমি কি শ্রীমান্‌ শঙ্কর-গুরুর সমুদিত কীর্ত্তিচন্দ্রকে তোমার প্রিয়পতি ভাবিয়া আলিঙ্গন করিয়াছ? এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছ?। এই কথা শুনিয়া লোকালোক পর্ব্বতের দরী পুনরায় কমলিনীকে বলিতে লাগিল। হে কমলিনি! তুমিও যে দেখিতেছি বহুদিন হইতে আহ্লাদিত হইয়া রহিয়াছ, ইহার কারণ কি? এইরূপে দরী ও কমলিনী এই উভয়ের প্রশ্নবাক্যের পরস্পরের মুখের প্রফুল্লভাবই উত্তর হইল। ১০৪।

যে সকল পণ্ডিতলোক অনিবার্য্য ও অত্যচ্চ গর্ব্বযুক্ত, সেই পণ্ডিতসমূহরূপ কার্পাস তূলার যিনি প্রচণ্ডবাত্যাস্বরূপ; বাধাশূন্য ও অতলস্পর্শ বোধরূপ চন্দ্রমার বিকাসনে যিনি ক্ষীরসমুদ্র; নির্ব্বিঘ্নে গমনশীল সংসাররূপ দাবানল হইতে সমুৎপন্ন সন্তাপরাশির দমনে যিনি জলধর; সেই প্রফুল্লকীর্ত্তি যতিপতি, আচার্য্যগণের শ্রেষ্ঠ শঙ্করদেব জগতে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

বিবুধৈঃ স্বুধো বিলোকয়ন্ সকলজ্ঞত্বপদং প্রপে-
দিবান্ ॥ ১০৬ ॥ স পুনঃ পুনরৈক্ষতাদরাদ্বরবৈয়া-
সিকিশান্তিবাক্ততীঃ। সমগাদুপশান্তিসম্ভবাং সকল-
জ্ঞত্ববদেব শুদ্ধতাম্ ॥ ১০৭ ॥ অসংপ্রপঞ্চশ্চতু-
রাননোঽপি সন্নভোগযোগী পুরুষোত্তমোঽপি সন্।
অনঙ্গজেতাপ্যবিরূপদর্শনো জয়ত্যপূর্ব্বো জগদ-
দ্বয়ীগুরুঃ ॥ ৮ ॥ আলোক্যাননপঙ্কজেন দধতং
বাণীং সরোজাসনং শশ্বৎ সন্নিহিতক্ষমাশ্রিয়মমুং
বিশ্বম্ভরং পরুষম্। আর্য্যারাধিতকোমলাঙ্ঘ্রি
কমলং কামদ্বিষং কোবিদাঃ শঙ্কস্তে ভুবি শঙ্করং ব্রতি-

মীমাংসাদীনি ভারতস্য গীতাদিসহিতানি ব্রাহ্মণেন প্রাপ্তেঽপি পৃথগুপাদানং ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন সমাধেয়ং। ইতিহাসাদীনি পুনঃ পুনঃ মুদা বিবুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ সহ স্বুধঃ পণ্ডিতাগ্রণীঃ শ্রীশঙ্করো বিলোকয়ন্ সর্ব্বজ্ঞত্বপদং প্রাপ্তবান্। বিবুধৈঃ সকলজ্ঞত্বপদং প্রাপ্তবানিতি বা সম্বন্ধঃ বৈক্যঃ ॥ ১০৬ ॥ স শ্রীশঙ্করঃ পুনঃ পুনরাদরাদ্বরাঃ শ্রেষ্ঠা বৈয়াসিকীঃ শান্তিবাক্ততীঃ শান্তিপরস্য বাক্যপংক্তীরৈক্ষত। সর্ব্বজ্ঞত্বং যথা প্রাপ্তবান্ তদ্বদেবোপশান্তিসম্ভবাং শুদ্ধতামপি সমগাং সমাগাপ্তবান্। তথা চ কেবলং সকলজ্ঞত্বেন ন কেবলং প্রাপ্তঃ কিন্তু সুখাবহং শুদ্ধত্বমপীতিভাবঃ ॥ ১০৭ ॥ কিন্তু চতুরাননং মুখং যস্য স চতুরাননোঽপি সন্নসন্ প্রপঞ্চঃ যস্য প্রপঞ্চরহিতঃ প্রসিদ্ধশ্চতুরাননশ্চতুর্মুখো হিরণ্যগর্ভস্তু সৎপ্রপঞ্চস্তথা পুরুষেভ্য উত্তমোঽপি সন্ বিষয়ভোগসম্বন্ধবান্ন ভবতি। প্রসিদ্ধস্তু পুরুষোত্তমো বিষ্ণুঃ শেষশরীরযোগিত্বাদ্ভোগযোগী তথানঙ্গস্য কামস্য জেতাপি বিরূপং দর্শনং যস্য স বিরূপদর্শনো ন ভবতি। প্রসিদ্ধস্ত্বনঙ্গজেতা মহাদেবো বিরূপদর্শনঃ। তথাচৈবম্ভূতোঽপূর্ব্বোঽদ্বয়ীগুরুঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যো জগজ্জয়তীত্যর্থঃ। অত্র শ্লেষমূলকো বিরোধাভাসঃ। আভাসত্বে বিরোধস্য বিরোধাভাস ইত্যাহ ইত্যাক্তেঃ ॥ ১০৮ ॥ কিন্তু মুখপঙ্কজেন বাণীং সরস্বতীং দধতং ব্রহ্মচারিকুলালঙ্কারং শ্রীশঙ্করমালোক্যাস্মত্তিকং সমীপমাগতা বিদ্বাংসঃ কমলাসনং ব্রহ্মাণং শঙ্কন্তে। তথা

মহাভারতাদি ইতিহাস, বায়ু, অগ্নি, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণ, সনৎসুজাতীয় গীতাসহস্র করিয়া সমুদয় স্মৃতিগ্রন্থ, উত্তর মীমাংসা (বেদান্ত) প্রভৃতি শাস্ত্র সকল, পণ্ডিতাগ্রণী শঙ্কর, পণ্ডিতদিগের সহিত বারম্বার সহর্ষে দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০৬।

সেই শঙ্কর বারম্বার বেদব্যাসের যে সমস্ত প্রধান প্রধান শান্তি-পূর্ণ বাক্যপ্রপঞ্চ আছে তাহাও আদরপূর্ব্বক দর্শন করিলেন। শুদ্ধ যে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা নহে, সর্ব্বজ্ঞতার মত শান্তির সমীপ-বর্ত্তিনী অন্তঃকরণের শুদ্ধতাও সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০৭।

ইনি চতুরানন, অর্থাৎ সুচতুর মুখ হইলেও চতুরানন ব্রহ্মার মত প্রপঞ্চযুক্ত নহেন। ইনি পুরুষোত্তম, অর্থাৎ বিষ্ণু হইলেও বিষ্ণুর মত ভোগ অর্থাৎ অনন্ত সর্পের শরীরে ইহাঁর কোন যোগ নাই, অতএব ইনি অভোগযোগী অর্থাৎ বিষয় বাসনা ভোগ করিবার জন্য মনের কোন উদ্‌বেগ নাই। অনঙ্গ অর্থাৎ রতিপতি কাম ও কামনীয় পদার্থ জয় করিলেও মহাদেবের মত বিরূপ অর্থাৎ তৃতীয় চক্ষু বিশিষ্ট নহেন। বস্তুতঃ ইহাঁর দর্শন অবিকৃত ও সমরূপ। অতএব জগতে অদ্বৈতমতের একমাত্র গুরু আচার্য্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি হউক। ১০৮।

ব্রহ্মচারী কুলের অলঙ্কার স্বরূপ শ্রীশঙ্কর যখন মুখ পঙ্কজ দিয়া সরস্বতী ধারণ করিতেন, তখন তাঁহার

কুলালঙ্কারমঙ্কাগতাঃ ॥ ১০৯ ॥ একস্মিন্ পুরুষোত্তমে রতিমতীং সীতামযোন্যুদ্ভবাং মায়াভিক্ষুহৃতামনেকপুরুষাসক্তিভ্রমান্নিষ্ঠুরাম্। জিত্বা তান্ বুধবৈরিণঃ প্রিয়তয়া প্রত্যাহরদ্ যশ্চরাদাস্তে তাপসকৈতবাত্রিজগতাং ত্রাতা স নঃ শঙ্করঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদাশুঙ্কাষ্টমবৃত্তগঃ।

সঙ্ক্ষেপশঙ্করজয়ে চতুর্থঃ সর্গোঽভবৎ।

সন্ততং সন্নিহিতা ক্ষমা লক্ষ্মী যস্য তথাভূতং তং দৃষ্ট্বা বিশ্বম্ভরং পুরুষং শ্রীবিষ্ণুং শঙ্কন্তে। তথা আর্য্যৈরারাধিতে কোমলে চরণকমলে যস্য তং কামদ্বিষন্তং মহাদেবং শঙ্কন্তে শাদূ০ ॥১০৯

কিঞ্চৈকস্মিন্ পুরুষোত্তমে ভগবতি রামচন্দ্রে রতিমতীমযোন্যুদ্ভবাং সীতালক্ষণাং এতাং মায়াভিক্ষুণা রাবণেন হৃতাং তান্ বুধবৈরিণো দেবদ্বিষো রাক্ষসান্ জিত্বা অনেকপুরুষে অশ্রেষ্ঠপুরুষে রাক্ষসে রাবণে আসক্তিভ্রমাদ্রাবণেঽস্যা আসক্তিরিতি রামচন্দ্রনিষ্ঠাদ্ভ্রমান্নিষ্ঠুরাং নৈষ্ঠুর্য্যেণ বহ্নিপ্রবিষ্টামশ্রেষ্ঠপুরুষস্য রাবণস্য স্বস্মিন্নাসক্তিধর্ম্মাত্বং প্রতি নিষ্ঠুরামিতি বা। শ্রেষ্ঠপুরুষস্য রামচন্দ্রস্য স্বস্মিন্নাসক্ত্যভাবভ্রমান্নিষ্ঠুরামিতি বা। যো রামচন্দ্রাত্মনাবতীর্ণঃ শিবশ্চিরাৎ প্রিয়তয়া প্রত্যাহরৎ। স ত্রিজগতাস্ত্রাতা নোঽস্মাকং সুখকরস্তাপসকৈতবাদ্যতিবেষমিষাদাস্তে। নস্ত্রিজগতাস্ত্রাতা শঙ্কর ইতি বা। শিবস্য রামচন্দ্রাত্মনাবতরণপ্রকারস্তু স্কন্দপুরাণাদবগন্তব্যঃ পক্ষে একস্মিন্নদ্বিতীয়ে পুরুষোত্তমে ক্ষরাক্ষরাতীতে পরমাত্মনি রতিমতীং জন্মাদিশূন্যাং সতাং মায়াভিক্ষুভিঃ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদিভি র্হৃতামনেকাত্মপ্রসক্তিভ্রমান্নিষ্ঠুরাং তান্ বিবেকিবৈরিণো জিত্বা যশ্চিরাৎ প্রত্যাহরৎ সমানমন্যৎ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ শ্রীপূজ্যপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারসূনুধনপতিসূরিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সমীপে আসিয়া বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে কমলাসন ব্রহ্মা বলিয়া বোধ করিতেন। সর্ব্বদা ক্ষমারূপ লক্ষ্মী শঙ্করদেহে বিদ্যমান দেখিয়া বিশ্বম্ভর অর্থাৎ বিষ্ণু বলিয়া লোকে বোধ করিত। আর্য্যগণ যখন তাঁহার কোমল পদকমল আরাধনা করিত, তাহা দেখিয়া লোকে তখন তাঁহাকে কামনাশী মহাদেব বলিয়া বিবেচনা করিত। ১০৯।

যিনি একমাত্র পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের উপর একান্ত অনুরক্ত; যিনি অযোনি-সম্ভবা; মায়াবেশী রাবণ ভিক্ষুক হইয়া যাহাকে হরণ করে, নীচাশয় রাবণের উপর ইহার আসক্তি আছে বলিয়া রামচন্দ্রের যে ভ্রম হইয়াছিল, সেই ভ্রমবশতঃ যিনি নিষ্ঠুরতা দেখাইয়া অনলে প্রবেশ করেন; দেববিদ্বেষী রাক্ষসদিগকে জয় করিয়া রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ সেই মহাদেব, বহুকাল হইতে প্রিয়তাবশতঃ তাঁহার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। সেই ত্রিজগতের ত্রাণকর্ত্তা এবং আমাদিগের সুখকর, অদ্য তপস্বীবেশে জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম পরমাত্মার উপর একান্ত অনুরাগিণী, জন্ম, মরণাদিরহিত, মায়াভিক্ষুক ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ প্রভৃতি বিদ্বেষীগণ কর্ত্তৃক অপহৃত, এবং প্রত্যেক জীবগত আত্মার উপর প্রসক্তিহেতু নিষ্ঠুর, অর্থাৎ তাঁহাকে (বিবেকীগণের বৈরীদিগকে জয় করিয়া যিনি বহুকাল হইল) পুনরুদ্ধার করেন, তিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ও তিনিই আমাদের তপস্বীবেশে বিদ্যমান। মহাদেব যে রামচন্দ্ররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ, স্কন্দপুরাণাদি হইতে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। ১১০।

ইতি শ্রীমাধবীয়ে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি সপ্তমহায়নেঽখিলশ্রুতিপারঙ্গততাং গতো বটুঃ। পরিবৃত্য গুরোঃ কুলাদ্ গৃহে জননীং পর্য্যচরন্মহায়শাঃ ॥ ১ ॥ পরিচরন্ জননীং নিগমং পঠন্নপি হুতাশরবী সবনদ্বয়ং। মনুবরৈর্নিয়তং পরিপূজয়ন্ শিশুরবর্ত্তত সংস্তরণির্যথা ॥২॥ শিশুমুদীক্ষ্য

এবং প্রাকৃতজনবিলক্ষণং তস্য বালচরিত্রমুপবর্ণ্য তুর্য্যাশ্রমস্বীকৃতিমুপবর্ণয়িতুং প্রস্তৌতি ইতীতি। ইতি উক্তপ্রকারেণ সপ্তবর্ষে সর্ব্ববেদপারঙ্গততাং প্রাপ্তো বটু ব্রহ্মচারী গুরোঃ কুলাৎ পরিবর্ত্তনং সমাবর্ত্তনং বিধায় গুরুকুলবাসং সমাপ্য মহাযশাঃ গৃহে জননীং পর্য্যাচরৎ সম্যক্ সেবিতবান্ বি০ ॥ ॥ ১ ॥ মাতরং পরিচরন্ বেদং পঠংশ্চ মনুশ্রেষ্ঠৈঃ স্বায়ম্ভুবাদিভিরগ্নিসূর্য্যসংপূজায়াং নিয়মিতং প্রাতঃসবনং তৃতীয়সবনমিত্যেবংরূপং সবনদ্বয়ং বহ্নিসূর্য্যৌ পরিপূজয়ন্ সন্ শিশুঃ ভাস্বদবর্ত্তত। মনুবরৈঃ মন্ত্রবরৈঃ নিয়তং যথাস্যাত্তথা পরিপূজয়ন্নিত্যর্থঃ বা ব্যাখ্যেয়ং ॥ ২ ॥ কিঞ্চ শিশুং শ্রীশঙ্করং দৃষ্ট্বা ক্রোধা-

এইরূপে সাধারণ জন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বালকের চরিত্র বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি তাঁহার চতুর্থাশ্রম স্বীকার বর্ণনা করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছেন। উক্তপ্রকারে মহাযশস্বী সেই ব্রহ্মচারী সপ্তম বর্ষে গুরুর কুল হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া, অর্থাৎ গুরুকুলবাস পরিত্যাগ করিয়া, গৃহে জননীর উত্তমরূপে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ১।

জননীর পরিচর্য্যা, বেদ-পাঠ, স্বায়ম্ভুব, বৈবস্বত প্রভৃতি মনুগণ কর্ত্তৃক অগ্নি ও সূর্য্য পূজায়

যুবাপি ন মন্যুমান্ দিশতি বৃদ্ধতমোঽপি নিজাসনম্। অপি করোতি জনঃ করয়োর্যুগং বশগতো বিহিতাঞ্জলি তৎক্ষণাৎ ॥৩॥ মৃদুবচশ্চরিতং কুশলাং মতিং বপুরনুত্তমমাস্পদমোজসাম্। সকলমেতদুদীক্ষ্য সুতস্য সা সুখমবাপ নিরর্গলমম্বিকা ॥৪॥ জাতু মন্দগমনাঽস্য হি মাতা স্নাতুমম্বুনিধিগাং

দ্যালয়ো যুবাপি কোপবান্ন ভবতি। তথা বৃদ্ধতমোঽত্যন্তমাদরণীয়োঽপি স্বাসনং দদাতি। অপিচ তৎক্ষণাদ্দর্শনক্ষণ এব বশং প্রাপ্তঃ সর্ব্বোঽপি জনো হস্তয়োর্যুগলং বিহিতাঞ্জলি করোতি ॥ ৩ ॥ মৃদ্বিতি। চরিতস্যাপি বিশেষণং মৃদু কোমলং বচো যস্মিং স্তৎ চরিতমিতি বা। ওজসাং মন আদিবলানামাস্পদমাশ্রয়ভূতং বপুঃ শরীরং সুতস্যৈতৎ সর্ব্বমবেক্ষ্য সা সতী কুমারজননী নিরর্গলমপ্রতিবন্ধং সুখমবাপ ॥ ৪ ॥ কদাচিদস্য মাতা হি প্রসিদ্ধং মন্দং গমনং যস্যাঃ সা সমুদ্রগাং নদীং প্রতি স্না-

নিয়মিত যজ্ঞদ্বয়াত্মক বহ্নি সূর্য্য-পূজা করিয়া ঐ বালক সূর্য্যের মত শোভা পাইতে লাগিল। ২।

ক্রোধ, দ্বেষও হিংসাদির আলয় স্বরূপ যুবাও বালককে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইতনা; অত্যন্ত আদরণীয় বৃদ্ধও আপনার আসন দান করিত। তাঁহার দর্শন কালে বশতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব জনেই হস্তযুগল কৃতাঞ্জলি করিত। ৩।

কোমলবাক্য, চরিত্র, মঙ্গলবুদ্ধি, মানসিক বল ও তেজের আস্পদ অনুপম কালেবর, এই সমস্ত দেখি

প্রাপ্তি যাতা। আতপোগ্রকিরণে রবিবিম্বে সাতপঃ কৃশতনু র্বিললম্বে ॥ ৫ ॥ শঙ্করস্তদনু শঙ্কিতচিত্তঃ পঙ্কজৈ র্বিগতপঙ্কজলার্দ্রৈঃ। বীজয়ন্নুপগতো গতমোহাং তাং জনেন সদনং সহ নিন্যে ॥ ৬ ॥ সোঽথ নেতুমনবদ্যচরিত্রঃ সদ্মনোঽন্তিকমৃষীশ্বরপুত্রঃ। অস্তবজ্জলধিগাং কবিহৃদ্যৈ র্বস্তুতঃ স্ফুরদলঙ্কৃতপদ্যৈঃ ॥ ৭ ॥ ঈহিতং তব ভবিষ্যতি কাল্যে যো হিতং জগত ইচ্ছসি বাল্যে। ইত্যবাপ্য স বরং তটিনীতঃ সত্যবাক্ সদনমাপবিনীতঃ ॥ ৮ ॥ প্রাতরেব সমলোকত লোকঃ শীতবাতহৃতশীকরপূতঃ। নূতনামিব ধুনীং প্রবহন্তীং মাধবস্য সময়া সদনং তাম্ ॥ ৯ ॥ এবমেনমতিমত্যচরিত্রং সেন-

---

নার্থং গতা। সূর্য্যমণ্ডলে আতপেনোগ্রাঃ কিরণা যস্য এতাদৃশে সতি। তপস্যা কৃশা তনুঃ শরীরং যস্যাঃ সা সতী বিলম্বং কৃতবতীত্যর্থঃ। স্বা০ ॥ ৫ ॥ তত্তদা বিগতকর্দ্দমেন জলেনার্দ্রৈঃ পঙ্কজৈ বীজয়ন্নুপগতঃ জনেন জনসমুদায়েন সহ সদনং প্রতি নিন্যে ॥ ৬ ॥ অথ ময়নানন্তরং দোষরহিতচরিত্রঃ ঋষীণামীশ্বরস্য শিবগুরোঃ পুত্রঃ শ্রীশঙ্করঃ গৃহস্য সমীপং নেতুং সমুদ্রগাং নদীং কবীনাং মনোজ্ঞৈ র্বস্তুতঃ স্ফুরন্তি অলঙ্কৃতানি চ তানি পদ্যানি চ তৈ র্মত্রাপাত্ততঃ স্ফুরদলঙ্কৃতপদ্যৈঃ অস্তবৎ ॥ ৭ ॥ তেন স্তুতা সন্তুষ্টা নদী উবাচ। তব ঈহিতমভিলষিতং কলয়তি চেষ্টামিতি কাল্যে প্রাতঃকালে ভবিষ্যতি। অদ্যাদয়শ্চোক্তি কলে র্যকি ক্ততঃ প্রজ্ঞাদাণি রূপং। প্রত্যুষোঽহস্মুখং কল্যমিত্যমরঃ। যত্ত্বং বাল্যাবস্থায়াং জগতো হিত মিচ্ছসি। ইত্যেবং প্রকারেণ নদীতঃ বরং প্রাপ্য সত্যবচনঃ শ্রীশঙ্করঃ সদনং প্রাপ। এতাদৃশসামর্থ্যবতোঽপি বিনয়যুক্তঃ ॥ ৮ ॥ শীতেন বায়ুনা আহৃতৈ র্জলকণৈঃ পবিত্রিতো লোকঃ প্রাতরেব মাধবস্য লক্ষ্মীপতে র্বিষ্ণোঃ সময়া সদনং মন্দিরস্য সমীপে প্রবহন্তীং তাং ধুনীং নূতনামিব সমলোকত ॥ ৯ ॥ এবমনেন প্রকারেণ

য়া বালকের মাতা সতী প্রতিবন্ধশূন্য সুখ প্রাপ্ত হইলেন। ৪।

ইহার মাতা কোন সময়ে মন্থরগামিনী হইয়া সমুদ্রগামিনী নদীর জলে স্নান করিতে গমন করিয়াছিলেন। পরে সূর্য্যমণ্ডল, যখন, আতপতাপে প্রচণ্ডকিরণ ধারণ করিল, তখন তিনি তপস্যা দ্বারা কৃশতনু হইয়া শঙ্করের জন্য বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ৫।

অনন্তর শঙ্কর শঙ্কিতমনে কর্দ্দমশূন্য জলসিক্তনলিনীদলদ্বারা বীজন করিতে করিতে উপস্থিত হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত জননীকে জন-সমুদায়ের সহিত গৃহে আনয়ন করিলেন। ৬।

মাতাকে গৃহে পাঠাইয়া দিবার পর নির্ম্মল চরিত্র, ঋষিবর শিবগুরু-পুত্র শঙ্কর, নদীকে গৃহের নিকটে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, কবিদিগের অলঙ্কারখচিত মনোজ্ঞ পদদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৭।

"তুমি বাল্যকালে জগতের যে হিতকামনা করিতেছ প্রাতঃকালে তোমার সেই অভিলষিত পূর্ণ হইবে।" সত্যবাদী ও বিনীত সেই বালক নদীর নিকট হইতে এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়া স্বভবনে উপস্থিত হইলেন। ৮।

শীতল-বায়ুসংশ্লিষ্ট জলকণাদ্বারা পবিত্র লোকগণ, লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর মন্দির নিকটে প্রবহমান সেই নদীকে নূতন বলিয়া প্রাতঃকালে দর্শন করিল। ৯।

মানজনদৈন্যলবিত্রং। কেরলক্ষিতিপতির্হি দিদৃক্ষুঃ প্রাহিণোৎ সচিবমাদৃতভিক্ষুঃ ॥১০॥ সোঽপ্যতন্দ্রিতমভীরুপদাভিঃ প্রাপ্য তং তদনু সদ্বিরদাভিঃ। উক্তিভিঃ সরসমঞ্জুপদাভিঃ শক্তিভৃৎ সমমজিজ্ঞপদাভিঃ ॥ ১১ ॥ যস্য নৈব সদৃশো ভুবি বোদ্ধা

মর্ত্যানতিক্রান্তানি চরিত্রাণি যস্য তং। সেবমানানাং জনানাং মনোরথকরণেন দৈন্যস্য লবিত্রং ছেদকমেনং শ্রীশঙ্করং দ্রষ্টুমিচ্ছুরাদৃতা ভিক্ষবো যেন স কেরলক্ষিতিপতিঃ রাজশেখরাখ্যঃ সচিবমমাত্যং প্রেষিতবান্ ॥ ১০ ॥ সঃ অমাত্যোঽপি তং সমমতন্দ্রিতমনলসমতন্দ্রিতং যথা স্যাত্তথেতিবা অভীর্ভয়বর্জিত উপদীয়ত-ইত্যুপদা উপায়নং ডুদাঞ্ দানে আতশ্চোপসর্গ ইত্যঙ্। উপায়নমুপগ্রাহ্যমুপহারস্তথোপদেত্যমরঃ। উপদাভিরুপায়নভূতাভিঃ সমীচীনাভি র্দ্বিরদাভিঃ করেণুভিঃ সহ তং শ্রীশঙ্করং প্রাপ্য তদনু ততঃ প্রাপ্তেঃ পশ্চাৎ সরসানি মনোজ্ঞানি পদানি যাসু সরসানামিতি বা। এবম্বিধাভিরাভিরুক্তিভিঃ শক্তিঃ শিবাং সামর্থ্যং বা বিভর্ত্তীতি শক্তিভৃৎ সচিবঃ সমমজিজ্ঞপৎ সমং যথা স্যাত্তথা বিজ্ঞাপিতবান্ ॥ ১১ ॥ তা এব দর্শয়তি যস্য সদৃশো বোদ্ধা রণমূর্দ্ধসু যুদ্ধকর্ত্তা চ ভুবি নৈব দৃশ্যতে তস্য কেরল-

এইরূপে লোকাতীত চরিত্র, এবং সেবক জনের অভিলষিত দানে দৈন্য হর্ত্তা ঐ শঙ্করকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ভিক্ষুপদসেবক, কেরলদেশের অধিপতি রাজশেখর আচার্য্যের নিকটে অমাত্য প্রেরণ করিলেন। নির্ভীক অমাত্য ও আলস্য ত্যাগ করিয়া উপহার স্বরূপ কতকগুলি উত্তম উত্তম হস্তিনী লইয়া শঙ্করের সমীপে উপস্থিত হইল। শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইবার পর, সরস ও মনোহর পদযুক্ত বচন দ্বারা সেই শক্তিমান্ অমাত্য, সমভাবে নিবেদন করিতে লাগিল। ১০। ১১।

দৃশ্যতে রণশিরঃসু চ যোদ্ধা। তস্য কেরলনৃপস্য নিয়োগাদ্দৃশ্যসে মম চ সৎকৃতিযোগাৎ ॥ ১২ ॥ রাজিতাভ্রবসনৈ র্বিলসন্তঃ পূজিতাঃ সদসি যস্য বসন্তঃ। পণ্ডিতাঃ সরসবাদকথাভিঃ খণ্ডিতাপরগিরোঽবিতথাভিঃ ॥ ১৩ ॥ সোঽয়মাজিজিতসর্ব্বমহীপঃ স্তূয়মানচরণঃ কুলদীপঃ। পাদরেণুমবনং

দেশাধিপতেরাজ্ঞাতস্ত্বং সর্ব্বোত্তমো দৃশ্যসে। নন্বন্য এবজাগ্নি যোগাদাগত্য মাং কুতো ন দৃষ্টবান্ ভবানেব বা পূর্ব্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ। মম সৎকৃতেঃ পুণ্যস্য যোগাৎ মমেত্যন্যব্যাবৃত্তিঃ যোগাদিতি পূর্ব্বকালব্যাবৃত্তিঃ ॥ ১২ ॥ অথ রাজ্ঞঃ প্রার্থিতপ্রদানপাত্রতাসূচনায় তং স্তুবন্ প্রার্থয়তে রাজিতেতি দ্বাভ্যাং। রাজিতৈ দীপ্তিমদ্ভিরাভ্রৈঃ সুবর্ণময়ৈ র্বস্ত্রৈঃ বিলসন্তঃ শোভন্তঃ পূজিতাঃ পূজাং প্রাপ্তাঃ অবিতথাভিঃ বার্ত্তাভিঃ সরসা রসযুক্তাশ্চ তাঃ বাদকথাশ্চ তাভিঃ খণ্ডিতা অপরেষামন্যেষাং গিরো বাচো যৈস্তে পণ্ডিতা যস্য সদসি সভায়াং বসন্তঃ সন্তীত্যর্থঃ। অভ্রং মেঘে চ গগনে ধাতুভেদে চ কাঞ্চন ইতি মেদিনী ॥১৩॥ আজৌ সংগ্রামে জিতাঃ সর্ব্বে মহীপা ভূমিপালা যেন অতএব স্তূয়মানৌ চরণৌ যস্য অতএব কুলস্য দীপো দীপবৎ প্রকাশকঃ সোঽয়ং রাজা ভবভাজাং সংসারং ভজতামবনং পালকং তব চরণরেণুমাদরেণ বিন্দতু লভতাং অভ্যর্থনায়াং

যাহার সদৃশ যোদ্ধা এবং রণমস্তকে যোদ্ধা আর নাই, আমি সেই কেরল দেশীয় নরপতির আজ্ঞানুসারে ও আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু-পুণ্য-ফলে আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি। ১২।

দীপ্তিমান্ কাঞ্চনবস্ত্রে শোভমান, সর্ব্বজন-পূজ্য পণ্ডিতগণ, মিথ্যা রসযুক্ত তর্কবাক্যে পরবাক্য খণ্ডিত করিয়া, যাঁহার সভায় সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেন। সংগ্রামে সর্ব্ব নরেন্দ্রজেতা, অতএব সর্ব্বজন-পূজ্য ও কুলপ্রদীপ, সেই কেরল নৃপতি,

ভবভাজামাদরেণ তব বিন্দতু রাজা ॥ ১৪ ॥ এষ সিন্ধুরপরো মদপূর্ণো দোষগন্ধরহিতঃ প্রবিতীর্ণঃ। অস্তুতেঽদ্য রজসা পরিপূতং বস্তুতো নৃপগৃহং শুচিভূতম্ ॥ ১৫ ॥ ইত্যুদীর্য্য পরিসাধিতদেদৌত্যং প্রত্যুদীরিতসদুক্তিমমাত্যম্। অত্যুদারমৃষিভিঃ পরিশস্তং প্রত্যুবাচ বচনং ক্রমশস্তম্ ॥ ১৬ ॥ ভৈক্ষ্যমন্নমজিনং পরিধানং রুক্ষমেব নিয়মেন বিধানং। কর্ম্ম দাতৃবর! শাস্তি বটূনাং শর্ম্মদায়িনিগমাপ্তিপটূনাম্ ॥ ১৭ ॥ কর্ম্ম নৈজমপহায় কুভোগৈঃ কুর্ম্মহে হ কিমু কুম্ভিপুরোগৈঃ। ইচ্ছয়া সুখমমাত্য যথেতং গচ্ছ নাথমসকৃৎ কথয়েত্থম্ ॥ ১৮ ॥ প্রত্যু-

লোট্ ॥১৪ ॥ তত্রানীতান্‌পদার্থ মুখামেকং গজং দর্শয়তি। এষঃ সিন্ধুরপরো হস্তিশ্রেষ্ঠো মদেন পূর্ণঃ দোষস্য গন্ধেনাপি বর্জ্জিতঃ প্রবিতীর্ণো রাজ্ঞা প্রেম্না দত্তস্তস্মাদ্বস্তুতঃ শুচিভূতমপি নৃপগৃহং তব চরণরজসা পরিত স্মা সমন্তাৎ পূতং পবিত্রমস্তু ॥ ১৫ ॥ এবং যুক্তিযুক্তং সচিববাক্যমুদাহৃত্য তদুত্তররূপং শ্রীশঙ্করবাক্যমুদাহর্ত্তুমাহ। ইত্যেবং প্রকারেণোদীর্য্যোক্ত্বা পরিসাধিতং দূতকৃত্যং যেন প্রত্যুদীরিতাঃ প্রত্যুচ্চারিতাঃ সত্যমুক্তয়ঃ সমীচীনা উক্তয়ো বা যেন তমমাত্যং সচিবং প্রতি ক্রমশঃ ক্রমেণ বচনমুবাচ। তদ্বিশিনষ্টি। অত্যুদারমত এব ঋষিভিঃ পরিশস্তং সংস্তুতম্ ॥১৬॥ তদুদাহরতি। ভৈক্ষ্যং ভিক্ষয়া লব্ধমন্নং পরিধানমাচ্ছাদনমজিনং মৃগচর্ম্ম বিধানং কর্ত্তব্যং নিয়মেন রুক্ষমেব কষ্টসাধ্যমেব ত্রিকালস্নানাদিকর্ম্ম কর্ম্মপ্রতিপাদকং বেদাদিশাস্ত্রং। হে দাতৃবর! শর্ম্মদায়িনাং দৃষ্টাদৃষ্টসুখদায়িনাং বেদানাং প্রাপ্তৌ পটূনাং কুশলানাং বটূনাং ব্রহ্মচারিণাং শাস্তি। যদ্বা বিধানং শ্রুতিস্মৃত্যাদিনিয়মেন রুক্ষমেব কর্ম্ম তত্রাপি নিয়মেনেতি বা শাস্তীত্যর্থঃ। শর্ম্মদায়ীতি কর্ম্মণো বা বিশেষণং ॥ ১৭ ॥ তথাচৈবংবিধা ব্রহ্মচারিণো বয়ং নৈজং স্বীয়ং কর্ম্ম বিহায় কুম্ভিপুরোগৈঃ কুভোগৈঃ ভোজ্যন্ত ইতি ভোগা বিষয়াস্তৈরিভপুরঃসরৈঃ কুৎসিতৈঃ বিষয়সম্ভোগৈঃ কিং কুর্ম্মহে। হেতি প্রসিদ্ধার্থকমাশ্চর্য্যার্থকং বাঽব্যয়ং। তর্হি ময়া কিং বিধেয়মিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। হে সচিব! ইচ্ছয়া সুখং যথাস্যস্তথা যথেতং যথাগতং তথা গচ্ছ যত ইত্থমমুনা

সাংসারিক লোকদিগের তারক, আপনার পদধূলি লাভ করুন। ১৩। ১৪।

নির্দোষ, মদমত্ত এই করিবর, মহারাজ আপনাকে অনুরাগ বশতঃ দান করিয়াছেন। এবং রাজভবন বাস্তবিক পবিত্র হইলেও অদ্য আপনার চরণপরাগ-স্পর্শে অধিকতর পবিত্র হউক। । ১৫।

এইকথা বলিয়া যিনি আপনার দূতকার্য্য সমাপ্ত করিলেন; যিনি সমীচীন বাক্য উচ্চারণ করিলেন; সেই অমাত্যকে ঋষিসেবিত, ক্রমশ শঙ্কর, উদার বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬।

হে বদান্য! আমাদিগের অন্ন ভিক্ষালব্ধ; পরিধেয় বস্ত্র চর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল, শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত নিয়মদ্বারা নিতান্ত কষ্টসাধ্য। ত্রিকাল স্নানাদি প্রভৃতি কর্ম্ম, ও কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্র, দৃষ্টাদৃষ্ট সুখদাতা বেদ শাস্ত্রের প্রাপ্তি বিষয়ে যাঁহারা নিতান্ত দক্ষ, সেই সকল ব্রহ্মচারী দিগকেই কেবল শাসন করিয়া থাকে। আমরা ব্রহ্মচারী, অতএব আমাদিগের অবশ্য অনুষ্ঠেয় স্বকীয় কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া করেণুদ্বারা গমন প্রভৃতি কুৎসিত ভোগ্য বস্তু সেবা করিয়া আমরা কি করিব? অতএব হে অমাত্য! আপনি যেস্থান হইতে

ত ক্ষিতিভৃতাঽখিলবর্ণা বৃত্ত্যপাহরণতো বিগতর্ণাঃ। ধর্ম্মবর্ত্মনি রতা রচনীয়াঃ কর্ম্মবর্জ্যমিতি নো বচনীয়াঃ॥ ১৯॥ ইত্যমুষ্যবচনাদকলঙ্কঃ প্রত্যগাৎ পুনরমাত্যমৃগাঙ্কঃ। বৃত্তমস্য স নিশম্য ধরাপঃ সত্তমস্য সবিধং স্বয়মাপ॥ ২০॥ ভূসুরার্ভকবরৈঃ

প্রকারেণাসকৃদর্থং ন কথয়॥ ১৮॥ যত্ত্বয়োক্তং তত্রাজ্ঞঃ কর্ত্তব্যং ন ভবতি। প্রত্যুত ভূমিপেন সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণাদয়ঃ বৃত্ত্যপাহরণতস্তত্তদ্বর্ণোচিতশুদ্ধজীবিকাসম্পাদনেন বিগতানি দেবর্ষিপিতৃঋণানি যেভ্যাস্তথাবিধা ধর্ম্মমার্গে নিরতা রচনীয়াঃ স্বীয়ং কর্ম্ম বর্জ্যমিতি নো বচনীয়াঃ নৈব বক্তব্যাঃ॥ ১৯॥ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। ইতোবম্বিদাদমুষ্য শঙ্করস্য বচনাদমাত্যচন্দ্র শ্চন্দ্রাদ্ব্যতিরেকসূচকং বিশেষণ মকলঙ্কঃ পুনঃ প্রত্যাগাৎ। স্বস্বামিনং প্রতিগমনং কৃতবান্। স ভূমিপোঽস্য বৃত্তং শ্রুত্বাঽত্যুৎকৃষ্টস্য শ্রীশঙ্করস্য সবিধং সমীপং স্বয়ং প্রাপ॥ ২০॥

আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে যদৃচ্ছাক্রমে সুখে সে স্থানে গমন করুন। এবং এই প্রকারে আপনার প্রভুকে আমার কথা বারম্বার বলিবেন। ১৭। ১৮।

রাজা যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহাত কর্ত্তব্যই নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারিবর্ণের যাহা শুদ্ধ জীবিকা,প্রত্যেক বর্ণোচিত শুদ্ধ জীবিকা সম্পাদন দ্বারা দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই তিন প্রকার ঋণ হইতে সকল বর্ণকে মুক্ত করাই নরপতির কর্ত্তব্য কার্য্য। এবং ঐ সকল বর্ণ, যাহাতে ধর্ম্ম পথে রত থাকে, সে বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। "তোমরা আপন আপন বর্ণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ কর" এই কথা তিনি কাহাকেই বলিতে পারেন না। ১৯।

নিষ্কলঙ্ক অমাত্যশশী তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ স্বামির নিকটে পুনর্ব্বার প্রতিগমন করিলেন। ধরাপতি তাঁহার চরিত্র শুনিয়া তৎসন্নিধানে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। ২০।

পরিবীতং ভাস্বরোডুপগভস্ত্যুপবতীং। অচ্ছজহ্নুসুতয়া বিলসন্তং স্বচ্ছবিং নগমিব ক্রমবন্তম্॥ ২১॥ চর্ম্মকৃষ্ণহরিণস্য দধানং কর্ম্ম কৃৎ সমুচিতং বিদধানম্। নূতনাম্বুদনিভাম্বরবন্তং পূতনারিসহজস্তুলয়ন্তং॥ ॥ ২২॥ জাতরূপরুচিমুঞ্জিসুধাম্না চ্ছাতরূপকটিমদ্ভুতধাম্না। নাকভূজমিব সংকৃতিলব্ধং পাক-

ইতঃ চতুর্থশ্লোকস্থং মুনিবরস্য কুমারং বিশিনষ্টি। ভূসুরাণাং ভূমিদেবানাং ব্রাহ্মণানামর্ভকবরৈ র্ব্বালকশ্রেষ্ঠৈঃ পরিবীতং পরিতো ব্যাপ্তং ভাসুরৈ র্দ্দীপ্যমানৈ র্ভাস্বরস্যোবোড়ুপস্য চন্দ্রস্য গভস্তিভিঃ কিরণৈস্তুল্যমুপবীতং যজ্ঞোপবীতং যস্য অচ্ছা স্বচ্ছা যা জহ্নুসুতা গঙ্গা তয়া বিলসন্তং ক্রমবন্তং নগং হিমালয়মিব সুচ্ছবিং সুষ্ঠু ছবিঃ কান্তি র্যস্য তম্॥ ২১॥ কৃষ্ণহরিণস্য চর্ম্ম দধানং সমুচিতং কর্ম্ম বিদধানং নূতনমেঘ তুল্য মম্বরমস্যাস্তীতি তথা তং পূতনায়াঃ কংস প্রেসিতায়া অরিঃ শত্রুঃ কৃষ্ণস্তস্য সহজং ভ্রাতরং বলভদ্রং তুলয়ন্তং তত্তুল্যং দধানম্॥ ২২॥ জাতরূপস্য সুবর্ণস্য রুচিরিব রুচি র্যস্য তস্য মুঞ্জিসংজ্ঞকস্য তৃণবিশেষস্য সুধাম্না সুষ্ঠু তেজসা। আশ্চর্য্যমদ্ভি

ভূদেব ব্রাহ্মণদিগের প্রধান প্রধান বালকগণ যাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; দীপ্যমান চন্দ্রকিরণ তুল্য শ্বেতবর্ণ যজ্ঞোপবীত যাঁহার গলদেশে লম্বমান দেখিলে বোধ হয় যেন নির্ম্মলসলিলা ভাগীরথীদ্বারা বিলসিত, সুন্দরকান্তি, এবং বৃক্ষবেষ্টিত হিমালয়গিরি। যিনি কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,এবং যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে একান্ত তৎপর। যেন নীলাম্বরধারী পূতনা

পীতলতিকাপরিরব্ধং ॥ ২৩ ॥ সসস্মিতং মুনিবরস্য কুমারং বিস্মিতো নরপতি র্ব্বহুবারং। সম্বিধায় বিনতিং বরদানে তং বিধাতৃসদৃশং ভুবিমেনে ॥২৪॥ তেন পৃষ্টকুশলঃ ক্ষিতিপালঃ স্বেন সৃষ্টমথ শাত্রবকালঃ। হাটকাযুতসমর্পণপূর্ব্বং নাটকত্রয় মবোচদপূর্ব্বং ॥ ২৫ ॥ তদ্রসাঢ্য গুণরীতিবিশিষ্টং ভদ্রসন্ধিরুচিরং সুকবীষ্টম্। সংগ্রহেণ স বিশাম্য

বেণ চ্ছাতং ছন্নং রূপং যস্যা স্তথাভূতা কটিঃ শ্রোণি র্যস্য সং-কৃতিঃ সুকৃতং তয়া লব্ধং পাকেন পরিণত্যা পীতয়া লতিকাঃ সূক্ষ্মলতা স্তাভিঃ পরিরব্ধমালিঙ্গিতং স্বর্গভূমিজং কল্পদ্রুমমিব ॥ ২৩ ॥ স্মিতেন মন্দহসিতেন সহিতং মুনিবরস্য শিবগুরোঃ কুমারং নরপতি র্ব্বহুবারং প্রণতিং বিধায় তং ভুবি বরদানে ব্রহ্মণা সমং মেনে। ভুবীত্যস্য বিনতি মিত্যনেন বা সম্বন্ধঃ ॥২৪॥ তেন শ্রীশঙ্করেণ পৃষ্টং কুশলং যস্মৈ স শাত্রবস্য শত্রুসমূহস্য শত্রুসম্বন্ধিনো বা কালোঽন্তকো ভূমিপালঃ দশসহস্রসংখ্যাক-সুবর্ণমুদ্রাসমর্পণপূর্ব্বকং স্বেন রচিতমপূর্ব্বং নাটকানাং ত্রয়-মবোচৎ ॥ ২৫ ॥ নাটকত্রয়ং বিশিনষ্টি তদিত্যাৰ্দ্ধেন। তন্নাটক-ত্রয়ং শৃঙ্গারহাস্যকরুণারৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুত-সংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতা ইত্যুক্তৈ রসৈরাঢ্যং গুণৈর্যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ। উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ। মাধুর্য্যৌজঃপ্রসাদাখ্যাস্ত্রয়স্তেন-পুন র্দশ। আহ্লাদকত্বং মাধুর্য্যং শৃঙ্গারে দ্রুতিকারণং। করুণে বিপ্রলম্ভে তচ্ছান্তে চাতিশয়ান্বিতং। দীপ্ত্যাত্মবিস্তৃতে র্হেতু-রোজো বীররসস্থিতিঃ বীভৎসরৌদ্ররসয়োস্তস্যাধিক্যং ক্রমেণ চ। শুষ্কেন্ধনাগ্নিবৎ স্বচ্ছজলবৎ সহসৈব যঃ। ব্যাপ্নোত্যন্যৎপ্রসাদোঽসৌ সর্ব্বত্র বিহিতস্থিতিরিত্যুক্তৈ র্গুণৈঃ রীতি র্নাম গুণশ্লিষ্টা বর্ণসঙ্ঘটনা মতা। বৈদর্ভী গৌড়ী পাঞ্চালী ইত্যুক্তাভি রীতিভিশ্চ বিশিষ্টং যুক্তং তথা ভদ্রসন্ধিভিঃ শ্রেষ্ঠসন্ধিভিঃ সুন্দরং সন্ধি-র্নাম একেন প্রয়োজনেনান্বিতানাং কথাংশানামবান্তরপ্রয়োজনসম্বন্ধঃ। তত্র পঞ্চ সন্ধয়ঃ উক্তাঃ দশরূপকে। মুখপ্রতি-মুখং গর্ভঃ সাবমর্দোপসংহৃতিঃ। মুখং বীজসমুৎপত্তি র্নানার্থ-রস সম্ভবাঃ। লক্ষ্যালক্ষ্যস্য বীজস্য শক্তিঃ প্রতিমুখং মতম্। গর্ভস্তু দৃষ্টনষ্টস্য বীজস্যান্বেষণং মুহুঃ। হেতুনা যেন কেনাপি

বিনাশী শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম। স্বর্ণবর্ণ মুঞ্জি নামক তৃণবিশেষের উত্তম তেজে ও অদ্ভুত মন্দির দ্বারা যাঁহার কটিদেশ আচ্ছাদিত, দেখিলে বোধ হয় যেন, পুণ্যলব্ধ, এবং পরিণামে পীতবর্ণ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লতাদ্বারা আলিঙ্গিত কল্পবৃক্ষ। সহাস্য শিব-গুরুর পুত্রকে বারম্বার প্রণাম করিয়া নরপতি, যেন বরদান করিতে ভূতলে বিধাতা অবতীর্ণ হইয়া-ছেন বলিয়া তাঁহাকে বিবেচনা করিলেন। ২১। ২২। । ২৩। ২৪।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, বিপক্ষগণের শমন স্বরূপ ক্ষিতিপতি, দশ-সহস্র সুবর্ণমুদ্রা সমর্পণ পূর্ব্বক নিজ রচিত অপূর্ব্ব নাটকত্রয় বলিতে লাগিলেন। ২৫।

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণা, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আট প্রকার নাটকোক্তি রস। আত্মার শৌর্য্য, বীর্য্যাদি ধর্ম্ম, যেমন উৎকর্ষের হেতু, সেইরূপ শরীরী রসের উৎকর্ষ সাধক ও অচলাবস্থান অঙ্গ স্বরূপকে গুণ বলে। ঔদার্য্য সমতা, কান্তি, অর্থব্যক্তি, প্রসন্নতা, সমাধি শ্লেষ, মাধুর্য্য, ওজ ও সুকুমারতা এই দশ প্রকার নাট্যোক্ত গুণ। তন্মধ্যে মাধুর্য্য, ওজ ও প্রসন্নতা এই তিনটী গুণ প্রধান। কারণ, শৃঙ্গার, বীর ও করুণা ইহাই ইহাদের ব্যবহার হয়। এবং আট প্রকার রসের মধ্যে ঐ রসত্রয়পূর্ণ

বাচং ত্বং গৃহাণ বরমিত্যমূমূচে ॥২৬॥ তাং নিতান্ত-হৃদয়ঙ্গমসারাং গাং নিশম্য তুলিতামৃতধারাং ভূপতিঃ

বিমর্শঃ সন্ধিরিষ্যতে। বীজবন্তো মুখ্যাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথা-যথম্। ঐকার্থমুপবর্ণ্যন্তে যত্র নির্ব্বহণং হি তদিত্যাদি সন্ধিষু তত্ত্বং গ্রাম্যচেষ্টাদিবিনির্মুক্তত্বং। অতএব শোভনকবীনা মিষ্টং কবিষু শোভনত্বং রসগ্রাহিত্বং এবম্বিধনাটকত্রয়ং স শ্রীশঙ্করঃ সংগ্রহেণাকর্ণ্য সুষ্ঠু বাক্যস্তমমুং রাজানং বরং গৃহাণে ত্যুবাচ ॥ ২৬ ॥ নিতান্তমত্যন্তং হৃদয়ঙ্গমো মনোহরঃ সারো যস্যাং তুলিতাঽমৃতধারা যা যত্তাঙ্গাম্বরং গৃহাণেতি বাচ্যং নিশম্য

নাটকেরই বহুল পরিমাণে প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। আহ্লাদকত্বের নাম মাধুর্য্য। ইহা শৃঙ্গার রসে দ্রব করিবার কারণ। করুণ ও শান্তরসে তাহা অত্যন্ত দ্রবকারণ। দীপ্তিদ্বারা আত্মবিস্মৃতির কারণকে ওজো গুণ বলে। বীররসেই তাহার অবস্থান। করুণ ও শান্তরসে মাধুর্য্যগুণ যেমন শৃঙ্গার রসাপেক্ষা অধিক হয়, সেইরূপ ওজোগুণও বীররসাপেক্ষা বীভৎস ও রৌদ্ররসে ক্রমশঃ অধিক হইয়া থাকে। শুষ্ককাষ্ঠস্থিত অগ্নি-তুল্য এবং নির্ম্মল জল তুল্য সহসা যাহা অন্যকে ব্যাপ্ত করে তাহাকে প্রসাদগুণ বলে। প্রসাদ গুণের সর্ব্বত্র অবস্থান হইয়া থাকে। গুণসংশ্লিষ্ট বর্ণযোজনার নাম রীতি। যথা গৌড়ী, মাগধী, পাঞ্চালী লাটী,ও বৈদর্ভী, হাস্যরসে লাটী, করুণা ও ভয়ানক রসে পাঞ্চালী, শান্ত বা করুণারসে মাগধী, ও রৌদ্রসে গৌড়ী, শৃঙ্গার রসে বৈদর্ভী। নাট্যোক্ত রস কেহ আট কেহ নয় প্রকার স্বীকার করেন। শান্তকে করুণ রসের অন্তর্গত করিলেই আট

স রচিতাঞ্জলিবন্ধঃ সোপমং সুতমিয়েষ সুসন্ধঃ ॥২৭॥ নে। চিতায় মমহাটকমেতদ্দেহি নস্তু গৃহবাসি-জনায় ঈহিতং তব ভবিষ্যতি শীঘ্রং যাহি পূর্ণ-

রচিতোঽঞ্জলিবন্ধো যেন স বদ্ধাঞ্জলিঃ সুষ্ঠু সন্ধা প্রতিজ্ঞা যস্য স ভূপতিঃ স্বোপমং স্বসদৃশং পুত্রমিয়েষ ইচ্ছতিস্ম ॥ ২৭ ॥ এবং প্রার্থিতঃ শ্রীশঙ্কর স্তং রাজান মুবাচ। এতৎ সহস্রসংখ্যা-কং হাটকং মম হিতায় নাস্তি তর্হি কথং বিধেয়মিতি তত্রাহ। নোঽস্মাকং গৃহবাসিজনায় তু দেহি তবেহিতং মনসাঽভিলষিতং শীঘ্রং ভবিষ্যতি। তস্মাৎ পূর্ণমনসা শীঘ্রং যাহি গচ্ছেতি। মধ্যনণি-

প্রকার নতুবা নয় প্রকার রস। রীতি বিষয়েও সেই-রূপ মতান্তর আছে। তবে বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী এই তিন প্রকার রীতি প্রধান। তাহার যুক্তি ঐ রসানুসারেই হইয়া থাকে। বৈদর্ভী শৃঙ্গারে, গৌড়ী বীরে ও পাঞ্চালী করুণারসে। নাটকে পাঁচটী সন্ধি আছে। যথা; মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, সাবমর্দা ও উপসংহৃতি। নানা অর্থ ও রসসম্ভূত বীজ-সমুৎপত্তির নাম মুখ। লক্ষ্য ও অলক্ষ্য বীজের শক্তির নাম প্রতিমুখ। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বীজের বারম্বার অন্বেষণ করাকে গর্ভ বলে। যে কোন কারণে অবমর্দ (বিমর্শ) সন্ধি হইয়া থাকে। যে স্থানে বীজযুক্ত মুখ ও প্রতিমুখাদি যথাযোগ্য বিকীর্ণ থাকিয়া তাহাদের একার্থ বর্ণিত থাকে তাহাকে উপসংহৃতি বা নিবর্হণ সন্ধি বলে। যদি ইতর লোকের মত চেষ্টাদি না থাকে তাহাই সন্ধির উৎকর্ষ জানিবে।

এইরূপ রস, কোমল গুণ ও রীতি বিশিষ্ট, এবং

মনসেত্যবদত্তং ॥ ২৮ ॥ রাজবর্য্যকুলবৃদ্ধিনিমিত্তাং ব্যাজহার রহসি শ্রুতিবিত্তাম্। ইষ্টিমস্য সকলেষ্ট-বিধাতুস্তুষ্টিমাপ হিতয়া ক্ষিতিনেতা ॥ ২৯ ॥ স-বিশেষবিদা সভাজিতঃ কবিমুখ্যেন কলাভৃতাম্বরঃ। অগমৎ কৃতকৃত্যধী র্নিজাং নগরীমস্য গুণানুদী-রয়ন্ ॥ ৩০ ॥ বহবঃ শ্রুতিপারদৃশ্বনঃ কবয়োঽধ্যে-ষত শঙ্করাদ্গুরোঃ। মহতঃ সুমহান্তি দর্শনান্যধি-গন্তুং ফণিরাজকৌশলীম্ ॥ ৩১ ॥ পঠিতং শ্রুত মাদরাৎ পুনঃ পুনরালোক্য রহস্যনূনকম্। প্রবি-ভজ্য নিমজ্জতঃ সুখে স বিধেয়ান্ বিদধেত মাং

ন্যায়েন শীঘ্রপদমুভয়ত্র সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ২৮ ॥ এবং জনসমাজ উক্ত্বা পুনঃ রহসি একান্তে রাজবর্য্যকুলস্য বৃদ্ধে র্নিমিত্তভূতাং শ্রুতি-প্রসিদ্ধাং বিত্তং ক্লীবে ধনে বাচ্যলিঙ্গং খ্যাতে বিচারিত ইতি মেদিনী। অস্য রাজ্ঞঃ সকলেষ্টানাং বিধাতা পুরুষস্য তস্য ইষ্টিং পূজাং ব্যাজহার তৎপ্রকার মুক্তবান্। তয়া ইষ্ট্যা ভূমিনেতা রাজা তুষ্টিমাপেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ বিশেষজ্ঞেন কবিমুখ্যেন শ্রীশঙ্ক-রেণ সভাজিতঃ পূজিতঃ কলাভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ কৃতং কৃত্যং যয়া সা বুদ্ধি র্যস্য স রাজাঽস্য গুণান্ বর্ণয়ন্ স্বীয়াং নগরীমগমৎ গতবান্ বি° ॥ ৩০ ॥ এবং কেবল ভূমিং তে র্ব্বরপ্রদানাদিক-মুপবর্ণ্য বৃত্তান্তান্তরং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে। বহবঃ শ্রুতিপারদৃশ্বানং বেদপারং দৃষ্টবন্তঃ কবয়ঃ শ্রীশঙ্করাখ্যতঃ গুরো র্মহান্তি দর্শনানি শাস্ত্রাণি ফণিরাজস্য শেষস্য কুশলতামধিগন্তুমধ্যেষতাধ্যায়নং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ পঠিতং শ্রুতমনূনক মখণ্ডমাদরাদ্রহস্যো-কান্ত আলোক্য প্রবিভজ্য চ সারাসারবিভাগং বিধায় নিজসুখে নিমজ্জতঃ বিধেয়ান্ শিষ্যান্ স সুধীঃ শ্রীশঙ্করো বিদধেত মাং

ভদ্র সন্ধিদ্বারা সুন্দর, অতএব শোভন ও কবিদিগের হৃদয়গ্রাহী, ঈদৃশ নাটকত্রয় শঙ্করাচার্য্য সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া সুভাষী রাজাকে "বরগ্রহণ কর" এই কথা বলিতে লাগিলেন। ২৬।

যাহার সারভাগ হৃদয়ঙ্গম; যাহার তুলনা অমৃত ধারার সহিত; সেই বরদানরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সৎপ্রতিজ্ঞ, ভূপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বসদৃশ পুত্র কামনা করিলেন। ২৭।

শঙ্কর প্রার্থিত হইয়া পুনরায় রাজাকে বলিতে লাগিলেন। এই সহস্র সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা আমা-দিগের কোন একজন গৃহস্থ লোককে দান কর। তোমার মনের অভিলাষ শীঘ্র পূর্ণ হইবে, এবং তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়া শীঘ্র গমন কর। ২৮।

শঙ্কর নির্জনে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র কুলের বৃদ্ধির কারণস্বরূপ, সমস্ত অভীষ্ট-পূরক শ্রুতি প্রসিদ্ধ পূজা রাজার নিকটে সমস্ত ব্যক্ত করিলেন। ক্ষিতি-শাসক রাজা, এইরূপ পূজা কথায় অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। ২৯।

কলাবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ নরপতি, বিশেষবিৎ কবিবর শঙ্কর কর্তৃক পূজিত হইয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া তাহার গুণ গান করিতে করিতে স্বীয় নগরী গমন করিলেন। ৩০।

পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট হইতে অনেক বেদ-পারদর্শী পণ্ডিতগণ, ফণিপতি অনন্ত সর্পের কৌ-শল অর্থাৎ ফণিভাষ্য জানিবার জন্য মহৎ দর্শন শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ৩১।

যে সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত অখণ্ড, পঠিত ও শ্রুত গ্রন্থ সকল নির্জনে পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও বিভাগ করিয়া দিয়া সুধীবর শঙ্কর, শিষ্যদিগকে আত্মসুখে নিমগ্ন করিতে লাগিলেন। ৩২।

সুধীঃ ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বার্থতত্ত্ববিদপি প্রকৃতোপচারৈঃ শাস্ত্রোক্তভক্ত্যাতিশয়েন বিনীতশালী। সন্তোষয়ন্ স জননীমনয়ৎ কিয়ন্তি সম্মানিতো দ্বিজবরৈ দিবসানি ধন্যঃ ॥ ৩৩ ॥ সা শঙ্করস্য শরণং স চ তজ্জনন্যাহ্যন্যোন্যযোগবিরহস্তনয়োরসহ্যঃ। নো বোঢ়ুমিচ্ছতি তথাপ্যমনুষ্যভাবাম্মেরুং গতঃ কিমভিবাঞ্ছতি দুষ্প্রদেশম্ ॥ ৩৪ ॥ কৃতবিদ্যমমুং

সম্যাক্ কৃতবান্ ॥ ৩২ ॥ বিনীতশালী বিনয়বান্ বসন্ ॥ ৩৩ ॥ অন্যোন্যস্য যোগস্য সংযোগস্য বিরহস্তয়োঃ শঙ্করতজ্জনন্যো রসহ্যো যদ্যপি তথাপি বোঢ়ুং পরিণয়ং কর্ত্তুং নো ইচ্ছতি স্ম তত্র হেতুমাহ। মনুষ্যাভাবাদ্দেবাধিদেবত্বাৎ মেরুং প্রাপ্তঃ কিং দুষ্প্রদেশং দুষ্টস্থানমভিবাঞ্ছতি নৈব বাঞ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ আপ্তাশ্চ বন্ধবশ্চ তে আপ্তাশ্চতে বন্ধবশ্চেতি বা। কৃতা সম্পাদিতা বিদ্যা যেন তমমুং শ্রিতং গার্হস্থ্যং যেন এবম্বিধং চিকীর্ষবঃ কর্ত্তুমিচ্ছবোঽনুরূপা গুণা যস্যাস্তথাভূতাং কন্যকাং দোষবর্জ্জিতেষু কুলেষ-

তিনি সমগ্র অর্থের তাৎপর্য্য জানিতে পারিলেও বিনয়ী হইয়া, যথার্থ উপচার এবং শাস্ত্রোক্ত ভক্তির আতিশয্যদ্বারা নিজ জননীকে সন্তুষ্ট করিয়া, ব্রাহ্মণ-প্রবর কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কিয়ৎ বৎসর যাপন করিলেন। ৩৩।

জননী শঙ্করের শরণ, এবং শঙ্কর জননীর শরণ ছিলেন বলিয়া যদ্যপি পরস্পরে বিরহ উভয়েরই অসহ্য হইয়াছিল, তথাপি তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাহার কারণ এই, যে ব্যক্তি দেবত্ব-নিবন্ধন সুমেরু প্রদেশে গমন করিয়া থাকে, সে কি কখন দুষ্ট প্রদেশ কামনা করে?। ৩৪।

চিকীর্ষবঃ শ্রিতগার্হস্থ্যমথাপ্তবন্ধবঃ। অনুরূপগুণামন্বিতয়ননবদ্যেষু কুলেষু কন্যকাম্ ॥ ৩৫ ॥ অথ জাতু দিদৃক্ষবঃ কলাববতীর্ণং মুনয়ঃ পুরদ্বিষম্। উপমন্যুদধিচিগৌতমত্রিতলাগস্ত্যমুখাঃ সমাযযুঃ ॥ ॥ ৩৬ ॥ প্রণিপত্য স ভক্তিসন্নতঃ প্রসবিত্র্যা সহ তান্ বিধানবিৎ। বিধিবন্মধুপর্কপূর্ব্বয়াপ্রতিজগ্রাহ সপর্য্যয়া মুনীন্ ॥ ৩৭ ॥ বিহিতাঞ্জলিনা বিপশ্চিতা

চিন্তয়দ্ বি° ॥ ৩৫ ॥ অথানন্তরং জাতু কদাচিৎ ত্রিপুরয়ং মহাদেবং কলৌ যুগে শ্রীশঙ্করাত্মনাঽবতীর্ণং দ্রষ্টুমিচ্ছব উপমন্যুপ্রমুখা মুনয়ঃ সমাযযুঃ ॥ ৩৬ ॥ ভক্ত্যা সম্যক্ নতো নম্রঃ প্রসবিত্র্যা-জনন্যা সহ প্রণামপূজাদিবিধানবিৎ স শ্রীশঙ্কর স্তান্মুনীন্ প্রণিপত্য প্রকর্ষেণনত্বা মধুপর্কঃ পূর্ব্বমাদৌ যস্যাস্তয়া সপর্য্যয়া পূজয়া প্রতিজগ্রাহ স্বাগতং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ বিহিতাঞ্জলিনা বিপশ্চিতা বিদুষা শ্রীশঙ্করেণ ভগবন্ত এতাঙ্গা-

আপ্ত বন্ধুগণ, কৃতবিদ্য শঙ্করকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, নির্দোষ কুলে ইহার অনুরূপ এক কন্যা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩৫।

অনন্তর একদিবস, কলিতে অবতীর্ণ ত্রিপুরারিকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া উপমন্যু, দধীচি গৌতম ত্রিতল ও অগস্ত্য প্রভৃতি মুণিগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। ৩৬।

ভক্তিনম্র ও পূজাদির সমুচিত বিধানবেত্তা শঙ্কর, জননীর সহিত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া মধুপর্ক ও স্বাগত প্রভৃতি পূজোপকরণদ্বারা তাঁহাদিগকে বিধি বিধানে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ৩৭।

বিনয়োক্ত্যার্পিতবিষ্টরা অমী। ঋষয়ঃ পরমার্থসংশ্রয়া অমুনা সাকমচীকরন্ কথাঃ ॥ ৩৮ ॥ নিজগাদ কথান্তরে মুনীন্ জননী তস্য সমস্তদর্শিনঃ। বয়মদ্য কৃতার্থতাং গতা ভগবন্তো যদুপাগতা গৃহান্ ॥ ৩৯ ॥ ক্ক কলি বহুদোষভাজনং ক্ক চ যুষ্মচ্চরণাবলোকনম্। তদলভ্যত চেৎ পুরা কৃতং সুকৃতং নঃ কিমিতি প্রপঞ্চয়ে ॥ ৪০ ॥ শিশুরেষ কিলাতি-

সনামি পরিগৃহ্যন্তামিতি বিনয়পূর্ব্বিকয়োক্ত্যাঽর্পিতা বিষ্টরা আসনানি যেভ্যস্তে পরমার্থস্য সংশ্রয়ো যেষাং তে মোক্ষনিষ্ঠা অমী ঋষয়োঽমুনা শ্রীশঙ্করেণ সহ কথাঃ কৃতবন্তঃ মোক্ষসংশ্রয়া যা ইতি কথানাং বা বিশেষণম্ ॥ ৩৮ ॥ কথানামন্তরেঽবসরে তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য জননী মুনীনুবাচ। যদুবাচ তদাহ। বয়মদ্য কৃতার্থতাং প্রাপ্তা যদ্ যস্মাদ্ভবন্তো গৃহানুপাগতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ভবদাগমনং ন কেবলং কৃতার্থতায়া এব সম্পাদকমপিতু জন্মান্তরীযানন্তসুকৃতসূচকমপীত্যাশয়েনাহ। ক্কেতি। বহুদোষভাজনং কলিঃ ক্ক। ক্কচ যুষ্মচ্চরণাবলোকনং। তথা চ সমস্ত

"হে ভগবন্! আপনারা এই সকল আসন গ্রহণ করুন" এইরূপ সবিনয় বাক্যে কৃতাঞ্জলি হইয়া শঙ্কর, তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করিবার পর মোক্ষনিষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহার সহিত মোক্ষ সম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ৩৮।

যখন মুনিদিগের সহিত শঙ্করের কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল, তখন তদীয় জননী সর্ব্বদর্শী মুনিদিগকে বলিতে লাগিলেন। আপনারা যখন আমাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন, তখন আমরা অদ্য কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। ৩৯।

দেখুন—সমস্ত দোষের আধার এই কলিকাল-

শৈশবে যদশেষাগমপারগোঽভবৎ। মহিমাপি যদদ্ভুতোঽস্য তদদ্বয়মেতৎ কুরুতে কুতূহলম্ ॥ ৪১ ॥ করুণার্দ্রদৃশাঽনুগৃহ্যতে স্বয়মাগত্য ভবদ্ভিরপ্যয়ম্। বদতাস্য পুরা কৃতং তপঃ ক্ষমমাকর্ণয়িতুং ময়া যদি ॥ ॥ ৪২ ॥ ইতি সাদরমীরিতাং তয়া গিরমাকর্ণ্য

দোষাশ্রয়ে কলিযুগেঽত্যন্তালভ্যং তৎ যুষ্মচ্চরণাবলোকনমলভ্যত চেত্তর্হি নোঽস্মাকং পুরাকৃতং পুণ্যং কিমিতি প্রপঞ্চয়ে তদ্বর্ণনমশক্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ এবং স্তুত্যাঽভিমুখী কৃতান্ মুনীন্ কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমারভতে শিশুরিতি। এষ ভবদগ্রে স্থিতঃ শিশুরতিবাল্যে সর্ব্বাগমপারগো যদভবৎ মহিমাপ্যস্য যদদ্ভুতো ভবদেতদ্দ্বয়ং কুতূহলং কুরুতে ॥ ৪১ ॥ ভবদাগমনমপ্যেতদদ্ভুতমাহাত্ম্যসূচকমিত্যাশয়েনাহ। ভবদ্ভিরপ্যত্যন্তালভ্যাদর্শনৈরপি। তত্রাপি স্বয়মাগত্য। তত্রাপি করুণার্দ্রদৃশাঽয়মনুগৃহ্যতে। তস্মাদস্য পুরাকৃতং তপো বদত ময়া আকর্ণয়িতুং যদি ক্ষমং যোগ্যং তর্হি ব্রূতেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ই বা কোথায়? এবং আপনাদিগের চরণ দর্শনই বা কোথায়?। সমস্ত দোষের আশ্রয় এই কলিযুগে যখন আপনাদের চরণ দর্শন লাভ করিতে পারিয়াছি, তখন আমাদের অবশ্যই কোন না কোন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃত থাকিবে। ৪০।

এবং আপনাদের সম্মুখে উপবিষ্ট এই বালক যে শৈশব কালের মধ্যেই সমস্ত শাস্ত্রের পারদর্শী হইয়াছে এবং ইহার যে অদ্ভুত মহিমা জন্মিয়াছে, এই দুইটীই এখন সকলের কৌতুক বর্দ্ধন করিতেছে। ৪১।

প্রথমতঃ আপনাদিগের আগমন হওয়াই দুর্লভ, দ্বিতীয়তঃ অনুগ্রহ করিয়া স্বয়ং আগমন; তৃতীয়তঃ দয়ার্দ্র নয়নে যে আপনারা এই বালকের উপর এত-

মহর্ষিসংসদি। প্রতিবক্তুমভিপ্রচোদিতো ঘটজন্মা প্রবয়াঃ প্রচক্রমে ॥ ৪৩ ॥ তনয়ায় পুরা পতিব্রতে তব পত্যা তপসা প্রসাদিতঃ। স্মিতপূর্ব্বমুপাদদে বচো রজনীবল্লভখণ্ডমণ্ডনঃ ॥ ৪৪ ॥ বরয়স্ব শতায়ুষঃ সুতানপি বা সর্ব্ববিদং মিতায়ুষম্। সুতমেকমিতীরিতঃ শিবং সতি! সর্ব্বজ্ঞ মযাচতাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥ তদভীপ্সিতসিদ্ধয়ে শিবস্তব ভাগ্যাত্তনয়ো যশস্বিনি! স্বয়মেব বভূব সর্ব্ববিন্ন ততোঽন্যোঽস্তি যতঃ সুরেষ্বপি ॥ ৪৬ ॥ ইতি তদ্বচনং নিশম্য সা মুনিবর্য্যং পুনরপ্যবোচত। কিয়দায়ুরমুষ্য ভো মুনে! সকলজ্ঞোঽস্যনুকম্পয়া বদ ॥৪৭ ॥

ইত্যেবং প্রকারেণ সাদরং যথা স্যাত্তথা সত্যোচ্চারিতাং বাচমাকর্ণ্য সাদর মাকর্ণ্যেতি বা। মহর্ষীণাং সংসদি সভায়াং তৈরেব প্রেরিতোঽভিপ্রেতোঽগস্ত্যঃ প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে ॥ ৪৩॥ সাক্ষাচ্ছিব এব তব পত্যাঽতি তপসা সমারাধ্য লব্ধো ন ত্বয়ং কশ্চিত্তপস্বীত্যাশয়েনাহ। তনয়াযেতি ত্রিভিঃ। হে পতিব্রতে! পূর্ব্বং তব পত্যা পুত্রার্থং তপসা প্রসাদিতো রজনীবল্লভস্য চন্দ্রস্য খণ্ডো মণ্ডনমলঙ্কারো যস্য স নিশাকরকলাশেখরো ভগবান্ শঙ্করো বচনমুপাদদে প্রোক্তবান্। ত্বয়া সহৈব তব পত্যা তপস্তপ্তমিতি দ্যোতনায় সম্বোধনম্ ॥ ৪৪ ॥ শৈবং বচন মুদাহরতি। বরয়স্বেতি অসর্ব্ববিদঃ শতায়ুষঃ সুতান্ বরয়স্বাপি বা সর্ব্বজ্ঞমল্পায়ুসমেকং সুতং বরয়স্বেতিঈরিত স্তব পতি র্হেসতি! সর্ব্বজ্ঞ মাত্মজ মযাচত ॥৪৫॥ তস্য তবপত্যুরভিলষিতস্য সিদ্ধয়ে স্বয়মেব শিবো ভাগ্যাত্তব তনয়ো বভূব। হে যশস্বিনীতি সম্বোধয়ন্ তব যশঃ যশঃখ্যাপনার্থং বভূবেতি সূচয়তি। নমু সর্ব্বজ্ঞমন্যমেব পুত্রং কুতো ন দত্তবানিতি চেত্তত্রাহ। যতঃ কারণাদ্দেবেষ্বপি তস্মাচ্ছিবাদন্যঃ সর্ব্বজ্ঞো নাস্তি তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ তস্যাগস্ত্যস্য বচনং মিতায়ুষমিত্যাদিরূপং শ্রুত্বা সা সতী মুনিশ্রেষ্ঠং পুনরপ্যুবাচ। ভো মুনে! যতঃ সকলজ্ঞোঽস্যতোঽমুষ্যায়ুঃ কিয়ৎপরিমিত মস্তি তৎকরুণয়া বদ। যত্তো মিতায়ুষমিতি শ্রুত্বা মম ত্রাসো জাত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

দূর অনুগ্রহ প্রকাশ করা এক্ষণে আমার শুনিবার যদি কোন বাধা না থাকে, আমার শুনিতে যদি অধিকার থাকে, তবে আপনারা ইহার জন্মান্তরীণ সুকৃত বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। শঙ্কর-জননীর সাদর সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য মুনি প্রত্যুত্তর বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৩।

হে পতিব্রতে! পূর্ব্বে তোমার স্বামী পুত্রের নিমিত্ত তপস্যাদ্বারা চন্দ্রার্দ্ধ-ভূষণ শঙ্করের আরাধনা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া হাস্য পূর্ব্বক তোমার স্বামীকে এই বাক্য বলিয়াছিলেন। ৪৪।

"তুমি মূর্খ, অথবা শতবর্ষ পরিমিত যাহাদের জীবন কাল থাকিবে এরূপ কতকগুলি পুত্র প্রার্থনা কর? না সর্ব্বজ্ঞ, পরিমিতায়ু এক পুত্র প্রার্থনা করিতে বাসনা?" হে সতি! মহাদেবের এই বাক্যে অনুযুক্ত হইয়া তোমার পতি শিবের নিকট এক সর্ব্বজ্ঞ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৪৫।

হে যশস্বিনি। তোমার পতির অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত, স্বয়ং শিব সৌভাগ্যক্রমে তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেবতা সত্বেও মহাদেব পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার কারণ এই, মনুষ্য লোকের কথা দূরে থাকুক, দেবলোকেও মহাদেব ভিন্ন আর কেহই সর্ব্বজ্ঞ নাই। ৪৬।

"পুত্র পরিমিতায়ু" অগস্ত্য মুনির এই সমস্ত

শরদোঽষ্ট পুনস্তথাষ্ট তে তনয়স্তাস্য তথাপ্যসৌ পুনঃ নিবসিষ্যতি কারণান্তরাদ্ভুবনেঽস্মিন্ দশ ষট্ চ বৎসরান্ ॥ ৪৮ ॥ ইতিবাদিনি ভাবিনীং কথা মৃষিমুখ্যে ঘটজে নিবার্য্য তম্। ঋষয়ঃ সহ তেন শঙ্করং সমুপামন্ত্র্য যযু র্যথাগতং ॥ ৪৯ ॥ সৃণিনা করিণীব সার্দ্দিতা শুচিনা শৈবলিনীব শোষিতা। মরুতা কদলীবকম্পিতা মুনিবাচা সুতবৎসলাঽভবৎ ॥৫০॥

এবং পৃষ্টো মুনিরুবাচ। শরদঃ সম্বৎসরাঃ অষ্ট তথা পুনরষ্টমিলিত্বা ষোড়শেতি যাবৎ। অস্য তব পুত্রাস্যায়ু র্যদ্যপি তথাপ্যসৌ তে তনয়ঃ কারণান্তরাদস্মিন্ ভুবনে ষোড়শসম্বৎসরান্ পুনর্নিবসিষ্যতি বাসং করিষ্যসি ॥ ৪৮ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ ভাবিনীং ভবিষ্যাং কথাং কুম্ভজেঽগস্ত্যে বাদিনি সতি মুনয়স্তং নিবার্য্য শ্রীশঙ্করং সমুপামন্ত্র্য তেন ঘটজেন সহ যথাগতং জগ্মুঃ ॥৪৯॥ অতিকষ্টদাং মুনিবাচং শ্রুতবতীং সতীং বর্ণয়তি। সৃণিনা অঙ্কুশেন হস্তিনীব সা মুনিবাচাঽর্দ্দিতা পীড়িতাঽভবৎ। শুচিনা আষাঢ়েন শৈবলিনী শৈবলং পদ্মকাষ্ঠং তৎসম্বন্ধিনী পুষ্করিণীব সা শোষিতাঽভবৎ। বায়ুনা কদলীব কম্পিতাঽভবৎ। যতঃ পুত্রবৎসলা ॥ ৫০ ॥ এবমতিকষ্টবতীং মাতরং শ্রীশঙ্করো বহুক্তবান্ তদুক্তমুপক্রমতে। অথ মাতু র্মুনিবাচাঽতিদুঃখপ্রাপ্তানন্তরং শোকেন পরীতা ব্যাপ্তা চেতনা বুদ্ধি র্যস্যাঃ তাং সংসারস্য স্থিতিং ক্ষণভঙ্গুররূপামবগম্যাকাণ্ডেঽসময়ে পরিদেবনা শোকঃ তব কিমর্থমপার্থেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ অতি চঞ্চলে শরীরে মূঢ়মতিরপি স্থিরবুদ্ধিং ন কুরুতে। ত্বং স্মৃতিযুক্তা তত্র তাং কর্ত্তুমিতাযোগ্যেতিবোধয়ন্নাহ। প্রবলো যোঽনিলো বায়ুস্তস্য বেগেন বেল্লিতোঽতিকং পিতোয়োধ্বজস্তস্য যচ্চী নদেশীয়মতিসূক্ষ্মং বস্ত্রং তস্য কোটিরগ্রভাগ স্তদ্বচ্চঞ্চলে কলেবরে শরীরে স্থিরবুদ্ধিং মূঢ়মতিরপি কঃ কুরুতে ন কোঽপীত্যর্থঃ। উক্তাশয়সূচকং সম্বোধনমম্বিকেতি। তথা চাম্বদ-

অথ শোকপরীতচেতনাং দ্বিজরাড়িত্থমুবাচ মাতরম্। অবগম্য চ সংসৃতিস্থিতিং কিমকাণ্ডেপরিদেবনা তব ॥৫১ ॥ প্রবলানিলবেগ বেল্লিতধ্বজচীনাংশুককোটিচঞ্চলে। অপি মূঢ়মতিঃ কলেবরে কুরু-

বাক্য শুনিয়া সতী, মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। হে মুনে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমার এই পুত্রের আয়ু কতদিন থাকিবে, ইহা দয়া করিয়া আমাকে বলুন। কারণ, "পুত্র মিতায়ু" এই কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস হইয়াছে। ৪৭।

তাহার কথা শুনিয়া মুনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন। যদ্যপি তোমার পুত্রের বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র, তথাপি তোমার পুত্র, অন্য কোন গূঢ় কারণে এই জগতে পুনর্ব্বার ষোড়শ বৎসর বাস করিবেন। ৪৮।

কুম্ভজন্মা অগস্ত্যমুনি এইরূপে ভবিষ্যৎ কথা বলিয়া এবং শঙ্করকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত যে স্থান হইতে তাঁহারা আসিয়াছিলেন পুনর্ব্বার তথায় প্রস্থান করিলেন। ৪৯।

অঙ্কুশদ্বারা হস্তিনী যেমন পীড়িত হয়, আষাঢ় মাসে পুষ্করিণী যেরূপ শুষ্ক হয়, বায়ুদ্বারা কদলীবৃক্ষ যেরূপ কম্পিত হয়; পুত্রবৎসলা সতীও তৎক্ষণাৎ অবিকল সেই দশা প্রাপ্ত হইলেন। ৫০।

অনন্তর মাতাকে শোকাকুল দেখিয়া দ্বিজবর শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। সংসারের অবস্থিতি ক্ষণভঙ্গুর জানিয়াও কেন অসময়ে আপনার এইরূপ খেদ উপস্থিত হইতেছে। ৫১।

তে কঃ স্থিরবুদ্ধিমম্বিকে ॥ ৫২ ॥ কতি নাম সুতা ন লালিতাঃ কতি বা নেহ বধূরভুঞ্জিহি ক সুতে ক চতাঃ কথাবয়স্তবসঙ্গঃ খলু পান্থসঙ্গমঃ ॥ ৫৩ ॥ ভ্রমতাং

ধ্বিকাহতিস্ক্ষ্মাহতিচঞ্চলে কলেবরে স্থিরবুদ্ধিস্ত্বৈবং শোচিতুমনর্হাসীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ কিঞ্চ তত্তজ্জন্মস্বনুভূতানাং পুত্রাদীনামানন্ত্যাৎ সর্ব্বেষাং শোকাসম্ভবাদেতে শোচ্যা এতেনেত্যস্মিন্ বিনিগমকাভাবান্ন কেঽপি শোচ্যা ইত্যাশয়েনাহ। কতীতি। ইহাস্মিন্ সংসারে কতি বধূ র্ললনানা ভুঞ্জিহি ন ভুক্তা তে সুতাঃ ক। তাবধূশ্চ ক বয়ঞ্চ ক। তথাচ ভবসঙ্গঃ পান্থানাং তত্তদ্দিগ্‌ভ্য আগতানাং পথিকানা মেকস্মিন্ প্রপাদৌ যথা সঙ্গম স্তদ্বত্তব সংগোপ্য মিয়তঃ ক্ষণভঙ্গুরশ্চেত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধং চেদ মিত্যাহ। খল্বিতি। তস্মাৎ কেঽপি শোচ্যা ন ভবন্তীত্যাশয়ঃ ॥৫৩॥ এবং

মাতঃ! প্রবল বায়ু কম্পিত পতাকার উপর চীনদেশীয় অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের অগ্রভাগের তুল্য অত্যন্ত চঞ্চল, এই কলেবরের প্রতি কোন মূর্খও স্থির বুদ্ধি প্রকাশ করেনা অতএব আপনি পণ্ডিতা হইয়াও কেন এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের উপর স্থির বুদ্ধি প্রকাশ করিতেছেন ?। ৫২।

এই সংসারে কত বার জন্ম হইয়া থাকে। প্রত্যেক জন্মেই কত শত পুত্র পৌত্র জন্মিয়াথাকে, তাহারাও অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া "ইহার জন্য শোক করা উচিত, উহার জন্য শোক করা উচিত নয়" এইরূপ একটী কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিতে পারা যায় না। ভাবিয়া দেখুন এই সংসারে আপনি কত শত পুত্র লালন পালন করিয়াছেন ? এবং আমিও কতশত রমণী উপভোগ না করিয়াছি ?। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক্ষণে সেই সকল পুত্রই বা কোথায় ? এবং রমণীগণই বা কোথায়? আর আমরাই বা কোথায় রহিয়াছি

ভববর্ত্মনি ভ্রমায়হি কিঞ্চিৎ সুখমস্বলক্ষয়ে। তদবাপ্য চতুর্থমাশ্রমং প্রযতিষ্যে ভববন্ধমুক্তয়ে ॥৫৪॥ ইতি কর্ণকঠোরভাষণশ্রবণাদ্বাষ্পপিনদ্ধকণ্ঠয়া। দ্বিগুণী-

শোকাপহারকৈ র্বাক্যৈ র্মাতরং প্রবোধ্য স্বেন যদবশ্য কর্ত্তব্যং তদাহ। ভ্রমতামিতি সংসার মার্গে ভ্রমাদজ্ঞানাত্ত্ব মতাং কিঞ্চিদপি সুখং ন লক্ষয়েঽপি তু জননীজঠরবাসাদিরূপং দুঃখমেবেতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি। হে অম্বেতি হি যস্মাদেবং তস্মাচ্চতুর্থং সংন্যাসাশ্রমমবাপ্য সংসারলক্ষণাদ্ বন্ধাদ্বিমুক্ত্যর্থং প্রকর্ষেণ যত্নং করিষ্যামি ॥৫৪॥ এবং শ্রীশঙ্করবাক্যমুদাহৃত্য তদ্বচনেন দ্বিগুণীকৃতশোকায়াঃ সত্যা বচনমুদাহর্ত্তুমাহ। ইত্যেবং প্রকারেণ যৎ কর্ণয়োঃ কঠোরং দুঃস্পর্শমং চতুর্থমাশ্রমমিত্যাদিরূপং তস্য শ্রবণাৎ বাষ্পৈরশ্রুভিঃ পিনদ্ধোঽপিহিতঃ কণ্ঠো। যস্যা দ্বিগুণী-

ইহা আপনি নিশ্চিত জানিবেন, ভব সঙ্গ কেবল পান্থ সমাগম মাত্র। পথিকগণ যেমন নানা দিগ্‌ দেশ হইতে আগমন করিয়া এক পান্থ শালায় মিলিত হয় এবং পরদিন কে কোথায় যায় তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারা যায়না। ৫৩।

অজ্ঞান বশতঃ যাহারা নিয়ত সংসারপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে আমি অণুমাত্র তাহাদের সুখ দেখিতে পাইনা। বরং ঐ পথে জঠর যন্ত্রণা প্রভৃতি কত শত অপার দুঃখ ঘটিয়া থাকে। হে মাতঃ! যখন সংসারের এইরূপ দুর্দ্দশা, অতএব আমি চতুর্থাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভববন্ধন মোচনের জন্য যত্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।। ৫৪।

এই চতুর্থাশ্রম গ্রহণরূপ পুত্রের কর্ণ কঠোর বচন শ্রবণ করিয়া বাষ্পজলে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ও শোক দ্বিগুণতর রূপে বাড়িয়া উঠিল।

কৃতশোক যা তয়া জগদেগদ্গদবাক্য যা মুনিঃ ॥৫৫॥ ত্যজবুদ্ধিমিমাং শৃণুষ মে গৃহমেধী ভব পুত্রমাপ্নুহি। যজ চ ক্রতু ভিস্ততো যতি র্ভবিতাস্যঙ্গসতাময়ং ক্রমঃ॥ ৫৬॥ কথমেকতনুভবা ত্বয়া রহিতা জীবিতু মুৎসহেঽবলা। তনয়ৈব শুচৌর্ধ্ব দৈহিকং প্রমৃতায়াং ময়ি কঃ করিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ ত্বমশেষ বিদপ্যপাস্য মাং জরঠাং বৎস কথং গমিষ্যসি। দ্রবতে হৃদয়ং কথং ন তেন কথঙ্কারমুপৈতি বা দয়াম্ ॥৫৮॥ এবমব্যথাং তাং বহুধাশ্রয়ন্তীমপাস্তমোহৈ র্বহুভি-

কৃতঃ শোকো যস্যা অতএব গদ্গদং বাক্যং যস্যাস্তয়া মুনিঃ শ্রীশঙ্করো জগদে কথানি প্রত্যায়ঃ এবম্ভূতা সা মুনিং জগাদেত্যর্থঃ ॥৫৫ যদুবাচ তদাহ। ত্যজেতি। ইদানীমেব চতুর্থাশ্রমং প্রাপ্য প্রযতিষ্য ইতীমাং বুদ্ধিং ত্যজ। তর্হি কিং কর্ত্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ। মে মম বচনং শৃণু। কিং তদিতি তত্রাহ। গৃহমেধী গৃহস্থো ভব। কিং তত ইত্যত আহ॥ পুত্রং প্রাপ্নুহি। ক্রতুভি র্যজনঞ্চ কুরু। ততস্তদনন্তরং যতি র্ভবিতাসি ভবিষ্যসি। অঙ্গ হে পুত্র! সতাং শাস্ত্রোক্তোঽয়মেব ক্রম ইত্যর্থঃ তথাচ স্মৃতিঃ। ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েদিতি ॥ ৫৬ ॥ কিঞ্চ একস্তনুভবঃ পুত্রো যস্যাস্তথাবিধাঽবলাঽহং ত্বয়া বিরহিতা শুচা শোকেনৈব জীবিতুং কথমুৎসহে। পুত্রস্য তবৈবর্দ্ধদুঃখদাতৃত্ব মনুচি মিতি সূচয়ন্] সম্বোধয়তি তনয়েতি। পাঠান্তরে তনয়েত্যনেন সম্বন্ধনীয়ং কিঞ্চ যদর্থং ত্বমুৎ পাদিতস্তদৌর্দ্ধ দৈহিকমপি প্রমৃতায়াং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥৫৭॥ কিঞ্চাল্প বিদাপি বৃদ্ধা জননী ন পরিত্যজ্যতে। যদি কেনচিদতি মূঢ়েন ত্যজ্যতে তর্হি ত্যজ্যতাং। ত্বং ত্বশেষজ্ঞোঽপি মাং স্বমাতরং তত্রাপি বৃদ্ধাং ত্যক্তুমত্যযোগ্যাং পরিত্যজ্য কথং গমিষ্যসি মামপাস্য গন্তমত্যন্তাযোগ্যোং সীত্যর্থঃ। বৎস! গমনং যথাযোগ্যোঃ পীড়াকরং তথা তব গমনং মমেতি দ্যোতয়ন্ সম্বোধয়তি। বৎসেতি! এবমুক্তমপ্যদ্রবীভূতান্তঃকরণং পুত্রমালক্ষ্যাহ। দ্রবত ইতি নমু বাস্তবসম্বন্ধাভাববিদো মম কাপি মমত্বাভাবাৎ স্নেহবশাৎ কথং মে হৃদয়ং দ্রবীভূতং ভবেদিত্যাশঙ্কাতত্ত্ববিদামতিদয়ালুত্বশ্রবণাত্তে হৃদয়ং দয়াং কথং ন প্রাপ্নোতীত্যাহ। ন কথমিতি বা ॥ ৫৮ ॥ এবং প্রকারেণ বহুধা ব্যথাং পীড়ামাশ্রয়ন্তীং তাং মাতরমপাস্তস্তিরস্কৃতো মোহোঽবিবেকো যৈস্তৈ র্বহুভি-

---

পরে গদ্গদস্বরে মুনিকে (পুত্রকে) বলিতে লাগিলেন। ৫৫।

বৎস! তুমি যে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবে বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ, শীঘ্রই সে বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমার বাক্য শ্রবণ কর, গৃহস্থ হও, পুত্রলাভ কর এবং যাগ করিয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে পূজা কর; অনন্তর তুমি যতি হইও। হে পুত্র! তুমি ইহাও জানিবে সজ্জনদিগের চিরসেবিত রীতি। । ৫৬।

হে পুত্র! আমি অবলা রমণী এবং তুমি মাত্র কেবল আমার এক পুত্র। তবে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলে আমি কি করিয়া জীবন ধারণ করিব। তদ্ব্যতীত তুমি যখন প্রস্থান করিবে ঐ সময়ে আমি যদি তোমার শোকে মরিয়া যাই তখন কে আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।? । ৫৭।

হে বৎসে! তুমি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও পুত্রপ্রাণা প্রাচীনা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে গমন করিবে? আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার হৃদয় কেন দ্রব হইল না? এবং দয়া কেন তোমাকে স্পর্শ করিল না?। ৫৮।

এই প্রকারে তাঁহার জননীকে বহুবিধ পীড়া

র্ব্বচোভিঃ। অম্বামশোকাং বিদধাদ্বিধিজ্ঞঃ শুদ্ধাঽষ্টমে চিন্তয়দেতদন্তঃ ॥৫৯॥ মম ন মানসমিচ্ছতি সংসৃতিং ন চ পুনর্জ্জননী বিজিহাসতি। ন চ গুরুর্জ্জননী তদুদীক্ষতে তদনুশাসনমীষদপেক্ষিতম্॥ ॥৬০॥ ইতি বিচিন্ত্য স জাতু মিমংক্ষয়া বহুজলাং সরিতং সমুপাযযৌ। জলমগাহত তত্র সমগ্রহীজ্জলচরশ্চরণে জলমীয়ুষঃ ॥৬১॥ স চ রুরোদ জলে জলচারিণা ধৃতপদো হ্রিয়তেঽম্ব করোমি কিম্। চলিতুমেকপদং ন চ পারয়ে বলবতা বিবৃতোরুমুখেন হ ॥৬২॥ গৃহগতা জননী তদুপাশৃণোৎ পর-

র্ব্বচোভি র্ব্বিধিং শোকনিবৃত্তিপ্রকারং জনাতীতি বিধিজ্ঞঃ শ্রীশঙ্করঃ শোকরহিতাং বিদধাদকৃত। ততশ্চ শুদ্ধেঽষ্টমবর্ষেঽন্তর্ম্মনসি এতদ্বক্ষ্যমাণমচিন্তয়ৎ। অষ্টমবর্ষাত্মকস্য কালস্য শুদ্ধত্বং কলিমলশূন্যত্বং উ॰ ॥৫৯॥ যদচিন্তয়ত্তদ্দর্শয়তি। মমেতি। মম মনঃ সংসৃতিং সংসৃতিসাধনং প্রবৃত্তিমার্গং নেচ্ছতি। জননী পুন র্ন চ জিহাসতি হাতুং ত্যক্তুং নৈবেচ্ছতি। মামিতি বিপরিণামেন সংসৃতিপদং বাঽনুষঞ্জনীয়ং। নন্বু জননী সংসৃত্যতিবাঞ্ছিনং ত্বাং তব মনসাঽনিষ্ঠিতাং সংসৃতিং বা কুতো ন জিহাসতীত্যাশঙ্ক্য তস্যাস্তদীক্ষণাভাবাদিত্যাহ। ন চেতি তাং সংসৃতিং তন্মানসমিতি বা। নহু ত্বয়া প্রসহ্য প্রবোধনীয়েতি চেত্তত্রাহ। গুরুরিতি। অতএব সংন্যাসাশ্রয়ণে তস্যা ঈষদনুশাসনস্তাঽপেক্ষিতং ক্রঙ৹ ॥৬০॥ এবং মনসি শ্রীশঙ্করকৃতাং চিন্তামুপবর্ণ্য ঈষদনুশাসনং গ্রহীতুং তৎকৃতং চরিত্রং বর্ণয়তি। ইত্যেবং প্রকারেণ বিচিন্ত্য স কদাচিন্মজ্জনেচ্ছয়া বহুজলাং নদীং সমুপায়যৌ গত্বা জলমগাহত। তত্র নদ্যাং জলং প্রাপ্তবত শ্চরণে জলচরঃ সম্যগগ্রহীৎ ॥৬১॥ স চ রুরোদ রোদনং কৃতবান্ বলবতা বিবৃতমুক রহস্য ুবং যস্য তেন জলচারিণা গ্রাহেণ ধৃতো গৃহীতঃ পাদো যস্য স হে অম্ব জলে হ্রিয়তেহতঃ কিং করোমি। নন্বু জলাদ্বহিঃ কুতো নায়াসীত্যাশঙ্ক্যাহ। একং পদং চলিতুং ন চ পারয়ে সমর্থো ন ভবামি হেতি খেদে ॥৬২॥ তৎ স্বসুতরো-

ও শোক আসিয়া আশ্রয় করিবার পর, শোক নিবারণের উপায়বিৎ শঙ্কর, অবিবেকনাশী বচন দ্বারা তাঁহাকে শোক বিরহিত করিলেন। এবং কলিকালে যাহা একান্ত দুর্লভ, সেই সমস্ত অসাধারণ বিষয় তিনি অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমের সময়ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

এক্ষণে আমার মন আর সংসার কামনা করে না। কিন্তু জননীরও দেখিতেছে আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা নাই। তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবারও শক্তি নাই, কারণ তিনি গুরু। এবং তাঁহারও সে বিষয়ে তত দর্শন নাই। অতএব সংন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে জননীর ঈষৎ অনুশসান অপেক্ষা করিলেন। পরে ঐইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একদিন জলমগ্ন হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বহুজলপূর্ণ এক নদীর তটে গমন করিলেন। নদার নিকটে আসিয়া যখন জলে অবগাহন করিলেন, তৎকালে এক প্রকাণ্ড কুম্ভীর আসিয়া তাহার পদদ্বয় ধারণ করিল। ৬০। ৬১।

তিনি রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, এক বলিষ্ঠ জলচর কুম্ভীর, ভীষণ মুখ ব্যাদান করিয়া আমার পদদ্বয় ধরিয়া রাখিয়াছে, এবং জলের দিকে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। মা! এখন আমি কি করিব? এখন আর এমন কোন শক্তি নাই যে ইহার মুখ

বশা দ্রুতমাপ সরিত্তটম্। মম মৃতেঃ প্রথমং শরণং ধবস্তদনু মে শরণং তনয়োঽভবৎ ॥ ৬৩ ॥ স চ মরিষ্যতি নক্রবশঙ্গতঃ শিব! ন মেঽজনি হন্ত পুরা-মৃতিঃ। ইতি শুশোচ জনন্যপি তীরগা জলগ তাত্মজবক্ত্র গতেক্ষণা ॥ ৬৪ ॥ ত্যজতি নূনময়ং চরণং চলো জলচরোঽম্ব তবানুমতেন মে। সকল-সংন্যসনে পরিকল্পিতে যদি তবানুমতিঃ পরিকল্পয়ে ॥ ৬৫ ॥ ইতি শিশৌ চকিতা বদতি স্ফুটং ব্যধিত সানুমতিং দ্রুতমম্বিকা। সতি সুতে ভবিতা মম দর্শনং মৃতবতস্তদ্ভুনেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ তদনু

দনং গৃহস্থা জননী উপাশৃণোৎ। শ্রুত্বা চ পরবশাঽতিবিকলা ক্রতমাশু সরিত্তটমবাপ। তীরং গতা সা জনন্যপি জলগতস্য পুত্রস্য মুখং গতে প্রাপ্তে ঈক্ষণে নেত্রে যস্যাঃ সা ইতি শুশোচ। কথমিত্যত আহ মম মৃতেরিতি মরণাৎ প্রথমং মম শরণং পতিস্ততঃ পতিমৃত্যনন্তরং পুত্রো মে শরণমভবৎ। স চ তনয়ো মরিষ্যতি যতো ন ক্রস্য জলজন্তো র্বশং গতো হন্তাতি-কষ্টং হে শিব! পুরা পূর্ব্বমুচিতা মম মৃতি র্ম্মরণং নাজনি নাভূৎ। শিবো পাসকায়া মমাশিবপ্রাপ্তিরত্যন্তানুচিতেতি সম্বোধনাশয়ঃ ইত্যেবং শুশোচেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ এবমতিশোকপরীতাং মাতর মালক্ষ্যাহ। ত্যজতীতি হে অম্ব! মে চরণময়ং চঞ্চলো-জলচরস্তেঽনুমতেন সকলে সংন্যসনে পরিকল্পিতে সতি ত্যজতি তথাচ যদি তবানুমতিস্তর্হ্যহং পরিকল্পয়ে সকল সংন্যাসনমিতি বিপরিণামেন সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ৬৫ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ স্ফুটং যথাস্যাত্তথা শিশৌ বদতি সতি চকিতা সাঽম্বিকা দ্রুতং শীঘ্র মনুমতিমনুমোদনং ব্যধিত্যকৃত। স্ফুটমিতি মধ্যমণিন্যায়ে-নাত্রাপি সম্বন্ধনীয়ং। শীঘ্রানুমতিকরণে হেতুং তৎকৃতং নিশ্চয়ং দর্শয়তি। সতি সুতে সুতস্য দর্শনং মম ভবিষ্যতি মৃতবতস্তু তদ্দ-শনং ন ভবিষ্যতীতি বিশেষেণ নিশ্চয়োঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

হইতে অব্যাহতি পাইয়া এক-পদ গমন করিতে পারিব। ৬২।

তাঁহার জননী গৃহে বসিয়া পুত্রের সেই ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এবং বিকলচিত্তে শীঘ্রই নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তীরে আসিয়া জলগ্ন পুত্রের মুখের উপর দৃষ্টি নিপতিত করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার মরণের পূর্ব্বেই আমার একমাত্র গতি পতির মৃত্যু হয়। তৎপরে পুত্রই আমার একমাত্র শরণ ছিল। আজি দুর্ভাগ্য ক্রমে সে পুত্রও কুম্ভীরের আক্রমণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল! হায়! এ কি কষ্ট? মহাদেব! আমি আপনার কত আরাধনা ও উপাসনা করিয়া এই পুত্র-রত্ন লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে। আপনার পদসেবক হইয়া, (আমার মৃত্যু-না হইয়া) দেব! আমার এ কি সর্ব্বনাশ হইল?। ৬৩। ৬৪।

মা! আপনার অনুমতি ক্রমে আমি যদি সমস্ত বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই চঞ্চল ও ক্রূর জলচর নিশ্চয়ই আমার চরণ দ্বয় ছাড়িয়া দিবে। এক্ষণে আপানার করিয়া অনুমতি হইলেই তদ্দণ্ডে আমি সমস্ত ত্যাগ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। ৬৫।

এইরূপে বালক স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবার পর, তদীয় জননী পুত্রের সংন্যাস গ্রহণে সত্বর অনুমোদন প্রকাশ করিলেন। শীঘ্র অনুমোদন করিবার কারণ এই যে, যদি পুত্র জীবিত

তদনু সংন্যসনং মনসা ব্যধাদথ মুমোচ শিশুং খল-নক্রকঃ। শিশুরুপেত্য সরিত্তটমত্র সন্ প্রসুবমে-তদুবাচ শুচা বৃতাম্ ॥ ৬৭ ॥ মাতর্ব্বিধেয়মনুশাধি যদত্র কার্য্যং সংন্যাসিনা তদু করোমি ন সন্দিহেঽহং। বস্ত্রাশনে তব যথেষ্টমমী প্রদেয়ু র্গৃহ্ণন্তি যে ধনমিদং মম পৈতৃকং যৎ ॥৬৮॥ দেহেঽম্ব! রোগবশগে চ সনাভয়োঽমী দ্রক্ষ্যন্তি শক্তিমনুসৃত্য মৃতিপ্রসঙ্গে। অর্থগ্রহাজ্জনভয়াচ্চ যথাবিধানং কুর্য্যুশ্চ সংস্কৃতিমমী ন বিভেয়মীষৎ ॥ ৬৯ ॥ যজ্জীবিতং জলচরস্য মুখাত্তদিষ্টং সংন্যাসসঙ্গরবশান্মম দেহ-

তস্যা মাতুরনুমতেঃ পশ্চাৎ শ্রীশঙ্করঃ মনসা সংন্যসনং ব্যধাৎ অথ সংন্যসনানন্তরং দুষ্টজলচরঃ শিশুং মুমোচ। সংসারাখ্যোনাজ্ঞানজলচরেণ দুষ্টনক্রেণ গৃহীতস্য সংন্যাসং বিনা ন মোক্ষ ইত্যাশয়ঃ। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ। শিশুরত্র সন্ নদীতটমুপেত্য শোকেন ব্যাপ্তাং জননীমেতদ্বক্ষ্যমাণমুবাচ ॥৬৭॥ যদুবাচ তদাহ হে মাতর্ব্বিধেয়মাজ্ঞাপয় অত্রাস্মিন্ লোকে যৎসংন্যাসিনা কর্ত্তুং যোগ্যং তন্নিশ্চয়েন করোমি নাহং সন্দিহে সংশয়যুক্তো ন ভবামি। নমু সন্ন্যাসিনা সংগ্রহশূন্যেন ত্বয়াহকর্ত্তব্যং ভোজনাচ্ছাদনপ্রদানং কঃ করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ বস্ত্রেতি। যে ধনমিদং গৃহ্ণন্তি অমী বস্ত্রাশনে তব যথেষ্টং প্রদেয়ুঃ। যৎ যস্মাৎ ধনং মম পিতৃসম্বন্ধি তস্মাদিত্যর্থঃ। যন্মম পৈতৃকং তদিদমিতি বা যং ॥ ৬৮ ॥ নমু সংন্যস্য ত্বয়ি গতে রোগাধীনে মদ্দেহে সতি মরণপ্রাপ্তৌ চ কে দ্রক্ষ্যন্তীতি চেত্তত্রাহ দেহ ইতি। হে মাতঃ! তব দেহে রোগবশগে চ পুনর্ম্মরণপ্রসক্তৌ অমী সনাভয়ঃ সপিণ্ডাঃ শক্তিমনুসৃত্য দর্শনং করিষ্যন্তি। মরণানন্তরং দাহাদিসংস্কারং যথাবিধানং কুর্য্যুস্তত্র হেতুদ্বয়মাহ। অর্থস্য মম পৈতৃকধনসগ্রহণাজ্জনানাং তস্মাদন্যমপি ভয়ং ত্বয়া ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ সংস্কৃতিকামী কুর্য্যুরিতি সুতোক্তমসহমানা সত্যুবাচ যদিতি। সংন্যাসস্য সঙ্গরোঽঙ্গীকৃতি-

থাকে, তবেই তাহার দর্শন পাইতে পারিব। কিন্তু পুত্রের মৃত্যু হইলে আর এই দুরদৃষ্টে পুত্র দর্শন ঘটিয়া উঠিবে না। ৬৬।

মাতার অনুমতি হইবার পর শঙ্কর তৎক্ষণাৎ মনে মনে সংন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই দুষ্টকুম্ভীর বালককে পরিত্যাগ করিল। বস্তুতঃ সংসাররূপ দুষ্টকুম্ভীর যদি আক্রমণ করে, তখন সংন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় ভিন্ন মোক্ষ হইবার কোন প্রত্যাশা নাই। শিশু তখন নদীর তটে আসিয়া ভয় পাইতে লাগিল, এবং শোকাকুলা জননীকে এই সমস্ত কথা বলিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥

মা! এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আজ্ঞা করুন? এই সংসারে সংন্যাসী হইয়া যাহা করিতে হয়, সে সমস্ত আমি নিশ্চয়ই করিব এ বিষয়ে আমি অনুমাত্রও সন্দেহ করিনা। যদিচ আমি সংন্যাসী হইলে আমার কিছু মাত্র সংগ্রহ থাকিবে না, এবং আপনার কোন সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিব না বলিয়া এবং আপনার অন্নবস্ত্রের কষ্ট হইবে বলিয়া মনে মনে শঙ্কা জন্মিয়া থাকে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর মাত্র। কারণ, যাহারা এই সমস্ত অর্থ গ্রহণ করিবে, তাহারা আপনাকে যথেষ্ট আহার এবং বস্ত্রাদি প্রদান করিবে। এ সমস্তই আমার পৈতৃক ধন, তখন এ চিন্তা করিবেন না। এবং আমি সংন্যাসী হইয়া গমন করিলে যদি আপনার শরীরের কোন পীড়া হয়, অথবা মৃত্যু সম্ভাবনা ঘটে,

পাতে। সংস্কারমেতা বিধিবৎ কুরু শঙ্কর ! ত্বং নো চেৎ প্রসূয় মম কিং ফলমীরয় ত্বং ॥৭০॥ অহন্যস্ব ! রাত্রিসময়ে সময়ান্তরে বা। সঞ্চিন্তয় স্ববশগাঽবশগাথ বা মাং। এষ্যামি তত্র সময়ং সকলং বিহায় বিশ্বাসমাপ্নুহি মৃতাবপি সংস্করিষ্যে ॥ ৭১ ॥ সংন্যস্তবান্ শিশুরয়ং বিধবামনাথাং ক্ষিপ্তেতি মাং প্রতি কদাপি ন চিন্তনীয়ং। যাবন্ময়া স্থিতবতা

স্তম্বণাজ্জলচরস্য মুখাদ্‌যজ্জীবিতং তব মজ্জীবনং তদিষ্টং সঞ্জয়োঽস্মীকৃতে যুষ্মীতি বিশ্বপ্রকাশঃ। তথাপি মম দেহস্য পাতে সতি যত্র কাপি স্থিতস্ত্বমাগত্য বিধিবন্মম দাহাদিসংস্কারং কুরু। ননু সংন্যাসিনো মম দাহাদিকর্ম্মণ্যধিকারাভাবাৎ কথমেবং বদসীতি চেত্তত্রাহ। হে শঙ্কর ! পরমেশ্বরস্য তব ন কিঞ্চিদপি দোষাবহমিতি ভাবঃ। ননু তথাপি লোকবিরুদ্ধত্বাৎ কিমর্থমেবং বিধেয়মিতি তত্রাহ। নো চেদিতি। মরণানন্তরং দাহসংস্কারস্যাপ্যলাভে সতি ত্বামুৎপাদ্য ময়া কিং ফলং লব্ধমিতি ত্বমেব কথয় ॥ ৭০ ॥ এবং স্বদাহসংস্কারে প্রতিনির্বন্ধবতীমতিদুঃখিতাং মাতরমালক্ষ্য শ্রীশঙ্কর উবাচ। হে অম্ব ! অহ্নি দিবসে স্ববশগা স্বাধীনা রোগাদিনা পরাধীনাঽবশগা বা মাং চিন্তয়। তত্র তব চিন্তনসময়ে সর্ব্বং সময়মাচারং বিহায়াগমিষ্যামি। সময়ঃ শপথাচারসিদ্ধান্তেষ্বিতি মেদিনী। মদুক্তে বিশ্বাসং প্রাপ্নুহি। মৃতাবপি সংস্কারং করিষ্যে ॥৭১॥ সংন্যাসিনা কর্ত্তুমযোগ্যমপ্যঙ্গীকুর্ব্বতো মমৈকা প্রার্থনা ত্বয়াপ্যবশ্যং স্বীকর্ত্তব্যেত্যাশয়েনাহ অয়ং শিশু র্বিধবামনাথাং মাং ত্যক্ত্বা সংন্যাসং

এই সমস্ত জ্ঞাতিগণ যথাশক্তি আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আমার পৈতৃক ধন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এবং লোকাপরাধ ভয়ে তাহারাই আপনার মরণান্তে সমস্ত দাহাদি সংস্কার্য্য কার্য্য করিবে। অতএব সে বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র ভীত হইবেন না। । ৬৮ । ৬৯ ।

"জ্ঞাতিগণ দাহাদি করিবে" পুত্রের এই বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার মাতা বলিতে লাগিলেন। তুমি সংন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। এবং তজ্জন্যই কুম্ভীরমুখ হইতে পুনরায় তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে। এত কষ্টের পর তোমার জীবন প্রাপ্তি যে আমার একান্ত আদরণীয় তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। তথাপি আমার দেহপতন সময়ে তুমি যেখানে থাক, আসিয়া বিধিবিধানে আমার দাহাদি সংস্কার করিও। তুমি সংন্যাসী হইলে যদি চ আমার দাহাদি-কার্য্যে তোমার কোনই অধিকার নাই, তথাপি তুমি ভূমণ্ডলে শঙ্কররূপী বলিয়া তোমার একার্য্য কিছুতেই দোষাকর নহে। এবং লোক-বিরুদ্ধ বলিয়া যদি একার্য্য না কর, তবে মরণাবসানে আমার দাহাদি সংস্কার না হইলে তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া আমার কি ফল লাভ হইল, তাহা তুমিই বল দেখি ? । ৭০ ।

দাহকার্য্যে জননীকে একান্ত ক্ষুণ্ণ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। মা ! দিবসে, রাত্রিকালে, কিম্বা অন্য কোন সময়ে স্বাধীনভাবে অথবা রোগাদিদ্বারা পরাধীন হইয়া আপনি আমার যখনই চিন্তা করিবেন আমি তখনই আচার পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিকটে আগমন করিব। আপনি আমার এই বাক্যে বিশ্বাস করুন এবং মরণ সময়েও আমি আপনার দাহাদি সংস্কার করিব। ৭১ ।

ফলমাপনীয়ং মাতস্ততঃ শতগুণং ফলমাপয়িষ্যে ॥ ৭২ ॥ ইত্থং স মাতরমনুগ্রহণেচ্ছুরুক্ত্বা প্রোচে সনাভিজনমেষ বিচক্ষণাগ্র্যঃ । সংন্যাসকল্পিতমনা ব্রজিতোঽস্মি দূরস্তাং নিক্ষিপামি জননীমধবাং ভবৎসু ॥ ৭৩ ॥ এবং সনাভিজনমুত্তমমুত্তমাগ্র্যঃ শ্রীমাতৃকার্য্যমভিভাষ্য করদ্বয়েন । সংপ্রার্থয়ন্ স্বজননীং বিনয়েন তেষু নিক্ষেপয়ন্নয়নজাম্বু নিরিক্ষমানাম্ ॥ ৭৪ ॥ আত্মীয়মন্দিরসমীপগতাং যথাসৌ চক্রে বিদূরগনদীং জননীহিতায় । তত্তীরসংশ্রিতযদূদ্বহধাম কিঞ্চিৎ সা নিম্নগাহরভত তাড়য়িতুং তরঙ্গৈঃ ॥৭৫

কৃতবানিতি মাং প্রতি কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ত্বয়া ন চিন্তনীয়ং। নন্থ ত্বয়া পরিত্যক্তত্বাদতিকষ্টবত্যা ময়া কথং ন চিন্তনীয়মিতি তত্রাহ । স্থিতবতা ময়া যৎ পরিমিতং ফলং ত্বয়া প্রাপ্তব্যং হে মাতঃ ! তস্মাচ্ছতগুণং ফলমহং প্রাপয়িষ্যে ॥ ৭২ ॥ অনেন প্রকারেণ মাতরমুক্ত্বা স গোত্রজমনুবাচেত্যাহেত্থমিতি । যদুবাচ তদাহ সংন্যাসেতি। সংন্যাসায় কল্পিতং মনো যেন সোঽহং দূরং গন্তুমুদ্যতোঽস্মি তস্মাৎ পতিরহিতাং তাং জননীং ভবৎসু রক্ষার্থং স্থাপয়ামি ॥ ৭৩॥ এবং প্রকারেণোত্তমং সনাভিজনমুত্তমাগ্রঃ শ্রীশঙ্করঃ শ্রীমাতৃকার্য্যং সম্যগুক্ত্বা মুকুলিতেন হস্তদ্বয়েন সম্যক্ প্রার্থয়ন্ স্বস্ নেত্রজাম্বুভি র্নিরিক্ষমানাং মাতরং সঃ বিনয়েন তেষু সনাভিজনেষু নিক্ষেপয়ৎ ॥ ৭৪ ॥ সংন্যাসগ্রহণায় শ্রীশঙ্করস্য গমনং বর্ণয়িষ্যন্ গমনসময়ে স যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়িতুমারভতে আত্মীয়েতি। অথানন্তরমসৌ যাং বিদূরগাং নদীং মাতুর্হিতায় স্বীয়মন্দিরসমীপগতাং চক্রে তত্তাত্তীরং সংশ্রিতস্য যদুশ্রেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম স্থানং কিঞ্চিৎ সা নদীতরঙ্গৈস্তাড়য়িতুমারভত ॥ ৭৫ ॥ কিঞ্চ বর্ষাসু হরৌ দেবেন্দ্রে বর্ষতি

সংন্যাসী হইলে যে সকল কার্য্য করা উচিত নহে, আমি তাহাও করিতে অঙ্গীকৃত হইলাম। কিন্তু আপনিও আমার একটী প্রার্থনা অবশ্যই স্বীকার করিবেন ?। "আমি বিধবা ও অনাথা, অতএব আমাকে ত্যাগ করিয়া শঙ্কর আমার সংন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিল" আমার উপর এ বিষয়ের জন্য কদাচ চিন্তা করিবেন না। আমি পরিত্যাগ করিয়া যাইব বলিয়া যদিচ অত্যন্ত কষ্টও হয়, তথাপি চিন্তা করা উচিত নহে। কারণ, আমি গৃহে থাকিলে আপনি যে পরিমাণে ফল পাইবেন মা, তাহা হইতে শতগুণ ফল আমি আপনাকে প্রদান করিব। ৭২।

বিচক্ষণের শিরোমণি এই বালক জননীর হিতসাধনে ব্যগ্র হইয়া এই সমস্ত কথা জননীকে বলিতে লাগিলেন। অনন্তর জ্ঞাতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া এক কথা বলিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমার মন সংন্যাস ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইয়াছে, আমি দূরে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। অতএব আমার এই বিধবা জননীকে আপনাদের নিকটে রক্ষার্থ স্থাপন করিলাম। ৭৩।

সর্ব্বোত্তম শঙ্কর এইরূপে একপ্রধান জ্ঞাতিকে আপনার জননীর বিষয় বলিয়া কৃতাঞ্জলি হস্তে উত্তমরূপে প্রার্থনা করিয়া অশ্রুজলসিক্ত জননীকে সবিনয়ে তাঁহাদের নিকট নিক্ষেপ করিলেন। ৭৪।

অনন্তর তিনি (দূরগামিনী যে নদীকে মাতার হিতসাধনার্থ নিজভবনের নিকটবর্ত্তিনী করিয়াছিলেন) অদ্য সেই নদী তটস্থ কৃষ্ণ মন্দির, তরঙ্গদ্বারা তাড়াইয়াদিতে আরম্ভ করিল। ৭৫।

বর্ষাসু বর্ষতি হরৌ জলমেত্য কিঞ্চদন্তঃপুরং ভগবতোঽথ নুনোদ মৃৎসাম্। আরব্ধ মূর্ত্তিরনঘা চলিতুং ক্রমেণ দেবোঽবিভেদিব ন মুঞ্চতি ভীরুহিংসাম্ ॥৭৬

প্রষ্টাতুকামমনঘং ভগবাননঙ্গবাচাঽবদৎ কথমপি প্রণিপত্য মাতুঃ। পাদারবিন্দযুগলং পরিগৃহ্য চাজ্ঞাং শ্রীশঙ্করং জনহিতৈকরসং স কৃষ্ণঃ ॥৭৭॥ আনেষ্ট দূরগনদীং কৃপয়া ভবান্ যাং সা মাতিমাত্রমনিশং বহুলোর্ম্মিহস্তৈঃ। ক্লিশ্নাতি তাড়নপরা বদ কোঽভ্যুপায়ো বস্তুং ক্ষমে ন নিতরাং দ্বিজপুত্র! যাসি ॥৭৮॥ আকর্ণ্য বাচমিতি তামতনুং গুরু র্নঃ প্রোদ্ধৃত্য কৃষ্ণ-

সতি ইন্দ্রোহৃশ্চ্যবনোহরিরিতি হলায়ুধঃ। কিঞ্চিজ্জলং ভগবতো বিষ্ণোরন্তঃপুরমাগত্য মৃৎসাং প্রশস্তাং মৃত্তিকামথ নুনোদ। ততশ্চানঘদ্যা কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ ক্রমেণ চলিতুমারব্ধ প্রবৃত্তা। নহু তজ্জলং তদ্ধিংসাং কুতো ন মুক্তবদিতি তত্রাহ। দেবোঽবিভেদিব তয়ং প্রাপ্ত ইবাভবৎ। ভীরুহিংসাং চ কোঽপি ন ত্যজতীত্যন্ত ইত্যর্থঃ। ॥৭৬॥ এবং নদ্যা ক্লেশিতো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোঽনঙ্গয়াঽশরীরয়া বাচা শ্রীশঙ্করমবদৎ উক্তবান্। তং বিশিনষ্টি মাতুশ্চরণকমলদ্বন্দ্বং প্রণিপত্য কেনাপি প্রকারেণ মাতুরাজ্ঞাং চ পরিগৃহ্য গন্তুকামং সকলদোষবিনির্মুক্তং এতেন স্বস্যাজ্ঞানাদিদোষনিবৃত্ত্যর্থং তস্য গমনেচ্ছা বারিতা। তর্হি কিমর্থং তস্য গমনেচ্ছেত্যত আহ। জনানাং হিতং একো মুখ্যো রসো যস্য তং। তথা চ লোকোপকারায় তস্য গমনং সংন্যাসগ্রহণাদিকমিতি ভাবঃ ॥৭৭॥ যদুবাচ তদাহ যাং দূরগনদীং ভবান্ কৃপয়া আনীতবান্ সাঽহমাস্তং নিরন্তরমমস্তোর্ম্মিরূপৈর্হস্তৈস্তাড়নপরা মাং ক্লিশ্নাতি। ক্লেশনিবৃত্তৌ বদ কোঽভ্যুপায়ো যতো বস্তুং ন সমর্থো ভবামি। হে দ্বিজপুত্র! ত্বং যাস্যতঃ স্মুতরাং বস্তুং ন ক্ষমে ইত্যর্থঃ ॥৭৮॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তং শ্রুত্বা কিং কৃতবানিত্যাপেক্ষায়ামাহাকর্ণ্যেতি। ইত্যেবং তামতনুমশরীরাং বাচং শ্রুত্বা নোঽস্মাকং গুরুরিতি গ্রন্থকারোক্তিঃ। অচলমপি কৃষ্ণং শনৈর্কৈভুজাভ্যাং প্রকর্ষেণাঙ্গভঙ্গাদিকং বিনৈবোদ্ধৃত্য

বর্ষাকালে ইন্দ্র জলবর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ জল ভগবান্ বিষ্ণুর অন্তঃপুরে আগমন করিয়া প্রশস্ত মৃত্তিকা সকল খণ্ডন করিয়া ফেলিল। অনন্তর ক্রমশ সেই অনঘ মূর্ত্তি চলিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন ঐ দেবতা ভীত হইয়াছেন। এই জগতে কেহই ভীরুলোকের প্রতি হিংসা ত্যাগ করেনা,এই নিমিত্তই জলের অদ্য এতদূর প্রাচুর্ভাব হইয়াছে। ৭৬।

এইরূপে নদীর তরঙ্গে ব্যথিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৈববাণী করিয়া পবিত্রাত্মা শ্রীমান্ শঙ্করকে বলিতে লাগিলেন। আপনি জননীর পাদাম্বুজ প্রণাম করিয়া এবং জননীর আজ্ঞাগ্রহণ করিয়া জগন্নিবাসী মানবমণ্ডলের হিতসাধনার্থে স্বকীয় চিত্ত অর্পণ করিয়া গৃহ হইতে গমন ও সংন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি যে দূরবর্ত্তিনী নদীকে দয়া করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই নদী আমাকে তাড়িত করিবার প্রত্যাশায় অনবরত উত্তাল তরঙ্গমালারূপ বাহুদ্বারা ক্লেশ প্রদান করিতেছে। একণে বলুন ক্লেশ নিবৃত্তির উপায় কি? হে দ্বিজকুমার! আপনিত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, একণে আপনার অবিদ্যমানে আমি কি করিয়া আর এই স্থানে অবস্থিতি করিব। বস্তুতঃ আপনি স্থির জানিবেন, আমি কদাচ আপনার অদর্শনে এই স্থানে বাস করিতে পারিব না। ।৭৭।৭৮।

গচলং শনৈর্ভুজাভ্যাম্। প্রাতিষ্ঠিপন্নিকটএব ন যত্র বাধা নদ্যেত্যুদীর্য্য সুখম.স্ব চিরায় চেতি ॥৭৯॥ তস্মাৎ স মাতুরপি ভক্তিবশাদনুজ্ঞামাদায় সংসৃতিমহাব্ধি-বিরক্তিমান্ সঃ। গন্তুং মনো ব্যধিত সংন্যসনায দূরং কিং নৌস্থিতঃ পতিতুমিচ্ছতি বারিরাশৌ ॥ ৮০ ॥

সমীপ এব প্রকর্ষেণ পুনশ্চলনং যথা ন স্যাত্তথা স্থাপিতবান্। ননু নিকটস্থাপনেন পুনরপি নদীবাধা ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ। যস্মিন্ স্থানে নদ্যা বাধা নাস্তি তত্রেত্যর্থঃ। চিরকালং সুখমুপবিশে-ত্যুক্ত্বা চাত্রাতিষ্ঠিপদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ তস্মাচ্ছ্রীকৃষ্ণাৎ ভক্তি-বশাৎ স্বমাতুরপ্যনুজ্ঞাং গৃহীত্বা সংসারমহাসমুদ্রাদ্বিরক্তিমান্ সংন্যসনায় দূরং গন্তুং মনোঽকৃত। কিমর্থমিত্যত আহ। কিমিতি নৌকায়াং স্থিতঃ সমুদ্রে কিং পতিতুমিচ্ছতি নৈবেচ্ছতি। তদ্বৈরাগ্যাদিলক্ষণনৌস্থিতঃ সংসারসমুদ্রে পতিতুং নৈবেচ্ছতী-

অনন্তর গ্রন্থকার বলিতে লাগিলেন, আমাদিগের গুরু শঙ্করাচার্য্য এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া অচল মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে অল্পে অল্পে বাহুদ্বারা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার নিকটে (নদীদ্বারা যাহাতে কোন রূপ বাধা না হয়, এইভাবে) "তুমি এই স্থানে চিরকাল উপবেশন কর" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ৭৯ ॥

ভক্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের এবং মাতার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সংসাররূপ মহাসমুদ্র হইতে বিরক্তিভাব অবলম্বন করিয়া সংন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত দূরে যাইতে মনন করিলেন। তাহার কারণ এই, যে ব্যক্তি নৌকার উপর আরোহণ করিয়া থাকে, সে কখনই সমুদ্রে পতিত হইতে ইচ্ছা করে না। আমাদিগের আচার্য্য বৈরাগ্যলক্ষণ তরণীর উপর

ইত্থং সুধীঃ স নিরবগ্রহমাতৃলক্ষ্মীশানুগ্রহো ঘটজবোধিতভাবিবেদী। একান্ততো বিগতভোগ্যপদার্থতৃষ্ণঃ কৃষ্ণে প্রতীচি নিরতো নিরগান্নিশান্তাৎ॥ ৮১ ॥ যস্য ত্রিনেত্রাপরবিগ্রহস্য কায়েন

ত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥ ইত্থমনেন প্রকারেণ স সুধীঃ নিশান্তাৎ সদ্মনান্নিরগাৎ নির্গতবানিতি যোজনা। নিশান্তবস্ত্যসদনং ভবনাগারমন্দিরমিত্যমরঃ। তং বিশিনষ্টি। মাতা চ লক্ষ্মীশশ্চ মাতৃলক্ষ্মীশৌ নিরবগ্রহো নিরবধি র্মাতৃবিষ্ণোরনুগ্রহো যস্মিন্ এতেন মাতৃশ্রীকৃষ্ণাভ্যাং প্রসন্নতাপূর্ব্বকং প্রেষিত ইতি বোধিতং। মহতি-শীঘ্রং কিমর্থং গতবানিত্যত আহ। ঘটজেনাগস্ত্যেন বোধিতং ভবিষ্যং জানাতীতি তথা। ননু জীবনোপায়মেব কুতো ন কৃত-বানিত্যত আহ। অত্যন্তং বিগতা নিবৃত্তা ভোগ্যপদার্থেভ্যো দেহাদিভ্যস্তৃষ্ণা যস্য সঃ। যতঃ কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়ত ইত্যুক্তত্বাৎ কৃষ্ণে প্রতীচিপ্রত্যগভিন্নে ব্রহ্মণি নিতরাং রত ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

অধিরূঢ় আছেন, অতএব তিনি কখনই সংসার-সাগরে পতিত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। ৮০।

মাতার এবং কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণের শঙ্করের উপর অনবধি অনুগ্রহ ছিল বলিয়া তাঁহারা শঙ্করকে প্রসন্ন হইয়া, গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। শীঘ্র যাইবার কারণ এই যে, যে কার্য্য করিতে হইবে, অগস্ত্য মুনি সেই সমস্ত জ্ঞাতকরাইয়া দিলে তিনি তাহা সমস্তই জানিয়া ছিলেন। এবং জীবনের সার্থকতা স্বরূপ দার পরিগ্রহাদি না করিবার কারণ এই, সংসারে যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া ছিল। শাস্ত্রকারেরা কৃষ শব্দে ভূমি ও ণ শব্দে মোক্ষ, এই দুইটী অক্ষর একত্র করিয়া কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকে থাকেন

নাস্থীয়ত দৃক্‌পথেঽপি। তন্মূলকঃ সংসৃতিপাশবন্ধঃ কথং প্রসজ্যেত মহানুভাবে ॥ ৮২ ॥ স্মরেণ কিল মোহিতৌ বিধিবিধূ চ জাতূৎপথৌ তথাঽহমপি মোহিনীকচকুচাদিবীক্ষাপরঃ। অগামহহ মোহিনীমিতি বিমৃশ্য সোঽজাগরীদ্‌যতীশবপুষা শিবঃ স্মরকৃতার্ত্তিবার্ত্তোজ্‌ঝিতঃ ॥ ৮৩ ॥ নিষ্পত্রাকুরুতাঽসুরানপি সুরানাস্মারঃ সপত্রাকরোদপ্যাসনিহ নিষ্কলাকৃততরাং গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরান্। যো ধানুষ্কবরো নরানবললসাৎ কৃত্বোদলাসীদলং যস্তস্মিন্নশুশূরতৈষ মুনিভির্ব্বর্ণ্যঃ কথং শঙ্করঃ ॥ ৮৪ ॥ শান্তিশ্চাবশ-

তস্মিন্নেতচ্চিত্রমিত্যাহ। যস্য ত্রীণি নেত্রাণি কামদাহকাগ্নিসোম-সূর্য্যাত্মকানি যস্য সঃ। অপরো বিগ্রহো যস্য তস্যাপরবিগ্রহস্যেতি বা। দৃষ্টিপথেঽপি কামেন নাস্থীয়ত কামঃ স্থাতুং ন শক্তস্তস্মিন্ মহানুভবে কামমূলকঃ সংসৃতিপাশবন্ধঃ কথং প্রসজ্যেত ॥ ৮২ ॥ নহু নিত্যমুক্তস্য শিবস্য সংস্থানেন কিমাধিক্যমিতি চেত্তত্রাহ। বিধি র্ব্রহ্মা বিধুশ্চন্দ্রস্তৌ কামেন মোহিতৌ জাতু কদাচিদুৎপথৌ চ সুতাগুরুদারয়োস্তারাগ্রহণে চোন্মার্গৌ চ তথাঽহমহং শিবোঽপি কামেন মোহিতো মোহিন্যাঃ কেশস্তনাদিনিরীক্ষণপরোঽহহ-হেত্যাশ্চর্য্যে মোহিনীমগামহমগচ্ছমিতি বিচার্য্য সঃশিবো যতীশস্য বপুষা কামনে কৃতায়াঃ পীড়ায়াঃ বার্ত্তায়াপ্যুজ্‌ঝিতোঽজাগরীদজাগরিষ্যেত্যর্থঃ পৃথ্বী ॥ ৮৩ ॥ কিঞ্চ যো ধানুষ্কবরো ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠো মারঃ কামোঽসুরান্ নিষ্পত্রাকুরুত সপুঙ্খানাং শরাণামপরপার্শ্বে নির্গমনান্নিষ্পত্রান্ কৃতবান্। তথা সুরানপি সপত্রাকরোৎ সপুঙ্খশরপ্রবেশনেন সপত্রান্ কৃতবান্। সপত্রনিষ্পত্রাদতিব্যথন ইতি ডাচ্। তথাঽস্মিনপি গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরানিহ জগতি নিষ্কলাকৃততরাং নির্গতঃ কুলমন্তরবয়বানাং সমূহো যেভ্যস্তথাভূতানত্যন্তং কৃতবান্। নিষ্কুলান্নিষ্কোষণে ইতি ডাচ্। তথা নরানবললসাৎ সাকল্যেনাগ্নিরূপান্ কৃত্বা ভৃশং দগ্ধ্বা-লমুদলাসীৎ সমাগ্নীলিম্নানভূৎ তস্মিন্ কামে যঃ অশুশূরত শূরত্বং কৃতবান্ সৈষঃ শ্রীশঙ্করো মুনিভিঃ কথং বর্ণ্যো ন কথমপীত্যর্থঃ। শার্দ্দূ॰ ॥ ৮৪ ॥

এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য কৃষ্ণশব্দের পরব্রহ্ম অর্থ বুঝা ইয়া থাকে। সুতরাং তিনি এই সমষ্টি পদার্থের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপর একান্ত রত ছিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ৮১।

কামদাহক অগ্নি, চন্দ্র এবং সূর্য্য এই তিনটী যাঁহার নেত্র, সেই নূতন এবং অপর শরীরধারী শঙ্করের নয়ন পথে অদ্য মদনও অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহে। অতএব মহানুভাব শঙ্করের উপর সেই কামমূলক সংসার পাশবন্ধ কিরূপে প্রসক্ত হইবে?। যিনি কামদগ্ধ করিয়াছেন তাঁহাকে কখনই কামমূলক সংসার পাশ বদ্ধ করিতে পারে না। ৮২।

বিধাতা এবং চন্দ্র কামশরে তাড়িত হইয়া কোন সময়ে বিধি কন্যাগমন ও চন্দ্র গুরুপত্নী তারাগমন করিয়া উৎপথে পদার্পণ করিয়া ছিলেন। এবং আমি শিব, আমিও মোহিনীর কেশ-পাশ ও স্তনাদি দর্শন করিয়া মোহিনীর নিকট গমন করিয়া ছিলাম ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সমস্ত বিচার করিয়া মহাদেব যতীশমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কাম কৃত পীড়ার সম্বন্ধ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া ঐ বিষয়ে অতিশয় জাগরূক থাকিতেন। ৮৩।

কন্দর্প, অসুর এবং দেবতাদিগকে অত্যন্ত শরবিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর দিগের অন্তরঙ্গ সকল ব্যথিত ও মনুষ্য দিগকে দগ্ধ করিয়া নিরন্তর উল্লাসিত হইতেন। সেই ধনুর্দ্ধারীদিগের অগ্রগণ্য কাম-

যন্মনো গতিমুখা দান্তি স্ম কৃৎস্নং ক্রিয়া আধাত্ত বিষয়া-
ন্তরাদুপরতিঃ ক্ষান্তির্মৃদুত্বং ব্যধাৎ। ধ্যানৈকোৎ-
সুকতাং সমাধিবিততিশ্চক্রে তথা স প্রিয়া শ্রদ্ধা হ-
ন্তবস্তু প্রথাহস্য তু কুতো বৈরাগ্যতো বেদ্মি নো ॥৮৫॥

বিজনতাবনিতাপরিতোষিতো বিধিবিতীর্ণকৃতান্ত-
তনুস্থিতিঃ। পরিহরন্মমতাং গৃহগোচরাং হৃদয়-

কিঞ্চাস্য শ্রীশঙ্করস্য ভূদেৰ বৈরাগ্যতঃ কস্মাৎ বৈরাগ্যাৎ পর-বৈরাগ্যাদপরবৈরাগ্যাদ্বা শান্তিঃ। শ্রবণাদ্যতিরিক্তাখিলবুদ্ধি-ব্যাপারেভ্যঃ স্বাধিকারানুপযুক্তেভ্যোঽফলত্বজ্ঞানপূর্ব্বকশ্চিত্ত-নিরোধঃ সা মনোঽবশয়ৎ বশমনয়ৎ। তথা দান্তির্বাহ্যভূতবাহ্য-ব্যাপারেভ্যো বাহ্যকরণনিরোধঃ সা গতিমুখাঃ ক্রিয়া ন্যক্কৃৎ গমনাদানবদনবিসর্গানন্দস্পর্শনদর্শনাস্বাদনাঘ্রাণাত্মিকাঃ ক্রিয়া বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থশ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনঘ্রাণাখ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারা-নরুদ্ধৎ সংরুদ্ধবতী। তথোপরতিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ নিত্যানামপি বিহিত এব ত্যাগঃ সা বিষয়ান্তরাচ্ছ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়াত্তা উক্তক্রিয়া আধাত্ত সাধারণং স্তম্ভনং কৃতবতী। তথা ক্ষান্তিঃ স্বাধিকারাপেক্ষিতজীবনবিচ্ছেদকাতিরিক্তানাং শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বানাং সহিষ্ণুতা সা মৃদুত্বং কোমলতাং ব্যধাৎ বিহিতবতী। তথা সমাধিবিততি র্বিধিৎসিত শ্রবণাদিবিরোধিনিদ্রাদিনিরো-ধেন চেতসোঽবস্থানং সমাধিস্তস্য সন্ততি ধ্যানৈকোৎসুকতাং চক্রে আস্থেতি বা পাঠঃ। তথা শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বেতি শ্রুতৌ বহু বিত্তমিতি প্রথা যস্যাঃ সা শ্রদ্ধা গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাস-রূপা ক্রিয়া আস বভূবেতি নো বেদ্মি এতৎ সর্ব্বং কস্মাদ্বৈরাগ্যা-জ্জাতমিতি ন জানামীত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ এবং শ্রীশঙ্করস্যোপবর্ণ্য তস্য গমনং বর্ণয়তি। বিজনতেতি। জনসমূহশূন্যতালক্ষণয়া বনি-তয়াহহ্লাদনয়া তোষং প্রাপিতো বিধিনা দৈবেন বিতীর্ণেন দত্তেন

দেবের উপরেও যিনি শূরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই শঙ্করের মহিমা কিরূপে বর্ণিত হইবে ? ।৮৪।

শ্রবণ মননাদি হইতে অতিরিক্ত এবং স্বস্ব অধিকারে অনুপযুক্ত নিখিল বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সফলত্ব জ্ঞানে চিত্ত-রোধ করার নাম শান্তি। সেই শান্তি কোন্ বৈরাগ্য হইতে তাঁহার মন বশীভূত করিয়াছিল ? বাহ্যবিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয় রোধ করার নাম দম। সেই দমগুণ, গমন, আদান বদন, বিসর্গ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, ও ঘ্রাণাত্মক ক্রিয়া সকল ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা এবং ঘ্রাণ এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার রোধ করিয়াছিল। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে নিত্য-কর্ম্মের যথাবিধি বর্জ্জনের নাম উপরতি। সেই উপরতি তাঁহার বিষয়ান্তর হইতে পৃথক্ ক্রিয়া-সমূহের সাধারণ স্তম্ভন করিয়াছিল। রাগ, দ্বেষ, শীত, উষ্ণ ইত্যাদি দুইটী দুইটী পদার্থের সহি-ষ্ণুতার নাম ক্ষান্তি বা ক্ষমাগুণ। সেই ক্ষমা, সকল বিষয়ে তাঁহার কোমলতা প্রদান করিয়াছিল। শ্রবণ মননাদির বিরোধী নিদ্রাদির নিরোধ করিয়া যথাস্থানে চিত্তের অবস্থানের নাম সমাধি। সেই সমাধি সকল ধ্যানকার্য্যে একমাত্র ঔৎ-সুক্য প্রকাশ করিত। গুরু-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। এই সমস্ত যে তাঁহার কোন বৈরাগ্য হইতে ঘটিয়াছিল ? তাহা আমি জানিনা। ৮৫।

বিজনতা-রমণী তাহাঁকে সন্তুষ্ট করিলে দৈব-দত্ত ভোগে নিজ শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত গৃহ-

গেন শিবেন সমং যযৌ ॥ ৮৬ ॥ গচ্ছন্ বনানি সরিতো নগরাণি শৈলান্ গ্রামান্ জনানপি পশূন্ পথি সোঽপ্যপশ্যন্। নম্বৈন্দ্রজালিক ইবাদ্ভুতমিন্দ্রজালং ব্রহ্মৈবমেব পরিদর্শয়তীতি মেনে ॥ ৮৭ ॥ বাদিভি র্বিজনিজাধ্বকর্শিতাং বর্ত্তয়ন্ পথি জরদ্গবীং নিজে। দণ্ডমেকমবহজ্জগদ্গুরু র্দণ্ডিতাখিলকদধ্বমণ্ডলঃ ॥ ৮৮ ॥ সারঙ্গা ইব বিশ্বকক্রভিরহ-

তোগেন কৃত্বা স্বশরীরস্ত স্থিতি র্যেন স গৃহবিষয়াং মমতাং পরিহরন্ হৃদয়গেন শিবেন সমং যযৌ পরমাত্মানং হৃদি ধ্যায়ন্ যযাবিত্যর্থঃ কত০ ॥ ৮৬ ॥ স গচ্ছন্ বনাদীনি পশ্যন্নপি যথৈন্দ্রজালিকো মায়াব্যদ্ভুতমিন্দ্রজালং দর্শয়ত্যেবমেব মায়াবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম বনাদিরূপমিদমদ্ভুতমিন্দ্রজালং দর্শয়তি মেনে ব০ ॥ ৮৭ ॥ কুৎসিতোঽধ্বা মার্গো যেষাং দণ্ডিতং সর্ব্বেষাং কদধ্বনাং মণ্ডলং সমুদায়ো যেন। স জগদ্গুরু র্বাদিভিঃ স্বে স্বে মার্গে কর্শিতাং জরদ্গবীং কর্শিতত্বাচ্ছিথিলাবয়বাং শ্রুতিলক্ষণাং বৃদ্ধাং গাং নিজেঽদ্বৈতলক্ষণে পথি প্রবর্ত্তয়ন্ দণ্ডমেকমবহত। তস্য দণ্ডধারণমেতদর্থমিত্যর্থঃ। শ্বোনরাবিহুরথোক্ষ,তালগৌ ॥ ৮৮ ॥ কিঞ্চাহ-

সংক্রান্ত মমতা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে গমন করিলেন। ৮৬।

তিনি গমন করিতে করিতে বন, নদী, নগর, শৈল, গ্রাম, জন ও পশু সকল দেখিয়াও দেখিলেন না। এবং ঐন্দ্রজালিকলোকে যেমন ইন্দ্রজাল দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মও এই সকল ইন্দ্রজাল দেখাইতেছেন, ইহা বিবেচনা করিলেন।৮৭।

যাহাদিগের আচরণ অত্যন্ত কুৎসিত, সেই সমস্ত অসৎপথাবলম্বী লোকদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য জগদ্গুরু শঙ্কর, বাদীগণের উৎপীড়নে একান্ত

ঙ্কুর্ব্বস্তিরুচ্ছৃঙ্খলৈ র্জল্পাকৈঃ পরমর্ম্মভেদনকলাকণ্ডূলজিহ্বাঞ্চলৈঃ। পাষণ্ডৈরিহ কান্দিশীকমনসঃ কং নাপ্নুযু র্বৈদিকাঃ ক্লেশং দণ্ডধরো যদি স্ম ন মুনিস্ত্রাতা জগদ্দেশিকঃ ॥ ৮৯ ॥ দণ্ডান্বিতেন ধৃতরাগনবাম্বরেণ গোবিন্দনাথবনমিন্দুভবাতটস্থম্। তেন প্রবিষ্টমজনিষ্ট দিনাবসানে চণ্ডত্বিষা চ শিখরং চরমাচলস্য ॥ ৯০ ॥ তীরদ্রুমাগতমরুদ্বিগতশ্রমঃ সন্

ঙ্কুর্ব্বদ্ভিঃ শৃঙ্খলারহিতৈ র্জল্পনশীলৈঃ পরমর্মভেদনকলালক্ষণয়া কণ্ড্বা ব্যাপ্তং জিহ্বাঞ্চলং জিহ্বাগ্রভাগো যেষাং তৈঃ। বিশ্বকক্রভিঃ শ্বেটসারমেয়ৈ র্ভয়ক্রান্তমনসঃ সারঙ্গা মৃগা ইব বিশ্বকদ্রুভিঃ খলৈরহঙ্কুর্ব্বদ্ভিস্তথাভূতৈঃ পাষণ্ডৈরিহ ভয়ক্রান্তমনসো বৈদিকাঃ কং ক্লেশং নাপ্নুযুরপিতু সর্ব্বমপি প্রাপ্নুযু র্যদি জগদ্দেশিকো দণ্ডধরো মুনি র্ন ত্রাতা স্ম ত্রাণং ন কুর্য্যাৎ। বিশ্বকদ্রুস্ত্রিষু খলেঽধ্বা নখেটওনোঃ পুমান্। সারঙ্গঃ পুংসি হরিণ ইতি মেদিনী শা০ ॥ ৮৯ ॥ এবম্ভূতঃ শ্রীশঙ্করো গোবিন্দনাথস্য বনং প্রবিষ্ট ইত্যাহ। দণ্ডসংযুক্তেন ধৃতরাগং রঞ্জিতং নবীনমম্বরং বস্ত্রং যস্য। ধৃতানুরাগশ্চাসৌ নবাম্বরশ্চেতি বা। তেন শ্রীশঙ্করেণেন্দুভবায়া নর্ম্মদাখ্যায়া নদ্যা তটে স্থিতং গোবিন্দনাথবনং দিনান্তে প্রবিষ্টমজনিষ্টাভূৎ। অস্তাচলস্য শিখরং চ চণ্ডপ্রভেণ ভানুনা প্রবিষ্টমভূদিত্যর্থঃ ব০ ॥ ৯০ ॥ তীরবৃক্ষেষাগতেন

কৃশাঙ্গী, প্রাচীন বেদবাণীকে অদ্বৈতপথে স্থাপন করিয়া এক দণ্ড গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ অধার্ম্মিক, বেদবিদ্বেষ্টা, উন্মার্গগামী লোক দিগকে শাসন করিবার নিমিত্তই তাঁহার দণ্ড গ্রহণ হইয়াছিল।৮৮।

যেরূপ নিন্দনীয় কুক্কুরগণ, হরিণদিগের উপর ধাবমান হইলে তাহারা যেরূপ ভয়ত্রস্তমনে ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে, জগদ্গুরু আচার্য্য দণ্ডধর হইয়া আমাদিগকে ত্রাণ না করিলে অহঙ্কৃত,

গোবিন্দনাথবনমধ্যতলং লুলোকে। শংসন্তি যত্র তরবো বসতিং মুনীনাং শাখাভিরুজ্জ্বলমৃগাজিনবল্কলাভিঃ ॥ ৯১ ॥ আদেশমেকমনুযোক্তুময়ং ব্যবস্যন্ প্রাদেশমাত্রবিবরপ্রতিহারভাজং। তত্র

বায়ুনা বিশেষেণাপগতঃ শ্রমো যস্য স তথাবিধঃ সন্ গোবিন্দনাথবনস্য মধ্যতলং লুলোকে দদর্শ। দর্শনার্থিনা লোকেনাবলোকিতি স্যাদ্যাস হ্রস্ব রূপং। যত্র যস্মিন্ উজ্জ্বলানি মৃগচর্ম্মকৌপীনাচ্ছাদনানি যাসু তাভিঃ শাখাভি র্মননশীলানাং যতীনাং নিবাসং বোধয়ন্তি কথিতার্থঃ ॥ ৯১ ॥ আদেশমুপদেশমেকমনুযোক্তুং প্রষ্টুময়ং শ্রীশঙ্করো ব্যবস্যন্ নিশ্চয়ং কুর্ব্বন্ প্রাদেশমাত্রং ছিদ্রমেব দ্বারপালং ভজতীতি তথা তাং যমিনাং সমূহেন কথিতাং

ও শৃঙ্খলাশূন্য,পরমর্ম্মবিদারণ করিবার উপযুক্ত অতিসূক্ষ্ম নৈপুণ্য যাহাদের জিহ্বাগ্রভাগ কণ্ডুয়া (চুলকোনা) যুক্ত, সেই সকল পাষণ্ডখলগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে বৈদিক লোক সকল সেইরূপ কত ক্লেশ না অনুভব করিয়াছিলেন ? । ৮৯ ।

নবীন, রঞ্জিতবস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ডধর শঙ্কর চন্দ্রদুহিতা নর্ম্মদা নদীর তটনিকটস্থ গোবিন্দনাথের কাননে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে প্রচণ্ডরশ্মি সূর্য্যদেব পশ্চিমাচলের শিখরদেশে অধিরোহণ করিলেন। ৯০ ।

তীরস্থ বৃক্ষ হইতে বায়ু আগমন করিয়া তাহার আগমনশ্রম দূর করিল। পরে স্নিগ্ধ হইয়া গোবিন্দনাথের বনমধ্যস্থল অবলোকন করিলেন। যে স্থানে তরুগণ,উজ্জ্বল,মৃগচর্ম্মের কৌপীন ও আচ্ছাদনপূর্ণ শাখাদ্বারা মননশীল যতিদিগের নিবাস প্রমাণ করিয়া থাকে। ৯১ ।

স্থিতেন কথিতাং যমিনাং গণেন গোবিন্দদেশিকগুহাং কুতুকী দদর্শ ॥ ৯২ ॥ তস্য প্রপন্নপরিতোষদুহো গুহায়াঃ স ত্রিঃ প্রদক্ষিণপরিক্রমণং বিধায়। দ্বারং প্রতি প্রণিপতন্ জনতাপুরোগং তুষ্টাব তুষ্টহৃদয়স্তমপাস্তশোকম্ ॥ ৯৩ ॥ পর্য্যঙ্কতাং ভজতি যঃ পতগেন্দ্রকেতোঃ পাদাঙ্গদত্বমথবা পরমেশ্বরস্য।

গোবিন্দনাথগুহাং কৌতুকযুক্তঃ সন্ দদর্শ ॥ ৯২ ॥ দৃষ্ট্বা যৎ কৃতবান্ তদাহ। তস্য প্রপন্নানাং শরণাগতানাং সন্তোষং দোগ্ধি পূরয়তীতি তথা তস্য শরণাগতসন্তোষপ্রদস্য শ্রীগোবিন্দনাথস্য গুহায়াঃ বারত্রয়ং প্রদক্ষিণং পরিক্রমণং বিধায় দ্বারং প্রতি প্রণিপাতং দীর্ঘনমস্কারং কুর্ব্বন্ জনসমূহস্য সমক্ষং তুষ্টহৃদয়ঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ শোকোপলক্ষিতঃ সংসারো যস্মাত্তং নিরস্তসংসৃতিচক্রং অপাস্তাদূরীকৃতঃ শিষ্যাণাং বা শোকো যেন তং শ্রীগোবিন্দনাথং তুষ্টাব ॥ ৯৩ ॥ স্তুতিমেব বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ যঃ

একটী উপদেশ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত মনে মনে নিশ্চয় করিয়া গোবিন্দনাথের গুহা দর্শন করিলেন। দেখিলেন, যতীন্দ্রগণ সেই গুহা বলিয়া দিতেছি। এবং এক বিতস্তিপরিমিত ছিদ্র গুহার দ্বার, পালই তাহাদ্বারা প্রবেশ ও নির্গমনাদি হইয়া থাকে। তাহা দেখিয়া আচার্য্যের স্বতঃসিদ্ধ কৌতূহল জন্মিল। ৯২।

শরণাগত লোকদিগের সন্তোষপ্রদ গোবিন্দনাথের সেই গুহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া এবং দ্বারের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া জনসমূহের সমক্ষে সন্তুষ্টচেতা শঙ্কর, শোকপূর্ণ সংসারত্যাগী গোবিন্দনাথের স্তব করিতে লাগিলেন। ৯৩।

যিনি গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পর্য্যঙ্ক স্বরূপ ; যিনি

তস্যৈব মূর্ধ্নি ধৃতসাব্ধিমহীধ্রভূমেঃ শেষস্য বিগ্রহমশেষমহং ভজে ত্বাম্ ॥৯৪॥ দৃষ্ট্বা পুরা নিজসহস্রমুখীমভীযুরন্তেবসন্ত ইতি তামপহায় শান্তঃ। একাননেন ভুবি যস্ত্ববতীর্য্য শিষ্যানন্বগ্রহীন্ননু স এব পতঞ্জলিস্ত্বম্ ॥ ৯৫ ॥ উরগপতিমুখাদধীত্য সাক্ষাৎস্বয়মবনে র্বিবরং প্রবিশ্য যেন। প্রকটিতমচলাতলে স যোগং জগদুপকারপরেণ শব্দভাষ্যং ॥৯৬॥ তমখিলগুণপূর্ণং ব্যাসপুত্রস্য শিষ্যাদধিগতপরমার্থং গৌড়পাদান্মহর্ষেঃ। অধিজিগমিষুরেষ ব্রহ্মসংস্থামহং ত্বাং প্রসৃমরমহিমানং প্রাপমেকান্তভক্ত্যা ॥ ৯৭ ॥ তস্মিন্নিতি স্তুবতি কস্ত্বমিতি ব্রুবন্তং

গরুড়ধ্বজস্ত শ্রীবিষ্ণোঃ পর্য্যঙ্কতাং ভজতি অথবেতাস্য তস্যৈবেত্যর্থঃ। পরমেশ্বরস্ত মহাদেবস্য যঃ পাদাঙ্গদত্বং ভজতি। পুনশ্চ শিরসি ধৃতা সমুদ্রপর্ব্বতৈঃ সহিতা ভূমির্যেন তস্যৈব শেষস্যাশেষং সর্ব্বং বিগ্রহমনুগ্রত্বাদ্বা শেষবিলক্ষণং অশেষং সর্ব্বাত্মত্বাদ্বাঽশেষং ত্বামহং ভজে ॥ ৯৪ ॥ এবং শেষাত্মকত্ববর্ণনেন শ্রীগোবিন্দনাথং স্তুত্বা তদবতারভূতপতঞ্জল্যাত্মনা তং স্তৌতি দৃষ্ট্বেতি। যঃ পূর্ব্বং স্বীয়াং সহস্রমুখীং মূর্ত্তিং দৃষ্ট্বা তস্ত সমীপে যে বসন্তোঽন্তেবাসিনঃ শিষ্যা অভীযুর্ভয়মাপুরিতি হেতোস্তাং ভয়জনকাং মূর্ত্তিং পরিত্যজ্য শান্তো নির্ব্বিষঃ সন্নেকমুখেন ভুব্যবতীর্য্য শিষ্যানন্বগ্রহীদনুগৃহীতবান্ স পতঞ্জলির্ননু নিশ্চিয়েন ত্বমেবেত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥ জগদুপকারকত্বাং বর্ণয়ন্নাহ ॥ স্বয়ং ভূমেঃ পাতালং ছিদ্রং প্রবিশ্যোরগপতেঃ শেষস্য মুখাৎ সাক্ষাদধীত্য জগদুপকারপরেণ যেন যোগশাস্ত্রেণ সহিতং ব্যাকরণভাষ্যং ভূমিতলে প্রকটিতং তমিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। অযুজি ন॰ যুগরেফতো যকারো যুজি চ নজৌ জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা ॥৯৬॥ তং সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণং ব্যাসপুত্রস্য শুক্রাচার্য্যস্য শিষ্যাদ্গৌড়পাদান্মহর্ষেরধিগতো লব্ধঃ পরমার্থো যেন তং প্রসৃমরং প্রসরণশীলো মহিমা যস্য তং ত্বাং ব্রহ্মনিষ্ঠামধিজিগমিষুরধিগন্তুমিচ্ছুরেষোঽহমনন্যয়া ভক্ত্যা প্রাপং প্রাপ্তোঽস্মি। ননময়যযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ ॥ ৯৭ ॥ তস্মিন্ শ্রীশঙ্করে এবং স্তুতিং কুর্ব্বতি সতি

মহাদেবের চরণ ভূষণ; সমুদ্র ও পর্ব্বত সকলের সহিত যিনি স্বীয় মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন, আপনি সেই অনন্তসর্পেরও সমগ্র শরীর স্বরূপ—অতএব আমি আপনার ভজনা করি। পূর্ব্বকালে আপনার সহস্রমুখ দেখিয়া শিষ্যগণ ভয় পাইয়াছিল সেই ভয়জনক মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে নির্ব্বিষ হইয়াছেন। এবং যিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া একবদনে শিষ্যদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন আপনি নিশ্চয় সেই পতঞ্জলিমুনি। স্বয়ং ভূবিবরে প্রবেশ করিয়া উরগপতি অনন্তসর্পের নিকট হইতে সাক্ষাৎ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া জগতের উপকারব্রতে একান্ত দীক্ষিত হইয়া ভূতলে যোগশাস্ত্রের সহিত ব্যাকরণভাষ্য প্রকাশিত করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বগুণাধার, ব্যাসপুত্র শুকদেবের প্রিয়শিষ্য মহর্ষি গৌড়পাদের নিকট হইতে সমস্ত পরমার্থ তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভূতলের চারিপার্শ্বে আপনার মাহাত্ম্য বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব আমি ব্রহ্মনিষ্ঠা জানিতে ইচ্ছা করিয়া একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭।

শঙ্করাচার্য্য এইরূপে স্তব করিলে পর তিনি বলিলেন "তুমি কে?"। সৌভাগ্যক্রমে তিনি

দিষ্ট্যা সমাধিপদরুদ্ধবিসৃষ্টচিত্তং। গোবিন্দদেশিকমুবাচ তদা বচোভিঃ প্রাচীনপুণ্যজনিতাত্মবিবোধচিহ্নৈঃ ॥ ৯৮ ॥ স্বামিন্নহং ন পৃথিবী ন জলং ন তেজো ন স্পর্শনো ন গগনং ন চ তদ্গুণা বা। নাপীন্দ্রিয়াণ্যপিতু বিদ্ধিতত্তোবিশিষ্টো যঃ কেবলো-

কস্মিন্নিতি ব্রুবন্তং ভাগ্যবশাৎ সমাধিপদে নিরুদ্ধমপি বিসৃষ্টং ব্যুত্থাপিতং চিত্তং যেন তং গোবিন্দদেশিকং প্রাচীনৈঃ পূর্ব্বৈর্জ্জনিতস্যাত্মবিবোধস্য চিহ্নং যেষু তৈর্ব্বচোভি স্তস্মিন্ কালে শ্রীশঙ্কর উবাচেত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥ তদ্বচনমুদাহরতি ॥ স্বামি ন্নিতি ॥ উপনিষৎপ্রতিপাদ্যমাত্মানং দর্শয়িতুমিতরবাদ্যভিমতং তং নিরাকরোত্যহং ন পৃথিবীত্যাদিনা। তত্র স্থূলোঽহং জানামীত্যাদি প্রতীত্যা স্থূলস্যৈব জ্ঞাতৃত্বপ্রতীতের্দ্দেহাকারেণ পরিণতং ভূম্যাদিভূতচতুষ্টয়মাত্মেতি চার্ব্বাকেষু কেষাঞ্চিদভিমতমাত্মানং নিরাকরোতি। যা পৃথিবী সা অহং ন ভবামি। যোঽহং সা পৃথিবী ন ভবতীতি পরস্পরতাদাত্ম্যনিষেধ এবমগ্রেঽপি। নন্বু বাদিনা সঙ্ঘাতস্যৈবাত্মত্বাভ্যুপগমাৎ প্রত্যেকং পৃথিব্যাদেস্তত্ত্ব নিরাকরণং কোপযুজ্যত ইতি চেৎ। বাদিনা দ্বিগুণগুরুত্বভিযাঽতিরিক্তাবয়বানভ্যুপগমাৎ। ভূম্যাদীনি চত্বারি তত্ত্বানীতি বদতা পঞ্চমতত্ত্বাভ্যুপগমপ্রসক্তিভিয়া সংযোগাদিসম্বন্ধানভ্যুপগমাৎ সঙ্ঘাতকর্ত্তুরভাবাচ্চ সঙ্ঘাতানুপপত্ত্যা প্রত্যেকভূতনিরাকরণং ভৌতিকদেহাত্মত্ববাদনিরাস ইতি গৃহাণ। স্পর্শনো বায়ুঃ তথা চাত্মনো দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নত্বাৎ পরিচ্ছিন্নানাং ঘটাদিবদনাত্মত্বাৎ পৃথিব্যাদিরহং নেত্যর্থঃ। এবং দেহাত্মবাদং নিরাকৃত্য শূন্যবাদিমাধ্যমিকস্য মতং নিরাচষ্টে। ন গগনং যচ্ছূন্যং তদহং ন ভবামি যোঽহং স শূন্যং ন ভবতি। অন্তী-

সমাধিপদে পূর্ব্বে মন রুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তথা হইতে তাঁহার চিত্ত অন্যস্থানে প্রস্থান করিল এবং সেই মহানুভাব গোবিন্দগুরুকে পূর্ব্ব জন্মার্জিত পুণ্য রাশিদ্বারা আত্মবোধপূর্ণ বচনে বলিতে লাগিলেন। ৯৮।

উপনিষৎ শাস্ত্রে যে আত্মা প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত, বাদীদিগের মতনিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে চার্ব্বাকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এই চারিটী ভূতই দেহাকারে পরিণত হইয়াথাকে এইমত খণ্ডন করিবার জন্য প্রথম বলিতেছেন। হে প্রভো! আমি পৃথিবী নয়। "আমি স্থূল আমি জানি" ইত্যাদি প্রত্যয় হইয়াথাকে বলিয়া স্থূল পদার্থই জ্ঞাতা হইয়া থাকে। এবং আমি যদি পৃথিবী না হইলাম, তবে "যে আমি" সে পৃথিবী নহে। এইরূপে আমি জল, তেজ ও বায়ু নয়, সুতরাং তেজ জল ও বায়ু "আমি" পদার্থ হইতে ভিন্ন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ঐ পৃথিবী ও জল প্রত্যেকে একত্র মিলিত হইলে পদার্থসৃষ্টি হয় তাহা হইলে পদার্থ সকলের গুরুত্ব দ্বিগুণ হইয়া পড়ে এই ভয়ে অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করা হয় না। ভূমি প্রভৃতি চারিটী পদার্থ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে তখন পাঁচটী পদার্থ হইয়া পড়ে,সেই ভয়ে পদার্থ চতুষ্টয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধও স্বীকার করা হইতে পারেনা। অথচ এক পদার্থ অন্য পদার্থে সংযুক্ত না হইলে কি রূপে পদার্থ সৃষ্টি হইবে? । আপনা আপনি সংযোগ হইতে পারে না, এবং ঐ ভূম্যাদি চারিটী পদার্থের মিলন কর্ত্তা কাহাকেও দেখা যায় না। যদি মিলন না হইল

হন্তি পরমঃ স শিবোঽহমস্মি ॥ ৯৯ ॥ আকর্ণ্য শঙ্করমুনের্বচনং তদিত্থমদ্বৈতদর্শনসমুত্থমুপাত্তহর্ষঃ।

ভোবোপলব্ধা ইত্যাদিশ্রুতেঃ। নিরধিষ্ঠানকভ্রমানুপপত্তেঃ স্তনপানাদিপ্রবর্ত্তকস্য জন্মান্তরীয়সংস্কারস্যোপলব্ধেশ্চ। ভূতনিরাকরণে আপোময়ঃ প্রাণঃ অন্নময়ং হি সৌম্য মন ইতি শ্রুত্যা ভূতকার্য্যত্বেনাঙ্গীকৃতয়োঃ প্রাণমনসোঃ ক্রিয়াশক্তিজ্ঞানশক্তিপ্রধানয়োর্নিরাসঃ। মনোনিরাকরণেন চ মনোবৃত্তেঃ ক্ষণিকজ্ঞানস্য ন তাবৎ প্রাণাত্মবাদঃ সাধুঃ সুষুপ্তৌ তস্য ভোক্তৃত্বাদর্শনাৎ। নাপি মন আত্মবাদস্তস্য করণত্বানুভবাৎ। নাপি ক্ষণিকবিজ্ঞানাত্মবাদঃ সৌগতাভিমতকর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বৈয়ধিকরণ্যাপত্তেঃ॥ যদ্বা ন গগনমিত্যনেনাকাশস্য পঞ্চমভূতস্য নিরাসঃ যদ্যপি ভূতচতুষ্টয়াত্মবাদিনো মতে। আবরণাভাবত্বেনাভিমতস্য স্থিরস্যানন্ত আকাশস্য দেহোপাদানত্বাদাত্মপগতত্রাপ্যাত্মত্বপ্রসক্ত্যা। তন্নিরাকৃতং। এবং দেহোপাদানানাং ভূতানামাত্মত্বং নিরাকৃত্য তদুপাদানভূতানাং গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দানাং তদ্গুণত্বেন প্রসিদ্ধানাং পঞ্চতন্মাত্রাণামাত্মত্বং নিরাচষ্টে। ন চ তদ্গুণা বা বা-

শব্দস্তথা শব্দার্থে ইদানীং পশ্যামি শৃণোমীত্যাদ্যনুভবাৎ। প্রত্যেকমিন্দ্রিয়াণামাত্মত্বে কেচিৎ বিনিগমকাভাবাৎ। মিলিতানীত্যপরে তাদৃশ্যাপত্তেঃ নাপীন্দ্রিয়াণীতি প্রত্যেকমিন্দ্রিয়াণামাত্মত্বে যোঽহমশ্রৌষং সোঽহং পশ্যামীতি প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্তিঃ। মিলিতানাং তথাত্বে একেন্দ্রিয়নাশে আত্মবিনাশাপত্তেঃ। তস্মাদিন্দ্রিয়াণ্যপ্যহং নাপি তু তত্তস্মাৎ সর্ব্বেষাং বাধাৎ যোঽবশিষ্টঃ। সর্ব্বদ্বৈতবাধেঽপ্যবাধিতঃ কেবলঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিবিনির্ম্মুক্তঃ পরমঃ সর্ব্বোত্তমঃ শিবশ্চিদানন্দোঽস্তি সোঽহমস্মি। অবশিষ্ট ইত্যনেন শূন্যমতনিরাসঃ কর্ত্তা ভোক্তা চেতি বৈশেষিকতার্কিকপ্রাভাকরাঃ। ভোক্তৈব বেতি সাংখ্যাশ্চ কেবলপদেন নিরাকৃতাঃ। শিব ইত্যনেন বৈশেষিকাদ্যভিমতমাত্মনঃ সুখাদিগুণকত্বং পরাকৃতং। পরম ইত্যনেন নিরতিশয়ত্বেন পরমপুরুষার্থত্বং। তস্য বোধিতং। যদ্বা পদার্থশোধনপুরঃসরোঽখণ্ডার্থোঽত্রোক্তঃ তত্র পৃথিব্যাদিনিষেধেন ত্বং পদার্থঃ শোধিতঃ কেবলঃ পরমঃ শিবো যোঽস্তীতি শোধিত তৎপদার্থানুবাদঃ সোঽহমস্মীত্যখণ্ডার্থঃ ॥৯৯॥

তবে ভৌতিক পদার্থের উপর যাহাদের আত্ম-পদার্থ স্বীকার করা আছে, তাহাদেরও এইরূপে মহিমার নিরাকরণ করা হইল। বস্তুতঃ দেশ ও কাল দ্বারা যাঁহার পরিচ্ছেদ করা যায় না, অথচ পরিচ্ছিন্ন বস্তু ঘট পটাদির মত অনাত্মত্ব হইয়া থাকে বলিয়া 'আমি' পৃথিব্যাদির মত কোন পদার্থ নয়।

এইরূপে দেহাত্মবাদ নিরাকরণ করিয়া শূন্যবাদী মাধ্যমিক মত নিরাকরণ করিতেছেন। গগন অর্থাৎ যে 'শূন্য' আমি তাহা নয়। জগতে কিছু আছে এবং তাহাই উপলব্ধি হইয়া থাকে এইরূপ শ্রুতিই প্রমাণ। যাহার অধিষ্ঠান নাই, সেই পদার্থের ভ্রম হয় না, এবং বালক জাতমাত্র স্তনপানে প্রবৃত্ত হয়, ইত্যাদি জন্মান্তরীয় সংস্কার জ্ঞানে শূন্য হইতে জগৎ-সৃষ্টি হইতে পারেনা। ভূতনিরাকরণ হইলে "আপোময়ঃ প্রাণঃ অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ" অর্থাৎ প্রাণ জলময়, মন অন্নময় ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে ভূত কার্য্যরূপে অঙ্গীকৃত ও ক্রিয়াশক্তি প্রধান মনের নিরাস করা হইল। মনের নিরাকরণ হইলে ক্ষণিকবিজ্ঞান মনোবৃত্তির প্রাণাত্মবাদের নিরাকরণ হইয়া থাকে! সুষুপ্তি অবস্থায় মনের কোন বিষয়ে ভোক্তৃত্ব দেখা যায় না। মনের উপর আত্মবাদও সম্ভবপর নহে। কারণ, মন ইন্দ্রিয় বলিয়া অনুভূত হয়। ক্ষণিক বিজ্ঞানের উপরও আত্মবাদ অসম্ভব। কারণ, বৌদ্ধ দিগের অভিমত কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এক আধারে অবর্ত্তমান। অথবা আমি গগন নয়, এই কথাদ্বারা পঞ্চম ভূতের নিরাস করা হইল। যদ্যপি ভূতচতুষ্টয়-

স প্রাহ শঙ্কর স শঙ্কর এব সাক্ষাজ্জাতস্ত্বমিত্যহম-
বৈমি সমাধিদৃষ্ট্যা ॥১০০॥ তস্যোপদর্শিতব শ্চরণৌ

ইত্থমেবম্ভূতমদ্বৈতসাক্ষাৎকারাৎ সমুত্থিতং শঙ্করমুনের্বচনং
শ্রুত্বা সম্প্রাপ্তহর্ষঃ স গোবিন্দনাথঃ প্রোবাচ। হে শঙ্কর!

বাদীদিগের মতে অব্যাকৃতরূপে অভিমত, নিশ্চল অসৎ-আকাশ-পদার্থ, কোন দেহের উপাদান কারণ হইতে পারে না। তথাপি বেদসিদ্ধান্তে আকাশের বস্তুত্ব স্বীকার এবং দেহাদির উপাদান বলিয়া স্বীকার করা প্রযুক্ত আকাশের উপর আত্মবাদ নিরাকৃত হইল।

সম্প্রতি ভূতসকলের আত্মত্বনিরাকরণ করিয়া তাহাদের উপাদান কারণ স্বরূপ গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও শব্দ এই পাঁচটী ভৌতিকগুণেরও আত্মবাদ অসম্ভাবিত। সুতরাং আমি সেই সমস্ত ভৌতিক-গুণও নয়। "দেখিতেছি,শুনিতেছি" ইত্যাদি অনুভববশতঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আত্মা,ইহা অপরের মত। ইন্দ্রিয় সকলে মিলিত হইলেই আত্মা হয়, ইহা অন্যের মত। এক্ষণে সেই মত নিরাকরণ করিতেছেন। আমি ইন্দ্রিয় সকলও নয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব স্বীকার করিলে "যে আমি শ্রবণ করিয়াছি, সেই আমি দর্শন করিতেছি" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা উপলব্ধি হয় না। এবং যদি সমবেত-ইন্দ্রিয়-সমষ্টির আত্মত্ব স্বীকার করা হয়, তবেএকটী ইন্দ্রিয় নাশে আত্মার নাশ-দোষ স্বীকার করিতে হয়।

অতএব সেই সমস্ত বাধা হইতে অবশিষ্ট, সকলদ্বৈতবাধেও অবাধিত, কেবল (কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব শূন্য পরম, সর্ব্বোত্তম, শিব, চিদানন্দ) সেই

গুহায়া দ্বারে সমপূজয়দুপেত্য স শঙ্করার্য্যঃ। আচার ইত্যুপদিদেশ স তত্র তস্মৈ গোবিন্দপাদগুরবে স গুরু র্যতীনাং ॥১০১॥ শঙ্করঃ সবিনয়ৈরুপচারৈরস্তো-ত্তোষয়দসৌ গুরুমেনং। ব্রহ্ম তদ্বিদিতমপ্যুপলি-

প্রসিদ্ধঃ শঙ্কর এব সাক্ষাৎ ত্বং প্রাদুরভূঃ ইত্যাহ। জানামি কথমিত্যত আহ। সমাধিদৃষ্ট্যেতি ॥১০০॥ তস্যৈবমুক্তবত উক্ত্বা চ চরণৌ গুহায়া দ্বারে দর্শিতবতো গোবিন্দনাথস্য শঙ্করাচার্য্যঃ সমীপং আগত্য চরণৌ সম্পূজয়ৎ। কিমর্থং সম্পূজয়-দিত্যত আহ। স শঙ্করাচার্য্যঃ তত্র তেষু যতিষু তস্মিন্ কাল ইতি বা গুরুচরণপূজনমাচার ইত্যুপদিদেশ। গোবিন্দপাদো গুরু-র্যস্য তস্মৈ শঙ্করাচার্য্যায় স গোবিন্দনাথ উপদিদেশেত্যনুষঙ্গঃ। ॥১০১॥ অসৌ শঙ্করো বিনয়সহিতৈরুপচারৈরেনং গোবিন্দনাথং

আমি হইতেছি। অবশিষ্ট এই বচনে শূন্যমত, কর্ত্তা ও ভোক্তা এই বচনে বৈশেষিক, তার্কিক ও প্রভাকরমত, ভোক্তা এই বচনে সাংখ্যমত, নিরাকৃত হইল। ৯৯।

এইরূপ অদ্বৈত-জ্ঞানপূর্ণ শঙ্করমুনির বচন শুনিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দনাথ বলিতে লাগিলেন। হে শঙ্কর! তুমি সাক্ষাৎ শঙ্কর হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহা আমি সমাধি-বলে জানিতে পারিয়াছি। ১০০।

এই কথা বলিয়া গুহার দ্বারদেশে পদদ্বয় দেখাইয়া দিলে শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দনাথের নিকটে আসিয়া চরণযুগল পূজা করিলেন। গুরুদেব গোবি-ন্দনাথ তৎকালে শঙ্করাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন, গুরুপাদ পূজা করা সংসারে একটী প্রধান আচার। ১০১।

গুরুং সম্প্রদায়পরিপালনবুদ্ধ্যা ॥১০২॥ ভক্তিপূর্ব্বককৃততৎপরিচর্য্যাতোষিতোঽধিকতরং যতিবর্য্যঃ। ব্রহ্মতামুপদিদেশ চতুর্ভি র্ব্বেদশেখরবচোভির মুষ্মৈ ॥ ১০৩॥ সাম্প্রদায়িকপরাশরপুত্রপ্রোক্তসূত্রমতগত্যনুরোধাৎ। শাস্ত্রগূঢ়হৃদয়ং হি দয়ালোঃ কৃতস্নমপ্যয়মবুদ্ধ সুবুদ্ধিঃ ॥ ১০৪ ॥ ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ কিল সত্যবত্যাং তস্যাত্মজঃ শুকমুনিঃ প্রথিতানুভাবঃ। তচ্ছিষ্যতামুপগতঃ কিল গৌড়পাদো গোবিন্দনাথমুনিরস্য চ শিষ্যভূতঃ ॥ ১০৫ ॥ শুশ্রাব

গুরুসমীপে যৎ কিমিচ্ছন্নিত্যাত আহ। তদুপনিষৎপ্রসিদ্ধমখণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম সম্যক্ জ্ঞাতুমপ্যপলব্ধুমিচ্ছুঃ। নমু বিদিতোপলিপ্সায়াং কো হেতুরিতি তত্রাহ। সম্প্রদায়েতি তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেত্যাদিশ্রুত্যুক্তগুরূপসদনাদিলক্ষণসম্প্রদায়স্য পরিপালনবুদ্ধ্যেত্যর্থঃ স্বাগতা ॥ ১০২ ॥ ভক্তিপূর্ব্বং কৃতা যা তস্য পরিচর্য্যা তৎকৃতা সেবা তয়া অধিকতরং যথাস্যাত্তথা পরিতোষিতো যতিশ্রেষ্ঠো গোবিন্দনাথো বেদানাং ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যানাং যানি শিরাংস্যুপনিষদস্তেষাং বচোভিঃ ক্রমেণ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্মাস্মি তত্ত্বমসি অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি চতুর্ভির্ব্বচনৈ রমুষ্মৈ শ্রীশঙ্করায় ব্রহ্মভাবমুপদিদেশ ॥ ১০৩ ॥ এবং গুরুণোপদিষ্টঃ সকলং বিজ্ঞাতবানিত্যাহ। সম্প্রদায়ে ভবেন পরাশরপুত্রেণ ব্যাসেন প্রোক্তেষু অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদিসূত্রেষু যন্মতং ব্রহ্মাদ্বৈতলক্ষণং তস্যা গতিঃ স্থিতিস্তস্যা অনুরোধাৎ দয়ালো র্ব্যাসস্য শাস্ত্রে গূঢ়ং যৎ হৃদয়মভিপ্রায়স্তৎ সর্ব্বমপি সুবুদ্ধিরেব শ্রীশঙ্করো বিজ্ঞাতবান্ ॥ ১০৪ ॥ সম্প্রদায়বোধনায় গুরুপরম্পরাং দর্শয়তি ব্যাস ইতি। সত্যবত্যাং পরাশরমুনেঃ পুত্রো ব্যাসস্তস্য প্রথিতানুভাবঃ শুকমুনিঃ সুতস্তস্য শিষ্যতাং প্রাপ্তঃ গৌড়পাদোঽস্য গোবিন্দনাথমুনিঃ শিষ্যভূতঃ বং ॥ ১০৫ ॥ তস্য গোবিন্দনাথমুনেঃ সমীপে

যাহা উপনিষৎপ্রসিদ্ধ, যাহা সকলেরই সম্যক্ রূপে বিদিত আছে, সেই অখণ্ড, এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়া বিনয়পূর্ণ উপচারদ্বারা গোবিন্দনাথগুরুকে তুষ্ট করিলেন। যাহা বিদিত, তাহাকে জানিবার জন্য শঙ্করের প্রয়াস পাইবার কারণ এই যে, "ব্রহ্ম জানিবার জন্য গুরুর সমীপে গমন করিবে, এবং গুরু সহায় হইলে সেই পুরুষই ব্রহ্ম জানিয়া থাকে।" ইত্যাদি বেদোক্ত গুরুনিকটে বাসাদিরূপ সম্প্রদায়ের রক্ষা করিতে বুদ্ধিই হেতু। ১০২।

ভক্তিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সেবাদ্বারা অধিকতর সন্তুষ্ট করিয়া যতিবর গোবিন্দনাথ, ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়ের মস্তকস্বরূপ উপনিষদের "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই চারিটী বাক্যদ্বারা এই শঙ্করাচার্য্যকে ব্রহ্মভাব উপদেশ দিলেন। ১০৩।

সম্প্রদায়বিশেষে উৎপন্ন পরাশরপুত্র বেদব্যাসের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রে অদ্বৈতব্রহ্মসম্বন্ধে যে মত ছিল, তাহা গত্যনুরোধে সুবুদ্ধি শঙ্কর, দয়ালু বেদব্যাসের শাস্ত্রে নিগূঢ় অভিপ্রায় সকল জানিতে পারিলেন। ১০৪।

সত্যবতীর গর্ভে পরাশরমুনির ঔরসে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাতমহিমা শুকদেব তাঁহার শিষ্য হয়েন। অনন্তর তাঁহার শিষ্য গৌড়পাদ, গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দনাথ, গোবি-

তস্য নিকটে কিল শাস্ত্রজালং যশ্চাশৃণোন্মুজগসন্ধ-গতস্তনস্বাৎ। শব্দাম্বুরাশিমখিলং সময়ং বিধায় যশ্চাখিলানি ভুবনানি বিভর্ত্তি মূর্দ্ধা ॥১০৬॥ সোঽধিগম্য চরমাশ্রমমার্য্যঃ পূর্বপুণ্যনিচয়ৈরধিগম্যম্। স্থানমর্চ্যমপি হংসপুরোগৈরুন্নতং ধ্রুব ইবৈক্য চকাশে ॥ ১০৭ ॥ ছন্নমূর্ত্তিরতিপাটলশাটীপল্লবেন রুরুচে যতিরাজঃ। বাসরোপরমরক্তপয়োদাচ্ছাদিতো হিমগিরেরিব কূটঃ ॥ ১০৮ ॥ এষ ধূর্জটিরবোধমহেভং সন্নিহত্য রুধিরাপ্লুতচর্ম্ম। উদ্যদুষ্ণকিরণারুণশাটীপল্লবস্য কপটেন বিভর্ত্তি ॥ ১০৯ ॥

শাস্ত্রকদম্বং শ্রীশঙ্করঃ শুশ্রাব। যশ্চ গোবিনাথঃ শেষালয়ং গত্বো ভবদীয়ং শাস্ত্রং ভূতলে প্রবর্ত্তয়িষ্যা ইতি সঙ্কেতং বিধায় শব্দশাস্ত্রসমুদ্রং শেষাদশৃণোৎ। যশ্চানন্তো নিখিলানি ভুবনানি শিরসা ধারয়তি ॥ ১০৬ ॥ এবং প্রাপ্তসংন্যাসং শ্রীশঙ্করং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে স ইতি। পূর্বপুণ্যসমূহৈঃ প্রাপ্যং সর্বোৎকৃষ্টং যতিপ্রমুখৈ রপ্যর্চনীয়ং সংন্যাসাশ্রমং স আর্য্যঃ শ্রীশঙ্করো লব্ধা তথাভূতং সূর্য্যপ্রমুখৈরপ্যর্চ্যমুন্নতং স্থানমাগত্য ধ্রুব ইব ররাজ স্বা০ ॥ ১০৭ ॥ অত্যন্তং পাটলা শ্বেতরক্তা যা শাটী তদ্রূপেণ পল্লবেন ছিন্না আচ্ছাদিতা মূর্ত্তি র্যস্য স যতিরাজো রুরুচে শুশুভে। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। বাসরস্য দিবসস্যোপরমে উপরমাবসানে রক্তো যো মেঘস্তেন চ্ছাদিতো হিমগিরেঃ কূটঃ শৃঙ্গমিব ॥১০৮॥ যথা স ধূর্জটিঃ শিবো গজাসুরং নিহত্য রুধিরাপ্লুতং তদীয়ং চর্ম্ম বিভর্ত্তিস্ম তথৈব শঙ্করোঽজ্ঞানাত্মকং মহাগজং নিহত্য যৎ সূর্য্যবদরুণশাটীপল্লবস্য ব্যাজেন রুধিরাপ্লুতং মহেভস্য চর্ম্ম বিভর্ত্তি ॥ ১০৯ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেভ্যো ব্যতিরেক-

---

ন্দনাথের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য, এইরূপে সম্প্রদায়-ক্রমে গুরুপরম্পরার সৃষ্টি হইয়াছিল। ১০৫।

যিনি অনন্তসর্পের ভবনে গমন করিয়া "আমি ভবদীয় শাস্ত্র সকল ভূতলে প্রচার করিব" এই সঙ্কেত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অখিলশব্দ শাস্ত্র-সমুদ্র শ্রবণ করিয়া ছিলেন। এবং যে অনন্ত মস্তকদ্বারা সমস্ত ভুবন ধারণ করিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য সেই অনন্তরূপী গোবিন্দনাথের সমীপে গমন করিয়া শাস্ত্র সকল শ্রবণ করিলেন। ১০৬।

সূর্য্যাদি দেবতাগণ যে স্থানের সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই উন্নত ও দেবপূজিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে যেস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, যতিগণ যে স্থানের সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন, অদ্য সেই সংন্যাসাশ্রম লাভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। ১০৭।

দিবসাবসানে লোহিতবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেরূপ শোভা ধারণ করে, অত্যন্ত পাটলবর্ণ অর্থাৎ শ্বেত ও রক্তবর্ণ বস্ত্ররূপ পল্লবদ্বারা নিজমূর্ত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যতিরাজ শঙ্কর, সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। ১০৮।

যেরূপ ধূর্জটি শঙ্কর গজাসুর বধ করিয়া তদীয় রক্তাঙ্কিত চর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শঙ্কর, অজ্ঞানরূপ মহাহস্তী নিহত করিয়া নবোদিত সূর্য্যের তুল্য অরুণবর্ণ শাটী (বস্ত্র) রূপ পল্লবছলে রুধিরাপ্লুত মহাকরীর চর্ম্মধারণ করিতে লাগিলেন। ১০৯।

শ্রুতীনামাক্রীড়ঃ প্রথিতপরহংসোচিতগতির্নিজে সত্যে ধাম্নি ত্রিজগদতিবর্ত্তিন্যভিরতঃ। অসৌ ব্রহ্মৈবাস্মিন্ খলু বিশয়ে কিন্তু কলয়ে বৃহেরর্থং সাক্ষাদনুপচরিতং কেবলতয়া॥ ১১০॥ মিতং পাদেনৈব ত্রিভুবনমিহৈকেন মহসা বিশুদ্ধং যৎ সত্ত্বং স্থিতিজনিলয়েষ্বপ্যনুগতম্। দশাকারাতীতং স্বমহিমনি নির্বেদরমণং ততস্তং তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদমাখ্যাতি নিগমঃ॥ ১১১॥ ন ভূতেষ্বাসঙ্গঃ কচন

প্রদর্শনপূর্বকং শ্রীশঙ্করস্য নিগমপ্রতিপাদ্যত্বং দর্শয়তি শ্রুতীনামিত্যাদিনা। শ্রুতীনাং মধ্যে আ সমন্তাৎ ক্রীড়া যস্য প্রথিতৈঃ প্রখ্যাতৈঃ পরমহংসৈঃ পরমহংস পরিব্রাজকৈঃ সহোচিতা গতি র্গমনং যস্য নিজে স্বস্বরূপভূতে সত্যে অবাধ্যে ধাম্নি তেজসি ত্রিজগদতিবর্ত্তিনি সর্বাধারবহির্ভূতে অভিরতঃ সদৈব রতোঽসৌ শ্রীশঙ্করো ব্রহ্মৈব যতঃ পরব্রহ্মাপি সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তীত্যাদিশ্রুতেঃ। শ্রুতীনামাসমন্তাৎ ক্রীড়া যস্মিন্ প্রথিতানাং পরমহংসানাং তত্ত্ব বিদামুচিতা মোক্ষাখ্যা গতিঃ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যাদিশ্রুতেঃ প্রথিতেতি গতের্বা বিশেষণং। স ভূমা ক প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নীতি শ্রুতেরকধাম্নাভিরতং হিরণ্যগর্ভস্তু নৈবংবিধো যতস্তস্যোপবনাদৌ ক্রীড়া তথা হংসৈ র্গতিস্তথা ত্রিলোকীপক্ষাশ্রয়ণেন ত্রিজগতশ্চতুর্দশভুবনাত্মকস্য ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তর্বর্ত্তিনি বাধ্যে স্বীয়ে জড়ে লোকেঽভিরতস্তস্মাদস্মিন্ শ্রীশঙ্করে কিল বৃহিধাতোরর্থমনবচ্ছিন্নবৃহত্ত্বরূপং সাক্ষাদুপচাররহিতং কেবলতয়া নির্ণীততয়া কলয়ে জানামি। নতু সন্দিহে কেবলঃ কুহনেঽপি চ। নপুংসকং তু নির্ণীতে বাচ্যবচ্চৈককৃৎস্নয়োরিতি মেদিনী। তথা চ ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদিনিগমগতব্রহ্মশব্দপ্রতিপাদ্যত্বং শ্রীশঙ্করস্য নিরুপচারেণেত্যর্থঃ শিং ১১০। এবং তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি নিগমোঽপি নিরুপচারেণ শ্রীশঙ্করে বর্ত্তত ইত্যাহ। মিতমিতি এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতি দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বিত্যাদিশ্রুতেরেকেনৈব

সমস্ত শ্রুতির মধ্যে চারিপার্শ্বে যাঁহার ক্রীড়া হইত, বিখ্যাত, পরমহংসপরিব্রাজকদিগের সহিত যাঁহার যথাযোগ্য গমন হইত, এবং আত্মস্বরূপ, সত্য, অবাধিত, ও সর্ব্ববাধার সীমাভূত তৈজসস্থানে যিনি সর্বদাই রত থাকিতেন, অতএব তিনি যথার্থই ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন। পরব্রহ্মেরও শ্রুতির সর্বস্থানে কেলি হইত, বিখ্যাত ও তত্ত্ববিৎ লোকদিগের সহিত মোক্ষনামকগতি হইত। এবং বেদোক্ত স্বীয় মহিমাস্বরূপ ধামে একমাত্র অবস্থান ছিল। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা এরূপ নহেন। কারণ, তাঁহার উপবনাদি স্থলে ক্রীড়া হইত, হংসের সহিত গতি, ত্রৈলোক্যপক্ষ আশ্রয় করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী বাধিত স্বীয় জড়লোকে আসক্ত থাকিতেন। অতএব শঙ্করাচার্য্যের উপর অনবচ্ছিন্ন বৃহৎরূপ উপচার শূন্য বৃহধাতুর অর্থ বিদ্যমান ছিল। ইহা আমি নিঃসন্দেহ জানিতে পারিতেছি, কিন্তু তন্নিমিত্ত আমি কিছুতেই সন্দেহ করিনা। শঙ্করাচার্য্যের উপর ঔপচারিক বৃহত্ত্বরূপ বৃহধাতুর অর্থ ছিল না, কিন্তু যথার্থই ছিল। বৃহধাতু হইতে ব্রহ্মপদ-সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ বৃহধাতুর অর্থ কল্পিত নহে, শঙ্করে তাহা বাস্তবিক ছিল। ১১০।

একমাত্র জ্যোতির্ম্ময় শঙ্করের পাদদ্বারা এই ত্রিভুবন পরিমিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিষ্ণুর পদদ্বয় দ্বারা এই ত্রিভুবন পরিমিত হয়। শঙ্করের সত্ত্বগুণ অবাধিত এবং সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়েও এক-

ন গব চাবিহরণং ন ভূত্যা সংসর্গো ন পরিচিতিতা
ভোগিভিরপি। তদপ্যাম্নায়াস্ত্রিপুরদহনাৎ কেবল

দশাতুরীয়ং নির্দ্বন্দ্বং শিবমতিতরাং বর্ণয়তি তম্॥
॥১১২॥ ন ধর্ম্মঃ সৌবর্ণো ন পুরুষফলেষু প্রব-
ণতা ন চৈবাহোরাত্রস্ফুরদরিযুতঃ পার্থিবরথঃ

মহসা জ্যোতীরূপেণ যদ্ যস্য পাদেনেদং ত্রিভুবনং মিতং মাপিতং। বিষ্ণোস্তু পাদদ্বয়েন ত্রিভুবনং মাপিতং। তথা যস্য সত্ত্বমবাধিত-স্বরূপং স্থিত্যুৎপত্তিলয়েষ্বপ্যনুস্যূতং। বিষ্ণোস্তু সত্ত্বং সত্ত্বগুণস্থিতা-বেবানুগতং সত্ত্বং বিশিনষ্টি। দশাকারাতীতমবস্থাকারাভ্যাং বিনির্মুক্তং। বিষ্ণোস্তু তদ্দশভিরাকারৈর্মৎস্যাদিভিরতীতং ন ভবতি। ততস্তস্মাৎ স্বমাহাত্ম্য নির্বেদেন বৈরাগ্যেণ সম্যগ্বোধেন বা রমণং যস্য তং শ্রীশঙ্করং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্ম্যা ক্রীড়তো বিষ্ণোঃ সকাশাৎ পরমং বিষ্ণুসম্বন্ধি বা পরমং পদমিত্যর্থক উক্তনিগমো নিরুপচারেণা-খ্যাতি বক্তীত্যর্থঃ॥১১১॥ তথা শিবপদপ্রবৃত্তিমপি তস্মিন্ দর্শয়তি নেতি প্রসিদ্ধশিবস্য ভূতপ্রেতাদিষ্য সমস্তাৎ সঙ্গো-ঽস্য তু কচন কস্মিংশ্চিদ্দেশে কালে বা ভূতেষু প্রাণিষ্বাকাশাদিষু বা সঙ্গ আসক্তি র্নাস্তি। প্রসিদ্ধশিবস্য গবা বৃষেণ বিহরণমস্য তু ক্বাপি গবা ইন্দ্রিয়েণ বিহরণং নাস্তি। তস্য বিভূত্যা সংসর্গঃ

সম্বন্ধঃ প্রসিদ্ধোঽস্য তু ভূত্যা ঐশ্বর্য্যেণ সংসর্গো নাস্তি। তস্য ভোগিভিঃ সর্পৈঃ পরিচিতিস্তা প্রসিদ্ধাঽস্য তু বিষয়সম্ভোগ-বদ্ভিঃ পরিচয়ো নাস্তি। যদ্যপেবং বৈলক্ষণ্যং তথাপি শিবং শান্ত-মদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্ত ইতি বেদান্তঃ কেবলস্য বিশুদ্ধস্য ব্রহ্মণো দর্শনেন পরমার্থদৃষ্ট্যা বা ত্রয়াণাং স্থূলসূক্ষ্মকারণাখ্যানাং পুরাণাং দহনান্নির্দ্বন্দ্বং সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বশূন্যং চতুর্থসংজ্ঞং শিবং সম্যক্ তং শঙ্করং বর্ণয়তীত্যর্থঃ॥১১২॥ যঃ প্রসিদ্ধঃ শিবো ধনুর্বাদিসহকৃতঃ ত্রিপুরং বিজিতবান্ তং যদি নিগমসমূহঃ প্রতিপাদয়তি তর্হি সহায়ং বিনৈব পুর্য্যষ্টকবিজয়কর্ত্তারং শ্রীশ-

ভাবে বর্ত্তমান থাকে। বিষ্ণুর সত্বগুণ, কেবল সত্ব-গুণের অবস্থানেই অবস্থিত। এবং অবস্থা ও আকার যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু মৎস্য কূর্ম্ম, বরাহাদি দশ প্রকার আকারদ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব আচার্য্যের স্বীয়মাহাত্ম্যে বৈরাগ্যরূপে সর্ব্বদা ক্রীড়া হইয়া থাকে। নিগম (বেদ) শাস্ত্র, তাঁহা-কেই উপচারত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পরম পদ বলিয়া থাকে। বিষ্ণুর পরমপদ উপচার-বর্জ্জিত। অতএব বিষ্ণু অপেক্ষাও আচার্য্যের মাহাত্ম্য বল-বান্ ও শ্রদ্ধেয়। ১১১।

যাঁহাকে আমরা শিব বলিয়া জানি, তাঁহার ভূত প্রেত সঙ্গী ছিল। কিন্তু ইহাঁর কোনদেশে কোন-কালে, জীব-জন্তু অথবা আকাশাদি পঞ্চভূতে আসক্তি নাই। তিনি বৃষদ্বারা বিহার করিতেন, ইনি গো অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা বিহার করেন না। তিনি গাত্রে সর্ব্বদা বিভূতি মাখিতেন, ইহাঁর ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধও ছিল না। তাঁহার সর্পের সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল, ইহাঁর ভোগী লোকের সহিত আলাপ মাত্র ছিলনা। যদ্যপি পরস্পরের এত বৈলক্ষণ্য ছিল, তথাপি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ও পর-মার্থ দৃষ্টিদ্বারা স্থূল, সূক্ষ্মও কারণ এই তিনটী পুরের দাহহেতু, বেদান্তশাস্ত্র, এই শঙ্করকে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বশূন্য চতুর্থ শিব (তুরীয় ব্রহ্ম) বলিয়া বর্ণনা করিত। ১১২।

পুরাতন প্রসিদ্ধশিব, ধনুর্ব্বাণাদি সাহায্য লইয়া ত্রিপুরাসুরের জয় করেন, বেদাদিশাস্ত্র হইতে এইরূপ জানিতে পারা যায়। ইনি আটটী পুর জয় করিয়া ছিলেন, অতএব কেন ইহাঁকে ঐ নিগমশাস্ত্র শিব বলিয়া প্রতিপাদন করিবেন না?।

অসাহায্যেনৈবং সতি বিতত পুর্য্যষ্টকজয়ে কথং তং ন ত্রয়ান্নিগমনিকুরম্বঃ পরশিবং ॥ ১১৩ ॥ দুঃখা-

ক্ষুরঃ কথং ন ত্রয়াদিত্যাহ নেতি। প্রসিদ্ধশিবস্য তু সৌবর্ণঃ সুবর্ণগিরিময়োধন্বো ধনুঃ ধন্বোঽস্ত্রীপুংস আসারে না ধনুর্যমসোময়োরিতি মেদিনী। অস্য তু ব্রাহ্মণাদিশোভনবর্ণসম্বন্ধিধর্ম্মো নাস্তি। তস্য তু পুরুষো বিষ্ণুঃ স এব ফলং ফলকং যস্তেবো বাণস্য তৎপ্রবণতা তদাসক্ততা। অস্য তু পুরুষাণাং ফলেষু প্রবণতা নাস্তি। তস্য ত্বহোরাত্রে স্ফুরন্তাবরী চন্দ্রসূর্য্যৌ তাভ্যাং চক্ররূপেণ স্থিতাভ্যাং যুক্তঃ পৃথিবীময়ো রথোঽস্য ত্বহোরাত্রং স্ফুরন্তোঽহঙ্কারাদিলক্ষণা অরয়স্তৈর্যুক্তঃ পার্থিবো দেহলক্ষণো রথো নচৈবাস্তি। তথা চৈবং প্রকারেণ সহায়বর্জিতেন যেন বিস্তৃতং যৎ পুর্য্যষ্টকং তস্য প্রাণপঞ্চককর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকজ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকান্তঃকরণচতুষ্টয়াবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনালক্ষণস্য জয়ে সতি তং শ্রীশঙ্করাখ্যং পরশিবং বেদসমুদায়ঃ কথং ন প্রতিপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥ অস্য তস্য পরমহংসত্বং বহুধা বর্ণয়তি।

প্রসিদ্ধশিবের সুবর্ণ শৈল-সদৃশ ধনুক ছিল, ইহাঁর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি উত্তমবর্ণসম্বন্ধীয় কোন ধর্ম্মই ছিলনা। পরম পুরুষ বিষ্ণু, সেই বাণের ফলক ছিলেন, তাহাতে তিনি আসক্ত থাকিতেন, কিন্তু ইহাঁর পুরুষদিগের ঐহিক ও পারত্রিকফলে আসক্তি ছিলনা। তাঁহার দিবারাত্র প্রকাশমান চন্দ্রসূর্য্যরূপ চক্রদ্বয়যুক্ত পৃথিবীময় রথ ছিল, আর ইহাঁর দিবানিশি সর্ব্বদা জাগরূক, অহঙ্কারাদি বিপক্ষযুক্ত দেহলক্ষণ রথও ছিলনা। এইরূপে কাহারও সাহায্য না পাইয়া (পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, বাসনা) এই আটটী পুরীর জয় করিয়া ছিলেন বলিয়া, বেদ সমুদয়, কেন না তাহাঁকে পরম শিব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে ? । ১১৩।

সারদুরন্তদুষ্কৃতঘনাং দুঃসংস্থৃতিপ্রাবৃষং দুর্ব্বারামিহ দারুণাং পরিহরন্ দূরাদুদারাশয়ঃ। উচ্চণ্ডপ্রতিপক্ষপণ্ডিতযশোনালীকনালাঙ্কুরগ্রাসো হংসকুলাবতংসপদভাক্ সন্মানসে ক্রীড়তি ॥ ১১৪ ॥ ক্ষীরং ব্রহ্ম জগচ্চ নীরমুভয়ং তদ্‌যোগমভ্যাগতং দুর্ভে-

দুঃখান্যেবাসারো বেগবৃষ্টির্যস্যাং। দুরন্তানি দুষ্কৃতানি পাপান্যেব মেঘা যস্যাং। দুঃখাসারা চাসৌ দুরন্তদুষ্কৃতঘনাচ তামিহ লোকে দুর্ব্বারাং দারুণাং দুঃসংস্থৃতিলক্ষণাং প্রাবৃষং বর্ষাঋতুং দূরাদেব পরিহরন্ হংসকুলশিরোভূষণপদভাক্ সন্তাং হৃদি মানসসরোবরস্থানীয়ে ক্রীড়তীতি সম্বন্ধঃ। শুদ্ধে স্বচ্ছন্দীতি বা তং বিশিনষ্টি উদারাশয়ঃ পুনশ্চ উচ্চণ্ডা যে প্রতিপক্ষপণ্ডিতাস্তেষাং যশ এব নালীকস্যাব্জখণ্ডস্য নালানাং দণ্ডানামঙ্কুরঃ গ্রাসো যস্য সঃ। নালীকঃ শরশল্যাস্ত্রেব্জখণ্ডে নপুংসকম্। নালো নালং পদ্মদণ্ডে ইতি মেদিনী শার্দ্দূলবি০ ॥ ১১৪ ॥ ক্ষীরনীরযো ব্রহ্মজগতো বিবেচকত্বাদপ্যয়ং পরমহংস

দুঃখ সকল যাহার প্রবল বৃষ্টি, দুরন্ত পাপ সকল যাহার মেঘ, ইহলোকে অনিবার্য্য, সেই সংসাররূপ বর্ষাকাল, দূর হইতে পরিহারপূর্ব্বক পরমহংসকুলের শিরোভূষণপদবাচ্য হইয়া পণ্ডিতগণের মানসসরোবরে ক্রীড়া করিতেন। হংসগণ, যেরূপ বর্ষা ঋতুর সমাগমে অত্যন্ত দুঃখানুভব করিয়া পরিশেষে নির্ম্মল শরৎকালে নির্ম্মলসলিলা কোন প্রবাহিণীর জলে ক্রীড়া করিয়া থাকে, ইনিও সেইরূপ ক্রীড়া করিতেন। এবং ঐ হংস সকল যেরূপ পাথর মৃণাল ও তাহার অঙ্কুরাদি ভোজন করিয়া থাকে, ইনিও সেইরূপ দুর্দ্দান্ত বিপক্ষ পণ্ডিতগণের কীর্ত্তিরূপ পদ্মখণ্ডের যে সমস্ত দণ্ড (ডাঁটা) আছে, তাহার অঙ্কুর সকল গ্রাস করিতেন। ১১৪।

দস্তুতরেতরং চিরতরং সম্যক্ বিভক্তীকৃতং। যেনাশেষবিশেষদোষলহরীমাসেদুষীং শেমুষীং সোঽয়ং শীলবতাং পুনাতি পরমো হংসো দ্বিজাত্যগ্রণীঃ ॥১১৫ নীরক্ষীরনয়েন তথ্যবিতথে সংপিণ্ডিতে পণ্ডিতৈর্দুর্ব্বোধে সকলৈ র্ব্বিবেচয়তি যঃ শ্রীশঙ্করাখ্যো মুনিঃ। হংসোঽয়ং পরমোঽস্তু যে পুনরিহাশক্তাঃ সমস্তাঃ স্থিতা জন্তুন্নিম্বফলাশনৈকরসিকান্ কাকানমূন্ মন্মহে ॥১১৬॥ দৃষ্টিং যং প্রগুণীকরোতি তমসা বাহ্যেনে মন্দীকৃতাং নালীকপ্রিয়তাং প্রয়াতি ভজতে মিত্রত্বমব্যাহতং। বিশ্বস্যোপকৃতে র্ব্বিলুম্পতি

ইত্যাহ। ক্ষীরদুগ্ধং পরমানন্দঘনং ব্রহ্ম জগৎ পুনর্নীরমানন্দবর্জ্জিতং দুঃখাত্মকং তদুভয়ং যোগং পরস্পরতাদাত্ম্যং প্রাপ্তং পুনশ্চেতরং ভেত্তুং বিলক্ষণীকর্ত্তুং দুর্ঘটং যেন সম্যক্ বিভক্তীকৃতং সোঽয়ং দ্বিজাতীনাং দ্বিজানামগ্রণীঃ পরমহংসঃ শ্রীশঙ্করোঽশেষা যে বিশেষেণ দোষা উৎকৃষ্টদোষা রাগদ্বেষাদয়স্তেষাং লহরীমাসেদুষীমা সমস্তাৎ সেবিতবতীং শেমুষীং শীলবতাং বুদ্ধিং পুনাতি পক্ষে দ্বিজাতয়ঃ পক্ষিণঃ ॥ ১১৫ ॥ শ্রীশঙ্করস্য পরমহংসত্বং প্রকারান্তরেণ প্রতিপাদয়তি। নীরক্ষীরনয়েন জলদুগ্ধে যথা সংমিশ্রিতে তদ্রীত্যা। তথ্যং ব্রহ্ম বিতথং মিথ্যাভূতমজ্ঞানাদিতে সম্যক্ পিণ্ডিতে তাদাত্ম্যং প্রাপ্তে সমস্তৈঃ পণ্ডিতৈরিতরপক্ষিস্থানীয়ৈরিদং তথ্যমিদং বিতথমিতি বোধয়িতুং চ দুর্ঘটে যঃ শ্রীশঙ্করাখ্যো মুনির্বিবেচয়তি বিবিচ্য স্থাপয়তি। সোঽয়ং বিবেচকত্বাৎ পরমো হংসোঽস্তু। যে পুনরিহ বিবেচনেঽশক্তাঃ সর্ব্বে স্থিতাস্তান্ জন্তুৎ শ্লেষ্মজনিতরোগবিশেষাদে র্হেতো র্নিম্বফলস্থানীয়বিষয়সম্ভোগরসিকাস্তান্ কাকান্ মন্মহে জানীমঃ ॥১১৬॥ প্রকারান্তরেণাপি হংসত্বমাহ দৃষ্টিমিতি। হংসঃ সূর্য্যো বাহ্যেন তমসা মন্দীকৃতাং দৃষ্টিং প্রগুণীকরোতি প্রকৃষ্টাং তমোনিবারণেনাপাবৃতাং করোতি। অয়ং তু অবাহ্যেনান্তরেণাত্মনো বাহ্যেন

ব্রহ্ম দুগ্ধ, এবং এই জগৎ নীরস্বরূপ। "আনন্দ ঘনং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বেদবচনে আনন্দপরিপূর্ণ বলিয়া তিনি ক্ষীরস্বরূপ। এবং ঐ আনন্দ বর্জিত দুঃখাত্মকঃ সংসার জলবৎ। এই উভয় পদার্থ পরস্পরের ভেদ করিতে দুর্ঘট হইত। যিনি বহুকাল সম্যকরূপে উহা বিভক্ত করিয়া ছিলেন, সেই দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণও পক্ষী) দিগের অগ্রগণ্য পরম হংস শঙ্কর, শীলসম্পন্ন লোকদিগের অশেষ প্রকার বিশেষ অহঙ্কারাদি দোষলহরী যুক্ত বুদ্ধি পবিত্র করিতেন। ১১৫।

জল, যেরূপ দুগ্ধ সংমিশ্রিত, সেই রীত্যনুসারে সত্য ব্রহ্ম, মিথ্যাভূত অজ্ঞানাদি, উত্তমরূপে অভেদ প্রাপ্ত হইয়া ছিল। হংস ভিন্ন অন্যান্য পক্ষীগণ যেরূপ দুগ্ধ কি, জল ইহা বিবেচনা করিতে পারে না। সেইরূপ অন্যান্য সমস্ত পণ্ডিতগণ, ইহা, সত্য, ইহা মিথ্যা এরূপ বিবেচনা করিতে পারিত না। শঙ্কর মুনি সেই দুর্ঘট বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থাপনা করিয়াছিলেন। এবং তিনি বিবেচক বলিয়া পরমহংস। কারণ হংসব্যতীত কে আর দুগ্ধ কি জল বিবেচনা করিবে? কিন্তু যাহারা ঐ প্রকার বিবেচনা করিতে অশক্ত, শ্লেষ্মাদি জনিত রোগ বিশেষ তুল্য রাগাদি হেতু, নিম্বফল সদৃশ বিষয়ভোগাসক্ত সেই সকল লোকদিগকে আমরা কাক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। ১১৬।

হংস অর্থাৎ সূর্য্যদেব, বাহ্য তিমিরাচ্ছন্ন মানব দৃষ্টি, তমো নিবারণ করিয়া উন্মীলিত করেন, এই

সুহৃচ্চক্রস্য চার্ত্তিং ঘনাং হংসঃ সোঽয়মভিব্যনক্তি মহতাং জিজ্ঞাস্যমর্থং মুহুঃ ॥ ১১৭ ॥ হংসভাবমধিগত্য সুধীন্দ্রে তং সমর্চতি চ সংসৃতিমুক্ত্যৈ। সঞ্চচাল কথয়ন্নিব মেঘশ্চঞ্চলাচপলতাং বিষয়েষু ॥ ॥ ১১৮ ॥ এষ নঃ স্পৃশতি নিষ্ঠুরপাদৈস্তত্তু তিষ্ঠতু বিতীর্ণমবন্যৈ। অস্মদীয়মপি পুষ্পমনৈষীদিত্যরোধি নলিনীপতিরব্দৈঃ ॥ ১১৯ ॥ বারিবাহনিবহে-

বাহ্যজ্ঞানলক্ষণেন তমসা মলীক্লতামাত্মদৃষ্টিং প্রগুণীকরোতি প্রকৃষ্টগুণযুক্তাং যথাভূতাত্মদর্শনযোগ্যাং করোতি। স তু কমলপ্রিয়তাং যাতি। অয়ং তু অলীকভূতবিষয়াদিপ্রিয়তাং ন প্রযাতি। স উপকারায় জগতো মিত্রত্বমব্যাহতং ভজতে। তথাঽয়মপি পরোপকারায় সর্ব্বস্যাব্যাহতং মিত্রত্বং ভজতে। স সুহৃদশ্চক্রস্য চক্রবাকস্য ঘনীভূতাং রাত্রিপ্রযুক্তাং প্রিয়াবিরহপ্রজনিতাং পীড়াং বিলুম্পতি নাশয়তি। তথাঽয়মপি সুহৃদাং সমূহস্য ঘনীভূতাং সংসৃতিলক্ষণামার্ত্তিং বিলুম্পতি। স জ্ঞাতুমিষ্টং ঘটপটাদিরূপমর্থং মুহুরভিব্যনক্তি প্রকাশয়তি। তথা সোঽয়মপি মহতাং বিবুদ্ধচেতসাং মুমুক্ষূণাং জিজ্ঞাস্যং পরমার্থভূতং ব্রহ্মৈক্যলক্ষণমর্থং মুহুরভিব্যনক্তি ॥ ১১৭ ॥ সুধীন্দ্রে শ্রীশঙ্করে হংসভাবং যতিত্বমধিগত্য সংসৃতিমুক্ত্যর্থং তং হংসং পরমাত্মানং সমর্চতি সতি বিষয়েষু বিদ্যুদ্বচ্চপলতাং কথয়ন্নিব মেঘঃ সঞ্চচাল স্বাং ॥১১৮॥ মেঘকর্ত্তৃকাদিত্যরোধনস্য হেতুমুৎপ্রেক্ষতে। এষ সূর্য্যো নোঽস্মাম্মেঘান্নিষ্ঠুরপাদৈঃ পরুষকিরণৈঃ স্পৃশতি তৎ স্পর্শনং তু তিষ্ঠতু পরন্তু অবন্যৈ বিতীর্ণং দত্তমস্মদীয়পুষ্পং মেঘপুষ্পমজ্বাম্ব্যপ্যনৈষীদপনীতবানিতি বিচার্য্য কমলিনীপতিরব্দৈরবোধি। কমলিনীপতিরিত্যনেনাস্তভার্য্যাদুঃখদাতৃরবিরোধনেন তদ্ভার্য্যায়াঃ কমলিন্যাঃ দুঃখং প্রদর্শিতং ধ্বনিতং স্যাৎ ॥১১৯॥

পরমহংস, আন্তরিক অজ্ঞান-তিমির দূষিত আত্মদৃষ্টি, প্রকৃষ্ট গুণযুক্ত, (অর্থাৎ যেরূপে আত্মদর্শন হয়, তদুপযোগী) করিয়া থাকেন। সূর্য্য নালীক অর্থাৎ সরোজের প্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইনি অলীকবিষয়াদির প্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি যেরূপ উপকারের নিমিত্ত অব্যাহত মিত্রত্ব (সূর্য্যত্ব) ভজনা করিয়া থাকেন, ইনিও সেইরূপ উপকারার্থে সকলের অপ্রতিহত মিত্রত্ব (বন্ধুত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সূর্য্য, সুহৃদ্বর চক্রবাক পক্ষীর রাত্রিপ্রযুক্ত, প্রিয়তমা চক্রবাকীর বিয়োগজনিত পীড়া নাশ করিয়া থাকেন, ইনি সুহৃচ্চক্র অর্থাৎ বন্ধুসমূহের ঘনীভূত সংসার পীড়া লোপ করিয়া থাকেন। তিনি জিজ্ঞাস্য, ঘট পটাদিরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই পরমহংস বিশুদ্ধ হৃদয়, মোক্ষার্থীদিগের জিজ্ঞাস্য, পরমার্থ স্বরূপ এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ অর্থ বারংবার প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ১১৭।

সুধীবর শঙ্কর এইরূপে যতিপদপ্রাপ্ত হইয়া সংসার মোচনের জন্য পরমাত্মার অর্চনা করিলে পর, বিষয় সকল বিদ্যুতের মত চঞ্চল, ইহা বলিতে বলিতে মেঘ চলিয়া গেল। ১১৮।

মেঘ সকল যে সূর্য্য-দেহ আবরণ করিয়া থাকে তাহার হেতু এই মেঘ সকল বলিয়া থাকে, এই সূর্য্য আমাদিগকে নিষ্ঠুর পাদ অর্থাৎ কর্কশ কিরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। অথচ ছলে বলা হইল আমাদিগকে পদ দিয়া স্পর্শ করিয়া থাকে। সে স্পর্শ করিবার কথা দূরে থাকুক, আমরা পৃথিবীর উপরে যে জল প্রক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাও ঐ সূর্য্য, প্রচণ্ড রশ্মিদ্বারা শুষ্ক করিয়া থাকেন। ইহা বিচার করিয়া জলদদল, কমলিনীপতি সূর্য্যদেবের দেহ আবরণ করিয়া থাকে। ১১৯।

ক্ষণলক্ষ্যশ্রীররোচত কিলাচিররোচিঃ অন্তরঙ্গগতবোধকলেব ব্যাবৃতস্য বিদুষো বিষয়েষু ॥ ১২০ ॥ কিন্নু বিষ্ণুপদসংশ্রয়তোহব্দা ব্রহ্মতামুপদিশন্তি সুহৃদ্ভ্যঃ। যন্নিশম্য নিখিলাঃ স্বনমেষাং বিভ্রতিস্ম কিল নির্ভরমোদান্ ॥ ১২১ ॥ দেবরাজমপি মাং ন যজন্তি জ্ঞানগর্ব্বভরিতা যতয়োঽমী। ইত্যমর্ষবশগেন পয়োদস্যন্দনেন ধনুরাবিরকারি ॥ ১২২ ॥ আববুঃ কুটজকন্দলবাণাঃ স্ফীতরেণুকলিতা বনবাসাঃ। সত্ত্বমধ্যমতমোগুণমিশ্রা মায়িকা ইব জগৎসু বিলাসাঃ ॥ ১২৩ ॥ বভ্রমুস্তিমিরসচ্ছবিগাত্রাশ্চিত্রকার্ম্মুকভৃতঃ খরঘোষাঃ। ধ্যানযজ্ঞমথনায় যতীনাং বিদ্যুদুজ্জ্বলদৃশো ঘনদৈত্যাঃ ॥ ১২৪ ॥ উৎসসর্জ্জুর

কিঞ্চ মেঘনিচয়ে ক্ষণমাত্রং লক্ষ্যা শ্রীর্যস্যাঃ সাঽচিররোচিঃ ক্ষণপ্রভা বিদ্যুদরোচত যথা বিষয়েষু ব্যাবৃতস্য বিদুষোঽন্তঃকরণগতজ্ঞানকলা শোভতে তদ্বৎ ॥ ১২০ ॥ মেঘা বিষ্ণুপদসংশ্রয়াৎ সুহৃদ্ভ্যঃ কিং ব্রহ্মতামুপদিশন্তি। নু বিতর্কে যদ্ যস্মাদেষামব্দানাং স্বনং নাদং শ্রুত্বা নিখিলাঃ সর্ব্বে নির্ভরমোদান্ বিভ্রতিস্ম কিলেতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ১২১ ॥ জ্ঞানগর্ব্বেণ ভরিতা অতিশয়িতা অমী যতয়ো দেবরাজমপি মাং ন যজন্তীত্যমর্ষবশগেন পয়োদো জলদ এব স্যন্দনো রথো যস্য তেন দেবরাজেনেদং ধনুরাবিষ্কৃতং ॥ ১২২ ॥

কুটজো গিরিমল্লিকা কুটজঃ শক্রো বৎসকো গিরিমল্লিকেত্যমরঃ। কন্দলং নবাঙ্কুরঃ, কন্দলং তু কপালে স্যাদুপরাগে নবাঙ্কুরে ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ। বাণা নীলঝিণ্টী নীলীঝিণ্টী দ্বয়োর্বাণেত্যমরঃ। তথাচ কুটজানাং নবাঙ্কুরৈর্বাণানাং বিশালরেণুভিশ্চ কলিতা ব্যাপ্তা বনবাতা বনসম্বন্ধিবায়ুসমূহাঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণৈর্মিশ্রিতা জগৎসু মায়িকা বিলাসাঃ পরিণামা ইব আববুঃ প্রচলিতাঃ ॥১২৩॥ তিমিরেণ তমসা সমানা ছবিঃ কান্তির্যস্য তথাভূতং গাত্রং শরীরং যেষাং তে চিত্রানিন্দ্রচাপলক্ষণান্ কার্ম্মুকান ধনূংষি বিভ্রতীতি তথা খরো নিষ্ঠুরো গর্জনলক্ষণো ঘোষো যেষাং তে বিদ্যুল্লক্ষণান্যুজ্জ্বলানি দৃশো নেত্রাণি যেষাং তে মেঘলক্ষণা দৈত্যা যতীনাং ধ্যানলক্ষণস্য যজ্ঞস্য মথনায় বভ্রমুঃ ॥ ২৪ ॥

বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইলে তাঁহার অন্তঃকরণে যেরূপ জ্ঞানকলা শোভা পায় সেইরূপ কাদম্বিনীর উপর ক্ষণকালমাত্র দর্শনযোগ্য ক্ষণপ্রভা শোভা পাইতে লাগিল। ১২০।

যে ব্যক্তি বিষ্ণুপদ আশ্রয় করিয়া থাকে, তিনি যেমন বন্ধুদিগকে ব্রহ্মভাব উপদেশ করিতে সমর্থ মেঘ সকলও কি বিষ্ণুপদ (আকাশ) আশ্রয় করিয়া সেইরূপ বন্ধুদিগকে ব্রহ্মভাব উপদেশ করিতেছে?। যখন এই সকল মেঘের শব্দ শুনিয়া সকল লোক নিরতিশয় আমোদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন ঐরূপ বিবেচনা করা অবিধি নহে। ১২১।

যে সকল যতীন্দ্র জ্ঞানগর্ব্বে আতিশয্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা (আমি দেবরাজ) আমার উদ্দেশেও যাগ করেন না। এই হেতু ক্রোধপরবশ হইয়া মেঘরথে আরোহণপূর্ব্বক দেবরাজইন্দ্র এই ধনু আবিষ্কার করিয়াছেন। ১২২।

গিরিমল্লিকার নবাঙ্কুরে এবং নীলঝিণ্টী (ঝাঁট) পুষ্পের বিশালপরাগে পরিব্যাপ্ত এই সকল বনবাত সমূহ, স্বত্ব, রজ ও তমোগুণ মিশ্রিত, ত্রিভুবনে মায়াবী পরিণাম সকল তুল্যভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। ১২৩।

তিমির সদৃশ যাহাদের দেহকান্তি, বিচিত্র ইন্দ্রচাপই যাহাদের ধনু, নিষ্ঠুর গর্জনই যাহাদের শব্দ, বিদ্যুৎস্ফুরণ যাহাদের উজ্জ্বলদৃষ্টি, সেই

রসক্রুজ্জলধারাং বারিদা গগনধাম পিধায়। শঙ্করো হৃদয়মাত্মনি কৃত্বা সঞ্জহার সকলেন্দ্রিয়বৃত্তীঃ ॥ ১২৫ ॥ শনৈঃ সান্ত্বালাপৈঃ সনয়মুপনীতোপনিষদাং চিরায়াত্তং ত্যক্ত্বা সহজমভিমানং দৃঢ়তরম্। ভয়েত্য প্রেয়াংসং সপদি পরহংসং পুনরসাবধীরা সংস্পষ্টুং কনু স পদিতন্বী লয়মগাৎ ॥১২৬॥ ন সূর্য্যো নৈবেন্দুঃ স্ফুরতি ন চ তারাততিরিয়ং কুতো বিদ্যুল্লেখা কিযদিহ কৃশানো র্ব্বিলসিতং। ন বিদ্মো রোদস্যো ন চ সময়মস্মিন্ ন জলদে চিদাকাশে সান্দ্রস্বসুখরস বর্ষ্মণ্যবিরতং ॥ ১২৭ ॥ কিমাদেয়ং হেয়ং কিমিতি

এবম্ভূতা বারিদা আকাশধামাবৃত্য জলধারাং মুহুরুৎসসৃজুঃ সম্যক্ ততানুঃ। তস্মিন্ কালে শ্রীশঙ্করঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ। শ্রীশঙ্করোঽন্তঃকরণমাত্মনি কৃত্বা সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তীঃ সম্যগুপসংহৃতবান্ ॥ ২৫ ॥ এবং নিরুদ্ধান্তঃকরণাদেস্তস্য বুদ্ধের্লয়মবাপেত্যাহ। নবৈ র্ব্যাসসূত্রৈঃ সহিতং যথাস্যাত্তথোপনিষদাং শনৈঃ সান্ত্বালাপৈরবার্থমধুরাভাষণৈরুপনীতা সমীপং প্রাপিতা চিরকালমারভ্যাত্তং স্বীকৃতং সহজমনাদিসিদ্ধং দৃঢ়তরমভিমানং ত্যক্ত্বা তৎক্ষণমেব তং শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধং পরপ্রেমাস্পদং পরহংসং পরমাত্মানং প্রাপ্য পুনরসৌ তস্য বুদ্ধিঃ সংস্পষ্টুমধীরা কচিদপি তৎক্ষণমেব লয়মগাৎ। যথা কাচিন্মানিনী সমীপস্থানাং সখীনাং যুক্তিসহিতং যথাভবেত্তথা সান্ত্বালাপৈরনুনয়বাক্যৈঃ কান্তসমীপং নীতা চিরায়াত্তং স্বাভাবিকং দৃঢ়তরমভিমানং বিহায় সপদি সমুৎকৃষ্টং তং প্রেয়াংসং কান্তং প্রাপ্য পুনরসৌ সংস্পষ্টুমধীরা কস্মিংশ্চিদঙ্গে সপদি লয়মাপ্নোতি তথেত্যর্থঃ। অত্র প্রস্তুতবৃত্তান্তে বর্ণ্যমানে বিশেষণসামান্যবলাদপ্রস্তুতবৃত্তান্তস্যাপি পরিস্ফুরণাৎ সমাসোক্তিরলঙ্কারঃ। সমাসোক্তিঃ পরিস্ফূর্ত্তিঃ প্রস্তুতেঽপ্রস্তুতস্য চেদিত্যুক্তেঃ শিবং ॥ ॥ ১২৬ ॥ তত্র সূর্য্যাদীনামপি স্ফুরণং ন সম্ভবতি তত্র বুদ্ধিস্ফুরণস্য কা প্রত্যাশেত্যাশয়েনাহ। নেতি কৃশানুরগ্নিঃ রোদস্যৌ দ্যাবাভূম্যৌ অবিরতং সততং ঘনীভূতস্বসুখরসবিগ্রহে

মেঘরূপ দৈত্যগণ, যতীন্দ্রদিগের ধ্যানরূপ যজ্ঞ মথন করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ১২৪।

ঈদৃশ পয়োধরদল, আকাশধাম আবরণ করিয়া অনবরত জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে মহাত্মা শঙ্কর, আত্মার উপর অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া ইন্দ্রবৃত্তি সকল উপসংহার করিলেন। ১২৫।

যেরূপ কোন কামিনী, নিকটবর্ত্তিনী সখীদের যুক্তিসহ অনুনয়বাক্যে পতিসমীপে গমন করিয়া চিরকালোপার্জ্জিত স্বাভাবিক কঠিন অভিমান পরিত্যাগ করিয়া থাকে ও উৎকৃষ্ট প্রিয়তম পাইয়া পুনরায় ঐ কামিনী কিছু বলিবার নিমিত্ত অধীরা হইয়া পতির কোন অঙ্গে একেবারে মিশাইয়া যায়, সেইরূপ ব্যাসসূত্রের সহিত উপনিষদের ধীরে ধীরে অব্যর্থ মধুরভাষণে নিকটে উপস্থিত হইয়া অনাদিপ্রসিদ্ধ স্বাভাবিক দৃঢ় অভিমান ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই শ্রুতিসিদ্ধ, পরমপ্রেমাস্পদ পরমাত্মা পাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার বুদ্ধি কিছু বলিতে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ লয়প্রাপ্ত হইল। ১২৬।

ঘনীভুত আত্মসুখসরসের শরীরস্বরূপ, জলদবিরহিত চিদাকাশে, (সেস্থানে সূর্যের স্ফুরণ নাই, চন্দ্রের প্রকাশ নাই, তারাপংক্তির বিকাশ নাই, বিদ্যুতের সম্পর্ক কোথায়? অনলের বিকাশ তথায় অতি তুচ্ছ) আমরা সেই স্থানের স্বর্গ ও মর্ত্ত্য জানিনা এবং তথাকার সময়ও জানিনা। বস্তুতঃ যথায়

সহজনন্দজলধাবতিস্বচ্ছে তুচ্ছীকৃতসকলমায়ে পর-
শিবে। যদেতস্মিন্নেব স্বমহিম্নি বিস্মাপনপদে স্বতঃ
সত্যে নিত্যে রহসি পরমে সোঽকৃত কৃতী ॥১২৮॥
প্রাপ বিষ্ণুপদভাগপি মেঘঃ প্রাবৃড়াগমনতো মলি-
নত্বং। বিদ্যুদুজ্জ্বলরুচানুসৃতশ্চ কোঽধ্বরন্যপি ভজেন্ন
বিরাগং ॥ ১২৯ ॥ আশয়ে কলুষিতে সলিলানাং
মানসোৎকহৃদয়াঃ কলহংসাঃ। কোঽন্যথা ভবতি
জীবনলিপ্সুর্নাশ্রয়ে ভজতি মানসচিন্তাম্ ॥ ১৩০ ॥
অত্র বর্ত্মনি পরিভ্রমমিচ্ছন্ শুভ্রদীধিতিরদভ্রপয়োদে।
ন প্রকাশনমবাপ কলাবান্ কশ্চকান্তি মলিনাম্বর-
বাসী ॥ ১৩১ ॥ চাতকাবলিরনল্পপিপাসা প্রাপ

চিদাকাশে সূর্য্যাদয়ো ন স্ফুরন্তীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতির্ন যত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি-রিত্যাদ্যাঃ ॥ ১২৭ ॥ কিঞ্চ সহজানন্দসমুদ্রেঽতিস্বচ্ছেঽত এব তুচ্ছীকৃতা সকলা সকার্য্যা মায়া যস্মিন্। পুনশ্চ স্বমহিম্নি বিস্মাপনপদে স্বতঃ সত্যে নতু কার্য্যাপেক্ষয়া মৃদাদিবৎ সত্যে পরমে রহস্যাত্যন্তগুহ্যে তদেতস্মিন্নেব প্রত্যগভিন্নে পরশিবে সঃ কৃতী শ্রীশঙ্করঃ কিমাদেয়ং হেয়ঞ্চ কিমিতি নিত্যমকৃতৈব অনুসন্ধানং সদৈব কৃতবান্ ॥ ১২৮ ॥
পুনর্বর্ষর্ত্তুং বর্ণয়তি। বিষ্ণুপদভাগপিবিদ্যুদুজ্জ্বলকান্ত্যানুসৃতশ্চ মেঘঃ প্রাবৃড়াগমনতো মলিনত্বং প্রাপাতোঽধ্বন্যপি ভূমাবপি বিরাগং কো ন ভজেদপিতু সর্ব্বোঽপি বৈরাগ্যমাপ্নুয়াদেব স্যাৎ ॥ ১২৯ ॥ সলিলানাং জলানামাশয়ে কলুষিতে সতি মানসসরোবরং প্রত্যুৎকমুৎকণ্ঠিতং হৃদয়ং যেষাং তথাভূতাঃ কলহংসা অভবন্। আশ্রয়েঽন্যথা ভবতি সতি কো জীবনলিপ্সুর্মানস-চিন্তাং ন ভজতি কিন্তু সর্ব্বোঽপি ভজত্যেব ॥ ১৩০ ॥ অনল্পা জলদা যস্মিন্ তথাভূতে ব্যোমমার্গে পরিভ্রমমিচ্ছন্ শুভ্রাংশুশ্চন্দ্রঃ কলাবান্ ষোড়শকলাপূর্ণো যতো মলিনাকাশবাসী তস্মাৎ প্রকাশনং ন প্রাপ্তবান্। শুভ্রকান্তিঃ সকলকলাসম্পন্নোঽপি মলিনবসনশ্চেৎ কঃ প্রকাশতে ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥ অনল্পা-

সূর্য্যাদির বিকাশ সম্ভাবিত নহে, তথায় বুদ্ধিস্ফুরণের প্রত্যাশাই করা যাইতে পারে না। ১২৭।

স্বাভাবিক আনন্দসাগর, অতিশয় স্বচ্ছ, যথায় কার্যসহ মায়া সকল বৃথা, আত্মমহিমা বিরাজমান, যাহা লোকমাত্রেরই বিস্ময়াস্পদ, স্বতঃসিদ্ধ সত্য, অত্যন্ত গোপনীয়, এই জগৎ হইতে অভিন্ন পরমশিবের উপর কৃতী শঙ্করাচার্য্য কোন্ বস্তু হেয়, কোন্ বস্তু উপাদেয়, সর্ব্বদাই তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ১২৮।

বিষ্ণুপদ (আকাশ ও বিষ্ণুচরণ) প্রাপ্ত হইয়া ও বিদ্যুতের উজ্জ্বলদীপ্তি লাভ করিয়া যখন মেঘ, বর্ষাগমে মলিনত্ব প্রাপ্ত হইল, এইজন্য ভূতলে কে না বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেক ?। ১২৯।

জলাশয় সকল কলুষিত হইলে কলহংসগণের মানস সরোবরে যাইবার জন্য হৃদয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রয়ের অন্যথাচরণ ঘটিলে জীবনলিপ্সু কোন্ জন না মানসিক চিন্তা করিয়া থাকেন ?। ১৩০।

কলাবিৎ পণ্ডিত যদি মলিনবসন পরিধান করেন তাঁহার যেরূপ কোথায়ও প্রকাশ হয়না। অনল্প জলদব্যাপ্ত এই আকাশপথে পরিভ্রমণ ইচ্ছা করিয়া শুভ্রকিরণ, ষোড়শকলাপূর্ণ চন্দ্রমার সেইরূপ প্রকাশ হইলনা। কারণ, ইনি মলিন আকাশে বাস করিয়াছেন। ফলতঃ মলিনবস্তুসংযোগে শুভ্রবর্ণ পদার্থেরও স্ফূর্ত্তি হয় না।১৩১।

তৃপ্তিমুদকস্থ চিরায়। প্রাপ্নুয়াদমৃতমপ্যভিবাঞ্ছন্ কালতো বত ঘনাশ্রয়কারী ॥ ১৩২ ॥ ইত্যুদীর্ণজলবাহবিনীলে স্ফীতবাতপরিধূততমালে। প্রাণভৃৎপ্রচরণপ্রতিকূলে নীড়নীলঘনশালিনি কালে ॥ ॥ ১৩৩ ॥ অগ্রহারশতসম্ভৃতশোভে সুগ্রহাঙ্ঘ্রিতুরগ স মহাত্মা। অধ্যুবাস তটমিন্দুভবায়াঃ স্বধ্যুপাস্য চরণং গুরুমর্চন্ ॥ ১৩৪ ॥ ত্রস্তমর্ত্যগণমস্তমিতাশং হস্তিহস্তপৃথুলোদকধারাঃ। মুক্তবিস্ম সমুদঞ্চলবিদ্যুৎ পঞ্চরাত্রমহিশত্রুরজস্রং ॥ ১৩৫ ॥ তীরভূরুহততীরপকর্ষন্নগ্রহারনিকরৈঃ সহপূরঃ। আবযাবধিকঘোষমনল্পঃ কল্পবার্ধিলহরীব তটিন্যাঃ ॥১৩৬॥ ঘোষবারিঝরভীরুনরাণাং ঘোষমেষ কলুষং স

পিপাসা জলপানেচ্ছা যস্যাঃ সা চাতকানাং পংক্তিশ্চিরং জলস্য তৃপ্তিমবাপ। যনঃ দৃঢ়মাশ্রয়ং করোতীতি তথাহমৃতমপ্যভিবাঞ্ছন্ কালাৎ প্রপ্নুয়াৎ বত প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৩২ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণোক্তৈঃ পয়োদৈ র্বিশেষেণ নীলে স্ফীতেন বিশালেন বায়ুনা পরিকম্পিতা তমালা বৃক্ষবিশেষা যস্মিন্ প্রাণিনাং বিচরণে প্রতিকূলে নিবিড়নীলঘনৈ র্যুক্তে বর্ষাকালে ॥ ১৩৩ ॥ অগ্রহারাণাং ব্রাহ্মণগ্রামাণাং শতেন সম্ভৃতা শোভা যস্মিন্ তথাভূতে বর্ষাকালে সুধীভিরুপাস্যৌ চরণৌ যস্য তথাভূতং গুরুং সম্যক্ পূজয়ন্ সুখেন গ্রহো বিষয়লক্ষণমার্গেভ্যঃ স্তম্ভনং যেষাং তথাভূতা অক্ষলক্ষণা অশ্বা যস্য স নিগৃহীতসর্ব্বকরণো মহাত্মা ক্ষুদ্রস্বভাব ইন্দুতনয়ভিকায়া নদ্যাস্তটমধ্যুবাস নিবাসং কৃতবানিতি দ্বয়োরর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥ ত্রস্তমর্ত্যগণমস্তমিতাশঞ্চ যথাস্যা তথা অহিশত্রুর্ব্বারিবিস্রঃ সমুদঞ্চন্তি বিদ্যুদ্ যস্মিংস্তৎ পঞ্চরাত্রমজস্রং হস্তিশুণ্ডাবৎ পৃথুলা বিশালা জলধারা মুক্তবিস্ম ॥ ১৩৫ ॥ অথানল্পমং তীরভূরুহাণাং ততীরগ্রহারসমূহৈঃ সহ তৎসহিতা তীরস্থবৃক্ষপংক্তীরাকর্ষন্ তটিন্যা নদ্যা অনল্পঃ পূরো জলপ্রবাহঃ প্রলয়সমুদ্রপ্রবাহবদধিকং নাদমাযয়ৌ প্রাপ ॥ ১৩৬ ॥ স এব

পূর্ব্বে যাহাদের অসীমপিপাশায় তালু শুষ্ক হইয়াছিল, অদ্য সেই চাতকদল বহুকালের পর জলপান করিয়া তৃপ্ত হইল। যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে কোন পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং সেই ব্যক্তি যদি অমৃতও বাঞ্ছা করে,কালে তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা প্রসিদ্ধ আছে। ১৩২।

পূর্ব্বোক্ত জলধরদলের আগমনে যে কাল বিশেষরূপে নীলবর্ণ; যেকালে প্রচণ্ড পবন তমালবৃক্ষ সকল পরিকম্পিত করে; প্রাণীমাত্রেরই গমন করিবার যে কাল একান্ত প্রতিকূল, যে কালে শত শত ব্রাহ্মণগণের শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে, সেই নিবিড় নীল মেঘযুক্ত বর্ষাকালে, পণ্ডিতপূজ্যপদ গুরুদেবের যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া, বিষয়পথ হইতে ইন্দ্রিয় তুরঙ্গ স্তব্ধ করিয়া বৃহৎস্বভাব শঙ্কর, ইন্দুদুহিতা নর্ম্মদানদীর তটে বাস করিয়াছিলেন। ১৩৩। ১৩৪।

যেরূপে সকল মানবের ত্রাস হয় ও যেরূপে সকল দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপে বৃত্রসংহর্ত্তা ইন্দ্র, বিদ্যুৎস্ফুরণ-সম্বলিত পঞ্চরাত্রি ধরিয়া অনবরত হস্তিশুণ্ডের মত বিশাল জলধারা মোচন করিতে লাগিলেন। ১৩৫।

নর্ম্মদানদীর অনল্প জলপ্রবাহ, ব্রাহ্মণদিগের সহিত তীরস্থ তরুরাশি সকল আকর্ষণ করিয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রলহরীর মত অধিকতর শব্দ করিতে লাগিল। ১৩৬।

নিশম্য। দৈশি ⋯ং ধ্রুবসমাধিবিধানং বীক্ষ্য চ ক্ষণ-⋯মভূদবিবক্ষুঃ ॥১৩৭॥ সোঽভিমন্ত্র্য করকং ত্বরমাণস্তৎ প্রবাহপুরতঃ প্রণিধায়। কৃৎস্নমত্র সমবেশয়দম্ভঃ কুম্ভসম্ভব ইব স্বকরেঽব্ধিং ॥ ১৩৮ ॥ তং নিশম্য নিখিলৈরপি লোকৈরুত্থিতোঽস্য গুরুরুক্তমুদন্তম্। যোগসিদ্ধিমচিরাদয়মাপে⋯ভ্যপদ্যততরাং পরি-তোষম্ ॥ ১৩৯ ॥ ছাত্রমুখ্যমমুমাহ কিয়ন্তি র্বাসরৈ-

শ্রীশঙ্করো ঘোষসহিতজলঝরেভ্যো ভীরূণাং নরাণাং কল⋯ং যে⋯ং শ্রুত্বা উপদেষ্টারং শ্রীগোবিন্দনাথং ধ্রুবং নিশ্চলং সমাধের্বিধানং যস্য সমাধেরিবেতি বা তথাভূতং বীক্ষ্য চ ক্ষণমাত্রং কথনেচ্ছারহিতস্তূষ্ণীমভূৎ ॥ ১৩৭ ॥ পশ্চাৎ স শ্রীশঙ্করস্ত্বরমাণঃ করকং কুম্ভমভিমন্ত্র্য স চাসৌ প্রবাহশ্চ তস্যাঃ প্রবাহ ইতি বা তস্যাগ্রে প্রস্থাপ্যাত্র করকে সর্ব্বং জলং প্রবেশয়ৎ। অগস্ত্যো যথা সমুদ্রং স্বহস্ত আবেশযত্তথেত্যর্থঃ ॥ ১৩৮ ॥ তমুদন্তং বৃত্তান্তং নিখিলৈরপি লোকৈরুক্তং সমাধিতো ব্যুত্থিতোঽস্য শ্রীশঙ্করস্য গুরুঃ শ্রুত্বা অচিরাচ্ছীঘ্রমেবায়ং যোগসিদ্ধিমবাপেতি পরিতোষ-

মহানুভব শঙ্কর, শব্দিত জলপ্রবাহে ভীরু মানবগণের আত্মস্বর শুনিয়া এবং নিজগুরু গোবিন্দনাথকে নিশ্চয় সমাধিমগ্ন দেখিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিলেন। পশ্চাৎ তিনি ত্বরান্বিত হইয়া একটী কুম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর সেই নদীর প্রবাহসমক্ষে কলস স্থাপনা করিয়া, (অগস্ত্য যেরূপ নিজকরে সমুদ্র নিবেশিত করিয়াছিলেন) সেইরূপ ঐ কুলে সমুদয় জল স্থাপিত করিলেন। । ১৩৭ । ১৩৮ ।

সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া গোবিন্দনাথ সকলের মুখে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। এবং শঙ্কর যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ভাবিয়া যৎপরো-

র্গতঘনে গগনে সঃ। পশ্য সৌম্য! শরদা বিমলং খং বিদ্যয়েব বিশদং পরতত্ত্বম্ ॥ ১৪০ ॥ বারিদা যতিবরাশ্চ সুপাথোধারয়া সদুপদেশগিরা চ। ঔষধী-রনুচরাংশ্চ কৃতার্থীকৃত্য সম্প্রতি হি যান্তি যথেচ্ছং ॥ ॥ ১৪১ ॥ শীতদীধিতিরসৌ জলমুগ্ভি র্মুক্তপদ্ধতি-রিতি স্ফুটকান্তিঃ। ভাতি তত্ত্ববিদুষামিব বোধো মায়িকাবরণনির্গমশুভ্রঃ ॥১৪২॥ বারিবাহনিবহেপ্রতি-

মভ্যপদ্যতত্তরামতিশয়েন পরিতোষং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥ কিয়ন্তি দিবসৈ র্গতঘনে গগনে সতি শিষ্যাগ্র্যমমুং শ্রীশঙ্করং সঃ গুরুরাহ। যদুবাচ তদাহ। হে সৌম্য! প্রিয়দর্শন! শরৎকালেন বিমলং গগনং পশ্য! তত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা ব্রহ্মবিদ্যয়া বিশদমনবচ্ছিন্নং ব্রহ্মাত্মৈক্যলক্ষণং তত্ত্বং তদ্বৎ ॥ ১৪০ ॥ জলদাঃ সুজলস্য ধারয়া ঔষধীঃ কৃতার্থীকৃত্য যতিবরাশ্চ সদুপদেশবাচা পুনরনুচরাংশ্চ কৃতার্থীকৃত্য সম্প্রতি যথেচ্ছং গচ্ছন্তি ॥ ১৪১ ॥ অসৌ শীতদীধিতিশ্চন্দ্রো জলমুগ্ভি র্মেঘৈস্ত্যক্ত আকাশমার্গো যস্য সঃ অতিস্ফুটকান্তি র্ভাতি। মায়িকস্যাবরণস্য নির্গমেন শুভ্রঃ শুদ্ধতত্ত্ববিদাং বোধো যথা প্রকাশতে তদ্বৎ ॥ ১৪২ ॥ বারি-

নাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন। ১৩৯। কিছু দিন পরে আকাশ মণ্ডল নির্ম্মল হইল শিষ্যাগ্রণী শঙ্করকে গুরু বলিতে লাগিলেন। হে প্রিয়দর্শন! শরৎকালে নির্ম্মল আকাশ যেন ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা বিমল ও অনবচ্ছিন্ন অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব সদৃশ নির্ম্মল। জলদ সকল, উত্তম জলধারা দ্বারা ওষধি (ফলপাকান্তবৃক্ষ) সকল কৃতার্থ করিয়া এবং যতীন্দ্রগণ উপদেশ বচনে অনুচর দিগকে কৃতার্থ করিয়া সম্প্রতি যথেচ্ছাক্রমে গমন করিতে লাগিল। মায়ারূপ আবরণ নির্গত হইলে তত্ত্ববিৎগণের বিশুদ্ধ বোধ যেরূপ প্রকাশ পায়, মেঘ সকল অধুনা আকাশ পথ মুক্ত করিয়া

যাতে ভান্তি ভানি শুচি ভানি শুভানি। মৎসরাদিবিগমে সতি মৈত্রীপূর্ব্বকা ইব গুণাঃ পরিশুদ্ধাঃ ॥ ১৪৩॥ মৎস্যকচ্ছপময়ী ধৃতচক্রা গর্ভবর্ত্তিভুবনা নলিনাঢ্যা। শ্রীযুতাদ্য তটিনী পরহংসৈঃ সেব্যতে মধুরিপোরিব মূর্ত্তিঃ ॥ ১৪৪ ॥ নীরদাঃ সুচিরসম্ভৃতমেতে জীবনং দ্বিজগণায় বিতীর্য্য। ত্যক্তবিদ্যুদবলাঃ পরিশুদ্ধাঃ প্রব্রজন্তি ঘনবীথিগৃহেভ্যঃ ॥ ॥ ১৪৫ ॥ চন্দ্রিকাসিতচর্চ্চিতগাত্রশ্চন্দ্রমণ্ডলকমণ্ডলুশোভী। বন্ধুজীবকুসুমোৎকরশাটীসম্বৃতো যতিরিবায়মনেহাঃ ॥ ১৪৬ ॥ হংসসঙ্গীতলসদ্বরজঙ্কং

বাহানাং মেঘানাং নিবহে সমূহে প্রতিযাতে সতি শুচিভানি শুক্লপ্রভানি শুভানি ভানি নক্ষত্রাণি ভান্তি। যথা রাগদ্বেষাদিবিগমে সতিমৈত্রীপূর্ব্বকা গুণাঃ করুণামুদিতাদয়ঃ পরিশুদ্ধাঃ প্রকাশন্তে তদ্বৎ ॥ ১৪৩॥ মৎস্যকচ্ছপময়ী পুনশ্চ ধৃতং চক্রং সুদর্শনাখ্যং যয়াগর্ভবর্ত্তীনি চতুর্দ্দশ ভুবনানি যস্যাঃ। নলিনৈঃ কমলৈরাঢ্যা। লক্ষ্ম্যা সংযুতা মধুরিপোর্বিষ্ণোর্মূর্ত্তির্যথা পরহংসৈঃ পরমহংসপরিব্রাজকৈর্যতিভিঃ সেব্যতে তদ্বৎ। অদ্য মৎস্যাদিপ্রচুরা ধৃতানি চক্রাণি পুটভেদা যয়া গর্ভবর্ত্তীনি ভুবনানি জলানি যস্যাঃ। কমলৈরাঢ্যা শোভাযুক্তা তটিনী ইয়ং নদী পরহংসৈরুৎকৃষ্টৈর্হংসাখ্যপক্ষিভিঃ পরমহংসৈরিতি বা ॥ ১৪৪ ॥

এতে জলদাঃ সুচিরসম্ভৃতং জীবনং জলং দ্বিজানাং ব্রাহ্মণাদীনাং পক্ষিণাং চ গণায় বিতীর্য্য দত্ত্বা ত্যক্তা বিদ্যুল্লক্ষণা অবলা অঙ্গনা যৈঃ পরিশুদ্ধা আসমন্তাচ্ছুভ্রা মেঘবীথিলক্ষণেভ্যো গৃহেভ্যঃ প্রব্রজন্তি। প্রয়ান্তি পক্ষে নীরদানির্গতদন্তা জরাং প্রাপ্তা এতে চিরসম্ভৃতং চিরপর্য্যন্তং সঞ্চিতং জীবনং ধনধান্যাদি ব্রাহ্মণগণায় প্রদত্ত্বা ত্যক্তা বিদ্যুদিবাতিচঞ্চলা অবলা যৈঃ যতঃ পরিশুদ্ধান্তঃকরণাঃ ঘনীভূতা বীথযো যেষু তেভ্যো গৃহেভ্যঃ প্রব্রজন্তি সংন্যস্য গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪৫ ॥ ভস্মলিপ্তগাত্রঃ কমণ্ডলুশোভী কষায়বস্ত্রসম্বৃতো যথা যতিস্তদ্বদয়মনেহাঃ শরৎকালঃ চন্দ্রজ্যোৎস্নালক্ষণেন ভস্মনাস্য চিহ্নং লিপ্তং গাত্রং শরীরং যস্য। চন্দ্রমণ্ডললক্ষণেন কমণ্ডলুনা শোভাঽস্যাস্তীতি। তথা বন্ধুকপুষ্পসমূহলক্ষণয়া শাট্যা সংবৃত ইত্যর্থঃ ॥১৪৬॥

দিয়াছে বলিয়া অতিশয় বিশুদ্ধকান্তি হইয়া শশধর সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে। রাগ,দ্বেষ,মাৎসর্য্য প্রভৃতি বিগত হইলে মৈত্রীপূর্ব্বক করুণা, মুদিতা প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত আন্তরিক গুণ সকল যেরূপ বিশুদ্ধ হইয়া শোভা পায়, সেইরূপ মেঘ সকল নির্গত হইলে শুদ্ধপ্রভ, শুভ্রনক্ষত্র সকল শোভা পাইতে লাগিল। মৎস্যকচ্ছপধারিণী, কমলকুসুমে আবৃত, এবং লক্ষ্মীযুক্ত বিষ্ণুর মূর্ত্তি যেরূপ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য যতীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকে সেইরূপ উৎকৃষ্ট হংস সকল মৎস্য কচ্ছপে পরিপূর্ণ, আবর্ত্তযুক্ত, গর্ভস্থিত ভুবন (জল) সহিত, কমলশোভিত ও শোভান্বিত এই নদীর সেবা করিতেছে। এই সমস্ত নীরদ চিরসঞ্চিত জীবন (জল) দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ও পক্ষী) গণের উদ্দেশে বিতরণ করিয়া বিদ্যুৎ-পত্নী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ্র হইয়া মেঘ সমূহ রূপ গৃহ হইতে প্রয়াণ করিতেছে। অথচ ছলে বলা হইল,নীরদ অর্থাৎ দন্তরহিত বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত এই সকল লোক, চিরকালের জন্য সঞ্চিত জীবন ও ধনধন্যাদি সকল, ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে দান করিয়া ও বিদ্যুতের মত চঞ্চলা অবলাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধঅন্তঃকরণ হইলেন এবং অবশেষে ঘনীভূত-বৃক্ষশ্রেণী-যুক্ত গৃহ হইতে প্রব্রজ্যাশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া গমন করিয়া থাকেন। যেরূপ যতি, গাত্রে ভস্ম লেপন, হস্তে কমণ্ডলু ধারণ ও কষায়বর্ণ বসন পরিধান

ক্ষোভবর্জ্জিতমপঙ্কমুতপঙ্কং। বারি সারসমতীবগভীরং তাবকং মন ইব প্রতিভাতি॥ ১৪৭॥ শারদাম্বুধরজালপরীতং ভ্রাজতে গগনমুজ্জ্বলভানু। লিপ্তচন্দনরজঃ সমুদঞ্চৎকৌস্তুভং মুররিপোরিব বক্ষঃ ॥ ১৪৮॥ পঙ্কজানি সম্যগ্রূঢ়হরীণি প্রোদ্গতানি বিকচানি কনন্তি। সৌম্য! যোগকলয়েব বিফুল্লান্যূর্দ্ধমুখানি হৃদয়ানি মুনীনাম্॥ ১৪৯॥ রেণুভস্মকলিতৈ র্দলশাটীসংবৃতৈঃ কুসুমলিট্জপমালৈঃ। বৃন্তকুড্মলকমণ্ডলুযুক্তৈ র্ধার্য্যতে ক্ষিতিরুহৈ র্যতিতৌল্যম্॥ ১৫০॥ ধারণাদিভিরপি শ্রবণাদ্যৈ র্বার্ষিকাণি দিবসান্যপনীয়। পাদপদ্মরজ-

বারি সারসং সরঃসম্বন্ধি জলং তাবকং ত্বদীয়ং মন ইব প্রতিভাতি। হংসাখ্যপক্ষিসঙ্গেন বিলসচ্চ তদ্বিগতপাংসুকং চ। পক্ষে পরমহংসানাং সঙ্গেন বিলসচ্চ তৎ বিগতরজোগুণং চ নিরস্তকর্দ্দমং। পক্ষে নিরস্তপাপমলং শুদ্ধমিতি যাবদন্যৎ সমানম্॥ ১৪৭॥ শরৎকালীনানাং জলধরাণাং জালৈ র্ব্যাপ্তং মেঘাবরণবিনির্মুক্তত্বাদুজ্জ্বলো ভানু র্যস্মিন্ তথাভূতং ব্যোম শোভতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ লিপ্তানি চন্দনরজাংসি যস্মিন্ সমুদঞ্চন্ সংস্ফুরন্ কৌস্তভাখ্যো মণি র্যস্মিন্ তথাবিধং মুররিপোঃ শ্রীবিষ্ণো র্বক্ষ ইবেত্যর্থঃ॥ ॥ ১৪৮॥ যোগকলয়া ঊর্দ্ধমুখানি প্রফুল্লানি সম্যগূঢ় আরূঢ়ো হরি র্বিষ্ণু র্যেষু। তানি প্রকর্ষেণোদ্গতানি ঊর্দ্ধতাং প্রাপ্তানি মুনীনাং হৃদয়ানি কমলানি যথা কনন্তি প্রকাশন্তে। তথা প্রোদ্গতানি প্রকচানি বিকাসং প্রাপ্তানি সম্যগূঢ়া হরয়ঃ সূর্য্যাংশবো যেষু তানি পঙ্কজানি কনন্তীত্যর্থঃ॥ ১৪৯॥ রেণুলক্ষণেন ভস্মনা শোভিতৈঃ পত্রলক্ষণয়া শাট্যা সম্বৃতৈঃ কুসুমলিহো ভ্রমরাস্তল্লক্ষণা জপমালা যেষাং বৃন্তে প্রসববন্ধে কুড্মলানি কলিকাস্তল্লক্ষণকমণ্ডলুযুক্তৈঃ ক্ষিতিরুহৈ র্বৃক্ষৈ র্যতিসাম্যং ধার্য্যতে॥ ১৫০॥ ধারণাধ্যানসমাধিভিঃ শ্রবণমননিদি-

করিয়া থাকে, সেইরূপ এই শরৎকাল, চন্দ্রের জ্যোৎস্না ভস্ম বিবেচনা করিয়া গাত্রে লেপন করিলেন, চন্দ্রমণ্ডল কমণ্ডলু ভাবিয়া তাহা দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল, ও বন্ধুজীব (বাঁধুল) পুষ্প সকল পরিধেয় বস্ত্র করিয়া পরিধান করিলেন। সরোবরের জল যেরূপ হংসদলে বিলসিত হয়, ধূলিবর্জিত দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ তাহার বিলোড়ন করেনা, কর্দম একেবারেই থাকেনা ও অত্যন্ত গভীর হয়, সেইরূপ তোমার মন পরমহংসদিগের সংসর্গে অত্যন্ত উল্লাসিত, এবং রজোগুণ শূন্য, ক্ষোভ বর্জিত, পাপমল বিরহিত ও অতিশয় গম্ভীর। মুরারি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল যেরূপ চন্দনচর্চ্চিত ও কৌস্তুভমণিদ্বারা পরিশোভিত, সেইরূপ এই আকাশ, শারদীয় মেঘজালে সমন্বিত, এবং মেঘাবরণ বর্জিত হইয়া উজ্জ্বল দিবাকর সঙ্গে নিতান্ত সুন্দর। হে প্রিয়দর্শন! মুনিদিগের হৃদয় যেরূপ যোগবিদ্যায় ঊর্দ্ধমুখে প্রফুল্ল, এবং তাহাতে বিষ্ণু সম্যকরূপে আরোহণ করিয়া থাকেন, ও ক্রমশঃ ঊর্দ্ধতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পঙ্কজ সকল ঊর্দ্ধমুখ, অথচ বিকাসিত ও ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উদিত, এবং ইহাদের উপর সম্যকরূপে সূর্য্যকিরণ সকল আরোহণ করিতেছে। পুষ্পপরাগ যাহাদের ভস্ম, পত্র সকল যাহাদের পরিধেয় বসন, ভ্রমরবৃন্দ যাহাদের জপমালা, বৃন্তস্থিত কলিকা সকল যাহাদের কমণ্ডলু, সুতরাং সেই সমস্ত মহীরুহ অদ্য যতিদিগের সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছে। ধারণা,

সাদ্য পুনন্তঃ সঞ্চরন্তি হি জগন্তি মহান্তঃ ॥ ১৫১ ॥ তত্ত্ববান্ ব্রজতু বেদকদম্বাদুদ্ভবাং ভবদবাম্বুদমালাং। তত্ত্বপদ্ধতিমভিজ্ঞ! বিবেক্তুং সত্বরং হরপুরীমবিবিক্তাং ॥ ১৫২ ॥ অত্র কৃষ্ণমুনিনা কথিতং মে পুত্র! তচ্ছৃণু পুরা তু হিমাদ্রৌ। বৃত্রশক্রমুখদৈবতজুষ্টং সত্রমত্রিমুনিকর্ত্তৃকমাস ॥ ১৫৩ ॥ সংসদি

ধ্যাসনৈশ্চ বার্ষিকাণি দিবসাস্তপনীযাদ্য পাদপদ্মরজসা জগন্তি পুনন্তো মহান্তঃ সঞ্চরন্তি ॥ ১৫১ ॥ যস্মাদেবং তৎ তস্মাত্তত্ত্ববান্ বেদসমূহাদুদ্ভূতাং জন্মমরণলক্ষণসংসারাত্মকস্য দবস্য বনাগ্নেঃ মেঘমালাং তত্ত্বপদ্ধতিমবিবিক্তাং বিবেক্তুং ইয়ং তত্ত্বপদ্ধতিরিয়ং নেতি বিবেচনং কর্ত্তুং শীঘ্রং শিবপুরীং কাশীং গচ্ছতু ॥ ১৫২ ॥ অথ শারীরকসূত্রভাষ্যকরণায় প্রেরয়িষ্যন্ বৃত্তান্তমাবেদয়তি। অত্রাস্মিন্ পদ্ধতিবিবেচনে কৃষ্ণমুনিনা বেদব্যাসেন যন্মে কথিতং হে পুত্র! তচ্ছৃণু। পূর্ব্বং হিমাদ্রৌ বৃত্রশক্রমুখৈরিন্দ্রপ্রভৃতিভি র্দৈবতৈ র্জুষ্টমত্রিমুনিকর্ত্তৃকং সত্রমাস বভূব ॥ ১৫৩ ॥ তত্র সভায়াং স পরাশরসূনুঃ

ধ্যান, ও সমাধি এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ইহা দ্বারা বার্ষিক দিন সকল অতিবাহিত করিয়া পাদপদ্ম ধূলি দ্বারা ত্রিজগৎ পবিত্র করত মহান্ লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। হে অভিজ্ঞ! যখন এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে, তখন বেদসমুদ্ভূত, জন্মমরণযুক্ত সংসাররূপ দাবানলের মেঘমালা স্বরূপ পরমার্থতত্ত্বের প্রকৃত পদ্ধতি (ইহা তত্ত্বপথ, ইহা তত্ত্বপথ নয়) এইরূপে বিবেচনা করিবার জন্য শীঘ্র শিবনগরী কাশী গমন কর। ১৪০। ১৪১। ১৪২। ১৪৩। ১৪৪। ১৪৫। । ১৪৬। ১৪৭। ১৪৮। ১৪৯। ১৫০। ১৫১। ১৫২।

এই তত্ত্বপদ্ধতির বিবেচনা বিষয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, হে পুত্র! তুমি তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে হিমালয়ে এক যজ্ঞ হইয়াছিল। ইন্দ্রপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অত্রিমুনি সেই যজ্ঞের ঋত্বিক্ ছিলেন। সেই সভায় পরাশরপুত্র বেদব্যাস, বেদমস্তক বেদান্ত শাস্ত্রের উদার অর্থ ব্যাখ্যা করেন। বেদান্ত শাস্ত্রে অত্যন্ত তৎপর, সত্যবাদী, পূজনীয় সেই ব্যাসদেবকে তখন আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আর্য্য! আপনি বেদ সকল উত্তমরূপে বিভাগ করিয়াছেন, ভারত ও পুরাণ রচনা করিয়াছেন, সম্যক্‌রূপে যোগশাস্ত্রও বলিয়াছেন, এবং ব্রহ্মসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রে ইহলোকস্থ

শ্রুতিশিরোঽর্থমুদারং শংসতি স্ম স পরাশরসূনুঃ। ইত্যপৃচ্ছমহমত্র ভবন্তং সত্যবাচমভিযুক্ততমং তম্ ॥ ১৫৪ ॥ আর্য্য! বেদনিকরঃ প্রবিভক্তো ভারতং কৃতমকারি পুরাণং। যোগশাস্ত্রমপি সম্যগভাষি ব্রহ্মসূত্রমপি সূত্রিতমাসীৎ ॥ ১৫৫ ॥ অত্র কেচিদিহ বিপ্রতিপন্নাঃ কল্পয়ন্তি হি যথাযথমর্থান্। অন্যথাগ্রহণনিগ্রহদক্ষং ভাষ্যমস্য ভগবন্! করণীয়ং

শ্রুতিশিরসামর্থমুদারং শংসতি স্ম। তমভিযুক্ততমং সত্যবাচমত্রভবন্তং পূজ্যং শ্রীব্যাসমিতি বক্ষ্যমাণমহমপৃচ্ছং পৃষ্টবান্ ॥ ॥ ১৫৪ ॥ যৎ পৃষ্টং তদাহ। হে আর্য্য! বেদনিকরো বেদনিচয়ঃ প্রকর্ষেণ বিভক্তো বিলক্ষণী কৃতস্ত্বয়েতি শেষঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ১৫৫ ॥ অথ ব্রহ্মসূত্রে ইহাস্মিন্ লোকে কেচিদ্বিপ্রতিপন্না বিপ্রতিপত্তিং প্রাপ্তাঃ স্বমতানুসারেণ যথাযোগ্যমর্থান্ কল্পয়ন্তি। তস্মাৎ হে ভগবন্! অন্যথার্থগ্রহণনিগ্রহে দক্ষমস্য ব্রহ্ম-

॥ ১৫৬ ॥ মদ্বচঃ স চ নিশম্য সভায়াং বিদ্বদগ্রচর ! বাচমবোচৎ। পূর্ব্বমেব দিবিষদ্ভিরুদীর্ণঃ পার্ব্বতীপতিসদস্যয়মর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥ বৎসক! শৃণু সমস্তবিদেকো মৎসমস্তব ভবিষ্যতি শিষ্যঃ। কুম্ভ এব সরিতঃ সকলং যঃ সংহরিষ্যতি মহোল্বণমস্তুঃ ॥ ॥ ১৫৮ ॥ দুর্ম্মতানি নিরসিষ্যতি সোঽয়ং শর্ম্মদায়ি চ করিষ্যতি ভাষ্যং। কীর্ত্তয়িষ্যতি যশস্তব লোকঃ কার্ত্তিকেন্দুকরকৌতুকি যেন ॥ ১৫৯ ॥ ইত্যুদীর্য্য-

সূত্রস্য ভাষ্যং ত্বয়া করণীয়ং ॥ ১৫৬ ॥ মম বচনং স চ পরাশরসূনুঃ শ্রুত্বা সভায়াং হে বিদ্বদগ্রচর ! বাচমুক্তবান্ তাং দর্শয়তি দিবিষদ্ভি র্দেবৈরয়ং স্বদুক্তোঽর্থঃ শিবস্য সভায়ামুক্তঃ ॥ ১৫৭ ॥ তস্মাৎ হে বৎস ! ত্বং শৃণু সমস্তবিৎ সর্ব্বজ্ঞঃ ॥ ॥ ১৫৮ ॥ সুখপ্রদং ভাষ্যং করিষ্যতি যেন শিষ্যেণ তৎকর্ত্তৃকেণ ভাষ্যেণ চ কার্ত্তিকচন্দ্রকিরণবৎ কৌতুকমস্যাস্তীতি তব যশো লোকঃ কীর্ত্তয়িষ্যতি ॥ ১৫৯ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ স

অনেকেই ব্যাকুল হইয়া স্ব স্ব মতানুসারে যথাযোগ্য অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! প্রকারান্তরে ও বিপরীতভাবে যে সমস্ত অর্থ হইয়া থাকে, তাহার নিগ্রহ করিতে সক্ষম, এমন এক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য আপনি করুন্। ১৫৩। ১৫৪। ১৫৫। ১৫৬।

পরাশর তনয় বেদব্যাস, আমার বাক্য শুনিয়া সেই সভায় বলিতে লাগিলেন। হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য! তুমি যে কথা বলিলে, পুরাকালে শিবসভায় দেবগণ ঐ অর্থ বলিয়াছিলেন হে বৎস! শ্রবণ কর। যে এক কুম্ভে নদীর সমস্ত জল সংহার করিতে পারিবে এরূপ

মুনিরাট্ সবনান্তে পত্যুরাপ স্থগিরিং গিরিজায়াঃ। তন্মুখাচ্ছ্রুতমশেষমিদানীং সন্মুনিপ্রিয় ! ময়া ত্বয়ি দৃষ্টম্ ॥ ১৬০ ॥ সত্যমুত্তমপুমানসি কশ্চিত্তত্ত্ববিপ্রবর ! নান্য সমানঃ। তদ্ যতস্ব নিরবদ্য নিবন্ধৈঃ সদ্য এব জগদুদ্ধরণায় ॥ ১৬১ ॥ গচ্ছ বৎস ! নগরং শশিমৌলেঃ স্বচ্ছদেব তটিনীকম-

মুনিরাট্ বেদব্যাসো বনমধ্যে উক্ত্বা পার্ব্বত্যাঃ পত্যুঃ শিবস্য গিরিং কৈলাসং প্রাপং। তস্য ব্যাসস্য মুখাচ্ছ্রুতং সর্ব্বং ময়া হে সন্মুনিপ্রিয় ! ত্বয়ি দৃষ্টম্ ॥ ১৬০ ॥ হে তত্ত্ববিচ্ছ্রেষ্ঠ ! তত্তস্মাগ্নিদ্দুষ্টগ্রন্থৈ র্যতস্ব ॥ ১৬১ ॥ শশিমৌলেশ্চন্দ্রশেখরস্য নগরং

আমার তুল্য তোমার এক সর্ব্বজ্ঞ শিষ্য হইবে। সেই শিষ্য কুম্ভ মত সমস্ত নিরস্ত করিবে, এবং মঙ্গল-জনকব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নির্ম্মাণ করিবে। লোকে শিষ্যদ্বারা ও শিষ্য কৃতভাষ্যদ্বারা কার্ত্তিক মাসের চন্দ্রকিরণের তুল্য তোমার নির্ম্মল যশ কীর্ত্তন করিবে। মুনিবর বেদব্যাস বনমধ্যে এই কথা বলিয়া পার্ব্বতীপতি মহাদেবের সুন্দর কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। হে মুনি-প্রিয়! আমি বেদব্যাসের প্রমুখাৎ যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, সেই সমুদয় তোমাতে বিদ্যমান দেখিতেছি। হে তত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ! সেই উত্তম পুরুষ তুমি, তোমার সমান আর কেহই নাই। অতএব জগৎ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে নির্দোষ গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতে যত্নবান্ হও। স্বচ্ছ দেবনদী গঙ্গাশোভিত, শশিমৌলি মহাদেবের রমণীয় নগরে গমন কর। হে বৎস! গমনমাত্রেই দেবাদিদেব মহাদেব তোমার উপর নিরতিশয় অনুগ্রহ

নীয়ং। তাবতা পরমমনুগ্রহমাদ্যা দেবতা তব করিষ্যতি তস্মিন্ ॥ ১৬২ ॥ এবমেনমনুশাস্য দয়ালুঃ পাবয়ন্নিজদৃশা বিসসর্জ্জ। ভাবতঃ স্বচরণাম্বুজসেবামেব শশ্বদভিকাময়মানং ॥ ১৬৩ ॥ পঙ্কজপ্রতিভটং পদযুগ্মং শঙ্করোঽস্য নিরগাদসহিষ্ণুঃ। তদ্বিয়োগমভিবন্দ্য কথঞ্চিত্তদ্বিলোকনময়ন্ হৃদয়াব্জে ॥১৬৪ ॥

স্বচ্ছরূপয়া দেবনদ্যা গঙ্গয়া কমনীয়ং সুন্দরং তাবতা-গমনমাত্রেণৈব তস্মিন্নগরে আদ্যা শিবাখ্যা দেবতা তব পরমনুগ্রহং করিষ্যতি ॥ ১৬২ ॥ এবমেনং শ্রীশঙ্করং দয়ালুরনুশাসনং কৃত্বা দৃশা কৃপাদৃষ্ট্যা পবিত্রীকুর্ব্বন্ ভাবাৎ ভক্ত্যাতিশয়েন স্বচরণাম্বুজসেবামেব সদৈবাভিকাময়মানং বিসসর্জ্জ ॥ ১৬৩ ॥ অস্য শ্রীগোবিন্দনাথস্য গুরোঃ পঙ্কজপ্রতিভটং পদদ্বন্দ্বমভিবন্দ্য তস্য পদযুগ্মস্য বিয়োগমসহিষ্ণুরপি তস্য বিলোকনং হৃদয়াব্জে অয়ন্ প্রাপ্নুবন্ কথঞ্চিন্নিরগাৎ ॥ ১৬৪ ॥ সহি তাপসশ্রেষ্ঠঃ শ্রীশঙ্করঃ

প্রকাশ করিবেন। যিনি অতিশয় ভক্তি সহকারে বারংবার কেবল মাত্র গুরু পদাম্বুজ সেবা কামনা করিতেছিলেন, দয়ালু গুরুদেব তখন সেই শঙ্করকে অনুশাসন করিয়া শীঘ্র বিসর্জ্জন করিলেন। ১৫৭। ১৫৮। ১৫৯। ১৬০। ১৬১। ১৬২।

শঙ্কর গোবিন্দনাথের পঙ্কজসদৃশ পদযুগল বন্দনা করিয়া এবং সেই পদযুগলের বিরহ সহিতে না পারিয়া হৃদয়পঙ্কজে সেই পাদাম্বুজ যুগলের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইলেন। ১৬৩।

যাহার সমীপে কদম্বকানন সকল পরিব্যাপ্ত, নদীর নিকটে সুবর্ণখচিত যজ্ঞীয়স্তম্ভের সমূহদ্বারা যাহার শোভা উল্লসিত, তাপসবর শঙ্কর তৎকালে সেই কাশীনগরে উপস্থিত হইলেন। ১৬৪।

প্রাপ তাপসবরঃ সহি কাশীং নীপকাননপরীতসমীপাং। আপগানিকটহাটকচঞ্চদ্যূপপংক্তিসমুদঞ্চিতশোভাং ॥ ১৬৫ ॥ সন্দদর্শ স ভগীরথতপ্তামন্দতীব্রতপসঃ ফলভূতাং। যোগিরাড়ুচিতকুঞ্জনিকুঞ্জাং ভোগিভূষণজটাতটভূষাং ॥ ১৬৬ ॥ বিষ্ণুপাদনখরাঞ্জননাদ্বা শম্ভুমৌলিশশিসঙ্গমনাদ্বা। যা হিমাদ্রিশিখরাৎপতনাদ্বা স্ফাটিকোপমজলা প্রতিভাতি ॥ ১৬৭ ॥ গায়তীব কলষট্পদনাদৈর্নৃত্যতীব

কাশীং প্রাপ। তাং বিশিনষ্টি। নীপানাং কদম্বানাং বনেন ব্যাপ্তং সমীপং যস্যাঃ। আপগায়া নদ্যা নিকটানাং সুবর্ণের্ম চঞ্চতাং যূপানাং যজ্ঞস্তম্ভানাং পংক্তিভিঃ সমুদঞ্চিতা শোভা যস্যাং সা তাং ॥ ১৬৫ ॥ এবং কাশীমুপবর্ণ্য গঙ্গাং বর্ণয়তি। স যোগিরাট্ ভগীরথেন তপ্তস্যামন্দতীব্রস্যাত্যন্তাধিকস্য তপসঃ ফলভূতাং। উচিতাস্তীরে নিকুঞ্জা যস্যাঃ। সর্পভূষণস্য শিবস্য জটানাং তটস্য ভূষামলঙ্কৃতিং গঙ্গাং সন্দদর্শ ॥ ১৬৬ ॥ স্ফটিকমণিসদৃশজলাং গঙ্গাং ত্রিধোৎপ্রেক্ষতে। বিষ্ণোশ্চরণনখাঞ্জননাদ্বা সঙ্গমনং সমাগমঃ হিমাদ্রি র্হিমাচলঃ ॥ ১৬৭ ॥

যোগীরাজ শঙ্কর, ভগীরথের অসাধারণ তপস্যার ফলস্বরূপ গঙ্গাদর্শন করিলেন। যাহার তীরে সমুচিত নিকুঞ্জ ও কুঞ্জ সকল বিদ্যমান, এবং ফণিভূষণ মহাদেবের জটাতটের ভূষণ-স্বরূপ গঙ্গাদর্শন করিলেন। বিষ্ণুপদ নখর হইতে জন্মহেতু, কি শিব মস্তকস্থিত চন্দ্রসমাগম হেতু, অথবা হিমাচলের শিখরদেশ হইতে পতনহেতু, গঙ্গাজল স্ফটিকমণি সদৃশ স্বচ্ছ ?। যেন ভ্রমরগণের কলনাদে গান করিতেছেন, পবন কম্পিত কমলদ্বারা যেন নৃত্য করি-

পবনোচ্চলিতাঙ্গৈঃ। মুঞ্চতীব হসিতং সিতফেনৈঃ শ্লিষ্যতীব চপলোর্ম্মিকরৈর্যা ॥১৬৮॥ শ্যামলা ক্বচিদপাঙ্গময়ূখৈশ্চিত্রিতা ক্বচন ভূষণভাভিঃ। পাটলা কুচতটীগলিতৈর্যা কুঙ্কুমৈঃ ক্বচন দিব্যবধূনাং ॥ ৬৯ ॥ সোঽবগাহ্য সলিলং সুরসিন্ধোরুত্ততার শিতিকণ্ঠজটাভ্যঃ। জহ্নুবীসলিলবেগহৃতস্তদ্যোগপুণ্যপরিপূর্ণ ইবেন্দুঃ ॥ ১৭০ ॥ স্বর্ণদীজলকণাহিতশোভামূর্ত্তিরস্য সুতরাং বিললাস। চন্দ্রপাদগলদম্বুকণাঙ্কা পুত্তিকা শশিশিলারচিতেব ॥ ১৭১ ॥ বিশ্বেশশ্চরণযুগং প্রণম্য ভক্ত্যা হর্য্যাদ্যৈস্ত্রিদশবরৈঃ সমর্চ্চিতস্য। সোঽনৈষীৎ প্রযতমনা জগৎপবিত্রে ক্ষেত্রেঽস্মিন্নিহ সময়ং কিয়ন্তমার্য্যঃ ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তৎস্থাশ্রমনিবাসগঃ। সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোঽয়ং পঞ্চমোঽভবৎ।

অব্যক্তাক্ষরৈ র্মধুরৈ র্ম্মরনাদৈ র্গায়তীব। বায়ুনোর্দ্ধ চলিতৈঃ কমলৈ র্নৃত্যতীব। শ্বেতৈঃ ফেনৈ র্হাসং মুঞ্চতীব চপলোর্ম্মিলক্ষণহস্তৈরালিঙ্গনং কুর্ব্বতীব ॥ ১৬৮ ॥ দিব্যবধূনাং কটাক্ষকিরণৈঃ ক্বচিদতিশ্যামা। তাসাং ভূষণদীপ্তিভিঃ ক্বচন চিত্রিতা বিচিত্রভূষণভানাং বিচিত্রত্বাৎ তাসাং। স্তনতটীভ্যো গলিতৈঃ কুঙ্কুমৈঃ ক্বচিৎ পাটলাঃ শ্বেতরক্তাং এবম্ভূতাং সম্বন্ধেনেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ১৬৯ ॥ সঃ শ্রীশঙ্করঃ সুরনদ্যা গঙ্গায়া জলমবগাহ্য শিতিকণ্ঠস্য শিবস্য জটাভ্যো জাহ্নবীসলিলবেগেন হৃতস্তস্যা জাহ্নব্যাঃ সংযোগেন পুণ্যেন পরিপূর্ণশ্চন্দ্র ইব উত্তীর্ণোঽভূৎ ॥ ১৭০ ॥ স্বঃসিন্ধো র্জলকণৈরাহিতা শোভা যস্যাঃ সাঽস্য শঙ্করস্য মূর্ত্তিঃ সুতরাং শুশুভে। তত্র দৃষ্টান্তঃ চন্দ্রকিরণৈ র্গলতাং জলকণানামঙ্কাশ্চিহ্নানি যস্যাঃ সা চন্দ্রকান্তশিলারচিতা প্রতিমা যথা তদ্বৎ ॥ ১৭১ ॥ বিশ্বমীষ্টে ইতি বিশ্বেট্ তস্য বিশ্বনিয়ন্তুর্ব্বিষ্ণ্বাদিদেববরৈঃ পূজিতস্য চরণদ্বয়ং ভক্ত্যা প্রণম্য প্রযতমনাঃ সোঽসাবার্য্যঃ কিয়ন্তং কালং জগৎপবিত্রেঽস্মিন্ ক্ষেত্রেঽনৈষীৎ নীতবানিত্যর্থঃ। প্রহর্ষিণীবৃত্তং ॥ ১৭২ ॥ ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারসূনুধনপতিসূরিকৃতে শঙ্করবিজয়ডিণ্ডিমে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তেছেন, শুভ্রবর্ণ ফেনদ্বারা যেন হাস্য ত্যাগ করিতেছেন। এবং স্বর্গীয় কামিনীগণের কটাক্ষ কিরণে কোথায় শ্যামলবর্ণ, তাহাদের ভূষণপ্রভায় কোথায় বিচিত্র, এবং তাহাদের স্তনতট গলিত কুঙ্কুমরসে কোথায় বা পটলবর্ণ। ১৬৫। ১৬৬। ১৬৭। ১৬৮। ১৬৯।

শঙ্কর সুরসিন্ধু গঙ্গার জলে অবগাহন করিয়া নীলকণ্ঠের জটা হইতে জাহ্নবীজলের বেগাধিক্যবশতঃ অপহৃতচিত্ত হইয়া পুনরায় জাহ্নবীর সংযোগ পুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া চন্দ্রের মত উত্তীর্ণ হইলেন। ১৭০।

চন্দ্রকিরণে জলকণা সকল গলিত হইয়া যাহার চিহ্ন করিয়া থাকে, সেই চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত প্রতিমার মত, গঙ্গাজলকণাদ্বারা শঙ্করের দেহ শোভা পাইতে লাগিল। ১৭১।

ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ যাঁহার পদপূজা করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের চরণযুগল ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সংযতচিত্ত শঙ্করাচার্য্য জগতের পবিত্রতাকারক ঐ পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। ১৭২।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়

অথাগমদ্ ব্রাহ্মণসূনুরাদরাদধীতবেদো দলয়ন্ স্বভাসা। তেজাংসি কশ্চিৎ সরসীরুহাক্ষো দিদৃক্ষমাণঃ কিল দেশিকেন্দ্রং ॥ ১ ॥ আগত্য দেশিকপদাম্বুজযোরপপ্তৎ সংসারবারিধিমনুত্তরমুত্তিতীর্ষুঃ। বৈরাগ্যবানকৃতদারপরিগ্রহশ্চ কারুণ্যনাবমধিরুহ্য দৃঢ়াং দুরাপাম্ ॥ ২ ॥ উত্থাপ্য তং গুরুরুবাচ গুরু-

এবং সপরিকরং জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপকং শ্রীশঙ্করকর্ত্তৃকং চতুর্থাশ্রমনিবাসমুপবর্ণ্যাথেদানীং তৎকর্ত্তৃকাং ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিষ্ঠিতিং সপরিকরাং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে অথেত্যাদিনা। অথ কাশীপ্রাপ্ত্যাদ্যনন্তরং কশ্চিৎ কমলেক্ষণো ব্রাহ্মণসুতোঽধীতবেদো দেশিকেন্দ্রং দিদৃক্ষমাণঃ স্বভাসা তেজাংসি দলয়ন্ আদরাদাগমদিতি যোজনা উপজাতিঃ ॥ ১। দৃঢ়াং দুষ্প্রাপাং গুরুকারুণ্যনাবমধিরুহ্য দুষ্করমং সংসারসমুদ্রমুত্তিতীর্ষুঃ বৈরাগ্যবান্ ন কৃতঃ স্ত্রীপরিগ্রহো যেন স আগত্য শ্রীশঙ্করস্যোপদেষ্টুশ্চরণকমলয়োরপপ্তৎ পতিতবান্ বসন্ততিলকা ॥ ২ ॥ তং ব্রাহ্মণকুমারমুত্থাপ্য

শঙ্করাচার্য্য কাশী আসিয়া উপস্থিত হইবার পর নলিনাক্ষ কোন এক ব্রাহ্মণ কুমার বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়া গুরুবর শঙ্করকে দেখিতে বাসনা করিয়াও নিজপ্রভায় তেজ সকল বিদলিত করিয়া আদরপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। ১।

দৃঢ়, ও অন্যের দুর্লভ, গুরুর করুণা তরণী অধিরোহণ করিয়া দুস্তর সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত ঐ ব্রাহ্মণ দারপরিগ্রহ না করিয়া উপদেষ্টা শঙ্করাচার্য্যের চরণকমলে পতিত হইলেন। ২।

দ্বিজানাং কস্ত্বং ক ধাম কুত আগত আত্তধৈর্য্যঃ। বালোঽপ্যবালধিষণঃ প্রতিভাসি মে ত্বমেকোঽপ্যনেক ইব নৈকশরীরভাবঃ ॥ ৩ ॥ পৃষ্টো বভাণ গুরুমুত্তরমুত্তরজ্ঞো বিপ্রো গুরো! মম গৃহং বুধ চলোদেশে। যত্রাপগা বহতি তত্র কবেরকন্যা যস্যাঃ

দ্বিজানাং গুরু দৈশিক উবাচ। ত্বং কঃ ব্রাহ্মণো বা ক্ষত্রিয়াদির্বা। ধাম গৃহং ত্বদীয়ং ক ইদানীং ত্বং কস্মাদ্দেশাদাগতঃ। যত আত্তং গৃহীতং ধৈর্য্যং যেন সঃ। অতো বালোঽপ্যবালবুদ্ধিস্ত্বং মে প্রতিভাসি। পুনশ্চৈকোঽপ্যনেক ইব প্রতিভাসি নির্ভয়ত্বাৎ। পুনর্ন্ন বিদ্যতে একস্মিন্নপি শরীরে অহম্ভাবো যস্য সঃ পাঠান্তরে তু ন বিদ্যত একস্য শরীরস্যাপি ভানং যস্যেতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৩ ॥ এবং পৃষ্ট উত্তরজ্ঞো গুরুং প্রতি জগাদ। হে গুরো! অহং বিপ্র ইতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং। দ্বিতীয়স্যোত্তরমাহ। হে বুধ! যস্যা জলং হরিপদাম্বুজভক্তেঃ কারণং সা কাবেরী-

সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে উত্তোলন করিয়া দ্বিজগুরু শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। তুমি কে? ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়? তোমার ধাম কোথায়? ইদানীং তুমি কোন্ দেশ হইতে আগমন করিয়াছ? যখন তুমি ধৈর্য্য গ্রহণ করিয়াছ তখন নিশ্চয় তোমার বালক হইয়াও প্রাচীন লোকের মত বুদ্ধি এবং তুমি একাকী হইয়াও অনেকের মত ভাব প্রকাশ করিতেছ কেন? অথচ তোমার শরীরে কোন অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই। ৩।

অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার বলিতে লাগিলেন। হে গুরো! আমি ব্রাহ্মণ। যাহার জল হরিপাদাম্বু-

পয়ো। হরিপদাম্বুজভক্তিমূলং ॥ ৪ ॥ অটাট্যমানো মহতো দিদৃক্ষুঃ ক্রমাদিমং দেশমুপাগতোঽস্মি। বিভেমি মজ্জন্ ভববারিরাশৌ তৎপারগং মাং কৃপয়া বিধেহি ॥ ৫ ॥ অপাঙ্গৈরুত্তুঙ্গৈরমৃতঝরভঙ্গৈঃ পরগুরো! শুচা দূনং দীনং কলয় দয়য়া মামবিমৃশন্। গুণং বা দোষং বা মম কিমপি সঞ্চিত-

য়সি চেত্তদা কৈব শ্লাঘা নিরবধিকৃপানীরধিরিতি ॥৬॥ স্যাত্তে দীনদয়ালুতা কৃতযশোরাশি স্ত্রিলোকী গুরো! তূর্ণঞ্চেদ্দয়সে মমাদ্য ন তথা কারুণ্যতঃ শ্রীমতি। বর্ষন্ ভূরি মরুস্থলীষু জলভৃৎ সদ্ভির্যথা পূজ্যতে নৈবং বর্ষশতং পয়োনিধিজলে বর্ষন্নপি স্তূয়তে ॥৭॥ ত্বৎসারস্বতসারসারসসুধাকূপারসৎসারসস্রোতঃসন্তুতস-

নদী যত্র চলতি। তস্মিন্ চোলাখ্যে দেশে মম গৃহমস্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞস্য তব ন কিঞ্চিদপ্যবিদিতমিতি সম্বোধনাশয়ঃ ॥ ৪ ॥ তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ। মহতো দর্শনেচ্ছুরটাট্যমানো ভৃশমটমানঃ সূচিসূত্রিমূত্র্যাটার্ত্যশূ্যর্ণোতিভ্যো যঙ্ বাচ্য ইতি যঙ্। ক্রমাদিমন্দেশমুপাগতোঽস্মি। এবং পৃষ্টমাবেদ্য স্বপ্রয়োজনমাবেদয়তি। সংসারসমুদ্রে মজ্জন্ বিভেমি। তস্মাৎ কৃপয়া সংসারসমুদ্রাৎ পারগং মাং বিধেহি উপজাতিঃ ॥ ৫ ॥ হে পরমগুরো! মম গুণং বা দোষং বা অবিচারয়ন্ অত্যুচ্চৈঃ কটাক্ষলক্ষণৈরমৃতঝরভঙ্গৈঃ সুধাপ্রবাহতরঙ্গৈ র্দয়যা শোকেন খিন্নমত-

এব দীনং মাং কলয়াঽবলোকয়। গুণদোষবিচারণে বাধকমাহ। গুণং বা দোষং বা কিমপি মম চিন্তযসি চেৎ তদা শ্রীশঙ্করো নিরবধিকৃপাসমুদ্র ইতি কৈব শ্লাঘা ন কাঽপীত্যর্থঃ। শিখরিণী ॥৬॥ এতদেব দ্রঢ়যন্ সদৃষ্টান্তমাহ। হে ত্রিলোকীগুরো! শীঘ্রং গুণদোষবিচারং বিনৈবাদ্য মমোপরি দয়াং করোষি চেৎতর্হি তে দীনদয়ালুতা সম্পাদিতযশোরাশি র্যথা স্যাত্তথা শ্রীমতি কারুণ্যতো জনিতযশোরাশি র্নস্যাৎ। যতো মরুস্থলীষু ভূরি বর্ষন্ জলভৃন্মেঘঃ সদ্ভি র্যথা পূজ্যতে। সমুদ্রজলে বর্ষশতং বর্ষন্নপি তথা ন স্তূয়ত ইত্যর্থঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ৭ ॥ ত্বদীয়সরস্বত্যাঃ

জের সূক্ষ্মভক্তির একমাত্র মূল, সেই কাবেরীনদী যথায় প্রবাহিত হইয়া থাকে, হে বুধ! সেই চোলদেশে আমার গৃহ জানিবেন। ৪।

আমি মহৎ লোক দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া অত্যন্ত পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমশ এই দেশে আগমন করিয়াছি। আমি ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। অতএব যাহাতে ভবসাগর পার হইতে পারি, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় বলিয়া দিন। ৫।

হে পরমগুরো! আমার দোষ কি গুণ বিচার না করিয়া অত্যুচ্চ কটাক্ষ রূপসুধাপ্রবাহ দ্বারা দয়াপূর্ব্বক শোকব্যথিত এই দীন জনকে অবলোকন করুন।

যদি আপনি আমার গুণ কি দোষ চিন্তা করেন, তবে আপনি যে অপার দয়াসাগর বলিয়া বিখ্যাত আছেন তাহার আর কি শ্লাঘা হইল?। ৬।

হে ত্রৈলোক্যগুরো! আপনি গুণ দোষ বিচার না করিয়াই অদ্য আমার উপর যদি দয়া করেন, তাহা হইলে দীন জনের উপর দয়ালুতা-নিবন্ধন আপনার যশ হইবে। শুদ্ধ দয়ালুতা বশতঃ আপনার সেরূপ যশোরাশি কখনই হইতে পারে না। কারণ মরুভূমে ভূরি জলবর্ষণ করিলে সাধুগণ যেমন মেঘের পূজা করিয়া থাকেন, শতবর্ষ ধরিয়া সমুদ্রগর্ভে জলবর্ষণ করিলে কখনই মেঘ সেইরূপ স্তবযোগ্য হইতে পারে না। ৭।

স্ফুতোজ্জ্বলজলক্রীড়া মতি মে মুনে। চঞ্চৎপঞ্চশরাদিবঞ্চনহতন্যঞ্চং প্রপঞ্চং হিতজ্ঞানাকিঞ্চনমাবিরঞ্চিমখিলং চালোচযন্ ন্যঞ্চতু ॥৮॥ সৌরং ধামসুধামরীচিনগরং পৌরন্দরং মন্দিরং কৌবেরং শিবিরং হুতাশনপুরং সামীরসদ্মোত্তরং। বৈধাত্রাবসথং ত্বদীয়ফণিতিশ্রদ্ধাসমিদ্ধাত্মনঃ শুদ্ধাদ্বৈতবিদো ন দোগ্ধি বিরতিং শ্রীঘাতুকং কৌতুকং ॥৯॥ ন ভৌমা রামাদ্যাঃ সুষুমবিষবল্লীফলসমাঃ সমারম্ভন্তে নঃ কিমপি কুতুকং জাতু বিষয়াঃ। ন গণ্যং নঃ পুণ্যং রুচির তররম্ভাকুচতটীপরীরম্ভারম্ভোজ্জ্বলমপি চ পৌরন্দরপদং ॥ ১০ ॥ ন চঞ্চদ্বৈরিঞ্চ্যং পদমপি

সার এব সারসসুধাকূপারশ্চন্দ্রসম্বন্ধামৃতসমুদ্রস্তস্য সৎ সংসারসস্রোতোভিঃ সল্লক্ষণানাং পক্ষিণাং কমলানাং বা স্রোতোভিঃ সম্ভৃতং সম্মিশ্রিতং সংশ্রিতং বা সন্ততমুজ্জ্বলং জলং তস্মিন্ ক্রীড়া যস্যাস্তথাভূতা সতী মে মতি হে মুনে! চঞ্চন্ স্ফুরন্ যঃ পঞ্চশরঃ উন্মাদনস্তাপনশ্চ শোষণঃ স্তোভনস্তথা। সম্মোহনশ্চ কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতা ইত্যুক্তঃ পঞ্চসায়কঃ কাম আদি যেষাং ক্রোধাদীনাং তৎকর্ত্তৃকেন বঞ্চনেন হতং অতএব ন্যঞ্চং নীচং পুনশ্চ স্বহিতজ্ঞানেঽকিঞ্চনমশক্তমাব্রহ্মলোকং সর্ব্বং প্রপঞ্চমালোকয়ন্ ন্যঞ্চতু বিচরতু। সারসঃ পক্ষিভেদেন্দ্বোঃ সারসং সরসীরুহ ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ ॥ ৮ ॥ সূরস্য সূর্য্যস্য ইদং ধাম সুধাকিরণস্য চন্দ্রস্য নগরং পুরন্দরস্যেন্দ্রস্য মন্দিরং কুবেরস্য শিবিরং হুতাশনস্যাগ্নেঃ পুরং সমীরস্য বায়োঃ সদ্ম বিধে ব্রহ্মণশ্চ সর্ব্বোত্তরমাবসথং গৃহং ত্বদীয়ায়াং ফণিতাবুক্তৌ যা শ্রদ্ধা তয়া শুদ্ধাদ্বৈতবিদো যা বৈরাগ্যলক্ষণা শ্রীস্তস্যা ঘাতুকং নাশকং কৌতুকং ন দোগ্ধি ন প্রপূরয়তীতি প্রত্যেকং ক্রিয়ান্বয়ঃ ॥ ৯ ॥ ভৌমা ভূমৌ ভবা রামাদ্যা বনিতাদ্যা বিষয়াঃ সুষমা শোভনা যা বিষবল্লী তস্যাঃ ফলেন তুল্যাঃ সুন্দরং যদ্বিষবল্ল্যাঃ ফলস্তেনেতি বা। নোঽস্মাকং কিমপি কৌতুকং জাতু কদাপি ন সমারভন্তে। নাপি পুণ্যং সুন্দরতরা যা রম্ভাখ্যাঽপ্সরাস্তস্যাঃ কুচতট্যাঃ পরিরম্ভস্যালিঙ্গনস্যারম্ভেণোজ্জ্বলং পুরন্দরস্য দেবেন্দ্রস্য পুরমপি নোঽস্মাকং গণনীয়মপি ॥ ১০ ॥ তর্হি ব্রহ্মপদং ভবতামাদরপদং-

চন্দ্রের অমৃতসমুদ্র, তাহা আপনার সরস্বতীর সারভাগ মাত্র। সেই চন্দ্র সম্বন্ধীয় অমৃত সিন্ধুর যে সমস্ত সৎ, সারসপক্ষী বা কমলদল বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রবাহে সংমিশ্রিত, সর্ব্বদা উজ্জ্বল জল আছে, হে মুনে! উন্মাদন, তাপন, শোষণ, স্তোভন ও সম্মোহন এই পাঁচটী কাম শর। সর্ব্বদা জাগরূক সেই কামদেব ও ক্রোধাদির বঞ্চনে বিনষ্ট অতএব নীচ, ও নিজ হিত জানিতে একান্ত অসমর্থ, আব্রহ্ম স্তম্বপর্যন্ত সকল লোক আলোচনা করিয়া আমার বুদ্ধি সেই জলে ক্রীড়াসক্ত হইয়া বিচরণ করুক। ৮।

সৌর ধাম, সুধাংশু নগর, ইন্দ্রের মন্দির, কুবেরের শিবির, অনলের পুর, সমীরণের ভবন ও বিধাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহ এই সমস্ত পদার্থ আপনার বচনে যাহার শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধাদ্বারা প্রদীপ্তচেতা এবং শুদ্ধ অদ্বৈতবেত্তা ব্যক্তির বৈরাগ্যসম্পত্তির বিনাশক কৌতুক অদ্য বৈরাগ্য প্রদানে অসমর্থ। ৯।

ভূমিতলস্থ স্রক্ চন্দন বনিতাদি সুন্দর বিষলতার ফল তুল্য, সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয় আমাদিগের কখন কোন কৌতুক উৎপন্ন করিতে পারে না। এবং সুন্দরতর রম্ভামেনকাদি অপ্সরার স্তনতটের আলিঙ্গন কার্য্যে নিতান্ত উজ্জ্বল, পবিত্রজনক ইন্দ্রত্বপদও আমার গণনীয় নহে। ১০।

ভবেদাদরপদং বচো ভব্যং নব্যং যদকৃত কৃতী শঙ্কর-গুরুঃ। চকোরালীচঞ্চুপুটদলিতপূর্ণেন্দুবিগলৎ-সুধাধারাকারং তদিহ বয়মীহেমহি মুহুঃ ॥ ১১ ॥ দ্যাবাভূমিশিবঙ্করৈ র্নবযশঃপ্রস্তাবসৌবস্তিকৈঃ পূর্ব্বাথর্ব্বতপঃপচেলিমফলৈঃ সর্ব্বাধিমুষ্টিন্ধয়ৈঃ

স্যান্নেত্যাহ নেতি। অনেনেহামুত্রার্থভোগবিরাগো দর্শিতঃ। অথ শ্রবণোৎসুক্যং দর্শয়তি। কৃতী শঙ্করগুরু র্যদ্ভব্যং কল্যাণাত্মকং নব্যং নবীন্যং বচনমকৃত। তৎ বিরহাতুরচকোরপংক্তীনাং চঞ্চুপুটৈ র্দলিতাৎ পূর্ণচন্দ্রাদ্গালিতায়াঃ সুধাধারায়া আকারং পুনঃ পুন র্ব্বয়মীহেমহি ইচ্ছামঃ ॥ ১১ ॥ দ্যাবাভূম্যোঃ শিবং সুখং কুর্ব্বন্তীতি তথা তৈঃ। নবীনস্যাসাধারণস্য যশসঃ প্রস্তাবস্য প্রসঙ্গস্য সৌবস্তিকৈঃ স্বস্তিবাচকৈঃ স্বস্তীত্যাহেত্যর্থে তদাহেতি মাশব্দাদিভ্যষ্ঠগ্বাচ্য ইত্যনেন ঠক্‌প্রত্যয়ঃ। পূর্ব্বস্য পূর্ব্বার্জ্জিতস্যানল্পতপসঃ পক্বফলৈঃ। সর্ব্বেষামাধীনাং মুষ্টিন্ধয়ৈঃ সারাকর্ষকৈঃ সর্ব্বে চ তে আধয়শ্চেতি বা। দীনানামাঢ্যঙ্করণৈ র্ভবায় সংসারায় নিতং বৈরায়মাণৈ র্ব্বৈরং কুর্ব্বদ্ভিঃ শব্দবৈরেত্যাদিনা

আমার ঐহিক ও পারত্রিকভোগে বাসনা নাই। এতএব ব্রহ্মপদও আমার আদরাস্পদ নহে। কিন্তু কৃতী শঙ্কর গুরু যে কল্যাণময় নবীন বাক্য বলিয়াছেন, চকোর বিহঙ্গম দিগের চঞ্চুপুটদ্বারা বিদলিত পূর্ণচন্দ্র হইতে গলিত সুধার তুল্য সেই বাক্য আমরা বারম্বার শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১১।

স্বর্গ ও মর্ত্যের সুখকর, অসাধরণ কীর্ত্তিপ্রস্তাবের স্বস্তিবাচক, পূর্ব্বার্জিত বহুল তপস্যার পরিপক্কফল, সকল প্রকার মানসিক পীড়ার সারাকর্ষক,

দীনাঢ্যঙ্করণৈ র্ভবায় নিতরাংবৈরায়মাণৈরলঙ্কর্ম্মীণং প্রসিতং ত্বদীয়ভজনৈঃ স্যান্মামকীনং মনঃ ॥ ১২ ॥ সংসারবন্ধাময়দুঃখশান্ত্যৈ স এব নস্ত্বং ভগবানুপাস্যঃ। ভিষক্তমং ত্বাং ভিষজাং শৃণোমীত্যুক্তস্য যোঽভ্যুদিতাবতারঃ ॥ ১৩ ॥ ইত্যুক্তবন্তং কৃপয়া মহাত্মা ব্যদীপয়ৎ সংন্যসনং যথাবৎ। প্রাহ-

করোত্যর্থে ক্যপ্‌ ত্বদীয়ভজনৈরলঙ্কর্ম্মীণং কর্ম্মক্ষমং কর্ম্মক্ষমোঽলঙ্কর্ম্মীণ ইত্যমরঃ। মদীয়ং মনঃ প্রসিতং স্যাত্তথাভূতেষু ত্বদীয়ভজনেষু তৎপরং স্যাদিতি প্রার্থনা। প্রসিতোৎসুকাভ্যাং তৃতীয়াচেতি তৃতীয়া। তৎপরে প্রসিতাসক্তাবিত্যমরঃ। কঃ প্রসিতো নাম যস্তত্র নিত্যং প্রতিবদ্ধঃ কৃত এতৎ। স্যুনোতিরয়ং বধ্রাত্যর্থে বর্ত্তত ইতি মহাভাষ্যং। অনেন গুরুশুশ্রূষাকরণোৎসুক্যং স্বস্য দর্শিতং শা০ ॥ ১২ ॥ নমু তর্হি যঃ কশ্চিদেব গুরুত্বয়া স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে সংসেব্য ইতি চেত্তত্রাহ। ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমীতি শ্রুত্যুক্তস্য সদাশিবস্য য উদিতঃ উক্তোঽবতারোঽভূৎ উদয়ং প্রাপ্তোঽবতার উদিতাবতার ইতি বা স এব বৈদ্যানাং মধ্যে সদ্বৈদ্যস্যাবতারভূতস্ত্বং ভগবান্নোঽস্মাকং সংসারবন্ধলক্ষণরোগঃ দুঃখশান্ত্যর্থমুপাস্য ইত্যর্থঃ। উ০ ॥ ১৩ ॥ ইত্যুক্তবন্তং ব্রাহ্মণসূনুং মহাত্মা শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ

দীনজনের প্রভুতাকারক, এবং সংসারের নিমিত্ত নিত্য বৈরতাসম্পাদক আপনার ঈদৃশ ভজনকার্য্যে মদীয় চিত্ত কর্ম্মক্ষম ও সর্ব্বদা উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। ১২।

"বৈদ্যদিগের মধ্যে আপনাকে আমি বৈদ্যবর বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি" বেদোক্ত সেই সদাশিবের যে অবতার উক্ত হইয়াছে। বৈদ্যদিগের মধ্যে সৎবৈদ্যের অবতার স্বরূপ আপনিই সেই ভগবান্‌।

শ্মহাস্তং প্রথমং বিনেয়ং তং দেশিকেন্দ্রস্য সনন্দনাখ্যম্॥ ১৪॥ সংসারঘোরজলধেস্তরণায শশ্বৎ সাংযাত্রিকীভবনমর্দ্দয়মানমেনং। হন্তোত্তমাশ্রমতরীমধিরোপ্য পারং নিন্যে নিপাতিতকৃপারসকেনিপাতঃ ॥১৫॥ যেঽপ্যন্যেঽমুং সেবিতুং দেবতাংশা যাতাস্তেঽপি প্রায় এবং বিরক্তাঃ। ক্ষেত্রে তস্মিন্নেব শিষ্যত্বমস্য প্রাপুঃ স্পষ্টং লোকরীত্যাপি গন্তুম্ ॥ ১৬॥ ব্যাখ্যা মৌনমনুত্তরাঃ পরিদলচ্ছঙ্কাকলঙ্কাঙ্কুরাশ্ছাত্রা বিশ্বপবিত্রচিত্রচরিতাস্তে বামদেবাদয়ঃ। তস্যৈতস্য বিনীতলোকততিমুদ্ধর্ত্তুং

করুণয়া বিধিবৎ সংন্যাসনং ব্যদীপয়ৎ। তং সনন্দনসংজ্ঞং দেশিকেন্দ্রস্যাদ্যং শিষ্যং মহান্তঃ প্রাহুঃ ॥ ১৪ ॥ তদিষ্টং সম্যক্ সাধিতবানিত্যাহ। সংসারলক্ষণস্য ঘোরসমুদ্রস্য তত্র গায়ানারতং সাংযাত্রিকীভবনমর্দ্দয়মানং পোতবণিক্ ত্বং ভবেতি যাচ্যমানমেনং সনন্দনং হন্ত তদানীমেবোত্তমাশ্রমতরীং সংন্যাসাশ্রমলক্ষণাং নৌকামধিরোপ্য পারং নীতবান্। যতো নিতরাং শিষ্যেষু স্থাপিতায়াঃ কৃপায়া রস এব কেনিপাতো নৌকাদণ্ডো যস্য নৌকাদণ্ডঃ ক্ষেপণী স্যাদরিত্রং কেনিপাতক ইত্যমরঃ। নিপাতিতঃ কৃপারস এব কেনিপাতো যেনেতি বা ॥ ১৫ ॥ এবং প্রথমবিনেয়বৃত্তান্তং বিস্তরেণাভিধায়ে-তরেষাং সঙ্ক্ষেপেণ তমাহ। যেঽপ্যন্যে চিৎসুখানন্দগির্য্যাদয়ো দেবতাংশা অমুং শ্রীশঙ্করং সেবিতুং যাতাস্তেঽপি সনন্দনবৎ প্রায়ো বিরক্তাস্তস্মিন্নবিমুক্তক্ষেত্রে এব বটমূলস্থমহাদেবশিষ্যা ইতি প্রসিদ্ধং প্রাপ্তমস্য শিষ্যত্বমাপুঃ। শালিন্যুক্তা ম্নৌ তগৌ "গোব্ধিলোকৈঃ ॥ ১৬। এতদেব স্ফুটয়তি ব্যাখ্যেতি। মৌনমেব ব্যাখ্যা। শিষ্যাশ্চ শুকবামদেবাদয়ো বিশ্বস্য পবিত্রঞ্চ তচ্চিত্রঞ্চ তচ্চরিতং যেষাং তেঽনুত্তরা উত্তররহিতাঃ। যতঃ পরিদলন্তো বিনাশং গচ্ছন্তঃ শঙ্কাকলঙ্কানামঙ্কুরা যেভ্যস্তে। চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা গুরোস্তু মৌনং

সংসারবন্ধও রোগদুঃখ শান্তির নিমিত্ত আপনি আমাদের উপাস্য দেবতা। ১৩।

ব্রাহ্মণকুমার এই কথা বলিলে পর মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য, করুণাপূর্ব্বক যথাবিধি সংন্যাস কার্য্য প্রদীপিত করিলেন। এবং মহতেরা সনন্দনকে গুরুবরের আদ্য শিষ্য বলিয়া ডাকিতেন। ১৪।

ঘোর সংসার জলধি পার হইবার নিমিত্ত "আপনি পোতবণিক্ হউন্" অবিরত এই কথা বলিয়া যাচ্ঞা করিলে পর ঐ সনন্দনকে তৎক্ষণাৎ উত্তম সংন্যাস-আশ্রম নৌকায় আরোহণ করাইয়া নিজকৃপারস স্বরূপ নৌকাদণ্ড (দাঁড়) ক্ষেপণ করিতে করিতে পারে লইয়া গেলেন। ১৫।

দেবাংশে অবতীর্ণ, চিৎসুখ,আনন্দগিরি প্রভৃতি অন্য যে সমস্ত লোক, তাঁহারাও ঐ শঙ্করের সেবা করিবার নিমিত্ত সনন্দন সদৃশ বিরক্ত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহারা সেই মুক্তি ক্ষেত্র কাশীধামে বটমূলস্থিত মহাদেবের শিষ্য হইলেও লোকরীত্যনুসারে প্রকাশ্যে "আমরা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য" এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত শিষ্যত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৬।

গুরুর মৌন অবলম্বনেই ব্যাখ্যা। জগতের পবিত্রতাকারক যাঁহাদের চরিত্র,সেই সকল শুক বামদেবাদি শিষ্যগণ, সংশয়রূপ কলঙ্ক বিদলিত করিয়া নিরুত্তর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ যতক্ষণ সংশয়

দবিত্রীতলং প্রাপ্তস্তাত্র বিনেয়তামুপগতা ধন্যাঃ কিলান্যাদৃশাঃ ॥ ১৭ ॥ শেষঃ সাধুভিরেব তোষয়তি নূনু শব্দৈঃ পুমর্থার্থিনো বাল্মীকিঃ কবিরাজ এষ বিতথৈরর্থৈর্মুহুঃ কল্পিতৈঃ। ব্যাচষ্টে কিল দীর্ঘ-সূত্রসরণি র্ব্বাচং চিরাদর্থদাং ব্যাসঃ শঙ্করদেশিকস্তু কুরুতে সদ্যঃ কৃতার্থানহো ॥ ১৮ ॥ চক্রিতুল্য-মহিমানমুপাসাঞ্চক্রিরে তমবিমুক্তনিবাসাঃ। বক্র-সৃত্যনুসৃতামপি সাধ্বীং চক্রুরাত্মধিষণাং তদুপাস্ত্যা। ॥ ১৯ ॥ চণ্ডভানুরিব ভানুমণ্ডলৈঃ পারিজাত ইব পুষ্পজাতিতঃ। বৃত্রশক্ররিব নেত্রবারিজৈশ্ছাত্র-পংক্তিভিরলং স ললাস ॥ ২০ ॥ একদা খলু

ব্যাখ্যানং। শিষ্যাস্তু চ্ছিন্নসংশয়া ইত্যুক্তত্বাত্ত এব যস্ত শিষ্য শিষ্যাস্তৈস্তৈস্তস্য শঙ্করস্য বিনীতলোকপংক্তিমুদ্ধর্ত্তুমস্মিন্মর্ত্ত্য-লোকে প্রাপ্তস্যেদানীং শিষ্যভাবং প্রাপ্তাঃ ধন্যাঃ কিল। যতঃ অন্যা-দৃশাঃ সর্ব্বতো বিলক্ষণাঃ শা০ ॥ ১৭ ॥ শেষাদিভ্যস্তস্যাধিক্যং বর্ণয়তি। শেষনাগঃ সাধুভিঃ শব্দৈরেব পুরুষার্থার্থিনো নরান্ তোষয়তি। ন তু পুমর্থপ্রদানেন সদ্যঃ কৃতার্থান্ কুরুতে। তথা এবং কবিরাজো বাল্মীকিরপি বিকল্পৈরযথার্থৈর্মুহুঃ কল্পিতৈ রর্থৈরেব নূনং তোষয়তি। তথা দীর্ঘা সূত্রাণাং সরণি র্যস্য স ব্যাসোঽপি চিরাদতিবিলম্বেনার্থং পুমর্থঞ্চ দদাতীতি তাং বাচং ব্যাচষ্টে শঙ্করাচার্য্যো দেশিকস্ত্বহো নূনং সদ্যঃ কৃতার্থান্ কুরুতে ॥ ১৮ ॥ বিষ্ণুতুল্য মহিমানমেবং শ্রীশঙ্করমবিমুক্তে শিবেন কদাপ্য নির্ম্মুক্তে বারাণস্যাং যেষাং তে যেষাং চক্রুঃ তদুপাসনায়াঃ ফলঞ্চ লেভুরিত্যাহ বক্রমার্গমনুসৃতামপি স্বীয়াং বুদ্ধিং তদুপাসনয়া সাধ্বীং কৃতবন্তঃ। স্বাগতা ॥ ১৯ ॥ ভানুমণ্ডলৈঃ কিরণমণ্ডলৈঃ যথা চণ্ডভানুঃ সূর্য্যঃ শোভতে যথা চ পুষ্পজাতিতঃ

থাকে ততক্ষণাই উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে। ইহাঁদের সংশয় ছিলনা, সুতরাং নিরুত্তর ছিলেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চার্য্যের বিষয় যে, বটবৃক্ষের মূলে বৃদ্ধ শিষ্যগণ, গুরু যুবা ও গুরুর মৌনই ব্যাখ্যান এবং শিষ্যগণ ছিন্নসংশয়। ঐ সমস্ত ছাত্রগণ যাঁহার শিষ্য ছিল, সেই শঙ্করাচার্য্য বিনীত লোক সমূহ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন। এবং যাহারা তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন সেই সকল ব্যক্তি ও ধন্য। কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারাও বিলক্ষণ ছিলেন। ১৭।

অনন্তনাগ সাধু শব্দদ্বারা পুরুষার্থ প্রার্থী মনুষ্য-দিগকে সন্তুষ্ট করিতেন, কিন্তু পুরুষার্থ প্রদানে সদ্য কৃতার্থ করিতে পারিতেন না। কবিবর বাল্মীকি, অযথার্থ ও বারংবার কল্পিত অর্থদ্বারা মনুষ্য দিগকে তুষ্ট করিতেন। বৃহৎ সূত্র সমষ্টির সরণি স্বরূপ বেদব্যাস অবিলম্বে অর্থ ও পুরুষার্থদায়ক বাক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শঙ্করগুরু মানব দিগকে সদ্য কৃতার্থ করিতেন ১৮।

যাঁহাদের বাস কদাচ ঐ মুক্তিক্ষেত্র হইতে চ্যুত হইবে না, সেই সকল লোক, বিষ্ণুতুল্য মহিমা-শালী শঙ্করের উপাসনা করিত। এবং তাঁহা-দের বুদ্ধি বক্র পথের অনুসরণ করিলেও তদীয় উপাসনাদ্বারা সাধু হইয়াছিল। ১৯।

সূর্য্য যেরূপ কিরণ মণ্ডলে, পারিজাত যেরূপ পুষ্প সমূহে ও বৃত্র শত্রু ইন্দ্র যেরূপ সহস্রলোচনে শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ শঙ্করাচার্য্য ছাত্র-পংক্তি দ্বারা অত্যর্থ শোভা পাইতে লাগিলেন। ২০।

বিষম্রিপুরদ্বিট্ ভাললোচনহুতাশনভানোঃ। বিস্ফু-লিঙ্গপদবীং দধতীষু প্রজ্বলত্তপনকান্তশিলাসু ॥ ২১ ॥ দর্শয়ত্যরুণমরীচিসরস্বৎপূরসৃষ্টপরমায়িনি ভানৌ। সাধুনৈকমণিকুট্টিমমূর্চ্ছদ্রশ্মিজালকশিখাবলপিচ্ছং ॥ ॥ ২২ ॥ পঙ্কজাবলিবিলীনমরালে পুষ্করান্তরভি-

গহ্ব রমানে। শাখিকোটরশয়ালুশকুন্তে শৈলকন্দর-শরণ্যময়ূরে ॥ ২৩ ॥ শঙ্করো দিবসমধ্যমভাগে পঙ্ক-জোৎপলপরাগকষায়াং। জাহ্নবীমভিযযৌ সহ শিষ্যৈ-রাহ্নিকং বিধিবদেব বিধিৎসুঃ ॥ ২৪ ॥ সোঽন্ত্যজং পথি নিরীক্ষ্য চতুর্ভি র্ভীষণৈঃ শ্বভিরনুব্রজমারাৎ। গচ্ছ দূরমিতি তং নিজগাদ প্রত্যুবাচ চ স শঙ্করমেনম্ ॥ ॥২৫॥ অদ্বিতীয়মনবদ্যমসঙ্গং সত্যবোধসুখরূপমখণ্ডম্।

শাবিভাতঃ। যথাচ নেত্রবারিজলৈঃ সহস্রসংখ্যকনেত্রকমলৈ বৃত্রশক্রমিন্দ্রবৎ। শিষ্যপংক্তিভিঃ শ্রীশঙ্করোঽলমত্যর্থং ললাস বভাসে ॥ ২০ ॥ অথেদানীং দিবসক্রমং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতি-একস্মিন্ কালে প্রজ্বলৎসূর্য্যকান্তশিলাসু বিষমত্রিপুরদ্বিষো মহা-দেবস্য ভালনেত্রভূতোঽগ্নেঃ হুতাশনো বহ্নিরূপস্য ভানোঃ কিরণস্য বিস্ফুলিঙ্গপদবীং দধতীষু সংস্থিতাসু সত্যস্বামিনাং শঙ্করো জাহ্নবীমভিযযাবিতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ ॥ ২১ ॥

উরুভি র্ম্মরীচিভিঃ সরস্বৎপূরস্য সমুদ্রপূরস্য সৃষ্টি স্রষ্টরি। পুনশ্চ সমীচীনা অনেকমণিভিঃ কুট্টিমো নিবদ্ধভূমিঃ কুট্টিমোঽ-স্ত্রী নিবদ্ধা ভূরিতি চোক্তম্। তস্মিন্ মূর্চ্ছতা ব্যাপ্তেন রশ্মিজাল-কেন শিখাবলস্য ময়ূরস্য পিচ্ছং দর্শয়তি ভানাবপরমায়িন্যপরমায়িনে মায়াবিকে সতি ॥ ২২ ॥ পঙ্কজাবলিষু বিলীনেষু মরালেষু

হংসেষু সৎসু। পুষ্করান্তর্জলমধ্যমভিগত্বরে অভিগন্তবতি মীনে মৎস্যে সতি। শাখিনাং বৃক্ষাণাং ছিদ্রেষু শয়ালুষু সম্যক্ নিদ্রাং কুর্ব্বৎসু পক্ষিষু সৎসু। পর্ব্বতানাং কন্দরা শরণ্যা যস্য তথা-ভূতে ময়ূরে সতি ॥ ২৩ ॥ দিনস্য মধ্যমভাগে বিধিবদাহ্নি-কং বিধাতুমিচ্ছুঃ শিষ্যৈঃ সহ শঙ্করঃ পঙ্কজোৎপলানাং পরা-গেণ কষায়বর্ণাং জাহ্নবীমভিযযৌ ॥ ২৪ ॥ সঃ শ্রীশঙ্করশ্চ চতুর্ভি র্ভীষণৈঃ শ্বভিরনুব্রজমন্ত্যজং চাণ্ডালং মার্গমধ্যে সমীপে নিরীক্ষ্য দূরং গচ্ছেতি তমন্ত্যজং স্পষ্টমুক্তবান্। স চাণ্ডাল এনং শঙ্করং প্রত্যুবাচ ॥ ২৫ ॥ যদুবাচ তদাহ-অদ্বিতীয়মিতি। তত্র দূরং গচ্ছেত্যুক্তিরসঙ্গতা ভেদাভাবাদিত্যাশয়েনাহ। একমেবা-

একক‌ালে প্রজ্বলিত সূর্য্যকান্তমণি সকল, ত্রিপুরনাশন মহাদেবের ভালনয়ন জাত বহ্নি-কিরণের স্ফুলিঙ্গযুক্ত পথ ধারণ করিলে, বিস্তৃত মরীচি দ্বারা সমুদ্রের জলপ্রবাহ সৃজন করিয়া ও সমীচীন বিবিধ মণিনিবন্ধন,ভূমিতলে প্রতিফলিত রশ্মিজালে ময়ূরপুচ্ছ দেখাইয়া সূর্য্যদেব অন্য এক-জন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবেত্তার মায়া প্রকাশ করিলে, মরাল সকল পঙ্কজশ্রেণীর ভিতরে বিলীন হইলে, মীন সকল জলমধ্যে প্রবেশ করিলে, বিহঙ্গমকুল বৃক্ষকোটরে নিদ্রিত হইলে, ময়ূর সকল পর্ব্বত-কন্দরে আশ্রয় লইলে, দিবসের মধ্যভাগে যথাবিধি আহ্নিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া শিষ্য সম-ভিব্যাহারে মহাত্মা শঙ্কর, শ্বেত শতদল ও ইন্দীবর পরাগে কষায়বর্ণ জাহ্নবীর তটে গমন করিলেন। । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।

শঙ্করাচার্য্য পথিমধ্যে নিকটে চারিটী ভীষণ-কুক্কুরে অনুগত এক চণ্ডাল দর্শন করিয়া দূরে গমন কর ” স্পষ্টাক্ষরে তাহাকে এই কথা বলিলেন। সেই নীচজাতি চণ্ডাল ঐ শঙ্করকে প্রত্যুত্তর করিল। ২৫।

আগমন্তি শতশো নিগমান্তাস্তত্র ভেদকলনা তব চিত্রম্ ॥ ২৬ ॥ দণ্ডমণ্ডিতকরা ধৃতকুণ্ডাঃ পাটলাভবসনাঃ পটুবাচঃ। জ্ঞানগন্ধরহিতা গৃহসংস্থান্ বঞ্চয়ন্তি কিল কেচন বেষৈঃ ॥ ২৭ ॥ গচ্ছ দূরমিতি

দ্বিতীয়ং এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা নিরবদ্যং নিরঞ্জনং অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দমিত্যাদ শতশো বেদান্তা অদ্বিতীয়াদিরূপমাত্মানমামনন্তি। তস্মিন্নাত্মনি তব বেদান্তিত্বেন প্রসিদ্ধস্য ভেদকল্পনাস্তীত্যহো অত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ তথাচ ভেদকলনাবাংস্ত্বমপ্যেবংবিধযতিপংক্তৌ নিবিষ্টোঽসীতি দ্যোতয়ন্নাহ। দণ্ডেন মণ্ডিতাঃ অলঙ্কৃতা হস্তা যেষাং তে ধৃতকমণ্ডলবঃ। পাটলা আভা যেষাং তথাভূতানি বস্ত্রাণি যেষাং। পটবো বাচো যেষাং তে জ্ঞানলেশেন বিরহিতাঃ কিল কেচন যতয়ো গৃহসংস্থান্ বঞ্চয়ন্তি ॥ ২৭ ॥ গচ্ছ দূরমিতি শরীরং

"তুমি দূরে গমন কর" আপনার এ কথা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ আপনার মতে কোন ভেদ নাই। আত্মা এক অদ্বিতীয়, পাপশূন্য, নিরঞ্জন, অসঙ্গ, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া বেদে কথিত হইয়াছে। আপনি একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক, অতএব ঈদৃশ পরমাত্মার উপর আপনার ভেদ কল্পনা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। ২৬।

যাহাদের হস্ত দণ্ডশোভিত, যাহারা কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকে, পাটল বর্ণ বসন যাহাদের পরিধান বস্ত্র, যাহাদের বাক্য অত্যন্ত পটু, এবং যাহাদের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই এইরূপ কতকগুলি যতি কেবল বেশ দেখাইয়া গৃহস্থদিগকে বঞ্চিত করিয়া থাকে। ২৭।

দেহমুতাহো দেহিনং পরিজিহীর্ষসি বিদ্বন্! ভিদ্যতেঽন্নময়তোঽন্নময়ং কিং সাক্ষিণশ্চ যতিপুঙ্গব! সাক্ষী ॥ ২৮ ॥ ব্রাহ্মণশ্বপচভেদবিচারঃ প্রত্যগাত্মনি কথং তব যুক্তঃ। বিম্বিতেঽম্বরমণৌ সুরনদ্যাং মন্তরং কিমপি চাস্তি সুরায়াং ॥ ২৯ ॥ শুচি দ্বি-

পরিত্যক্তুমিচ্ছসি উতাত্মানমিতি বিকল্পং দূষয়তি গচ্ছ দূরমিতি বিদ্বংস্তব নৈতদুচিতমিতি জানন্ সংবোধয়তি। হে বিদ্বন্নিতি। তত্রাদ্যং প্রত্যাহ। অন্নময়াদন্নময়ং কিং ভিদ্যতে নৈব ভিদ্যত ইত্যর্থঃ দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ। সাক্ষিণশ্চ সাক্ষী নহি ভিদ্যতে স্বমেবজানাতুং। যোগ্যোঽসীত্যাশয়েনাহ হে যতিপুঙ্গবেতি ॥ ২৮ ॥ প্রত্যগাত্মনি ভেদং দৃষ্টান্তেনাপি নিরাচষ্টে। ব্রাহ্মণশ্বপচভেদবিচারঃ। দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যোঽনেকেভ্যো জড়েভ্যশ্চ প্রতিলোমেনাঞ্চতীতি প্রত্যক্ স চাসাবাত্মা চ তস্মিন্ তবাদ্বৈতবাদিনঃ কথং যুক্তঃ ন কথমপীত্যর্থঃ। যথা গঙ্গায়াং মদিরায়াং চ প্রতিবিম্বিতে অম্বরমণৌ সূর্য্যোঽন্তরং কিমপি নাস্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ নন্বাত্মনো ভেদশূন্যত্বেঽপ্যতিপবিত্রস্য ব্রাহ্মণশরীরস্য চ কথমভেদ ইতি চেত্তত্রাহ। শুচি দ্বিজো-

হে বিদ্বন্! "তুমি দূরে গমন কর" ইহার অর্থ শরীর পরিত্যাগ অথবা আত্ম পরিত্যাগ করা, তাহা আপনিই জানেন। সুতরাং এ কথা বলা আপনার অত্যন্ত অনুচিত।

অন্নময় হইতে কি অন্নময় ভিন্ন হয়? তাহা কখনই হয় না। হে যতীন্দ্র! সাক্ষী হইতে সাক্ষী কখন ভিন্ন নহে। ২৮।

অম্বরমণি সূর্য্যদেব, সুরনদী গঙ্গা অথবা মদিরাতে প্রতিবিম্বিত হইলে যেরূপ কোন প্রভেদ থাকে না। সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ও অনেক জড় হইতে প্রতিলোমক্রমে ব্যাপ্ত থাকেন বলিয়া

জ্ঞোঽহং শ্বপচ ! ব্রজেতি মিথ্যাগ্রহস্তে মুনিবর্য ! কোঽয়ং। সন্তং শরীরেষ্বশরীরমেকমুপেক্ষ্য পূর্ণং পুরুষং পুরাণং ৩০॥ অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমাদ্যং বিস্মৃত্যরূপং বিমলং বিমোহাৎ। কলেবরেঽস্মিন্ করিকর্ণলোলা-

কৃতিস্ত্বহন্তা কথমাবিরাস্তে ॥৩১॥ বিদ্যামবাপ্যাপি বিমুক্তিপদ্যাং জাগর্ত্তি তুচ্ছা জনসংগ্রহেচ্ছা। অহো মহান্তোঽপি মহেন্দ্রজালে মজ্জন্তি মায়াবিবরস্য তস্য ॥ ৩২ ॥ ইত্যুদীর্য বচনং বিরতেঽস্মিন্ সত্য-বাক্ তদনু বিপ্রতিপন্নঃ অত্যুদারচরিতোঽন্ত্যজমেনং

হমহং হে শ্বপচ ! ত্বং দূরং গচ্ছেতি শরীরেষ্বনেকেষ্বপ্যেকম-শরীরে কালত্রয়ে শরীরসম্বন্ধবিনির্মুক্তমতএব পুরাণং পুরাপ্যভিনবং পূর্ণং সদৈকরসং পুরুষং সমুপেক্ষ্যায়ং মিথ্যা-ভূত আগ্রহস্তব কঃ। নায়ং ভবোচিতো যতো মুনিশ্রেষ্ঠস্ত্বমিত্যা-শয়বানাহ হে মুনিবর্যেতি উং ॥ ৩০ ॥ স্বস্বরূপং বিস্মৃত্য ক্ষণভঙ্গুরে দেহে অহন্তা অতীবাহনুচিতেতি বোধয়ন্নাহ-অচিন্ত্যমতঃ কেনাপি কারণেন ন ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তমত এবানন্তম-এবাদ্যং যত উপাধিমলশূন্যং স্বস্বরূপং মোহাদবিবেকাদ্বিস্মৃত-

গজকর্ণবচ্চ চঞ্চলেঽস্মিন্নভূয়মানে কলেবরেঽহন্তাবঃ কথ-মাবিরাস্তে প্রকটীভবতি। বিবেকিনাং কেনাপি প্রকারেণাস্যা-বির্ভাবো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ননু যদ্যপ্যেবং তথাপি লোকসংগ্রহেচ্ছয়েদং ময়োক্তমিতি চেত্তত্রাহ। বিমুক্তিপদ্যাং বিমুক্তিমার্গভূতাং বিদ্যাং প্রাপ্যাপি তুচ্ছা জনসংগ্রহেচ্ছা কিং জাগর্ত্তি। অহো ইত্যাশ্চর্য্যং মায়াবিনাং বরস্য শ্রেষ্ঠস্য তস্য পরমাত্মনো মহেন্দ্রজালে ভবাদৃশো মহান্তোঽপি মজ্জন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ এবমন্ত্যজবচনমুপাকৃত্য শঙ্করবাক্যমুপাহর্ত্তুমাহ। ইতি বচনমুক্ত্বাঽস্মিন্নন্ত্যজে বিরামং গতে সতি ততঃ পশ্চাদ্বিপ্রতি-পন্নোঽয়মন্ত্যজো ভবতি ন ভবতীতি বিপ্রতিপন্নঃ সত্যবচনোঽহং-

যিনি প্রত্যগাত্মা, তাঁহার উপর অদ্বৈতবাদী ভবাদৃশ ব্যক্তির "ইহা ব্রাহ্মণ, ইহা চাণ্ডাল" এইরূপ ভেদ-বিচার কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইল ? । ২৯ ।

"আমি ব্রাহ্মণ, আমি পবিত্র, হে চণ্ডাল ! তুমি দূরে গমন কর" সমস্ত শরীরে এক প্রকারে বিদ্যমান, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে যাহার শরীর সম্বন্ধ নাই, অতএব পুরাণ অর্থাৎ পুরাকালেও অভিনব, পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বদা একরসাক্রান্ত, এরূপ পুরুষকে উপেক্ষা করিয়া হে মুনিবর ! মিথ্যাভূত আপনার এ আগ্রহ প্রকাশ কেন ? আপনি মুনিবর সুতরাং এ কথা বলা তত ভাল হয় নাই । ৩০ ।

যিনি অচিন্তনীয়, অতএব কোন প্রকার সাধনে যাঁহার রূপ ব্যক্ত করা যায় না, অব্যক্ত বলিয়া যিনি অনন্ত ও আদ্য, এবং কোন প্রকারে উপাধি-মল যাহার কলেবর স্পর্শ করে নাই। অবিবেকবশতঃ সেই আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া গজকর্ণের মত চঞ্চলাকৃতি এইক্ষণ ভঙ্গুর শরীরে বিবেকীদের কিপ্রকারে অহম্ভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে ? তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না । । ৩১ ।

মুক্তির প্রধান পথ বিদ্যা লাভ করিয়া এখনও অকিঞ্চিৎকর লোকসংগ্রহণেচ্ছা জাগরূক রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য ? । সংসারে যত মায়াবী আছে, সকল মায়াবীর শ্রেষ্ঠ পরমাত্মার মহৎ ইন্দ্রজালে ভবাদৃশ ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত যখন মগ্ন হইয়া থাকেন তখন অন্যের কথা আর কি বলিব ? । ৩২ ।

এই সমস্ত বাক্য বলিয়া অন্ত্যজ জাতি চাণ্ডাল ক্ষান্ত হইলে তৎপরে "এই ব্যক্তি চাণ্ডাল কি না" এই বিষয়ে সংশয়াকুল হইয়া সত্যবাদী ও উদার

প্রত্যুবাচ বিস্মিতচেতাঃ ॥ ৩৩ ॥ সত্যমেব ভবতা যদিদানীং প্রত্যবাদি তনুভৃৎপ্রবরৈ স্তৎ। অন্ত্যজোঽযমিতি সংপ্রতি বুদ্ধিং সন্ত্যজামি বচসাত্মবিদস্তে ॥ ৩৪ ॥ জানতে শ্রুতিশিরাংস্যপি সর্ব্বে মন্বতে চ বিজিতেন্দ্রিয়বর্গাঃ। যুঞ্জতে হৃদয়মাত্মনি নিত্যং কুর্ব্বতে ন ধিষণামপভেদাম্ ॥ ৩৫ ॥ ভাতি যস্য তু জগদ্দৃঢ়বুদ্ধেঃ সর্ব্বমপ্যনিশমাত্মতয়ৈব। স দ্বিজোঽস্তু ভবতু শ্বপচো বা বন্দনীয় ইতি মে দৃঢ়নিষ্ঠা ॥ ৩৬ ॥ যা চিতিঃ স্ফুরতি বিষ্ণুমুখে সা পুত্তিকাবধিষু সৈব সদাহং। নৈব দৃশ্যমিতি

ত্বুদারচরিতো বিস্মিতচিত্তঃ স চ শ্রীশঙ্কর এনমন্ত্যজং প্রত্যুবাচ। স্বা০ ॥ ৩৩ ॥ যদুবাচ তদাহ। সত্যমিতি ন ত্বমন্ত্যজঃ কিন্তু দেহভৃৎপ্রবর ইতি সূচনায় সম্বোধনং ॥ ৩৪ ॥ ভেদশূন্য-বুদ্ধেঃ অতিদুর্লভত্বান্ন কোঽপ্যুপলম্ভনীয় ইত্যাশয়েনাহ। সর্ব্বেঽনেকে শ্রুতিশিরাংসি শ্রবণেন জানন্তি। তথাঽনেকে বিজিতেন্দ্রিয়বর্গাঃ তানি মন্বতে চ মননং কুর্ব্বন্তি। তথাঽন্তঃকরণমাত্মনি নিত্যং যুঞ্জতে নিদিধ্যাসনং কুর্ব্বন্তি। তথাপি প্রতিবন্ধকসদ্ভাবাদ্ভেদশূন্যাং বুদ্ধিং কেঽপি ন কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥৩৫॥ নন্বতিষ্ঠত্বন্যেষাং বার্ত্তা তব বুদ্ধিরভেদাস্তি ন বেত্যাশঙ্ক্যাহ। মমাভেদবুদ্ধিরিত্যুত্তরমনুচিতং মন্যমানো নমো ব্রহ্ম ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্ম ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তি মনুস্মৃত্য ব্যাজেন সমাধত্তে। যস্য তু দৃঢ়বুদ্ধেঃ সর্ব্বমপি জগৎ সদৈবাত্মাব্যতিরিক্তম্ভাতি। স ব্রাহ্মণোঽস্তু শ্বপচো বা ভবতু বন্দনীয় ইতি মম দৃঢ়া নিষ্ঠা। ॥ ৩৬ ॥ ন কেবলং বন্দনীয় এব কিন্ত্বেবম্বিধঃ সম্যক্ জ্ঞানবান সাক্ষান্মম গুরুরেবেত্যাহ বিষ্ণুশিবাদৌ যা চিতিশ্চেতনং স্ফুরতি সৈব পুত্তিকা পতঙ্গিকাদিদবধিষু জন্তুষু স্ফুরতি সৈবকালত্রয়েঽপ্যহং

চরিত্র মহাত্মা শঙ্কর বিস্মিত চিত্ত হইয়া ঐ চাণ্ডালকে বলিতে লাগিলেন। ৩৩।

হে শরীরধারী দিগের প্রধান পুরুষ! আপনি সম্প্রতি যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই সত্য। আপনি আত্মতত্ত্ববিৎ, আপনার বচনানুসারে "এই ব্যক্তি চাণ্ডাল" এইরূপ বুদ্ধি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিব। ৩৪।

অভেদ বুদ্ধি অতিশয় দুর্লভ, অতএব কেহই তদ্ বিষয়ে উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ, অনেকেই বেদমস্তক-বেদান্ত শাস্ত্র সকল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা জানিয়া থাকেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয় গ্রাম জয় করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই সকল শাস্ত্র মনন করিয়া থাকেন। এবং তাঁহারাই আমার উপর অন্তঃকরণ নিযুক্ত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নিদিধ্যাসন করিয়া থাকেন। তথাপি বিবিধ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান আছে বলিয়া কখনই ভেদশূন্য বুদ্ধি করিতে পারে না। ৩৫।

যাঁহার বুদ্ধি একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে, তাঁহার এই সমস্ত জগৎ সর্ব্বদাই আত্মা হইতে অতিরিক্ত না হইয়া অর্থাৎ আত্মবৎ হইয়া থাকে। এই কারণে তিনি ব্রাহ্মণ হউন অথবা চাণ্ডাল হউন, তিনি যে আমার বন্দনীয় তৎপক্ষে আর সংশয় নাই। এবং তাহাই আমার দৃঢ়তর ব্যবস্থা জানিবেন। ৩৬।

বিষ্ণু, বিরিঞ্চি ও শঙ্করে যে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, সেই চৈতন্য কীট, পক্ষী পতঙ্গাদিতেও বিদ্যমান আছে। এবং আমি ত্রিকালেই বিদ্যমান আছি। "আত্মা ভিন্ন আর কোন দৃশ্য বিদ্যমান নাই" যাঁহার এইরূপ বুদ্ধি, তিনি যদি

যস্য মনীষা পুক্কসো ভবতু বা স গুরু র্মে ॥ ৩৭ ॥ যত্র যত্র চ ভবেদিহ বোধস্তত্তদর্থসমবেক্ষণকালে। বোধমাত্রমবশিষ্টমহং তদ্ যস্য ধীরিতি গুরুঃ স নরো মে ॥ ৩৮ ॥ ভাষমাণ ইতিতেন কলাবানেষ নৈক্ষত তমন্ত্যজমগ্রে। ধূর্জটিং তু সমুদৈক্ষত মৌলিস্ফূর্জদৈন্দবকলং সহ বেদৈঃ ॥ ৩৯ ॥ ভয়েন ভক্ত্যা বিনয়েন ধৃত্যা যুক্তঃ স হর্ষেণ চ বিস্ময়েন। তুষ্টাব শিষ্টানুমতস্তবৈস্তং দৃষ্ট্বা দৃশো র্গোচরমষ্টমূর্ত্তিম্ ॥৪০॥ দাসস্তেঽহং দেহদৃষ্ট্যাস্মি শম্ভো জাতস্তে শোং জীব-

দৃশ্যং তু নৈবাস্তীতি যস্য মনীষা স চাণ্ডালো বা ভবতু তথাপি মম গুরুঃ ॥ ৩৭ ॥ কিং বহুনা তত্ত্ববিৎ সর্ব্বোঽপি মম গুরুরিত্যাহ। অস্মিন্ লোকে তত্তদ্বিষয়ানুভবকালে যত্র যত্র বিষয়ে জ্ঞানং ভবেত্তৎসর্ব্বং মিথ্যাভূতং সর্ব্বোপাধিবাধেনাবশিষ্টং জ্ঞানমাত্রমহমেব ন মত্তঃ কিমপি ব্যতিরিক্তমস্তীতি যস্য বুদ্ধিঃ স যঃ কশ্চিদপি নরো মম গুরুঃ। এতেন গচ্ছ দূরমিতি ময়া দেহজিহীর্ষয়া নোক্তং নাপ্যাত্মজিহীর্ষয়াঽপিতু ভয়কাদাত্ম্যাধ্যাসবজ্জিহীর্ষয়া স চ তব নাস্তি চেৎত্বং মম গুরুরেবেত্যাক্ষেপোঽপি পরিহৃতো বেদিতব্যঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং নির্ব্যলীকঃ ভাষমাণস্ত্যক্তান্ত্যজবিগ্রহং প্রকটিতস্বস্বরূপং মহাদেবং দদর্শেত্যাহেত্যেবং প্রকারেণ তেন সহ ভাষমাণ এব শ্রীশঙ্করঃ তম ন্ত্যজমগ্রে ন দদর্শ কিন্তু মৌলৌ শিরসিস্ফুরন্তী চন্দ্রকলা যস্য তং চতুর্ভি র্বেদৈঃ সহিতং ধূর্জটিং মহাদেবং সন্দৃষ্টবান্। নহু শ্রীশঙ্করাদন্যস্য শিবস্যাভাবাৎ কথমেব মুচ্যত ইতি চেত্তত্রাহ। কলাবান্ জ্ঞানকলাবতারস্য শঙ্করস্যাবতারিপুরুষেণ সহ ব্যাসস্য বিষ্ণুনেব সম্বাদাদিকং সম্ভবত্যেবেতিভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ দৃষ্ট্বা যথাভূতো যৎ কৃতবান্ তদাহ। তং দৃষ্ট্বা ভয়েন ভক্ত্যা বিনয়েন ধৈর্য্যে ণ হর্ষেণ বিস্ময়েন চ যুক্তঃ শিষ্টানুমতঃ শ্রীশঙ্করো নেত্রয়ো র্বিষয়মষ্টৌ ভূম্যাদ্যা মূর্ত্তয়ো যস্য তং মহাদেবং স্তবৈস্তুষ্টাব উ০ ॥ ৪০ ॥ দেহদৃষ্ট্যা তব দাসোঽহমস্মি যতঃ শং সুখং ভবত্যস্মাদিতি শম্ভুস্ত্বমেব স্বামিত্বগুণযুক্ত ইতি সূচয়ন্নাহ শম্ভো ইতি।

চাণ্ডালও হয়েন তথাপি তিনি আমার একমাত্র গুরু। ৩৭।

অধিক কি বলিব, যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, তিনিই আমার গুরু। এই জগতে প্রত্যেক বিষয়-সুখভোগের অনুভব কালে যে যে বিষয়ে জ্ঞান হইয়া থাকে, তৎসমুদারই মিথ্যা। সমস্ত বিশেষণ রহিত,অথচ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান হইতে অবশিষ্ট''অহম্'' ইত্যাকার জ্ঞান মাত্র, অর্থাৎ আমা হইতে অতিরিক্ত আর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, যাহার এইরূপ বুদ্ধি আছে, তিনি যে কোন জাতীয় মানব হউন, তিনিই কেবল আমার গুরু। ৩৮।

জ্ঞান কলার অবতার স্বরূপ মহাত্মা শঙ্কর এই রূপে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অগ্রে আর সেই চাণ্ডালকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু যাঁহার মস্তকে শশিকলা বিরাজিত, সেই ধূর্জটি মহাদেবকে চারিখানি বেদের সহিত দর্শন করিলেন। যদি চ শঙ্কর ব্যতীত অন্য মহাদেবের অস্তিত্ব অসম্ভব, তথাপি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বিষ্ণুর সহিত যেমন অভেদ সম্বাদ শোনা যায় তদ্রূপ অবতার বিশিষ্ট পুরুষের সহিত শঙ্করের পার্থক্য দেখা যায়। ৩৯।

শিষ্ট জনের একমাত্র অনুমোদিত শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে দেখিয়া ভয়, ভক্তি, বিনয়, ধৈর্য্য, হর্ষ, ও বিস্ময়-যুক্ত হইলেন। এবং নেত্রপথপতিত, ভূমি,

দৃষ্ট্যা ত্রিদৃষ্টে। সর্ব্বস্যাত্মন্নাত্মদৃষ্ট্যা ত্বমেবেত্যেবং মে ধী র্নিশ্চিতা সর্ব্বশাস্ত্রৈঃ॥৪১॥ তদালোকাদন্ত-র্বহিরপিচ লোকো বিতিমিরো ন মঞ্জুষা যস্য ত্রিজ-গতি ন শাণো ন চ খনিঃ। যতন্তেং চৈকান্ত রহসি যতয়ো যৎপ্রণয়িণো নমস্তস্মৈ স্বস্মৈ নিখিলনিগমোত্তং-সমণয়ে॥ ৪২॥ অহো শাস্ত্রং শাস্ত্রাৎ কিমিহ যদি

জীবদৃষ্ট্যাহং তবাংশো জাতঃ। নমু কথং নিরবয়বস্য মমাং-শত্বমিতি চেদ্‌যথা সর্ব্বেন্দ্রিয়শূন্যস্যাপি তব সূর্য্যচন্দ্রবহ্নিলক্ষণ-ত্রিনেত্রবিগ্রহবত্বং তথা মায়য়া তবাং শস্যাপি সম্ভবাদিত্যা-শয়েন সম্বোধয়তি ত্রিদৃষ্ট ইতি। শুদ্ধাত্মদৃষ্ট্যা। তু ত্বমেব ত্বদনন্য এবাহং তত্ত্বমস্যাদিশ্রুতেঃ তত্র তত্র। যোগাং সম্বোধনং সর্ব্বস্যাত্ম-ন্নিতীত্যেবং প্রকারেণ সর্ব্বশাস্ত্রৈ র্মে বুদ্ধি র্নিশ্চয়ং প্রাপ্তা শালিনী॥৪১॥ প্রসিদ্ধশিরোভূষণমণিতো ব্যতিরেকং দর্শয়ন্ স্বং শিবং নমস্করোতি তদিতি। প্রসিদ্ধস্য তাদৃশমণে রালোকাদ্বহি-রেব লোকো বিতিতিমিরো মঞ্জুষাপেটা শাণো নিকষঃ খনিশ্চ যতিভিরপ্রার্থনা প্রসিদ্ধস্য মণেঃ প্রসিদ্ধা। অত এতস্মাদত্যুৎ-কৃষ্টায় তস্মৈ তৎপদলক্ষ্যায়নিখিলনিগমশিরোভূষণমণয়ে-স্বস্মৈ ত্বংপদলক্ষ্যাভিন্নায় নমঃ প্রহ্বীভাবোহস্তু। যস্য প্রকাশাদন্ত র্বহিরপিচ লোকো বিতিমিরো যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ। ত্রিজগতি যস্য মঞ্জুষা নাস্তি নাপি শাণো নাপি খনিঃ যৎপ্রণয়িনো যস্মিন্ প্রীতিমন্তশ্চ যতয়ো রহস্যেকান্তে ভৃশং যতন্তে তস্মৈ ইত্যর্থঃ শি॰॥৪২॥ গুরুকৃপয়া শাস্ত্রাভ্যাসা তত্ত্বজ্ঞানস্যালম্বনমথৈত্তকরনং স্বতত্ত্বং নমস্যতি। অহো শাস্ত্রং

আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্যাদি অষ্টমূর্ত্তিধারী মহাদে-বের স্তব করিতে লাগিলেন। ৪০।

হে শম্ভো! যখন আপনার দেহ দেখিতে পাইয়াছি, তখনই আমি আপনার দাস হইয়াছি। যখন জীব দেখিতে পাইয়াছি তখন আমি আপনার অংশ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আপনার কোন ইন্দ্রিয়াদি নাই, অথচ সূর্য্য, চন্দ্র ও বহ্নি এই ত্রিনয়নবিশিষ্ট দেহ আপনার স্বীকার করা যায়। এই কারণে আপনার অবয়ব না থাকি-লেও আমি আপনার অংশ। এবং আপনারও মায়া-বশতঃ অংশ স্বীকার করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। অতএব হে ত্রিনয়ন! হে সর্ব্বাত্মন্! যখন শুদ্ধ আত্মদর্শন হইয়াছে তখন আপনাকে জানিয়াছি। যদি সকল বস্তুই আপনি তবে আমিও আপনা হইতে অতিরিক্ত বা ন্যূন নয়। এই প্রকারে সকল শাস্ত্রদ্বারা আমার বুদ্ধি কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। ৪১।

জগতে যে মণি প্রসিদ্ধ আছে, তাহার আলোকে কেবল লোকের বাহ্য তিমির নাশ হয়। এবং ঐ মণির জন্য মঞ্জুষা (পেটরা) শাণঘর্ষণ ও খনির আবশ্যক। কিন্তু যতিগণ ঐ মণির প্রার্থনাও করেন না। নিখিল বেদান্ত-শাস্ত্রের মণিস্বরূপ আপনার আলোকে আন্তরিক ও বাহ্য তমো নাশ হয়। ইহার মঞ্জুষা, শাণ ও খনি নাই। এবং যতি-গণ এই মণির জন্য নিয়তই প্রীতিযুক্তমনে নির্জনে বসিয়া যত্ন করিয়া থাকেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি। এই জগতে দৃশ্যমান যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, এ সমস্তই আপনি। এই কারণে "তৎ ত্বমসি" অর্থাৎ সেই তুমি ইত্যাদি বেদবাক্য-লক্ষিত বেদশিরোমণি আপনাকে নম-স্কার, ইহাই অত্র স্থলে ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে। ৪২

ন শ্রীগুরুকৃপা বিনা সা কিং কুর্য্যাদ্যদি ন বোধস্য বিভবঃ। কিমালম্বশ্চাসৌ ন যদি পরতত্ত্বং মম তথা নমঃ স্বস্মৈ তস্মৈ যদবধিরিহাশ্চর্য্যধিষণা ॥৪৩॥ ইত্যুদারবচনৈর্ভগবন্তং সংস্তুবন্তমথচ প্রণমন্তং।

বাষ্পপূর্ণনয়নং মুনিবর্য্যং শঙ্করং সবহুমানমুবাচ ॥ ৪৪ ॥ অস্মদাদিপদবীমভজস্ত্বং শোধিতা তব তপোধননিষ্ঠা। বাদরায়ণ ইব ত্বমপি স্যাঃ সদ্বরেণ্য মদনুগ্রহপাত্রং ॥ ৪৫ ॥ সম্বিভজ্য সকলশ্রুতিজালং ব্রহ্মসূত্রমকরোদনুশিষ্টঃ। যত্র কাণভুজসাঙ্খ্যপুরোগাণ্যুদ্ধৃতানি কুমতানি সমূলং ॥ ৪৬ ॥

পরমতত্ত্ববোধকত্বাদ্ধন্যতমং যদ্যপ্যেবংবিধং শাস্ত্রং তথাপি যদি শ্রীগুরুকৃপাঽস্মিন্ লোকে শিষ্যে বা ন স্যাত্তর্হি শাস্ত্রাৎ কিং ন কিমপীত্যর্থঃ। চিন্তা সঞ্চিতা সম্পাদিতা সা গুরুকৃপা কিং কুর্য্যাৎ কিম্ফলং দাস্যতি যদি তত্ত্বজ্ঞানস্য বিশেষেণোদ্ভবো নাস্তি বোধামুৎপাদিকা সাপি নিষ্ফলৈবেত্যর্থঃ। তথাঽসৌ বোধশ্চ কিমালম্ব আলম্বন শূন্য এব যদি মম পরতত্ত্বং নস্যাৎ-তস্মাত্তত্ত্বজ্ঞানালম্বনভূতায় পরতত্ত্বায় স্বাভিন্নায় তস্মৈ পরমাত্মনে নমঃ। তস্মৈ তস্য তস্মাদিত্যর্থো বা ইহ জগত্যাশ্চর্য্যবুদ্ধি র্যৎ পর্য্যন্তা যস্মাৎ পর আশ্চর্য্যবুদ্ধিবিষয়ো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ এবং স্তুবন্তং শ্রীশঙ্করং প্রতিমহাদেবো যদুক্তবাংস্তদ্দর্শয়িতুমাহ

ইতীতি। স্বা০ ॥ ৪৪ ॥ যদুবাচ তদাহাস্মদাদীতি। অভজঃ প্রাপ্তবানসি হে সতাং মধ্যেশ্রেষ্ঠ ব্যাস ইব ত্বমপি মদনুগ্রহ-পাত্রংস্যা ইত্যাশীর্ব্বাদঃ ॥ ৪৫ ॥ সূত্রভাষ্যরচনে নিযোক্তু-মুপক্রমতে অনুশিষ্টঃ সম্যক্ শিক্ষিতঃ। অনুপশ্চাৎ শিষ্টা যস্মা-দিতি বা স সর্ব্বশিষ্টাগ্রণীর্ব্বেদব্যাসো বেদকদম্বং সম্যগ্ বিভজ্য ব্রহ্মার্থৈকরসংসূচ্যতে যেন তত্তথা আথতো ব্রহ্মজিজ্ঞাস জন্মাদ্যস্য যতঃ শাস্ত্রয়ো নিত্যাৎ তত্তু সমন্বয়াদিত্যেবমাদি-রূপমকরোচ্ছিষ্টোঽনুপশ্চাদকরোদিতি বা যত্র ব্রহ্মসূত্রে কাণা-দসাঙ্খ্যপাতঞ্জলপ্রভৃতীনি মতানি সমূলমুন্মূলিতানি তত্রেতি

পরম তত্ত্ববোধক শাস্ত্র ধন্য—যদ্যপি শাস্ত্রের এইরূপ মহিমা, তথাপি এই জগতে শিষ্যের উপর গুরুকৃপা না থাকে, তবে সে শাস্ত্রে কোন প্রয়োজন নাই। যদি বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব না হয়, তাহা হইলে সঞ্চিত গুরুকৃপাই বা কি ফল দান করিবে ?। যদি পরমতত্ত্ব না জন্মে তবে ঐ বোধের কোন অবলম্বন নাই। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের অবলম্বনস্বরূপ, পরমতত্ত্ব, আত্মা হইতে অভিন্ন আমি অদ্য সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করি। এই জগতে যাহার পর আর আশ্চর্য্য বুদ্ধি নাই, সেই আশ্চর্য্য বুদ্ধি স্বরূপ কেবল একমাত্র আপনি বিদ্যমান। ৪৩।

এইরূপ উদারবচনে যিনি ভগবানের স্তব করিতে ছিলেন, অথচ মধ্যে মধ্যে প্রণাম করিতে ছিলেন, অশ্রুজলে নয়ন যুগল যাঁহার আপ্লুত হইয়া ছিল সেই মুনিবর শঙ্করকে, ধূর্জটি বহুসম্মান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ৪৪।

হে সত্তম ! তুমি আমাদের পথে দণ্ডায়মান হইয়াছ। তোমার তাপস জনের সমুচিত আচরণ শোধিত হইয়াছে। বাদরায়ণ যেরূপ আমার অনুগ্রহের পাত্র, সেই বেদব্যাসের তুল্য তুমিও আমার অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছ। ৪৫।

সম্যক্‌রূপে শিক্ষিত হইয়া বেদব্যাস বেদসমহ

তত্র মূঢ়মতয়ঃ কলিদোষাদ্ দ্বিত্রিবেদবচনোদ্বলিতানি। ভাষ্যকাণ্যরচয়ন্ বহুবুদ্ধৈ দূষ্যতামুপগমানি চ কৈশ্চিৎ ॥৪৭॥ তত্ত্ববান্ বিদিতবেদশিখার্থস্তানি দুর্ম্মতিমতানি নিরস্য। সূত্রভাষ্যমধুনা

পরেণান্বয়ঃ ॥৪৬॥ তত্র ব্রহ্মসূত্রে মূঢ়মতয়ঃ কলিদোষাদ্ দ্বাভ্যাং ত্রিভি র্ব্বা বেদবচনৈরুদ্বলিতানি উপকৃতানি ভাষ্যকাণি কুৎসিতভাষ্যাণি অরচয়ন্ কৃতবন্তঃ। কৈশ্চিৎ বহুবুদ্ধঃ জ্ঞাতং যৈস্তৈর্দূষ্যতাঞ্চোপগতানি ॥ ৪৭ ॥ তত্ত্বস্মাদ্বিদিতো বেদান্তানামর্থো যেন তথাভূতো ভবান্ তানি কুবুদ্ধীনাং মতানি নিরস্য সূত্রভাষ্যং বিদধাতু। বিধৌ লোট্ ভাষ্যলক্ষণন্তু-সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুকারিভিঃ। স্বপদানিচ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্য-

বিভাগ করিয়া "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, জন্মাদ্যস্য যতঃ, শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যাদিরূপ ব্রহ্মসূত্র সকল নির্ম্মাণ করেন। যে ব্রহ্মসূত্রে কণাদমুনিকৃত বৈশেষিক দর্শন, কাপিলমুনিকৃত সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলিমুনিকৃত পাতঞ্জলদর্শন প্রভৃতির মত সকল সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। মূঢ়মতি কতকগুলি লোক সেই সকল ব্রহ্মসূত্রে কলিকাল কৃতদোষারোপ ও দুই তিন বেদ বচনদ্বারা উপকৃত করিয়া কুৎসিত ভাষ্য রচনা করেন। বহুজ্ঞানবান্ কতকগুলি লোক পুনরায় ঐ ভাষ্য দূষিত করিয়া তোলেন। ৪৬। ৪৭।

অতএব তুমি শ্রুতি-মস্তক বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছ। এক্ষণে দুর্বুদ্ধি দিগের মত সকল নিরস্ত করিয়া সূত্রভাষ্য নির্ম্মাণ কর। কারণ, সেই সূত্রভাষ্য সমগ্র শ্রুতিদ্বারা পরিপূর্ণ ও যুক্তি

বিদধাতু শ্রুত্যুপোদ্বলিতযুক্ত্যভিযুক্তম্ ॥৪৮॥ এতদেব বিবুধৈরপি সেন্দ্রৈরর্চ্চনীয়মনবদ্যমুদারং। তাবকং কমলযোনিসভায়ামপ্যবাপ্স্যতি বরাং বরিবস্যাং ॥ ৪৯ ॥ ভাস্করাভিনবগুপ্তপুরোগান্ নীলকণ্ঠগুরুমণ্ডনমুখ্যান্। পণ্ডিতানথ বিজিত্য জগত্যাং

বিদোবিদুরিতি সাগরাভিবর্ণ নস্ত ভাষ্যত্বব্যাবৃত্তয়ে সূত্রমিত্যুক্তং বার্ত্তিকস্য তত্ত্বনিরাসায় সূত্রানুকারিভিরিতি বৃত্তেস্তত্ত্বব্যাবৃত্ত্যর্শমুক্তং স্বপদানীতি ইতরভাষ্যেভ্য উৎকৃষ্টতাবোধনায় বিশিনষ্টি। সমগ্রশ্রুতিভিরুদ্বলিতাভিরাসমন্তাদ্‌যুক্তং ॥ ৪৮ ॥ ননু ময়া ক্রিয়মাণং ভাষ্যমপি কেষাঞ্চিদনাদরাস্পদং স্যাচ্চেত্তর্হি কিমর্থং কর্ত্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ। এতদেব তাবকং ভাষ্যমিন্দ্রসহিতৈ র্দেবৈরপ্যর্চ্চনীয়ং ভবিষ্যতি। অপি শব্দান্মনুষ্যৈরর্চনীয়ং ভবিষ্যতীতি কিমু বক্তব্যং। যতো নির্দ্দোষমুদারঞ্চ। ন কেবলং সেন্দ্রৈ র্দেবৈরেবার্চ্চনীয়ং ভবিষ্যত্যপিতু চতুর্ম্মুখসভায়ামপি শ্রেষ্ঠাং পূজাং প্রাপ্স্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ কিঞ্চ ভাস্করো ভেদাভেদবাদী অভিনবগুপ্তঃ শাক্তো নীলকণ্ঠো ভেদ-

সমষ্টিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিবদ্ধ। ভাষ্য লক্ষণ যথা—সূত্রের অনুরূপ বাক্যদ্বারা যে স্থানে সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয়, এবং সূত্রের পদ সকল বর্ণিত থাকে, ভাষ্যবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৪৮।

তোমার এই ভাষ্য ইন্দ্রাদি দেবগণের অর্চ্চনীয় হইবে। তবে মনুষ্যদিগের যে অর্চ্চনীয় হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। কারণ, তোমার ভাষ্য নির্দোষ ও মহান্। কেবল ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পূজনীয় নহে, ব্রহ্মসভাতেও পরম পূজা প্রাপ্ত হইবে। ৪৯।

ভেদ ও অভেদ এই উভয় বাদী ভাস্কর, শাক্ত

খ্যাপয়াঽদ্বয়মতে পরতত্ত্বং ॥ ৫০ ॥ মোহসন্তমসবাসরনাথাংস্তত্র তত্র বিনিবেশ্য বিনেয়ান্। পালনায় পরতত্ত্বসরণ্যা মামুপৈষ্যসি ততঃ কৃতকৃত্যঃ ॥ ॥ ৫১ ॥ এবমেনমনুগৃহ্য কৃপাবানাগমৈঃ সহ শিবোঽন্তরধত্ত। বিস্মিতেন মনসা সহ শিষ্যৈঃ শঙ্করোঽপি সুরসিন্ধুময়াসীৎ ॥৫২॥ সন্নিবৃত্য বিধি-মাহ্নিকমীশং ধ্যায়তো গুরুমথাখিলভাষ্যং। কর্তু-মুদ্যতমভূদ্ গুণসিন্ধো র্মানসং নিখিললোকহিতায় ॥ ৫৩ ॥ কর্তৃত্বশক্তিমধিগম্য স বিশ্বনাথাৎ কাশীপুরান্নিরগমত্ত্ববিকাসভাজঃ। প্রীতঃ সরোজমুকুলাদিব চঞ্চরীকনির্ব্বন্ধতঃ সুখমবাপ যথা দ্বিজেন্দ্রঃ ॥ ॥ ৫৪ ॥ অদ্বৈতদর্শনবিদাং ভুবি সার্ব্বভৌমো

বাদী শৈবঃ গুরুঃ প্রভাকরো মণ্ডনামিশ্রো ভাট্টমতানুযায়ী। এতদাদান্ পণ্ডিতানথ ভাষ্যকরণানন্তরং বিজিত্য পৃথিব্যামদ্বয়মতে পরতত্ত্বং খ্যাপয়াঽদ্বয়বুদ্ধে ইতি সম্বোধনং বা ॥৫০॥ কিঞ্চ মোহলক্ষণসন্তমসভানূন্ শিষ্যান্ তস্মিন্ তস্মিন্ দেশে পরতত্ত্বসরণ্যাঃ পালনায় সংস্থাপ্য তদনন্তরং কৃতমবতারকৃত্যং যেন স মামুপৈষ্যসি ॥ ৫১ ॥ এবমেনং শ্রীশঙ্করমনুগৃহ্য কৃপাবান্ শিবো বেদৈঃ সহান্তর্ধানমগাৎ। শঙ্করোঽপি বিস্ময়যুক্তেন মনসা শিষ্যৈঃ সহ স্বর্ণদীং গঙ্গাং প্রত্যগচ্ছৎ ॥৫২॥ আহ্নিকবিধিং সন্নিবৃত্য গুরুমীশং মহাদেবং ধ্যায়তো গুণসমুদ্রস্য শ্রীশঙ্করস্য মানসং সর্ব্বলোকহিতায় সমগ্রভাষ্যমুদযুক্তমভূৎ ॥ ৫৩ ॥ স বিশ্বনাথাৎ কর্তৃত্বশক্তিং প্রাপ্য প্রীতঃ সন্ অবিকাসভাজঃ কাশীপুরান্নিরগমৎ। চঞ্চরীকনির্ব্বন্ধতো গন্ধলুব্ধভ্রমরনির্ব্বন্ধনরূপাৎ সরোজমুকুলাদিবেতি পুরোপমা। যথা পক্ষিণামিন্দ্রো হংসো নির্গত্য সুখমাপ্নোতি তথাঽয়ং ব্রাহ্মণেন্দ্রঃ সুখং প্রাপ। প্রত্যবরণমুপমাবাচকোপাদানাদনেকৈবেয়মুপমা ॥ বং ॥ ৫৪ ॥ ভুবি অদ্বৈতশাস্ত্রবিদাং

অভিনব গুপ্ত, ভেদবাদী শৈব নীলকণ্ঠ, গুরুপ্রভাকর, ভট্টমতের অনুযায়ী মণ্ডনমিশ্র, ইত্যাদি মুখ্য পণ্ডিতদিগকে ভাষ্য রচনা করিবার পর জয় করিয়া তুমি জগতে অদ্বৈতমতে পরমতত্ব প্রকাশ কর। । ৫০ ।

অজ্ঞানরূপ গাঢ়তিমিরের প্রভাকর তুল্য তোমার শিষ্যদিগকে সেই সেই প্রদেশে পরমতত্ত্ব-পদ্ধতির পরিপালনের নিমিত্ত সংস্থাপিত কর। অনন্তর যে জন্য তোমার অবতার হইয়াছে, সেই অবতার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিয়া আমার দেহে সঙ্গত হইবে। ৫১।

এইরূপে শঙ্করের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া কৃপাময় মহাদেব বেদের সহিত অন্তর্ধান হইলেন। শঙ্করও বিস্ময়াকুলহৃদয়ে শিষ্য সকল সমভিব্যাহারে করিয়া সুরনদী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। ৫২।

আহ্নিক কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গুরুদেব মহাদেবের ধ্যান করিতে করিতে গুণসাগর শঙ্করের সকল লোকের হিতসাধনার্থ ভাষ্য সকল নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইল। ৫৩।

যেরূপ দ্বিজ অর্থাৎ পক্ষীদিগের শ্রেষ্ঠ হংস, পরিমললুব্ধ ভ্রমর দিগের নির্ব্বন্ধরূপ কমল মুকুল হইতে নির্গত হইয়া সুখ পাইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বিজরাজ শঙ্কর বিশ্বেশ্বরের নিকট হইতে কর্তৃত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রীতমনে শঙ্কর বিরহে যেন শ্রীভ্রষ্ট সেই কাশীধাম হইতে নির্গত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হইলেন। ৫৪।

ম্নাত্যেষ ইত্যুড়ুপবিম্বসিতাতপত্রং। অস্তাচলে বহতি চারু পুরঃ প্রকাশব্যাজেন চামরমধাদিব দিক্‌সুকান্তা॥ ॥ ৫৫ ॥ শান্তাং দিশং দেবনৃণাং বিহায় নান্যা দিগস্মৈ সমরোচতাদ্ধা। তত্রত্যতীর্থানি নিষেবমাণো গন্তুং মনোঽধাদ্বদরীং ক্রমাৎ সঃ ॥৫৬॥ তেনান্ববর্ত্তি মহতা ক্বচিদুষ্ণশালি শীতং ক্বচিৎ ক্বচিদৃজু ক্বচিদপ্যরালং। উৎকণ্টকং কচিদকণ্টকবৎ ক্বচিচ্চ তদ্বর্ত্ম মূর্খজনচিত্তমিবাব্যবস্থম্‌ ॥৫৭॥ আত্মানমক্রিয়মপব্যয়মীক্ষিতাপি পান্থৈঃ সমং বিচলিতঃ পথি লোকরীত্যা। আদৎ ফলানি মধুরাণ্যপিবৎ পয়াংসি প্রায়াদুপাবিশদশেত তথোদতিষ্ঠৎ ॥ ৫৮ ॥ তেন ব্যনীয়ত তদা পদবী দবীয়স্যাসাদিতা চ বদরী বনপুণ্যভূমিঃ। গৌরীগুরু স্রবদমন্দঝরী-

সার্ব্বভৌমো যশ্চক্রবর্ত্তী এষ শ্রীশঙ্করো গচ্ছতীত্যতশ্চন্দ্রবিম্বাত্মকং শ্বেতচ্ছত্রমস্তাচলে বহতি সতি পুরঃ প্রকাশব্যাজেন দিক্‌সুকান্তা দিগলক্ষণাশোভনা কান্তা চামরং বাধাদিব। পাঠান্তরে সুখেন দিগ্‌ ব্যধাদিতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৫৫ ॥ দেবনরাণাং শান্তামুত্তরাংদিশং বিহায়ান্যা দিগস্মৈ সাক্ষান্ন সমরোচত। উদীচ উৎকৃষ্টতোষা বৈ দেবমনুষ্যাণাৎ শান্তা দিগিতি শ্রুতেঃ। তাস্মত্তত্রত্যতীর্থানি নিষেবমাণঃ ক্রমাদ্বদরীঙ্গন্তুং স মনোঽধাৎ ইন্দ্রবজ্রা ॥ ৫৬ ॥ ক্বচিদুষ্ণশালি ক্বচিৎ শীতং ক্বচিদৃজু ক্বচিৎ কুটিলং অরালং কুটিলে সর্জরসে সমদদন্তিনীতি মেদিনী। ক্বচিৎ উর্দ্ধমুখকণ্টকযুক্তং কচিচ্চ কণ্টকবিনির্মুক্তং মূর্খজনচিত্তবৎ ব্যবস্থাবর্জিতং বর্ত্ম পন্থাস্তেন মহতাঽন্ববর্ত্তি অনুসৃতম্‌ ব০ ॥৫৭॥ অক্রিয়মব্যয়মাত্মানমীক্ষিতাপি পান্থৈঃ সহ বিচলিতঃ সন্‌ মার্গে লোকরীত্যা মধুরাণি ফলানি আদৎ ভক্ষণার্থস্যাদধাতো লঙি অদঃ সর্ব্বেষামিত্যপৃক্তসার্ব্বধাতুকস্যাডাগমে রূপং। মধুরাণি ফলানি অপিবৎ প্রায়াৎ গমনং কৃতবান্‌ উপাবিশদুপবিষ্টবান্‌ অশেত শয়নং কৃতবান্‌ তথোদতিষ্ঠৎ উত্থানং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ॥ ৫৮ ॥ দবীয়সী পদবী তেন ব্যনীয়ত সুদূরং বর্ত্মাতিক্রান্তবান্‌। বনপুণ্যভূমি র্বদরী আসাদিতা চ গৌরীগুরো হিমালয়াৎ

অদ্বৈতশাস্ত্রজ্ঞদিগের চক্রবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্য কাশীপরিত্যাগ করিয়া যখন গমন করেন, তখন অস্তগিরি, চন্দ্রবিম্বরূপ শ্বেতছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ করিল। ৫৫।

উত্তরদিক্‌ দেবতা ও মনুষ্যদিগের অনুকূল তাঁহার ঐ দিক্‌ বর্জন করিয়া অন্যদিক্‌ যথার্থ রুচিজনক হয় নাই। অতএব তত্রত্য তীর্থ সকল সেবা করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ৫৬।

কোনস্থানে উষ্ণ, কোন স্থানে শীতল, কখন সরল, কখন কুটিল, কখন উর্দ্ধমুখ, কণ্টকযুক্ত, কখন বা একেবারে কণ্টক বিরহিত, এইরূপে ব্যবস্থাবর্জিত মূর্খজনের চিত্তের তুল্য পথ সকল, মহাত্মা শঙ্কর অতিক্রম করিলেন। ৫৭।

আত্মার ক্রিয়া নাই, ব্যয় নাই, আচার্য্য শঙ্কর ইহা জানিয়া ছিলেন। কিন্তু পথিক দিগের সহিত পথে যাইতে যাইতে লৌকিক রীত্যনুসারে মধুর ফল সকল ভোজন করিতেন, মধুর বারিপান করিতেন, গমন করিতেন, উপবেশন করিতেন, শয়ন করিতেন ও উত্থান করিতেন। ৫৮।

তিনি দূরবর্ত্তী পথ সকল অতিক্রম করিয়া বদরীবনের পুণ্যভূমি প্রাপ্ত হইলেন। যে বদরিকাশ্রমের পুণ্যভূমিতলে পার্ব্বতী পিতা হিমালয় হইতে পরিস্রুত, বৃহৎ নির্ঝরযুক্ত, এবং খেলাসক্ত

পরীতা খেলৎসুরীযুতদরী পরিভাতি যস্যাম্ ॥ ৫৯ ॥ স দ্বাদশে বয়সি তত্র সমাধিনিষ্ঠৈ ব্র্রহ্মর্ষিভিঃ শ্রুতি-শিরো বহুধা বিচার্য্য। ষড়্ভিশ্চ সপ্তভিরথো নব-ভিশ্চ খিন্নৈর্ভব্যং গভীরমধুরং ফণিতিস্ম ভাষ্যং ॥৬০॥

স্রবন্তীভিরমন্দঋরীভি র্ব্যাপ্তা যস্যাং বদর্য্যাং খেলন্তীভিঃ সুরা-ঙ্গনাভি র্যুক্তা দরী পরিভাতি ॥৫৯॥ স শ্রীশঙ্করো দ্বাদশে বয়সি তত্র বদর্য্যাং সমাধিনিষ্ঠৈঃ ষড়্ভিঃ ক্ষুৎপিপাসে জরামৃত্যু শোক-মোহৌ ষডূর্ম্ময় ইত্যুক্তষড়ূর্ম্মিভিস্তথা ত্বক্চর্ম্মমাংসাস্থিমেদো-মজ্জারেতোভিঃ সপ্তধাতুভিঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চত্বার্য্যন্তঃকরণা-নীতি নবভিশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকমন্তঃকরণ-চতুষ্টয়ং সগুণভূতপঞ্চকং প্রকৃত্যষ্টকং বা বিদ্যাকামঃ কর্ম্মো-পাসনা চেতি নবভিরিতি বা দ্বারৈর্ব্বা নবভিঃ যে খিন্নাস্তৈ ব্র্রহ্ম-র্ষিভি র্ব্বেদান্তং বহুধা বিচার্য্য ভব্যং শুভং গম্ভীরঞ্চ তন্মধুরঞ্চ সূত্রভাষ্যং ফণিতিস্ম। ষড়্ভিশ্চ সপ্তভিরথো নবভিশ্চ খিন্নৈ-র্ভব্যং যোগ্যমিতি বা। ভব্যং শুভে চ সত্যে চ যোগ্যে ভাবিনি চ ত্রিষ্বিতি মেদিনী ॥ ৬০ ॥ উপনিষদামপি ভাষ্যং কৃতবানিত্যাহ

সুরাঙ্গনা পরিবেষ্টিত পর্ব্বত গহ্বর শোভা পাইতে-লাগিল। ৫৯।

ক্ষুধা পিপাসা, জরামৃত্যু শোক মোহ এই ছয় তরঙ্গ। ত্বক্, চর্ম্ম,মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চারিটী অন্তঃকরণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, সগুণ ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদি পঞ্চভূত, অথবা আটটী প্রকৃতি) অবিদ্যা, কাম কর্ম্ম ও উপাসনা এই প্রকার নবদ্বারে যাঁহারা অত্যন্ত খেদান্বিত, সেই সমস্ত সমাধিনিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি-দিগের সহিত বারম্বার বেদান্ত শাস্ত্রের বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় শুভ, গম্ভীর অথচ মনোহর বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নির্ম্মাণ করেন। ৬০।

করতলকলিতাদ্বয়াত্মতা ক্ষপিতদুরন্তচিরন্তন-প্রমোহং। উপচিতমুদিতোদিতৈ গুণৌঘৈরুপ-নিষদাময়মুজ্জহার ভাষ্যং ॥ ৬১ ॥ ততো মহাভারত-সারভূতাঃ স ব্যাকরোদ্ভাগবতীশ্চ গীতাঃ। সনৎ-

করতলে কলিতং প্রকাশিতমাত্মতত্ত্বং যেন ক্ষপিতো দুরন্ত-শ্চিরন্তনোঽনাদিভূতো মোহো যেন উদয়ং প্রাপ্তৈরুক্তগুণৌ-ঘৈরুপচিতং যুক্তং। দেহাভিমানাদিদুঃখানি নিশ্চয়েন উপসা-দয়তি বিসারয়তি শিথিলয়তি পরঞ্চ ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মত্বেন নিতরাং গময়তি সর্ব্বানর্থমূলভূতামবিদ্যামত্যন্তমবসাদয়ত্যুন্মূলয়তী-ত্যুপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা। তৎপ্রতিপাদকানাং ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ড-কমাণ্ডুক্যতৈত্তিরেয়ৈতরেয়ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যাখ্যানাং বেদা-ন্তানাং ভাষ্যমুজ্জহার কৃতবান্ পুষ্পিতাগ্রা ॥ ৬১ ॥ ততস্তদ-নন্তরং মহাভারতস্য নিখিলবেদার্থপ্রকাশকস্য সারভূতাঃ ভগ-

যাহার করতলে অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, যিনি দুরন্ত, চিরন্তন, অনাদি মোহজাল ক্ষয় করিয়াছিলেন, যিনি উক্ত বিবিধগুণে বিরাজিত হইয়া উপনিষৎ সমূহের শুভ ভাষ্য নির্ম্মান করেন। যিনি লোকের দেহে যে আত্মাভিমান আছে,এবং ঐ আত্মাভিমান হইতে যে সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়,তাহা নিশ্চয়রূপে যে শাস্ত্র দ্বারা বিষাদিত, নিঃসারিত অথবা শিথিলিত হইয়া থাকে, এবং প্রত্যগাত্মরূপে নিতান্ত পরম ব্রহ্ম দেখাইয়া থাকে, ও সকল অমঙ্গলের মূলীভূত অবিদ্যা (অজ্ঞান) অত্যন্তরূপে অবসন্ন অর্থাৎ উন্মূলিত হইয়া থাকে, তাহার নাম উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা। এই স্থলে সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রতিপাদক ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন মুণ্ডক্য, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরিয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদা-রণ্যক উপনিষৎ বুঝিতে হইবে। ৬১।

অনন্তর নিখিল বেদশাস্ত্রের অর্থপ্রকাশ এবং

সুজাতীয়মসংসুদূরং ততো নৃসিংহস্য চ তাপনীয়ং ॥৬২॥ গ্রন্থানসংখ্যাংস্তদনূপদেশসহস্রিকাদীন্ ব্যদধাৎ সুধীড্যঃ। শ্রুত্বার্থবিদ্যানবিবেকপাশান্মুক্তা বিরক্তা যতয়ো ভবন্তি ॥ ৬৩ ॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্যরবাবুদেত্য প্রকাশমানে কুমতিপ্রণীতাঃ। ব্যাখ্যান্ধকারাঃ প্রলয়ং সমীয়ু র্দুর্ব্বাদিচন্দ্রপ্রভয়া বিযুক্তাঃ ॥ ৬৪ ॥

বদ্গীতাঃ স ব্যাখ্যাতবান্। ততো ভারতস্য সনৎসুজাতীয়মসতাং সুদূরমলভ্যং ততশ্চোত্তরনৃসিংহতাপনীয়ং ব্যাকরোৎ উ৹ ॥ ৬২ ॥ তদনু ততঃ পশ্চাদুপদেশসহস্রিকাদীনসংখ্যাতান্ গ্রন্থান্ সুধীভিঃ স্তুত্যঃ পরমার্থজ্ঞঃ শ্রীশঙ্করো ব্যদধাৎ। যান্ গ্রন্থান্ শ্রুত্বা বিরক্তা যতয়োঽবিবেকপাশান্মুক্তা ভবন্তি। ॥৬৩॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্যসূর্য্যে উদয়ং প্রাপ্য প্রকাশমানে সতি দুর্ব্বাদিচন্দ্রপ্রভয়া বিযুক্তাঃ সহিতাঃ কুবুদ্ধিভিঃ প্রণীতা ব্যাখ্যান্ধকারাঃ সম্যগ্লয়ং প্রাপুঃ ॥ ৬৪ ॥ অথানন্তরং পরেষাং বা-

মহাভারতের সারভূত ভগবৎগীতার ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে অসৎ লোকের অত্যন্ত দুর্লভ সনৎসুজাতীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও নৃসিংহের তাপপ্রদ ব্যাখ্যা করেন। ৬২।

অনন্তর অর্থবিৎ ও সুধীগণের পূজনীয় শঙ্করাচার্য্য, যে সকল গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া বিরক্ত যতিগণ, অবিবেক পাশ হইতে মুক্তি লাভ করেন, ওরূপ সহস্র সহস্র উপদেশ পরিপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থসকল নির্ম্মাণ করিলেন। ৬৩।

শঙ্করাচার্য্য সূর্য্যের মত উদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে শশধর সদৃশ দুষ্টবাদীগণের প্রভার সহিত মূঢ়মতি প্রণীত ব্যাখ্যারূপ অন্ধকার সম্যকরূপে লয়প্রাপ্ত হইল। ৬৪।

অথ ব্রতীন্দু র্বিধিবিদ্ বিনেয়ানধ্যাপয়ামাস স নৈজভাষ্যম্। তর্কৈঃ পরেষাং তরুণৈ র্বিবস্বন্মরীচিভিঃ সিন্ধুবদপ্রশোষ্যম্ ॥ ৬৫ ॥ নিজশিষ্যহৃদজভাস্বতো গুরুবর্য্যস্য সনন্দনাদয়ঃ। শমপূর্ব্বগুণৈরশুশ্রুবন্ কতিচিচ্ছিষ্যগণেষু মুখ্যতাম্ ॥ ৬৬ ॥ স নিতরামিতরা শ্রবতো লসন্নিয়মমদ্ভুতমাপ্য সনন্দনঃ। শ্রুতনিজশ্রুতিকোঽপ্যভবৎ পুনঃ পিপঠিষু র্গহনার্থ-

দিনাং তর্কৈস্তরুণৈঃ সূর্য্যকিরণৈঃ সমুদ্রবৎ শোষয়িতুমশক্যং স্বীয়ং ভাষ্যং স ব্রতীন্দু র্বিধিবচ্ছিষ্যানধ্যাপয়ামাস ॥ ৬৫ ॥ নিজশিষ্যহৃদয়কমলভানো র্গুরুবর্য্যস্য শিষ্যগণেষু মুখ্যতাং কেচিৎ সনন্দনাদয়ঃ শমাদিগুণৈরশুশ্রুবন্ অভ্যস্তবন্তঃ। বিয়োগিনী ॥ ৬৬ ॥ স সনন্দন ইতরাশ্রবত ইতরেভ্য আশ্রবেভ্যো বচনস্থিতেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ আশ্রবোঽঙ্গীকৃতৌ ক্লেশে নাত্মবদ্বচনস্থিতে ইতি মেদিনী। নিতরাং লসন্ সন্ শ্রুতা নিজশ্রুতিঃ স্ববেদো যেন স তথাবিধোঽপি গহনার্থস্য বিজ্ঞানেচ্ছয়াদ্ভুতং নিয়মং প্রাপ্য পুনঃ

নবোদিত সূর্য্য-কিরণ যেরূপ সমুদ্র শুষ্ক করিতে পারে না, সেইরূপ বাদীগণের অভিনবতর্কে অশোষণীয় স্বকীয় ভাষ্য, যতিবর বিনীত শিষ্যদিগকে বিধিবিধানে অধ্যয়ন করাইলেন। ৬৫।

যিনি স্বীয় শিষ্যগণের হৃৎপদ্মের প্রভাকর, সেই গুরুবরের শিষ্যগণের মধ্যে কে প্রধান শিষ্য হইবে, এবং কিরূপে ঐ প্রাধান্য লাভ করিতে পারি তন্নিমিত্ত শম, দম, ও তিতিক্ষাদি গুণসম্পন্ন সনন্দনাদি কতকগুলি শিষ্য ঐ ভাষ্য অভ্যাস করিতে লাগিল। ৬৬।

সনন্দন শঙ্করের আজ্ঞানুবর্ত্তী শিষ্য থাকাতে তিনি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং যদিচ তিনি সমুদয় স্বকীয় বেদ শ্রবণ করিয়া

বিবিৎসয়া ॥ ৬৭ ॥ অদ্বন্দ্বভক্তিমমুমাত্মপদারবিন্দদ্বন্দ্বে নিতান্তদয়মানমনা মুনীন্দ্রঃ। আম্নায়শেখররহস্যনিধানকোশমাত্মীয়কোশমখিলং ত্রিরপাঠয়ত্তম্ ॥ ৬৮ ॥ ঈর্ষ্যাভরাকুলহৃদামিতরাশ্রবণাং প্রখ্যাপয়ন্নমুপমামদসীয়ভক্তিম্। অভ্রাপগাপরতটস্থমমুং কদাচিদাকারয়ন্নিগমশেখরদেশিকেন্দ্রঃ ॥ ॥ ৬৯ ॥ সন্তারিকাঽনবধিসংসৃতিসাগরস্য কিং

পঠনেচ্ছুরভবৎ। ইতরাশ্রবতোঽস্তু তং লসন্তং নিয়মমদ্বন্দ্বাং রাগদ্বেষাদিমাপ্যোতি বা ক্রতবিলম্বিতরন্তম্ ॥৬৭॥ আত্মপদারবিন্দযুগলেঽদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তা ভক্তি র্যস্য তমমুং সনন্দনং নিতান্তমত্যন্তং দয়মানং দয়াং কুর্ব্বাণং মনো যস্য স মুনীন্দ্রঃ বেদান্তরহস্যনিধানস্য নিধেঃ কোশং পাত্রমাত্মীয়গ্রন্থং সর্ব্বং ত্রিরপাঠয়ৎ ত্রিবারং পাঠিতবান্ বং ॥ ৬৮ ॥ ঈর্ষ্যাভরেণাকুলং হৃদয়ং যেষামিতরাশ্রবাণাং সন্তাং মধ্যেঽসাবনুপমামমুষ্য সনন্দনস্য ভক্তিং প্রখ্যাপয়ন্নভ্রাপগা আকাশনদী গঙ্গা অভ্রং মেঘে চ গগনে ধাতুভেদেচ

ছিলেন, তথাপি গভীর অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিয়া অদ্ভুত নিয়ম ধারণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার কাছে পড়িতে মানস করিলেন। ৬৭।

পরমাত্মার পদাব্জযুগলে সনন্দনের রাগ দ্বেষাদি বর্জ্জিত ভক্তি দেখিয়া মুনীন্দ্রের মন তাঁহার উপর নিতান্ত দয়ালু হইল। এবং পরে বেদান্ত শাস্ত্রের রহস্য ও মর্ম্মের নিধিস্বরূপ স্বকীয় গ্রন্থ তিনবার করিয়া তাঁহাকে পাঠ করাইলেন। ৬৮।

অন্যান্য যে সমস্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী শিষ্য ছিল, তাহাদের সকলেরই হৃদয় ঈর্ষাভরে আকুল হইল। কিন্তু ঐ সমস্ত শিষ্যদিগের মধ্যে সনন্দনের ভক্তি অধিক পরিমাণে বিখ্যাত দেখিয়া একদিন বেদান্ত

তারয়েন্ন সরিতং গুরুপাদভক্তিঃ। ইত্যঞ্জসা প্রবিশতঃ সলিলং দ্যুসিন্ধুঃ পদ্মান্যুদঞ্চয়তি তস্য পদেপদে স্ম ॥ ৭০ ॥ পাথোরুহেষু বিনিবেশ্য পদং ক্রমেণ প্রাপ্তোপকণ্ঠমমুমপ্রতিমানভক্তিঃ। আনন্দবিস্ময়নিরন্তনিরন্তরোঽসাবাশ্লিষ্যপদ্মপদনাম-

কাঞ্চন ইতি মেদিনী। তস্যাঃ পরতটস্থমমুং সনন্দনং কদাচিদ্বেদান্তদেশিকেন্দ্র আহূতবান্ ॥৬৯॥

অনবধিসংসারসাগরস্য সন্তারিকা গুরুচরণভক্তিঃ নদীং কিং ন সন্তারয়েদপিতু তারয়েদেবেতি বিচার্য্য শীঘ্রমেব জলং প্রবিশতস্তস্য গুরুভক্তস্য পদে পদে গঙ্গা পদ্মানি উদঞ্চয়াঞ্চক্রে উজ্জৃম্ভয়ামাস ॥ ৭০ ॥ জলরুহেষু ক্রমেণ পদং বিনিবেশ্য প্রাপ্তসমীপং তমমুমনুপমভক্তিং আনন্দবিস্ময়াভ্যাং নিরন্তনিরন্তরোঽত্যন্তং

শাস্ত্রের গুরুবর শঙ্কর, আকাশ নদী গঙ্গার পরপারে ঐ সনন্দনকে আহ্বান করিলেন। ৬৯।

অপার সংসার সমুদ্রের পারকারিণী গুরুপদে যে আমার ভক্তি,আছে সে ভক্তি কি আমাকে এই নদী হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারিবে না? বস্তুতঃ যে সাগরের পরপারে লইয়া যাইতে পারে, সে নদীর অপর পারে লইয়া যাইবে,ইহা বিচিত্র নয়। এইরূপ বিচার করিয়া শীঘ্র যখন ঐ গুরুভক্ত সনন্দন, জলে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ গঙ্গা তাহার পদেপদে পদ্ম সকল বিকসিত করিতে লাগিল। ৭০।

তিনি ক্রমশঃ কমল কুসুমের উপর চরণ রাখিয়া তীরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার ভক্তির তুলনা নাই জানিয়া শঙ্করের হৃদয় এক কালে আনন্দ ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। পরে

পদং ব্যতানীৎ ॥ ৭১ ॥ তং পাঠয়ন্তমনবদ্যতমাত্ম-বিদ্যাং যে তু স্থিতাঃ সদসি তত্ত্ববিদাং সগর্ব্বাঃ।

পরিপূর্ণোঽসাবালিঙ্গ্য পদ্মপাদেতি নামপদং ব্যতানী বিস্তারিতবান্ ॥ ৭১ ॥ অনবদ্যতমামাত্মবিদ্যাং পাঠয়ন্তং শ্রীশঙ্করং তত্ত্ববিদাং সদসি যেতু কেচিৎ সগর্ব্বাঃ কুমতে পাশুপতেঽভিমানো যেষাং বিবেকলক্ষণস্য বৃক্ষস্যোগ্রদাবাগ্নিবদাচরন্তঃ স্থিতাস্তে চিক্ষিপুরাক্ষেপান্ কৃতবন্তঃ। তথা হি কার্য্যকারণযোগবিধিদুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপতিনেশ্বরেণ মোক্ষায়োপদিষ্টাঃ। তত্র কার্য্যং মহদাদি। কারণং প্রধানং। যোগঃ সমাধিঃ। বিধিস্ত্রিষবণস্নানাদিঃ। দুঃখান্তো মোক্ষঃ। প্রধানমুপাদানকারণং পশুপতিরীশ্বরো নিমিত্তকারণং। স ঈক্ষাঞ্চক্রে স প্রাণমসৃজতেত্যাদি-

তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'পদ্মপাদ' এই নাম প্রদান করিলেন। ৭১।

শঙ্কর যখন সনন্দনকে অনিন্দনীয় আত্মবিদ্যা পড়াইতেছিলেন, তৎকালে ঐ তত্ত্বজ্ঞদিগের সভায় কতকগুলি গর্ব্বিত ও কুৎসিৎ এবং পাশুপত মতের পক্ষপাতী, এবং যাহারা বিবেক রূপ বিটপীর দাবানলের তুল্য, তাহারা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ঈশ্বর পশুপতি কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত এই পাঁচটী পদার্থ মোক্ষের নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে কার্য্য মহদাদি, কারণ প্রধান,যোগ সমাধি,বিধি ত্রৈকালিক স্নানাদি এবং দুঃখান্ত মোক্ষ। কিন্তু প্রধানই জগতের উপাদান কারণ,এবং ঈশ্বর পশুপতি জগতের নিমিত্ত কারণ। "স ঈক্ষাং চক্রে স প্রাণমসৃজত" তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন, তিনি প্রাণ সৃজন করিলেন। ইত্যাদি বেদবচনে ঈশ্বরের আলোচনাপূর্ব্বকই কর্ত্তৃত্ব শ্রবণ করা যাইতেছে। এবং ঘট

আচিক্ষিপুঃ কুমতপাশুপতাভিমানাঃ কেচিদ্ বিবেক-

শ্রুতিষু ঈক্ষাপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বশ্রবণাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বকং কর্ত্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু দৃষ্টং। অনেককারকপূর্ব্বিকায়াশ্চ ক্রিয়ায়াঃ ফলসিদ্ধি র্লোকে দৃষ্টা। স চন্যায় আদিকর্ত্তর্য্যপি সঙ্ক্রামযিতুং যুক্তঃ। কিঞ্চ যথেশ্বরাণাং রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্তকারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্তকারণত্বমেব। কিঞ্চ সাবয়বমচেতনমশুদ্ধমিদং জগল্লক্ষণং নানেবং-লক্ষণব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতি রুচকাদীনাং মৃদিকারণত্ব দর্শনাৎ। অপিচ যদি দুঃখমোহাদ্যাত্মকং কার্য্যং ব্রহ্মোপাদানকং স্যাত্তর্হি প্রলয়ে স্বোপাদনেন ব্রহ্মণা বিভাগমাপদ্যমানং কারণ-

পদার্থের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকারাদিতে ও আলোচনাপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে; যে ক্রিয়ার পূর্ব্বে অনেক গুলি কারক থাকে তাহারই জগতে ফলসিদ্ধি দেখা যায়। এই রূপ নিয়ম আদিকর্ত্তার উপর সংস্থাপিত করা উচিত। অথবা ঈশ্বর তুল্য বৈবস্বতাদি নরপতি কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া যেমন প্রতীত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরও নিমিত্ত কারণ। লবণাদি যে রূপ মৃত্তিকার বিকার সেইরূপ অবয়বী অচেতন, অশুদ্ধ এই জগতের নিরবয়ব, সচেতন ও শুদ্ধ ব্রহ্ম কখনই উপাদান কারণ হইতে পারেনা। এবং দুঃখ মোহাদি পরিপূর্ণ এই কার্য্যসমষ্টির (জগতের) ব্রহ্মাই যদি উপাদান কারণ হয় তাহা হইলে প্রলয়কালে কার্য্যের উপাদান কারণ ব্রহ্ম যখন সমস্ত পদার্থ বিভাগ করিবে তখন ঐ কার্য্য স্বীয় (কার্য্যগত) দোষ দ্বারা কারণকে (ব্রহ্মাকে) দূষিত করিবে। তখন এই জগতের ব্রহ্মাই যে উপাদান কারণ, এরূপ কল্পনার কোন সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। অতএব বেদে যে সমস্ত কারণ আছে,

বিটপোগ্রদবায়মানাঃ ॥ ৭২॥ তদ্ বিকল্পনমনল্প মনীষঃ শ্রুত্যুদাহরণতঃ স নিরস্য। ঈষদস্তমিতগর্ব্ব-

মাত্মীয়েন দোষেণ দূষয়েদতোঽহস মঙ্গুসমিদংগতো ব্রহ্মো-পাদানকত্বকল্পনঃ। তস্মাৎ কারণশ্রুতয়ঃ পশুপতেরীশ্বরস্য নিমিত্তকারণত্ববোধিকা ইত্যবশ্যমাস্থেয়মিতি বঃ ॥৭২॥ নৈতৎ সারং ব্রহ্মণো ভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বস্বীকারে প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তয়োরনুপরোধাৎ। প্রতিজ্ঞা তাবদুক্ত তমাদেশ মপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। যদি ব্রহ্মোপাদানং ন স্যাত্তর্হীয়ং প্রতিজ্ঞোপ-রুধ্যেত, কার্যব্যতিরিক্তনিমিত্তকারণবিজ্ঞানেন তৎকার্য্যজ্ঞানা-দর্শনাৎ। দৃষ্টান্তোঽপি যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতমিতি। বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্য-মিত্যুপাদানগোচর এবাম্নায়তে। নিমিত্তত্বস্য ধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবা-দধিগন্তব্যং। প্রাগুৎপত্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাদন্যথা-প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধস্য স্পষ্টত্বাৎ। কিঞ্চ সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি চ শ্রুত্যা পরমাত্মন এব কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতিত্বঞ্চ নিশ্চীয়তে। অত্যন্তসাদৃশ্যং তূপাদানোপাদেয়যো র্নাপেক্ষিতং গোময়বৃশ্চিকয়ো র্দেহ-কেশয়োশ্চ তদদর্শনাৎ। নাপি কার্য্যস্য ব্রহ্মসদৃশত্বা ঘটাদি-বিকারাণাং কারণেনাবিভাগমাপন্নানাং দূরস্থাদর্শনাৎ। কিঞ্চ কার্য্যস্য কারণানন্যত্বং ন প্রলয়ে এবাপিতু ত্রিষ্বপি কালেষ্বাত্মৈ-বেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিত্যাদি শ্রুতেঃ। কার্য্যস্য কারণানন্য-ত্বেঽপি যথা মরীচ্যুদকেনোষরদেশঃ কদাপি ন সংস্পৃশ্যতে।

ঈশ্বরপশুপতির মতে তাহারাই নিমিত্ত কারণ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ৭২।

পূর্ব্বোক্ত বাক্য কখনই সারগর্ভ নহে। কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন যে কোন পদার্থ নিমিত্ত কারণ অথবা উপাদান কারণ হইলে প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তের বিরোধ হইয়া থাকে। প্রতিজ্ঞা যথা—"উত তমাদেশ-মপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" তুমি আমাকে সেই আদেশ বলিয়াছ, যে আদেশ দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয় ও অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়। যদি ব্রহ্ম উপাদান কারণ না হয়, তাহা হইলে এরূপ প্রতিজ্ঞার বিরোধ উপস্থিত হয়। কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন নিমিত্ত কারণ জানিতে পারিলে সেই কার্য্যের জ্ঞানই হয় না দৃষ্টান্ত যথা, 'সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' হে মনোজ্ঞ! একটী মৃৎ-পিণ্ড জানিলে সকল মৃৎপিণ্ড জানিতে পারা যায়। তবে বাক্য দ্বারা "হরি, রাম গোপাল" ইত্যাদি নাম কেবল বিকার মাত্র। বাস্তবিক, মৃত্তিকাই সত্য। এমন কোন বস্তু নাই যাহা মৃত্তিকায় পরি-ণত না হইবে। এই সকল বেদবাক্যে ব্রহ্ম যে জগ-তের উদান কারণ তাহাই জানা যায়। যদি জগ-তের অন্য কেহ অধিষ্ঠান কর্ত্তা না থাকে তবে তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে। "একমেবাদ্বিতী-য়ম্" উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন ইহাই অবধারিত হইয়া থাকে। নতুবা স্পষ্টরূপে প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের বিরোধ উপস্থিত হয়। সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" "তদৈ-ক্ষত বহু স্যাং প্রজয়েয়" তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। যিনি পর্য্যা-লোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা পরমাত্মা যে জগৎ কর্ত্তা পরমাত্মা যে জগৎ প্রকৃতি ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে উপাদান উপাদেয় অর্থাৎ কার্য্য কারণের অত্যন্ত

ভরাণামাগমানপি মমন্থ পরেষাম্ ॥ ৭৩॥ অদ্বি-

কথা পরমাত্মাপীত্যেবং শ্রুতীনামুদাহরণতস্তেষাং বিকল্পনমমল-বুদ্ধিঃ স শ্রীশঙ্করঃ নিরস্য কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রগর্ব্বাভিশয়ানাং পরেষাং পাশুপতানামাগমানপি মথিতবান্। তথাহি পশুপতেরীশ্বরস্য প্রধানপুরুষযোরধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং নোপপদ্যতে। হীন-মধ্যমোত্তমভাবেন প্রাণিভেদান্ বিদধতঃ পশুপতেঃ রাগদ্বেষাদি প্রসঙ্গাৎ প্রধানপুরুষাভ্যাং সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ন তাবৎ সংযোগলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি। ত্রয়াণামপি সর্ব্বগতত্বান্নির-বয়বত্বাচ্চ নাপি সমবায়ঃ। আশ্রয়াশ্রিতভাবানিরূপণাৎ নাপ্যন্যঃ কার্য্যাগম্যঃ কশ্চিৎ সম্বন্ধঃ শক্যতে কল্পয়িতুং কার্য্যকারণ-ভাবস্যোবাদ্যাপ্যসিদ্ধত্বাৎ স্য০ ॥ ৭৩॥ এবমাদিরূপং তদা-

সাদৃশ্য নাই। কার্য্য অর্থাৎ জগৎ কখনই ব্রহ্মের উপর দোষারোপ করিতে পারে না। কারণ মৃত্তিকা, কার্য্য ঘট, যখন ঐ ঘটাদি বিকার কারণের অর্থাৎ মৃত্তিকার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হওয়াতে কার্য্য ঘট, কারণ মৃত্তিকার দূষক হইতে পারে না। প্রলয়কা-লেও ঐ কার্য্য, কারণ হইতে পৃথক্ নয়। কিন্তু "আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈব সর্ব্বম্' এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে এ সমুদয়ই আত্মা, এবং এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে এ সমুদায়ই ব্রহ্ম। ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সকল কালেই কার্য্যকারণ এক কার্য্য বস্তু, কারণ হইতে পৃথক্ হইলেও মরীচিকার জল যেরূপ উষরভুমি স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ পরমাত্মাকেও কোন বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। ইত্যাদি বিবিধ শ্রুতির উদাহরণে অসীমবুদ্ধি শঙ্কর, পাশুপতদিগের যে সমস্ত পদার্থ কল্পনা হইয়াছিল তাহা নিরস্ত করিয়া বিপক্ষ পাশুপতদিগের গর্ব্ব কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইলে

তীয়নিরতা সতি ভেদে মুক্তিরীশসমতৈব কথং স্যাৎ। ধ্যানজা কিমিতি সা ন বিনশ্যেদ্ভাবকার্য্য-মখিলং হি ন নিত্যম্॥ ৭৪॥ কিঞ্চ সঙ্ক্রমণমীশগুণা-

গমমথনপ্রকারং মমন্থেত্যনেন সূচয়িত্বা তদভিমতমুক্তে র্মথন-প্রকারং দর্শয়তি। অদ্বিতীয়ে নিরতা পর্য্যবসন্না ভবৎসম্মতা ঈশসমানতালক্ষণা যা মুক্তিঃ সৈব ভেদে সতি ভেদে সতো সতি কথং স্যাৎ। সত্যাস্য তস্য নিবৃত্ত্যযোগান্ন কেনাপি প্রকা-রেণেত্যর্থঃ। নন্থ পশুপতিধ্যানাদ্ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ। ধ্যানা-জ্জাতা সা মুক্তিঃ কুতো হেতো র্ন বিনশ্যেৎ। তস্যাঃ বিনাশা-ভাবে হেতু র্নাস্তীত্যর্থঃ। হি যস্মাদ্ভাবত্বে সতি যৎ কার্য্যং তৎ সর্ব্বমপি নিত্যং ন ভবতি প্রধ্বংসে ব্যভিচারবারণায় ভাবেতি ॥ ৭৪ ॥ কিঞ্চ মোক্ষাবস্থায়াং পশুষু জীবেষু পশুপতে

তাঁহাদের শাস্ত্র সকল মন্থন করিলেন। অর্থাৎ পশুপতি মতে পুরুষ জগতের অধিষ্ঠানকর্ত্তা, সুতরাং পুরুষ জগতের কারণ হইতে পারে না। নীচ, মধ্যম ও উত্তম এই তিনপ্রকার প্রাণী সৃষ্টি করিয়া পশুপতির রাগ, দ্বেষ ও হিংসাদির সম্ভা-বনা। প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির ও পুরুষের সহিত কোন সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না। ঐ প্রধান,পুরুষ ও সম্বন্ধ এই তিনটীই সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ও নিরবয়ব। অতএব সমবায় নামক সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না। সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে কে আশ্রয়, কে আশ্রিত ইহার নিরূপণ হয় না। কার্য্য ঘটিত অন্য কোন সম্বন্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ অদ্যাপি পশুমতি মতে কার্য্যকারণভাব অসিদ্ধ আছে ॥ ৭৩॥

পাশুপতমতে অদ্বিতীয় পশুপতি পদার্থে এক-মাত্র যাহার তাৎপর্য্য ও ঈশ্বরের সহিত যাহার

নামিষ্যতে পশুষু মোক্ষদশায়াং। তন্ন সাধ্ববয়বৈর্ব্বিধুরাণাং সংক্রমো ন ঘটতে হি গুণানাম্ ॥ ৭৫ ॥ পদ্মগন্ধ ইব গন্ধবহেঽস্মিন্নাত্মনীশ্বরগুণোঽস্ত্বিতি চেন্ন। তত্র গন্ধসমবায়ি নভস্বৎসংযুতং দিশতি গন্ধধিয়ং যৎ ॥ ৭৬ ॥ কিং চৈকদেশেন সমাশ্রয়ন্তে

রীশস্য গুণানাং সংক্রমণং যদিষ্যতে তন্ন সাধু। হি যস্মাদবয়বৈর্ব্বর্জ্জিতানাং গুণানাং সঙ্ক্রমো ন ঘটতে ॥ ৭৫ ॥ নমু গন্ধবহে বায়ৌ যথা নিরবয়বস্য পদ্মগন্ধস্য সংক্রমস্তথাস্মিন্ জীবে পশুপতিগুণানাং সংক্রমোঽস্ত্বিতি শঙ্কতে পদ্মগন্ধ ইতি। গন্ধসমবায়িকমলং সূক্ষ্মাবয়বাত্মনা বায়ুসংযুক্তং সৎ তত্র বায়ৌ গন্ধধিয়ং সম্যাদিশতি তস্মান্নৈবমিত্যাহ নেতি ॥ ৭৬ ॥ কিঞ্চ পশুপতি-

সমতা তাহার নাম মুক্তি। যদি ভেদবস্তু সত্য হয়, তাহা হইলে কিরূপে ঐ মুক্তি হইতে পারে?। বস্তুত ভেদবস্তু যখন সত্য, তখন কোনরূপে ভেদের নিবৃত্তি হয় না। তবে পশুপতির ধ্যান করিলে ঐ ধ্যান হইতে মুক্তি হইতে পারে। কিন্তু ঐ মুক্তিও কেন ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না?। কারণ, জগতে পদার্থ মাত্রই অনিত্য। ৭৪।

এবং মোক্ষাবস্থায় সকলজীবের উপর পশুপতির গুণ সকল সংক্রান্ত হইয়া মুক্তি হইয়া থাকে, এরূপ ইচ্ছা করাও যুক্তিসঙ্গত বা উত্তম নহে। কারণ, অবয়ববর্জিত গুণ সকলের সংক্রম হইতে পারে না। জগতে যে যে পদার্থের আকার আছে সেই সমস্ত পদার্থেরই সংক্রম দেখা যায়। ৭৫।

গন্ধবহবায়ুতে যেরূপ পদ্মগন্ধ নিরবয়ব হইয়াও সংক্রান্ত হয় সেইরূপ নিরবয়ব পশুপতির গুণ সকল এই জীবে সংক্রান্ত হইবে ইহা বিচিত্র কি?। কিন্তু তাহাও হইতে

কার্ৎস্ন্যেন বা শম্ভুগুণা বিমুক্তান্। পূর্ব্বে তু পূর্ব্বোদিতদোষসঙ্গস্ত্বন্তেঽজ্ঞতাদিঃ পরমেশ্বরে স্যাৎ ॥ ॥ ৭৭ ॥ ইত্থং তর্কৈঃ কুলিশকঠিনৈঃ পণ্ডিতংমন্যমানা ভিদ্যৎস্বার্থাঃ স্ময়ভরমদং তত্যজুস্তান্ত্রিকাস্তে।

গুণা একদেশেন বিমুক্তান্ সমাশ্রয়ন্তে কিম্বা কার্ৎস্ন্যেন। আদ্যপক্ষে তু পূর্ব্বোক্তদোষস্য নিরবয়বগুণানামেকদেশেন সংক্রমাযোগস্য প্রসক্তিঃ। দ্বিতীয়ে পরমেশ্বরেঽজ্ঞানাদিঃ স্যাৎ ই০ ॥ ৭৭ ॥ ইত্থং বজ্রবৎ কঠিনৈ তর্কৈ র্ভিদ্যন্ ভেদং গচ্ছন্ স্বাভিমতোঽর্থো যেষাং তে পণ্ডিতংমন্যমানাস্তান্ত্রিকাঃ পাশুপতাঃ স্মযস্যাতিশয়েন যো মদস্তং তত্যজুঃ। খগকুলপতে র্গরুত্মতো রযস্য বেগস্যাতিশয়ো যেষু তৈঃ পক্ষাঘাতৈঃ ফণাসু তাড্যমানাঃ সাভিমানাঃ সর্পা যথা ক্ষ্বেডজ্বালাং বিষজ্বালাং ত্যজন্তি তদ্বৎ। ক্ষ্বেডস্তু গরলং বিষমিত্যমরঃ মন্দা০ ॥ ৭৮ ॥ ব্যাখ্যায়াং

পারে না। কারণ, গন্ধসমবেত কমলপুষ্প সূক্ষ্ম অবয়বরূপে বায়ুসংযুক্ত হইয়া বায়ুতে গন্ধবুদ্ধি প্রদান করে; এস্থলে কিন্তু সেরূপ নয়। ৭৬।

অথবা পশুপতির গুণ সকল একদেশে (সম্পূর্ণরূপে নহে) কিম্বা সমগ্ররূপে মুক্ত পুরুষদিগকে আশ্রয় করে, প্রথম পক্ষে সেই দোষ—অর্থাৎ নিরবয়ব গুণ সমূয়ের একদেশে সংক্রম হইতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে পরমেশ্বরে অজ্ঞতা প্রভৃতি দোষ ঘটিয়া থাকে। ৭৭।

খগকুলপতি গরুড়ের বেগভার যুক্ত পক্ষের আঘাতে ফণামণ্ডলে তাড়িত হইয়া সর্প সকল যেরূপ বিষযাতনা ত্যাগ করে সেই মত অভিমানী সেই সমস্ত পাশুপতেরা বজ্রসদৃশ কঠিন তর্কে আপন আপন অভিমত অর্থ খণ্ডিত হইলে বিস্ময় প্রযুক্ত গর্ব্ব পরিত্যাগ করিল। ৭৮।

পক্ষঘাতৈরিব রয়ভরৈস্তাড্যমানাঃ ফণাসু ক্ষেড়জ্বালাং খগকুলপতেঃ পন্নগাঃ সাভিমানাঃ ॥ ৭৮॥ ব্যাখ্যাজৃম্ভিতপাটবাৎ ফণিপতে র্মন্দাক্ষমুদ্দীপয়ন্ সংখ্যালঙ্ঘিতশিষ্যহৃদ্বনরুহেষ্বাদিত্যতামুদ্বহন্। উদ্বেলস্বনশঃস্রুমৈঃ স ভগবৎপাদো জগদ্ভূষয়ন্ কুর্ব্বন্ বাদিমৃগেষু নির্ভরমভাচ্ছার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ৭৯ ॥ বেদান্তকান্তারকৃতপ্রচারঃ সুতীক্ষ্ণসদ্যুক্তিনখা-

ভৃত্তিস্মুল্লসিতং যৎ পাটবং কুশলতা তস্মাৎ ফণিপতেঃ শেষস্য মন্দাক্ষং লজ্জামুদ্দীপয়ন্ সংখ্যামতিক্রান্তানামসংখ্যাতানাং শিষ্যাণাং হৃজ্জলরুহেষু ভানুতামুদ্বহন্। উদবেলস্বযশঃসুমৈঃ কল্লজ্ঞিতসপ্তাব্ধিতটস্বযশোলক্ষণপুষ্পৈ র্জগৎ ভূষয়ন্ বাদিমৃগেষু নির্ভরং দৃঢ়ং শার্দূলবিক্রীড়িতং কুর্ব্বন্ স ভগবৎপাদোঽভাৎ অদ্যুতৎ। অত্র শ্রীশঙ্করবর্ণনপরেণ শার্দূলবিক্রীড়িতপদেনৈত চ্ছন্দোনামসূচনাৎ মুদ্রালঙ্কারঃ। সূচ্যার্থসূচনং মুদ্রা প্রকৃতার্থপরৈঃ পদৈরিত্যুক্তেঃ শা০ ॥ ৭৯ ॥ শ্রীশঙ্করং সিংহরূপেণ বর্ণয়তি। বেদান্তলক্ষণে বনে কৃতঃ প্রচারো যেন। সুতীক্ষ্ণানি সদ্যুক্তয়

ব্যাখ্যার সমধিক পটুতাহেতু ফণিপতি অনন্তের (পতঞ্জলির) লজ্জা উদ্দীপিত করিয়া, অসংখ্য অসংখ্য শিষ্যদিগের হৃদয় সরোজে রবিরমত কিরণ বিকীর্ণ করিয়া, (যে সমস্ত কীর্ত্তিপুষ্প সপ্তসমুদ্রের তট উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার পরপারে গমন করিয়া থাকে) সেই সমস্ত কীর্ত্তিকুসুমদ্বারা জগৎ ভূষিত করিয়া, এবং হরিণতুল্য বিপক্ষবাদীগণের উপর শার্দূল ক্রীড়া করিয়া ভগবান্ শঙ্কর অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭৯।

যিনি বেদান্তবনে সঞ্চরণ করিতেন, উত্তম সদ্-

গ্রদংষ্ট্রঃ। ভয়ঙ্করো বাদিমতঙ্গজানাং মহর্ষিকণ্ঠীরব উল্লাস ॥ ৮০ ॥ অমানুষং তস্য যতীশ্বরস্য বিলোক্য বালস্য সতঃ প্রভাবং। অত্যন্তমাশ্চর্য্যযুতান্তরঙ্গাঃ কাশীপুরস্থা জগদুস্তদেত্থং ॥ ৮১ ॥ অস্মান্ মুহু র্দ্যোতিতসর্ব্বতন্ত্রাৎ পরাভবং পীড়িতপুণ্ডরীকাঃ। প্রপেদিরে ভাস্করগুপ্তমিশ্রমুরারিবিদ্যেন্দ্রগুরুপ্রধানাঃ ॥ ৮২ ॥ অস্যাত্মনিষ্ঠাতিশয়েন তুষ্টঃ প্রাদুর্ভবন্ কামরিপুঃ পুরস্তাৎ। প্রচোদয়ামাস

এব নখাগ্রাণি দংষ্ট্রাশ্চ যস্য। বাদিলক্ষণানাং গজানাং ভয়ঙ্করঃ। এবম্বিধো মহর্ষিলক্ষণঃ সিংহ উল্ললাস উচ্চকাশে উ০ ॥ তস্য যতীশ্বরস্য বালস্য সতঃ প্রভাবং বিলোক্য আশ্চর্য্যযুক্তমন্তরঙ্গং মনো যেষাং তে কাশীপুরস্থাস্তস্মিন্ কালে ইত্থমূচুঃ ॥ ৮১ ॥ মুহুঃ পুনঃ পুন র্দ্যোতিতানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি যেন তথাভূতাদস্মা চ্ছ্রীশঙ্করাৎ পীড়িতং হৃৎকমলং যেষাং। তে ভাস্করপ্রমুখাঃ পরাভবং প্রপেদিরে প্রাপ্নবন্তঃ ॥ ৮২ ॥ কিঞ্চাস্যাত্মনিষ্ঠয়া তুষ্টঃ

যুক্তি, যাঁহার সুতীক্ষ্ণ নখর ও দন্তরাজি, এবং বাদী মাতঙ্গকুলের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সেই মহর্ষি শঙ্কর, সিংহরূপে উল্লাস পাইতে লাগিলেন। ৮০।

বালক যতি অমানুষ ভাব বিলোকন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য পূর্ণ অন্তঃকরণে কাশীপুর নিবাসী মানবগণ তৎকালে এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিল। ৮১।

তিনি বারম্বার শাস্ত্র সকল উদ্দীপিত করাতে ভাস্করাচার্য্য, অভিনবগুপ্ত, মুরারিপ্রভাকরাদির হৃদয় কমল অত্যন্ত ব্যথিত হন, তাঁহারা তৎকারণে তাঁহার নিকটে পরাভব প্রাপ্ত হন। ৮২।

কিল প্রণেতুং বেদান্তশারীরকসূত্রভাষ্যং ॥ ৮৩ ॥ কুদৃষ্টিতিমিরস্ফুরৎকুমতপঙ্কমগ্নাং পুরা পরাশরভুবাঽচিরাৎ বুধমুদে বুধেনোদ্ধৃতাম্। অহো বত জরদ্গবীমনঘভাষ্যসূক্তামৃতৈরপঙ্কয়তি শঙ্করঃ প্রণতশঙ্করঃ সাদরম্ ॥ ৮৪ ॥ ত্রৈলোক্যং সসুখং ক্রিয়াফলপয়ো ভুংক্তে যয়াবিষ্কৃতং যস্যা বৃদ্ধতরে মহীসুরগৃহে বাসঃ।প্রবৃদ্ধাধ্বরে। তাং পঙ্কপ্রসৃতে কুতর্ককুহরে ঘোরৈঃ খরৈঃ পাতিতাং নিষ্পঙ্কামকরোৎ স ভাষ্যজলধেঃ প্রক্ষাল্য সূক্তামৃতৈঃ ॥ ৮৫ ॥

কামরিপু র্মহাদেবঃ পুরস্তাৎ প্রাদুর্ভবন্ বেদান্তানাং শারীরকসূত্রাণাং ভাষ্যং প্রণেতুং প্রচোদয়ামাস ॥ ৮৩ ॥ কুদৃষ্টীনাং স্ফুরৎকুমতান্যেব পঙ্কস্তস্মিন্মগ্নাং পুরা পরাশরসূনুনা বুধেন বেদব্যাসেন বুধানাঃ মুদে চিরাদুদ্ধৃতাং জরদ্গবীং চিরন্তনাং শ্রুতিলক্ষণাং গাম্। অহো বতেতি নিপাতাবত্যাশ্চর্য্যার্থকাবত্যন্তহর্ষার্থকৌ বা। নিরবদ্যভাষ্যসূক্তলক্ষণৈরমৃতৈঃ সাদরং যথাস্যাত্তথা অপঙ্কয়তি। উক্তপঙ্কবিনির্মুক্তাং করোতীত্যর্থঃ। পৃথ্বীবৃত্তম্ ॥ ৮৪ ॥ যয়া শ্রুতিলক্ষণয়া গবা প্রকটিতং ক্রিয়াফললক্ষণং পয়ো দুগ্ধং সসুখং ত্রিলোকীস্থো জনঃ ভুঙ্‌ক্তে। যস্যাশ্চ গো র্বৃদ্ধতরেঽতিপ্রাচীনে বৃদ্ধা অধ্বরা যাগা যস্মিন্ তথাভূতে প্রয়াগসংজ্ঞকে ভূসুরস্য প্রজাপতিসংজ্ঞস্য ব্রাহ্মণস্য গৃহে বাসঃ। এবম্ভূতাং তাং গাং ঘোরৈ র্ভীমৈঃ খরৈস্তীক্ষ্ণৈ দুর্জনৈঃ পঙ্কেন প্রসৃতে ব্যাপ্তে কুতর্কলক্ষণে ছিদ্রে পাতিতাং স ভাষ্যকারো ভাষ্যসমুদ্রস্য সূক্তামৃতৈঃ প্রক্ষাল্য নিষ্পঙ্কামকরোৎ শা০ ॥ ৮৫ ॥ কৈশ্চিদ্বেদবাহ্যৈরুপনিষৎ মিথ্যা বক্তীতি দূরমুৎসারিতা অভূৎ। অন্যৈ র্ভাট্টপ্রভাকরৈরস্মিন্ বেদে কর্ম্মণি বা যঃ নিয়োজ্যস্তং পরিচরিতুমসাবুপনিষদর্হতীতি প্রনুন্না প্রকর্ষেণ পীড়িতা অথো ন ভবতি। কস্ত অর্থবদাভাসত ইত্যর্থাভাসস্তস্য স্তমসি তস্মাৎ তমসি তস্মৈ তমসীত্যেবমাদিরূপস্তং দদানৈঃ চোরিতো লোপিতস্তদভিন্নস্তমসীত্যেবমাদিরূপো বাস্তবোঽর্থো যৈ র্দুহৃদ্ভিরিবাকিপরুষৈরেব কোমলাভাসেরপরৈ র্নৈয়ায়িকাদিভি র্ধর্ষিতা সূচি-

---

শঙ্করের আত্মনিষ্ঠা দেখিয়া কামরিপু মহাদেব তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। প্রাদুর্ভূত হইয়া বেদান্তসম্বন্ধীয় শারীরিক সূত্রের ভাষ্য নির্ম্মাণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। ৮৩।

যাহাদের দৃষ্টি নাই, তাহাদের যে সমস্ত অসৎ মত তিমিরের তুল্য, বিদ্যমান, এবং ঐ তিমিরপঙ্কে, অতি বৃদ্ধ বেদবাণী নিমগ্ন ছিল। পুরাকালে পরাশরপুত্র বেদব্যাস, পণ্ডিতদিগের প্রমোদের জন্য বহুদিন হইল তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সন্তোষের বিষয় যে, সেই প্রাচীনা বেদবাণীকে, নির্ম্মল ভাষ্যের সূক্তরূপ অমৃতদ্বারা সাদরে শঙ্করকে প্রণাম পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য পঙ্কশূন্য করিয়াছেন। ৮৪।

. বেদবাণী যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, ত্রৈলোক্যবাসী মানবগণ সুখী হইয়া সেই আবিষ্কৃত ক্রিয়ার ফলরূপ দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। যে স্থানে সদাসর্ব্বদা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে সেই প্রাচীন প্রয়াগতীর্থে প্রজাপতিনামক ব্রাহ্মণেরা গৃহে যে বেদবাণীর অবস্থান। ঘোরতর দুর্জনেরা পঙ্কব্যাপ্ত কুতর্করূপ ছিদ্রে যাঁহাকে নিপতিত করিয়া রাখিয়াছিল, ভাষ্যকার,শঙ্করাচার্য্য, ভাষ্যসমুদ্রের সূক্তরূপ অমৃতদ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই বেদবাণীকে পঙ্ক বিরহিত করিয়াছিলেন। ৮৫।

মিথ্যাবক্তীতি কৈশ্চিৎ পুরুষমুপনিষদ্ দূরমুৎসারিতাভূদন্যৈরস্মিন্নিযোজ্যং পরিচরিতুমসাবর্হতীতিপ্রনুন্না। অর্থাভাসং দধানৈর্মৃদুভিরিব পরৈর্বঞ্চিতা চোরিতার্থৈর্বিন্দত্যানন্দমেষা সুচিরমশরণা শঙ্করার্য্যং প্রপন্না ॥ ৮৬ ॥ হন্তুং বৌদ্ধোঽনুধাবত্তদনু কথমপি স্বাত্মলাভঃ কণাদাজ্জাতঃ কৌমারিলাদ্যৈর্নিজপদগমনে দর্শিতং মার্গমাত্রং। সাংখ্যৈ দুঃখং বিনীতং পরমথ রচিতা প্রাণধৃত্যার্হতান্যৈরিত্থং খিন্নং পুমাংসং ব্যধিত করুণয়া শঙ্করার্য্যঃ পরেশম্ ॥ ৮৭ ॥ গ্রস্তং ভূতৈর্ন দেবং কতিচন দদৃশুঃ কেচ দৃষ্ট্বাপ্যধীরাঃ কেচিদ্ভূতৈর্বিযুক্তং ব্যধুরথ কৃতিনঃ

রমশরণা সতীদানীং শঙ্করার্য্যং প্রপন্না এষা উপনিষদানন্দং বিন্দতি প্রাপ্নোতি স০ ॥ ৮৬ ॥ বৌদ্ধঃ শূন্যবাদী হন্তুমন্বধাবৎ। ততঃ পশ্চাদ্ যথা কথঞ্চিৎ কণাদাৎ স্বাত্মলাভো জাতঃ। কৌমারিলাপরসংজ্ঞৈ ভট্টপাদৈরার্য্যৈ নিজপদগমনে মার্গমাত্রং প্রদর্শিতং। সাংখ্যৈঃ পরং কেবলং দুঃখং বিনীতমপনীতমথান্যৈঃ পাতঞ্জলৈঃ প্রাণধৃত্যা প্রাণনিরোধেনার্হতা তস্য পূজ্যতা রচিতা। ইত্থমত্যন্তং খেদং প্রাপ্তং পুরুষমাত্মানং করুণয়া শঙ্করার্য্যঃ পরেশমকৃত ॥ ৮৭ ॥ ভূতৈঃ পৃথিব্যাদিভি গ্রস্তং দেবমাত্মানং কতিচন ন দদৃশুঃ কেচিচ্চার্বাকা ন দৃষ্টবন্তঃ। কেচিচ্চ যোগাচারাদয়ো দৃষ্ট্বাপ্যধীরাঃ ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্মেতি তৈঃ স্বীকৃতত্বাৎ। কেচিৎ তার্কিকা মীমাংসকাশ্চ ভূতৈর্বিযুক্তং বাধুঃ। অথ

বেদবহির্ভূত কোন লোকে "উপনিষৎ মিথ্যা" এই কথা বলিয়া তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। ভট্ট ও প্রভাকর "এই বেদ ও বেদোক্তকার্য্যে যিনি নিযুক্ত, তাহার সেবা ও পরিচর্য্যা করিতে কেবল উপনিষদের যোগ্যতা আছে" এই কথা বলিয়া বেদান্তকে ব্যথিত করিয়া থাকে। বেদের বাস্তবিক কোন অর্থ নাই, তবে "তুমি তাহার, তুমি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তাহার নিমিত্ত তুমি" এইরূপ কেবল বেদের অর্থমাত্র যাঁহারা ধারণ করিয়া থাকেন, "তুমি তাহা হইতে অভিন্ন" এইরূপ বাস্তবিক অর্থ যাঁহারা চুরী করিয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়াও কোমল প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাত, সেই সকল নৈয়ায়িকগণ উপনিষৎকে বঞ্চিত করিয়াছেন। এই সকল কারণে উপনিষৎ কাহারও শরণাপন্ন হইতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরে শঙ্করের শরণাগত হইয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৮৬।

শূন্যবাদী বৌদ্ধ উপনিষৎকে বধ করিবার প্রত্যাশায় ধাবমান হইয়াছিল। অনন্তর অতিকষ্টে কণাদমুনির নিকটে আত্মলাভ জন্মে। আর্য্য ভট্টপাদ (অবান্তর নাম কৌমারিল) স্বীয় পদের অনুসরণ করিবার জন্য, পথ মাত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতের আচার্য্যগণ, কেবল দুঃখ-উপদেশ দিয়াছেন। পাতঞ্জলগণ, চিত্তরোধ করিয়া তাহার পূজ্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। এইরূপে পরমপুরুষ অত্যন্ত খেদপ্রাপ্ত হইলে শঙ্করাচার্য্য করুণাপূর্ব্বক পরমাত্মা পরেশনাথকে সপ্রমাণ করিলেন। ৮৭।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ ইত্যাদি পঞ্চভূতদ্বারা পরমাত্মার গ্রাস হয় বলিয়া কেহ কেহ পরমদেবের দর্শন পান নাই। কেহ বা—যোগা-

কেঽপি সর্ব্বৈর্ব্বিমুক্তং। কিং ত্বেতেষামসত্ত্বং ন বিদধুরজহস্নৈব ভীতিং ততোঽসৌ তেষামুচ্ছিদ্য সত্তামভয়মকৃত তং শঙ্করঃ শঙ্করাংশঃ ॥ ৮৮ ॥ চার্ব্বাকৈ র্নিহ্নুতঃ প্রাগ্বলিভিরথ মৃষা রূপমাপাদ্য গুপ্তঃ কাণাদৈ র্হা নিযোজ্যো বারচি বলবতাকৃষ্য

কৌমারিলেন। সাংখ্যৈরাকৃষ্য হৃত্বা মলমপি রচিতো যঃ প্রধানৈকতন্ত্রো দৃষ্ট্বা সর্ব্বেশ্বরঃ তং ব্যতনুত পুরুষং শঙ্করঃ শঙ্করাংশঃ ॥৮৯॥ বাচঃ কল্প লতাঃ প্রসূনসুমনঃসন্দোহসন্দোহনা ভাষ্যে ভূষ-তমে সমীক্ষিতবতাং শ্রেয়স্করে শাঙ্করে। ভাষাভাস-

কৃতিনঃ সাংখ্যাঃ সর্ব্বৈ র্ভূতৈস্তদ্‌গুণৈশ্চ বিনির্ম্মুক্তং বাধুঃ। কিন্তু এতেষামসত্ত্বং ন বিদধুস্তস্মাদসাবাত্মা ভীতিং ভয়ং ন ত্যক্তবান্। শঙ্করস্তু তেষাং সত্তামুচ্ছিদ্য তমাত্মানমভয়মকৃত যতঃ শঙ্করস্য ব্রহ্মবিদ্যাধীশস্য মহাদেবস্যাংশো জ্ঞানকলাবতারঃ ॥ ৮৮ ॥ প্রাক্ পুরা চার্ব্বাকৈ র্নিহ্নুতোঽপলপিতোঽথানন্তরং বলিভিঃ কাণাদৈ র্মৃষা মিথ্যাভূতং কর্ত্তৃত্বাদিবিশিষ্টং জ্ঞানাদিগুণকং রূপমাপাদ্য গুপ্তো রক্ষিতঃ। হেতি খেদে কৌমারিলেন বলবতা

তেভ্যো ভূতেভ্য আকৃষ্য পৃথক্‌কৃত্য স্বর্গকামো যজেতেত্যাদি-বিধৌ দাস ইব নিযোজ্যো বারচি বিরচিতঃ। ততোঽপ্যাকৃষ্য সাংখ্যৈর্মলং হৃত্বাপি যঃ প্রধানৈকতন্ত্রো রচিতস্তং পুরুষং শঙ্কর-পরেশং ব্যতনুত ॥ ৮৯ ॥ ভূষ্যতমে শ্রেয়স্করে শাঙ্করে ভাষ্যে যা বাচস্তাঃ প্রসূনসুমনসাং ফলপুষ্পাণাং সন্দোহস্য সমুদায়স্য সন্দোহনং যাভাস্তথাভূতাঃ কল্পলতাস্তত্তুল্যাস্তা গিরঃ সমীক্ষিতবতাং পুরুষাণামন্যদীয়ভাষ্যাভাসবচো দুরন্বয়গিরা আলি-

চার, মাধ্যমিক বৌদ্ধ বিশেষেরা "আত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞান স্বরূপ" স্বীকার করাতে অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন। তার্কিক ও মীমাংসকেরা পঞ্চভূত-শূন্য পরমাত্মার প্রমাণ করিয়া থাকেন। কৃতী সাংখ্যাচার্য্যগণ, ঐ পরমাত্মাকে সর্ব্বভূত ও ভৌতিকগুণশূন্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কেহই "ইহাদের সত্ব নাই" এরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই। অতএব পরমাত্মা তাহাতে শঙ্কা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মবিদ্যার অধীশ্বর মহাদেবের জ্ঞানাংশের অবতার শঙ্করাচার্য্য, উক্তমতাবলম্বী লোকদিগের সত্ত্ব উচ্ছেদ করিয়া পরমাত্মাকে ভয় হইতে মুক্ত করেন ॥ ৮৮ ॥

পুরাকালে চার্ব্বাকেরা ঐ পরমাত্মাকে গোপন করেন। পরে বলিষ্ঠ কণাদমতাবলম্বী বৈশেষিক-গণ, পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব বিশিষ্ট ও জ্ঞানাদি গুণযুক্ত-

স্বরূপ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। হায়! কৌমারিল অর্থাৎ ভট্টপাদ, পুনরায় ঐ সমস্ত ভূত হইতে পৃথক্ করিয়া "স্বর্গ কামো যজেত" (স্বর্গ কামনা করিয়া অশ্বমেধ যাগ করিবে, ইত্যাদি বিধি বাক্যে) পরমাত্মাকে দাসের মত নিযুক্ত করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্যগণ, পুনর্ব্বার তাহা হইতে অন্তঃকরণের মল হরণপূর্ব্বক পরমাত্মাকে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিপরতন্ত্র করিয়া প্রমাণ করেন। শঙ্করাচার্য্য, তাঁহাকেই পুনর্ব্বার পরমেশ্বর বলিয়া রচনা করেন। ৮৯।

অতিশয় ভূষিত, শ্রেয়স্কর শঙ্করাচার্য্য নির্ম্মিত ভাষ্যে যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহারা ফল-পুষ্প পরিপূর্ণ কল্পলতা স্বরূপ। কিন্তু অপরে যে সমস্ত কুৎসিত ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই সকল ভাষ্য কথা দুরন্বয়বচনে পরিপূর্ণ ও গুণশূন্য।

গিরো দুরন্বয়গিরা শ্লিষ্টাঃ বিস্পৃষ্টা গুণৈরিষ্টাঃ স্যুঃ কথমম্বুজাসনবধূদৌর্ভাগ্যগর্ভীকৃতাঃ ॥ ৯০ ॥ কামং কামকিরাতকার্ম্মুকলতাপর্য্যায়নির্যাতয়া নারাচচ্ছটয়া বিপাটিতমনোধৈর্য্যৈ র্ধিয়া কল্পিতান্! আচার্য্যাননবর্য্যনির্য্যদভিদাসিদ্ধান্তশুদ্ধান্তরো ধীরো নানুসরীসরীতি বিরসান্ গ্রন্থানবন্ধাপহান্ ॥ ৯১ ॥ সুধাস্পন্দাহন্তাবিজয়িভগবৎপাদরচনাসমস্কন্ধান্ গ্রন্থান্

ঙ্কিতাঃ গুণৈস্ত্যক্তা অম্বুজাসনস্য চতুর্ম্মুখস্য বধ্বাঃ সরস্বত্যা দৌর্ভাগ্যেন গর্ভীকৃতাঃ কথমিষ্টাঃ স্যুরিত্যর্থঃ শা০ ॥ ৯০ ॥ কামং যথেষ্টং কামকিরাতস্য ধনুর্লতাতঃ পর্য্যায়েণ ক্রমেণৈকদেব বা নির্যাতয়া নিঃসৃতয়া নারাচাখ্যেষূণাং ছটয়া সমূহেন বিপাটিতং মনোধৈর্য্যং যেষাং তৈ র্ধিয়া স্ববুদ্ধ্যা কল্পিতান্ বিরসান্ অবন্ধাপহান্ বন্ধনাশাসমর্থান্ আচার্য্যাননবর্য্যান্নির্যতা নির্গতেনাভিদাসিদ্ধান্তেন শুদ্ধান্তঃকরণো ধীরঃ নানুসরীসরীতি অনুসরণং নৈব করোতি ॥ ৯১ ॥ কিঞ্চ সুধাস্পন্দস্যামৃতপ্রবা-

পদ্মাসন ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতীর দৌর্ভাগ্য থাকাতে কিরূপে সাধারণের প্রিয় হইবে ? । ৯০ ।

মদনব্যাধের ধনুর্লতা হইতে যথাক্রমে যে সমস্ত নারাচ নামক বাণসমূহ প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া যাঁহাদের ধৈর্য্য গ্রন্থি সকল সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিল, তাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক কল্পনা করিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, সেই সমস্ত গ্রন্থ নীরস এবং ভববন্ধন নাশে অসমর্থ। আচার্য্যের বদন হইতে যে অভেদ সিদ্ধান্ত নির্গত হইয়াছে ও তাহাদ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সেই ধীরবর আচার্য্য কখনই ঐরূপ গ্রন্থের অনুসরণ করিবেন না। ৯১।

রচয়তি নিবদ্ধা যদি তদা বিশঙ্কাং ভঙ্গানাং মৃড মুকুটশৃঙ্গাটসরিতঃ কৃতৌ তুল্যা কুল্যা নিয়তমুপশল্যাদৃতগতিঃ ॥ ৯২ ॥ যয়া দীনাধীনা ঘনকনকধারা সমরচি প্রতীতিং নীতাহসৌ শিবযুবতিসৌন্দর্য্যলহরী। ভুজঙ্গো রৌদ্রোহপি শ্রুতভয়হৃদাধায়ি

হস্যাহন্তায়া বিজয়িনী যা ভগবৎপাদরচনা তৎসমস্কন্ধান্ সমপর্য্যায়াংস্তুল্যপ্রকারান্ গ্রন্থান্নিবদ্ধা গ্রন্থকর্ত্তা যদি রচয়তি তদা গ্রামান্তমুপশল্যং স্যাদিত্যমরান্নিয়তমুপশল্যে গ্রামান্তে অদৃতা গতি র্যস্যাঃ সা কুল্যাহল্পা কৃত্রিমা সরিৎ মৃডস্য শিবস্য মুকুটমেব শৃঙ্গাটশ্চতুষ্পথস্তস্য সরিতো গঙ্গায়া ভঙ্গানাং তরঙ্গাণাং কৃতৌ করণে তুল্যা ইতি বিশঙ্কামপি রচয়তি ॥ ৯২ ॥ যয়া গিরাং ধারয়া অমলকাঞ্চনকধারা দীনাধীনা সমরচি সম্যক্ রচিতা। যয়া চ শিবযুবতিসৌন্দর্য্যলহরী প্রতীতিং নীতা প্রকটিতা। রৌদ্রোহপি ভুজঙ্গঃ সর্পঃ শ্রুতেন ভয়হৃৎ আধায়ি কৃতবান্।

"আমি সকলের বৃহৎ ও পূজ্য" বলিয়া অমৃত প্রবাহের যে গর্ব্ব আছে, ভগবানের রচনা ঐ গর্ব্বকে খর্ব্ব করিতে সক্ষম। অতএব যে গ্রন্থকর্ত্তা ঐরূপ রচনাবিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন, গ্রামান্তে ঘৃণিত কোন এক ক্ষুদ্র কুল্যা (ডোবা) সরোবরও চতুষ্পথের তুল্য মহাদেবের মুকুটমধ্যে গঙ্গানদীর তরঙ্গ দেখাইয়া অপরের বাস্তবিক তরঙ্গভ্রম রচনা করিতে পারে। ৯২।

যে বাক্য দ্বারা অমল সুবর্ণ সকল দীনজনকে অধীন করিতে পারে, এবং ঐ সকল সুবর্ণ শিব যুবতী ভাগীরথীর সৌন্দর্য্য ভঙ্গীর সৌসাদৃশ্য উৎপাদন করিয়া থাকে। ভীষণ ভুজঙ্গম ঐ নামশ্রবণে বিষ বিসর্জন করে। জগতেও এরূপ

সুগুরো র্গিরাং সেয়ং কলয়তি কবেঃ কস্য ন মুদম্। ॥ ৯৩ ॥ গিরাং ধারা কল্পদ্রুমকুসুমধারা পরগুরোস্তদর্থালী চিন্তামণিকিরণবেণ্যা গুণনিকা। অভঙ্গব্যঙ্গ্যৌঘঃ সুরসুরভিদুগ্ধোর্ম্মিসহভূ র্দিবং ভব্যৈঃ কাব্যৈঃ সৃজতি বিদুষাং শঙ্করগুরুঃ ॥ ৯৪ ॥ বাচো মোচাফলাভাঃ শ্রমশমনবিধৌ তে সমর্থাস্তদর্থা ব্যঙ্গ্যং ভঙ্গ্যন্তরং তৎ খলু কিমপি সুধামাধুরী-সাধুরীতিঃ। মন্যে ধন্যানি গাঢ়ং প্রশমিকুলপতেঃ কাব্যগব্যানি ভব্যান্যেকশ্লোকোঽপি যেষু প্রথিত-কবিজনানন্দসন্দোহকন্দঃ ॥ ৯৫ ॥ বাগ্গুম্ফৈঃ কুরুবিন্দকন্দলনিভৈরানন্দকন্দৈঃ সতামর্থৌঘৈর-রবিন্দবৃন্দকুহরস্পন্দন্মরন্দোজ্জ্বলৈঃ। ব্যঙ্গ্যৈঃ কল্পতরুপ্রফুল্লসুমনঃসৌরভ্যগর্ভীকৃতৈ র্দত্তে কস্য ন শঙ্করগুরো র্ভব্যার্থকাব্যাবলিঃ ॥ ৯৬ ॥ তত্তা-

প্রসিদ্ধং চ শঙ্করনামাঙ্কিতপ্রাকৃতমন্ত্রস্য সর্পবিষহারিত্বং। সেয়ং সুগুরোঃ শ্রীশঙ্করস্য গিরাং ধারা কস্য কবে র্মুদং ন কলয়তি। কিন্তু সর্ব্বস্যাপি মুদং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥ পরগুরোঃ শ্রীশঙ্করস্য গিরাং ধারা কল্পবৃক্ষকুসুমানাং ধারা। তস্যা ধারায়া অর্থপংক্তিশ্চিন্তামণিলক্ষণাঙ্গনায়াঃ কিরণলক্ষণায়াঃ কেশবন্ধস্য গুণনিকা নৃত্যরূপা। ভবেদ্গুণনিকা নৃত্যে শূন্যাঙ্কে পাঠনিশ্চিতা-বিতি বিশ্বপ্রকাশঃ। অভঙ্গো যো ব্যঙ্গ্যানাং ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যা গম্যানামোঘঃ সমুদায়ঃ সুরসুরভিদুগ্ধোর্ম্মিসহভূ র্দেবকামধেনু-দুগ্ধতরঙ্গসদৃশঃ। অতো বিদুষাং শঙ্করগুরু র্ভব্যৈ র্দিবং সৃজতি ॥ ॥৯৪॥ যেষু বাচো মোচা ফলাভাঃ কদলীফলতুল্যা যেষু চ তে তাস মর্থাশ্রমশমনবিধৌ সমর্থাঃ যেষু চ কিমপ্যনির্ব্বাচ্যং ভঙ্গ্যন্তরং বি -ক্ষিসুরভিঘৃতরূপাদপি চারুতররূপাস্তরাস্পদং তৎপ্রসিদ্ধং ব্যঙ্গ্যং। যেষু চ সুধাবন্মাধুরীসাধুরীতিস্তানি কাব্যলক্ষণানি ভব্যানি গব্যানি গোদুগ্ধানি গাঢ়মত্যন্তং ধন্যানি মন্যে। যেষু কাব্যেষু একঃ শ্লোকোঽপি কবিজনানামানন্দসমূহস্য কন্দো মূলং স্ব• ॥ ৯৫ ॥ শঙ্করগুরো র্ভব্যোঽর্থো যেষাং কাব্যানামাবলিঃ পংক্তিঃ বাচাং গুম্ফৈরর্থৌঘৈ র্ব্যঙ্গ্যৈশ্চ কস্য মুদং ন দদাতি। বাগ্গুম্ফান্ বিশিনষ্টি। কুরুবিন্দো মেঘনামা মুস্তা মুস্তকমস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। তস্য কন্দলনিভৈ নবাঙ্কুরতুল্যৈঃ সতামানন্দস্য কন্দৈ র্মূলৈরর্থৌঘান্বি-শিনষ্টি। অরবিন্দবৃন্দস্য কমলসমুদায়স্য ছিদ্রেভ্যঃ স্যন্দন্মরন্দঃ স্রবন্মকরন্দস্তদ্বদুজ্জ্বলৈরথ ব্যঙ্গ্যান্বিশিনষ্টি। কল্পবৃক্ষস্য প্রফুল্ল-সুমনসঃ সুগন্ধিভি র্গর্ভীকৃতৈঃ ॥ ৯৬ ॥ যতিশেখরেণোক্ত ত-

অদ্যাপি বিখ্যাত আছে, শিবনামাঙ্কিত লৌকিক-মন্ত্র সকল সর্পের বিষভয় নাশ করে। অতএব গুরুবরের বাক্যধারা কাহার না হর্ষ উৎপাদন করিয়া থাকে?। ৯৩।

গুরুশ্রেষ্ঠ শঙ্করের বাক্যধারা কল্পবৃক্ষের পুষ্প-রাশি তুল্য। ঐ বাক্যধারার অর্থ সকল, চিন্তামণিরূপ ও রমণীয় কিরণরূপ নারীর কেশবন্ধনের নৃত্য। বাক্যধারার পরিপূর্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গভাব সকল, অমরগণের কামধেনুর দুগ্ধতরঙ্গ সদৃশ। অতএব শঙ্কর-গুরু উৎকৃষ্ট কাব্যদ্বারা পণ্ডিতগণের জন্য স্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে বাক্যে বাক্য সকল কদলী ফলতুল্য; বাক্যের অর্থ সকল শ্রমবিনাশে সমর্থ এবং সুগন্ধ ঘৃত অপেক্ষাও চারুতর ও অনির্ব্বচনীয়; যাহাতে ব্যঙ্গ ভাব প্রকাশিত আছে; যাহাতে সুধার তুল্য মাধুরী ও সাধু কাব্যের রীতি বিদ্যমান; আমি এরূপ কাব্যরূপ মনোজ্ঞ দুগ্ধকে অত্যন্ত ধন্য বলিয়া বিবেচনা করি। অধিক কি, যে কাব্যে একটীমাত্র

দৃগ্‌যতিশেখরোদ্ধৃতনিষদ্ভাষ্যং নিশম্যের্ষ্যয়া কেচিদ্ দেবনদীতটস্থবিদুষামক্ষাজ্ঘ্রিপক্ষশ্রিতা সৌর্থ্যাৎ খণ্ডয়িতুং প্রযত্নমনুমানৈকেক্ষণা বিক্ষমাশ্চক্রু র্ভাব্যবিচার্য্য চিত্রকিরণং চিত্রাঃ পতঙ্গা ইব ॥ ॥ ৯৭ ॥ নিঘর্ষণচ্ছেদনতাপনাদ্যৈ র্যথা সুবর্ণং

মুপনিষৎভাষ্যং তত্তাদৃক্ তথাভূতপ্রভাবং নিশম্য গঙ্গাতটস্থবিদুষাং মধ্যে কেচিদ্ গৌতমপক্ষং শ্রিতা ভেদবাদিনোঽনুমানমেকং প্রধানমীক্ষণং জ্ঞানসাধনং যেষাং তে বিক্ষমাঃ ক্ষমাবিনির্মুক্তা ঈর্ষায়া মাৎসর্য্যেণ ভবিষ্যমবিচার্য্য খণ্ডয়িতুং প্রযত্নং চক্রুঃ। চিত্রকিরণং চিত্রভানুমগ্নিং চিত্রাঃ পতঙ্গা ইব শাং ॥৯৭॥ তৈঃ ঈর্ষ্যমানং তদীয়ং ভাষ্যং ন দুষ্টতামগাৎ। প্রত্যুতাতিশয়েন ররাজেতি সদৃষ্টান্তমাহ। নিঘর্ষণাদিভি র্যথা সুবর্ণং

শ্লোক সমস্ত কবিজনের আনন্দ লাভের মূলভিত্তি। শঙ্কর গুরুর সুন্দর অর্থ বিশিষ্ট কাব্য সকল, কুরুবিন্দ বৃক্ষের নবাঙ্কুর তুল্য ও সজ্জনের আনন্দ মূল বাক্য রচনায়,—অরবিন্দ পুষ্পের ছিদ্র হইতে গলিত মকরন্দের তুল্য উজ্জ্বল অর্থসমূহের ও কল্পতরুর প্রফুল্ল পুষ্পের সৌরভপূর্ণ বাঙ্গভাবে কাহার না হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া থাকে ?। যতিশেখর শঙ্কর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত উপনিষৎ ভাষ্যের এরূপ মহিমা? ইহা শ্রবণ করিয়া গঙ্গাতীরস্থ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনুমানও ভেদবাদী গৌতমমতাবলম্বী কতকগুলি লোক ক্ষমা বিসর্জ্জন দিয়া ঈর্ষাপূর্ব্বক অবিচার করিয়া (বিচিত্র পতঙ্গ সকল যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে যত্ন করে) সেইরূপ ভবিষ্যৎ অর্থ খণ্ডন করিতে বিশেষ যত্ন ইল। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭।

পরভাগমেতি। বিবাদিভিঃ সাধু বিমথ্যমানং তথা মুনে র্ভাষ্যমদীপি ভূয়ঃ ॥ ৯৮ ॥ স ভাষ্যচন্দ্রো মুনিদুগ্ধসিন্ধোরুত্থায় দাস্যন্নমৃতং বুধেভ্যঃ। বিধূয় গোভিঃ কুমতান্ধকারানতর্পয়দ্ ভাষ্যসুধা যতীন্দোঃ ॥ ১০০ ॥

পরমমুৎকৃষ্টং ভাগং ভাগ্যং প্রাপ্নোতি তথা বিবাদিভিরতিশয়েন মথ্যমানং মুনে র্ভাষ্যমত্যন্তমদ্যোতত উপেন্দ্রবজ্রা ॥ ৯৮ ॥ স ভাষ্যলক্ষণশ্চন্দ্রো মুনিলক্ষণাৎ ক্ষীরসমুদ্রাদুত্থায় পণ্ডিতলক্ষণেভ্যো দেবেভ্যো মোক্ষলক্ষণমমৃতং দাস্যন্ বাগ্‌লক্ষণৈঃ কিরণৈঃ কুমতলক্ষণানন্ধকারান্ প্রকম্প্য দূরীকৃত্য বিপ্রাণাং মুমুক্ষুব্রাহ্মণানাং মনোলক্ষণান্ চকোরানতর্পয়ৎ উং ॥ ৯৯॥ ইদানীং ভাষ্যং সুধারূপেণ বর্ণয়তি। যতিলক্ষণস্য ভাষ্যলক্ষণা সুধা অনাদিভূতবেদবাক্‌লক্ষণাৎ সমুদ্রাদুত্থিতা ধিক্‌কৃতা দুষ্টশত্রবঃ কামক্রোধাদয় আন্তরা বাহ্যাশ্চ বাদিনো যৈস্তৈঃ পণ্ডিতলক্ষণৈর্দেবৈঃ সেব্যা। পুনশ্চ জরামরণরহিতত্বং সম্পাদয়ন্তী বিদিতাতিশয়েন বভাসে ॥ ১০০॥ ইদানীং ভাষ্যং প্রভারূপেণ

যেরূপ ঘর্ষণ, ছেদন ও উত্তাপনদ্বারা সুবর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে, সেইরূপ বিবাদীদিগকে মন্থন করাতে মুনির ভাষ্য পুনরায় দীপ্ত হইয়া উঠিল।৯৮।

সেই ভাষ্যরূপ চন্দ্র মুনিরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া পণ্ডিতরূপ দেবতাদিগকে মোক্ষরূপ অমৃত দান করিয়া বাক্যরূপ কিরণদ্বারা কুৎসিত মতরূপ অন্ধকার সকল দূর করিয়া মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণগণের মনোরূপ চকোরপক্ষী সকলকে পরিতৃপ্ত করিল। যতিরূপ চন্দ্রের ভাষ্যরূপ সুধা অনাদি বেদবাক্য রূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে। এবং কাম ক্রোধাদি যে সমস্ত আন্তরিক বা বাহ্যিক বাদীরূপ দুষ্ট শত্রু আছে, তাহাদিগকে যে সমস্ত পণ্ডিত গণ ধিক্কার করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পণ্ডিতরূপ

সতাং হৃদব্জানি বিকাসয়ন্তী তমাংসি গাঢ়ানি বিদারয়ন্তী। প্রত্যর্থ্যুলূকান্ প্রবিলাপয়ন্তীভাষ্যপ্রভাহভাদ্যতিবর্য্যভানোঃ ॥১০১॥ ন্যায়মন্দরবিমন্থনজাতা ভাষ্যনূতনসুধা শ্রুতিসিন্ধোঃ। কেবলশ্রবণতো বিবুধেভ্যশ্চিত্রমত্র বিতরত্যমৃতত্বম্ ॥১০২॥ পাদাদাসীৎ

বর্ণয়তি। সতাং হৃদ্লক্ষণানি কমলানি বিকাসয়ন্তী গাঢ়ানি বাহ্যপ্রভাভি র্বিদারয়িতুমশক্যান্যজ্ঞানলক্ষণানি তমাংসি বিদারয়ন্তী প্রতিবাদিলক্ষণানুলূকান্ প্রকর্ষেণ বিলাপয়ন্তী যতিশ্রেষ্ঠলক্ষণস্য সূর্য্যস্য ভাষ্যলক্ষণা প্রভাঽভাৎ অদ্যোতত ॥ ১০১ ॥ প্রসিদ্ধসুধায়া ভাষ্যসুধায়াং ব্যতিরেকং দর্শয়তি। ব্যাসোক্তন্যায়লক্ষণেন মন্দরাচলেন বিশেষেণ মন্থনাৎ শ্রুতিলক্ষণাৎ সমুদ্রাজ্জাতা ভাষ্যনূতনসুধা শ্রবণমাত্রাদ্বিবুধেভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যোঽত্র জীবনদশায়াং চিত্রং প্রসিদ্ধামৃতবিলক্ষণমমৃতত্বং মোক্ষরূপং বিতরতি প্রযচ্ছতি। সা তু নৈবংবিধা স্বা০ ॥ ১০২ ॥

অমরগণ ঐ সুধার সেবা করিয়া থাকেন। এবং যাহাতে জরা কি মরণ না হয় তাহার উপায় করিয়া ভাষ্যসুধা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল।৯৯।১০০।

পণ্ডিতগণের হৃদয়রূপ কমলপুষ্প সকল প্রস্ফুটিত করিয়া (অন্যান্য বাহ্যিক প্রভাদ্বারা যে সমস্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করিতে পারা যায় না) সেই সমস্ত গাঢ় আন্তরিক তিমির সকল বিদীর্ণ করিয়া প্রতিবাদীরূপ পেচকদিগকে বিলাপিত করিয়া যতিরূপ সূর্য্যের ভাষ্যরূপ প্রভা শোভা পাইল। ১০১।

ব্যাসোক্ত নিয়মরূপ মন্দর পর্ব্বতদ্বারা বিশেষ করিয়া মন্থন হওয়া প্রযুক্ত বেদরূপ সমুদ্র হইতে যে নূতন ভাষ্যরূপ সুধা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা শ্রবণমাত্র, পণ্ডিতদিগকে এই জীবদ্দশাতেই আশ্চর্য্য, বিখ্যাত অমৃত হইতে উৎকৃষ্ট অমৃতত্ব

পদ্মনাভস্য গঙ্গা শম্ভো র্বক্ত্রাচ্ছাঙ্করী ভাষ্যসূক্তিঃ। আদ্যা লোকান্ দৃশ্যতে মজ্জয়ন্তীত্যন্যা মগ্নানুদ্ধরত্যেষ ভেদঃ ॥ ১০৩ ॥ ব্যাসো দর্শয়তি স্ম সূত্রকলিতন্যায়ৌঘরত্নাবলী রর্থালাভবশা ন কৈরপি বুধৈরেতা গৃহীতাশ্চিরম্। অর্থাপ্ত্যা সুলভাভি-

ইদানীং গঙ্গাতঃ ভাষ্যসূক্তে র্ব্যতিরেকং দর্শয়তি। গঙ্গা পদ্মনাভস্য বিষ্ণোঃ পাদাদাসীৎ। ভাষ্যসূক্তিস্তু শম্ভো র্মুখাদাসীদিত্যেকো ব্যতিরেকঃ। আদ্যা গঙ্গা লোকান্মজ্জয়ন্তী দৃশ্যতে। অন্যা ভাষ্যসূক্তিঃ সংসারসাগরে মগ্নানুদ্ধরতীত্যেষ দ্বিতীয়ো ব্যতিরেকঃ শালি০ ॥ ১০৩ ॥ সূত্রৈঃ কলিতা ন্যায়সমূহরত্নানামাবলী মালা ব্যাসো দর্শয়তি স্ম। যথা শিল্পিবরেণ গ্রন্থনং কৃত্বা প্রদর্শিতা রত্নমালাস্তদ্‌যোগ্যধনালাভাৎ কেঽপি ন গৃহ্ণন্তি

(অমরত্ব) রূপ মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু প্রসিদ্ধ সুধা এরূপ নহে। ১০২।

প্রসিদ্ধ গঙ্গা বিষ্ণুর পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর এই শঙ্করকৃত ভাষ্যসূক্তি, মহাদেবের মুখ হইতে উৎপন্ন। এবং দেখিতে পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ গঙ্গা লোকদিগকে জলমগ্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাষ্যরূপ ভাগীরথী যাহারা সংসার সাগরে মগ্ন তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এই পরস্পরের প্রভেদ। ১০৩।

মহর্ষি বেদব্যাস, সূত্রদ্বারা ন্যায় সমূহের রত্নমালা গ্রথিত করিয়া সাধারণের নিকট দেখাইয়াছিলেন। যেরূপ কোন শিল্পী রত্নমালা গ্রথিত করিয়া সাধারণের নিকট দেখাইলে তাহার যোগ্য ধন না থাকিলে কেহ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ সূত্রের অর্থ সঙ্গতি নাই বলিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিত ঐ ন্যায় রত্নমালা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইদানী যতিপতি শঙ্করের

রাভিরধুনা তে মণ্ডিতাঃ পণ্ডিতা ব্যাসশ্চাপ কৃতার্থ-তাং যতিপতেরৌদার্য্যমাশ্চর্য্যকৃৎ ॥ ১০৪ ॥ বিদ্বজ্জালতপঃফলং শ্রুতিবধূধম্মিল্লমল্লীস্রজং সদ্বৈয়াসিকসূত্রমুগ্ধমধুরাগণ্যাতিপুণ্যোদয়ং। বাগ্দেবীচিরভোগ্যভাগ্যবিভবপ্রাগ্ভারকোশালয়ং ভাষ্যং তে নিপিবন্তিহন্ত ন পুন র্যেষ্যং ভবে সম্ভবঃ॥ ॥ ১০৫ ॥ মন্থানাদ্রিধুরন্ধরা শ্রুতিসুধাসিন্ধো র্যতিক্ষ্মাপতে র্গ্রন্থানাং ফণিতিঃ পরাবরবিদামানন্দসন্ধায়িনী। ইদ্ধানৈঃ কুমতান্ধকারপটলৈরন্ধীভবচ্চক্ষুষাং পন্থানং স্ফুটয়ন্ত্যকাণ্ডকমভাত্তর্কার্কবিদ্যোতিতৈঃ ॥১০৬॥ আ সীতানাথনেতুঃ স্থলকৃতসলিল-

তথার্থলাভবশাদেতা মালাশ্চিরকালং কৈরপি পণ্ডিতৈ র্ন গৃহীতাঃ ইদানীন্তু যতিপতেঃ সকাশাদর্থপ্রাপ্ত্যা স্থলভাভিরাভি র্মালাভিস্তে পণ্ডিতা অলঙ্কৃতা ব্যাসশ্চাপি কৃতার্থতাং প্রাপ। অতো যতিপতেঃ শ্রীশঙ্করস্যৌদার্য্যমাশ্চর্য্যকৃৎ পা০ ॥ ১০৪। বিদুষাং সমূহস্য তপসঃ ফলং শ্রুতিলক্ষণায়া বধ্বা ধম্মিল্লস্য কেশবন্ধস্য মালতীস্রজং সদ্বৈয়াসিকসূত্রলক্ষণসুন্দরমিত্রস্য মধুরস্যাগণনীয়স্যাতিপুণ্যস্যোদয়ভূতং বাগ্দেব্যা যানি চিরভোগ্যভাগ্যানি তেষাং বিভবাতিশয়ভূতার্থসঙ্ঘাতস্যালয়ং ভাষ্যন্তে নিতরাং পিবন্তি। কে ইত্যপেক্ষায়ামাহ। যেষাং সংসারে পুনর্জন্ম নাস্তি হন্তেতি হর্ষে মুগ্ধস্তু সুন্দরে মূঢ়ে মধুরাশক্তপুষ্পয়োঃ। মিত্রে পাত্রে গিরিভিদোঃ। কোশোঽস্ত্রী কুড্মলে পাত্রে দিব্যে খড়্গাপিধানকে। জাতীকোশেঽর্থসঙ্ঘাত ইতি মেদিনী ॥ ১০৫ ॥ শ্রুতিলক্ষণস্য সুধাসিন্ধোঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য মন্থানাদ্রে র্ধুরং ধরতীতি। তথাভূতা যতিরাজস্য গ্রন্থানাং সূক্তিঃ। পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে পরমাত্মানং বিদন্তীতি। তথা কার্য্যকারণবিদো বা স্থূলসূক্ষ্মবিদো বা তত্ত্বপদার্থবিদো বা তেষামানন্দমাধায়িনী। ইদ্ধানৈ র্দীপ্তিং কুর্ব্বদ্ভিস্তর্কলক্ষণার্কপ্রকাশৈঃ কুমতান্ধকারসমূহৈরন্ধীভবচ্চক্ষুষাং মার্গং স্ফুটয়ন্তী। অকাণ্ডকমভাৎ নতু রহসি। অকাণ্ডকমকুৎসিতং যথাস্যাত্তথাভাদিতি বা। কুৎসিতে রহসি স্থমেঽকাণ্ডমিতি বিশ্বপ্রকাশঃ ॥ ১০৬ ॥ সীতানাথস্য নেতা রামেশ্বরস্তস্য সমুদ্রাৎ স্থলকৃতং সেতুবন্ধনেন যৎ সলিলং তেন দ্বৈতমুদ্রা যত্র কং-পর্য্যন্তম্। পুনশ্চ রুদ্রেণ ত্রিপুরসংহারসময়ে যদাকর্ষণং তস্মাদ

নিকট অর্থ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমস্ত সুলভমালা কর্তৃক উক্ত পণ্ডিতগণ ভূষিত হইয়াছেন, বেদব্যাসও কৃতার্থতা লাভ করেন। অতএব যতিপতির ঔদার্য্য গুণ আশ্চর্য্যান্বিত। ১০৪।

আহা! ইহা অত্যন্ত হর্ষের বিষয়! যাহাদের পুনর্ব্বার আর ভবে আসিতে হইবে না, তাহারা পণ্ডিতগণের তপস্যার ফল; শ্রুতিরূপ কামিনীর মস্তকের মালতীমালা; বেদব্যাসের উৎকৃষ্ট সূত্ররূপ মিত্রের সুন্দর ও অগণ্য পুণ্যরাশি, এবং বাগ্দেবীর যে সমস্ত চিরকাল ভোগ করিবার জন্য ভাগ্য ছিল, তাহার বৈভবরূপ ধনাগার, ঐ ভাষ্য শ্রবণ করিয়া থাকেন। ১০৫।

শ্রুতিরূপ সুধাসিন্ধুর মন্থনকারী মন্দার পর্ব্বতের ধুরন্ধর যতিরাজের গ্রন্থ ভারতী, ব্রহ্মাদি দেবজ্ঞ ও পরমাত্মবিৎ লোকদিগের আনন্দদায়ক দীপ্তিমান্ তর্করূপ সূর্য্যপ্রকাশে ঐ গ্রন্থবাক্য (কুৎসিত মতরূপ অন্ধকারে যাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে) তাহাদের পথ উত্তমরূপে প্রকাশিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। ১০৬।

দ্বৈতমুদ্রাং সমুদ্রাদারুদ্রাকর্ষণাদ্ দ্রাগবনতশিখরাদ্ ভোগসান্দ্রান্নগেন্দ্রাৎ। আ চ প্রাচীনভূমীধরমুকুট-

দ্রাগ্ ঝটিতি অবনতানি নম্রীভূতানি শৃঙ্গাণি যস্য। ভোগৈঃ সান্দ্রাৎ ঘনীভূতান্নগেন্দ্রাৎ সুমেরোস্তৎপর্য্যন্তং। তথোদয়াচলগিরি-মুকুটতটপর্য্যন্তং। তথাস্তাচলাদ্রেস্তটপর্য্যন্তমদ্বৈতশূন্য আদ্যঃ-

দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত,উত্তরে ত্রিপুর-দহন কালে মহাদেব কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, সর্প পূর্ণ সুমেরু পর্ব্বত পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে উদয়াচল ও পশ্চিমে অস্তাচল

তটাদাতটাৎ পশ্চিমাদ্রেরদ্বৈতাদ্যাপবর্গা জয়তি যতিবরেণোদ্ধৃতা ব্রহ্মবিদ্যা ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিষ্ঠিতিঃ। সংক্ষেপশঙ্করজয়ে ষষ্ঠঃ সর্গ উপারমৎ ॥

কার্য্যভূতোঽপবর্গো যস্যাঃ সা যতিভূমি যেন যতিরাজেনো-দ্ধৃতা ব্রহ্মবিদ্যা জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে স্ম ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ শ্রীপা-দশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারসূনুধনপতিসূরিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিজয়ডিণ্ডিমে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

পর্ব্বতের মুকুটতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত,যতিরাজ সমুদ্ধৃত ঐঅদ্বৈতমতের অপবর্গ সংযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার সর্ব্বথা উৎকর্ষ বৃদ্ধি হইল। ১০৭।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

স জাতু শারীরকসূত্রভাষ্যমধ্যাপয়ন্নভ্রসরিৎ সমীপে। শিষ্যালিশঙ্কাঃ শময়ন্নুবাস যাবন্নভোমধ্যমিতো বিবস্বান্ ॥১॥ শ্রান্তেষ্বথাধীত্য শনৈর্বিনেয়ে-

এবং সপরিকরাং ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিষ্ঠিতিমুপবর্ণ্য ব্যাস দর্শ-নাদিকং বর্ণয়িতুমনুক্রমতে। স ইতি। স শ্রীশঙ্করঃ কদাচিৎ নদী গঙ্গা তৎসমীপে শারীরকসূত্রভাষ্যং পাঠয়ন শিষ্য-পংক্তিশঙ্কাঃ শময়ন্ উবাস। যাবৎকালং সূর্য্য আকাশস্য মধ্য-মিতঃ প্রাপ্তঃ উপজাতি০ ॥ ১ ॥ শনৈরধীত্য শ্রান্তেষু শিষ্যেষু

একদিন প্রভাকর নভোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে আচার্য্য শঙ্কর, শারীরক সূত্রের ভাষ্য পাঠ করাইয়া এবং শিষ্যবর্গের শঙ্কা সকল অপনোদন করিয়া আকাশনদী গঙ্গাদেবীর তট সমীপে বাস করিয়া রহিলেন। ১।

ম্বাচার্য্য উত্তিষ্ঠতি যাবদেষঃ। তাবদ্ দ্বিজঃ কশ্চন বৃদ্ধরূপঃ কস্ত্বং কিমধ্যাপয়সীত্যপৃচ্ছৎ ॥ ২ ॥ শিষ্যাস্তমূচু র্ভগবানসৌ নো গুরুঃ সমস্তোপনিষৎস্বতন্ত্রঃ। অনেন দূরীকৃতভেদবাদমকারি শারীরকসূত্রভাষ্যং ॥ ॥ ৩ ॥ স চাব্রবীদ্ ভাষ্যকৃতং ভবন্তমেতে বদন্ত্যদ্ভুতমেতদাস্তাম্। অথৈকমুচ্চারয় পারমর্ষং যতেঽর্থতস্ত্বং যদি বেত্থ সূত্রম্ ॥ ৪ ॥ তমব্রবীদ্ভাষ্যকৃদগ্র্যবাচং সূত্রার্থবিদ্ভ্যোঽস্তু নমো গুরুভ্যঃ। সূত্রজ্ঞতাহঙ্কৃতিরস্তি নো মে তথাপি যৎ পৃচ্ছসি তদ্ ব্রবীমি ॥ ৫ ॥ পপ্রচ্ছ সোঽধ্যায়মথাধিকৃত্য তৃতীয়-

ম.স্থ যাবদেষ আচার্য্যঃ শনৈরুত্তিষ্ঠতি তাবদ্ বৃদ্ধরূপঃ কশ্চন ব্রাহ্মণস্ত্বং কঃ কিং পাঠয়সীতি পৃষ্টবান্ ইন্দ্রবজ্রা০ ॥ ২ ॥ তং বৃদ্ধরূপং ব্রাহ্মণং শিষ্যাঃ প্রশ্নদ্বয়স্যোত্তরমূচুঃ। তত্র প্রথমপ্রশ্নোত্তরং ভগবানিতি। দ্বিতীয়স্যোত্তরমাহুঃ। অনেন দূরীকৃতো ভেদবাদো যত্র তৎ শারীরকসূত্রভাষ্যমকারি কৃতং তদেব পাঠয়তীত্যর্থঃ উ০ ॥ ৩ ॥ এবং শিষ্যোক্তং নিশম্য স চ ব্রাহ্মণো ভাষ্যকারমভাষত। এতে ত্বাং ভাষ্যকারং বদন্তি। এতদদ্ভুতমাস্তাং তিষ্ঠতু। হে যতে! যদি ত্বং পরমর্ষিণা বেদব্যাসেন প্রোক্তং সূত্রমর্থতো জানাসি তর্হ্যেকমপি তৎ সূত্রং উচ্চারয় তদর্থব্যাখ্যানায়ৈকস্য সূত্রস্যোচ্চারণং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ এবমুক্তো ভাষ্যকারস্তং ব্রাহ্মণং শ্রেষ্ঠাং বাচমুবাচ। সূত্রার্থবিদ্ভ্যো গুরুভ্যো নমোঽস্তু। সূত্রজ্ঞতাঽভিমানো যদ্যপি মম নাস্তি তথাপি যৎ পৃচ্ছসি তদ্ ব্রবীমি ॥ ৫ ॥ অথ ভাষ্যকারোক্তেরনন্তরং স ব্রাহ্মণো যতীশং পপ্রচ্ছ। যৎ পৃষ্টবান্ তদাহ।

ঐ সময়ে বিনীত শিষ্যগণ শারীরক সূত্রের ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইলে যখন আচার্য্য তথা হইতে উঠিতে ইচ্ছা করেন, তৎকালে কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া "তুমি কে? কি শাস্ত্র পড়াইতেছ? ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ।২।

তাহা শুনিয়া শিষ্যগণ ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যথাক্রমে দুইটী প্রশ্নের উত্তর করিলেন। প্রথম—সমস্ত উপনিষৎ যাঁহার আয়ত্ত, তিনি আমাদের গুরু এবং তাঁহার নাম ভগবান্। দ্বিতীয়—যিনি সমস্ত ভেদ বাক্য নিরস্ত করিয়া শারীরকসূত্রের ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি সেই ভাষ্যই এখন আমাদিগকে পড়াইতেছিলেন। ৩।

শিষ্যদিগের এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণ ভাষ্যকারের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন। এই সকল শিষ্যগণ তোমাকে ভাষ্যকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন; এক্ষণে এই অদ্ভুতবাক্য নিস্তব্ধ হউক। হে যতীন্দ্র! মহর্ষি বেদব্যাস যে সূত্র বলিয়াছেন, তুমি যদি তাহার অর্থ জান তবে সেই অর্থের ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত একটী সূত্রের উচ্চারণ কর। ৪।

এই কথার অবসান হইলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে উত্তম বাক্য বলিতে লাগিলেন। যে সকল গুরুগণ সূত্রের অর্থ অবগত আছেন আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যদ্যপি আমি সূত্রবিৎ বলিয়া আমার কোন অহঙ্কার নাই, তথাপি আপনি যাহা প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি। ৫।

ভাষ্যকারের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ

মারম্ভগতং যতীশম্। তদন্তরেত্যাদিকমস্তি সূত্রং ব্রূহ্যেতদর্থং যদি বেথ কিঞ্চিৎ ॥ ৬ ॥ স প্রাহ জীবঃ করণাবসাদে সংবেষ্টিতো গচ্ছতি ভূতসূক্ষ্মৈঃ। তাণ্ডিশ্রুতৌ গৌতমজৈমিনীয়প্রশ্নোত্তরাভ্যাং প্রথি-

তৃতীয়মধ্যায়মধীকৃত্য তৃতীয়াধ্যায় আরম্ভগতং তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি সূত্রমস্তি এতস্যার্থং যদি ত্বং জানাসি তর্হি ব্রূহি ॥ ৬ ॥ এবং পৃষ্টঃ স ভাষ্যকার উক্তসূত্রস্যার্থং প্রোক্তবান্। জীবঃ করণানামিন্দ্রিয়াণামবসাদে মরণসময়ে দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহবীজৈ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরিষক্তঃ সংবেষ্টিতো রংহতি গচ্ছতীত্যবগন্তব্যং। কুতঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং তাণ্ডিশ্রুতে গৌতমজৈমিনীয়প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাং। প্রশ্নস্তাবৎ বেথং যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভব-

যতীশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শারীরক সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে "তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্" যে এক সূত্র আছে, যদি তুমি সেই সূত্রের অর্থ অবগত থাক, তবে অর্থ কর। ৬।

এইরূপ প্রশ্নে ভাষ্যকার উক্তসূত্রের অর্থ বলিতে লাগিলেন, "জীব ইন্দ্রিয় সমূহের অবসাদ অর্থাৎ মরণ সময়ে যখন অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়, তৎকালে দেহের বীজরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া গমন করে। কিহেতু? না—"প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাম্" তাণ্ডবশ্রুতিতে গৌতমমুনির প্রশ্ন ও জৈমিনির প্রত্যুত্তরহেতু। প্রশ্ন যথা—"পঞ্চম্যামা হুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" পঞ্চম আহুতিকালে অপ্ অর্থাৎ সকল দেহের জীবস্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত

তোঽয়মর্থঃ ॥ ৭ ॥ ইত্যুক্তমর্থং নিশম্য তেন স

ন্তীতি। প্রতিবচনঞ্চ দ্যুপর্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎসু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতোরূপাঃ পঞ্চাহুতী দর্শয়িত্বা ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি। তস্মাদাভ্যাং প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাময়মর্থঃ প্রথিতঃ॥৭॥ ইত্যেবং প্রকারেণ তেনোক্তং সূত্রার্থং শ্রুত্বা স বাবদূকোঽতিবক্তা ব্রাহ্মণঃ শতধা বিকল্প্য পণ্ডিতকুঞ্জরাণাং মধ্যে বিস্ময়মাদধানোঽখণ্ডয়ৎ খণ্ডিতবান্। তথাহি ব্যাপিনাং করণানামাত্মনশ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ কর্ম্মবশাদ্ বৃত্তিলাভস্তত্র ভবতি। যদ্ বা কেবলস্যৈবাত্মনো বৃত্তিলাভস্তত্র ভবতীন্দ্রিয়াণি তু দেহবদভিনবান্যেব তত্র তত্র ভোগস্থানমুৎপদ্যন্তে। যদ্ বা মন

পরমপুরুষ পরমাত্মার বাক্য স্বরূপ হইয়া থাকে। নিরূপণ অর্থাৎ প্রতিবচন যথা—স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচপ্রকার অনলে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোমলতা, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত এই পাঁচ প্রকার আহুতি দেখাইয়া পঞ্চম আহুতিতে অপ্ (পঞ্চভূত) পুরুষের বাক্য হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচনদ্বারা এইরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে। ৭।

ভাষ্যকারোক্ত সূত্রের অর্থ শুনিয়া সৎবক্তা আগন্তুক ব্রাহ্মণ তৎকালে উপস্থিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া সূত্রের অর্থে দোষারোপ করিয়া তাহা শতধা খণ্ডন করিলেন। যথা—দেহব্যাপক ইন্দ্রিয় সকল ও জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে কর্ম্মাধীন সঙ্গতি হয়? না, তথায় কেবল জীবাত্মার সঙ্গতি হয়? দেহের মত ইন্দ্রিয় সকল অভিনব হইয়া তত্তৎস্থলে ভোগস্থান উৎপন্ন করে? অথবা কেবল মনই

বাবদূকঃ শতধা বিকল্প্য। অখণ্ডয়ং পণ্ডিতকুঞ্জরাণাং মধ্যে মহাবিস্ময়মাদধানঃ ॥ ৮ ॥ অনূদ্য

এব কেবলং ভোগস্থানমপি প্রতিষ্ঠতে। যদ্ বা জীব এবোৎ-সৃজ্য দেহাদ্ দেহান্তরং প্রতিপদ্যতে শুক ইব বৃক্ষাদ্ বৃক্ষান্তরং। কিঞ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ করণানাং জীবেন সহ গমনং শ্রুতি-বিরুদ্ধম্। তথাচ শ্রুতি র্যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রমসং দিশঃ শ্রোত্রমিত্যাদ্যা। অপিচ প্রথমেঽগ্নাবপাং শ্রবণাভাবাৎ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তীতি নির্ধারয়িতুং ন শক্যতে। অত্র হি দ্যুলোক-প্রমুখাঃ পঞ্চাগ্নয়ঃ শ্রদ্ধাদীনাং পঞ্চানামাহুতীনামাধারত্বেনা-ধীতাঃ। তত্র প্রথমেঽগ্নৌ শ্রুতাং শ্রদ্ধাং পরিত্যজ্যাশ্রুতানামপাং পরিকল্পনং সাহসমাত্রং শ্রদ্ধায়াঃ প্রত্যয়বিশেষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কিঞ্চাস্তপাং শ্রদ্ধাদিক্রমেণ পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষাকারপ্রতি-পত্তিস্তথাপি তৎপরিষ্বক্তস্য জীবস্য গমনস্তু ন বাচ্যং তদ্ গমনস্যা-শ্রুতত্বাদিত্যেবমাদিনা শতধা বিকল্প্য খণ্ডিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তদীয়ভাষিতং সর্ব্বমনূদ্য শাস্ত্রকারঃ শ্রীশঙ্করঃ সহস্রধা চখণ্ড। ন তাবৎ সাংখ্যবৌদ্ধবৈশেষিকদিগম্বরাণাং কল্পনা আদর্ত্তব্যা উদাহৃতশ্রুতিবিরোধাৎ। ন চাপ্ শব্দশ্রবণসামর্থ্যাৎ প্রশ্নপ্রতিবচ-নাভ্যাং কেবলাভিরদ্ভিঃ সংপরিষ্বক্তো রংহতীতি বাচ্যং তাসাং ভূয়স্ত্বাপেক্ষাপ্ শব্দপ্রয়োগাবিরোধাৎ। ন হি কেবলানামপাং দেহারম্ভকত্বং সম্ভবতি ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ। ত্রয়াণামপি তেজোঽ-বন্নানাং দেহে কার্য্যোপলব্ধ্যা তস্য ত্রয়াত্মকত্বাচ্চ। নম্বু পার্থিবো

ভোগস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে? কিম্বা শুকপক্ষী যেরূপ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করে, সেইরূপ জীবাত্মাও কি দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে? অধিকন্তু দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে ইন্দ্রিয় সমূহের জীবাত্মার সহিত গমন করা শ্রুতি-বিরুদ্ধ। শ্রুতি যথা—"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রমসং দিশঃ শ্রোত্রম্" যেস্থানে এই মৃতব্যক্তির বাগিন্দ্রিয় অগ্নি, প্রাণ বায়ু, চক্ষু সূর্য্য, মন চন্দ্রমা এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দিক্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইত্যাদি শ্রুতিদর্শনে প্রথম অগ্নিতে, অপ্ (পঞ্চভূত) সকলের কোন কথারই উল্লেখ নাই। সুতরাং "পঞ্চানামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" এরূপ কথা আর নির্দ্ধারিত করিয়া বলিতে পার না। এইস্থানে স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচপ্রকার অগ্নি, শ্রদ্ধা, সোমলতা, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত এই পাঁচপ্রকার আহুতির আধার বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব ঐ স্থানে প্রথম অনলে যে শ্রদ্ধা শব্দের নাম শ্রবণ করা হয় নাই সেই অপ্ (পঞ্চভূত) শব্দের কল্পনা করা কেবল সাহসমাত্র, কারণ, শ্রদ্ধাশব্দ কেবল একরূপ প্রত্যয় (জ্ঞান) বিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চম আহুতিকার্য্যে অপ্ (পঞ্চভূত) সকলের পুরুষাকার প্রাপ্তি হইবার কথা দূরে থাকুক, কেবল দেহের বীজস্বরূপ ঐ অপ্ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া জীবাত্মার নিকটে কিছুতেই গমন হইতে পারে না। কারণ, জীবাত্মার গমনের কথা কোন বেদে শ্রবণ করা যায় নাই। ফলতঃ এইরূপে বিবিধ দোষ সমর্পণ করিয়া আচার্য্যের মত সকল খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ৮।

ব্রাহ্মণের সমুদয় কথা অনুবাদ করিয়া শাস্ত্রকর শঙ্করাচার্য্য ঐ কথা সহস্র প্রকারে খণ্ডন করিলেন। যথা—আপনি সাংখ্য, বৌদ্ধ, বৈশেষিক ও দিগম্বরের মত কল্পনা করিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত বস্তু সমুদায়ের লোম ও কেশের গমন করা শ্রবণ করা যায় নাই, সুতরাং উহা গৌণ। "ওষধী র্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ," লোম সকল ওষধি ও কেশ সকল বৃক্ষাদিতে গমন করিয়া থাকে। ইহা তত্তৎস্থলে বেদে

সর্ব্বং ফণিতং তদীয়ং সহস্রধা তীর্থকরশ্চখণ্ড। তয়োঃ সুরাচার্য্যফণীন্দ্রবাচো র্দিনাষ্টকং বাক্কলহো

ধাতু র্ভূয়িষ্ঠো দেহেষূপলক্ষ্যতে ইতি চেন্নৈষ দোষঃ ইতরাপেক্ষয়াঽপাং বাহুল্যসম্ভবাৎ। তস্মাদপ্‌শব্দেন সর্ব্বেষামেব দেহবীজানাং ভূতসূক্ষ্মাণামুপাদানং যুক্তং। কিঞ্চ প্রাণানাং দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ গতিঃ শ্রাব্যতে। তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তীত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। সা চ প্রাণানাং গতিরাশ্রয়মন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যতঃ প্রাণগতিপ্রযুক্তানাং তদাশ্রয়াণামপামপি ভূতান্তরোপসৃষ্টানাং গতিরর্থাদবগম্যতে। নহি নিরাশ্রয়াঃ প্রাণাঃ কচিদ্‌ গচ্ছন্তি তিষ্ঠন্তি বা জীবতোঽদর্শনাৎ। [বাগাদীনামগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিস্তু গৌণী লোমসু কেশেষু চাদর্শনাৎ ওষধী র্লোমানি বনস্পতীন্‌ কেশা ইতি হি তত্র তত্রাম্নায়তে। ন চ তেষামুৎপ্লুত্য তেষু গমনং সম্ভবতি। ন চ জীবস্য প্রাণোপাধিপ্রত্যাখ্যানেন গমনমবকল্প্যতে। নাপি প্রাণৈ র্বিনা দেহান্তর উপপদ্যতে। তস্মাদ্‌ বাগাদ্যধিষ্ঠাত্রীণামগ্ন্যাদিদেবতানাং বাগাদ্যুপকারিণীনাং মরণকালে উপকারিনিবৃত্তিমাত্রমপেক্ষ্য বাগাদয়োঽগ্ন্যাদীন্‌ গচ্ছন্তীত্যুপচর্য্যতে। যত্তু প্রথমেঽগ্নাবিত্যাদি] তদপি ন দোষাবহং যতস্তত্রাপি প্রথমেঽগ্নৌ তা এবাপঃ শ্রদ্ধাশব্দেনাভিপ্রেয়ন্তে। এবং হি সত্যাদিমধ্যাবসানসম্পাদনাকুলমেতদেকং বাক্যমুপপদ্যতেঽন্যথা পুনঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্‌প্রকারে পৃষ্টে প্রবচনাবসরে প্রথমাহুতিস্থানে যদ্যনয়ো র্হৌম্যদ্রব্যং শ্রদ্ধাং নামাবতারয়েত্ততোঽন্যথা প্রশ্নোঽন্যথা প্রতিবচনমিত্যেকবাক্যতা ন স্যাৎ। নচ শ্রদ্ধাখ্যঃ প্রত্যয়ো মানসো জীবস্য বা ধর্ম্মঃ সন্‌ ধর্ম্মিণে নিষ্কৃষ্য হোমায়োপাদাতুং শক্যতে পশ্বাদিভ্য ইব হৃদয়াদীনি তস্মাদাপ এব শ্রদ্ধাশব্দেনোপদেয়াঃ। শ্রদ্ধা বা আপ ইতি বৈদিকপ্রয়োগদর্শনাদপি শ্রদ্ধাশব্দস্যাপ্সূপপত্তিঃ। গচ্ছন্তীনামপাং বীজরূপত্বয়া সূক্ষ্মত্বগুণযোগেন মাণবকে সিংহশব্দ ইব তাসু শ্রদ্ধাশব্দো বোপপন্নঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বককর্ম্মসমবায়াচ্চাপ্‌সু শ্রদ্ধাশব্দ উপপদ্যতে পুরুষেষু পঞ্চশব্দ ইব। আপো হাস্মৈ শ্রদ্ধাং সন্নমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণ ইতি শ্রুতেঃ। শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ তাসু শ্রদ্ধাশব্দোপপত্তি র্যদ্যপ্যত্র জীবানাং শ্রবণং নাস্তি তথাপি য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারিণঃ পিতৃযানেন গন্তারঃ শ্রুতাস্ত এবেহাপি প্রতীয়ন্তে ইত্যাদ্যনেকপ্রকারেণ খণ্ডিতবান্‌। বৃহস্পতিশেষনাগ-

উক্ত হইয়াছে। কেশাদির লক্ষন করিয়াও বৃক্ষাদিতে গমন করা সম্ভাবিত নহে। জীবাত্মার প্রাণদশা নিরাকরণ করিয়াও গমন কার্য্য কল্পনা করিতে পারেন না এবং প্রাণব্যতীত দেহান্তরে কখনই উপভোগ হইতে পারে না। অতএব বাক্য, প্রাণ চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাক্য, প্রাণ, চক্ষুরাদির উপকারী অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যাদি দেবতার মরণকালে (যে সমস্ত উপকারী বস্তু ছিল তাহাদের কেবল নিবৃত্তি মাত্র বলিয়া দিয়া বাক্য প্রভৃতি বস্তুর অগ্নি প্রভৃতি পদার্থে) গমন হইয়া থাকে, ইহা উপচারবশত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এবং পূর্ব্বে প্রথম অনলে শ্রদ্ধা ইত্যাদি যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহাও দূষণীয় নহে। কারণ, ঐ স্থানেও প্রথম অনলে ঐ 'অপ্‌' শব্দ শ্রদ্ধাশব্দে অভিপ্রেত। এই রূপে আদি, মধ্য, অন্ত, ইহাদের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত ঐ একমাত্র অদূষিত বাক্যের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অন্যথা স্বীকার করিয়া "পঞ্চম আহুতিতে অপ্‌ সকল কিরূপে পুরুষের বাক্য হয়" ইহা জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তরের অবসরে প্রথম আহুতির স্থানে যদি এই উভয় বস্তুর হোমীয় দ্রব্য. শ্রদ্ধাশব্দের অবতারণা করে, তাহা হইলে অন্যপ্রকার প্রশ্ন ও অন্যপ্রকার প্রত্যুত্তর হয়, সুতরাং বেদবাক্যের একবাক্যতা হয় না। বেদের অন্যস্থানে হৃদয় প্রভৃতি বস্তু যদ্রূপ পশু প্রভৃতির উদ্দেশে উপাদান কারণ হইতে পারে

জজল্পতুস্তে ॥ ৯ ॥ এবং বদন্তৌ যতিরাড্ দ্বিজেন্দ্রৌ

তুল্যবাচোস্তয়ো র্বাক্কলহো দিনাষ্টকং জজল্পতুস্তে উপে০ ॥ ৯ ॥ এবং

না, তদ্রূপ শ্রদ্ধাও মানসিক কিম্বা জীবের ধর্ম্ম হইয়া মন কিম্বা জীবের হেতু আকর্ষণ করিয়া হোমের উপাদান হইতে পারে না। অতএব এইস্থলে শ্রদ্ধাশব্দে কেবল অপ্ কেই বুঝিতে হইবে। তদ্ব্যতীত "শ্রদ্ধা বা আপঃ" শ্রদ্ধাই অপ্—এই রূপ বেদের প্রয়োগ দর্শনেও শ্রদ্ধাশব্দ কেবল অপ্ হইতে পারে। অথবা মাণবক অর্থাৎ অনুপনীত বালকের উপর যদ্রূপ সিংহ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ গতিশীল অপ্ শব্দের বীজরূপে ও সূক্ষ্মগুণ যোগে অদ্য শ্রদ্ধাশব্দ অপ্ শব্দে পরিণত হইবে ইহা বিচিত্র কি? অথবা পূর্ব্বে যেরূপ পাঁচটী শব্দ পুরুষে প্রযুক্ত হইল, তদ্রূপ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায় তাহা দ্বারাও শ্রদ্ধাশব্দ অপ্ শব্দে প্রযুক্ত হইতে পারে। কিম্বা—"আপো হাস্মৈ শ্রদ্ধাং সন্নমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে" পুণ্যকর্ম্মের নিমিত্ত অপ্ শব্দ শ্রদ্ধাকে সম্যক্ রূপে নত করিয়া থাকে। এই বেদবচনে শ্রদ্ধাই উহার হেতু বলিয়া শ্রদ্ধাশব্দ অপ্ শব্দে প্রযুক্ত হইল। যেমন-যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি যাগ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে পিতৃযানে উঠিয়া গমন করিতে শ্রবণ করা যায়, এইস্থলে জীবশব্দের শ্রবণ বা উল্লেখ না থাকিলেও তাহার প্রতীতি হইবার বাধা কি? এই রূপ অনেক প্রকারে তাঁহার মত খণ্ডন করিলেন। ফলতঃ বৃহস্পতি এবং অনন্তনাগের তুল্য বুদ্ধিমান্

বিলোক্য পার্শ্বস্থিতপদ্মপাদঃ। আচার্য্যমাহেতি মহীসুরোঽয়ং ব্যাসো হি বেদান্তরহস্যবেত্তা ॥ ১০॥ ত্বং শঙ্করঃ শঙ্কর এব সাক্ষাদ্ ব্যাসস্তু নারায়ণ এব নূনং। তয়ো র্বিবাদে সততং প্রসক্তে কিং কিঙ্করোঽহং করবাণি সদ্যঃ ॥ ১১ ॥ ইতীদমাকর্ণ্য বচো বিচিত্রং স ভাষ্যকৃৎ সূত্রকৃতং দিদৃক্ষুঃ। কৃতাঞ্জলিস্তং প্রযতঃ প্রণম্য বভাণ বাণীং নবপদ্যরূপাম্ ॥

প্রকারেণ বদন্তৌ যতিরাড্ দ্বিজেন্দ্রৌ বিলোক্য পার্শ্বে স্থিতঃ পদ্মপাদঃ আচার্য্যমিতীদমাহাঽয়ং ব্রাহ্মণো বেদান্তরহস্যবেত্তা-ব্যাসঃ হিরবধারণে উ০ ॥ ১০ ॥ তথাচ যুবয়োঃ শিববিষ্ণ্বো-র্বিবাদে প্রবৃত্তে কিঙ্করেণ ময়া কিমনুষ্ঠেয়মিত্যাহ ত্বমিতি ॥১১॥ ইতীদং বিচিত্রং পদ্মপাদবচো নিশম্য স ভাষ্যকারঃ সূত্রকারং দিদৃক্ষুঃ প্রযতঃ সাবধানঃ কৃতাঞ্জলিস্তং প্রণম্য নবপদ্যরূপাং স্তুতিবৃত্তরূপাং বাণীং জগাদ উপেন্দ্রবজ্রা ॥ ১২ ॥ যদুবাচ তদাহ

এবং দূরদর্শী বেদব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্যের বাগ্ বিতণ্ডা আট দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ৯।

যতীন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রকে এইরূপ বিবাদোদ্যত দেখিয়া পার্শ্বস্থিত পদ্মপাদ শিষ্য আচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন, বেদান্তের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বেত্তা এই ব্রাহ্মণযে বেদব্যাস তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ১০।

আপনি নামে শঙ্কর এবং কার্য্যেও শঙ্কর, এবং ব্যাস ঋষিও সাক্ষাৎ নারায়ণ। সুতরাং শিবনারায়ণের চিরকাল এইরূপ বিবাদ চলিলে এই কিঙ্কর এখন তাহার কি করিতে পারে। ১১।

পদ্মপাদের এই বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া ভাষ্যকার সূত্রকারকে দর্শন করিবার প্রত্যাশায় সাব

॥ ১২ ॥ ভবাংস্তড়িচ্চারুজটাকিরীটপ্রবর্ষুকাম্ভোধরকান্তিকান্তঃ। শুভ্রোপবীতি ধৃতকৃষ্ণচর্ম্মা কৃষ্ণো হি সাক্ষাৎ কলিদোষহন্তা ॥ ১৩ ॥ ভাবৎকসূত্রপ্রতিপাদ্যতাদৃক্‌পরাপরার্থপ্রতিপাদকং সৎ। অদ্বৈতভাষ্যং তব সম্মতঞ্চেৎ সোঢ়া মমাগঃ পুরতো ভবাশু ॥ ১৪ ॥ এবং বদন্নয়মথৈক্ষত কৃষ্ণমায়াচ্চামীকরব্রততিচারুজটাকলাপম্। বিদ্যুল্লতাবলয়বেষ্টিতবারিদাভং চিন্মুদ্রয়া প্রকটয়ন্তমভীষ্টমর্থম্ ॥১৫॥ গাঢ়োপগূঢ়মনুরাগজুষা রজন্যা গর্হাপদং বিদধতং শরদিন্দুবিম্বম্। তাপিচ্ছরীতিতনুকান্তিঝরীপরীতং কান্তেন্দুকান্তঘটিতং করকং দধানম্ ॥ ॥ ১৬ ॥ সপ্তাধিকাচ্ছদরবিংশতিমৌক্তিকাঢ্যাঃ

ভবান্ বিদ্যুদ্বচ্চারুজটাকিরীটেন প্রবর্ষুকাম্ভোধরস্য কান্তিস্তয়া কান্তঃ শুভ্রমুপবীতং যস্য ধৃতং কৃষ্ণচর্ম্ম যেন স কলিদোষহন্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাস এব সাক্ষান্নন্যঃ কশ্চন ব্রাহ্মণ ইত্যর্থঃ উ০। ॥ ১৩ ॥ ভবদীয়সূত্রে প্রতিপাদ্যস্য তাদৃশস্য নির্ব্বিশেষসবিশেষার্থস্য প্রতিপাদকং অদ্বৈতভাষ্যং তব সৎ সমীচীনং সম্মতং চেত্তর্হি মমাপরাধং ক্ষমিত্বা শীঘ্রং মমাগ্রে প্রত্যক্ষো ভব। পাঠান্তরে ভাবৎকসূত্রং প্রতিপাদ্য তদর্থস্য কার্য্যকারণাত্মকস্য তাদৃক্ পরাপরার্থপ্রতিপাদকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

এবং বদন্ সন্ অথানন্তরময়ং শ্রীশঙ্করঃ কৃষ্ণমারাদ্ দূরাদবলোকিতবান্ তং বিশিনষ্টি। চামীকরব্রততয়ঃ সুবর্ণময্যো লতাস্তদ্বৎ সুন্দরাণাং জটানাং কলাপো যস্য বিদ্যুল্লক্ষণলতাবলয়েন বেষ্টিতেন মেঘেন তুল্যং চিন্মুদ্রয়া জ্ঞানমুদ্রয়াঽভীষ্টমর্থং প্রকটয়ন্তং বসন্ততিলকা ॥ ১৭ ॥ পুনস্তমেব পঙ্‌ক্তি র্ব্বিশিনষ্টি। অনুরাগজুষা রজন্যাঽত্যন্তমালিঙ্গিতং শরচ্চন্দ্রবিম্বং নিন্দাস্পদং কুর্ব্বন্তং যত্তো তাপিচ্ছস্তমালস্তত্তুল্যাঙ্গশরীরকান্তিঝরীভির্ব্যাপ্তং কান্তো যশ্চন্দ্রকান্তমণিস্তেন নির্ম্মিতং করকং কমণ্ডলুং দধানম্ ॥ ১৬ ॥ সপ্তাধিকৈরচ্ছদরৈঃ স্বচ্ছচ্ছিদ্রৈ র্ব্বিংশতি-

---

ধানের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণামপূর্ব্বক অভিনব পদ্যময়ী বাণী অর্থাৎ স্তববাক্য বলিতে লাগিলেন। ১২।

বিদ্যুতের তুল্য সুন্দর এবং জটাকিরীট দ্বারা বর্ষণশীল মেঘের তুল্য যাঁহার দেহ কান্তি শুভ্রবর্ণ; যজ্ঞোপবীত এবং কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম যাঁহার লম্বমান রহিয়াছে; কলিকালের দোষনাশী আপনি যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, তাহাতে আর সংশয় নাই। ১৩।

ভবদীয় সূত্রের প্রতিপাদ্য, নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অর্থের প্রতিপাদক যদি অদ্বৈতভাষ্য আপনার যথার্থ সম্মত হইয়া থাকে,তাহা হইলে আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া শীঘ্র আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ হন। ১৪।

এই কথা বলিয়া শঙ্করাচার্য্য দূর হইতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন—যিনি সুবর্ণময়ী লতার তুল্য জটাকলাপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; সৌদামিনীরূপ লতারাজিবেষ্টিত মেঘের তুল্য যাঁহার দেহপ্রভা; জ্ঞান মুদ্রাদ্বারা যিনি অভীষ্ট অর্থ সকল পরিপূর্ণ করিতেছেন; রজনীদেবী অনুরাগিণী হইয়া যাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, সেই শারদীয় চন্দ্রবিম্বকেও যিনি নিন্দিত করিতে সক্ষম। কারণ, চন্দ্র, তমালতরুতুল্য নীলবর্ণ তনুকান্তিদ্বারা পরিব্যাপ্ত, অথচ ব্রাহ্মণ, রমণীয় চন্দ্রকান্তমণিদ্বারা নির্ম্মিত কমণ্ডলু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যিনি

সত্যস্য মূর্ত্তিমিব বিভ্রতমক্ষমালাং। তত্তাদৃশস্বপতি-বংশবিবর্দ্ধনাৎ প্রাক্ তারাবলীমুপগতামিব চানানেতুং ॥ ১৭ ॥ শার্দ্দূলচর্ম্মোদ্বহমেন ভূতেরুদ্ধূলনেনাপি জটালতাভিঃ॥ রুদ্রাক্ষমালাবলয়েন শম্ভোরর্দ্ধাসনাধ্যাসনসখ্যপাত্রং ॥ ১৮ ॥ অদ্বৈতবিদ্যাসৃণিতীক্ষ্ণধারাবশীকৃতাহঙ্কৃতিকুঞ্জরেন্দ্রং। স্বশাস্ত্রশঙ্কূজ্জ্বলসূত্রদামনিযন্ত্রিতাকৃত্রিমগোসহস্রং ॥ ১৯ ॥ তত্তাদৃগত্যুজ্জ্বলকীর্ত্তিশালিশিষ্যালিসংশোভিতপার্শ্বভাগং। কটাক্ষবীক্ষামৃতবর্ষধারানিবারিতাশেষজনানুতাপং ॥ ২০ ॥ বিলোক্য বাচংযমসার্ব্বভৌমং স শঙ্করোঽশঙ্কিতদর্শনং তং। গুরুং গুরূণামপি হৃষ্টচেতাঃ প্রত্যুদ্যযৌ শিষ্যগণৈঃ সমেতঃ ॥ ২১ ॥ অত্যাদরাচ্ছাত্রগণৈঃ

সংখ্যাকৈ র্মৌক্তিকৈরাঢ্যামক্ষমালাং সত্যস্য মূর্ত্তিমিব বিভ্রতং। তত্তাদৃশস্য স্বপতিবংশস্য বর্দ্ধনাৎ প্রাগুপগতাং তারাবলীমশ্বিন্যাদিনক্ষত্রমালাং ভবৎপতিবংশং বর্দ্ধয়িষ্যামীত্যনুনয়ং কর্ত্তুমিবেত্যুৎপ্রেক্ষাদ্বয়ং ॥ ১৭ ॥ শার্দ্দূলচর্ম্মোদ্বহনাদিনা শম্ভোরর্দ্ধাসনাধ্যাসনস্য সখ্যস্য পাত্রং ইত্যন্ত্ব০ ॥ ১৮ ॥ অদ্বৈতবিদ্যালক্ষণস্যাঙ্কুশস্য তীক্ষ্ণয়া ধারয়া বশীকৃতোঽহঙ্কারলক্ষণো গজেন্দ্রো যেন তং। স্বশাস্ত্রমদ্বৈতশাস্ত্রং তল্লক্ষণে শঙ্কৌ স্থাণাবুজ্জ্বলসূত্রলক্ষণদামভি র্নিয়ন্ত্রিতমকৃত্রিমাণাং শ্রুতিলক্ষণগবাং সহস্রং যেন তং উ০ ॥ ১৯ ॥ তত্তাদৃশামত্যুজ্জ্বলকীর্ত্তিশালিনাং শিষ্যাণাং পংক্তিভিঃ সংশোভিতঃ পার্শ্বভাগো যস্য তম্। কটাক্ষেণাভিবীক্ষালক্ষণয়া অমৃতধারয়া নিবারিতোঽশেষজনানামাধ্যাত্মিকাদিরূপোঽনুতাপো যেন। তং নিবারিতঃ সর্ব্বোজনানুতাপো যেনেতি বা ॥ ২০ ॥ বাচংযমানাং নিয়ন্ত্রিতসর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মুনীনাং রাজানমশঙ্কিতমসম্ভাবিতং দর্শনং যস্য তং গুরূণামপি গুরুং বিলোক্য প্রহৃষ্টচেতাঃ স শঙ্করঃ শিষ্যগণৈঃ সংযুক্তঃ প্রত্যুদ্যযৌ ॥ ২১ ॥ অত্যাদরাচ্ছিষ্যগণৈঃ সহ প্রত্যুদ্গতোঽসৌ শঙ্করস্তস্য

তাদৃশ স্বকীয় পতি চন্দ্র বংশের বৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রমালাদিগকে "তোমাদের পতিবংশ বৃদ্ধি করিব" এইরূপে অনুনয় করিবার নিমিত্ত যেন উপস্থিত হইয়াছেন। যিনি সত্যের মূর্ত্তি সদৃশ, নির্ম্মল ও ছিদ্রপূর্ণ সপ্তবিংশতি মুক্তাদ্বারা খচিত অক্ষমালা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শার্দ্দূল চর্ম্ম ধারণ, ভস্মলেপন, জটাকলাপ, রুদ্রাক্ষমালা দ্বারা মহাদেবের সহিত অর্দ্ধাসনে বসিবার যিনি যথার্থ বন্ধুতার পাত্র। যিনি অদ্বৈত বিদ্যারূপ অঙ্কুশের তীক্ষ্ণধারে অহঙ্কার হস্তী বশীভূত করিয়াছেন; যিনি অদ্বৈতশাস্ত্ররূপ শঙ্কুতে (খোঁটাতে) উজ্জ্বল সূত্ররূপ রজ্জুদ্বারা অকৃত্রিম শ্রুতিরূপ গোসহস্র দমিত করিয়াছেন; উজ্জ্বল কীর্ত্তিশালী ও প্রশংসনীয় শিষ্য পংক্তিদ্বারা যাঁহার পার্শ্বভাগ সুশোভিত; যাঁহারা কটাক্ষ দর্শনরূপ অমৃত বর্ষণের প্রবাহদ্বারা আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুতাপ অথবা জনগণের সর্ব্ব অনুতাপ নিবারিত হইয়াছে; যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত করিয়াছেন সেই সমস্ত মুনিগণের যিনি নৃপতি, যাঁহার দর্শন পর্য্যন্ত অন্যের অসম্ভাবিত, শঙ্কর সেই গুরুর গুরু বেদব্যাসকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিতমনে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অভ্যর্থনার্থ গমন করিলেন। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১।

সহাসৌ প্রত্যুদ্গতস্তচ্চরণৌ প্রণম্য। যত্যগ্রগামী বিনয়ী প্রহৃষ্ট ইত্যব্রবীৎ সত্যবতীসুতং সঃ ॥ ॥ ২২ ॥ দ্বৈপায়ন স্বাগতমস্তু তুভ্যং দৃষ্ট্বা ভবন্তং চরিতা ময়ার্থাঃ। যুক্তং তদেতৎ ত্বয়ি সর্ব্বকালং পরোপকারব্রতদীক্ষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ মুনে পুরাণানি দশাষ্ট সাক্ষাচ্ছ্রুত্যর্থগর্ভাণি সুদুষ্করাণি।

ব্যাসস্ত চরণৌ প্রণম্য যত্যগ্রগামী বিনয়যুক্তঃ প্রহৃষ্টঃ স শ্রীশঙ্করঃ সত্যবতীপুত্রমিতীদমুবাচ ইন্দ্রবজ্রা ॥ ২২ ॥ যদুবাচ তদাহ হে দ্বৈপায়ন! স্বাগতং তুভ্যমস্ত ভবন্তং দৃষ্ট্বা ময়া সর্ব্বে পুমর্থা-শ্চরিতাস্তদেতদস্মদাদেঃ সর্ব্বার্থসম্পাদকত্বং ত্বয়ি যুক্তং। তত্র হেতুমাহ। সর্ব্বেষু কালেষু পরোপকারব্রতে দীক্ষিতত্বাৎ উ০ ॥২৩॥ পরোপকারব্রতিনা ত্বয়া কৃতস্ত লেশোঽপ্যন্যেন কর্ত্তুমশক্য ইত্যাশয়েনাহ। হে মুনে! ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ং। নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতং। ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনং। বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্ম্যঞ্চ ব্রহ্মা-

অতিশয় আদর সহকারে শিষ্যগণের সহিত অভ্যর্থনার্থ গমন করিয়া বেদব্যাসের চরণযুগলে প্রণামপূর্ব্বক যতিগণের অগ্রগণ্য, বিনয়ী, হৃষ্ট সেই শঙ্করাচার্য্য, সত্যবতীপুত্র বেদব্যাসকে বলিতে লাগিলেন। ২২।

হে দ্বৈপায়ন! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনাকে দেখিয়া আমার পুরুষার্থ সকল চরিতার্থ হইল। আমাদিগের সকল প্রকার পুরুষার্থের সম্পাদকতার ভার আপনাতেই উপযুক্ত। কারণ, আপনি চিরকালই পরোপকারে দীক্ষিত। ২৩।

হে মুনিবর! আপনি পরোপকারে ব্রতী হইয়া

কৃতানি পদ্যদ্বয়মত্র কর্ত্তুং কো নাম শক্নোতি সুসঙ্গতার্থং ॥ ২৪ ॥ বেদার্ণবং ব্যতিযুতং ব্যধধাশ্চতুর্ধা শাখাপ্রভেদনবশাদপি তান্ বিভক্তান্। মন্দাঃ কলৌ ক্ষিতিসুরা জনিতার এতে বেদান্ গ্রহীতুমলসা ইতি চিন্তয়িত্বা ॥২৫॥ এষ্যদ্ বিজানাসি

ণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষড়িত্যুক্তান্যষ্টাদশ পুরাণানি সাক্ষাচ্ছ্রুত্যর্থগর্ভাণ্যন্যৈঃ সুদুষ্করাণি ত্বয়া কৃতানি। তত্রাস্মিন্ লোকে সুসঙ্গতার্থং শ্লোকদ্বয়মপি কর্ত্তুং কঃ শক্নোতি বিষ০ ॥ ২৪ ॥ কিঞ্চ ব্যতিযুতং ব্যামিশ্রিতং বেদসমুদ্রং ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বলক্ষণৈশ্চতুর্ভিঃ প্রকারৈর্যুক্তং ত্বং ব্যধধাঃ কৃতবানসি। কলৌ মন্দপ্রজ্ঞা এতে ব্রাহ্মণা বেদান্ গ্রহীতুমলসা জনিতার উৎপৎস্যন্ত ইতি চিন্তয়িত্বা শাখাপ্রভেদনবশাদপি তান্ বেদান্ বিভক্তান্ ব্যধাঃ বিহিতবানসি বসন্ততিলকা ॥ ২৫ ॥ এষ্যৎ ভবিষ্যৎ বিজানাসি। তথা ভবন্তং বর্ত্তমানং গতমতীতঞ্চ সর্ব্বং জানাসি।

যে সকল কার্য্য করিয়াছেন অপরে তাহার কণামাত্র করিতেও সমর্থ নহে। আপনি ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, লৈঙ্গ, গারুড়, নারদীয়, ভাগবত, আগ্নেয়, স্কান্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বারাহ, মাৎস্য, কৌর্ম্ম্য, এবং ব্রহ্মাণ্ড এই বেদার্থগর্ভ, অপরের একান্ত দুষ্কর অষ্টাদশ খানি পুরাণ করিয়াছেন। কিন্তু এই জগতে পরস্পর অর্থ সঙ্গত দুইটী শ্লোক করিতেও কেহ সক্ষম হয় না। ।২৪।

বিশেষরূপে মিশ্রিত এই বেদসমুদ্র আপনি ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। "এবং কলিকালে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণগণ বেদ গ্রহণ করিতে অলস ও অক্ষম হইয়া উৎপন্ন হইবে" এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনি শাখাভেদপূর্ব্বক পুনরায় ঐ সকল বেদ বিভক্ত করিয়াছেন। ২৫।

ভবন্তমর্থং গতঞ্চ সর্ব্বং ন ন বেৎসি যত্তৎ। নো-চেৎ কথং ভূতভবন্তবিষ্যৎকথাপ্রবন্ধান্ রচয়েরজানন্ ॥২৬॥ আভাসযন্নন্তরমঙ্গমাঙ্কাং স্থূলঞ্চ সূক্ষ্মং বহিরন্তরঞ্চ। অপানুদন্ ভারতশীতরশ্মি রভূদপূর্ব্বো ভগবৎপয়োধেঃ ॥২৭॥ বেদাঃ ষড়ঙ্গং নিখিলঞ্চ শাস্ত্রং মহান্ মহাভারতবারিরাশিঃ। ত্বত্তঃ পুরাণানি চ সম্বভূবুঃ সর্ব্বং ত্বদীয়ং খলু বাঙ্ময়াখ্যং ॥২৮॥ দ্বীপে কচিৎ সমুদয়ন্ তমেব ধাম শাখাসহস্রসচিবং শুকসেব্যমানঃ। উল্লাসয়ত্যহহ যস্তিলকো মুনীনামুচ্চৈঃফলানি সুদৃশাং নিজপাদভাজাম্ ॥২৯॥ ধৎসে

যত্ত্বং ন বেৎসি ন জানাসি তন্নাস্তোব। নো চেৎ যদি নৈবজানাসি তর্হ্যজানম্ ভূতভবদ্ভবিষ্যৎকথাপ্রবন্ধান্ কথং রচয়েঃ কথং রচিতবানসি আখ্যানকীবৃত্তম্ ॥ ২৬ ॥ অন্তরমঙ্গং সর্ব্বান্তরমাত্মানমষ্টমূর্ত্তিশিবাবয়বং তচ্ছরীরং বা ভাসয়ন্ স্থূলং কার্য্যং সূক্ষ্মং কারণং বহি র্জগন্মিথ্যাত্মাজ্ঞানমন্তরং প্রত্যগভিন্নপরমাত্মাজ্ঞানমাঙ্কাং তমোহপানুদন্ ভারতলক্ষণোহপূর্ব্বশ্চন্দ্রো ভগবৎপয়োধেস্তত্তঃ ক্ষীরসমুদ্রাদভূৎ। প্রসিদ্ধচন্দ্রস্ত বাহ্যং শিবশরীরং-তচ্ছিরোলক্ষণাবয়বং বা প্রকাশয়ন্ স্থূলং বাহ্যং তমো নাশযতি যদ্বা বহিঃ স্থূলং কার্য্যরূপমন্তরং সূক্ষ্মং কারণরূপং। অথবা স্থূলমর্থাজ্ঞানং সূক্ষ্মং ধর্ম্মাজ্ঞানং বহিঃ কামাজ্ঞানমন্তরং মোক্ষাজ্ঞানমিত্যর্থঃ উং ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ দ্বৈপায়ননিরুক্তিং বৃক্ষরূপকেণাহ। তমেব ধাম সত্যস্বপ্রকাশরূপং পরব্রহ্মৈব কচিদ্দ্বীপে সমুদয়ন্ বেদশাখানাং সহস্রং সচিবো যস্ত। শুকেন সেব্যমানঃ কল্পবৃক্ষরূপী যো মুনীনাং তিলকঃ সুদৃষ্টীনাং স্বীয়চরণভাজামুচ্চৈঃফলানি উৎকৃষ্টানি মোক্ষাদিরূপাণি ফলান্যুল্লাসয়তি। অহহেত্যত্যাশ্চর্য্যেতি প্রসিদ্ধৌ বা সত্যং তদ্ তংধামৈবেতি

আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই সমুদয়ই অবগত আছেন। আপনি যাহা অবগত নহেন তাহা জগতে কিছুই নাই। আপনি যদি না জানিবেন, তবে কিরূপে এইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কথার প্রবন্ধ সকল রচনা করিলেন। ২৬।

সকলের অন্তরাত্মা, অষ্টমূর্ত্তিধারী শিবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রদীপ্ত করিয়া স্থূল (কার্য্য) সূক্ষ্ম (কারণ) বাহ্য জগৎ মিথ্যা বা নয়নন্তর,জগৎ (প্রত্যেক পদার্থ স্থিত পরমাত্মাকে না জানা) তম (অজ্ঞান) এই সমস্ত অপনোদন করিয়া ক্ষীরসমুদ্রের তুল্য আপনার দেহ হইতে মহাভারতরূপ সুধাংশু উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু জগতের প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা বাহ্য শিবশরীর ও তাঁহার মস্তক প্রকাশিত করিয়া কেবল স্থূল ও বাহ্য তমোনাশ করিয়া থাকে মাত্র। ২৭।

বেদ সকল, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ সকল, অন্যান্য অখিল শাস্ত্র সকল এবং মহাভারতরূপ মহৎ সমুদ্র, এবং ব্রহ্মপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ সকল এই সমস্তই আপনা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করা হইয়াছে যে, এই জগতে সমস্তই আপনার বাক্যমাত্র বিদ্যমান। ২৮।

আহা! ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেরূপ কোন এক দ্বীপজাত বিবিধ শাখাপল্লবশোভিত,শুকপক্ষি-সেবিত বৃক্ষ,মূলদেশাগত লোকদিগকে ফলদানে উল্লাসিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কোন এক দ্বীপে সত্য ও স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম প্রকাশিত করাতে আপনিও দ্বৈপায়ন। এবং সহস্র সহস্র বেদশাখা আপনার অমাত্য, ও স্বীয় পুত্র শুকদেব সর্ব্বদা সেই বৃক্ষকে (আপনাকে) সেবা করিয়া

সদার্ত্তিশমনায় হৃদা গিরীশং গোপায়সেঽধিবদনঞ্চ চিরন্তনী র্গাঃ। দূরীকরোষি নরকঞ্চ দয়ার্দ্রদৃষ্ট্যা কস্তে গুণান্ গদিতুমদ্ভুতকৃষ্ণ শক্তঃ ॥৩০॥ যমামনন্তি শ্রুতয়ঃ পদার্থং ন সন্ন বা সন্ন বহির্ন চান্তঃ। স সচ্চিদানন্দ ঘনঃ পরাত্মা নারায়ণস্ত্বং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ॥ ৩১ ॥ ইতি স্তুতস্তেন যথাবিধানমাসেদিবান্ বিষ্ট-

বা ইত্র্য॰ ॥ ২৯ ॥ হে অদ্ভুতকৃষ্ণ! তে গুণান্ বক্তুং কঃ শক্তো ন কোঽপি সমর্থঃ। অদ্ভুতত্বমাহ সর্ব্বেষামার্ত্তিশমনায় গিরীশং মহাদেবং সদৈব হৃদা ধৎসে স তু গোপাদীনামেবার্ত্তিশান্তয়ে গোবর্দ্ধনসংজ্ঞং পর্ব্বতং সপ্তদিনং হস্তেন ধৃতবান্। পুনশ্চ চিরন্তনী র্গাঃ শ্রুতীরধিবদনং মুখে পালয়সি। স তু প্রসিদ্ধাঃ নবীনা গা বনে পালিতবান্ পুনশ্চ দয়ার্দ্র দৃষ্ট্যৈব নরকং দূরীকরোষি। স তু যুদ্ধে নরকাসুরং দূরীকৃতবান্। অতস্ত্বমদ্ভুতকৃষ্ণস্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ কিং বহুনা সর্ব্বশ্রুতিপ্রতিপাদ্যঃ পরমাত্মা ত্বমেবেত্যাহ। যমিতি। নাসদসীন্নো সদাসীৎ। অনন্তরমবাহ্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি শ্রুতয়ো যং তত্ত্বংপদয়ো র্লক্ষ্যার্থমামনন্তি স কারণাদিবিলক্ষণঃ সচ্চিদানন্দঘনঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরমাত্মা নারায়ণস্ত্বমেব। নরশব্দেন স্থাবরজঙ্গমাত্মকং শরীরজাতমুচ্যতে তত্র নিত্যসন্নিহিতাশ্চিদাভাসা জীবা নরা ইতি নিরুচ্য তেষাময়নমাশ্রয়োঽধিষ্ঠানং নারায়ণঃ পূর্ণত্বাৎ পুরুষোঽভিব্রহ্ম্যাদিবিকারশূন্যত্বেন নির্ব্বিকারত্বাৎ পুরাণঃ। যদ্বা যং তত্ত্বংপদয়ো র্বাচ্যার্থং লক্ষ্যার্থঞ্চামনন্তীত্যর্থঃ। তত্র পরমাত্মেত্যন্তং লক্ষ্যার্থপ্রতিপাদনং নারায়ণঃ সর্ব্বান্তর্যামী তৎপদবাচ্যার্থঃ। পুরি শয়নাৎ পুরুষস্ত্বংপদবাচ্যঃ পুরাণত্বমনাদিত্বমুভয়ো র্বিশেষণং উ॰ ॥ ৩১ ॥ ইত্যেবং প্রকা-

থাকেন। অপিচ যাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত, যাঁহারা আপনার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আপনি উৎকৃষ্ট মোক্ষাদিরূপ ফলদানে উল্লাসিত করিয়া থাকেন। ২৯।

হে অদ্ভুতকৃষ্ণ! আপনার গুণ সকল প্রকাশ করিতে কেহই সক্ষম নহে। অদ্ভুতের কার্য্য এই— আপনি সকলের মানসিক পীড়া দমন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই হৃদয়দ্বারা (গিরীশ) মহাদেবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ কেবল গোপীদিগের দুঃখ নিবারণের জন্য সাতদিন (গিরীশ) গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। আপনি পুরাতন গো (বাক্য অর্থাৎ বেদ সকল) মুখে পালন করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ নব্য গাভি সকল বনে পালন করিতেন মাত্র। আপনি দয়ার্দ্র চক্ষে দর্শন করিবামাত্র নরক যাতনা দূর করিয়া দেন, কিন্তু কৃষ্ণ ঘোর যুদ্ধ করিয়া নরকাসুরকে দূর করিয়া দিয়া ছিলেন। অতএব এই সমস্ত কারণে ও লক্ষণে আপনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইয়াও কৃষ্ণ অপেক্ষা অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ৩০।

অধিক আর কি বলিব, আপনিই সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য ও একমাত্র পরমাত্মা। "নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ অনন্তরমবাহ্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘনঃ" ইত্যাদি শ্রুতি সকল যাঁহাকে তৎ ও ত্বং পদার্থের লক্ষ্যার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেই কার্য্যকারণ হইতে অতিরিক্ত, সৎ, চিৎ ও আনন্দঘন, পুরাতন পুরুষ, পরমাত্মা এবং আপনিই সেই নারায়ণ। এইস্থলে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত শরীর নরশব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ঐ শরীরে নিত্য সন্নিহিত চিৎপদার্থের

রমাত্মনিষ্ঠঃ। দ্বৈপায়নঃ প্রশ্রয়নম্রপূর্ব্বকায়ং যতী-শানমিদং বভাষে॥৩২॥ ত্বমস্মদাদেঃ পদবীং গতোঽভূরখণ্ডপাণ্ডিত্যমবোধয়ং তে শুকার্ভবৎ প্রীতিকরোঽসি বিদ্বন্ পুরেব শিষ্যৈঃ সহ মা ভ্রমীস্ত্বম্॥ ৩৩॥ কৃতং ত্বয়া ভাষ্যমিতীন্দুমৌলেঃ সভাঙ্কনেঃসিদ্ধমুখান্নিশম্য হৃদা প্রহৃষ্টেন দিদৃক্ষয়া তে দৃগধ্বনীনঃ প্রশমিন্নভূবম্॥ ৩৪॥ ইত্থং মুনীন্দুবচনশ্রবণোত্থহর্ষং রোমাঞ্চপূরমিষতো বহিরুৎপ্লবন্তম্। বিভ্রন্ত-

রেণ তেন শ্রীশঙ্করেণ স্তুতঃ আত্মনিষ্ঠো দ্বৈপায়নো বেদব্যাসো যথাবিধানমাসন আসেদিবান্ উপবিষ্টবান্। বিভাষায়াং সদস্বস্রুব ইতি কসুঃ। প্রশ্রয়েণ নম্রঃ পূর্ব্বকার্য্যোঽগ্রভাগো যস্য তং যতী-শমিদং বক্ষ্যমাণমুবাচ॥৩২॥ যদুবাচ তদাহ অস্মদাদেঃ পদবীং ত্বং গতোঽভূঃ পূর্ব্বমেব প্রাপ্তঃ। তেঽখণ্ডপাণ্ডিত্যমবোধমং জ্ঞাতবানস্মি। স্বপুত্রবৎ প্রীতিকরোঽসি যতো বিদ্বন্ তস্মাদক্কং বা দায়াগত ইতি শিষ্যৈঃ সহ ত্বং পূর্ব্বং যথা ভ্রমং প্রাপ্তস্তথা মাভ্রমীঃ ভ্রমং মা গাঃ উ০॥৩৩॥ ত্বয়া ভাষ্যংকৃতমিতি শিবস্য সবন্ধী সভাঙ্কনেসংজ্ঞঃ সিদ্ধস্তস্য মুখাচ্ছ্রুত্বা প্রহৃষ্টেন হৃদা তব দর্শনেচ্ছয়া হে প্রশমিন্ তে নেত্রপথচরোঽহং জাতোঽস্মি॥ ৩৪॥ এবম্ভূতস্য মুনীন্দ্রস্য বেদব্যাস্য বচনস্য শ্রবণাদুত্থিতরোমাঞ্চপূরব্যা-

আভাসস্বরূপ জীবের অয়ন, আশ্রয় অর্থাৎ অধিষ্ঠানকে নারায়ণ কহে। আপনি পূর্ণ বলিয়া পুরুষ, বৃদ্ধিক্ষয় ইত্যাদি শারীরিক যাবতীয় বিকারশূন্য বলিয়া নির্ব্বিকার বা পুরাণ। অথবা যাঁহাকে তৎ পদার্থ ও ত্বং পদার্থের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে সেই পরমাত্মাই লক্ষ্যার্থের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী নারায়ণ তৎপদার্থের বাচ্যার্থ। পুরি অর্থাৎ শরীরে যিনি শয়ন করেন তাঁহার নাম পুরুষ, তিনিই এইস্থানে ত্বংপদার্থের বাচ্যার্থ। ৩১।

এই প্রকার শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আত্মনিষ্ঠ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যথাবিধানে আসনে উপবেশন করিলেন এবং বিনয়াবনত যতীশ্বরকে বলিতে লাগিলেন। ৩২।

তুমি আমাদের পথ প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তোমার অখণ্ডিত পাণ্ডিত্য আমি জানিতে পারিয়াছি। তুমি আমার পুত্র শুকের তুল্য প্রীতিজনক হইয়াছ। হে বিজ্ঞ! "এই ব্যক্তি আমার সহিত বিবাদ করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছে" তুমি পূর্ব্বে যেরূপ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলে, সেই ভ্রমে আর কদাচ পতিত হইওনা। ৩৩।

"তুমি ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছ" ইহা আমি শিবের পারিষদ সভাঙ্কনেনামক এক ব্যক্তি সিদ্ধপুরুষের মুখে শ্রবণ করিয়া প্রমোদিত মানসে তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া হে শমগুণাবলম্বিন্! তোমার নেত্রপথে পতিত হইয়াছি। ৩৪।

এইরূপে মুনিবর বেদব্যাসের বচন শ্রবণে রোমাঞ্চচ্ছলে যেন লম্ফন দিয়া হৃদয় হইতে বহিরাগত হর্ষ ধারণ করিয়া শুকাচার্য্যের মতরূপ সাগর বৃদ্ধি করিতে পূর্ণচন্দ্রের তুল্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য, তৎকালে

মভ্রকচিমাখাদদভ্রশক্তিং শ্রীশঙ্করঃ শুকমতার্ণব-পূর্ণচন্দ্রঃ ॥ ৩৫ ॥ সুমন্তুপৈলপ্রথমা মুনীন্দ্রা মহানুভাবা ননু যস্য শিষ্যাঃ। তৃণাল্লঘীয়ানপি তত্র কোঽহং তথাপি কারুণ্যমদর্শি দীনে ॥৩৬॥ সোঽহং সমস্তার্থ বিবেচকস্য কৃত্বা ভবৎসূত্রসহস্ররশ্মেঃ। ভাষ্যপ্রদীপেণ মহর্ষিমান্য! নীরাজনং ধৃষ্টতয়া ন

প্রেম বহিরুৎপ্লুতা গচ্ছন্তং হর্ষং ধারয়ন্ শুকাচার্যমতলক্ষণসমুদ্রপ্রবর্দ্ধনে পূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করো নবমেঘকান্তিমনল্পশক্তিং তং শ্রীব্যাসমাখ্যাৎ প্রোক্তবান্ ব০ ॥৩৫॥ তদ্বাক্যমুদাহরতি ত্রিভিঃ। সুমন্তুপৈলবৈশম্পায়নাদ্যা মুনীন্দ্রা মহানুভাবঃ প্রভাবো যেষাং তে। ননু যস্য তে শিষ্যাস্তস্মিং ত্বয়ি তৃণাদপ্যতিশয়েন লঘুভূতোঽহং কঃ যদ্যপ্যেবং তথাপি দীনে ময়ি কারুণ্যং দর্শিতবানসি উপে০ ॥ ৩৬ ॥ সোঽহং লঘীয়ানপি তব কারুণ্যপাত্রত্বাৎ গতঃ সর্বেষামুপনিষদ্গতানামর্থানাং বিবেচকস্যায়মত্রা-

নবমেঘকান্তি ও অনল্প শক্তি সম্পন্ন শ্রীবেদব্যাসকে বলিতে লাগিলেন। ৩৫।

সুমন্তু, পৈল ও বৈশম্পায়ন প্রভৃতি মহানুভাব মুনিগণ আপনার শিষ্য তাহাদের সহিত তুলনা করিলে আপনার পক্ষে তৃণ অপেক্ষাও লঘুচেতা এই শঙ্কর অতি সামান্য মাত্র। তথাপি দীন ও অভাজন এই শঙ্করের উপর আপনি করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩৬।

কারণ, আমি তৃণ অপেক্ষা লঘু হইয়াও আপনার অনুকম্পার পাত্র হইয়াছি। সমস্ত উপনিষদের মধ্যস্থিত অর্থ সমূহের "এই অর্থ এই স্থানে অভিপ্রেত, এই অর্থ অভিপ্রেত নহে" এইরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক পথ প্রদর্শক, ভবদীয় সূত্ররূপ সূর্য্যদেবের আমার ভাষ্যরূপ প্রদীপদ্বারা আরাত্রিক (আরতি)

লজ্জে ॥ ৩৭ ॥ অকারি যৎ সাহসমাত্মবুদ্ধ্যা ভবৎপ্রশিষ্যব্যপদেশভাজা। বিচার্য্য তৎ সূক্তিচুরুক্তিজাল মর্হঃ সমীকর্ত্তুমিদং কৃপালুঃ ॥ ৩৮ ॥ ইত্থং নিগদ্যোপরতস্য হস্তে হস্তদ্বয়েনাদরতঃ স ভাষ্যং।

ভিপ্রেতোঽয়ং নেতি বিবিচ্য প্রদর্শকস্য ভবদীয়সূত্রলক্ষণস্য সহস্রকিরণস্য সূর্য্যস্য ভাষ্যলক্ষণেন প্রদীপেন নীরাজনমারার্ত্তিকং কৃত্বা হে মহর্ষি! মান্য ধার্ষ্ট্যেন ন লজ্জে ইন্দ্র০ ॥৩৭॥ যদ্যপ্যেবং তথা সবিতা স্বীকরোতি তথা ভবৎ সূত্রেণ স্বীকৃতত্বাম্মৎকৃতং ভাষ্যং ত্বং শোধয়িতুমর্হসীত্যাশয়েনাহ। ভবৎপ্রশিষ্যব্যপদেশপাত্রেণ ময়া যৎ সাহসং স্ববুদ্ধ্যা কৃতং তদ্বিচার্য্য সূক্তিজালমিদং সমং কর্ত্তুং কৃপালুস্ত্বং যোগ্যোঽসি উ০ ॥ ৩৮ ॥ ইত্থমুক্তোপরতস্য শ্রীশঙ্করস্য হস্তাৎ স বেদব্যাস আদরেণ হস্তদ্বয়েন ভাষ্যমাদাসৌ ব্যাসঃ প্রদাদগাম্ভীর্য্যগুণৈ রভি রামং

করিয়া হে মহর্ষি জনের মাননীয়! ধৃষ্টতাবশতঃ এখন আমি লজ্জিত হই নাই। ৩৭।

যেরূপ ভক্তিযোগে সূর্য্যের উদ্দেশে নীরাজনা (আরতি) করিলে সূর্য্যদেব তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনার সূত্র যখন স্বীকার করিয়া লইয়াছি তখন, আপনি মৎকৃত ভাষ্য শোধন করিবার উপযুক্ত পাত্র। আপনার প্রশিষ্য ছলে আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে যাহা সাহস করিয়াছি, আপনি দয়ালু সুতরাং আপনি বিচার করিয়া সেই সমস্ত ভাষ্য বচন সমান করিয়া দিলে আমি কৃতার্থ হই। ৩৮।

এই কথা বলিয়া শঙ্করাচার্য্য মৌনাবলম্বন করিলে বেদব্যাস শঙ্করের হস্ত হইতে আদরপূর্ব্বক দুই হস্ত দিয়া ভাষ্য গ্রহণ করিয়া লইলেন। এবং

আদায় সর্ব্বত্র নিরৈক্ষতাসৌ প্রসাদগাম্ভীর্য্যগুণাভিরামং ॥ ৩৯ ॥ সূত্রানুকারিমৃদুবাক্যনিবেদিতার্থং স্বীয়ৈঃ পদৈঃ সহ নিরাকৃতপূর্ব্বপক্ষম্। সিদ্ধান্তযুক্তবিনিবেশিততৎস্বরূপং দৃষ্ট্বাভিনন্দ্য পরিতোষবশাদবোচৎ ॥ ৪০ ॥ ন সাহসং তাত! ভবানকার্ষীদ্ যৎ সূত্রভাষ্যং গুরুণা বিনীতঃ। বিচার্য্যতাং সূক্তদুরুক্তমত্রেত্যেতন্মহৎ সাহসমিত্যবৈমি ॥ ॥ ৪১ ॥ মীমাংসকানামপি মুখ্যভূতো বেথাখিলব্যাকরণানি বিদ্বন্! । বিনিঃসরেত্তে বদনাদ যতীন্দ্রো গোবিন্দশিষ্যস্য কথং দুরুক্তং ॥ ৪২॥ ন প্রাকৃতস্ত্বং সকলার্থদর্শী মহানুভাবঃ পুরুষোঽসি কশ্চিৎ। যো ব্রহ্মচর্য্যাদ্ বিষয়ান্নিবার্য্য পর্য্যব্রজঃ সূর্য্য ইবান্ধকারান্ ॥ ৪৩ ॥ বহ্বর্থগর্ভাণি লঘূণি যানি নিগূঢ়-

সর্ব্বত্র সম্যক্ বিচারপূর্ব্বকং দৃষ্টবান্ ॥ ৩৯ ॥ পুনস্তদ্বিশিনষ্টি সূত্রানুসারিভির্মৃদুবাক্যৈ নির্বেদিতোঽর্থো যেন স্বীয়ৈঃ পদৈঃ নিরাকৃতাঃ পূর্ব্বপক্ষা যেন সিদ্ধান্তযুক্তিভির্ব্বিনিবেশিতং তস্য সিদ্ধান্তস্য স্বরূপং যত্র তথাভূতং ভাষ্যং স দেবব্যাসো দৃষ্ট্বাঽভিনন্দ্য পরিতোষবশাদবোচদুক্তবান্ ৷৪০॥ ৪০॥ গুরুণা বিনীতো ভবান্ যৎ সূত্রভাষ্যমকৃত তৎ সাহসং ন কৃতবান্। সূক্তদুরুক্তমত্র বিচার্য্যতামিত্যেতন্মহৎ সাহসমিত্যবৈমি জানামি বিপ০ ॥৪১॥ তত্র হেতুমাহ মীমাংসকানামপীতি বেথ জানাসি উ০ ॥ ৪২ ॥ কিঞ্চ ন প্রাকৃতস্ত্বং কিন্তু সর্ব্বার্থদর্শী কশ্চিন্মহানুভাবঃ পুরুষোঽসি তত্র হেতুমাহ য ইতি। পর্য্যব্রজঃ সংন্যাসং কৃতবান্ অনায়াসেন বিষয়নিবারণে দৃষ্টান্তো যথা সূর্য্যোঽন্ধকারান্নিবার্য্য গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৪৩ ॥ মৎসূত্রভাষ্যকরণাদপি ত্বং

প্রসাদ ও গাম্ভীর্য্য গুণযুক্ত ও রমণীয় ভাষ্যের সম্যক্ রূপে বিচার করিয়া সমালোচন করিতে লাগিলেন। ৩৯।

সূত্রানুযায়ী মৃদুমধুর বচনদ্বারা যাহার অর্থ সকল প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে; যে ভাষ্য স্বকীয় পদদ্বারা পূর্ব্ব পক্ষ সকল নিরাকরণ করিয়াছে; যে ভাষ্য সিদ্ধান্ত যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্তের প্রকৃত স্বরূপ সন্নিবেশিত করিয়াছে, বেদব্যাস সেই ভাষ্য দেখিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন। ৪০।

তুমি উৎকৃষ্ট গুরুর নিকটে শিক্ষিত হইয়া যে সূত্রের ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছ তাহাতে তুমি সাহস প্রকাশ কর নাই। "ভাষ্যের সূক্ত অর্থাৎ সুবচনের দুরুক্ত অর্থাৎ কষ্টকর কঠিন বাক্য সকল বিচার কর" ইহাই যে তোমার মহৎ সাহস, তাহা জানিতে পারিয়াছি। ৪১।

জগতে যত প্রকার মীমাংসক আছে তন্মধ্যে তুমি সকলের প্রধান। অতএব হে বিজ্ঞ! তুমি সকল ব্যাখ্যাই জানিতে পারিয়াছ। অধিক কি গোবিন্দনাথের শিষ্যমুখ হইতে যাহা বিনিঃসৃত হয় তাহা কি করিয়া দুরুক্ত অর্থাৎ ভাষ্যের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বাক্য হইবে। ৪২।

তুমি কখনই হরি কিম্বা গোপালের তুল্য প্রাকৃত মনুষ্য নও। কিন্তু তুমি যে সর্ব্বার্থদর্শী কোন এক মহানুভাব পুরুষ তাহাতে সংশয় নাই। দিবাকর যেরূপ অন্ধকার দলন করিয়া ভ্রমণ করিয়া

ভাবানি চ মৎকৃতানি। তান্যেব নিপুণং বিরহয্য নাস্তি যস্তানি সম্যগ্ বিবরীতুমীষ্টে ॥ ৪৪ ॥ নিসর্গদুর্জ্ঞা-নতমানি কো বা সূত্রাণ্যলং বেদিতুমর্থতঃ সন্। ক্লেশস্তু তাবান্ বিবরীতুরেষাং যাবান্ প্রণেতু র্বিবুধ বদন্তি ॥ ৪৫ ॥ ভাবং মদীয়মববুদ্ধ্য যথাবদেবং

প্রাকৃতো ন ভবসীত্যাশয়েনাহ। বহবোঽর্থা গর্ভে যেষাং নিগূঢ়ো ভাবো যেষাং পুনশ্চ লঘূনি মৎকৃতানি যানি সূত্রাণি তানি ত্বাং বিহায় এবংপ্রকারেণ সম্যক্ যো বিবরীতুং বিবরণং কর্ত্তুং সমর্থঃ নাস্তি ॥ ৪৪ ॥ কিঞ্চ সূত্রকৃৎপরিশ্রমতুল্য এবৈষাং ব্যাখ্যাতুঃ পরিশ্রম ইতি দেবাঃ পণ্ডিতাশ্চ বদন্তীত্যাহ। নিসর্গাৎ স্বভাবাদেবাতিশয়েন দুর্জ্ঞানানি সূত্রাণি যথাভূতার্থতো জ্ঞাতুং কো বাঽলং ন কোঽপি সমর্থঃ। হে সন্ বক্ত এষাং সূত্রাণাং প্রণেতু র্যাবান্ ক্লেশস্তাবানেবৈষাং বিবরণকর্ত্তুঃ ক্লেশ ইতি বিশেষজ্ঞা দেবাশ্চ বদন্তি ॥ ৪৫ ॥ এবং যথা ত্বয়া

থাকে, সেইরূপ তুমি অনায়াসে বিষয় সকল পরি-ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য বশতঃ সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ। ৪৩।

তুমি আমার সূত্রভাষ্য করিয়াছ বলিয়া যে অসা-ধারণ হইয়াছ তাহা নহে। কারণ—যাহার গর্ভে বহু অর্থ বিদ্যমান; যাহাদের ভাব সকল নিগূঢ় এবং লঘু, ঈদৃশ মৎকৃত সূত্র সকলের তুমি ব্যতীত এইরূপ ভাষ্য করিতে সমর্থ হয় এরূপ লোক আর কেহই বিদ্যমান নাই। ৪৪।

আমার রচিত সূত্র সকল স্বভাবতই অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। সুতরাং যথার্থরূপে সেই সকল সূত্রের তাৎপর্য্য জানিতে কেহই সমর্থ নহে। হে পণ্ডিত-বর! গ্রন্থকারের এই সমস্ত সূত্র নির্ম্মাণ করিতে যে

ভাষ্যং প্রণেতুমনলং ভগবানপীশঃ। সাংখ্যাদিনা-মথয়িতুং শ্রুতিমূর্দ্ধবর্ত্মোদ্ধর্তুং কথং পরশিবাংশ-মৃতে প্রভুঃ স্যাৎ ॥ ৪৬ ॥ রোষানুষঙ্গকলয়াপি সুদূরমুক্তো ধ্বংসেঽধিমানসমহো সকলাঃ কলাশ্চ।

মদীয়ো ভাবো বুদ্ধস্তথা তং যথাবদবিজ্ঞায় ঐশ্বর্য্যযুক্তোঽপি কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থোঽপি কশ্চিদ্ভাষ্যং প্রণেতুমলং সমর্থো ন ভবতি যথাবদেবং ভাষ্যমিতি বা। যত্ত এবমতঃ পর-শিবাংশং বিনা সাংখ্যাদিনা বিপরীতভাবং প্রাপিতং বেদান্তমা-র্গমুদ্ধর্ত্তুং কথং প্রভুঃ সমর্থঃ স্যাদিত্যর্থঃ। বস° ॥৪৬॥ যত্তু ধ্বংস ইত্যাদ্যুক্তং তত্রাহ অদ্ভুতশঙ্করস্ত্বং বর্ণয়িতুং ন শক্যোঽদ্ভুতত্বং দর্শয়তি। রোষস্য সম্বন্ধক্লেশেনাপি রহিতঃ স তু রোষানুষ-ঙ্গেণ মুক্তো ন ভবতি। এবম্ভূতোঽপ্যধিমানসং মনসি সকলা অপি কলা ধ্বংসে স তু শিরস্যেকামেব শশিকলাং বিভর্ত্তি। পুনশ্চ

পরিমাণে ক্লেশ হইয়াছে, এই সমস্ত সূত্রের বিবরণ কর্ত্তা অর্থাৎ ভাষ্যকারেরও যে সেই পরিমাণে পরি শ্রম হইয়াছে, ইহা দেবতা ও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। ৪৫।

যেরূপে তুমি আমার আশয় জানিতে পারিয়া এইরূপ ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছ, তদ্রূপ ভগবান্ ঈশ্বরও যথার্থ রূপে আমার ভাব না জানিয়া ভাষ্য করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। সাংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্র দ্বারা বৈপরীত্য প্রাপ্ত বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্ধার করিতে পরম শিবের অংশ ব্যতীত আর কেহই সক্ষম নহে। ৪৬।

"তুমি যে পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছ" হৃদয়দ্বারা মহাদেবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহার উত্তর এই—সকলে সেই শঙ্করের বর্ণনা করিতে পারে কিন্তু অদ্ভুত শঙ্করের (তোমার) বর্ণনা করিতে কিছুতেই পারা যায় না। কারণ (তোমাতে) রোষের

সর্ব্বাত্মনা গিরিজয়োপহিতস্বরূপঃ শক্যো ন বর্ণয়িতুমদ্ভুতশঙ্করস্তং ॥ ৪৭ ॥ ব্যাখ্যাত্‌হ্যসংখ্যৈঃ কবিভিঃ পুরৈতদ্ ব্যাখ্যাস্যতে কৈশ্চিদিতঃ পরঞ্চ। ভবানিবাস্মদ্ধৃদয়ং কিমেতে সর্ব্বজ্ঞ! বিজ্ঞাতুমলং

সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বাত্মভাবেন গিরিজয়া বেদান্তবাচি জাতয়া ব্রহ্মবিদ্যালক্ষণয়া পার্ব্বত্যা যুক্তং স্বরূপং যস্য। স তুর্দ্ধশরীরেণ পার্ব্বত্যা যুক্তস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ যদুক্তং লজ্জাসম্পাদকং কর্ম্ম কৃত্বাপি ধৃষ্টতয়া অহং ন লজ্জে ইতি তত্রাহ পূর্ব্বমেতস্মদীয়ং সূত্রজাতমসংখ্যাতৈঃ কবিভি র্ব্যাখ্যাতং ইতঃ পরঞ্চ কৈশ্চিৎ কবিভিরেতদ্ ব্যাখ্যাস্যতে পরন্তু ভবানিব নিগূঢ়মস্মদভিপ্রায়ং বিজ্ঞাতুং কিমেতে ব্যাখ্যাতারোঽলং সমর্থা নৈব শক্তাঃ সর্ব্বজ্ঞস্য

সম্বন্ধ মাত্র দেখা যায় না। কিন্তু যথার্থ শঙ্কর কোপ ত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। তথাপি তুমি একমাত্র মনে সকল কলা (শাস্ত্র) ধারণ করিতেছ; তিনি কেবল (মস্তকে) এক শশিকলা ধারণ করিয়া থাকেন। এবং সর্ব্ব প্রকার গিরি (অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যে) জয়া অর্থাৎ জাত ব্রহ্মবিদ্যারূপ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক তোমার স্বরূপ যুক্ত হইয়াছে, কিন্তু যথার্থ মহাদেব অর্দ্ধ শরীর দ্বারা কেবল গিরিজা অর্থাৎ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক যুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ প্রসিদ্ধ মহাদেব হইতে তোমার চরিত্র ও শক্তি অদ্ভুত। ৪৭।

"তুমি যে পূর্ব্বে বলিয়াছ, আমি লজ্জাজনক কার্য্য করিয়া ও ধৃষ্টতা বশতঃ লজ্জিত হই না কেন?" তাহার উত্তর এই—পূর্ব্বে অসংখ্য পণ্ডিতগণ আমার এই সূত্র সকল ব্যাখ্যা করিয়া-

নিগূঢ়ং ॥৪৮॥ ব্যাখ্যাহি ভূয়ো নিগমান্তবিদ্যাং বিভেদবাদান্ বিদুষো বিজিত্য। গ্রন্থান্ ভুবি খ্যাপয় সানুবন্ধানহং গমিষ্যামি যথাভিলাষম্ ॥ ৪৯ ॥ ইত্যুক্তবন্তং তমসাববোচৎ কৃতানি ভাষ্যাণ্যপি

তবৈবৈতদ্বিজ্ঞানে শক্তি র্ন ত্বন্যস্যাল্পজ্ঞস্যেত্যাশয়বানাহ। হে সর্ব্বজ্ঞেতি উ০ ॥ ৪৮ ॥ এবং সূত্রভাষ্যং স্তুত্বা শ্রুতিভাষ্যকরণাদৌ প্রেরয়ন্ স্বগমনমামন্ত্রয়তি ব্যাখ্যাহীতি। বেদান্তবিদ্যামুপনিষদং বিভেদ বাদান্ পণ্ডিতান্ বিজিত্য বিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনাধিকার্য্যাখ্যানুবন্ধযুক্তান্ আখ্যাপয় উ০ ॥৪৯॥ ইত্যুক্তবন্তং তং শ্রীব্যাসমুনৌ শ্রীশঙ্করোঽবোচৎ অবদৎ। তদাজ্ঞা ময়া

ছিলেন। এবং ইহার পর ও অসংখ্য পণ্ডিতগণ এই সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিবেন। কিন্তু হে সর্ব্বজ্ঞ! আমার নিগূঢ় অভিপ্রায় জানিতে তোমার তুল্য কি এই সমস্ত ভাষ্যকারগণ সমর্থ হইবে? তুমি সর্ব্বজ্ঞ সুতরাং তোমারই এই বিষয় জানিতে শক্তি আছে, অন্য কোন অল্পজ্ঞানীর শক্তি নাই। ৪৮।

এইরূপে সূত্রভাষ্যের স্তব করিয়া শ্রুতিভাষ্য করিতে শঙ্করকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং আপনার গমনের কথা বলিয়া দিলেন। তুমি পুনর্ব্বার বেদান্তবিদ্যার ব্যাখ্যা কর। পণ্ডিতদিগকে জয় করিয়া তর্করাদ সকল খণ্ডন করিতে পারিবে। বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী নামক অনুবন্ধযুক্ত গ্রন্থ সকল পৃথিবীতলে প্রকাশ কর। আমার এক্ষণে যথায় অভিলাষ তথায় গমন করিব। ৷ ৪৯।

বেদব্যাস এই কথা বলিলে শঙ্করাচার্য্য পুন-

পাঠিতানি। ধ্বস্তানি সম্যক্ কুমতানি ধৈর্য্যাদিতঃ পরং কিং করণীয়মস্তি ॥ ৫০ ॥ মুহূর্ত্তমাত্রং মণিকর্ণিকায়াং বিধেহি সদ্ বৎসলসন্নিধানম্। চিরাদ্ যতেঽহং পরমায়ুষোঽন্তে ত্যজামি যাবদ্বপুরদ্যহেয়ম্ ॥ ॥ ৫১ ॥ ইতীদমাকর্ণ্য বচো বিচিন্ত্য স শঙ্করং প্রাহ কুরুষ্ব মৈবং। অনির্জ্জিতাঃ সন্তি বসুন্ধরায়াং ত্বয়া বুধাঃ কেচিদুদারবিদ্যাঃ ॥ ৫২ ॥ জয়ায় তেষাং কতি হায়নানি বস্তব্যমেব স্থিরধীস্ত্বয়াপি।নো চেন্

পূর্ব্বমেব সম্পাদিতেতি দর্শয়তি। নিগমান্তভাষ্যাণি কৃতানি পাঠিতানি চ। পুনশ্চ কুমতানি ধৈর্য্যাৎ সম্যক্ নাশিতানি তস্মাদিতঃ পর কিঞ্চিদপি কর্ত্তব্যং নাস্তি ॥ ৫০ ॥ যত এবমতো হে বৎসল! ঘটিকাদ্বয়ং মণিকর্ণিকায়াং সামীপ্যং বিধেহি এতদর্থমহং চিরাদ্ যত্নং করোমি। পরমায়ুষ স্তব সমীপেঽদ্য যাবদ্ধেয়ং বপুঃ শরীরং ত্যজামি তাবদিত্যর্থঃ। হে পরম! আয়ুষোঽন্তে সমাপ্তাবিতি বা উপে° ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ তেষামুদারবিদ্যানা জয়ায়

র্ব্বার বেদব্যাসকে বলিতে লাগিলেন। আমি আপনার অনুজ্ঞা পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি। দেখুন—বেদান্ত ভাষ্য করিয়াছি। এবং ধৈর্য্যবলে কুৎসিত মত সকল বিনাশ করিয়াছি, অতএব ইহার পর আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। ৫০।

হে পণ্ডিতবৎসল! এই সমস্ত কারণে কিয়ৎক্ষণ আপনি মনিকর্ণিকার সমীপে উপস্থিত থাকুন। ইহার নিমিত্ত আমি বহুদিন হইতে যত্ন করিয়া আসিতেছি। অদ্য আমি আপনার সমীপে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর পরিত্যাগ করিব। ৫১।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ও ঐরূপ চিন্তা করিয়া বেদব্যাস পুনরায় শঙ্করকে বলিলেন। তুমি কদাচ এরূপ কার্য্য করিও না। কারণ, ভূতলে কতক-

মুমুক্ষা ভুবি দুর্লভা স্যাৎ স্থিতি র্যথা মাতৃধৃতস্য বাল্যে ॥ ৫৩ ॥ প্রসন্নগম্ভীরভবৎপ্রণীতপ্রবন্ধসন্দর্ভভবঃ প্রহর্ষঃ। প্রোৎসাহযত্যাত্মবিদামৃষীণাং বরেণ্য বিশ্রাণয়িতুং বরং তে ॥ ৫৪ ॥ অস্থৌ বয়াংসি

হে স্থিরধী! যদ্যপি তৎপরাভবহেতুভূতাঃ গ্রন্থাস্ত্বয়া রচিতাস্তথাপি কতি বর্ষাণি ত্বয়াপি বস্তব্যমেব বিপক্ষে দোষমাহ। নো চেদিতি যথা বাল্যে মাতৃরহিতস্য স্থিতি দুর্লভা তদ্বন্মাতৃবদ্রক্ষকেণ ত্বয়া রহিতা মোক্ষেচ্ছা দুর্লভা স্যাৎ উ° ॥ ৫৩ ॥ আয়ুষঃ সমাপ্তিং বিচার্য্য বরদানায়াহ। হে আত্মবিদাং ঋষীণাং বরেণ্য! প্রসন্নগম্ভীরাণাং ভবৎপ্রণীতানাং প্রবন্ধানাং সন্দর্ভে ভবো জন্ম যস্য স প্রহর্ষঃ তুভ্যং বরং প্রদাতুং মাং প্রোৎসাহয়তি ॥ ৫৪ ॥ বয়াংসি বর্ষাণি ভবস্য শিব-

গুলি কৃতবিদ্য পণ্ডিত দিগকে অদ্যাপি জয় করা হয় নাই। ৫২।

হে পণ্ডিতবর। যদিচ সেই সকল কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণকে পরাভব করিবার পুস্তক সকল তুমিই রচনা করিয়াছ, তথাপি সেই সকল কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণকে জয় করিতে কিছুকাল তুমি এই জগতে বাস করিবে। তাহার কারণ এই—যেরূপ বাল্যকালে মাতার মৃত্যু হইলে বালকের দেহরক্ষা কঠিন হইয়া উঠে, সেইরূপ মাতার মতন রক্ষকস্বরূপ তুমি অন্তর্দ্ধান হইলে জগতে মোক্ষের ইচ্ছা লোকের দুর্লভ হইবে, অর্থাৎ কাহারও মোক্ষের নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মিবে না। ৫৩।

হে আত্মতত্ত্বজ্ঞ! হে ঋষিগণের বরণীয় শঙ্কর! তোমার প্রণীত প্রসন্ন অথচ গম্ভীর প্রবন্ধ রচনাদ্বারা আমার যে হর্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই হর্ষ অদ্য তোমাকে বরদান করিবার নিমিত্ত আমাকে উৎসাহিত করিতেছে। ৫৪।

বিধিনা তব বৎস ! দত্তান্যন্যানি চাষ্ট ভবতা সুধিয়া-
র্জ্জিতানি । ভূয়োঽপি ষোড়শ ভবন্তু ভবাজ্ঞয়া তে
ভূয়াচ্চ ভাষ্যমিদমারবিচন্দ্রতারম্ ॥ ৫৫ ॥ ত্বমায়ু-
ষানেন বিরোধিবাদিগর্ব্বাঙ্কুরোন্মূলনজাগরূকৈঃ ।
বাক্যৈঃ কুরুষ্বোজ্ঝিতভেদবুদ্ধীনদ্বৈতবিদ্যাপরি-
পন্থিনোঽন্যান্ ॥ ৫৬ ॥ ইতীরয়ন্তং প্রতিবাচমূচে স
শঙ্করঃ পাবিতসর্ব্বলোকঃ । ত্বৎসূত্রসম্বন্ধবশান্ম-
দীয়ং ভাষ্যং প্রচারং ভুবি যাতু বিদ্বন্ ! ॥ ৫৭ ॥
ইতীরয়িত্বা চরণৌ ববন্দে যতি র্ম্মুনেঃ সর্ব্ববিদো
মহাত্মা । প্রদায় সম্ভাব্যবরং মুনীশো দ্বৈপায়নঃ
সোঽন্তরধাদ্ যতাত্মা ॥ ৫৮ ॥ ইত্থং নিগদ্য ঋষিবুঙ্গি
তিরোহিতেঽস্মিংস্ত র্ব্বিবেকনিধিরপ্যথ বিব্যথে

স্বাজ্ঞয়া বরান্তরং দদাতি চ পুনরিদং ভাষ্যমারবিচন্দ্রতারং ভূয়াৎ। যাবৎ সূর্য্যাদিস্থিতিস্তাবদবস্থিতার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ অষ্ট ষোড়শবর্ষপরিমিতায়ুষা ময়া কিং কর্ত্তব্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ । ত্বমনেনায়ুষাঽন্যানদ্বৈতবিদ্যাপরিপন্থিনঃ স্ববাক্যৈস্ত্যক্তভেদমতীন্ কুরুষ্ব। বাক্যানি বিশিনষ্টি বিরোধিবাদিনাং গর্বস্য সমূলোচ্ছেদনে জাগরূকৈঃ সাবধানৈঃ উঃ ॥ ৫৬ ॥ ইত্যেবং কথনং কুর্ব্বন্তং বেদব্যাসং পবিত্রলোকঃ স শঙ্করঃ প্রবচনমুবাচ। যদ্যপি মদীয়ং ভাষ্যং প্রচারং গন্তুং যোগ্যং ন ভবতি। তথাপি ত্বৎসূত্রসম্বন্ধবশাৎ হে বিদ্বন্ ! ভুবি প্রচারং গচ্ছতু স্বলাভোক্তিরিয়ম্ ॥ ॥ ৫৭ ॥ সম্ভাব্যবরমবশ্যম্ভাবিবরং সংপূজ্য বরং প্রদায়েতি বা ॥ ৫৮ ॥ ইত্থং সম্ভাষ্যাস্মিন্ ঋষিশ্রেষ্ঠে বেদব্যাসেঽন্তর্দ্ধানং গতে অথানন্তরমস্ত র্ব্বিবেকনিধিরপি সঃ শ্রীশঙ্করো বিব্যথে ব্যথাং প্রাপ। তত্র হেতুঃ হৃত্তাপস্য স্থায়ী নিরুপাধিকৃপারসো যেষাং

বৎস ! বিধাতা তোমাকে অষ্টবর্ষ পরিমিত বয়ঃক্রম প্রথমে দান করিয়া ছিলেন। তদনন্তর তুমি পণ্ডিত হইয়া অন্য অষ্ট বৎসর পরমায়ু উপার্জ্জন করিয়াছ। এক্ষণে তোমার পুনরায় মহাদেবের আজ্ঞানুসারে ষোড়শবৎসর পরমায়ু হউক। তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত তোমার জীবিতকাল গণনা করা হইল। এবং যতকাল পৃথিবীতে এই চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল অবস্থান করিবে, ততকাল তোমার ভাষ্য অবস্থিতি করিবে। ।৫৫।

তুমি এই বয়সে বিরোধী বাদীগণের গর্বাঙ্কুরের সমূলে উন্মূলনকার্য্যে একান্ত জাগরূক। এবং এক্ষণে ঐ তেজস্বী স্বকীয় বচনদ্বারা অদ্বৈত মতের পরিপন্থীদিগকে ভেদবাদ হইতে বিরহিত কর। ৫৬।

মহামুনি বেদব্যাস এই সমস্ত কথা বলিবার পর সর্ব্বজনের পবিত্রতা-কারী শঙ্কর পুনর্ব্বার প্রতিবাক্য বলিতে লাগিলেন। যদ্যপি আমার ভাষ্য জগতে প্রচার হইবার যোগ্য না হয় তথাপি আপনার সূত্র সম্পর্কে হে সর্ব্বজ্ঞ! যেন আমার ভাষ্য জগতে প্রচারিত হয়। ৫৭।

এই কথা বলিয়া মহাত্মা যতীন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞ মুনি বেদব্যাসের চরণ যুগল বন্দনা করিলেন। সংযতচিত্ত মুনীন্দ্র দ্বৈপায়ন, পূজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী বর প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ৫৮।

এই কথা বলিয়া ঋষিবর বেদব্যাস অন্তর্দ্ধান হইলে শঙ্করাচার্য্য বিবেকী হইলেও তখন ব্যথিত

সঃ । হৃত্তাপহারিনিরুপাধিকৃপারসানাং তত্তাদৃশাং কথমহো বিরহো বিষহ্যঃ ॥ ৫৯ ॥ তৎপাদপদ্মে নিজচিত্তপদ্মে পশ্যন্ কথঞ্চিদ বিরহং বিষহ্য। যতিক্ষিতীশোঽপি গুরো র্নিযোগান্মনো দধে দিগ্বিজয়ে মনীষী ॥ ৬০ ॥ ভাষ্যস্য বার্ত্তিকমথৈষ কুমারিলেন ভট্টেন কারয়িতুমাদরবান্মুনীন্দ্রঃ। বন্ধ্যায়মানদরবিন্ধ্যমহীধরেণ বাচংযমেন চরিতাং হরিতং

তত্তাদৃশাং ব্যাসপ্রভৃতীনাং বিরহঃ কথমপি বিষহ্যো ন ভবতীত্যর্থঃ ব০ ॥ ৫৯ ॥ তর্হি কথং তদ্বিরহং বিষহ্য দিগ্বিজয়ে মনো দধে ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তদিতি। গুরো র্বেদব্যাসস্য নিয়োগাদনুশাসনাৎ। উ০ ॥ ৬০ ॥ অথ দিগ্বিজয়ে মনসঃ স্থাপনানন্তরং কুমারিলেন ভট্টেন ভাষ্যস্য বার্ত্তিকমাদরাৎ কারয়িতুমেষ মুনীন্দ্রঃ বন্ধ্যাবদাচরন্তো নিষ্ফলাদরা গর্ত্তা যস্মিংস্তথাভূতো বিন্ধ্যাচলো যেন তেন বাচংযমেন অগস্ত্যেন মুনিনা চরিতাং দক্ষিণাং

হইলেন। ব্যথা পাইবার কারণ এই—যাঁহারা হৃদয়ের তাপ হরণ করিয়া থাকেন; যাঁহাদের অকারণ কৃপারসের সঞ্চার হইয়া থাকে, সেই সমস্ত বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্মাগণের বিরহ কখনই সহ্য হইতে পারে না। ৫৯।

মনীষাসম্পন্ন এবং যতীন্দ্র হইয়াও অদ্য শঙ্করাচার্য্য স্বকীয় হৃদয়কমলে তাঁহার পদারবিন্দযুগল দর্শন করিয়া অতিকষ্টে বিরহ ব্যথা সহ্য করিয়া গুরুদেব বেদব্যাসের অনুশাসন-হেতু দিগ্‌বিজয়ে মন অর্পন করিলেন। ৬০।

দিগ্‌বিজয়ে মনঃস্থাপন করিবার পর ভট্টপাদদ্বারা ভাষ্যের বার্ত্তিক নির্ম্মাণ করাইবার নিমিত্ত মুনি-

প্রতস্থে ॥ ৬১ ॥ ততঃ স বেদান্তরহস্যবেত্তা ভেত্তা মতানামন্তরসম্মতানাং। প্রয়াগমাগাৎ প্রথমং জিগীষুঃ কুমারিলং সাধিতকর্ম্মজালং ॥ ৬২ ॥ আমজ্জতাং কিল তনূর্মসিতাং সিতাঞ্চ কর্ত্তুং কলিন্দসুতয়া কলিতানুষঙ্গাম্। অহ্নায় জহ্নুতনয়ামথ নিহ্নু-

হরিতং দিশং প্রতি প্রতস্থে প্রস্থানং কৃতবান্ ব০ ॥ ৬১ ॥ ততঃ প্রস্থানানন্তরং বেদান্তরহস্যবেত্তাঽমতানামনভিমতানাং প্রসহ্য ঝটিতি বা ভেদনকর্ত্তা স শ্রীশঙ্করঃ সাধিতকর্ম্মকাণ্ডং কুমারিলং প্রথমং জেতুমিচ্ছুঃ প্রয়াগতীর্থরাজমাগচ্ছৎ প্রয়াগমিতি বা সম্বন্ধঃ উ০ ॥ ৬২ ॥ অথানন্তরং আমজ্জতাং পুংসাং তনূং শরীরমসিতাং কৃষ্ণাং বিষ্ণুসরূপাঞ্চ কর্ত্তুং কলিন্দাখ্যগিরিপুত্র্যা কালিন্দ্যা যমুনয়া সম্পাদিতোঽনুষঙ্গঃ সম্বন্ধো যয়া নিহ্নুতানি নাশিতান্যঘানি যয়া তাং জাহ্নবীমহ্নায় অঞ্জসাঽর্থানাং চতুর্ব্বিধ-

বর শঙ্করাচার্য্য, (যিনি বিন্ধ্যাচলকে নিষ্ফল ও গর্ত্তবিশিষ্ট করিয়া ছিলেন) সেই অগস্ত্য মুনির আশ্রিত দক্ষিণদিকে প্রথম প্রস্থান করিলেন। ৬১।

শঙ্কর প্রস্থান করিবার পর বেদান্ত শাস্ত্রের রহস্যবেত্তা এবং যিনি নিজের অনভিমত মত সমূহের ছেদন কর্ত্তা শ্রীশঙ্কর, (যিনি কর্ম্মকাণ্ড সকল সম্পন্ন করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন) সেই ভট্টপাদকে প্রথমে জয় করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া প্রয়াগতীর্থে আগমন করিলেন। ৬২।

অনন্তর প্রয়াগতীর্থ মধ্যে যে সকল পুরুষ বেণীমাধব সঙ্গমে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগের শরীর কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপও তাহাদিগকে শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ মহাদের তুল্য করিবার

তাষাং মধ্যেপ্রয়াগমগমমুনির্ধর্মার্গম্ ॥ ৬৩ ॥ গঙ্গা-প্রবাহৈরুপরুদ্ধবেগা কলিন্দকন্যা স্তিমিতপ্রবাহা। অপূর্ব্বসখ্যা গতলজ্জয়েব যত্রাধিকং ভাতি বিচিত্র-পাথাঃ ॥ ৬৪ ॥ অস্মেবসন্তিরমলচ্ছবিসম্প্রদায়মধ্যে-ভুমাশ্রিতজলাং কুহচিন্ মরালৈঃ। চক্রদ্বয়েন রজ-নীসহবাসসৌখ্যসংশীলনায় কিল সম্বলিতাং পরত্র ॥ ৬৫ ॥ যত্রাপ্লুতা দিব্যশরীরভাজ আচন্দ্রতারং দিবি ভোগজাতম্। সংভুঞ্জতে ব্যাধিকথানভিজ্ঞাঃ প্রাহেমমর্থং শ্রুতিরেব সাক্ষাৎ ॥ ৬৬ ॥ অজ্ঞাত-সম্ভবতিরোধিকথাপি বাণী যস্যাঃ সিতাসিততয়ৈব

পুরুষার্থানাং মার্গং মধ্যেপ্রয়াণং প্রয়াগস্য মধ্যমগমৎ পারে-মধ্যে ষষ্ঠ্যাবেতি সমাস এদন্তত্বনিপাতশ্চ বস০ ॥ ৬৩ ॥ গঙ্গা-প্রবাহৈরুপরুদ্ধো বেগো যস্যাঃ সা বিচিত্রজলা কলিন্দকন্যা যমুনা যত্র প্রয়াগমধ্যেঽপূর্ব্বসখ্যা আগতা যা লজ্জা তয়া স্তিমি-তোঽচঞ্চলঃ প্রবাহঃ প্রবৃত্তি র্যস্যাস্তথাভূতা ইবাধিকং ভাতি। প্রবাহস্তু প্রবৃত্তৌ স্যাদপি স্রোতসি বারিণীতি মেদিনী উ০ ॥৬৪॥ কুহচিৎ কচিদমলকান্তিলক্ষণঃ সম্প্রদায়মধ্যেতুং সমীপে বসদ্ভিঃ শিষ্যৈ র্মরালৈ র্হংসৈরাশ্রিতং জলং যস্যাস্তাং পরত্রান্যত্র নলিনী-সহবাসলক্ষণসৌখ্যসংশীলনায় চক্রদ্বয়েন সংব্যাপ্তাং ভাগীরথীং বিগাহেতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ। রজনী নলিনীরাত্রিহরিদ্রাজতু-কাস্বচেতি মেদিনী ব০ ॥ ৬৫ ॥ তামেব বর্ণয়তি ॥ যত্র যস্যাং যমুনয়া সঙ্গতায়াং গঙ্গায়ামাপ্লুতা দিব্যশরীরভাজঃ। পুনশ্চ ব্যাধিকথানভিজ্ঞাঃ সন্তঃ দিবি স্বর্গে ভোগসমুদায়ং সম্যগ্ ভুঞ্জতে। নম্বত্র কিং প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ। ইমমর্থং সাক্ষাচ্ছ্রু-তিরেব প্রাহ। তথা চ শ্রুতিঃ সিতাসিতে সরিতে যত্র সঙ্গতে তত্রাপ্লুতাসো দিবমুৎপতন্তীত্যাদ্যা ইন্দ্র০ ॥ ৬৬ ॥ কিঞ্চ বাণী শ্রুতিরপি অজ্ঞাতসম্ভবস্য জন্মনস্তিরোধেস্তিরোধানস্য চ কথা

নিমিত্ত কলিন্দদুহিতা যমুনানদী যাঁহার সহিত সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে—যিনি পাপ রাশি বিনাশিত করিয়া থাকেন এবং যিনি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের সরণিস্বরূপ জাহ্নবীকে দর্শন করিলেন। ৬৩।

যেরূপ কোন এক প্রিয়সখী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়সখীর মনের প্রবৃত্তি স্থির করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রয়াগতীর্থমধ্যে ভাগীরথীর প্রবাহদ্বারা কলিন্দকন্যা যমুনানদীর বেগ রোধ করিয়াও তাহার প্রবাহ স্তিমিত করিবার পর বিচিত্র জলে যমুনানদী শোভা পাইতে লাগিল। ৬৪।

কোন স্থানে বিমল কান্তিরূপ বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত সমীপবর্ত্তী শিষ্য সদৃশ মরালকুল জল-সেবা করিতেছে; অন্যস্থানে নলিনীর সহবাসরূপ সুখভোগ করিবার নিমিত্ত চক্রবাক যুগল ভাগীরথী ব্যাপ্ত করিয়াছে। যে স্থানে ভাগীরথী যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে তথায় স্নান করিয়া লোকে দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং যেস্থানে ব্যাধির কথা পর্য্যন্ত জানিতে না পারিয়া লোকে স্বর্গীয় ভোগ সকল সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'সিতাসিতে সরিতে যত্র সঙ্গতে তত্রাপ্লুতাসো দিব-মুৎপতন্তি" যেস্থলে কৃষ্ণ ও শুক্ল নদীদ্বয় মিলিত হইয়াছে তথায় স্নান করিলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ইত্যাদি শ্রুতি বচনই এই বিষয়ে প্রমাণ। যাহাতে জন্ম এবং লয়ের কথা জ্ঞাত হয় নাই, সেই

গৃণাতি রূপম্। ভাগীরথীং যমুনয়া পরিচর্য্যমাণামেতাং বিগাহ্য মুদিতো মুনিরিত্যভণীৎ ॥৬৭॥ সিদ্ধাপগে! পুরবিরোধিজটোপরোধক্রুদ্ধা কুতঃ শতমদঃসদৃশান্ বিধৎসে। বদ্ধা ন কিং নু ভবিতাসি জটাভিরেষামদ্ধা জডপ্রকৃতয়ো ন বিদন্তি ভাবি ॥৬৮॥ সন্মার্গবর্ত্তনপরাপি সুরাপগে! ত্বমস্থীনি নিত্যমশু-

যথা সা যুক্তা যমুনয়া সঙ্গতায়া গঙ্গায়াঃ সিতাসিতত্বৈব রূপং বর্ণয়তি তথাভূতামেতাং যমুনয়া পরিচর্য্যমাণাং ভাগীরথীং বিগাহ্য মুদিতো মুনিঃ শ্রীশঙ্কর ইতি বক্ষ্যমাণমভাণীদুক্তবান্ ॥৬৭॥ হে সিদ্ধাপগে! ত্রিপুরবিরোধিনঃ শিবস্য জটাভিরুপরোধেন ক্রুদ্ধা শতমদ্বা শিবস্য সদৃশান্ কুতঃ কিমর্থং বিধৎসে। এষাং ত্বয়া রচিতানাং জটাভিঃ কিং নু ন বদ্ধা ভবিতাসি কিং বদ্ধা ন ভবিষ্যসি কিন্তু ভবিষ্যস্যেব। এবমাক্ষিপ্য স্বয়মেব প্রতিক্ষিপতি। জডপ্রকৃতয়ো ভবিষ্যং ন জানন্তি। অত্র নিন্দয়া স্তুতেরবগম্যমানত্বাদুক্তিঃ। উক্তি র্ব্যাজস্তুতি র্নিন্দাস্তুতিভ্যাং স্তুতিনিন্দয়োরিত্যুক্তেঃ ॥৬৮॥ হে সুরাপগে! সন্মার্গবর্ত্তনপরাপি ত্বং নিত্যমপবিত্রাণ্যস্থীনি কিমর্থমাদদাসীত্যাক্ষেপঃ। স্বয়মেব সমাধত্তে হে দেবি! তব হৃদয়মাজ্ঞাতং ভবাভিপ্রায়ো বুদ্ধস্তব জলে

শ্রুতিবাণী শুক্ল ও কৃষ্ণভাবে যমুনামিলিত ভাগীরথীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব তখন সেই যমুনা-সেবিত ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিয়া মুনিবর শঙ্করাচার্য্য এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন। ৬৫। ৬৬। ৬৭।

হে সিদ্ধতরঙ্গিনি! আপনি ত্রিপুরারির জটাস্পর্শে ক্রুদ্ধ হইয়া কি হেতু শত শত শিবতুল্য লোকের উৎপত্তি করিতেছেন? আপনি যে সকল শিব সৃজন করিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তাহাদিগের জটাদ্বারা আপনিও কোন সময়ে বদ্ধ হইবেন। অথবা জড়প্রকৃতি মনুষ্যগণ ভাবী অর্থ কিছু-

চীনি কিমাদদাসি। আজ্ঞাতমম্ব! হৃদয়ং তব মজ্জনানাং প্রায়ঃ প্রসাধনকৃতে কৃতমজ্জনানাং ॥৬৯॥ স্বাপানুষঙ্গজডতাভরিতান্ জনৌঘান্ স্বাপানুষঙ্গজডতাবিধুরান্ বিধৎসে। দূরীভবদ্বিষয়রাগহৃদো-

কৃতং মজ্জনং যৈস্তেষাং সজ্জনানাং প্রায়ঃ প্রসাধনকৃতে শিবরূপাণাং তেষামলঙ্কারার্থমাদদাসীত্যর্থঃ। ভিত্রহিতাকারপূর্ব্বকত্বাৎ পরস্মৈপদপ্রয়োগো ন দোষাবহঃ। আঙো দোনাস্য বিহরণে ইতি ভিদগ্রহণাজ্ জ্ঞাপকাৎ। তথাচ লোকোপকারায় যথোক্তা তব প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥৬৯॥ স্বাপানুষঙ্গেণ নিদ্রানুষঙ্গেন যা জডতা তয়া ভরিতান্নিদ্রানুষঙ্গজডতাবিধুরানেব বিধৎসে দূরীভবন্ বিষয়রাগো যস্মাৎ তথাভূতং হৃদযেষাং তাংস্তু মুখাদিমুণ্ডনেন ধূর্ত্তাযত্তংসয়সি ধূর্ত্তশিরোমণীন্ করোষি তথাচৈব কো বা মার্গঃ। তথা দূরীভবদ্বিষয়রাগহৃদঃ ধূর্ত্তৈঃ ধত্তুরপুষ্পঃ তদবতংসঃ

তেই জানিতে পারেনা, সুতরাং তাহারা আপনাকে তাহাদের জটাদ্বারা বন্ধন করিলেও করিতে পারে। ৬৮।

হে সুরনদি! আপনি একান্ত সৎপথে প্রবৃত্ত হইয়াও কি কারণে নিয়ত অপবিত্র অস্থি সকল গ্রহণ করিয়া থাকেন। মাতঃ! আমি এতক্ষণে আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার জলে যাঁহারা সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন সেই সমস্ত সজ্জনগণের (অর্থাৎ প্রায়ই শিবরূপী সেই সকল লোকের) অলঙ্কারার্থ আপনি ঐ অপবিত্র অস্থি সকল গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৬৯।

নিদ্রার আবির্ভাবে যে জড়তা জন্মে যাহারা তাহাদ্বারা পরিপূর্ণরূপে সংসৃষ্ট, আপনি তাহাদিগকেও নিদ্রাজনিত জড়তা হইতে চ্যুত করিয়া থাকেন। যাহাদের হৃদয় হইতে বিষয়ানুরাগ দূর হইয়াছে তাহাদিগকেও শীঘ্র মুখাদির ভূষণদ্বারা ধূর্ত্ত

ঽপি তূর্ণং ধূর্ত্তাবতংসয়সি দেবি ! ক এষ মার্গঃ॥৭০॥ ইতি স্তবংস্তাপসরাট্ ত্রিবেণীং শাট্যা সমাচ্ছাদ্য কটিং কৃপীটে। দোর্দণ্ডযুগ্মোদ্ধৃতবেণুদণ্ডোঽঘমর্ষণস্নানমনা বভূব ॥ ৭১ ॥ সস্নৌ প্রযাগে সহ শিষ্যসঙ্ঘৈঃ স্বয়ং কৃতার্থো জনসংগ্রহার্থঃ। অস্মারি মাতাঽপি চ সা পুপোষ দধার যা দুঃখমসোঢ় ভূরি ॥ ॥৭২॥অনুষ্ঠিতং দ্রাগবসায্য বাতৈঃ কহ্লারশীতৈরুপসেব্যমানঃ। তীরে বিশশ্রাম তমালশালিন্যত্রান্তরেঽশ্রূয়ত লোকবার্ত্তা ॥ ৭৩ ॥ গিরেরবপ্লুত্য গতিঃ সতাং যঃ প্রামাণ্যমাম্নায়গিরামবাদীৎ। যস্য প্রসাদাস্ত্রিদিবৌকসোঽপি প্রপেদিরে প্রাক্তনযজ্ঞভাগান্ ॥ ৭৪ ॥ সোঽহং গুরোরুন্মথনপ্রসক্তং মহত্তরং দোষমপাকরিষ্ণুঃ। অশেষবেদার্থবিদাস্তিকত্বাৎ তুষানলং প্রাবিশদেষ ধীরঃ ॥ ৭৫ ॥ অয়ং

শিবস্তদ্রূপান্ করোষীতি শ্লেষেণ স্তুতিঃ। ধূর্ত্তং তু খণ্ডলে বর্ণে ধত্তূরে না বিটে ত্রিষিতি মেদিনী উ০ ॥ ৭০ ॥ ইত্যেবং ত্রিবেণীং স্তবন্ সন্ তাপসরাট্ শাট্যা কটিং সম্যগাচ্ছাদ্য ভুজদণ্ডযুগ্মেনোর্দ্ধং ধৃতো বেণুদণ্ডো যেন স কৃপীটে জলে কৃপীটমুদরে তোয়ে ইতি মেদিনী। অঘমর্ষণস্নানে মনো যস্য তথাভূতো বভূব ॥৭১॥ যা পুপোষ গর্ব্ভে দধার দুঃখঞ্চ ভূরি অসোঢ় সা মাতাঽপ্যস্মারি স্মৃতা আপ্যা০ ॥ ৭২ ॥ দ্রাগ্ ঝটিতি অনুষ্ঠিতমনুষ্ঠানং অবসায্য সমাপ্য কহ্লারশীতৈ র্ব্বাতৈরুপসেব্যমানঃ তমালশালিনি তীরে বিশ্রামং কৃতবান্। অত্রান্তরে লোকবার্ত্তা অশ্রূয়ত উ০ ॥ ৭৩ ॥ তামেব দর্শয়তি গিরেরিতি। যঃ সতাং গতিঃ পর্ব্বতাদবপ্লুত্য বেদগিরাং প্রামাণ্যমবাদীৎ ॥ ৭৪ ॥ সোঽহং ভট্টপাদঃ গুরোরুন্মথনাৎ প্রসক্তং প্রাপ্তং মহত্তরং দোষমপাকরিষ্ণুঃ সর্ব্ব-

মণি করিয়া থাকেন। অথবা বিষয়রাগ-শূন্য ব্যক্তিদিগকে (ধূর্ত্ত অর্থাৎ ধত্তূরপুষ্প যাঁহার কর্ণাভরণ সেই মহাদেবের) তুল্য করিয়া থাকেন। অতএব আপনার এ কিরূপ পদ্ধতি ?। ৭০।

এইরূপে যতিবর ত্রিবেণীর স্তব করিয়া বসনদ্বারা কটিদেশ আচ্ছাদন করিলেন। এবং বাহুরূপ দণ্ডযুগলদ্বারা ঊর্দ্ধে বেণুদণ্ড ধারণ করিয়া জলমধ্যে অঘমর্ষণ স্নান করিতে মন করিলেন। ৭১।

স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াও জনসমূহের সংগ্রহ প্রার্থনা করিয়া শিষ্যগণের সহিত প্রয়াগে স্নান করিলেন। এবং তৎকালে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ; যিনি ভরণ-পোষণ করিয়াছিলেন ও গর্ভে ধারণ করিবার কালে বহুতর দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন সেই জননীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৭২।

শীঘ্র অনুষ্ঠিতকার্য্য সকল সমাপন করিয়া কহ্লারকুসুমে একান্ত সুশীতল সমীরণ সেবনে স্নিগ্ধ হইয়া বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত তমালতরুশোভিত নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে কতকগুলি লোকের কোলাহলধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ৭৩।

যিনি সজ্জনগণের আশ্রয় ; যিনি বেদবচনের প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন; যাঁহার প্রসাদে স্বর্গবাসী দেবতাগণও প্রাক্তন যজ্ঞভাগ সকল পাইয়া থাকেন, সেই ভট্টপাদ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া গুরুর পরাজয়জনিত মহৎ দোষ সকল নিরাকরণ করি-

হ্যধী।খিলবেদমন্ত্রঃ কূলঙ্কষালোড়িতসর্ব্বতন্ত্রঃ। নিতান্তদূরীকৃতদুষ্টতন্ত্রস্ত্রৈলোক্যবিভ্রামিতকীর্ত্তিযন্ত্রঃ ॥ ৭৬ ॥ শ্রুত্বেতি তাং সত্বরমেষ গচ্ছন্ ব্যালোকযত্তং তুষরাশিসংস্থম্। প্রভাকরাদ্যৈঃ প্রথিতপ্রভাবৈরুপস্থিতং সাশ্রুমুখৈ র্বিনেয়ৈঃ ॥ ৭৮ ॥

বেদার্থজ্ঞ এব ধীর আস্তিকত্বাত্তু্যাগ্নিং প্রাবিশৎ ॥ ৭৫ ॥ অয়ং ভট্টপাদঃ হি প্রসিদ্ধমধীতাখিলবেদমন্ত্রঃ। পুনশ্চ কূলঙ্কষা-নদী তদ্বদালোড়িতানি অবগাহিতানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ব-সিদ্ধান্তা বা যেন স নিতান্তং দূরীকৃতানি দুষ্টতন্ত্রাণি যেন অতএব বিভ্রামিতং কীর্ত্তিলক্ষণং যন্ত্রং যেন সঃ বিয় ॥ ৭৬ ॥ ইতি তাং লোকবার্ত্তাং শ্রুত্বা তং ভট্টপাদং ব্যালোকয়ৎ দৃষ্টবান্ উ০ ॥ ॥ ৭৭ ॥ তং বিশিনষ্টি। ধূমায়মানেন তুষাগ্নিনাঽশেষে বপুষি সন্দহ্যমানেঽপি সংদৃশ্যমানেন মুখেনোষ্মব্যাপ্তকমলস্য শ্রিয়মা-দধানং। বাষ্পমুষ্মাশ্রুকণিণ্যবিতি মেদিনী ॥ ৭৮ ॥ কটাক্ষভঙ্গ্যা

বার অভিপ্রায়ে তখন আস্তিকতার সহিত তুষানলে প্রবেশ করিলেন। ৭৪। ৭৫।

ইহা সকলেই জানিত যে,ঐ ভট্টপাদ অখিলবেদ মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; নদীর মত সকল শাস্ত্র অবগাহন করিয়াছেন; দুষ্টতন্ত্র সকল অত্যন্ত দূর করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব ঐ মহাপুরুষের কীর্ত্তিযন্ত্র পৃথিবীর সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিত। ৭৬।

এই লোকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য সত্বর ভট্টপাদের নিকটে গমন করিলেন। দেখিলেন ভট্টপাদ তুষানলমধ্যে অবস্থিত বিখ্যাতনামাপ্রভাকরাদি শিষ্যগণ অশ্রুপূর্ণ মুখে তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। ৭৭।

প্রধূমিত তুষানলে অশেষ কলেবর দগ্ধ হইলেও অবশিষ্ট দৃশ্যমান মুখমাত্রদ্বারা ভট্টপাদ উত্তপ্ত কমল পুষ্পের শোভা তৎকালে ধারণ করিলেন। ৭৮।

দূরে বিধুতাঘমপাঙ্গভঙ্গ্যা তং দেশিকং দৃষ্টিপথাবতীর্ণং। দদর্শ ভট্টো জ্বলদগ্নিকল্পো জুগোপ যো বেদপথং জিতারিঃ ॥ ৭৯ ॥ অদৃষ্টপূর্ব্বং শ্রুত পূর্ব্ববৃত্তং দৃষ্ট্বাতিমোদঃ স জগাম ভট্টঃ। অচীকরচ্ছিষ্যগণৈঃ সপর্য্যামুপাদদে তামপি দেশিকেন্দ্রঃ ॥ ॥ ৮০ ॥ উপাত্তভিক্ষঃ পরিতুষ্টচিত্তঃ প্রদর্শয়ামাস

দূরে বিধৃতান্যঘানি যেন তং দৃষ্টিমার্গেঽবতীর্ণং দেশিকং শ্রীশঙ্করং জ্বলদগ্নিতুল্যো ভট্টপাদো দদর্শ যো জিতারি র্বেদমার্গং জুগোপ ॥ ৭৯ ॥ অদৃষ্টপূর্ব্বং শ্রুতপূর্ব্বং বৃত্তকরিতং যস্য তং শ্রীশঙ্করং দৃষ্ট্বা ভট্টোঽতিহর্ষং জগাম। ততশ্চ শিষ্যগণৈঃ পূজাং কৃতবান্। তাং সপর্য্যামনপেক্ষিতামপি দেশিকেন্দ্রঃ স্বীকৃতবান্ ॥ ৮০ ॥ উপাত্তা ভিক্ষা যেন পরিতুষ্টচিত্তঃ স শ্রীশ-

কটাক্ষ বিক্ষেপ মাত্র যিনি দূরে কলুষরাশি ধ্বংস করিয়াছেন; যিনি ইন্দ্র সকল জয় করিয়া বেদপথ রক্ষা করিয়াছেন; জ্বলন্ত অনলসদৃশ ভট্টপাদ,তখন ঐ গুরুবর শঙ্করকে দৃষ্টিপথে অবতীর্ণ হইতে দেখিলেন। ৭৯।

ভট্টপাদ ইতিপূর্ব্বে কখন শঙ্করাচার্য্যকে দর্শন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র সকল শ্রবণ করিয়াছিলেন। অদ্য তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রমুদিত হইলেন এবং শিষ্যগণের সহিত তাঁহার পূজা করিলেন। গুরুবর শঙ্করও তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিলেন। ৮০।

ভিক্ষোপজীবী, আনন্দিতচেতা শঙ্কর তখন

স ভাষ্যমস্মৈ। সর্ব্বো নিবন্ধো হ্যমলোঽপি লোকে শিষ্টেক্ষিতঃ সঞ্চরণং প্রয়াতি ॥ ৮১ ॥ দৃষ্ট্বা ভাষ্যং হৃষ্টচেতাঃ কুমারঃ প্রোচে বাচং শঙ্করং দেশিকেন্দ্রঃ। লোকে হ্যল্পো মৎসরগ্রামশালী সর্ব্বজ্ঞানো নাল্পভাবস্য পাত্রম্ ॥ ৮২ ॥ অষ্টৌ সহস্রাণি বিভান্তি বিদ্বন্! সদ্বার্ত্তিকানাং প্রথমেঽত্র ভাষ্যে। অহং যদি স্যামগৃহীতদীক্ষো ধ্রুবং বিধাস্যে সুনিবন্ধমস্য ॥ ৮৩ ॥ ভবাদৃশাং দর্শনমেব লোকে বিশেষতোঽস্মিন্ সময়ে দুরাপং। পুরার্জিতৈঃ পুণ্যচয়ৈঃ কথঞ্চিৎ ত্বমদ্য মে দৃষ্টিপথং গতোঽভূঃ ॥ ৮৪ ॥ অসার সংসারপয়োধিমধ্যে নিমজ্জতাং সদ্ভিরুদারবৃত্তৈঃ। ভবাদৃশৈঃ সঙ্গতিরেব সাধ্যা নান্যস্তদুত্তারবিধাবুপায়ঃ ॥ ॥ ৮৫ ॥ চিরং দিদৃক্ষে ভগবন্তমিত্থং ত্বমদ্য মে দৃষ্টিপথং গতোঽভূঃ। নহ্যত্র সংসারপথে নরাণাং

করোঽস্মৈ ভট্টপাদায় ভাষ্যং দর্শয়ামাস। নমু কিমর্থং দর্শয়ামাসেত্যপেক্ষায়ামাহ সর্ব্ব ইতি ॥ ৮১ ॥ তত্র হেতুমাহ। হি যস্মাল্লোকেঽল্পঃ ক্ষুদ্রো মৎসরগ্রামশালী সর্ব্বজ্ঞানঃ সর্ব্বজ্ঞস্তু মাৎসর্য্যাদিলক্ষণস্য ক্ষুদ্রভাবস্য পাত্রং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ যদুবাচ তদাহ অষ্টাবিতি। হে বিদ্বন্! অত্রাস্মিন্ গ্রন্থে প্রথমেঽধ্যায়ে ভাষ্যে সদ্বার্ত্তিকানামষ্টৌ সহস্রাণি ভান্তি। তর্হি কর্ত্তব্যানীতি চেত্তত্রাহ। যদ্যগৃহীতদীক্ষঃ স্যাং তর্হ্যস্য ভাষ্যস্য সুনিবন্ধং বিধাস্যে উ০ ॥ ৮৩ ॥ তিষ্ঠত্বেতত্ত্বদ্দর্শনস্তুতিদুর্লভং ময়া লব্ধমিত্যাহ। ভবাদৃশামিতি উপে০ ॥ ৮৪ ॥ যতো ভবাদৃশাং সঙ্গতিরেব সংসারাদুদ্ধরণোপায় ইত্যাহ অসারেতি। তদুত্তারবিধৌ সংসারোত্তরণবিধৌ উ০ ॥ ৮৫ ॥ নম্বেবং তর্হি কিমিতি স্থাতি-

ভট্টপাদকে ভাষ্য দেখাইলেন। দেখাইবার কারণ এই—জগতে বিমল প্রবন্ধ সকল শিষ্টজনের দর্শনপথে পতিত হইলেই সুপ্রচারিত হইয়া থাকে। ৮১।

ভট্টপাদ ভাষ্য দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং গুরুবর শঙ্করকে দুই একটী কথা বলিতে লাগিলেন। জগতে লঘুচেতা ব্যক্তিই মাৎসর্য্যসমূহদ্বারা শোভা পাইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ ঐরূপ মাৎসর্য্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র পদার্থের পাত্র নহেন। ৮২।

হে সর্ব্বজ্ঞ। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আটসহস্র বার্ত্তিক আছে। যদি চ আমি দীক্ষাগ্রহণ করি নাই—তথাপি আমি নিশ্চয়ই এই ভাষ্যের একটী উত্তম নিবন্ধ রচনা করিব। ৮৩।

নিবন্ধ রচনা অতিসামান্য কথা—ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের দর্শন, বিশেষতঃ এইরূপ সময়ে অত্যন্ত দুর্লভ। আমি পূর্ব্বজন্মে কত শত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাতেই অদ্য আপনি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। ৮৪।

যাহারা অসার সংসারসাগর মধ্যে নিমগ্ন, উদার চরিত ভবাদৃশতুল্য সদ্ব্যক্তির সহিত তাহাদিগের মিলন হওয়া একান্ত আবশ্যক। নতুবা সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। ৮৫।

বহুদিন হইতে আমি বাসনা করিয়া আসিতেছি

স্বেচ্ছাবিধেয়োঽভিমতেন যোগঃ ॥ ৮৬ ॥ যুনক্তি কালঃ কচিদিষ্টবস্তুনা কচিৎ দ্বিরিষ্টেন চ নীচবস্তুনা। তথৈব সংযোজ্য বিযোজয়ত্যসৌ সুখাসুখে কালকৃতে প্রবক্ষ্যতঃ ॥৮৭॥ কৃতো নিবন্ধো নিরণায়ি পন্থা নিরাসি নৈয়ায়িকযুক্তিজালম্। তথান্বভূবং বিষয়োত্থজাতং ন কালমেনং পরিহর্ত্তুমীশে ॥ ৮৮ ॥

নিরাস্থমীশং শ্রুতিলোকসিদ্ধং শ্রুতেঃ স্বতো মানমুদাহরিষ্যন্। ন নিহ্নুবে যেন বিনা প্রপঞ্চঃ সৌখ্যায় কল্পেত ন জাতু বিদ্বন্! ॥৮৯॥ তথাগতাক্রান্তমভূদশেষং স বৈদিকোঽধ্বা বিরলীবভূব। পরীক্ষ্য তেষাং বিজয়ায় মার্গং প্রাবর্ত্তি সন্ত্রাতুমনাঃ পুরা-

ণষিতং ত্বয়া ন সম্পাদিতমিতি চেত্তত্রাহ নহীতি ॥ ৮৬ ॥ তর্হি কো বা যুনক্তীতি চেত্তত্রাহ যুনক্তীতি। অতঃ কারণাৎ সুখদুঃখে কালকৃতে অহং বিজানামি উ° ॥ ৮৭ ॥ অহং তু সর্ব্বং কর্ত্তব্যং কৃতবানেবেত্যাহ কৃত ইতি। পুনশ্চ কর্ম্মমার্গো নির্ণীতঃ। নৈয়ায়িকযুক্তিজালং নিরস্তং। বিষয়োত্থিতং সুখদুঃখজাতঞ্চানুভূতং। নম্বেবম্ভূতস্ত্বমেনং কালং কিমিতি ন পরিহরসীতি চেত্তত্রাহ। নেশে সমর্থো ন ভবামি ॥৮৮॥ নমু কিমর্থমেবং বিধাতুং

প্রবৃত্তোঽসীতি জিজ্ঞাসায়ামীশ্বরনিরাসগুরুদ্রোহলক্ষণয়োঃ প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তুং প্রবৃত্তোঽস্মীতি দর্শয়িতুমুপক্রমতে নিরাস্থমিতি। ঈশানো ভূতভব্যস্যেত্যাদিশ্রুতে লোকাচ্চসিদ্ধমীশং নিরাকৃতবান্। কিমিচ্ছন্নিতি চেত্তত্রাহ। বেদস্য স্বতঃ প্রামাণ্যমুদাহরিষ্যান্। হে বিদ্বন্! জাতু কদাচিৎ প্রপঞ্চো জগদ্ যেন বিনা সৌখ্যায় ন কল্পতে যোগো ন ভবতি তমীশং ন নিহ্নুবে নৈবাপলপামি তন্নিষেধে মদভিপ্রায়ো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥ এবমেকং পাপং প্রদর্শ্য দ্বিতীয়ং দর্শয়তি। তথাগতৈঃ সুগতৈরাক্রান্তমশেষং সর্ব্বমভূৎ। তেন চ স বৈদিকঃ পন্থা বিরলীবভূবেতি পরীক্ষ্য তেষাং

যে আপনার সহিত একবার আমার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অদ্য আপনি আমার নয়ন পথে পতিত হইয়াছেন। এই সংসারপথে অভিমত বস্তুর সহিত সংযোগ কোন ক্রমেই স্বেচ্ছামত হইতে পারে না। ৮৬।

কাল, কখন ইষ্টবস্তুর সহিত সংযোগ করিয়া থাকে, কখন বা অশুভ ফলপ্রদ অনিষ্টবস্তুর সহিত সংযোগ করিয়া থাকে। আবার কখন বা সংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার বিয়োগ করিয়া থাকে। অতএব জগতে সুখদুঃখ কালের অধীন বলিয়া জানিতে হইবে। ৮৭।

আমি নিবন্ধ রচনা করিয়াছি; কর্ম্মমার্গ নির্ণয় করিয়াছি; নৈয়ায়িকদিগের যুক্তি সকল নিরস্ত করিয়াছি; বৈষয়িক সুখ দুঃখ সকল অনুভব করিয়াছি; কিন্তু আমি কিছুতেই এই কালকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই নাই। ৮৮।

আমি স্বতঃ সিদ্ধ বেদের প্রামাণ্য ইচ্ছা করিয়া বেদ ও লোক প্রসিদ্ধ ঈশ্বরকে নিরাকরণ করিয়াছি। হে পণ্ডিতবর! ঈশ্বর ব্যতীত যে জগৎ সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না, আমি সেই ঈশ্বরের নিশ্চয়ই কখন কোন অপহ্নব করি নাই। বস্তুতঃ ঈশ্বরের নাস্তিতে আমার কোন অভিপ্রায় নাই। ৮৯।

বৌদ্ধগণ সকল জগৎ আক্রমণ করিবার পর বেদোক্ত পন্থা এককালে বিরলপ্রচার হইয়া পড়িল। ইহা পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পরা-

ণম্ ॥ ৯০ ॥ সশিষ্যসঙ্ঘাঃ প্রবিশন্তি রাজ্ঞাং গেহং তদাদি স্ববশে বিধাতুং। রাজা মদীয়োঽজিরমস্মদীয়ং তদাদ্রিয়ধ্বং ন তু বেদমার্গম্ ॥৯১॥ বেদোঽপ্রমাণং বহুমানবাধাৎ পরস্পরব্যাহতিবাচকত্বাৎ। এবং বদন্তো বিচরন্তি লোকে ন কাচিদেষাং প্রতিপত্তিরাসীৎ ॥ ৯২ ॥ অবাদিষং বেদ বিঘাতদক্ষৈস্তৈর্নাশকং জেতুমবুধ্যমানঃ। তদীয়সিদ্ধান্তরহস্যবাধান্নিষেধ্যবোধাদ্ধি নিষেধ্যবাধঃ ॥৯৩॥ তদা তদীয়ং শরণং প্রপন্নঃ সিদ্ধান্তমশ্রৌষমনুদ্ধতাত্মা। অদূদুষদ্বৈদিকমেব মার্গং তথাগতো জাতু কুশাগ্রবুদ্ধিঃ ॥ ৯৪ ॥ তদাঽপতন্মে সহসাঽশ্রুবিন্দুস্তচ্চাবিদুঃ পার্শ্বনিবা-

বিজয়ায় পুরাণং বেদমার্গং সন্ত্রাতুমনা অহং প্রবৃত্তঃ ॥৯০॥ শিষ্যসঙ্ঘৈঃ সহিতাঃ সুগতাঃ রাজ্ঞো গেহং প্রবিশন্তি। তদাদি রাজাদি স্ববশে বিধাতুং রাজা মদীয়স্তথাঽজিরং বিষয়ো দেশোঽস্মদীয়স্তস্মাদ্ বেদমার্গং নৈবাদ্রিয়ধ্বং। যদ্বা তত্তস্মাদস্মদীয়মজিরমস্মদীয়শাস্ত্রবিষয়মাশ্রয়ধ্বং ন তু বেদমার্গমিতি বদন্তো বিচরন্তীতি পরেণান্বয়ঃ। অজিরং প্রাঙ্গণে চান্তে বিষয়ে দর্দুরেঽনিল ইতি মেদিনী ॥ ৯১ ॥ বেদোঽপ্রমাণং বহুমানেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেন বাধাৎ পরস্পরব্যাঘাতবাচকত্বাচ্চেত্যেবং বদন্তো লোকে বিচরন্তি স্ম। এষাং সুগতানাং কাচিৎ প্রতিপত্তিঃ প্রতিক্রিয়া নাসীৎ আখ্যা° ॥৯২॥ বেদবিঘাতদক্ষৈস্তৈরবাদিষং বাদং কৃতবান্। পরন্তু তদীয়সিদ্ধান্তরহস্যজলধীনবুধ্যমানস্তান্ জেতুং নাশকং। হি যতো নিষেধ্যস্য জ্ঞানান্নিষেধ্যস্য বাধো ভবতি নান্যথেত্যর্থঃ উ° ॥ ৯৩ ॥ তদাসীং তদীয়ং শরণং প্রপন্নোঽনুদ্ধতাত্মা তদীয়সিদ্ধান্তমশ্রৌষং। জাতু কদাচিৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধিঃ সুগতো বৈদিকমেব মার্গমদূদুষৎ ॥৯৪॥ তদা সহসা মেঽশ্রুবিন্দুরপতৎ। তচ্চাশ্রুপতনমন্যে পার্শ্বনিবাসিনোঽবিদুস্তদা প্রভৃত্যেব ময্য-

জয় করিবার নিমিত্ত বেদমার্গ রক্ষা করিতে আমি প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ৯০।

তখন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বৌদ্ধগণ রাজা, রাজবিষয়, দেশ সমুদয়ই স্বীয়বশে রাখিবার নিমিত্ত রাজগৃহে প্রবেশ করিল এবং তাহারা সর্ব্বদাই বলিতে লাগিল—রাজা আমার, এই দেশও আমাদিগের, অতএব তোমরা কখনই বেদমার্গের উপর আদর প্রকাশ করিও না। বরং আমাদের শাস্ত্ররূপ বিষয় সকল আশ্রয় কর, কদাচ বেদপথ আশ্রয় করিও না। প্রত্যক্ষপ্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা বেদের বাধা থাকা প্রযুক্ত এবং পরমেশ্বরের ব্যাঘাত থাকা প্রযুক্ত বেদ কখনই প্রমাণিক গ্রন্থ নহে। এই কথা বলিতে বলিতে সংসারে তাঁহারা সর্ব্বদাই বিচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের কোনরূপ প্রতীকার দেখি নাই। ৯১। ৯২।

আমি বিরোধী বিচক্ষণ বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত রহস্য রূপ সমুদ্র না জানিয়া আমি তাঁহাদিগকে জয় করিতে পারি নাই। কারণ—নিষিদ্ধ বস্তুর জ্ঞান হইলেই নিষিদ্ধ বস্তুর বাধা হইয়া থাকে। ৯৩।

অগত্যা আমি তখন বৌদ্ধগণের শরণাপন্ন হইলাম এবং উদ্ধতস্বভাব না হইয়া বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত সকল শ্রবণ করিতে বাধ্য হইলাম। কুশাগ্রের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি এক জন বৌদ্ধ বেদের একটী পথ দূষিত করিয়া দিল। ৯৪।

তৎকালে সহসা আমার অশ্রুবিন্দু পতিত হইল।

সিনোঽন্যে। তদা প্রভৃত্যেব বিবেশ শঙ্কা মথাপ্ত-ভাবং পরিহৃত্য তেষাম্ ॥ ৯৫। বিপক্ষপাঠী বলবান্ দ্বিজাতিঃ প্রত্যাদদদ্ দর্শনমস্মদীয়ং। উচ্চাটনীয়ঃ কথমপ্যুপায়ৈ র্নৈতাদৃশঃ স্থাপয়িতুং হি যোগ্যঃ ॥ ৯৬ ॥ সংমন্ত্র্য চেত্থং কৃতনিশ্চয়াস্তে যে চাপরে হিংসনবাদশীলাঃ। ব্যপাতয়ন্মুচ্চতরাৎ প্রমত্তং মামগ্রসৌধাদ্বিনিপাতভীরুং ॥ ৯৭ ॥ পতন্ পতন্ সৌধতলান্যরূরুহং যদি প্রমাণং শ্রুতয়ো ভবন্তি। তজ্জীবয়েঽস্মিন্ পতিতোঽসমস্থলে মজ্জীবনে তচ্ছ্রুতিমানতা গতিঃ ॥৯৮॥ যদীহ সন্দেহপদপ্রয়োগাদ্-ব্যাজেন শাস্ত্রশ্রবণাচ্চ হেতোঃ। মমোচ্চদেশাৎ পততো ব্যনংক্ষীত্তদেকচক্ষু র্বিধিকল্পনা সা ॥৯৯॥ একাক্ষরস্যাপি গুরুঃ প্রদাতা শাস্ত্রোপদেষ্টা কিমু-ভাষণীয়ং। অহং হি সর্ব্বজ্ঞগুরোরধীত্য প্রত্যাদিশে

প্তভাবং পরিহৃত্য স্থিতানাং তেষাং শঙ্কা বিবেশে বি০॥ ৯৫॥ দর্শনং শাস্ত্রং উ০ ॥৯৬॥ ইত্থং সংমন্ত্র্য কৃতনিশ্চয়াস্তে যে চান্যে অহিংসনবাদশীলাঃ বিনিপাতভীরুং বিনিপাতাৎ ভয়শীলং প্রমত্তং মামুচ্চতরাৎ শ্রেষ্ঠসৌধাদ্ ব্যপাতয়ন্ ॥ ৯৭॥ সৌধতলাৎ পতন্ অরূরুহং পুনঃ পুনরারূঢ়ঃ। যদি শ্রুতয়ঃ প্রমাণং ভবন্তি তত্তর্হ্যস্মিন্ বিষমস্থলে পতিতঃ জীবেয়ং। যতঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যস্য মজ্জীবনেনৈব গতিঃ ॥ ৯৮ ॥ ইহ বেদপ্রামাণ্যে যদীতি সন্দেহপ্রতিপাদ্যস্য প্রয়োগাদ্ ব্যাজেন কপটেন শাস্ত্রস্য শ্রবণাচ্চ হেতোরুচ্চ-দেশাৎ পততো মম তদেকং চক্ষু র্ব্যনংক্ষীৎ। কিন্তু সা চক্ষুরস্য নাশং গচ্ছত্বিতি বিধে র্দৈবস্য কল্পনা ॥ ৯৯ ॥ একাক্ষরস্যাপি প্রদাতা গুরু র্ভবতি শাস্ত্রোপদেষ্টা স ভবতীতি কিমু বক্তব্যং। অহং তু সর্ব্বজ্ঞাৎ সুগতাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সুগত ইত্যমরঃ। গুরোরধীত্য

পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর সকলেই তাহা জানিতে পারিল। তদবধি আমার উপরে বিশ্বস্তভাব পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের শঙ্কা উপস্থিত হয়। ৯৫।

আমাদিগের বিপক্ষদিগকে অধ্যয়ন করাইলেও এই বলবান্ ব্রাহ্মণ আমাদিগের শাস্ত্র প্রতিগ্রহ করিয়াছেন। অতএব কোন উপায়ে ইহাকে নিরাকরণ করিতে হইবে, অথচ কোনক্রমেই এক্ষণে এইস্থানে ইহার অবস্থান করা উচিত নহে। । ৯৬।

এইরূপে মন্ত্রণা করিয়া কৃতনিশ্চয় বৌদ্ধগণ ও অহিংসা পরায়ণ বৈদিকগণ সকলেই পতনভীরু ও প্রমত্ত এই হতভাগ্যকে উচ্চতর প্রাসাদ হইতে নিপাতিত করিয়া দেয়। ৯৭।

"যদি বেদ সকল প্রমাণ হয় তবে আমি যেন প্রাসাদ তল হইতে পড়িতে পড়িতে পুনঃ পুনঃ আরোহণ করিতে পারি এবং এই বিষমস্থলে পতিত হইয়াও যেন আমি জীবিত থাকি। আমার জীবন থাকিলেই শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে" ।৯৮।

বেদের প্রামাণ্যে সন্দেহযোগ্য বিষয়ের প্রয়োগ হেতু ও কপটে শাস্ত্রশ্রবণ হেতু উচ্চতর প্রদেশ হইতে পতিত হইবার সময় যদিচ আমার এক চক্ষু নষ্ট হইয়াছে সত্য, তথাপি সেই কাণত্ব দৈব কল্পনা অবশ্য বলিতে হইবে। ৯৯।

যিনি একটী অক্ষর প্রদান করিয়া থাকেন শাস্ত্র মত তিনিই গুরু। অতএব যিনি শাস্ত্রের উপদেষ্টা তিনি যে অবশ্যই গুরু তাহা আর বলিতে হয় না। আমি বৌদ্ধ গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করিয়া

তেন গুরো র্মহাগঃ ॥১০০॥ তদেবমিত্থং সুগতাদধীতা প্রাঘাতয়ং তৎ কুলমেব পূর্ব্বং । জৈমিন্যুপজ্ঞেভিঃ-নিবিষ্টচেতাঃ শাস্ত্রে নিরাস্থং পরমেশ্বরঞ্চ ॥ ১০১ ॥ দোষদ্বয়স্যাস্য চিকীর্ষু র্রর্হন্ ! যথোদিতাং নিষ্কৃতি-মাশ্রয়াশং । প্রাবিক্ষমেষা পুনরুক্তভূতা জাতাঽভবৎ পাদনিরীক্ষণেন ॥ ১০২ ॥ ভাষ্যং প্রণীতং ভবতেতি যোগিন্নাকর্ণ্য তত্রাপি বিধায় বৃত্তিম্ । যশোঽধি-গচ্ছেয়মিতিস্ম বাঞ্ছা স্থিতা পুরা সম্প্রতি কিং তদুক্ত্যা ॥ ১০৩॥ জানে ভবন্তমহমার্য্যজনার্থজাত-মদ্বৈতরক্ষণকৃতে বিহিতাবতারম্ । প্রাগেব চেন্নয়নবর্ত্ম কৃতার্থয়েথাঃ পাপক্ষয়ায় বত নেদৃশমাচরি-ষ্যম্ ॥ ১০৪ ॥ প্রায়োঽধুনা তদুভয়প্রভবাঘশান্ত্যৈ

তেনাধীতেন গুরো র্মহাগঃ প্রত্যাদিশে প্রত্যর্পিতবান্ ॥ ১০০॥ মহাপরাধমেবাহ । তদেবমনেন প্রকারেণ সুগতাদধীত্য তস্য সুগতস্য কুলমেবাদৌ প্রাঘাতয়ং। জৈমিনেরুপজ্ঞা আদ্যং জ্ঞানং যত্র, উপজ্ঞা জ্ঞানমাদ্যং স্যাদিত্যমরঃ। তস্মিন্ শাস্ত্রেঽভিনিবিষ্টং চেতো যস্য সঃ অহং পরমেশ্বরঞ্চ নিরাস্থং নিরস্তবান্ ॥ ১০১ ॥ অস্যোদাহৃতস্য দোষদ্বয়স্য যথোক্তাং নিষ্কৃতিং চিকীর্ষু র্হে অর্হন্! আশ্রয়াশং পাবকং প্রাবিক্ষং প্রবেশং কৃতবানস্মি। আশ্রয়াশো বৃহদ্ভানুঃ কৃশানুঃ পাবকোঽনলইত্যমরঃ। তব পাদনিরীক্ষণস্য নিষ্কৃতিরূপত্বাদেষা নিষ্কৃতিস্তব পাদনিরীক্ষণেন পুনরুক্তভূতা জাতা সম্পন্না ॥ ১০২ ॥

নন্থ শাবরভাষ্যবদস্মদ্ভাষ্যেঽপি ত্বয়া বার্ত্তিকং কর্ত্তব্যং স্থিত-মিতি চেত্তত্রাহ। ভাষ্যং ভবতা প্রণীতমিতি শ্রুত্বা হে যোগিন্! ভবৎপ্রণীতে ভাষ্যে বৃত্তিং বিধায় যশোঽধিগচ্ছেয়মিতি বাঞ্ছা পুরা স্থিতা। পরন্তু সম্প্রতি তদুক্ত্যা কিং নিষ্ফলত্বাৎ। স্মেতি পাদ-পূরণে ॥ ১০৩ ॥ আর্য্যাণামর্থে জাতমার্য্যাণামর্থসমুদায়ো যস্মা-ত্তথাভূতমিতি বা আর্য্যজনার্থং জাতমিতি বা। পুনশ্চাদ্বৈতর-ক্ষণায় বিহিতোঽবতারো যেন তথাভূতং ভবন্তমহং জানামি। অতো যদি তুষানলপ্রবেশাৎ প্রাগেব পাপক্ষয়ায় মম নেত্রমার্গং কৃতার্থয়েথাস্তর্হি হে যতে! ঈদৃশং প্রায়শ্চিত্তং নাচরিষ্যং বত ॥ ১০৪ ॥ অধুনা তু প্রায়ো গুরুদ্রোহেশ্বরনিরাসপ্রভবাঘশান্ত্যর্থ-

অধীত শাস্ত্রদ্বারা গুরুর উপর মহৎ অপরাধ প্রত্য-র্পণ করিয়াছি। ১০০।

আমি এইরূপে বুদ্ধের নিকট হইতে শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধকুল পূর্ব্বেই বিনষ্ট করিয়াছি এবং জৈমিনির আদ্য জ্ঞানে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে অভিনিবিষ্টচিত্তে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছি। ।১০১।

হে বিজ্ঞতম ! এই দুই প্রকার দোষের নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা করিয়া এক্ষণে অনলে প্রবেশ করি-য়াছি। আপনার পাদ-দর্শন করিলেও নিষ্কৃতি হইয়া থাকে, সুতরাং অনলে প্রবেশ করিয়া এক্ষণে নিষ্কৃতি লাভ করা পুনরুক্তদোষে দূষিত হইল। ১০২।

হে যোগিবর ! আপনি ভাষ্যপ্রণয়ন করিয়া-ছিলেন আমি তাহা শ্রবণ করিয়া সেই ভাষ্যের বৃত্তি করিয়া যশোভাজন হইতে বাঞ্ছা করি। সম্প্রতি আর সে কথায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।১০৩।

আপনি আর্য্য জনের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া-ছেন ; অদ্বৈতমত রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তাহা আমিও অবগত হই-য়াছি। কিন্তু যদি আপনি তুষানলে প্রবেশ করি-

প্রাবিক্ষমার্য্য ! তুষপাবকমাত্তদীক্ষঃ। ভাগ্যং ন মেঽভূনি হি শাবরভাষ্যবত্ত্বদ্ভাষ্যেঽপি কিঞ্চন বিলিখ্য যশোঽধিগন্তুম্ ॥১০৫॥ ইত্যুচিবাংসমথ ভট্টকুমারিলং তমীষদ্বিকস্বরমুখাম্বুজমাহ মৌনী। শ্রুত্যর্থকর্ম্মবিমুখান্ সুগতানিহন্তুং জাতং গুহং ভুবি ভবন্তমহন্তু জানে ॥ ১০৬। সম্ভাবনাঽপি ভবতো নহি পাতকস্য সত্যং ব্রতং চরসি সজ্জনশিক্ষণায়। উজ্জীবয়ামি করকাম্বুকণোক্ষণেন ভাষ্যেঽপি মে রচয় বার্ত্তিকমঙ্গ ভব্যম্ ॥১০৭॥ ইত্যুচিবাংসং বিবুধাবতংসং স ধর্ম্মবিদ্ ব্রহ্মবিদাং বরেণ্যং। বিদ্যাধনঃ শান্তিধনাগ্রগণ্যং সপ্রশ্রয়ং বাচমুবাচ ভূয়ঃ ॥ ১০৮ ॥ নার্হামি শুদ্ধমপি লোকবিরুদ্ধকৃত্যং কর্ত্তুং মযীড্য।

মাত্তদীক্ষস্তুষানলং হে আর্য্য ! প্রাবিক্ষং। মম ভাগ্যাভ্যুদয় এব ভবদ্ভাষ্যবার্ত্তিকাকরণনিদানমিত্যাহ ভাগ্যমিতি ॥ ১০৫ ॥

এবং ভট্টপাদোক্তমুপাকৃত্য শ্রীশঙ্করবাক্যমুদাহর্তুমাহ। ইত্যেবমুক্তবন্তং ভট্টং কুমারিলমীষদ্বিকস্বরমুখকমলমথ তদুক্ত্যনন্তরং মৌনী শ্রীশঙ্কর উবাচ। বদ্যপাস্তে ন জানন্তি তথাপি শ্রুত্যর্থাৎ কর্ম্মণো বিমুখান্ সুগতান্ নিহন্তুং ভুবি জাতং স্কন্দং ভবন্তমহন্তু জানে ॥ ১০৬ ॥ দোষদ্বয়নিবৃত্তয়ে তুষানলং প্রাবিক্ষমিত্যুক্তং তত্রাহ সম্ভাবনেতি। তথাপি সজ্জনানাং শিক্ষণায় সত্যব্রতং চরসি। যত এবমতঃ কমণ্ডলুজলকণসিক্তেন ভবন্তমুজ্জীবয়ামি। ননু কিমর্থং জীবয়সীতি চেত্তত্রাহ। অঙ্গ হে ভট্টকুমারিল ! মে ভাষ্যেঽপি ভব্যং বার্ত্তিকং রচয় ॥১০৭॥ ইত্যুচিবাংসং দেবশিরোমণিং পণ্ডিতাবতংসং বা ব্রহ্মবিদাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমং শান্তিধনেষু যতিষগ্রে গণনীয়ং শ্রীশঙ্করং ধর্ম্মজ্ঞো বিদ্যাধনঃ স ভট্টপাদঃ সপ্রশ্রয়ং যথা তথা বাচং পুনরুবাচ উ° ॥ ১০৮ ॥ যদুক্তং শ্রুত্যর্থেত্যাদি তত্রাহ। নেতি শুদ্ধমপি লোকবিরুদ্ধং কৃত্যং কর্ত্তুং যোগ্যো ন ভবামি। হে স্তুত্য !

বার পূর্ব্বে আমার নয়ন-পথ কৃতার্থ করিতেন তাহা হইলে পাপক্ষয়ের নিমিত্ত আমি কদাচ এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম না। ১০৪।

আর্য্য ! বহুল পরিমাণে গুরুহিংসা ও ঈশ্বর নিরাকরণ এই উভয় প্রকার পাপ শান্তির নিমিত্ত দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক আমি তুষানলে প্রবেশ করিয়াছি। শাবর ভাষ্য তুল্য ভবদীয় ভাষ্যেও কিছু লিখিয়া যশোলাভ করিতে আমার কিছুতেই ভাগ্য হয় নাই। ১০৫।

এই কথা বলিয়া ভট্টপাদ ক্ষান্ত হইলে মৌনব্রতী শঙ্কর তাঁহার মুখকমল ঈষৎ প্রফুল্ল দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। দেখ—অপরে ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই অবগত নহে, কিন্তু শ্রুতির অর্থ ও কার্য্য বিষয়ে যাহারা একান্ত পরাঙ্মুখ সেই বৌদ্ধদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত তুমি বার্ত্তিকেয় হইয়া যে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। ১০৬।

তোমার পাতকের কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, সজ্জনদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সত্য ব্রতের আচরণ করিতেছ। আমি তোমাকে কমণ্ডলু জলকণার সিঞ্চনদ্বারা উজ্জীবিত করিতেছি। তুমি আমার ভাষ্যের একটী সুন্দর বার্ত্তিক রচনা কর। ।১০৭।

এই কথার পর দেবশিরোমণি, পণ্ডিতাবতংস, ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অগ্রগণ্য, ও শান্তিধন যতিগণের শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যকে বিদ্যাধন ভট্টপাদ তখন সবিনয়ে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। ১০৮।

হে স্তবনীয় ! পবিত্র অথচ লোক বিরুদ্ধ

মহিতোক্তিরিয়ং তবার্হা। আজানতোঽতিকুটিলেঽপি জনে মহান্তস্ত্বারোপয়ন্তি হি গুণং ধনুষীব শূরাঃ ॥ ১০৯ ॥ সঞ্জীবনায় চিরকালমৃতস্য চ ত্বং শক্তোঽসি শঙ্কর! দয়োর্ম্মিলদৃষ্টিপাতৈঃ। আরব্ধমেতদধুনা ব্রতমাগমোক্তং মুঞ্চন্ সতাং ন ভবিতাস্মি বুধাবিনিন্দ্যঃ ॥ ১১০ ॥ জানে তবাহং ভগবন্! প্রভাবং সংহৃত্য ভূতানি পুন র্যথাবৎ। স্রষ্টুং সমর্থোঽসি তথাবিধো মামুজ্জীবয়েশ্চেদিহ কিং বিচিত্রম্ ॥ ১১১ ॥ নাভ্যুৎসহে কিন্তু যতিক্ষিতীন্দ্র! সঙ্কল্পিতং হাতুমিদং ব্রতাগ্র্যং। তস্তারকং দেশিকবর্য্য! মহ্যমাদিশ্য তদ্ ব্রহ্ম কৃতার্থয়েথাঃ ॥ ১১২ ॥ অয়ং চ পন্থা যদি তে প্রকাশ্যঃ সুধীশ্বরো মণ্ডন-

ময্যাতিক্ষুদ্রেঽপীয়ং মহিতোক্তিস্তব যোগ্যা। আজানতঃ স্বভাবতোঽতিকুটিলেঽপি জনে মহান্তস্তু গুণমারোপয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তো যথা আজানতোঽতিকুটিলেঽপি ধনুষি শূরা গুণং জ্যামারোপয়ন্তি তদ্বৎ বঃ ॥১০৯॥ হে শঙ্কর! যদ্যপি চিরকালং মৃতস্যাপি দয়ালক্ষণোর্ম্মি ব্যাপ্তদৃষ্টিপাতৈঃ শঙ্করেত্যাদ্যেকং বা পদং। সঞ্জীবনায় ত্বং শক্তোঽসি। তথাপ্যধুনা আরব্ধং বেদোক্তমেতদ্ ব্রতং ত্যজন্ সত্তামবিনিন্দ্যো ন ভবিতাস্মি। এতজ্জ্ঞাতুং যোগেয্যা-চমীতি জ্ঞাপনায় সম্বোধয়তি হে বুধেতি। ১১০ ॥ কিঞ্চ সম-

স্তভূতানি সংহৃত্য পুন র্যথাবৎ স্রষ্টুং সমর্থস্য তব নৈতচ্চিত্রমিত্যাহ জান ইতি ইন্দ্র০ ॥ ১১১ ॥ যদ্যপ্যেবং তথাপি হে যতিরাজ! সংকল্পিতমিদং ব্রতাগ্র্যং ত্যক্তুং নাভ্যুৎসহে। যদ্যহমবশ্যমনুগ্রাহ্যস্তর্হীদং বিধেহীত্যাহ। তস্মাৎ হে দেশিক! তস্তারকং কাশ্যামুপদিশ্যমানং ব্রহ্ম মহ্যমুপদিশ্য কৃতার্থয়েথাঃ। ১১২।
অদ্বৈতমার্গপ্রকাশনায় মাং জেতুময়মাগত ইতি বিজ্ঞায়াহ অয়-

কার্য্য করিতে আমার সাহস হয় না। কারণ,আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অতএব আমার উপর আপনার এরূপ স্তব যোগ্য বাক্য সম্ভবপর নহে। আজন্মবক্র ধনুকের উপর যেরূপ বীরগণ গুণ (ছিলে) সংযোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ কুটিল জনের উপর মহৎগণ কেবল গুণমাত্র আরোপ করিয়া থাকেন। ১০৯।

শঙ্করজী! যে ব্যক্তি বহুকাল হইল পঞ্চত্ব পাইয়াছে, আপনি সত্যই তাহাকে কৃপাতরঙ্গে পরিপূর্ণ স্বীয় দৃষ্টিপাতদ্বারা উজ্জীবিত করিতে সমর্থ,তথাপি আমি এক্ষণে যে বেদোক্ত ব্রতের আরম্ভ করিয়াছি তাহা পরিত্যাগ করিলে পণ্ডিতগণ কি আমাকে নিন্দা করিবেন না?। ১১০।

ভগবন্! আমি আপনার প্রভাব অবগত আছি। আপনি ভূত সকল সংহার করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে পূর্ব্বমত সৃজন করিতে পারেন। অতএব আপনি যে আমাকে উজ্জীবিত করিবেন, ইহা বিচিত্র কি?। ১১১।

যতিরাজ! তথাপি আমার এই সঙ্কল্পিত প্রধান ব্রত পরিত্যাগ করিতে উৎসাহ হয় না। গুরুবর! যদি আমি যথার্থ আপনার অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি, তাহা হইলে কাশীনগরীতে ব্রহ্মবিদ্যার যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই তারক ব্রহ্মের উপদেশ দিয়া এক্ষণে আমাকে কৃতার্থ করুন। ১১২।

যদি এই বেদ পথ প্রকাশ করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে (যাহার কীর্ত্তিকলাপ দিগ্ দিগন্তে গমন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে) সেই

মিশ্রশর্ম্মা। দিগন্তবিশ্রান্তযশা বিজেয়ো যস্মিন্ জিতে সর্ব্বমিদং জিতং স্যাৎ ॥ ১১৩ ॥ সদা বদন্ যোগপদঞ্চ সাম্প্রতং স বিশ্বরূপঃ প্রথিতো মহীতলে। মহাগৃহী বৈদিককর্ম্মতৎপরঃ প্রবৃত্তিশাস্ত্রে নিরতঃ সুকর্ম্মতঃ ॥ ১১৪ ॥ নিবৃত্তিশাস্ত্রে ন কৃতাদরঃ স্বয়ং কেনাঽপ্যুপায়েন বশং স নীয়তাং। বশং গতে তত্র ভবেন্মনোরথস্তদন্তিকং গচ্ছতু মা চিরং ভবান্ ॥ ১১৫ ॥ উম্বেক ইত্যভিহিতস্য হি

কেতি। দিশামন্তে বিশ্রান্তং যশো যস্য। ১১৩। সদা যোগস্য কর্ম্মযোগস্য পদং সাম্প্রতং ন্যায্যং বদন্ স বিশ্বরূপো ভূতলে প্রথিতঃ উ০ ॥ ১১৪ ॥ কিঞ্চ নিবৃত্তিশাস্ত্রে ন কৃতাদরঃ স্বয়ং তস্মাৎ স মণ্ডনঃ কেনাঽপ্যুপায়েন বশং নীয়তাং তত্র তস্মিন্ বশং প্রাপ্তে ভবন্মনোরথো ভবেদতস্তৎসমীপং শীঘ্রং ভবান্ গচ্ছতু উ০ ॥ ১১৫ ॥

সুধীবর মণ্ডনমিশ্রকে জয় করিবেন। অধিক কি—তাঁহাকে জয় করিতে পারিলে আপনার এই সমস্ত জগৎ জয় করা হইবে। ১১৩।

তিনি সম্প্রতি সর্ব্বদা যোগের ন্যায্য কার্য্য ও যোগের পদ সকল প্রকাশ করিয়া মহীতলে বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত। তিনি একজন মহান্ গৃহস্থ, বৈদিক কার্য্যে একান্ত তৎপর; এবং উত্তম কর্ম্মবশতঃ প্রবৃত্তিশাস্ত্রেও সর্ব্বদা অনুরক্ত। ১১৪।

নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষাদি শাস্ত্রে তাঁহার কোনরূপ আদর নাই। আপনি স্বয়ং কোনরূপ উপায়দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করুন। তিনি বশীভূত হইলেই আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে। অতএব আপনি অবিলম্বে তাঁহার সন্নিধানে গমন করুন। ১১৫।

তস্য লোকৈরুম্বেতি বান্ধবজনৈরভিধীয়মানা। হেতোঃ কুতশ্চিদিহ বাক্ সুরুষাঽভিশপ্তা দুর্ব্বাসসাঽজনি বধূর্ব্বয়ভারতীতি ॥১১৬॥ সর্ব্বাসু শাস্ত্রসরণীষু স বিশ্বরূপো মত্তোঽধিকঃ প্রিয়তমশ্চ মদাশ্রবেষু। তৎপ্রেয়সীং শমধনেন্দ্র! বিধায় সাক্ষ্যে বাদে বিজিত্য তমিমং বশগং বিধেহি ॥ ১১৭ ॥

উম্বেক ইতি লোকৈরভিহিতস্য তস্য মণ্ডনস্য বধূরুম্বেতি বান্ধবজনৈরভিধীয়মানা কুতশ্চিদ্ধেতো র্ব্বাক্ সরস্বতী দুর্ব্বাসসা সুরুষাঽভিশপ্তা উভয়ভারতীতি অজনি প্রাদুর্ভূতা। এতেনোম্বেক-উম্বা ইতি মণ্ডনসরস্বত্যোঃ প্রাকৃতং নাম কথিতমিতি বোধ্যং ব০ ॥১১৬॥ কিঞ্চ সর্ব্বাসু শাস্ত্রসরণীষু স বিশ্বরূপো মত্তোঽধিকঃ। মদাশ্রবেষু মম শিষ্যেষু মধ্যে প্রিয়তমশ্চ তস্মাৎ হে শমধনেন্দ্র! তস্য প্রেয়সীমতিশয়েন প্রিয়াং সরস্বতীং সাক্ষ্যে বিধীয়তামিমাং বিশ্বরূপং বাদে বিজিত্য বশগং বিধেহি ॥১১৭॥ তেনৈব তাবক-

লোকে মণ্ডনমিশ্রকে উম্বেক বলিয়া সম্বোধন করিত, এবং তাঁহার পত্নীকে বন্ধুজনে উম্বা বলিয়া আহ্বান করিত। এক দিবস কোন কারণ দুর্ব্বাসা মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সরস্বতীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তদবধি তিনি জগতে উভয়ভারতী নামে প্রাদুর্ভূত হন। বস্তুতঃ মণ্ডন ও সরস্বতীর ইহাই প্রাকৃত নাম জানিবেন ॥ ১১৬।

সকল প্রকার শাস্ত্রপথে বিশ্বরূপ আমা অপেক্ষাও অধিক। এবং যত শিষ্য আছে তন্মধ্যে মণ্ডনমিশ্র আমার অত্যন্ত প্রিয়তম শিষ্য। হে শমধন! আপনি তাঁহার প্রেয়সী সরস্বতীকে সাক্ষ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন এবং বাদে বিশ্বরূপকে জয় করিয়া তাহাকে বশীভূত করুন। ১১৭।

তেনৈব তাবৎকৃতিষপি বার্ত্তিকানি কর্ম্মন্দিবর্যতম! কারয় মা বিলম্বম্। ত্বং বিশ্বনাথ ইব মে সময়ে সমাগাস্তত্তারকং সমুপদিশ্য কৃতার্থয়েথাঃ ॥ ১১৮ ॥ নির্ব্ব্যাজকারুণ্য। মুহূর্ত্তমাত্রমত্র ত্বয়া ভাব্যমহস্তু যাবৎ। যোগীন্দ্রহৃৎপঙ্কজভাগ্যমেতৎ ত্যজাম্যসূন্ রূপমবেক্ষমাণঃ ॥ ১১৯ ॥ ইত্যুচিবাংসমিমমিদ্ধ-সুখপ্রকাশং ব্রহ্মোপদিশ্য বহিরন্তরপাস্তমোহং। তন্বন্ দয়ানিধিরসৌ তরসাঽভ্রমার্গাৎ শ্রীমণ্ডনস্য নিলয়ং স ইয়েষ গন্তুং ॥১২০॥ অথ গিরমুপসংহৃত্যা-দরাদ্ ভট্টপাদঃ শমধনপতিনাঽসৌ বোধিতাদ্বৈত-তত্ত্বঃ। প্রশমিতমমতঃ সন্ তৎপ্রসাদেন সদ্যো বিদলদখিলবন্ধো বৈষ্ণবং ধাম পেদে ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্ব্যাসসন্দর্শচিত্রগঃ।
সংক্ষেপ শঙ্করজয়ে সর্গোঽসৌ সপ্তমোঽভবৎ।

কৃতিষপি বার্ত্তিকানি কারয়। হে পরিব্রাট্ শ্রেষ্ঠতম! ভিক্ষুঃ পরিব্রাট্ কর্ম্মন্দীত্যমরঃ। বিলম্বং মা কুরু ত্বং বিশ্বনাথ ইব মে সময়ে সমাগাস্তত্তম্মাত্তারকং সম্যগুপদিশ্য কৃতার্থয়েথাঃ ব০ ॥ ॥ ১১৮ ॥ হে নির্ব্ব্যাজকারুণ্য! মুহূর্তমাত্রং ত্বয়া অত্র ভবিতব্যং। অহন্তু যাবৎ যোগীন্দ্রহৃৎকমলভাগ্যমেতৎ তব রূপমবেক্ষমাণো-ঽসূন্ ত্যজামি উ০ ॥ ১১৯ ॥ ইত্যুচিবাংসমিমং ভট্টপাদং সন্দীপ্তসুখপ্রকাশাত্মকং ব্রহ্মোপদিশ্য বহিরন্তরপাস্তমোহং কুর্ব্বন্ দয়ানিধিরসৌ শ্রীশঙ্করোঽভ্রমার্গাদাকাশমার্গাৎ মণ্ডনস্য নিলয়ং গন্তমিয়েষেচ্ছতিস্ম ॥ ১২০ ॥ অথোপদেশানন্তরমাদ-রাদসৌ ভট্টপাদো গিরমুপসংহৃত্য শমধনানাং যতিবরাণামধীশং বোধিতমদ্বৈততত্ত্বং যস্মৈ শমিতা মমতা যেন স তথাভূতঃ সন্ তস্য শ্রীশঙ্করস্য প্রসাদেন সদ্যো দলিতাখিলবন্ধো বৈষ্ণবং ধাম প্রাপেত্যর্থঃ মালিনীবৃত্তং ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারস্নুধনপতিসূরিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে সপ্তমঃ সর্গঃ।

তাহাদ্বারা আপনার ভাষ্যের বার্ত্তিক করাই-বেন। হে পরিব্রাজকগণের অগ্রগণ্য! আপনি আর বিলম্ব করিবেন না। আমার এমন সময়ে আপনি বিশ্বনাথ শঙ্করের তুল্য উপস্থিত হইয়া দর্শন দিয়াছেন। অতএব শীঘ্র তারকব্রহ্ম উপদেশ দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। ১১৮।

হে অকপট দয়াসাগর। আপনি মুহূর্ত্তকাল-মাত্র এইস্থানে উপস্থিত থাকিবেন। আমি যোগীন্দ্র-গণের হৃদয়কমলের ভাগ্যফল স্বরূপ আপনার এরূপ দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করি। ১১৯।

ভট্টপাদ এই কথা বলিবার পর কৃপানিধি শঙ্করা-চার্য্য, প্রদীপ্ত, সুখ ও প্রকাশস্বরূপ তারকব্রহ্ম উপদেশ দিয়া তাঁহার বাহ্য ও আন্তরিক মোহ বিনাশ করিয়া শীঘ্র আকাশপথে মণ্ডনের ভবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১২০।

উপদেশ দান করা হইলে ভট্টপাদ আদর-পূর্ব্বক বাক্য উপসংহার করিয়া শমধন শঙ্কর কর্ত্তৃক অদ্বৈততত্ত্ব উপদিষ্ট হইলেন এবং মমতা নাশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের প্রসাদে সাংসারিক অখিল বন্ধন সকল দলিত করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইলেন। ।১২১।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রতস্থে ভগবান্ প্রয়াগাৎ তং মণ্ডনং পণ্ডিতমাশু জেতুম্। গচ্ছন্ খস্বত্যা পুরমালুলোকে মাহিষ্মতীং মণ্ডনমণ্ডিতাং সঃ॥ ১॥ অবান্তররত্নবিচিত্রবপ্রাং বিলোক্য তাং বিস্মিতমানসোঽসৌ।

নমঃ সর্ব্বায় শান্তায় বিষ্ণুবায় জটাদিভিঃ। নিরস্তবাসমার্গায় বক্তীন্দ্রায় কৃপালবে। এবং ব্যাসদর্শনোৎ্বিকং নিম্বপ্যাচার্য্য মণ্ডনসংবাদং সপরিকরং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে। অথ ভট্টপাদং ব্রহ্মোপদিশ্য তস্য বৈষ্ণবপদপ্রাপ্তেরনন্তরং ভগবান্ যোগীন্দ্রঃ মণ্ডনপণ্ডিতং জেতুং শীঘ্রং প্রয়াগাৎ তীর্থরাজাৎ প্রতস্থে প্রস্থানং কৃতবান্। ততঃ আকাশমার্গেণ গচ্ছন্ স মণ্ডনেন মণ্ডিতামলঙ্কৃতাং মাহিষ্মতীং পুরং তন্নামকং নগরং আলুলোকে আ সমন্তাদবলোকিতবান্ উঁ॥ ১॥ রত্নবিচিত্রবপ্রাং বিচিত্ররত্নৈ হীরকাদিভি র্বিচিত্রাঃ বপ্রা অট্টালিকা যস্যাং তাং মাহিষ্মতীং বিলোক্য বিস্মিতং বিস্ময়ং প্রাপ্তং মানসং মনো যস্য সঃ অসৌ যোগীন্দ্রঃ মনোজ্ঞেঽতিরম্যে পুরোপকণ্ঠস্থবনে পুরাণবৎ পুরাণঃ পুরাণপুরুষো বিষ্ণুস্তদ্বৎ পুষ্করবর্ত্মনীতঃ আকাশমার্গাদবাতারদবতীর্ণঃ। ব্যোম পুষ্করমম্বরং। সরণিঃ পদ্ধতিঃ

ভট্টপাদকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়া তাঁহার বৈষ্ণব পদ প্রাপ্তি হইবার পর যোগিবর, মণ্ডন পণ্ডিতকে জয় করিবার নিমিত্ত শীঘ্র প্রয়াগ হইতে গমন করিলেন। অনন্তর আকাশপথে গমন করিতে করিতে মণ্ডনপণ্ডিতকর্ত্তৃক অলঙ্কৃত মাহিষ্মতী নগরী দর্শন করিলেন। ১।

বিচিত্র হীরকাদি রত্ন খচিত ও অট্টালিকা পূর্ণ মাহিষ্মতী নগরী দর্শন করিয়া যোগীন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং পুরাণপুরুষ

পুরাণবৎ পুষ্করবর্ত্মনীতঃ পুরোপকণ্ঠস্থবনে মনোজ্ঞে॥ ২॥ প্রফুল্লরাজীববনে বিহারী তরঙ্গরিঙ্গৎকণশীকরার্দ্রঃ। রেবামরুৎকম্পিতসালমালঃ শ্রমাপহৃদ্ভাষ্যকৃতং সিষেবে॥ ৩॥ তস্মিন্ স বিশ্রম্য কৃতাহ্নিকঃ সন্ স স্বস্তিকারোহণশালিনীনে। গচ্ছ-

পদ্যা বর্ত্মন্যেকপদীতি চেত্যমরঃ উপেন্দ্রং॥ ২॥ তস্মিন্ প্রফুল্লকমলবনে বিহারী বিহরণশীলস্তরঙ্গেভ্যো রিঙ্গন্তো নিঃসরন্তো যে কণশীকরা অতিসূক্ষ্মাম্বুকণাঃ কণোঽতিসূক্ষ্মে ধান্যাংশে। শীকরং শবলে বাতস্থতাম্বুকণয়োঃ পুমানিতি মেদিনী। তৈরার্দ্রো রেবামরুৎকম্পিতাঃ সালানাং বৃক্ষবিশেষাণাং মালাঃ পংক্তয়ো যেন স শ্রমাপহারকঃ ভাষ্যকারং সিষেবে সেবিতবান্ উঁ॥ ৩॥ তস্মিন্ বনে স শ্রীশঙ্করো বিশ্রম্য বিশ্রামং কৃত্বা কৃতমহ্নি কর্ত্তব্যং যেন তথাভূতঃ সন্ মধ্যাহ্নকালে যত্র সূর্য্য আয়াতি তৎ স্বস্তিকং সিদ্ধান্তশিরোমণ্যাদৌ প্রসিদ্ধং। তদারোহণশালিনি

বিষ্ণুর মত নগরের নিকটস্থ মনোজ্ঞ এক কানন মধ্যে আকাশপথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।২।

প্রফুল্ল কমলবনে বিহার করিয়া—তরঙ্গ নির্গত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণাদ্বারা আর্দ্র হইয়া—রেবানদীর তটস্থ শালবৃক্ষ সকল কম্পান্বিত করিয়া শ্রমনাশী বায়ু ভাষ্যকারকে সেবা করিতে লাগিল। ৩।

সেই বনে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া দৈনিক কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করিলেন। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য যেস্থানে আগমন করেন তাহার নাম স্বস্তিক, ইহা সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ।

মসৌ মণ্ডনপণ্ডিতৌকো দাসীস্তদীয়াঃ স দদর্শ মার্গে ॥ ৪ ॥ কুত্রালয়ো মণ্ডনমণ্ডিতস্যেত্যেতাঃ স পপ্রচ্ছ জলায় গন্ত্রীঃ। তাশ্চাপি দৃষ্ট্বাহস্তুতশঙ্করং তং সন্তোষবত্যো দদুরুত্তরং স্ম ॥৫॥ স্বতঃ প্রমাণং পরতঃ প্রমাণং কীরাঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি। দ্বার-

হনে সূর্য্যে সত্যসৌ মণ্ডনপণ্ডিতস্যৌকো গৃহং প্রতি গচ্ছন্ স তদীয়া মণ্ডনপণ্ডিতস্য দাসীঃ মার্গে দদর্শ ইত্র ॥ ৪ ॥ দৃষ্ট্বা চ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ কুত্রেতি। মণ্ডনপণ্ডিতস্যালয়ো বাসস্থানং কুত্রেত্যেতাস্ত দাসীঃ জলানয়নার্থং গন্ত্রীঃ গমন-কর্ত্রীঃ স ভাষ্যকারঃ পপ্রচ্ছ। তাশ্চাপি অদ্ভুতশ্চাসৌ শঙ্করশ্চে-ত্যদ্ভুতশঙ্করস্তমদ্ভুতত্বঞ্চ শঙ্করত্বে সতি একবক্ত্রদ্বিনেত্রাদিমত্ত্বং। যদ্বা অদ্ভুতমনির্ব্বাচ্যং শং সুখং করোতীতি তথা তং দৃষ্ট্বাহব-লোক্য সন্তোষবত্য উত্তরং প্রতিবচনং দদুঃ। অপিশব্দেন তাদৃশ-শঙ্করদর্শনং নিকৃষ্টানামপি সুখজনকমাসীৎ কিমুতোৎকৃষ্টানা-মিতি সূচিতং ॥ ৫ ॥ তাভির্দত্তমুত্তরমুদাহরন্তি ত্রিভিঃ স্বত ইতি। বেদবাক্যং স্বতঃ প্রমাণমুক্ত পরতঃ প্রমাণমিতি বিচারা-

সূর্য্যদেব ঐ স্বস্তিকদেশে আরূঢ় হইলে যখন তিনি মণ্ডনপণ্ডিতের গৃহে গমন করেন, তৎকালে পথ-মধ্যে কতকগুলি মণ্ডনপণ্ডিতের দাসী দর্শন করি-লেন। ৪।

জল আনয়ন করিবার নিমিত্ত যাহারা পথ দিয়া গমন করিতেছিল, ভাষ্যকার তাহাদিগকে মণ্ডন-পণ্ডিতের বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারাও প্রসিদ্ধ শঙ্কর হইতে অদ্ভুত গুণযুক্ত ঐ শঙ্করমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উত্তর প্রদান করিল। ৫।

"বেদবাক্য স্বতঃ প্রমাণ, অথবা অন্য কোন

স্থনীড়ান্তরসন্নিরুদ্ধা জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ ॥ ৬ ॥ ফলপ্রদং কর্ম্ম ফলপ্রদোঽজঃ কীরাঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি। দ্বারস্থনীড়ান্তরসন্নিরুদ্ধা জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ ॥৭॥ জগৎ ধ্রুবং স্যাজ্জগদধ্রুবং স্যাৎ কীরাঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি। দ্বারস্থনীড়া-ন্তরসন্নিরুদ্ধা জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ ॥ ৮ ॥

ত্মিকাং গিরং বাচং যত্র মণ্ডনালয়ে কীরাণাং শুকাদিপক্ষিণাম-ঙ্গনা অপি দ্বারস্থস্য নীড়স্য পঞ্জরাদিরূপস্যান্তরে মধ্যে সম্যক্ নিরুদ্ধাঃ গিরন্তি উচ্চারয়ন্তি তত্তাদৃশং মণ্ডনপণ্ডিতস্যৌকঃ গৃহং জানীহি ॥ ৬ ॥ সুখদুঃখাদিফলপ্রদং কর্ম্ম কিম্বা অতো জন্ম-শূন্যঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মেতি বিচারাত্মিকাং সমানমন্যৎ ॥ ॥ ৭ ॥ কিঞ্চ জগৎ ধ্রুবং প্রবাহরূপেণ নিত্যং ন কদাচিদপ্যনী-দৃশং স্যাৎ কিম্বা অধ্রুবমনিত্যং স্যাদিতি বিচারাত্মিকামিত্যর্থঃ ॥৮॥ তাভির্দত্তং প্রতিবচনং শ্রুত্বা ভগবান্ ভাষ্যকারো যৎ কৃত-

শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ" যাহার ভবনে দ্বারস্থিত পিঞ্জর-মধ্যে উত্তমরূপে আবদ্ধ হইয়া শুকপক্ষিগণের অঙ্গনা সকল এই বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাই মণ্ডন পণ্ডিতের বাসস্থান জানি-বেন। "কর্ম্মই সুখদুঃখাদি ফল দান করিয়া থাকে, অথবা জন্মশূন্য, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞ পর-মাত্মা ঐ ফল দান করেন" যাহার ভবনে দ্বার-স্থিত পিঞ্জরে রুদ্ধ হইয়া শুকবধূ সকল যথায় এই বাক্য নিয়ত উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাই আপনি মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহ জানিবেন। "জগৎ নিত্য কি অনিত্য" দ্বারস্থ পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া শুক কামিনীগণ যাহার ভবনে যেস্থানে এইরূপ বিচারপূর্ণ বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাই আপনি মণ্ডনমিশ্রের গৃহ জানিবেন ।৬।৭।৮।

পীত্বা তদুক্তীরথ তস্য গেহাদ্গত্বা বহিঃ সপ্ত কবাটগুপ্তং। দুর্ব্বেশমালোচ্য স যোগশক্ত্যা ব্যোমাধ্বনাঽবাতরদঙ্গনান্তঃ॥ ৯॥ তদা স লেখেন্দ্রনিকেতনাভং স্ফুরন্মরুচ্চঞ্চলকেতনাঢ্যং। সমগ্রমালোকত মণ্ডনস্য নিবেশনং ভূতলমণ্ডনস্য॥ ১০॥

বংতদাহ পীত্বেতি। অথাসৌ দাসীজনযুক্তী র্বচনানি কর্ণপুটেন পীত্বা অবধার্য্য তস্য মণ্ডনস্য গেহাদ্ বহি র্গত্বা কবাটৈ গুপ্তং রক্ষিতং সপ্তকবাটং দুর্নিবেশং দুর্ঘটঃ প্রবেশো যস্মিন্ তাদৃশং তস্য সদ্ম ভবনমবলোক্য স যোগীন্দ্রঃ যোগশক্ত্যা ব্যোমাধ্বনা আকাশমার্গেণ অঙ্গণান্তশ্চত্বরমধ্যেঽবাতরৎ॥৯॥ তত্রত্য যদ্ দৃষ্টং তদাহ তদেতি। তদা তস্মিন্ অবতরণকালে স যোগীন্দ্রঃ ভূতলমণ্ডনস্য ভূলোকালঙ্কারস্য মণ্ডনস্য নিবেশনং বাসস্থানং সমগ্রং আলোকত দৃষ্টবান্। নিবেশনং বিশিনষ্টি লেখাঃ দেবাঃ লেখা অদিতিনন্দনা ইত্যমরঃ। তেষামিন্দ্রস্য যন্নিকেতনং গৃহং তস্যাভা কান্তিরিব কান্তি র্যস্য তৎ দেবেন্দ্রগৃহতুল্যমিত্যর্থঃ। স্ফুরতা মরুতা বায়ুনা চঞ্চলস্য কেতনস্য কেতোরাঢ্যা যস্মিংস্তৎ। কেতনন্তু নিমন্ত্রণে। গৃহে কেতৌ চ কৃত্যে চেতি মেদিনী॥ ১০॥ সৌধস্য

দাসীগণের বচন সকল কর্ণে শ্রবণ করিয়া মণ্ডনের গৃহ হইতে বহির্দেশে গমন করিয়া কবাটবদ্ধ মণ্ডন গৃহ দর্শন করিলেন। অনন্তর যোগীন্দ্র যোগশক্তি প্রভাবে আকাশ পথ দিয়া তাঁহার অঙ্গনমধ্যে শীঘ্র অবতীর্ণ হইলেন॥ ৯॥

অবতরণ কালে শঙ্কর, ভূলোকভূষণ মণ্ডনের সমগ্র বাসস্থান অবলোকন করিয়া দেখিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রের গৃহের মতন সকল গৃহের আভা এবং গৃহোপরি পতাকা সকল মৃদুসমীরণে সর্ব্বদা কম্পিত হইতেছে। ১০।

সৌধাগ্রসংছন্ননভোঽবকাশং প্রবিশ্য তৎ প্রাপ্য কবেঃ সকাশং। বিদ্যাবিশেষাত্তযশঃপ্রকাশং দদর্শ তং পদ্মজসপ্রকাশং॥ ১২॥ তপোমহিম্নৈব তপোনিধানং স জৈমিনিং সত্যবতীতনূজং। যথাবিধি শ্রাদ্ধবিধৌ নিমন্ত্র্য তৎ পাদপদ্মান্যবনেজয়ন্তং॥১২॥ তত্রান্তরিক্ষাদবতীর্য্য যোগিবর্য্যঃ সমাগম্য যথার্হমেষঃ।

প্রাসাদস্যাগ্রেণাগ্রভাগেন সংছন্নং নভস্তদাখ্যকোঽবকাশো যস্মিন্ তৎ সদ্ম প্রবিশ্য কবেঃ মণ্ডনস্য সকাশং সমীপং প্রাপ্য তং কবিং দদর্শ। কবিং বিশিনষ্টি। বিদ্যায়া বিশেষাৎ সর্ব্বত আধিক্যাদাত্তঃ প্রাপ্তো যশসঃ প্রকাশো যেন তং পদ্মজেন ব্রহ্মণা সমং আ০॥১১॥ পুনস্তং বিশিনষ্টি। সত্যবত্যাস্তনূজমাত্মজং ব্যাসং জৈমিনিনা সহ বর্ত্তমানং তপোনিধানং তপোমাহাত্ম্যেনৈব শ্রাদ্ধবিধৌ যথাবিধি নিমন্ত্র্য তয়ো র্ব্যাসজৈমিন্যোঃ পাদকমলান্যবনেজয়ন্তং প্রক্ষালয়ন্তম্ উ০॥ ১২॥ এতাদৃশং মণ্ডনং দৃষ্ট্বা যৎ কৃতবান্ তদাহ। তত্র তস্মিন্ মণ্ডনগৃহে অম্বরাদাকাশাদবতীর্য্য ব্যাসং

অট্টালিকার অগ্রভাগ দ্বারা গগন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তথায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে মণ্ডন পণ্ডিতের নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন, বিদ্যাবিশেষে অধিক পরিমাণে সর্ব্বাংশে যশলাভ করিয়াছেন। অধিক কি, মণ্ডনকে দেখিয়াই পদ্মযোনি ব্রহ্মা বলিয়া হঠাৎ বিবেচনা করিলেন। ১১।

যিনি তপস্যার মহিমায় তপোধন; যিনি শ্রাদ্ধোপলক্ষে জৈমিনির সহিত সত্যবতীপুত্র বেদব্যাসকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের দুই জনের পাদকমল প্রক্ষালন করিতেছিলেন। যোগিবর ঐ মণ্ডন গৃহে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্বৈপায়ন

দ্বৈপায়নং জৈমিনিমপ্যভাভ্যাং তাভ্যাং সহর্ষং প্রতিনন্দিতোঽভূৎ ॥ ১৩ ॥ অথ দ্যুমার্গাদবতীর্ণমন্তিকে মুন্যোঃ স্থিতং জ্ঞানশিখোপবীতিনং। সন্ন্যাসমাবিত্যবগত্য সোঽভবৎ প্রবৃত্তিশাস্ত্রৈকরতোঽপি কোপনঃ ॥ ১৪ ॥ তদাশ্রিরুষ্টস্য গৃহাশ্রমেশিতুর্যতীশ্বরস্যাপি কুতূহলং ভৃতঃ। ক্রমাৎ কিলৈবং বুধশস্তয়োস্তয়োঃ প্রশ্নোত্তরাণ্যম্বরথোত্তরোত্তরং ॥ ॥ ১৫ ॥ কুতো মুণ্ড্যাগলান্মুণ্ডী পন্থাস্তে পৃচ্ছ্যতে ময়া। কিমাহ পন্থাস্ত্বমাতামুণ্ডেত্যাহ তথৈব হি ॥

জৈমিনিং চৈবো যোগিশ্রেষ্ঠৌ যথাযোগ্যং সমাগম্য তাভ্যাং চোভাভ্যাং সহর্ষং যথা স্যাত্তথাঽভিনন্দিতোঽভূৎ ই° ॥ ১৩ ॥ অথানন্তরং সঃ মণ্ডনঃ আকাশমার্গাদবতীর্ণং মুন্যো র্ব্যাসজৈমিন্যোরন্তিকে সমীপে স্থিতং জ্ঞানমেব শিখা উপবীতঞ্চাস্যাস্তীতি তং শিখোপবীতবিবর্জ্জিতমিতি যাবৎ। অসৌ সংন্যাসীত্যবগত্য বুদ্ধা প্রবৃত্তিশাস্ত্রৈকরতোঽপি কোপনঃ কোপযুক্তোঽভবৎ। অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ। ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়া চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণীত্যাদি প্রবৃত্তিশাস্ত্রেণ শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মণি কোপস্য নিষিদ্ধত্বাৎ তদভিরতত্বেন কোপাযোগ্যোঽপীত্যাপিশব্দার্থঃ উ° ॥ ১৪ ॥ তদা তস্মিন্ কালে গৃহস্থাশ্রমস্যেশিতুরীশ্বরস্য মণ্ডনস্যাতিক্রুদ্ধস্য যতীশ্বরস্য চ কোপরহিতস্যাপি কুতূহলং কৌতুকং ভৃতঃ ধারয়তঃ। এবং কিল বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বুধশ্রেষ্ঠয়োস্তয়োরথ ক্রমেণোত্তরোত্তরং প্রশ্নোত্তরাণি আসন্ বভূবুঃ বশ° ॥ ১৫ ॥ প্রশ্নোত্তরাণ্যুদাহরন্নাদৌ মণ্ডনকর্ত্তৃকং প্রশ্নমুদাহরতি। কুত ইতি। মুণ্ডী কুতঃ গৃহদ্বারাণাং কবাটৈঃ পিহিতত্বাৎ মুণ্ডী শ্রাদ্ধকর্ম্মণি দ্রষ্টুমযোগ্যো ভবান্ কেন মার্গেণ প্রবিষ্টঃ। এবং মণ্ডনোক্তং প্রশ্নং ভবতস্ত কিং পর্য্যন্তং ভবান্ মুণ্ডীত্যর্থং প্রকল্প্যাহ ভগবান্। আগলাৎ গলপর্য্যন্তং মুণ্ডী মৎপ্রশ্নার্থং এতেন ন বুদ্ধ ইত্যবগত্য মণ্ডন আহ। পন্থাঃ মার্গস্তে তব ময়া পৃচ্ছ্যতে ন তু কিং পর্য্যন্তং ভবান্ মুণ্ডীতি। এবমুক্তস্তদ্বচনস্য তব পন্থানং প্রতি ময়া প্রশ্নঃ কৃত

এবং জৈমিনির নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত হর্ষসহকারে শঙ্করকে অভিনন্দন করিলেন। ১২। ১৩।

অনন্তর মণ্ডন মিশ্র দেখিলেন এক জন আকাশ পথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বেদব্যাস এবং জৈমিনি মুনির নিকট অবস্থিত রহিয়াছে। জ্ঞানরূপশিখা ও যজ্ঞোপবীত যুক্ত (বস্তুতঃ শিখা ও যজ্ঞোপবীত বর্জ্জিত) শঙ্করকে অবলোকন করিয়া জানিতে পারিলেন, এই ব্যক্তি সন্ন্যাসী। অতএব মণ্ডন কর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাস্ত্রে একান্ত রত থাকিলেও তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ১৪ ॥

তৎকালে গৃহস্থাশ্রমের অধিপতি মণ্ডন অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং যতিবর শঙ্কর কোপরহিত হইলেও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। পরে পণ্ডিত দ্বয়ের ক্রমশঃ প্রশ্ন ও উত্তর হইতে লাগিল। ১৫।

প্রথম মণ্ডন প্রশ্ন করিলেন—তুমি মুণ্ডী অর্থাৎ মুণ্ডিত ব্যক্তি। আমার গৃহদ্বার সকল কবাট দ্বারা আচ্ছাদিত, শ্রাদ্ধকর্ম্মে মুণ্ডিত ব্যক্তিকে দর্শন করিতেও নাই, অতএব কোন পথ দিয়া তুমি আমার গৃহে প্রবেশ করিলে। মণ্ডনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া "কোন্ স্থান হইতে কতদূর পর্য্যন্ত মুণ্ডিত" এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—আমি গলদেশ পর্য্যন্ত মুণ্ডিত। 'এই ব্যক্তি আমার প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারে নাই' ইহা বিবেচনা

॥১৬॥ পন্থানং ত্বমপৃচ্ছস্ত্বাং পন্থাঃ প্রত্যাহ মণ্ডন ! ।
ত্বন্মাতেত্যত্র শব্দোঽস্ত্যয়ং ন মাং ব্রূয়াদপৃচ্ছকং ॥১৭॥

ইত্যর্থং প্রকল্প্যাহ ভগবান্। কিমাহ পন্থাস্ত্বয়া পৃষ্টঃ পন্থা-স্ত্বাং প্রতি কিমাহ কিমুক্তবান্। এবং বিপরীতং শ্রুত্বা কুপিতঃ সন্ মণ্ডন আহ ত্বন্মাতেতি। ময়া পৃষ্টঃ পন্থাস্তন্মাতামুণ্ডা ইত্যাহ। এবমাপৃষ্টো ভগবানুবাচ তথৈবেতি। ত্বয়া পৃষ্টেন পন্থা ত্বাং প্রতি ত্বন্মাতামুণ্ডেতি যদুক্তং তত্তথৈব। হি যস্মাৎ পন্থানং প্রতি ত্বমপৃচ্ছস্ত্বাং প্রষ্টারং প্রত্যেব পন্থাস্তন্মাতা মুণ্ডেত্যাহ। হে মণ্ডনেতি সম্বোধয়ন্ পণ্ডিতশিরোমণিস্ত্বমিদং জ্ঞাতুং যোগ্যোঽসীতি সূচয়তি। তস্মাৎ ত্বন্মাতেত্যত্রায়ং যুষ্মচ্ছব্দো মামপৃচ্ছকং ন ব্রূয়াৎ মদ্বাচকো ন ভবতীত্যর্থঃ। বক্রোক্তিঃ শ্লেষকাকুভ্যামপরার্থস্বকল্পনম্ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ এবমুক্তোঽতিক্রুদ্ধঃ

করিয়া মণ্ডন বলিলেন—'আমি তোমাকে তোমার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু 'আপনি কি পর্য্যন্ত মুণ্ডিত' ইহা জিজ্ঞাসা করি নাই। এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া "পথের প্রশ্ন করা হইয়াছে" তাঁহার বাক্যের এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—'আপনি পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু পথ আপনাকে কি বলিয়াছে' এইরূপ বিপরীত অর্থ শুনিয়া মণ্ডন কুপিত হইয়া বলিলেন—আমি যে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তাহা তোমার মাতামুণ্ড' ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—"হাঁ তাহাই।' যেহেতু আপনি পথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পথও আপনাকে প্রশ্নকর্ত্তা জানিয়া 'তোমার মাতামুণ্ড' এই কথা বলিয়াছে। হে মণ্ডন। আপনি পণ্ডিত শিরোমণি, অতএব আপনার আমার অর্থ অবগত হওয়া আবশ্যক।

অহো। পীতা কিমু ? সুরা নৈব শ্বেতা যতঃ স্মর। কিং ত্বং জানাসি তদ্বর্ণমহং বর্ণং ভবান্ রসং ॥ ১৮ ॥
মত্তো জাতঃ কলঞ্জাশী বিপরীতানি ভাষতে।

সন্ মণ্ডন আহ। অহো কিমু সুরা মদিরা পীতা ? কিং ত্বয়া মদ্য-পানং কৃতং ? অন্যথা বিপরীতভাষণং কথং স্যাৎ। এবমাক্রুষ্টো ভগবান্ তদ্বচনস্য সুরা কিমু পীতা পীতবর্ণেত্যর্থং প্রকল্প্যাহ নৈবেতি। সুরা পীতা পীতবর্ণা নৈব ভবতি। যতঃ কারণাৎ শ্বেতা শ্বেতবর্ণা স্বানুভূতমপ্যর্থং কুতো ন স্মরসীত্যাশয়েনাহ। স্মর স্মরণং কুরু। সুরেতি কচিৎ পাঠঃ। এবমুক্তো মণ্ডন আহ কিমিতি তস্যাঃ সুরায়া বর্ণং ত্বং যতিঃ কিং জানাসি তদ্বর্ণজ্ঞানং যতেস্ত-বাত্যন্তানুচিতমিত্যর্থঃ। এবমাক্ষিপ্তো ভগবানুবাচাহং বর্ণং জানামি ভবাংস্তু রসং জানাতি। তথাচ তদ্বর্ণজ্ঞানবানপ্যহং ন প্রত্য-বায়ী ত্বন্তু তদ্রসানুভবিতা প্রত্যবায়ার্হঃ। ন সুরাং পিবেদিতি নিষেধেন পানস্য প্রত্যবায়জনকত্ববোধনাৎ ন তু তদ্বর্ণজ্ঞান-স্যেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ এবং বিপরীতানি বচনানি শ্রুত্বাঽতিরুষ্টো

তোমার মাতা" "এই স্থলে ত্বৎ এই যুষ্মদ্ শব্দ আমাকে না বুঝাইয়া পথকে বুঝানই উচিত। ।১৬।১৭।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মণ্ডনমিশ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—কি আশ্চর্য্য! আপনি কি (সুরা পীতা) অর্থাৎ সুরা পান করিয়াছেন ? যদি মদ্য পান না করিবেন তবে এইরূপ বিপরীত কথা বলিবেন কেন ? এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ভগবান্ বলিলেন—"সুরা কিমু পীতা" অর্থাৎ আপনি যে জিজ্ঞাসা করিলেন সুরা কি পীতবর্ণ ? বস্তুতঃ তাহা নহে, অর্থাৎ সুরা পীতবর্ণ নহে ; কারণ, সুরা শ্বেতবর্ণ। নিজের অনুভূত অর্থের কেন না স্মরণ করিতেছেন ? বস্তুতঃ

সত্যং ব্রবীতি পিতৃবৎ ত্বত্তো জাতঃ কলঞ্জভুক্ ॥১৯॥

মণ্ডন আহ মত্ত ইতি। কলঞ্জং বিষলিপ্তবাণেন হতস্য মৃগস্য মাংসং। কলঞ্জং ন ভক্ষয়েদিতি বাক্যেন নিষিদ্ধমপিতুং ভোক্তুং শীলমস্তেতি স কলঞ্জাশী অভক্ষ্যভক্ষণশীলো মত্ত উন্মত্তো জাতঃ যত্তো ভবান্ বিপরীতানি ভাষতে। এবমত্যাক্রুষ্টো ভগবাংস্তদ্বাক্যস্য মত্তো মৎসকাশাজ্জাতঃ কলঞ্জাশী বিপরীতানি ভাষতে ইত্যর্থং প্রকল্প্যাহ সত্যমিতি। যথা পিতা ত্বং কলঞ্জাশী বিপরীতানি ভাষসে তথা ত্বত্ত্বৎসকাশাজ্জাত উৎপন্নঃ কলঞ্জভুক্ বিপরীতানি ব্রবীতি ভাষত ইতি সত্যং যথার্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ॥ ১৯॥ এবং পুনঃ পুন র্বিপরীতং ভগবদ্বাক্যং শ্রুত্বা প্রকারা-

বস্তুতঃ পীত কি শ্বেত তাহা আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন। মণ্ডন বলিলেন—আপনি যতি হইয়া কিরূপে সুরার বর্ণ অবগত আছেন ? ফলতঃ আপনার পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনুচিত। পুনর্ব্বার ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—আমি বর্ণ জানি, কিন্তু আপনি যে সুরার রস অবগত আছেন। আমি সুরার বর্ণ জানিলেও আমার কোন পাপ নাই, কিন্তু আপনি যখন রস অনুভব করিয়াছেন তখন আপনিই যথার্থ ঘোর পাপী। "ন সুরাং পিবেৎ' এই স্থলে কেবল পান করিলেই প্রত্যবায়ভাগী হয়, কিন্তু মদ্যের শ্বেত কি পীত বর্ণ জানিলে কিছুতেই পাপী হয় না। ১৮।

শঙ্করের এইরূপ বিপরীতবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া মণ্ডন বলিতে লাগিল—তুমি জানিও (বিষলিপ্ত বাণদ্বারা হত হরিণ মাংসের নাম কলঞ্জ) "কলঞ্জং ন ভক্ষয়েৎ" অর্থাৎ কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না। এই নিষিদ্ধ মাংস অর্থাৎ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া তুমি কি মত্ত হইয়াছ ? নতুবা এরূপ

কন্থাং বহসি দুর্ব্বুদ্ধে ! গর্দ্দভেনাপি দুর্ব্বহাং। শিখা-যজ্ঞোপবীতাভ্যাং কস্তে ভারো ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥
কন্থাং বহামি দুর্বুদ্ধে ! তব পিত্রাপি দুর্ভরাং। শিখা-

স্তবেণাক্ষিপতি কন্থামিতি। গর্দ্দভেনাপি দুর্ব্বহাং বোঢ়ুমশক্যাং কন্থাং বহসি। তথাচাতিভারভূতাং কন্থাং বোঢ়ুং সমর্থস্য তে তব শিখাযজ্ঞোপবীতাভ্যাং কো ভারো ভবিষ্যতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। স্বল্পভারভয়াদনল্পভারবাহকস্য তবাহো দুর্ব্বুদ্ধিতেতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি হে দুর্ব্বুদ্ধে ইতি ॥ ২০ ॥ এবমাক্ষিপ্তো ভগবানপি কৌতুকাদাক্ষেপং প্রতিক্ষিপন্ শিখাযজ্ঞোপবীতাভ্যামিত্যাদে-

বিপরীত বাক্য বলিবে কেন ?। "মত্তো জাতঃ" এই কথাটার ছল ধরিয়া ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—"আমি আপনা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি' অর্থাৎ আপনি আমার পিতৃতুল্য—আপনি যখন কলঞ্জ ভোজন করিয়া থাকেন, তখন আপনার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি কলঞ্জ ভোজন করিব না অথবা আপনার মত বিপরীত বাক্য বলিব না কেন ? সত্য সত্যই পিতার মতন সন্তানের বিপরীত বাক্য বলা তত দূষ্য নহে। ১৯।

হে নির্ব্বোধ ! গর্দ্দভ পর্য্যন্ত যাহা বহন করিতে কাতর, এরূপ কন্থা (কাঁথা) তুমি বহন করিতেছ কেন ? অতএব যদি তুমি এরূপ ভারভূত কন্থা বহন করিতে পার, তবে শিখা এবং যজ্ঞোপবীতদ্বারা তোমার কি এত অধিক ভার বোধ হইল ? স্বল্পভার ভয়ে এইরূপ বহুভার বহন করাতে তোমার কেবল মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ২০।

ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—স্ত্রীলোক যাহাকে তিরস্কার করে, পুনর্ব্বার সেই স্ত্রীলোকের উপর

যজ্ঞোপবীতাভ্যাং শ্রুতে র্ভারো ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

কন্থেবমাহ কন্থামিতি। তব পিত্রাপি দুর্ব্বহাং স্ত্রীভিত্তিরস্কৃতেন পুনশ্চ তাস্বেব প্রীতিমতা গর্দ্দভেন তব পিত্রাপি দুর্ব্বহাং কন্থাং শিখাযজ্ঞোপবীতে বিহায় বহামি। বক্তব্যাং 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ।' 'যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ।' 'ব্রহ্মচর্য্যাদ্ বা গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা সংন্যস্ত শ্রবণং কুর্য্যাৎ।' 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' 'অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ' ইত্যাদিশ্রুতে-র্ভারো ভবিষ্যতি। স চ বৈদিকেনাবশ্যমপাকরণীয়ঃ। পাঠান্তরে তু বিধিনিষেধাত্মিকা শ্রুতি র্ভারো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অত-স্তদ্ভারবিমোক্ষণায় কন্থাবাহকস্য মম সুবুদ্ধিত্বমবিদিত্বা দুর্বুদ্ধিত্বং বদতস্তবাহো দুর্বুদ্ধিত্বেতি ধ্বনয়ন্ সম্বোধয়তি হে দুর্বুদ্ধে! ইতি ॥ ২১ ॥ সংন্যাসং বিনা ব্রহ্মনিষ্ঠতা ন সিদ্ধ্যতীতি শিখা-

যে লোক অনুরক্ত হয় তাহার নাম গর্দ্দভ। তোমার গর্দ্দভ পিতা যাহা বহন করিতে পারে না (শিখা এবং যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া) আমি সেই কন্থা বহন করিতেছি। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ' কর্ম্মসঞ্চিত স্বর্গাদি লোক সকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' যে দিবসে সংসারে বৈরাগ্য হইবে, সেই দিবসেই সংন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেক। "ব্রহ্মচর্য্যাদ্ বা গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা সংন্যস্য শ্রবণং কুর্য্যাৎ" ব্রহ্মচর্য্য হইতে কি গৃহ হইতে কিম্বা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' কর্ম্মদ্বারা কি সন্তানদ্বারা কি ধনদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, কেবল মাত্র ত্যাগ

ত্যক্ত্বা পাণিগৃহীতীং স্বামশক্ত্যা পরিরক্ষণে। শিষ্য-পুস্তকভারেচ্ছো র্ব্যাখ্যাতা ব্রহ্মনিষ্ঠতা ॥২২॥ গুরুশুশ্রূষণালস্যাৎ সমাবর্ত্ত্য গুরোঃ কুলাৎ। স্ত্রিয়ঃ শুশ্রূষমাণস্য ব্যাখ্যাতা কর্ম্মনিষ্ঠতা ॥ ২৩ ॥ স্থিতো-

যজ্ঞোপবীতে ময়া ত্যক্তে ইতি বোধকং ভগবদ্বাক্যং শ্রুত্বা মণ্ডন আহ। ত্যক্ত্বেতি স্বাং স্বীয়ং পাণিগৃহীতীং ভার্য্যাং পরিরক্ষণেঽশক্ত্যা বিহায় শিষ্যপুস্তকভারেচ্ছোস্তব বা ব্রহ্মনিষ্ঠতা সা ব্যাখ্যাতা অতো লোকে প্রথিতা ॥ ২২ ॥ এবমাক্ষিপ্তস্তং প্রত্যাক্ষিপতি। গুরুশুশ্রূষণে আলস্যাৎ গুরোঃ কুলাৎ সমাবর্ত্ত্য সমাবর্ত্তনং বিধায় স্ত্রিয়ঃ শুশ্রূষমাণস্য তব যা কর্ম্মনিষ্ঠতা সা ব্যাখ্যাতা ॥২৩॥ মণ্ডন আহ। যোষিতাং স্ত্রীণাং গর্ত্তে স্থিতো-

স্বীকার করিলেই মোক্ষধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। "অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ' পরিব্রাজক সংন্যাসী, বর্ণভেদশূন্য, বস্ত্রবিহীন, মুণ্ডিতমস্তক হইবেন এবং দারপরিগ্রহ করিবেন না। শিখা এবং যজ্ঞোপবীত দ্বারা এই সমস্ত শ্রুতির ভার হইবে বলিয়া আমি মুণ্ডিত এবং যজ্ঞোপবীত বিহীন হইয়াছি। ২১।

আরও জানিবেন—সংন্যাস বিনা ব্রহ্মতত্ত্ব সিদ্ধ হয় না, সুতরাং আমি শিখা এবং যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছি। ভগবানের এই বাক্য শুনিয়া মণ্ডন বলিলেন—স্বকীয় পত্নীকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়াছ। এক্ষণে শিষ্য এবং পুস্তকের ভার বহন করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমার ইহলোকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিখ্যাত হইয়াছে। ২২।

ভগবান্ বলিলেন—গুরুজনের শুশ্রূষা করিতে আলস্য বোধ করিয়া, গুরুকুল হইতে গৃহে আগমন

ঽসি যোষিতাং গর্ভে তাভিরেব বিবর্দ্ধিতঃ। অহো কৃতঘ্নতা মূর্খ! কথং তা এব নিন্দসি ॥ ২৪ ॥ যাসাং স্তন্যং ত্বয়া পীতং যাসাং জাতোঽসি যোনিতঃ। তাসু মূর্খতম। স্ত্রীষু পশুবদ্রমসে কথম্ ॥ ২৫ ॥ বীরহত্যামবাপ্তোঽসি বহ্নীনুদ্বাস্য যত্নতঃ। আত্মহত্যা-

ঽসি তাভিরেব বিবর্দ্ধিতস্ত্বং তা এব কথং নিন্দসীত্যহো হে মূর্খ! তাদৃশস্ত্রীকৃতোপকারনাশকস্য তব কৃতঘ্নতা ॥ ২৪ ॥ ভগবানুবাচ। যাসাং যোষিতাং স্তন্যং স্তনজং পয়স্ত্বয়া পীতং। যাসাং চ যোনিতো জাতোঽসি। তাসু স্ত্রীষু হে মূর্খতম! পশুবৎ কথং রমসে ॥ ২৫। মণ্ডন আহ বীরেতি। গার্হপত্যাহবনীয়দক্ষিণাখ্যান্ বহ্নীন্ যত্নতঃ প্রযত্নেনোদ্বাস্য বীরস্যেন্দ্রস্য হত্যামবাপ্তোঽসি। তথাচ শ্রুতিঃ—বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নীনুদ্বাসয়তি। এব-

করিয়া, এবং অহরহ স্ত্রীলোকের শুশ্রূষা করিয়া তোমার যে কর্ম্মতত্ত্ব বিখ্যাত হইয়াছে তাহা অনায়াসে জানিতে পারিয়াছি। ২৩।

মণ্ডন বলিলেন—স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রথমে বাস করিয়াছ; স্ত্রীলোকেরাই লালন পালন করিয়া তোমার বয়োবৃদ্ধি করিয়াছে; ওহে মূর্খ! তুমি কি কৃতঘ্ন! এরূপ স্ত্রীলোকের উপকার ভুলিয়া গিয়া আবার তাহাদিগকেই নিন্দা করিতেছ?। ২৪।

ভগবান্ বলিলেন—তুমি আবার মূর্খতম, তুমি যাহাদের স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়াছ; যাহাদের যোনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; সেই সকল স্ত্রীলোকদের সহিত পশুর মত কিরূপে রমণ করিয়া থাক?।২৫।

মণ্ডন বলিলেন—গার্হপত্য, আবহনীয় এবং দক্ষিণনামক অগ্নিদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া তুমি বীরহত্যা অর্থাৎ ইন্দ্রহত্যা পাতকে

মবাপ্তস্ত্বমবিদিত্বা পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥ দৌবারিকান্ বঞ্চয়িত্বা কথং স্তেনবদাগতঃ। ভিক্ষুভ্যোঽন্নমদত্বা-

মাক্রুষ্টো ভগবানুবাচ। পরং পদং পরমাত্মস্বরূপমবিদিত্বা আত্মহত্যামবাপ্তঃ। 'প্রাতঃ অসন্নেব স ভবত্যসদ্ ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ।' 'অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ'। অন্যথা সন্তমাত্মানং যোঽন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥ ২৬ ॥ এবং বাক্যচাতুর্য্যেণ প্রতিবদ্ধো মণ্ডনঃ প্রকারান্তরেণাক্ষিপতি। দৌবারিকান্ দ্বারপালান

পতিত হইয়াছ। এবিষয়ে শ্রুতি যথা—"বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নীনুদ্বাসয়তি" যিনি ঐ ত্রিবিধ অগ্নি পরিত্যাগ করেন, তিনি দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান অর্থাৎ ইন্দ্রকে বধ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলিলেন—তুমি আত্মতত্ত্ব না জানিয়া আত্মহত্যা পাপে পাতকী হইয়াছ। এবিষয়ে শ্রুতি যথা—"অসন্নেব স ভবত্যসদ্ ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ" যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন, তিনি নিত্য হইয়াও অনিত্য। অন্য শ্রুতিতে আছে—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।" যাহারা আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তাহারা গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন অসূর্য্যানামক অর্থাৎ অন্ধকারময় কতকগুলি জগৎ আছে, মরণান্তে সেই সকল লোকেই গমন করিয়া থাকে। ২৬।

মণ্ডন বলিলেন—দ্বারপালদিগকে বঞ্চনা করিয়া কেন তুমি চোরের মতন আগমন করিয়াছ? ভগবান্ বলিলেন—ভিক্ষুকদিগকে অন্ন (অর্থাৎ তাহাদের

ঙ্ক্ষং স্তেনবদ্ভোক্ষ্যসে কথম্ ॥ ২৭ ॥ কর্ম্মকালে ন সম্ভাষ্য অহং মূর্খেণ সম্প্রতি। অহো প্রকটিতং জ্ঞানং যতিভঙ্গেন ভাষিণা ॥২৮॥ যতিভঙ্গে প্রবৃত্তস্য যতিভঙ্গো ন দোষভাক্। যতিভঙ্গে প্রবৃত্তস্য পঞ্চ-

বঞ্চয়িত্বা চৌরবৎ কথমাগতঃ। প্রত্যাক্ষিপতি ভগবান্ ভিক্ষু-ভোঽহয়ং তেষাং ভাগমদত্ত্বা স্তেনবৎ কথং ভোক্ষ্যসে ॥২৭॥ এবং প্রত্যুত্তরৈঃ পরাজিতো বক্তুমশক্তঃ সন্ মণ্ডন আহ। সম্প্রতি ইদানীং কর্ম্মকালে অহং মূর্খেণ ত্বয়া সম্ভাষ্যো ভাষণ-যোগ্যো ন ভবামি। এবমুক্তো ভগবানুবাচ। যত্যৌ পাঠবিচ্ছেদে ভঙ্গেন ভেদেন বিসন্ধিনা ভাষণকর্ত্রা ত্বয়া অহো জ্ঞানং প্রকটিতং ॥ ২৮ ॥ মণ্ডন আহ। যতেস্তব ভঙ্গে প্রবৃত্তস্য মম তৎসূচকো যতিভঙ্গো ন দোষভাক্ দোষযুক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ। এবমুক্তো

আহারের ভাগ) না দিয়া কেন তুমি চোরের মতন বিষয় সকল ভোগ করিবে ?। ২৭।

এইরূপে প্রত্যুত্তরে পরাজিত হইয়া মণ্ডন বলিলেন—সম্প্রতি এই কর্ম্মকালে আমি মূর্খের সহিত আলাপ করিব না। সংস্কৃত কবিতায় "সংভাষ্য অহং" এইরূপ মণ্ডনের সংস্কৃত বাক্য শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—যতি অর্থাৎ (ছন্দ) ভঙ্গ করিয়া কথা কহিয়া তুমি যথেষ্ট জ্ঞানশক্তির পরিচয় দিয়াছ। বস্তুতঃ "সংভাষ্যোঽহং' বিসর্গসন্ধি করিয়া এইরূপ পদ হওয়াই উচিত, তাহা হইলে আবার যথার্থ ছন্দোভঙ্গ হয়। মণ্ডনের যে এইস্থানে যথার্থ অসংস্কৃত ও অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। ২৮।

মণ্ডন বলিলেন—যতিভঙ্গে (অর্থাৎ তুমি যতি, তোমার ভঙ্গে) আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব "সংভাষ্য অহং" এইরূপ কবিতার যতিপতন দূষণীয় নহে। ভগবান্ বলিলেন—"যতিভঙ্গে' এই পদে পঞ্চমীতৎপুরুষ সমাস (অর্থাৎ যতির নিকট হইতে ভঙ্গ) এইরূপ সমাস করিতে হইবে, কিন্তু যতির ভঙ্গ এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাস কখনই হইবে না। । ২৯।

ম্যন্তং সমস্যতাম্ ॥ ২৯ ॥ ক ব্রহ্ম ক চ দুর্ম্মেধাঃ ক সংন্যাসঃ কবা কলিঃ। স্বাদ্বন্নভক্ষকামেন বেষোঽয়ং যোগিনাং ধৃতঃ ॥ ৩০ ॥ ক স্বর্গঃ ক দুরাচারঃ কাঽগ্নিহোত্রং কবা কলিঃ। মন্যে মৈথুনকামেন বেষোঽয়ং কর্ম্মিণাং ধৃতঃ ॥ ৩১ ॥

ভগবানুবাচ। যতিভঙ্গে প্রবৃত্তস্যেত্যত্র যতেঃ সকাশাদ্ ভঙ্গ ইতি পঞ্চম্যন্তং সমস্ততাং নতু ষষ্ঠ্যন্তং। তথাচ যতেঃ সকাশাদ্ ভঙ্গে জয়বিপর্য্যয়ে সতি প্রবৃত্তস্য যতিভঙ্গো দোষভাগ্ ন ভবতীতি বাক্যার্থঃ ॥ ২৯ ॥ মণ্ডন আহ কেতি ॥ ৩০ ॥ ভগবানুবাচ ক স্বর্গ ইতি ॥ ৩১ ॥ উপসংহরতি ইত্যাদি দুর্ব্বাক্য-

মণ্ডন বলিলেন—কোথায় ব্রহ্ম, আর কোথায় তোমার মত মেধাবিহীন লোক; কোথায় সংন্যাস এবং কোথায় কলিকাল। সুস্বাদু অন্ন ভক্ষণ করিবে বলিয়া তুমি এইরূপ যোগিবেশ ধারণ করিয়াছ। । ৩০।

ভগবান বলিলেন—কোথায় স্বর্গ, এবং কোথায় তোমার মতন দুরাচার লোক, কোথায় অগ্নিহোত্র যাগ এবং কোথায়ই বা ঘোর কলিকাল; আমি জানিয়াছি, তুমি মৈথুনকামনা করিয়া কর্ম্মিষ্ঠ লোকের মত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছ। ৩১।

ইত্যাদি দুর্ব্বাক্যগণং ব্রুবাণে রোষেণ সাহঙ্কৃতি বিশ্বরূপে। শ্রীশঙ্করে বক্তরি তস্য তস্যোত্তরঞ্চ কৌতূহলতশ্চ চারু ॥ ৩২ ॥ তং মণ্ডনং সস্মিত-জৈমিনীক্ষিতং ব্যাসোঽব্রবীজ্জল্পসি বৎস! দুর্ব্বচঃ। আচারণা নেয়মনিন্দিতাত্মনাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বং যমিনং ধূতৈষণম্ ॥ ৩৩ ॥ অভ্যাগতোঽসৌ স্বয়মেব বিষ্ণু-রিত্যেব মত্বাশু নিমন্ত্রয় ত্বং। ইত্যাশ্রবং জ্ঞাতবিধিং প্রতীতং সুধ্যগ্রণীঃ সাধ্বশিষম্মুনিস্তং ॥ ৩৪ ॥ অথো-পসংস্পৃশ্য জলং স শান্তঃ সসম্ভ্রমং মণ্ডনপণ্ডিতোঽপি। ব্যাসাজ্ঞয়া শাস্ত্রবিদর্চয়িত্বা ন্যমন্ত্রয়দ্ ভৈক্ষ্যকৃতে মহর্ষিং ॥ ৩৫ ॥ স চাব্রবীৎ সৌম্য। বিবাদ-ভিক্ষামিচ্ছন্ ভবৎসন্নিধিমাগতোঽস্মি। সাঽন্যোন্য-

---

গণং সাহঙ্কৃতি বিশ্বরূপে রোষেণ ব্রুবাণে শ্রীশঙ্করে চ তস্য তস্য চনস্যোত্তরং চারু সুন্দরং কৌতুকাদেব নতু কোপাদ্বক্তরি সতি তং মণ্ডনং ব্যাসোঽব্রবীদিতি পরেণান্বয়ঃ। আদিপদেন কিং জড়ো জড়ত্বাদেহে ভৌতিকেন চিদাত্মনি। কিমভাগ্যোঽসি যত্যা-চারিহিতোঽভাগ্য উচ্যতে। কিং দূষকোঽসি পাপেন দূষিতো জায়তে নরঃ। চৌরৈরুপাশ্রিতঃ কিং ত্বং স তু ষড়্বর্গপীড়িতঃ। অপ্রার্থিতঃ কিমর্থং ত্বং সমায়াতো গৃহে মম। তব ভাগ্যবশাদ্ বিষ্ণুরহমত্র সমাগত ইত্যাদিবাক্যজাতং গ্রাহ্যং উপ০ ॥ ৩২ ॥ সস্মিতেন জৈমিনিনেক্ষিতং তং মণ্ডনং ব্যাস উবাচ। হে বৎস! জ্ঞাতং সাক্ষাৎকৃতমাত্মতত্ত্বং যেন তং ধূতা বিগতা পুত্রদারলো-কৈষণা যস্মাত্তং যমিনং প্রতি যদ্ দুর্ব্বচঃ জল্পসি ইয়মনিন্দিতাত্ম-নামাচারণা আচারো ন ভবতি ইন্দ্রবজ্রা০ ॥ ৩৩ ॥ তথাচা-নিন্দিতাত্মা ত্বমেবং কর্ত্তুং নোযোগ্যোঽসীত্যর্থো যতিঃ স্বয়মেব বিষ্ণুরাগতঃ ইতি মত্বা জ্ঞাতাত্মতত্ত্বং ধূতৈষণং যমিনমিমমাশু শীঘ্রং ত্বং সম্মন্ত্রয়। ইত্যেবং প্রকারেণাশ্রবং বচনস্থিতং আশ্রবো-ঽঙ্গীকৃতৌ ক্লেশে নাস্তবচনস্থিত ইতি মেদিনী। জ্ঞাতবিধিং প্রতীতং প্রখ্যাতং তং মণ্ডনং সুধ্যগ্রণী মুনির্ব্যাসঃ সাধু যথাস্যাত্তথা-ঽশিষৎ শিক্ষণং কৃতবান্ ই০ ॥ ৩৪ ॥ অথ ব্যাসকৃতশিক্ষানন্তরং স মণ্ডনপণ্ডিতোঽপি শান্তঃ সন্ জলং উপস্পৃশ্যাচমনা-দিকং কৃত্বা ব্যাসাজ্ঞয়া স্বয়ং চ শাস্ত্রবিৎ মহর্ষিং শঙ্করাচার্য্য-মর্চয়িত্বা ভৈক্ষ্যকৃতে ভৈক্ষ্যার্থং ন্যমন্ত্রয়ৎ উপ০ ॥ ৩৫ ॥ এবং ভৈক্ষ্যকৃতে মণ্ডনেন নিমন্ত্রিতো মহর্ষিঃ কিমুক্তবানিত্যত আহ।

বিশ্বরূপ অহঙ্কারের সহিত এইরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিবার পর শঙ্কর ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং কেবলমাত্র অত্যন্ত কৌতুকবশতঃ সেই সেই দুর্ব্বাক্যের সুন্দর প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন—তখন স্মিতবদনে জৈমিনি মণ্ডনকে অবলোকন করেন। মহর্ষি বেদব্যাস শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—বৎস! যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন; যাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির কামনা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে; তাঁহার উপর এরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করা কখনই সাধুলোকের আচার নহে। ৩২। ৩৩।

"এই ব্যক্তি যতি—সুতরাং এব্যক্তি স্বয়ং বিষ্ণু তোমার গৃহে আগমন করিয়াছেন" ইহা বোধ করিয়া শীঘ্র তুমি যতিকে নিমন্ত্রণ কর। তখন নিজবচনের আজ্ঞাবর্ত্তী ঐ বিধিজ্ঞ মণ্ডনকে পণ্ডিতাগ্রণী মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপে উত্তম শিক্ষা দান করিলেন। ৩৪।

অনন্তর মণ্ডনপণ্ডিত শান্তমূর্ত্তি ধারণ ও আচমনাদি করিয়া ব্যাসের আজ্ঞানুসারে শাস্ত্রবিৎ-পণ্ডিতের মত সসম্ভ্রমে মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের অর্চ্চনা করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ৷ ৩৫ ।

ভগবান্ বলিলেন—হে প্রিয়দর্শন! আমি তর্ক

শিষ্যাত্বপণা প্রদেয়া নাস্ত্যাদরঃ প্রাক্তনভক্তভৈক্ষ্যে ॥ ॥৩৬॥ মম ন কিঞ্চিদপি ধ্রুবমীপ্সিতং শ্রুতি-শিরঃপথবিস্তৃতিমন্তরা। অবহিতেন মখেষবধীরিতঃ স ভবতা ভবতাপহিমদ্যুতিঃ ॥৩৭॥ জগতি সম্প্রতি

স চ মহর্ষিরব্রবীৎ হে সৌম্য! প্রিয়দর্শন। বিবাদভিক্ষামিচ্ছন্ ভবৎসন্নিধিং তব সমীপমাগতোঽস্মি। তস্মাৎ সা বাদভিক্ষাঽ-স্তোস্তশিষ্যত্বপণা প্রদেয়া। প্রকৃতান্নভৈক্ষ্যে তু মমাদরো নাস্তি। ॥৩৬॥ নমু বাদবাদাংস্ত্যজেস্তর্কান্ন পক্ষং কল্পনাশ্রয়েদিতি। সংন্যাসিনস্তব নিষিদ্ধাং বাদভিক্ষাং কথং যাচস ইতি চেত্তত্রাহ মমেতি। শ্রুতিশিরসাং বেদান্তানাং পন্থা মার্গস্তস্য বিস্তৃতিং বিস্তারং বিনা মম কিঞ্চিদপি ধ্রুবমীপ্সিতমজস্রমাপ্তুমিষ্টং ন ভবতি। তথাচ স্বব্যাখ্যাত্যাদ্যর্থং বাদাদ্যাশ্রয়ণনিষেধপরমুদাহৃতবাক্যং ন তুচ্ছপ্রয়োজনবাদাশ্রয়ণনিষেধপরং। এতাদৃশবাদস্য লোকো-পকারকত্বাৎ স পন্থাঃ ভব এব তাপঃ দুঃখং সংসারসম্বন্ধ্যাধ্যাত্মি-কাধিদৈবিকাধিভৌতিকলক্ষণং দুঃখমিতি বা তস্য হিমদ্যুতি-শ্চন্দ্রঃ। ঔষ্ণ্যনিবৃত্তিপূর্ব্বকশৈত্যজনকহিমদ্যুতিবৎ নিখিল-দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বকপরমানন্দপ্রাপ্তিকর ইত্যর্থঃ। মখেষু যজ্ঞেষ-বহিতেন সাবধানেন ভবতাঽবধীরিতস্তিরস্কৃতঃ কৃতঃ ॥৩৭॥

ভিক্ষা ইচ্ছা করিয়া আপনার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব (যে জন বিবাদে পরাস্ত হইবে সেই তাহার শিষ্য হইবে) এইরূপ পণ করিয়া আমাকে সেই তর্কভিক্ষা দান করুন। কিন্তু এই চিরপ্রসিদ্ধ অন্ন ভিক্ষায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। ৩৬।

আপনি ইহা বিশেষরূপে জানিবেন যে, বেদান্ত শাস্ত্রের পথ বিস্তার করা ব্যতীত আমার আর কোন বস্তুই বাঞ্ছনীয় নহে। তাহার নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বিবাদ করিলে সকল লোকের নিতান্ত

তং প্রথয়াম্যহং সমভিভূয় সমস্তবিবাদিনম্। ত্বমপি সংশ্রয় মে মতমুত্তমং বিগদ বা বদ বাঽস্মি-জিতস্থিতি ॥৩৮॥ ইতি যতিপ্রবরস্য নিশম্য তদ্ বচনমর্থবদাগতবিস্ময়ঃ। পরিভবেণ নবেন মহা-যশাঃ স নিজগৌ নিজগৌরবমাস্থিতঃ ॥৩৯॥ অপি

অতো যো বেদান্তমার্গো ভবদাদিভিরবধীরিতস্তমহং সমস্ত-বিবাদিনং সম্যগভিভূয় তিরস্কৃত্য জগতি প্রথয়ামি সর্ব্বোৎ-কৃষ্টত্বেন প্রকটীকরোমি। তস্মাৎ ত্বমপি মে মতং বেদান্তসিদ্ধা-ন্তত্বমুত্তমং সংশ্রয়। বিগদ বা বদ্ বা বিবাদং কুরু জিতস্থিতি-র্জিতোঽস্মীত্যেবং বা বদ ॥৩৮॥ ইতি যতিপ্রবরস্য তৎ তাদৃ-শমর্থযুক্তং বচনং নিশম্যার্থবদ্বচোঽর্থযুক্তং বচনং নিশম্য শ্রুত্বা নবেন অপূর্ব্বেণ পরিভবেণ তিরস্কারেণাগতবিস্ময়ঃ প্রাপ্তবিস্ময়ঃ স মণ্ডনো নিজগৌরবমাস্থিতো নিজগৌ জগাদ ॥৩৯॥ সহস্র-

উপকার করা হইবে। আপনি যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইয়া সেই ভবতাপহারী বেদান্তপথের উপর তিরস্কার করিয়াছেন। ৩৭।

আপনারা যে সমস্ত মহৎ লোকে বেদান্তকে অবজ্ঞা করিয়াছেন,আমি সেই সমস্ত বিবাদীদিগকে উত্তমরূপে পরাস্ত করিয়া জগতে সেই বেদান্তমার্গ উত্তমরূপে প্রকাশ করিব। অতএব আপনিও বেদান্তের সিদ্ধান্ত শুনিয়া হয় আমার উত্তম মত অবলম্বন করুন—নয় বিবাদ করুন—নয় বলুন—আমি পরাজিত হইলাম। ৮৩।

যতিরাজের এইরূপ উৎকৃষ্ট ও অর্থযুক্ত গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে এবং অপূর্ব্ব তিরস্কারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মণ্ডন স্বকীয় গৌরব রক্ষা করিবার মানসে বলিতে লাগিলেন। ৩৯।

সহস্রমুখে ফণিনামকে ন বিজিতস্ত্বিতি জাতু ফণত্যয়ং। ন চ বিহায় মতং শ্রুতিসম্মতং মুনিমতে নিপতেৎ পরিকল্পিতে ॥ ৪০ ॥ অপি কদাচিদুদেষ্যতি কোবিদঃ সরসবাদকথাঽপি ভবিষ্যতি। ইতি কুতূহলিনো মম সর্ব্বদা জয়মহোঽয়মহো স্বয়মাগতঃ।। ৪১॥ ভবতু সম্প্রতি বাদকথাবয়োঃ ফলতু

মুখে ফণিনামকে শেষনাগে সত্যপ্যয়ং মণ্ডনো জাতু কদাচিৎ বিজিত ইতি তু ন ফণতি নৈব বদত্যতোঽয়ং বেদসম্মতং মতং বিহায় পরিকল্পিতে মুনে র্ব্যাসস্য তব বা মতে ন চ নিপতেৎ ॥ ॥ ৪০ ॥ ইদং তু মদভিলষিতমেব সিদ্ধমিত্যাশয়েনাহ। অপি কদাচিৎ কশ্চন কোবিদঃ পণ্ডিত উদেষ্যতি। রসেন সহিতা সরসা সা চাসৌ বাদকথা চ সাপি কদাচিৎ ভবিষ্যতি। ইতি কুতূহলিনো মমাহো অদ্যায়ং জয়মহো জয়োৎসবঃ স্বয়মাগতঃ॥ ॥ ৪১ ॥ তস্মাৎ সম্প্রতি ইদানীমাবয়ো র্ব্বাদকথা ভবতু। আয়-

সহস্রমুখ ফণী অর্থাৎ অনন্তনাগ বিদ্যমান থাকিলেও এই মণ্ডন কখনই 'বিজিত হইলাম' এই কথা মুখ দিয়া বলিবে না। অতএব বেদসম্মত মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন ও কল্পিত আপনার বা মহর্ষি বেদব্যাসের মতে কি করিয়া আমি সম্মতি দান করিব ? । ৪০ ।

ইহা আমারও চিরকালের জন্য বাঞ্ছনীয় আছে যে, যেন কখন কোন পণ্ডিত আমার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহার সহিত যেন আমার সম্পূর্ণ বিবাদ হয়। এইবিষয়ে সর্ব্বদাই আমার অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে অদ্য সেই উৎসব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে। ৪১।

সম্প্রতি আমাদের দুইজনের বিবাদ হউক এবং

পুষ্কলশাস্ত্রপরিশ্রমঃ। উপনতা স্বয়মেব ন গৃহ্যতে ন বসুধা বসুধাভবনেন কিং ॥৪২ ॥ অয়মহং যমহন্তুরপি স্বয়ং শময়িতা ময়ি তাবকসঙ্গিরাং। সুকলহং কলহংসকলাভৃতাং দিশ সুধাংশুসুধামলসত্তনো! ॥ ৪৩ ॥ অপিতু দুর্হৃদয়স্ময়কাননক্ষতি-

মানয়া চ বাদকথয়া শাস্ত্রপরিশ্রমঃ ফলতু সফলো ভবতু। বহুকালমারভ্য অভিলাষাস্পদা অমৃততুল্যা বাদকথা গ্রহীতুং যোগ্যেবেত্যাশয়েনাহ। স্বয়মেবোপনতা সমীপমাগতা তব নবীনা অননুভূতপূর্ব্বা সুধা বসুধাভবনেন ভূমিনিবাসিনা মর্ত্ত্যেন কিং ন গৃহ্যতে অপি তু গৃহ্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ স্বগৌরবং দ্যোতয়ন্ স্বস্মিন্ বাদাত্মকং সুকলহং প্রার্থয়তে। অয়মহং মণ্ডনঃ যমস্য মৃত্যো র্হন্তরীশ্বরস্যাপি শময়িতা ঈশ্বরস্যাপি যমহন্তৃত্বং তু মৃত্যু র্যস্যোপসেচনমিতি শ্রুতিসিদ্ধং। নিরীশ্বরবাদিমীমাংসকস্ত্বামীশ্বরো নাস্তীতি স্থাপনেন তস্যাপি স্বয়ং শমনকর্ত্তা। এতাদৃশে ময়ি কলহংসানাং কলা বিভ্রতীতি তাস্তাসাং কলহংসকলাভৃতাং তাবকসঙ্গিরাং সুকলহং দিশ ঈরয়। এতস্মিন্ যোগ্যোঽসীতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি। সুধাংশোশ্চন্দ্রস্য যৎ সুধাম তদ্বদমলস্তাঃ দ্যোতমানা তনূ র্যস্য তস্য সম্বোধনং হে সুধাংশুসুধামলসত্তনো ইতি ॥ ৪৩ ॥ মম বাক্‌চাতুর্য্যমজ্ঞাত্বা ময়া সহ বাদ-

সেই তর্কদ্বারা শাস্ত্রীয় পরিশ্রম সফল হউক। ভূতলবাসী মানবেরা কি আপনার এই অপূর্ব্ব তর্কসুধা গ্রহণ করিবে না ? ৪২।

আমি মণ্ডন—আমি যমবিনাশী ঈশ্বরেরও নাশকর্ত্তা। ঈশ্বর যে যমবিনাশী তাহা শ্রুতিসিদ্ধ। নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকেরা বলেন "ঈশ্বরো নাস্তি" আমি তাহা অভাবে স্থাপন করিয়াছি বলিয়া সুতরাং তাহাদেরও বিনাশকর্ত্তা। অতএব হে চন্দ্রোপম। এক্ষণে আমার উপরে আপনার কলহং-

কঠোরকুঠারধুরন্ধরা। ন পটুতা মম তে শ্রবণান্তিকং ননু গতানুগতাখিলদর্শনা ॥৪৪॥ অত্যন্তমেতদ্ভবতে রিতং মুনে! ভৈক্ষ্যং প্রকুর্ব্বে যদি বাদদিৎসুতা। গতোঽদ্য মোঽহং শ্রুতবাদবার্ত্তয়া চিরেপ্সিতেয়ং বদিতা ন কশ্চন ॥৪৫॥ বাদং করিষ্যামি ন সন্দিহেঽহত্র জয়াজয়ৌ নৌ বদিতা ন কশ্চিৎ। ন কণ্ঠশোষৈকফলো বিবাদো মিথো জিগীষু কুরুতস্তু বাদং ॥৪৬॥ বাদে হি বাদিপ্রতিবাদিনৌ দ্বৌ বিপক্ষপক্ষগ্রহণং বিধত্তঃ। কা নৌ প্রতিজ্ঞা বদতোশ্চ

মিচ্ছসীতি সূচয়ন্নাহ। অপিতু দুর্ম্মদানাং স্বয়ো গর্ব্ব এব কাননং বনং তস্য কৃতৌ ছেদনে কঠোরকুঠারধুরন্ধরা কঠোরকুঠারতুল্যা। অনুগতানুগতাখিলদর্শনানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি যয়া অনুগতানুগতাখিলদর্শনানি যস্যামিতি বা। এবংবিধা মম পটুতা চাতুরী ননু নিশ্চয়েন তে তব শ্রবণস্য কর্ণস্যান্তিকং সমীপং ন গতা ন প্রাপ্তা। যতো যতো মদবস্থিতানাং বাচস ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ কিঞ্চাত্যন্তমিতি। হে মুনে! যদি তব বদদিৎসুতা বাদদানেচ্ছুত্বং [illegible] হি বাদভৈক্ষ্যং প্রকুর্ব্বে ইত্যেতদ্বচনমত্যন্তমনীরিতং কথিতং। যত ইয়ং শ্রুতা যা বাদবার্ত্তা তয়ৈব বাচনাং বিনৈব বাদং কর্ত্তুং গতোদ্যমঃ প্রাপ্তোদ্যমঃ। ইদং কুত ইত্যত আহ। যত ইয়ং বাদবার্ত্তা চিরেপ্সিতা চিরকালাদাপ্তুমিষ্টা তর্হি কিমিতি কেনচিদ্বাদো ন কৃত ইতি তত্রাহ। বদিতা বাদকর্ত্তা ন কশ্চন কোঽপি ন মিলিত ইত্যর্থঃ উ০ ॥ ৪৫ ॥ বাদং করিষ্যামি অত্র-বাদকরণে ন সন্দিহে সন্দেহং ন করোমি। পরন্তু নৌ আবয়োর্জয়াজয়ৌ অয়ং জয়ং প্রাপ্তোঽয়ন্তু পরাজয়মিতি বদিতা কশ্চিন্ মধ্যস্থো ন ভবতি চেদিত্যাহ। যত আবয়োর্ব্বিবাদঃ কণ্ঠস্য শোষ এবৈকং ফলং যস্য স কণ্ঠশোষৈকফলো ন ভবতি। তু শব্দো হ্যর্থঃ হি যস্মাৎ পরস্পরং বিজিগীষু বিবাদং কুরুতঃ অত ইত্যর্থঃ॥ ৪৬ ॥ বাদরীতিং দর্শয়তি। হি যস্মাৎ বাদে বাদিপ্রতিবাদিনৌ দ্বৌ বিপক্ষপক্ষয়ো গ্রহণং বিধত্তঃ। ইতি রীতি-

---

সের মত গম্ভীর বাক্যদ্বারা শীঘ্র শাস্ত্রীয় কলহ আদেশ করুন॥ ৪৩ ॥

আপনি আমার বাক্ চাতুর্য্য না জানিয়া আমার সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমার পটুতার কথা কি অদ্যাপি আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই?। অধিক কি বলিব—যাহাদের হৃদয় কলুষিত, তাহাদের গর্ব্ব বনচ্ছেদ করিতে আমার পটুতা কঠোর কুঠার তুল্য জানিবেন। এমন কি—জগতে সমস্ত শাস্ত্র আমার ঐ পটুতার অনুগামী জানিবেন। ৪৪।

মুনিবর! "যদি আমি তর্কদান করিতে ইচ্ছা করি,তাহা হইলেই আপনি ভিক্ষা করিবেন" আপনার একথা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। কারণ, আমি বাদের কথা শুনিয়াই আপনার সহিত বিবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ওরূপ বাদকর্ত্তা একজন উপস্থিত হয় ইহা আমার চিরদিন প্রার্থনীয় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন বিবাদকর্ত্তা আমায় গৃহে কখন আগমন করেন নাই। ৪৫।

আমি যে তর্ক করিব তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু আমাদের দুই জনের (এই জন জয়ী, এবং এই জন পরাজয়ী) এরূপ কথা বলিবার জন্য কোন মধ্যস্থ থাকিবে না। কারণ, আমাদের বিবাদের ফল যে কেবল কণ্ঠ শুষ্ক হওয়া তাহা নহে, কিন্তু পরস্পর জয়েচ্ছু হইয়া বিবাদ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ৪৬।

বাদে বাদী এবং প্রতিবাদী এই উভয়ই বিপক্ষ

তস্যাং কিং মানমিষ্টং বদ কঃ স্বভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ কঃ পাক্ষিকোঽহং গৃহমেধিসত্তমস্ত্বং ভিক্ষুরাজো বদতামনুত্তমঃ। জয়াজয়ৌ নৌ সপণৌ বিধীয়তাং ততঃ পরং সাধু বদাব সুস্মিতৌ ॥৪৮॥ অদ্যাতিধন্যোঽস্মি যদার্য্যপাদো ময়া সহাভ্যর্থয়তে বিবাদং। ভবিষ্যতে বাদকথা পরেদ্যুর্মাধ্যাহ্নিকং সম্প্রতি কর্ম্মকুর্য্যাম্ ॥ ৪৯ ॥ তথেতি সূক্তে স্মিতশঙ্করেণ ভবিষ্যতে বাদকথাশ্চ এব। তৎ সাক্ষিভাবং ব্রজতাং মুনীন্দ্রাবিত্যর্থয়দ্ বাদরিজৈমিনী সঃ ॥ ৫০ ॥ বিধায় ভার্য্যাং বিদুষীং সদস্যাং বিধীয়তাং বাদকথা সুধীন্দ্র!। ইত্থং সরস্বত্যবতারভাজৌ তদ্ ধর্ম্মপত্ন্যাস্তমভাষিষাতাং ॥ ৫১ ॥ অথানুমোদ্যা-

তস্মাদ্নৌ আবয়োর্ব্বিবদতোঃ প্রতিজ্ঞা কা তস্যাং প্রতিজ্ঞায়াং মানং প্রমাণং কিমিষ্টং। স্বভাবঃ স্বীয়ো ভাবোঽভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৭ ॥ কঃ পাক্ষিকঃ সমীপস্থো মধ্যস্থঃ ক ইতি সর্ব্বং বদ। কিঞ্চাহং গৃহমেধিসত্তমস্ত্বন্তু বদতামনুত্তমো ভিক্ষুরাজস্তস্মাদাদৌ নৌ জয়াজয়ৌ সপণৌ বিধীয়তাং। ততঃ পরং যাবপি সুস্মিতৌ বদাব বাদং করবাব ॥ ৪৮ ॥ এবং প্রাগল্ভ্যপূর্ব্বকমুক্ত্বা নম্রতাপূর্ব্বকমাহ। অদ্যাহমতিধন্যোঽস্মি যদ্ যস্মাদার্য্যপাদো ভবান্ ময়া সহ বিবাদমভ্যর্থয়তে প্রার্থয়তে ॥৪৯॥ বাদকথাশ্চ এব ভবিষ্যত ইতি। তথেব স্মিতযুক্তেন শঙ্করেণ সূক্তে সতি হে মুনীন্দ্রৌ! তস্য বিবাদস্য সাক্ষিভাবং ব্রজতমিতি ব্যাসজৈমিনী সঃ মণ্ডনঃ প্রার্থয়ৎ ॥ ৫০ ॥ তত্র মণ্ডনস্য ধর্ম্মপত্ন্যাঃ সরস্বত্যবতারতাজ্ঞৌ সরস্বত্যবতারভূতেত্যভিজ্ঞৌ হে সুধীন্দ্র! বিদুষীং ভার্য্যাং সদস্যাং বিধায় বাদকথা বিধীয়তামিত্যনেন প্রকারেণ তং মণ্ডনমভা-

এবং স্বপক্ষের মত গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাই বাদের রীতি জানিবেন। অতএব আমরা দুইজনে যে বিবাদ করিব, আমাদের প্রতিজ্ঞা কি? এবং সেই প্রতিজ্ঞাবিষয়ে কি প্রমাণ? ও স্ব স্ব অভিপ্রায় কি?। ৪৭।

আমাদিগের বিবাদস্থলে কে মধ্যস্থ হইবে? আমি গৃহস্থ লোকের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। আপনিও বিবাদীগণের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ভিক্ষুক লোক। অতএব প্রথমে আমাদের জয় এবং পরাজয়ের কোন একটী পণ করা আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা সহাস্যবদনে বিবাদ করিতে পারিব। । ৪৮।

মণ্ডন এতক্ষণ পর্য্যন্ত সগর্ব্বে কথা কহিতেছিলেন, পরে নম্রতার সহিত বলিতে লাগিলেন; অদ্য আমি অতিশয় কৃতার্থ হইলাম। কারণ, আপনার তুল্য মহাত্মা ব্যক্তি যখন আমার সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদের বাদানুবাদ পরদিন হইবে, সম্প্রতি আমি মাধ্যাহ্নিক কার্য্য সকল করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ৪৯।

তাঁহার কথা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্য বদনে বলিতে লাগিলেন; আচ্ছা বাদকথা আগামী দিবসেই হইবে তাহা শুনিয়া মণ্ডন মুনিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আপনারা দুইজনে আমাদের এই বিবাদে সাক্ষী হউন। ৫০।

বাদরায়ণ এবং জৈমিনী ঐ উভয়েই মণ্ডনের পত্নীকে সরস্বতীর অবতার বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তাঁহারা মণ্ডনকে বলিতে লাগিলেন—হে

ভিহিতং মুনিভ্যাং স মণ্ডনার্য্যঃ প্রকৃতং চিকীর্ষুঃ। আনর্চ দৈবোপগতান্ মুনীন্দ্রানগ্নীনিব ত্রীন্ মুনিশেখরাংস্তান্ ॥ ৫২ ॥ ভুক্তোপবিষ্টস্য মুনিত্রয়স্য শ্রমাপনোদায় তদীয়শিষ্যৌ। অতিষ্ঠতাং পার্শ্বগতাববুদ্ধৌ সচামরৌ বীজনমাচরন্তৌ ॥ ৫৩ ॥ অথ ক্রিয়ান্তে কিল সুপবিষ্টাস্ত্রয্যন্তবেদ্যার্থবিদশ্রয়োঽগ্নী। অমন্ত্রয়ংশ্চারু পরস্পরং তে মুহূর্ত্তমাত্রং কিমপি প্রহৃষ্টাঃ ॥ ৫৪ ॥ তেষাং দ্বিজেন্দ্রগৃহনির্গতানামদর্শনং জগ্মতুরঞ্জসা দ্বৌ। রেবাতটে রম্যকদম্বসালে দেবালয়েঽবস্থিতবাংস্তৃতীয়ঃ ॥ ৫৫॥ ইতি স যতিবরেণ্যো দৈবযোগাদ্ গুরূণামিতর জনদুরাপং দর্শনং প্রাপ্য হৃষ্টঃ। তদুদিতবচনানি

বিধাতামুক্তবন্তৌ ॥ ৫১ ॥ মুনিভ্যাং ব্যাসজৈমিনিভ্যাং ॥ ৫২ ॥ বীজনং চামরসঞ্চালনমাচরন্তৌ স্থিতবন্তৌ ॥ ৫৩ ॥

ঋগ্ যজুঃ সামাখ্যবেদত্রয্যা অন্তং উপনিষদ্ভাগস্তেন তত্র বা বেদ্যমর্থং পরপুরুষার্থ ভূতং পরমাত্মানং জানন্তীতি ত্রয্যন্তবেদ্যার্থবিদোঽগ্নীত্রয়ো ব্যাস জৈমিনী শঙ্করাঃ ক্রিয়ায়াঃ পূর্ব্বোক্তায়া অন্তে সুপবিষ্টাঃ পরস্পরং প্রহৃষ্টা স্তে মুহূর্ত্তমাত্রং চারুকিমপি অমন্ত্রয়ন্ ॥ ৫৪ ॥ দ্বিজেন্দ্রস্য মণ্ডনস্য গৃহান্নির্গতানাং মধ্যেদ্বৌ ব্যাসজৈমিনী শীঘ্রং অদর্শনং প্রাপতু স্তৃতীয়ঃ শঙ্করাচার্য্যা রেবায়া নর্ম্মদায়াস্তটেরম্যাঃ কদম্বাঃ সালাশ্চ যস্মিন্ তস্মিন্ স্থিতে দেবালয়েঽবস্থিতবান্ ॥৫৫॥ ইতোবং প্রকারেণ যতিশ্রেষ্ঠঃ গুরূণামিতি বহুবচনমাদরার্থং ব্যাসজৈমিন্যোর্দ্দর্শনমিতরজনৈঃ প্রাপ্তুমশক্যং দৈবযোগাৎ। প্রাপ্যহৃষ্ট স্তৈগু রুভিরুদিতানিবচনান্যমৃক

সুধীবর! তুমি তোমার পণ্ডিতা ধর্ম্মপত্নীকে এই কার্য্যে সাক্ষী রাখিয়া বাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইও।৫১।

বেদব্যাস এবং জৈমিনী অনুমোদন করিয়া যাহা বলিলেন সেই অনুমোদিত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া আর্য্য মণ্ডন আহবনীয়, গার্হপত্য এবং দক্ষিণ নামক তিনপ্রকার বেদোক্ত অগ্নির তুল্য তিন জন মুনিকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন।৫২।

তিনজন মুনি আহার করিয়া উপবেশন করিবার পর তাঁহাদের শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত মণ্ডনের দুইজন শিষ্য পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চামরহস্তে বীজন করিতে লাগিল।৫৩।

ঋক্, যজু, সাম এই ত্রয়ীভাগের মধ্যে যেন সর্ব্ববেদ্য, পরমপুরুষ, পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞ ঐ ব্যাস, জৈমিনী এবং শঙ্কর তিনজন মুনিবর পূর্ব্বোক্ত আহার কার্য্যের অন্তে উপবেশন করিয়া পরস্পর হৃষ্টচিত্তে মুহূর্ত্তকাল অনির্ব্বচনীয় বিষয় সকল মন্ত্রণা করিলেন।৫৪।

দ্বিজবর মণ্ডনের গৃহ হইতে যে তিনজন মুনি বহির্গত হইলেন, তন্মধ্যে দুইজন অর্থাৎ ব্যাস এবং জৈমিনী শীঘ্রই অন্তর্ধান হইলেন। অবশিষ্ট শঙ্করাচার্য্য এবং কদম্ব ও সালবৃক্ষশোভিত রেবানদীর রমণীয় তটে একদেবালয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিলেন।৫৫।

বেদব্যাস এবং জৈমিনী এই দুইজন গুরুর দর্শন পাওয়া অপরের পক্ষে একান্ত দুর্লভ। দৈবযোগে তাঁহাদের দর্শন পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়াছিলেন। এবং তাঁহারা যে সমস্ত অমৃততুল্য বাক্য বলিয়া গিয়াছেন, আপনার শিষ্যদিগকে তাহা

শ্রাবয়ন্নাত্মশিষ্যাননয়দমৃততুল্যানাত্মবিত্তাং ত্রিযামাম্। ॥ ৫৬ ॥ প্রাতঃ শোণসরোজবান্ধবরুচিপ্রদ্যোতিতে ব্যোমনি প্রখ্যাতঃ স বিধায় কর্ম্ম নিয়তংপ্রজ্ঞাবতামগ্রণীঃ। সাকং শিষ্যবরৈঃ প্রপদ্য সদনং সম্মণ্ডিতং মাণ্ডনং বাদায়োপবিবেশ পণ্ডিতসভামধ্যে মুনি র্ধ্যেয়বিৎ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ সমাদিশ্য সদস্যতায়াং সধর্ম্মিণীং মণ্ডনপণ্ডিতোঽপি। স শারদাং নাম সমস্তবিদ্যাবিশারদাং বাদসমুৎসুকোঽভূৎ ॥ ৫৮ ॥ পত্যা নিযুক্তা পতিদেবতা সা সদস্যভাবে সুদতী চকাশে। তয়ো র্বিবেক্তুং শ্রুততারতম্যং সমাগতা সংসদি ভারতীব ॥৫৯॥ প্রবৃদ্ধবাদোৎসুকতাং তদীয়াং বিজ্ঞায় বিজ্ঞঃ প্রথমং যতীন্দ্রঃ। পরাবরজ্ঞঃ স পরাবরৈক্যপরাং প্রতিজ্ঞামকরোৎ স্বকীয়াং

তুল্যানি স্বশিষ্যান্ শ্রাবয়ন্ তাং ত্রিযামাং রাত্রিমাত্মবিদনয়ৎ যাপ০॥ ॥৫৬॥ প্রাতঃকালে শোণসরোজানাং রক্তকমলানাং বান্ধবস্য সূর্য্যস্য রুচ্যা কান্ত্যা প্রদ্যোতিতে ব্যোমন্যাকাশে সতি স যতিপ্রবরঃ প্রজ্ঞাবতামগ্রণী নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম স্নানাদি বিধায় শিষ্যবরৈঃ সাকং মণ্ডনস্যেদং মাণ্ডনং সদনং ভবনং সম্যক্ মণ্ডিতং প্রপদ্য প্রাপ্য ধ্যেয়ং ব্রহ্ম জানাতীতি ধ্যেয়বিন্মুনিঃ পণ্ডিতসভামধ্যে বাদায় উপবিবেশ। পাঠান্তরে তু মণ্ডনং প্রতীতি বাখ্যেয়ং শাদূ০ ॥ ৫৭॥ ততঃ সভামধ্যে বাদার্থং যতেরুপবেশনস্থানন্তরং স মণ্ডনপণ্ডিতোঽপি সধর্ম্মিণীং ভার্য্যাং শারদাং সরস্বতীং নাম প্রসিদ্ধাং সমস্তবিদ্যাসু বিশারদাং কুশলাং সদস্যতায়াং সভানায়কতায়াং সমাদিশ্য বাদং প্রতি সমুৎসুকঃ সম্যগুৎকণ্ঠিতোঽভূৎ উপে০ ॥ ॥ ৫৮ ॥ সা শারদা পতিদেবতা সুষ্ঠু দন্তবতী সদস্যভাবে পত্যা নিযুক্তা চকাশে। তয়ো র্যতিমণ্ডনয়োঃ শ্রুতস্য তারতম্যং বিবেক্তুং সমাগতা সংসদি ভারতীব ॥ ৫৯ ॥ তদনন্তরং ভগবান্ ভাষ্যকারঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ। তদীয়া প্রবৃদ্ধয়া যা বাদোৎসুকতা তাং বিজ্ঞায় বিজ্ঞঃ পরাভিপ্রায়জ্ঞঃ পরং কারণমবরং কার্য্যং যদ্বা পরং ভবিষ্যমবরং ভূতং তে পরাবরে জানাতীতি পরাবরজ্ঞঃ। যদ্বা পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে যস্মাত্তং পরমাত্মানং জানাতীতি তথা পরাবরাবীশজীবাবভেদেন জানাতীতি বা। অত এতাদৃশঃ স যতীন্দ্রঃ প্রথমং পরাবরয়োরীশজীবয়োরৈক্য-

শ্রবণ করাইয়া আত্মজ্ঞানী যতিবর শঙ্কর ঐস্থানে রজনী অতিবাহিত করিলেন। ৫৬।

ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্কর প্রাতঃকালে পদ্মবান্ধব দিবাকরের রশ্মিজালে গগনমণ্ডল অলঙ্কৃত হইলে, অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাপ্ত করিয়া প্রধান প্রধান শিষ্য সমভিব্যাহারে পণ্ডিতভূষিত মণ্ডনপণ্ডিতের গৃহে গমন করিয়া পণ্ডিত সভামধ্যে তর্কের জন্য উপবেশন করিলেন। ৫৭।

যতিবর সভামধ্যে বাদের নিমিত্ত উপবেশন করিবার পর মণ্ডনপণ্ডিত সমস্তবিদ্যায় বিশারদ আপনার পত্নী সরস্বতীকে সভার কর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া বাদের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। ৫৮।

যতি এবং মণ্ডনের বাক্যের তারতম্য বিচার করিবার নিমিত্ত সভায় শোভনদন্তযুক্ত ও পতিপরায়ণা ঐ পত্নী সাক্ষ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫৯।

যিনি কার্য্যকারণবিৎ; যিনি ভূতভবিষ্যৎবেত্তা; যিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মজ্ঞ, এবং যিনি ঈশ্বর ও জীবের অভেদবেত্তা, সেই ভগবান্ ভাষ্যকার, বাদ করি-

॥ ৬০ ॥ ব্রহ্মৈকং পরমার্থসচ্চিদমলং বিশ্বপ্রপঞ্চা-ত্মনা শুক্তী রূপ্যপরাত্মনেব বহলাজ্ঞানাবৃতং ভাসতে। তজ্ জ্ঞানান্নিখিলপ্রপঞ্চনিলয়া স্বাত্ম-ব্যবস্থা পরং নির্ব্বাণং জনিমুক্তমভ্যুপগতং মানং শ্রুতে র্ম্মস্তকং ॥ ৬১ ॥ বাঢ়ং জয়ে যদিপরাজয়-ভাগহং স্যাং সংন্যাসমঙ্গ পরিহৃত্য কষায়চৈলং।

পরাং স্বকীয়াং প্রতিজ্ঞামকরোৎ ॥ ৬০ ॥ তামেবোদাহরতি ব্রহ্মৈকং পরমার্থসচ্চিদানন্দমমলং বহলেন নিবিড়েনানাদি-সিদ্ধেনাজ্ঞানেনাবৃতং সৎ সকলপ্রপঞ্চাত্মনা ভাসতে। শুক্তি র্যথা রূপ্যপরমাত্মনা রূপ্যাত্মকং পরস্বরূপেণ ভাসতে তদ্বৎ। তস্য পরাবরৈক্যস্য জ্ঞানান্নিখিলপ্রপঞ্চস্য নিতরাং কারণনাজ্ঞানেন সহ লয়ো বাধো যস্যামিতি বা। এবম্বিধা যা স্বাত্মনি ব্যবস্থা বাব-স্থিতিঃ সা পরং নির্ব্বাণং জনিমুক্তং জন্মবিনির্ম্মুক্তমভ্যুপগতং। অস্যাং প্রতিজ্ঞায়াং প্রমাণং শ্রুতে র্ম্মস্তকং বেদান্তাঃ প্রমাণমিষ্টং তথাচ শ্রুতে র্ম্মস্তকং "একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বাচারম্ভণম্বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং তরতি শোকমাত্মবিৎ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্তত ইত্যাদি' শা০ ॥ ৬১ ॥ তত্র পণং দর্শয়তি বাঢ়মিতি। দৃঢ়েঽপ্যস্মজ্জয়ে যদি পরাজয়ভাগহং স্যাং তর্হি অঙ্গ হে মণ্ডন! কষায়বস্ত্রং সংন্যাসং পরিত্যজ্য শুক্লং বস্ত্রং বসীয় আচ্ছাদনার্থমঙ্গীকুর্য্যাং। ক্রিয়মাণে বাদে জয়াজয়ফলস্য

বার নিমিত্ত মণ্ডনের ঔৎসুক্য দেখিয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ৬০।

শুক্তি (ঝিনুক) যদ্রূপ রজতের স্বভাবাক্রান্ত হইয়া রজতরূপে ও রজতাকারে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ, এক পরমার্থ ও নির্ম্মল ব্রহ্ম, নিবিড় ও অনাদি অজ্ঞানে আবৃত হইয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ঐ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যজ্ঞান হইলে নিখিল জগতের একমাত্র কারণ ঐ অজ্ঞানের সহিত যেস্থানে তাহার লয় হয়, সেই পরমাত্মার বোধই পরমমোক্ষ, এবং তাহাই জন্মমুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ প্রতিজ্ঞাবিষয়ে বেদান্তশাস্ত্র সকল আমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। "একমেব দ্বিতীয়ম্" তিনি এক ও অদ্বিতীয়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" তিনি নিত্য, আনন্দময়, তিনিই জ্ঞানরূপ। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই পরিদৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ড কেবল ব্রহ্মময়। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' বাক্যদ্বারা যাহারও যে নাম করা যায় তাহা বিকৃতি মাত্র, কিন্তু মৃত্তি-কাই জগতে সত্য। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' আত্ম-জ্ঞানী শোক উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। 'তত্র কো-মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ' যে ব্যক্তি এক-ব্রহ্মমাত্র দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার তদবস্থায় কি মোহ কি শোক কিছুই থাকে না। 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" যিনি ব্রহ্ম জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্ম। " ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে' সে লোক আর সংসারে গমন করেন না, সে লোক আর সংসারে আগমন করেন না। এই সমস্ত বেদান্ত বাক্যই আমার প্রমাণ জানিবেন। ৬১।

নিশ্চয়ই আমার জয় হইবে, তবে, যদি আমি পরাজয়ভাগী হই, তাহা হইলে হে মণ্ডন! আমি হরিদ্রাবর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া আপনার মতন শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করি-

শুক্লং বসীয় বসনং ত্বয়ভারতীয়ং বাদে জয়াজয়ফল-
প্রতিদীপিকাহস্তু ॥ ৬২ ॥ ইত্থং প্রতিজ্ঞাং কৃতবত্যু-
দারাং শ্রীশঙ্করে ভিক্ষুবরে স্বকীয়াং। স বিশ্বরূপো
গৃহমেধিবর্য্যশ্চক্রে প্রতিজ্ঞাং স্বমতপ্রতিষ্ঠাম্ ॥ ৬৩ ॥
বেদান্তা নপ্রমাণং চিতি বপুষি পদে তত্র সঙ্গতাযো-
গাৎ পূর্ব্বো ভাগঃ প্রমাণং পদচয়গমিতে কার্য্যবস্তুন্য-
শেষে। শব্দানাং কার্য্যমাত্রং প্রতিসমধিগতা
শক্তিরভ্যুন্নতানাং কর্ম্মভ্যো মুক্তিরিষ্টা তদিহ তনু-
ভৃতামায়ুষঃ স্যাৎ সমাপ্তেঃ ॥৬৪॥ বাদে কৃতেঽস্মিন্
যদি মে জয়াস্ত্বয়োদিতাৎ স্যাদ্ বিপরীতভাবঃ।
যেয়ং ত্বয়াঽভ্যুদাদিতা প্রসাক্ষ্যে জানাতি চেৎ সা
ভবিতা বধূশ্চ ॥ ৬৫ ॥ জেতুঃ পরাজিত ইহাশ্রম-

প্রতিদীপিকা ইত্যুভয়ভারতী অস্তু ব০ ॥ ৬২ ॥ বিশ্বরূপো মণ্ডনঃ স্বমতে প্রতিষ্ঠা যস্যাস্তথাভূতপ্রতিজ্ঞাং উ০ ॥ ৬৩ ॥ মণ্ডনকৃতাং প্রতিজ্ঞামুদাহরতি বেদান্তা ইতি। চিতি বপুষি চিৎস্বরূপে পদে পরমাত্মনি বেদান্তাঃ প্রমাণং ন ভবন্তি। তত্র চিদ্রূপে সিদ্ধে বস্তুনি কার্য্যান্বিতে সঙ্গতেঃ শক্তেরযোগাদ্। বেদান্তেভ্যঃ পূর্ব্বো ভাগঃ পদচয়েন পদসমুদায়াত্মকেন বাক্যেন গমিতে বোধিতেঽশেষে কার্য্যবস্তুনি প্রমাণং। অভ্যুন্নতানাং প্রসিদ্ধানাং ঘটমানয়েত্যাদিকানাং শব্দানাং কার্য্যমাত্রং প্রতি-শক্তিঃ সমধিগতা কর্ম্মভ্যশ্চ মুক্তিরিষ্টা অভিমতা তৎ কর্ম্ম ইহাস্মিন্ লোকে তনুভৃতাং দেহভৃতাং জীবানামায়ুষো জীবনস্য সমাপ্তেঃ সমাপ্তিপর্য্যন্তমিষ্টং স্যাৎ। যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি বচনাৎ। সমাপ্তেরিতি পাঠে তু তদন্যাদিহাস্মিন্ কর্ম্মণি তনু-ভৃতামায়ুষঃ সমাপ্তেঃ স্যাদিতি ব্যাখ্যেয়ং গ্রন্থ০ ॥ ৬৪ ॥ পণং দর্শ-য়তি। অস্মিন্ বাদে কৃতে সতি যদি মে জয়াদন্যঃ পরাজয়ঃ স্যাৎ তর্হি ত্বয়োদিতাৎ বচনাদ্বিপরীতভাবঃ শুক্লবসনং গৃহাশ্রমং বিহায় কষায়বস্ত্রপরিধানং স্যাদ্। যেয়মুভয়ভারতী প্রসাক্ষ্যে ত্বয়া কথিতাঽভূৎ সৈবেয়ং বধূর্মে প্রসাক্ষ্যে ভবিত্রী ভবিষ্যতি উপ০। ॥ ৬৫ ॥ ইহাস্যাং সভায়াং বাদে বা পরাজিতঃ জেতুরাশ্রমমঙ্গী-

লাম। বাদ করিবার কালে এই উভয়ভারতী জয় এবং পরাজয়ের বিচার করিবেন। ৬২।

ভিক্ষুবর শঙ্কর এইরূপে স্বকীয় মহৎ প্রতিজ্ঞা করিবার পর গৃহস্থশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ স্বীয় মতের পোষকতার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'পরমাত্মা চিৎস্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ) এবিষয়ে বেদান্ত সকল কখনই প্রমাণ হইতে পারে না।' চিৎবস্তু নিত্য, তাহার কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ না হইলে কোন শক্তির যোগ হইতে পারে না। এবং অশেষ কার্য্য যদি বেদের সমুদায় পদ ও বাক্যদ্বারা জানা যায়, তাহা হইলে বেদান্তের পূর্ব্ব ভাগ (মীমাংসা) কদাচ ঐ কার্য্যের প্রমাণ হইতে পারে না। অধিকন্তু 'ঘটমানয়' ঘট আনয়ন কর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শব্দ সমুদয়ের কার্য্যের প্রতি সকলে কেবল শক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব কর্ম্ম হইতেই মুক্তি হয় ইহা আমার অভিমত। এই জগতে ঐরূপ কর্ম্মই শরীরধারী জীবগণের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রার্থনীয়। ৬৩। ৬৪।

এই বিষয়ে বাদ করিয়া যদি আমার পরাজয় হয়, তাহা হইলে আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহার বিপরীত অর্থাৎ আমিও শুক্ল বসন ও গৃহস্থাশ্রম বিসর্জ্জন দিয়া কষায়-বস্ত্র পরিধান করিব। এবং যদ্রূপ আপনার সাক্ষ্যকার্য্যে উভয়ভারতীর নিযুক্ত

নাদদীতেত্যেতৌ মিথঃ কৃতপণৌ যতিবিশ্বরূপৌ। অম্বামুদারধিষণামভিষিচ্য সাক্ষ্যে জল্পং বি তেনতুরথো জয়দত্তদৃষ্টী ॥ ৬৬ ॥ আবশ্যকং পরিসমাপ্য দিনে দিনে তৌ বাদং সমং বাতনুতাং কিল সর্ব্ববেদৌ। এবং বিজেতুমনসোরুপবিষ্টয়োস্তাং মালাং গলে ন্যধিত সোভয়ভারতীয়ং ॥ ৬৭ ॥ মালা যদা মলিনভাবমুপৈতি কণ্ঠে যস্যাপি তস্য বিজয়েতর-

কুর্য্যাদিতি কৃতপণৌ যতিমণ্ডনৌ উদারবুদ্ধিমম্বাং সরস্বতীং সাক্ষ্যেঽভিষিচ্যাথো অনন্তরং জয়ে দত্তা স্থাপিতা দৃষ্টি র্যাভ্যাং তৌ জল্পং বিজিগীষুকথাং বিতেনতু র্বিস্তারিতবন্তাবিত্যর্থঃ ৰ০ ॥ ॥ ৬৬ ॥ সর্ব্ববিদৌ সর্ব্বজ্ঞৌ তৌ সমং মিথঃ বাদং রিতনুতাং বিস্তারিতবন্তৌ। এবং বিজেতুমনসোরুপবিষ্টয়ো র্যতিমণ্ডনয়োর্গলে তাং প্রসিদ্ধাং পুষ্পনির্ম্মিতামেকৈকাং মালাং সোভয়ভারতী ন্যধিত স্থাপিতবতী ॥ ৬৭ ॥ তয়ো র্গলে মালাং নিধায়

হইবার কথা হইয়াছে, তদ্রূপ আমার সাক্ষ্যকার্য্যে আমার পত্নীও নিযুক্ত থাকিবে। ৬৫।

"যে জন এই সভার অথবা এই বাদে পরাজিত হইবেন তিনি জেতার যে আশ্রম সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেন," এইরূপ পণ করিয়া শঙ্কর ও মণ্ডন, উদারবুদ্ধি সরস্বতীকে সাক্ষ্যকার্য্যে অভিষিক্ত করিয়া, কিরূপে জয় হইবে তদ্ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া জয়ের কথা সকল বিস্তার করিতে লাগিলেন। ৬৬।

সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর এবং মণ্ডন উভয়েই নির্জ্জনে বসিয়া তুল্যরূপে বাদ করিলেন। এবং তাঁহারা দুই-জনেই পরস্পরকেপরাজয় করিবার নিমিত্ত মানস

নিশ্চয়ঃ স্যাৎ। উক্ত্বা গৃহং গতবতী গৃহকর্ম্মসক্তা ভিক্ষাশনেঽপি চরিতুং গৃহিনস্করিত্র্যাং ॥ ৬৮ ॥ অন্যোন্যসঞ্জয়ফলে বিহিতাদরৌ তৌ বাদং বিবাদপরিনির্ণয়মাতনিষ্টাম্। ব্রহ্মাদয়ঃ সুরবরা অপি বাহনস্থাঃ শ্রোতুং তদীয়সদনং স্থিতবন্ত ঊর্দ্ধম্ ॥

যদুক্তবতী তদাহ। যদা যস্মিন্ কালে যস্য গলে মালা মলিনভাবমুপৈতি প্রাপ্নুয়াৎ তস্য তদা বিজয়েতরস্য পরাজয়স্য নিশ্চয়ঃ স্যাদিত্যুক্ত্বা গৃহং গতবতী। যতো গৃহকর্ম্মসক্তা অপিচ ভিক্ষা চাশনং ভোজনঞ্চ ভিক্ষাশনে চরিতুং গৃহিণে গৃহস্থার্থমশনং যতরিণে যত্যর্থং ভিক্ষাং নির্ম্মাতুমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥ সাক্ষ্যে স্থাপিতায়াঃ কৃত্যমুক্ত্বা বাদিকৃত্যমাহ। তৌ যতিমণ্ডনৌ অন্যোন্যসঞ্জয়াত্মকে ফলে বিহিতাদরৌ বাদং জয়াত্মকমাতনিষ্টাং বিস্তারিতবন্তৌ। তস্মিন্ কালে ব্রহ্মাদয়োঽপি সুরশ্রেষ্ঠা বাহনস্থাঃ সন্তঃ বিবাদস্য পরিনির্ণয়ং শ্রোতুং তদীয়ং সদনং ভবনমু-

করিয়া উপবিষ্ট হইবার পর উভয়ভারতী তাঁহাদের গলদেশে মালা অর্পণ করিলেন। ৬৭।

"যে সময়ে যাঁহার গলে এই পুষ্পমালা মলিন হইবে তৎকালে তাঁহারই নিশ্চয় পরাজয় হইবে," এই কথা বলিয়া গৃহকর্ম্মরতা উভয়ভারতী গৃহধর্ম্মরত আপনার স্বামীর নিমিত্ত ভোজন এবং ভিক্ষুকের নিমিত্ত ভিক্ষাখাদ্য সংগ্রহ করিতে প্রস্থান করিলেন। ৬৮।

শঙ্কর এবং মণ্ডন পরস্পর জয়ফললোভে আদর প্রকাশ করিয়া জয়েচ্ছার জন্য কথা সকল সবিস্তারে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবতা সকল স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া বিবাদের নির্ণয়

॥ ৬৯ ॥ ততস্তয়োরাস মহান্ বিবাদঃ সদস্যবিশ্রাণিতসাধুবাদঃ। স্বপক্ষসাক্ষীকৃতসর্ব্ববেদঃ পরস্পরস্যাপি কৃতপ্রমোদঃ ॥ ৭০ ॥ দিনে দিনে চাধিগতপ্রকর্ষো ভূরীভবৎপণ্ডিতসন্নিকর্ষঃ ॥ অন্যোন্যভঙ্গাহিততীব্রতর্ষস্তথাপি দূরীকৃতজন্যমর্ষঃ ॥ ৭১ ॥

দিনে দিনে বাসরমধ্যমেসা ক্রতে পতিং ভোজনকালমেব। সমেত্য ভিক্ষুং সময়ঞ্চ ভৈক্ষ্যে দিনান্যভূবন্নিতি পঞ্চষাণি ॥ ৭২ ॥ অন্যোন্যমুত্তরমথণ্ডয়তাং প্রগল্‌ভং বদ্ধাসনৌ স্মিতবিকাসিমুখারবিন্দৌ। ন স্বেদকম্পগগনেক্ষণশালিনৌ বা

ধর্ব মন্তরিক্ষে স্থিতবন্তঃ ॥৬৯॥ ততো বাদবিস্তারানন্তরং ব্রহ্মাদেঃ স্থিতানন্তরঞ্চ তয়ো র্যতিমণ্ডনয়ো র্মহান্ বিবাদ আস বভূব। বিবাদং বিশিনষ্টি। সদস্যৈঃ সভ্যৈঃ বিশ্রাণিতো দত্তঃ সাধুবাদো যস্মৈ স স্বস্বপক্ষে সাক্ষীকৃতাঃ সর্ব্বে বেদা যেন স পরস্পরস্যাপি কৃতঃ প্রমোদঃ প্রহর্ষো যেন উপে০ ॥ ৭০ ॥ পুন র্বিবাদং বিশিনষ্টি। দিনে দিনে চাধিগতঃ প্রকর্ষো যেন স ভূরীভবতাং পণ্ডিতানাং সন্নিকর্ষঃ সান্নিধ্যং যত্র সঃ অন্যোন্যভঙ্গেন বিবদতোরন্তঃকরণে আহিতঃ স্থাপিতস্তর্ষো জয়াভিলাষো যেন তথাপি দূরীকৃতো জন্যমর্ষো যুদ্ধরোষো যস্মাৎ সঃ জন্যং হট্টে পরীবাদে সংযুগে জনকে পুনরিতি বিশ্বপ্রকাশঃ উপে০ ॥৭১॥ সা উভয়-

ভারতী প্রতিদিনং মধ্যাহ্নে সমাগত্য পতিং ভোজনকালমেব বক্তি ভিক্ষুং শ্রীশঙ্করং ভৈক্ষ্যং সময়ঞ্চ বদতি। ইত্যেবং প্রকারেণ পঞ্চষাণি পঞ্চ বা ষড়্ বা দিনানি অভূবন্ ॥ ৭২ ॥ দৃঢ়তয়া বদ্ধমাসনং যাভ্যাং তৌ স্মিতেন মন্দহসিতেন বিকাসযুক্তে মুখকমলে যয়োস্তৌ যতিমণ্ডনৌ প্রগল্‌ভমুত্তরমন্যোন্যমখণ্ডয়তাং খণ্ডিতবন্তৌ। পুনশ্চ স্বেদঃ প্রস্বেদঃ গগনেক্ষণং উত্তরাপ্রতিভানে আকাশংপ্রতি নিরীক্ষণং স্বেদকম্পগগনেক্ষণশালিনৌ ন বভূ-

শুনিবার নিমিত্ত মণ্ডনের গৃহোপরি অন্তরীক্ষে অবস্থান করিলেন। ৭৯।

বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে,ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আকাশে অবস্থিতি করিলে, সভ্যগণ যাহার সাধুবাদ প্রমাণ করিতে লাগিল; স্বস্ব পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত বেদ সকল যাহাতে সাক্ষী হইল; পরস্পরের যে যে বিষয় আহ্লাদ বিস্তার করিল; প্রতিদিন যাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; যাহাতে পণ্ডিতগণের বহুল পরিমাণে ক্রমশঃ আগমন হইতে লাগিল যাহা পরস্পরের বিচ্ছেদ করিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে জয়াভিলাষ স্থাপন করিয়াছিল; এবং যাহা হইতে পরস্পরের যুদ্ধকোপ দূরীকৃত হইয়াছিল; এরূপ একটী প্রকাণ্ড বিবাদ তৎকালে ক্রমশঃ উভয়ের আরম্ভ হইল। ৭০।৭১।

উভয়ভারতী প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইয়া ভোজন করিবার সময়ে পতিকে এবং ভিক্ষুক শঙ্করকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিবার কালে বাদ কথা বলিয়া দিতেন। এইরূপে ক্রমশঃ পাঁচ ছয় দিবস উভয়ের অতীত হইল। ৭২।

উভয়েই দৃঢ়রূপে আসন পরিগ্রহণ করিয়া যখন মন্দ মন্দ হাস্য করিতেন,তখন পরস্পরের মুখকমল বিকসিত হইত। ক্রমশঃ পরস্পর পরস্পরের গর্ব্বিত উত্তর খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—উত্তর দিতে না পারিয়া কেহই কখন ঘর্ম্ম, কম্প কিম্বা আকাশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নাই; অথবা যখন নিরুত্তর

নক্রোধবাক্ছলমবাদি নিরুত্তরাভ্যাং ॥ ৭৩ ॥ ততো যতিক্ষ্মাভৃদবেক্ষ্যদাক্ষ্যং ক্ষোদক্ষমং তস্য বিচক্ষণস্য। চিক্ষেপ তং ক্ষোভিতসর্ব্বপক্ষং বিদ্বৎসমক্ষাপ্রতিভাতকক্ষম্ ॥ ৭৪ ॥ ততঃ স্বসিদ্ধান্তসমর্থনায় প্রাগল্ভ্যহীনোঽপি স সভ্যমুখ্যঃ। অগাদ বেদান্ত-

বক্তুঃ। যদ্বা নিরুত্তরাভ্যাং ক্রোধেন বাক্ছলং ক্রোধবাক্ছলমবাদি কথিতং ব০ ॥ ৭৩ ॥ ততো বহুকালপর্য্যন্তং বাদপ্রবৃত্তানন্তরং যতিক্ষ্মাভৃৎ যতিরাজস্তস্য বিচক্ষণস্য মণ্ডনস্য ক্ষোদং বিচারাত্মকং পেষণং ক্ষমতে সহত ইতি ক্ষোদক্ষমং দাক্ষ্যং কুশলতামবেক্ষ্য ক্ষোভিতাঃ সর্ব্বে পক্ষা যেন তথাভূতমপি বিদুষ আচার্য্যস্য সমক্ষে সম্মুখেঽপ্রতিভাতাঃ কক্ষ্যাঃ কোটয়ো যস্য স তাদৃশং তং চিক্ষেপ বক্তব্যং ব্রূহ্যতামিতি পুনঃ প্রেরিতবান্ উ০ ॥ ৭৪ ॥ তদনন্তরং মণ্ডনো যৎ কৃতবাং তদাহ। ততঃ স্বসিদ্ধান্তসমর্থ-

হইতেন তখন ক্রোধপ্রকাশ পূর্ব্বক কেহই কাহারও বাক্যের ছল ধরিয়া কথা বলিতেন না। ৭৩।

এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত বাদ চলিলে যতিরাজ শঙ্কর বিচক্ষণ মণ্ডনের দক্ষতা দেখিয়া মনে করিলেন, আমি ইঁহার দক্ষতা দেখিতেছি যত কেন আমি বিচার করি না সমস্তই সহ্য করিবে। যদি ইনি স্বীয় দক্ষতায় সমগ্রপক্ষ মন্থন করিয়াছেন, তথাপি অদ্য আমার সম্মুখে আর সেরূপ পক্ষ সমর্থন করিবার নাই' ইহা জানিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাদে নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ 'এক্ষণে আর কি বলিবে বল' ইহা বলিয়া নিযুক্ত করিলেন। ৭৪।

অনন্তর সভ্যরাজ মণ্ডন সরলভাবে স্বকীয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার প্রত্যাশায় বেদান্তশাস্ত্রে

বচঃপ্রসিদ্ধমদ্বৈতসিদ্ধান্তমপাকরিষ্ণুঃ ॥ ৭৫ ॥ ভো ভো যতিক্ষ্মাধিপতে ভবদ্ভি র্জীবেশয়ো র্বাস্তবমৈকরূপ্যম্। বিশুদ্ধমঙ্গীক্রিয়তে হি তত্র প্রমাণমেবং ন বয়ং প্রতীমঃ ॥ ৭৬ ॥ স প্রত্যবাদীদিদমেব

নায় প্রাগল্ভ্যহীনোঽপি সভ্যমুখ্যঃ স মণ্ডনঃ বেদান্তবচোভিঃ প্রসিদ্ধমদ্বৈতসিদ্ধান্তমপাকরিষ্ণুরুবাচ বি০ ॥ ৭৫ ॥ যদুবাচ তদুদাহরতি। ভো ভো ইতি সম্ভ্রমে বীপ্সা। যতিক্ষ্মাধিপতে যতিরাজ জীবেশ্বরয়ো র্বাস্তবমৈকরূপ্যং বিশুদ্ধং যদ্ভবদ্ভিরঙ্গীক্রিয়তে তত্র প্রমাণং বয়ং ন প্রতীমঃ তত্র প্রমাণং বয়ং ন প্রতীমঃ জানীমঃ তত্র প্রমাণং নাস্তীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ নহি শ্রুতিমস্তকমুক্তার্থে প্রমাণং ভবিতুমর্হতি শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনতয়োপেক্ষণীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বমভিদধতস্তস্যাপুরুষার্থোপদেশেনাপ্রয়োজনত্বপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ যথা লৌকিকবাক্যানি প্রমাণান্তরাবগতার্থবোধকানি ন স্বতঃ প্রমাণং তথাভূতার্থানুবাদকত্বেন শ্রুতিমস্তকস্যানপেক্ষ্যলক্ষণং প্রামাণ্যং ব্যাহন্যেত। তথাচ প্রত্যক্ষাদিবিষয়স্য পরিনিষ্ঠিতবস্তুনঃ প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ তৎ প্রতিপাদনে চ হেয়োপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবচ্ছ্রুতিমস্তকস্য তত্র প্রমাণত্বাভাবেন ভবৎসিদ্ধান্তে বয়ং প্রমাণং ন প্রতীম ইতি উ০ ॥ ৭৬ ॥ এবং মণ্ডনকর্ত্তৃকমাক্ষেপমুদাহৃত্য ভাষ্যকৃৎকর্ত্তৃকমুত্তরমুদাহর্ত্তুমাহ স ভগবান্ ভাষ্যকারঃ প্রত্যবাদীৎ প্রত্যুত্তরং দত্তবান্

বিখ্যাত অদ্বৈতমত নিরাকরণ করিতে বাসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৭৫।

হে যতিরাজ! আপনি যে জীবাত্মার বাস্তবিক অভেদ বিশুদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ৭৬।

ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—যখন শ্বেতকেতু, জনক প্রভৃতি শিষ্যকে উদ্দালক এবং যাজ্ঞবল্ক্য

মানং যচ্ছে তকেতুপ্রমুখান্ বিনেয়ান্। উদ্দাল-
কাদ্যা গুরবো মহান্তঃ সংগ্রাহয়ন্ত্যাত্মতয়া পরে-

ইদমেব প্রমাণং যচ্ছেতকতুপ্রভৃতীন্ শিষ্যান্ উদ্দালকাদ্যা মহান্তো গুরবঃ পরেশং পরমাত্মানমাত্মতয়া গ্রাহয়ন্তি তত্ত্বমসি-শ্বেতকেতো ইতি। আদ্যপ্রমুখপদাভ্যাং জনকযাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো গৃহ্যন্তে। তথাচাহ জনকং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ অভয়ং বৈ জনক-প্রাপ্তোঽসি তদাত্মানমেব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাত্তৎসর্ব্বম-ভবৎ তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইত্যাদি। অয়মভিসন্ধিঃ পুংবাক্যদৃষ্টান্তেন ভূতার্থতয়া সাপেক্ষত্বেনা-প্রামাণ্যাপত্তিমভিপ্রেত্য প্রত্যগভিন্নে ব্রহ্মণি প্রমাণং ন বয়ং পশ্যামঃ ইতি বদতা ত্বয়া বক্তব্যং কিং পুংবাক্যানাং সাপে-ক্ষত্বং ভূতার্থত্বেনোত পৌরুষেয়ত্বেন। আদ্যে প্রত্যক্ষাদীনা-মপি ভূতার্থতয়া সাপেক্ষত্বেনাপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে তু অপৌরুষেয়াণাং বেদান্তানাং প্রত্যক্ষাদীনামিব ভূতার্থানামপি নাপ্রমাণ্যং। তথাচ ব্রহ্মাত্মভাবস্য পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপত্বে-ঽপি তত্ত্বমসীত্যাদিশাস্ত্রমন্তরেণানবগম্যমানতয়া প্রত্য-ক্ষাদিবিষয়ত্বাভাবেনানধিগতগন্তৃত্ববত্তাং বেদান্তানাং প্রত্য-গভিন্নে ব্রহ্মণি প্রামাণ্যমবশ্যমাস্থেয়ং নাপি হেয়োপাদেয়-রহিতত্বাদপুরুষার্থত্বং হেয়োপাদেয়শূন্যব্রহ্মাত্মাবগমাদেব সর্ব্বক্লেশনিবৃত্তিপূর্ব্বকপরমানন্দপ্রাপ্ত্যা পুরুষার্থসিদ্ধেঃ। দ্বিবিধং হ্যুপাদেয়ং কিঞ্চিদপ্রাপ্তং যথা গ্রামাদিকিঞ্চিৎ পুনঃ প্রাপ্ত-মপি বিভ্রমবশাদপ্রাপ্তমিবাবগতং যথা স্বগ্রীবাবদ্ধং গ্রৈবে-য়কং। এবং হেয়মপি দ্বিবিধং কিঞ্চিদহীনং যথা ব্যাবহারিক সর্পাদি কিঞ্চিৎ পুনর্হীনং যথা চরণাভরণে নূপুরাদৌ সমারো-পিতসর্পাদিরেবং চ ব্রহ্মাত্মভাবস্যাদ্যাহেয়োপাদেয়তাভাবেঽপি

প্রভৃতিমহান্ গুরুগণ, পরমাত্মাকে আত্মরূপে গ্রহণ করাইয়া ছিলেন ইহাই প্রমাণ। যাজ্ঞবল্ক্য জন-কের প্রতি বলিয়াছিলেন 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তো-ঽসি' হে জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ। 'তদাত্মানং বেদ' তাহাকেই আত্মা বলিয়া জানিও। "অহং ব্রহ্মাস্মি' আমিই সেই ব্রহ্ম। "তস্মাৎ

শম্ ॥৭৭॥ বেদাবসানেষু হি তত্ত্বমাদিবচাংসি

অবিদ্যাসমারোপিতশোকাদেস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজনিততত্ত্বজ্ঞানাদ-বগতিপর্য্যন্তানিবৃত্তৌ প্রাপ্তমপ্যানন্দরূপমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্তং ভবতি ত্যক্তমেব শোকাদ্যত্যক্তমিব ত্যক্তং ভবতীতি তস্য পরমপুরুষার্থ-স্বসিদ্ধিরিতি ॥৭৭॥ নম্বু ভূতার্থতয়া বেদান্তানামপৌরুষেয়বাক্যত্বাৎ সিদ্ধ্যাবেদান্তাঃ পৌরুষেয়াবাক্যত্বাৎ ভারতাদিবদিত্যনুমানস্যা-প্রত্যূহমুৎপত্তেঃ পৌরুষেয়ত্বস্য দুর্ব্বারত্বাদ্ বেদান্তবচসাং কস্মিং-শ্চিদর্থে বিবক্ষানাস্তি কিন্তু জপ্যানি তান্যঘমর্ষণানীত্যভ্যুপগন্তব্য-

সর্ব্বমভবৎ' ব্রহ্ম হইতেই সমস্তবস্তু উৎপন্ন হই-য়াছে। 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনু-পশ্যতঃ' যে ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত সমস্তবস্তুর অভেদ দর্শন করে, তাহার ঐ অবস্থায় কি মোহ, কি শোক কিছুই থাকে না। ৭৭।*

* ইহার মর্ম্ম এই—কোন এক পুরুষের বাক্য দ্বারা থাকাতে এবং অতীতবস্তুর অর্থের সহিত সম্বন্ধ থাকাতে আপনি বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্য নাই বলিয়াছেন। ঐ অভিপ্রায়ে প্রতিজীবে যে অভিন্ন পরমাত্মা আছে তাহারও কোন প্রমাণ নাই বলিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—পুরুষবাক্য সকল কি অতীতঅর্থের সহিত সাপেক্ষ? না পৌরুষের সাপেক্ষ? । যদি অতীতরূপে পুরুষবাক্যকে সাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অতীতঅর্থের সহিত অবশ্যই আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে, সুতরাং কিছুতেই বেদের প্রামাণ্য হইতে পারে না। যদি পৌরুষের বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে অপৌরুষেয় বেদান্তবাক্যের প্রত্যক্ষাদির মত অতীতার্থ সকলেও কোন দোষ হয় না। যদিচ ব্রহ্মাই আত্মা এবং তাহা বিখ্যাত তথাপি "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো! (হে শ্বেতকেতো! সেই জগ-তের সৃজনকর্ত্তা, ব্রহ্মাই তুমি) ইত্যাদিশাস্ত্র ব্যতীত আর কিছুতেই ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হয় না। এবং তাহাও প্রত্যক্ষ

জপ্যান্যঘমর্ষণানি। হুংফণ্মুখানীব বচাংসি যোগিন্!
নৈষাং বিবক্ষাঽস্তি কুহস্বিদর্থে ॥৭৮॥ অর্থাপ্রতীতৌ

নিত্যাশয়বান্ মণ্ডন আহ। বেদাবসানেষু বেদান্তেষু হি যস্মাৎ হুং ফট্ মুখানি বচনানি যথা জপ্যান্যঘমর্ষণানি তথা তত্ত্বমস্যাদি-বচাংসি জপ্যানি পাপনিবর্ত্তকানি তস্মাৎ হে যোগিন্! এষাং তত্ত্বমস্যাদিবচসাং কুহস্বিদর্থে কস্মিংশ্চিদর্থে বিবক্ষা নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ॥৭৮॥ এতদ্ দূষয়তি ভগবান্। অর্থস্যাপ্রতীতাবপ্রতিভানে কিল-প্রসিদ্ধং হুংফডাদে র্জপোপযোগিত্বং বিজ্ঞৈরভাণি ভাষিতং। তত্র তত্ত্বমস্যাদিবচনেষু স্পষ্টং যথা স্যাত্তথা অর্থস্য প্রতীতৌ

বেদান্ত বাক্যে হুং ফট্ প্রভৃতি বচন, এবং অঘমর্ষণ প্রভৃতি মন্ত্রের জপ যদ্রূপ পাপনাশক তদ্রূপ "তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যও পাপনিবারক। অতএব হে যোগিবর! বেদান্ত বাক্যের পরিষ্কার অর্থ। ৭৮।

বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা জ্ঞাতবস্তুকে জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা অবশ্যই সমগ্র বেদান্তের পরম ব্রহ্মে প্রামাণ্য স্থাপন করিবেন। হেয় কি উপাদেয় নয় বলিয়া ব্রহ্মাত্মভাব কখনই পুরুষার্থ শূন্য হইতে পারে না। কারণ হেয় ও উপাদেয় রহিত ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হইলে সকল ক্লেশ নিবৃত্তিপূর্ব্বক পরম আনন্দ প্রাপ্তি দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। উপাদেয় দ্বিবিধ—কিঞ্চিৎ অপ্রাপ্ত, যেমন গ্রামাদি। দ্বিতীয় কিঞ্চিত প্রাপ্ত হইয়াও ভ্রম বশতঃ অপ্রাপ্তের তুল্য। যেমন স্বকীয় গলদেশে আবদ্ধ গলভূষণ। ঐ রূপ হেয়পদার্থ ও দ্বিবিধ প্রথম—কিঞ্চিত অহীন, যদ্রূপ ব্যবহারিকদশায় সর্পাদি। দ্বিতীয় কিঞ্চিৎ হীন, যদ্রূপ চরণাভরণ নূপুরাদিতে আরোপিত সর্পাদি। ঐরূপ ব্রহ্মাত্মভাবও হেয় এবং উপাদেয়-রহিত হইলেও অবিদ্যা দ্বারা শোকমোহাদির আরোপ হয়। অনন্তর "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইত্যাদিবাক্যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান

কিল হুংফডাদে র্জপোপযোগিত্বমভাণি বিজ্ঞৈঃ।
অর্থপ্রতীতৌ স্ফুটমত্রসত্যাং কথং ভবেৎ প্রাজ্ঞ!
জপার্থতৈব ॥ ৭৯ ॥ আপাততস্তত্ত্বমসীতি
বাক্যাদ্ যতীশ! জীবস্যেশ্বরয়োরভেদঃ। প্রতীয়তে-

সত্যামেষাং জপার্থতৈব কথং ভবেৎ কেনাপি প্রকারেণ ন ভবতীত্যর্থঃ প্রাজ্ঞত্বং দৃষ্টান্তবৈষম্যং কথং ন জানাসীতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি হে প্রাজ্ঞেতি অা॰ ॥ ৭৯ ॥ উক্তং পক্ষং বিহায় পক্ষান্তরালম্বনায় মণ্ডন আহ আপাতত ইতি। হে যতীশ! যদ্যপি জীবেশয়োরভেদস্তত্ত্বমসীতি বাক্যাদাপাততঃ প্রতীয়তে তথাপি যথাদিকর্তৃপ্রশংসয়া ঈশাভিন্নোঽয়ং যথাদিকর্ত্তেতিস্তুত্যা তয়োরভেদঃ বিধেঃ শেষ এবেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ বেদান্তবচসাং তত্তদ্ বিহিতকর্ম্মাপেক্ষিতকর্তৃদেবতাদিপ্রতিপাদন পরত্বেনৈব ক্রিয়ার্থত্বমভ্যুপেয়ং। কার্য্যস্যাপূর্ব্বস্য মানান্তরাগোচরত্বয়া অজ্ঞাতানমুভূতপূর্ব্বস্য তত্ত্বেন সমারোপে এবাপুরুষবুদ্ধ্যাবনা-

মণ্ডনবাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বলিলেন— অর্থের প্রতীতি হয় না বলিয়াই হুং ফট্ প্রভৃতি কেবল জপের উপযোগী। ইহাই বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের স্পষ্টরূপে অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব ইহারা কিরূপে জপের সমান হইবে। বস্তুতঃ আপনি বিজ্ঞ হইয়াও দৃষ্টান্তের তারতম্য জানিতে পারিলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। ৭৯।

মণ্ডন অপর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতে

অবগত হওয়া অবধি আনন্দপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত সমস্তই বোধ হয় অপ্রাপ্তের মত বোধ হয় পরিত্যক্তবস্ত, শোকাদির মত ত্যক্ত হইয়াও পুনর্ব্বার পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে তাহার পুরুষার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

ইথাপি মখাদিকর্ত্তৃপ্রশংসয়া স্যাদ্ বিধিশেষ এব ॥৮০॥
ত্ত্বঙ্গযূপাদিকমর্থ্যামাদিদেবাত্মনা বাক্যগণঃ প্রশং-

রোচাৎ তদর্থানাং বেদান্তানাং কার্য্যপরত্বাঙ্গীকারস্যাবশ্য-কত্বাৎ। তথাচ জৈমিনি নাপি আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমত-দর্থানামিতি সূত্রেণ অক্রিয়ার্থানামর্থবাদানামার্থক্যং পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুরিতি অক্রিয়ার্থানামানর্থক্যং পূর্ব্ব পক্ষোক্তমঙ্গীকৃত্যৈবার্থ বাদানাং বিধ্যেকবাক্যতয়া প্রামাণ্যং প্রতিপাদিতং। নচাক্রিয়ার্থত্বে-হপি বেদান্তানাং ব্রহ্মরূপাবিধিপরত্বস্বীকারেণ সিদ্ধান্তসূত্র-বিরোধ ইতি বাচ্যং। সর্ব্বেষাং বিধীনামনাগতোৎপাদ্য-ভাবনাবিষয়ত্বেন পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপবিধেয়সত্ত্বাদিতি * ॥ ৮০ ॥ বেদান্তানাং কার্য্যপরত্বস্বীকারেণাপৌরুষে-

লাগিলেন—হে যতীশ্বর! যদ্যপি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তথাপি "যিনি যজ্ঞাদির কর্ত্তা তিনি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন" ইত্যাদিস্তব-

* ইহার অভিপ্রায় এই—বেদান্তবাক্য কেবল যে জ্ঞান কাণ্ডে পর্য্যবসিত তাহা নহে, কিন্তু বেদান্তবাক্য সেই সেই বিহিত কর্ম্মসাপেক্ষ কর্ত্তা ও দেবতাপ্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়া কোন এক কার্য্যের নিমিত্ত যে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে। এবং কোন বেদোক্ত কার্য্য করিলে সেই কার্য্য জন্য একটী অদৃষ্ট জন্মায়, কিন্তু ঐ কার্য্য কোন প্রমাণ দ্বারা দেখাযায় না। সুতরাং কেহই তাহা কখন অনুভব করিতে পারে না। অথচ যথার্থরূপ বাক্যকে আরোপ করিলে বুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব যে কোন ক্রিয়ার নিমিত্ত উদাত্ত বেদান্ত সমূহের কার্য্যের অধীনতা অঙ্গীকার করা অবশ্য আবশ্যক। জৈমিনী বলেন—'আম্নায়স্য। ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতর্থানাম্' অর্থবাদ সকল কোন কার্য্যের নিমিত্ত নহে। অতএব বেদবচন সকল অনর্থক।

সন্। শেষঃ ক্রিয়াকাণ্ডগতো যদি স্যাৎ কাণ্ডান্তর

রত্বং প্রতিপাদয়তা ত্বয়া বক্তব্যং কিং তৎ কার্য্যং যদ-শক্যং পুরুষেণ জ্ঞাতুমপূর্ব্বমিতি চেৎ মানান্তরানবগতে সঙ্গতিগ্রহাযোগাৎ লিঙাদীনামবোধকত্বপ্রসঙ্গঃ। স্বর্গকাম-পদসমভিব্যাহারসংখ্যাতকার্য্যগৃহীতবেদাবেদক্রিয়া স্বীকরণ-পূর্ব্বে লিঙাদীনাং সঙ্গতিগ্রহাদ্ বোধকত্বমিতি চেৎ চৈত্যবন্দ-নাদিবাক্যেষ্বপি স্বর্গকাম ইত্যাদিপদসম্বন্ধাদপূর্ব্বকার্য্যত্বপ্রস-ঙ্গেন তেষামপ্যশক্যরচনতয়া অপৌরষেয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। স্পষ্টেন পৌরুষেয়ত্বেন তেষামপৌরুষেয়ত্বপ্রতিষেধ ইতি চেৎ বাক্য-ত্বাদিলিঙ্গেন বেদানামপি পৌরুষেয়ত্বানুমানাদপূর্ব্বার্থজ্ঞান স্যাৎ যথার্থজ্ঞানকর্ত্তৃকত্বেন বাক্যাদি সোপাধিকমিতি চেৎ। যথা বেদা-ন্তানাং কার্য্যার্থত্বপক্ষে তেষাং পৌরুষেয়ত্বানুমানং কর্ত্তৃ স্মরণো-পাধিনা নিরস্তং তথা তেষাং সিদ্ধার্থত্বপক্ষেঽপি তন্ নিরস্যা সমানত্বাত্তেষাং কার্য্যার্থত্বকল্পনমপ্রয়োজকং। তস্মাদ্ বেদান্তা নামপৌরুষেয়ত্ব সম্পাদনায় ক্রিয়ার্থত্বং জৈমিন্যাপেয়ং সন্দেব-

বাক্যে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ দেখা যায় তাহা কেবল বিধিবাক্যের শেষভাগ মাত্র।৮০। *

এইরূপ আশয় শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—আদিত্য, যূপ, যজমান, প্রস্তর

বিধি বাক্যের সহিত একবাক্য করিয়া স্তুতির অর্থ থাকা প্রযুক্ত বেদবাক্য বিধির অধীন হইয়া থাকে। অর্থবাদ সকল বিধি বাক্যের সহিত এক বাক্য থাকা প্রযুক্ত তাহার প্রমাণ হয়। বেদান্তবাক্য সকল কোন ক্রিয়ার পরতন্ত্র বলিয়া এবং ব্রহ্মরূপ বিধিবাক্য স্বীকার করিয়া যে সিদ্ধান্ত সূত্রের বিরোধ হইতে পারে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। সমস্ত বিধিবাক্য ভবিষ্যৎ ভাবনার অধীন বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ঐ বিধি বাক্য ব্রহ্ম বস্তুর স্বরূপ যে সমস্ত কার্য্য আছে তাহার বিধি হইতে পারে না।

স্থোঽপি ভবেৎ কথং সঃ ॥ ৮১ ॥ তর্হ্যস্তু জীবে পরমাত্মদৃষ্টিবিধায়কঃ কর্ম্মসমৃদ্ধয়েঽর্হন্ ! । অত্র-হ্মণি ব্রহ্মধিয়ং বিধত্তে যথা মনোঽন্নার্কনভস্ব-

সোম্যেদমগ্র আসীদেবকমেবাদ্বিতীয়ং আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীত্তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদিত্যাদি বাক্যোষ্ উপক্রমোপসংহারাদিষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গেন ব্রহ্মাত্মভাবে প্রতিপাদকত্বেন সমন্বগতেষু স্থিতানাং পদানাং প্রত্যগভিন্নব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে নিশ্চিতে সমন্বয়েব গম্যমানে অর্থান্তরকল্পনায়াঃ শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ অযুক্তত্বাৎ। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেদিত্যাদি ক্রিয়াকারকফলনিরাকরণশ্রুতেঃ। প্রকরণান্তরপঠিত বেদান্তবাক্যানাং কর্ত্রাদিপ্রশংসয়া বিধিশেষত্বাসম্ভবাচ্চেত্যাশয়বান্ ভগবান্ আহ ক্রত্বঙ্গযূপাদিকমিতি। আদিত্যো যূপঃ যজমানঃ প্রস্তর ইত্যাদিবাক্যগণঃ ক্রত্বঙ্গযূপপ্রস্তরাদিকং আদিত্যযজমানাদ্যাত্মনা প্রশংসন্ ক্রিয়াকাণ্ডগতত্বাৎ শেষো যদি স্যাৎ তর্হি ভবতু নাম তথাপি কাণ্ডান্তরে জ্ঞানকাণ্ডে স্থিত তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদিবাক্যগণঃ বিধিশেষঃ কথং ভবেৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ। হে অর্হন্ ! যদ্যেবং তর্হি তত্ত্বমস্যাদিবাক্যগণো জীবে পরমাত্মদৃষ্টিবিধায়কোঽস্তু কিমর্থমিতি চেত্তত্রাহ। কর্ম্মসমৃদ্ধয়ে তত্র দৃষ্টান্তো যথা মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত অন্নমুপাস্ব আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ বায়ুর্ব্বাবসংবর্গঃ প্রাণো বাবসংবর্গ ইত্যাদি বাক্যগণঃ কর্ম্মণাং সম্যগভি-

ইত্যাদি বাক্য সকল এবং ঐ সমস্ত বাক্য, আদিত্য ও যজমানাদিরূপে যজ্ঞের অঙ্গ যূপ ও প্রস্তরাদি প্রশংসা করিয়া অথচ ঐ সমস্ত বস্তু ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া যদি অবশিষ্ট হয়, হউক। তথাপি জ্ঞানকাণ্ডে 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বাক্য সকল কিরূপে বিধিবাক্যের অবশিষ্ট হইবে? । ৮১।"

মণ্ডন বলিলেন—হে মাননীয় ! তথাপি কর্ম্ম

দাদৌ ॥ ৮২ ॥ সংশ্রয়তেঽন্যত্র যথা লিঙাদি-

বৃদ্ধয়ে অব্রহ্মণি মন আদৌ ব্রহ্মধিয়ং বিধত্তে তদ্বৎ। কল্পাচারোপিতব্রহ্মভাবস্য জীবস্যোপাস্তিপরা বেদান্তস্য ব্রহ্মাত্মত্বে-প্রমাণমিতি ভাবঃ আ০ ॥৮২॥ এতদ্দ্ যন্নতি ভগবান্। অন্যত্র মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাদি বাক্যে যথা ব্রহ্মবিভাবনায় বিধায়কো

সমূহের উৎকর্ষের নিমিত্ত, "তত্ত্বম'স" প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য সকল, জীবাত্মার উপর পরমাত্মার অভেদ বোধক হয়, হউক। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—"মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত' মনই ব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা করিবে। 'অন্নমুপাস্ব' অন্নের উপাসনা কর। "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ' সূর্য্যই ব্রহ্ম, ইহাই আদেশ। "বায়ুর্ব্বার সংবর্গঃ' বায়ুই সমস্ত। 'প্রাণো বার সংবর্গ' প্রাণই সমস্ত। এইরূপে মন, অন্ন, সূর্য্য ও বায়ু ইত্যাদি যে সমস্ত ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ আছে তদ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত বেদান্ত বাক্য সমস্ত কর্ম্মের সম্যক্‌রূপে উৎকর্ষের জন্য ব্রহ্ম বুদ্ধি করিয়া দিবে। বস্তুতঃ জীবাত্মার উপর ব্রহ্মভাব আরোপিত হইয়া থাকে, এবং বেদান্ত সকলও ঐ জীবাত্মার উপাসনার জন্য হইয়াছে। অতএব জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ৮২।

* মণ্ডনের পুনর্ব্বার অন্য অভিপ্রায় সূচক কথা—"আপনি বেদান্ত সকলের কোন এককার্য্য পরতন্ত্র স্বীকার করিয়াও অপৌরুষেয়ত্ব অর্থাৎ বেদান্ত কোন পুরুষের মুখ হইতে উচ্চারিত নহে। প্রতিপাদন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। এক্ষণে বলুন দেখি, সেই কার্য্য কি? যদি পুরুষের অজ্ঞেয় এক অপূর্ব্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে তদ্ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং তাহার সঙ্গতিও হইতে পারে না এবং স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত' এই যজ ধাতুর লিঙ্ বিভক্তিও কোন

র্বিধায়কো ব্রহ্মবিভাবনায়। তথা বিধেরশ্রবণাৎ

লিঙ্গাদিঃ শ্রূয়তে। যথা অত্র তত্ত্বমস্যাদিবাক্য লিঙ্গাদিরূপস্য বিধেরশ্রবণাৎ বিধানং কথং সম্ভাবনীতি কেন প্রকারেণ ঘটতে ন কেনাপীত্যর্থঃ। মনীষী সন্ কথমেবং ভাষস ইতি সম্বোধনাশয়-

ভগবান্ ঐ মত দূষিত করিলেন—"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদি বাক্যে যেরূপ ব্রহ্মভাবনা করিবার নিমিত্ত উপপূর্ব্বক আসধাতুর বিধিলিঙের শ্রবণ হইতেছে, তদ্রূপ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যে লিঙাদিরূপ কোন বিধির শ্রবণ হয় নাই। সুতরাং ঐ বাক্যে লিঙাদির বিধান কোন প্রকারেই ঘটিতে পারে না। হে পণ্ডিতবর! যদি বিধিবাক্যের অভাব

কোন কার্য্য বুঝাইতে পারে না ঐ স্বর্গকাম পদ থাকাতে একমাত্র সংখ্যান্বিত কর্ত্তও, তাহাদ্বারা অনুগৃহীত বেদ, ও তাহা হইতেই কোন এক কার্য্য প্রকাশিত থাকে। ঐ কার্য্য দর্শন বেদবাক্যের পূর্ব্বে হয়, তাহাতেই লিঙাদিবিভক্তির সম্বন্ধ বোধ হইয়া থাকে, অনন্তর উহারা কার্য্য বুঝাইয়া দেয়; এস্থানে তাহাও সম্ভবপর নহে। এরূপ স্বীকার করিলে যদি কোন এক চৈত্যের (আয়তন ভূমির) বন্দনা করা যায় তাহাদ্বারা, ঐ বাক্যেও "স্বর্গকাম' এই পদের সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত, অপূর্ব্ব একটী কার্য্যের প্রসঙ্গাধীন চৈত্যবন্দনার বাক্য হেনা করা কঠিন হইয়া উঠে; সুতরাং ঐ বাক্যের অপৌরুষেয়তার সম্ভাবনা। বেদ যে পৌরুষেয় তাহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। এবং বেদবচনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিষিদ্ধ হয়। ইহা স্বীকার করিলে বাক্য ও শব্দের লিঙ্গদ্বারা বেদ সমূহ অপৌরুষেয়, তাহা অনুমান করা যায়। অতএব বেদবচনের অপূর্ব্বরূপ অর্থ হইতে পারে না। এবং যে সমস্ত বেদবাক্য আছে, তাহাদের প্রত্যেকের যে এক একটী কর্ত্তা আছে, তাহা স্মরণ করিয়া বেদবাক্য সকল

মনীষিন্! সম্ভাবনীয়ত্র কথং বিধানং ॥ ৮৩ ॥ যদ্বৎ

তথাচ বিধান্তরেণারোপিতব্রহ্মভাবস্য জীবস্যোপাস্তিপরত্বং বেদান্তানাং ন সম্ভবতীতি তস্য ব্রহ্মাত্মত্ব এব বেদান্তাঃ প্রমাণমিতি ভাবঃ উ০ ॥ ৮৩ ॥

হইল, তবে জীবাত্মার ব্রহ্মভাবপ্রকাশক বেদান্ত সমূহ কখনই জীবাত্মার উপাসক হইতে পারে না, বরং জীবাত্মা যে পরমাত্মার সহিত এক, বেদান্ত সকল তদ্ বিষয়েই প্রমাণ হইতেছে। ৮৩।

কোন না কোন এক বিশেষণবিশিষ্ট। ঐরূপ স্বীকার করিলে সমুদয় বেদান্ত শাস্ত্র যে কোন না কোন কার্য্যের অনুযায়ী তৎপক্ষে সকল বেদান্ত যে পৌরুষেয়, পৌরুষেয়ত্বের অনুমান ও কোন এক কর্ত্তার স্মরণ ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা যেরূপ নিরস্ত হইয়া থাকে; তদ্রূপ সিদ্ধান্তপক্ষেও উহাদের নিরস্ত করা সমান কথা। সুতরাং বেদান্তসমুদয়কে কোন এক কার্য্যপর কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। অতএব বেদান্তসমূহকে অপৌরুষেয় সম্পাদন করিবার নিমিত্ত উহাদিগকে কোন কার্য্যের অনুগামী স্বীকার করিতে পারা যায় না। সদেব 'সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই দৃশ্যমান বিশ্বচ্ছবি কোন এক বস্তুরূপে বিদ্যমান ছিল। "একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই জগৎ এক এবং ইহার দ্বিতীয় নাই। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ' সৃষ্টির পূর্ব্বে এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান ত্রৈলোক্য, কেবল এক আত্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল। 'তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা' এই যে সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ সমুদয়ই ব্রহ্ম। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ছিলনা, পরেও কেহ থাকিবে না, মধ্যেও কেহ থাকিবে না—তিনি বাহ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ নহেন—তিনিই আত্মা। 'ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ' ব্রহ্ম সকলের অনুভূত বস্তু। এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, পরেও তিনি অমররূপী। বেদশাস্ত্রের উপক্রম এবং উপসংহার প্রভৃতি ষড়বিধ

প্রতিষ্ঠাফলদর্শনেন বিধি র্যতীনাং বর ! রাত্রিসত্রে। | প্রকল্প্যতে তদ্বদিহাপি মুক্তিফলশ্রুতেঃ কল্পয়িতুং

ননু সন্তু বেদান্তা ব্রহ্মাত্মত্বে প্রমাণং পরন্তু জ্ঞানবিধিদ্বারা তত্র বিধেঃ কল্পয়িতুং শক্যত্বাদিতি মতান্তো মণ্ডন আহ। যদ্বৎ প্রতিষ্ঠাফলদর্শনেন হে যতীনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠেতি সম্বোধনেনাধ্বরমীমাংসানধ্যয়নং সূচয়তি রাত্রিসত্রেবিধিঃ প্রকল্প্যতে তদ্বদিহাপি ব্রহ্মাত্মৈকত্বেপি মুক্তিফলশ্রুতেঃ স বিধিঃ কল্পয়িতুং যুক্তঃ। অয়মর্থঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা য এতা রাত্রীরুপযন্তীতি শ্রূয়তে। তত্র রাত্রিশব্দেনায়ুর্জ্যোতিরিত্যাদিবাক্যবিহিতাঃ সোমযাগ-বিশেষা উচ্যন্তে। অত্র যদ্যপি প্রতিতিষ্ঠন্তীতি বর্ত্তমানাপদেশাৎ সিদ্ধরূপৈব প্রতিষ্ঠা প্রতীয়তে ন সাধ্যরূপা তথাপি শ্রুতায়া এব প্রতিষ্ঠায়া বিপরিণামেন ফলকল্পনস্যাশ্রুতস্বর্গফলকল্পনাপেক্ষয়া বরত্বাৎ। যস্তদো ক্তত্যাসেন যোঽন্বয় প্রতিতিষ্ঠন্তীত্যত্র সমর্থ্যাদর্ভাবেন চ যে প্রতিতিষ্ঠাঃ সন্তু তে এতা রাত্রীরুপেয়ুরিতি বাক্যবিপরিণামেন যথা রাত্রিবিধিঃ প্রকল্প্যতে তথেহাপি ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি মুক্তিফলশ্রুতেঃ ব্রহ্মবুভূষুর্ব্রহ্মবেদনং কুর্য্যাদিতি। বিধিঃ কল্পয়িতুং যুক্তঃ তথাচাত্মা-বারে দ্রষ্টব্যঃ য আত্মাঽপহতপাপ্মা সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য আত্মেত্যেবোপাসীত। আত্মানমেব লোকমুপাসীত ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদিষু বিধানেষু সৎসু কো বা আত্মা

মণ্ডন বলিলেন—বেদান্ত সকল ব্রহ্মাত্মবিষয়ে প্রমাণ হয় হউক। কিন্তু জ্ঞানকার্য্যের বিধিদ্বারা 'তত্ত্বমসি'বাক্যে কেন বিধি কল্পনা করা হইবে না ? হে যতিবর! এইরূপ সম্বোধনদ্বারা শঙ্করের যে যজ্ঞমীমাংসা অধ্যয়ন করা হয় নাই,শ্লেষবাক্যে মণ্ডন তাহারই সূচনা করিলেন। যদ্রূপ প্রতিষ্ঠা ফলদর্শন দ্বারা রাত্রিকালের যজ্ঞে বিধিকল্পনা হইয়া থাকে, তদ্রূপ এইস্থানেও ব্রহ্মাত্মভাবের অভেদ থাকিলেও, মুক্তিফলের শ্রবণ থাকাতে অবশ্যই বিধিকল্পনা করা উচিত। ইহার অর্থ এই—'প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা য এতা রাত্রীরুপযন্তি' যাঁহারা এই সকল রাত্রিকালে যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হন, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বেদবাক্যদ্বারা রাত্রিশব্দে আয়ুঃ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বেদবাক্যবিহিত সোমযাগপ্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অতএব যদ্যপি 'প্রতিতিষ্ঠন্তি' এই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়ার প্রয়োগে, (যে প্রতিষ্ঠা নিত্য আছে) তাহারই প্রতীতি হয়,কিন্তু যে প্রতিষ্ঠা সাধ্য অর্থাৎ যাহার জন্য সাধনা করিতে হইবে তাহার বোধ হয় না। তথাপি বেদোক্ত প্রতিষ্ঠার এইস্থানে বিপরীত ফল কল্পনা করিতে হইবে। এবং ঐরূপ কল্পনা, (যাহা কখন শোনা যায় নাই এরূপ) স্বর্গ ফলের

তাৎপর্য্যদ্বারা ঐ সমস্ত বেদান্ত বাক্য সকল, ব্রহ্মানুভাব প্রতিপন্ন করিলে এক হইলে এবং ঐ একীভাবাপন্ন বেদান্ত বাক্যে যে সমস্ত পদ আছে, তাহারা প্রতিজীবগত ব্রহ্মভাব নিশ্চয় করিয়া দেয়। অতএব ঐ সমস্ত বেদান্ত বাক্যের অর্থান্তর কল্পনা করিলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা (অর্থাৎ যাহা বেদে নাই তাহা বলা এবং যাহা বেদে আছে তাহা না বলা) নামক দোষ উপস্থিত হয়। "যত্র সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ' এই জগতের সমস্তই আত্মা। তখন কি উপায়ে কোন্ বস্তু দেখা যাইবে ?। যেস্থানে ঐরূপ বেদান্তবাক্যের ক্রিয়া এবং কারক উভয় বিধ ফলের নিরাকরণ হইয়াছে। এবং অন্য স্থানে অন্য প্রকরণে যে সমস্ত পঠিত বেদান্ত বাক্য সকল কর্ত্তা ও কার্য্য প্রভৃতির প্রশংসা দ্বারা কখনই বিধিবাক্যের শেষে মিলিত হইতে পারে না।

স যুক্তঃ ॥ ৮৪ ॥ তর্হি ক্রিয়াজন্যতয়া বিমুক্তিঃ স্বর্গাদিবচ্চ বিনশ্বরা স্যাৎ। উপাসনা কর্ত্তুমকর্ত্তু-

[illegible]ং ব্রহ্মেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎস্বরূপসমর্পণেন নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্ববেদান্তা উপযুক্তাঃ তদুপাসনাচ্চ শাস্ত্রদৃষ্টো-ঽদৃষ্টমোক্ষো ভবিষ্যতি। কর্ত্তব্যবিধ্যপ্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ। সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাসৌ গচ্ছতী-ত্যাদিবাক্যবদ্বেদান্তবাক্যানামানর্থক্যমেব স্যাৎ। কিঞ্চ বেদা-ন্তানাং প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যবোধকত্বে শাস্ত্রত্বমেব ন স্যাৎ তৎপর-ত্বস্যৈব শাস্ত্রত্ববোধনাৎ। যথাহুঃ প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা। পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়ত ইতি। অপিচ রজ্জুরিয়ং নায়ং সর্প ইত্যাদিশ্রবণেন যথা ভয়কম্পাদি নিবর্ত্ততে ন তথা সংসারিত্বভ্রান্তিঃ ব্রহ্মস্বরূপশ্রবণেন নিব-র্ত্ততে। শ্রুতব্রহ্মস্বরূপস্য যথাপূর্ব্বং সুখদুঃখাদিসংসারধর্ম্মদর্শ-নাৎ। মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি শ্রবণোত্তরকালয়োর্ম্মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাচ্চেতি ॥ ৮৪ ॥ এতদ্ দূষয়তি ভগবান্ তর্হি মোক্ষস্যাপ্যাপ্তিরূপক্রিয়াফলত্বে সতি বিমুক্তির্বিনশ্বরা

কল্পনা অপেক্ষা একান্ত শ্রেষ্ঠ। এবং যদ্ ও তদ্ শব্দের বিপরীত যোজনা করিয়া এবং 'প্রতিতিষ্ঠন্তি' এইস্থলে ব্যাকরণশাস্ত্রোক্ত সনন্তরূপ অর্থের অন্ত-র্গত করিয়া (অর্থাৎ যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারাই এই সমস্ত রাত্রি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) এইরূপ বাক্যের বিপরীত অন্বয় করিয়া যদ্রূপ রাত্রিপদে বিধিবাক্য কল্পিত হয়, তদ্রূপ ঐ স্থলেও 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (যিনি ব্রহ্ম জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্ম হয়েন) ইত্যাদি মুক্তি ফল শ্রবণ থাকাতে পূর্ব্বোক্ত সনন্তপদের মতন, (যিনি ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিবেন,) ইত্যাদি বিধিকল্পনা করা আপনারও অবশ্যই আবশ্যক। 'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ য আত্মা অপহতপাপ্মা সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞা-সিতব্যঃ' হে শ্বেতকেতো! যে আত্মা নিষ্পাপ, তাঁহা-রই দর্শন, অন্বেষণ ও জ্ঞান করিতে ইচ্ছা করিতে হইবেক। 'আত্মেত্যেবোপাসীত' আত্মাকেই উপাসনা করিতে হইবেক। 'আত্মনমেব লোকমুপা-সীত' আত্মলোকেরই উপাসনা করিবেক। 'ব্রহ্ম বিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হয়েন।

ইত্যাদি বিধিবাক্য থাকাতে কে আত্মা কে ব্রহ্ম এই আকাঙ্ক্ষায় আত্মা ও ব্রহ্মার স্বরূপ নিশ্চয় হইলে 'নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ' তিনি নিত্য, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্ব ব্যাপী, তিনি নিত্যতৃপ্ত, তিনি নিত্যশুদ্ধ, তিনি নিত্যবুদ্ধ, তিনি নিত্যমুক্ত! 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। ইত্যাদি বেদান্ত সকল অবশ্যই উপযুক্ত। এবং ঐ ব্রহ্মার উপা-সনাদ্বারা যে মোক্ষ হয় তাহা অদৃষ্ট। অথচ শাস্ত্রদৃষ্টান্তে মোক্ষ ঘটিয়া থাকে ইহা আপনারই মত। কর্ত্তব্যবিধির সহিত ব্রহ্মবিধি সংলগ্ন না হইলে. কেবল মাত্র কোন এক অদ্ভুত বস্তু কল্পনা করিলে ব্রহ্ম গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, তাহা জানা যায় না। 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাঽসৌ গচ্ছতি' পৃথিবীতে সাতটী দ্বীপ আছে, ঐ রাজা গমন করিতেছেন; ইত্যাদি বাক্যের মতন বেদান্ত বাক্য সকল পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তদ্ব্যতীত বেদান্তশাস্ত্র সকল যাগাদিকার্য্যের প্রবৃত্তি কিম্বা সর্ব্ববৈরাগ্য বোধক না হইলে শাস্ত্র বলিয়া গণ্যই হইতে পারে না। যে শাস্ত্র প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বোধক, শাস্ত্রকা-

মন্যথা বা কর্তুমর্হা মনসঃ ক্রিয়ৈব ॥ ৮৫ ॥ মাভূদিদং তত্ত্বমসীতিবাক্যমুপাসনাপর্য্যবসায়ি কামং

স্যাৎ ক্রিয়া-জন্যত্বাৎ স্বর্গাদিবদিতি। অয়মর্থঃ কর্ত্তব্যবিধিশেষত্বেনাত্মোপদেশো ন যুক্তঃ স্বর্গাদিবৎ মোক্ষস্যানিত্যত্বসাতিশয়ত্বয়োরনিষ্টয়োরাপত্তেঃ। ননু জ্ঞানস্যাপি মানসত্বাদ্ তদন্যত্বেঽপি বিমুক্তেরনিত্যত্বং কুতো ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানস্য মানসত্বেঽপি যথাভূতবস্তুবিষয়প্রমাণজন্যত্বেন কর্তুমন্যথা বা কর্তুমশক্যত্বাৎ। কেবলবস্তুতন্ত্রত্বেন চোদনাতন্ত্রত্বাভাবাৎ। পুরুষতন্ত্রতাশূন্যত্বাচ্চাস্মন্মতে নোক্তদোষ ইত্যাশয়েনাহ উপাসনেতি। যথা যস্যৈ দেবতায়ৈ হবি র্গৃহীতং স্যাত্তাং ধ্যায়েদ্বষট্ করিষ্যন্ সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েদিত্যেবমাদিষু ধ্যানং চিন্তনং মানসং পুরুষতন্ত্রত্বাৎ কর্তুমন্যথা বা কর্তুং শক্যং তথা মনসঃ ক্রিয়োপাসনৈব কর্তুমকর্তুমন্যথা বা কর্তুমর্হা নতু জ্ঞানং। তথাচ তজ্জন্যবিমুক্তেরনিত্যত্বং স্পষ্টমেবেত্যর্থঃ। তস্মাৎ তদ্বিষয়ে লিঙাদয়ঃ শ্রূয়মাণা অপ্যনিয়োজ্যবিষয়ত্বাৎ কুণ্ঠীভবন্ত্যো বিধিচ্ছায়ারূপত্বাৎ স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থাঃ। অন্যথা ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন। অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি তদাত্মানমেব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিদো নন্তরং মোক্ষং প্রদর্শয়ন্ত্যো মোক্ষস্য জ্ঞানজন্যাপূর্ব্বজন্যত্বং বারয়ন্ত্যো নোপপদ্যেরন্। ব্রহ্মাবগতৌ সত্যাং সর্ব্বকর্ত্তব্যতাহানেঃ কৃতকৃত্যতায়াশ্চাস্মাকমলঙ্কারত্বাৎ। মননাদিসহকৃতেন শ্রবণেন ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারে সংসারিত্বনিবৃত্তেঃ। শ্রুতিস্মৃত্যনুভবসিদ্ধত্বচ্ছিতশাসনেনৈতত্তৎপ্রতিপাদকস্য মুখ্যশাস্ত্রত্বাচ্চ ন কোঽপি দোষ ইতি ॥ ৮৫ ॥ এবমুক্তো মণ্ডনস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্যোপাসনাপর্য্যবসানাভাবমঙ্গীকৃত্য প্রকারান্তরেণাক্ষিপতি

রেরা তাহাকেই শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপিচ 'রজ্জুরয়ং নায়ং সর্পঃ' (ইহা রজ্জু, ইহা সর্প নহে) ইত্যাদি বাক্যশ্রবণে যদ্রূপ ভয় ও কম্পাদির নাশ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রবণে সংসারভ্রম নিবৃত্ত হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারই যথার্থ সুখ, দুঃখ ও সংসার ধর্ম্ম ইত্যাদি হইয়া থাকে। 'মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' এই বেদবচনে শ্রবণের পরক্ষণই মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ৮৪।

ভগবান্ ঐমতে পুনর্ব্বার দোষার্পণ করিলেন—যেরূপ স্বর্গ যাগক্রিয়া জন্য বলিয়া অনিত্য, তদ্রূপ মোক্ষও জ্ঞান ক্রিয়া জন্য বলিয়া অনিত্য হইতে পারে। কোন কর্ত্তব্যবিধির শেষ থাকাতে আত্মোপদেশ উপযুক্ত নহে। স্বর্গ যদ্রূপ অনিত্য ও সাতিশয়দোষে দূষিত, তদ্রূপ মোক্ষও ঐরূপ দোষে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। আপনার মতে জ্ঞান যদি মানসিক ক্রিয়া হয়, তবে মুক্তি কেন অনিত্য হইবে না? । জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া হইলেও যথার্থ বস্তুর স্পষ্ট প্রমাণ থাকাতে কিছু করিতে অথবা তাহার বিপরীত করিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদের মতে ঐরূপ দোষ নাই—যেরূপ দেবতার নিমিত্ত ঘৃত গ্রহণ করা হইয়া থাকে, 'তাং ধ্যায়েদ্ বষট্ করিষ্যন্' যিনি বষট্কার (মন্ত্র) পড়িবেন তিনি সেই দেবতার ধ্যান করিবেন। 'সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েৎ' মনদ্বারা সন্ধ্যার ধ্যান করিবেক। ইত্যাদি স্থলে ধ্যান (চিন্তন) যদ্রূপ মানসিকক্রিয়া ও কোন পুরুষের অধীন বলিয়া কিছুই করিতে কিম্বা তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারে; তদ্রূপ উপাসনাক্রিয়াও কিছু করিতে কি না করিতে কিম্বা তাহার অন্যথা করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান কখনই ঐরূপ নহে এবং জ্ঞানজন্যমুক্তিও স্পষ্টই অনিত্য জানিবেন।

অতএব ঐ কর্ম্মকাণ্ডস্থলে বেদে যে লিঙ্ বিভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত অনুপযুক্ত, সুতরাং কুণ্ঠিত ঐ বিধি বাক্যের ছায়া মাত্র বলিয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিষয়ে কেবল লোকদিগকে বিমুখ করিয়া থাকে। ইহার অন্যথা হইলে—'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' সেই পরাৎপর পর ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে তাহার কর্ম্ম সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' যে ব্যক্তি আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন, তাহার আর কিছুতেই ভয় হয় না।

কিং ত্বস্য জীবস্য পরেণ সাম্যপ্রত্যায়িকং সত্তম! বোভবীতু ॥ ৮৬ ॥ কিং চেতনত্বেন বিবক্ষি সাম্যং

ইদং তত্ত্বমসীতি বাক্যমুপাসনাপর্য্যবসায়ি যথেষ্টং মাভূৎ তথাপৈক্য প্রতিপাদকং নাস্তি কিং ত্বস্য জীবস্য পরমেশ্বরেণ সাদৃশ্যস্য প্রতিপাদকং হে সত্তম! বোভবীতু ভবতু ॥৮৬॥ একদ্ বিকল্প্য

'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি তদাত্মানং বেদ' হে জনক! তুমি অভয় পাইয়াছ, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমিই ব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুতিসকল, ব্রহ্মবিদ্যার পরই মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। (তখন মোক্ষ জ্ঞান জন্য যে অপূর্ব্ব জন্মায় তাহা নিবারণ করিতে পারে) ইহাও বলিতে পারা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পর কর্ত্তব্য কার্য্য সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও কৃতকৃতার্থতা লাভ করা যায়, এবং তাহাই আমাদিগের অলঙ্কার ও গৌরবের বিষয়। মনন ও নিদিধ্যাসনের সহিত শ্রবণ হইলে যখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তৎকালে 'সংসার সংসারী' এসমস্তই নিবৃত্তি হয়। তখন ঐ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, শ্রুতি, স্মৃতি ও সকলেরই অনুভব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং হিতশাসনদ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র যে প্রধানশাস্ত্র তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। ৮৫।

মণ্ডন বলিলেন—'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বেদবাক্য যে কখনই উপাসনাকার্য্যে মিশ্রিত হয় না তাহা আমি যথেষ্ট অঙ্গীকার করিলাম। তথাপি ঐ বেদ বাক্য ব্রহ্মের অভেদ বোধক হইতে পারে না। হে পণ্ডিতবর! কিন্তু ঐ সকল বেদবাক্য জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কোন সাদৃশ্য বুঝাইয়া দিউক। ৮৬।

সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বাত্ম্যমুখৈ গুণৈর্ব্বা। আদ্যে প্রসিদ্ধঃ ন খলূপদেশামন্তে স্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধতা স্যাৎ ॥ ৮৭ ॥ নিত্যত্বমাত্রেণ মুনে! পরাত্মগুণোপগানৈঃ সুখবোধ-

দূষয়তি ভগবান্ কিমিতি। তত্ত্বমসীতি বাক্যং কিং চেতনপরেণ সাদৃশ্যং প্রবদতি কিম্বা সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বাত্ম্যসর্ব্বশক্তিত্বপ্রভৃতিভি-র্গুণৈঃ সাম্যং বিবক্ষি। অথ চেতনত্বেন সাম্যস্য প্রসিদ্ধত্বাদুপ-দেশানর্থক্যং। দ্বিতীয়ে জীবস্য পরমাত্মস্বরূপাপত্ত্যা ভেদো নাস্তীতি স্বসিদ্ধান্তে বিরুদ্ধতা স্যাৎ। তস্মাদৈক্যপ্রতিপাদকমেবোক্তবাক্য-মভ্যুপেয়মিত্যর্থঃ ইন্দ্র০ ॥ ৮৭ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ। নিত্য-ত্বমাত্রেণ পরমাত্মগুণসদৃশৈঃ সুখবোধানন্ত্যাদিভিরবিদ্যা-

ভগবান্ বলিলেন—"তত্ত্বমসি' এই বাক্য কি চেতনরূপে সাদৃশ্য বুঝাইবে? অথবা ঈশ্বরের যে সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বাত্মতা, ও সর্ব্বশক্তিমত্তাপ্রভৃতি গুণ আছে তাহাদ্বারা সাদৃশ্য বুঝাইবে?। যদি চেতনভাবে সাদৃশ্য স্বীকার করা হয়, তাহা বৃথা স্বীকার করা মাত্র। কারণ, পরমাত্মা চেতনরূপে চির-কালই প্রসিদ্ধ, তন্নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করাও অন-র্থক। তবে যদি গুণসমষ্টির দ্বারা সাদৃশ্য স্বীকার করেন তাহাও বৃথা। কারণ,জীব পরমাত্মার একী-ভাবাপন্নমাত্র, কিন্তু পরস্পরের কোন ভেদ নাই। সুতরাং আপনার নিজের মতের বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব "তত্ত্বমসি' বেদবাক্য যে ঐক্যবোধক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।৮৭।

মণ্ডন বলিলেন—হে মুনিবর! অবিদ্যারূপ আবরণ থাকাতেই উভয়ের প্রতীতি হয় না। নতুবা নিত্যরূপে পরমাত্মার যে সমস্ত গুণ আছে ঐ সমস্ত সুখ,বোধ ও অনন্ততা প্রভৃতি গুণদ্বারা 'তত্ত্বমসি'

পূর্ব্বৈঃ। গুণৈরবিদ্যাবৃতিতোঽপ্রতীতৈঃ সাম্যং ব্রবীত্বস্য ততো ন দোষঃ ॥ ৮৮ ॥ যদ্যেবমেতস্য পরত্বমেব প্রত্যাপয়ত্বত্র দুরাগ্রহঃ কঃ। ত্বয়ৈব তস্য প্রতিভাসশঙ্কা বিদ্বন্! অবিদ্যাবরণান্ নিরস্তা ৮৯ ভোশ্চেতনত্বেন শরীরিসাম্যমাবেদ্যতা-

ময়া জগৎপ্রসূতেঃ। চিদুত্থিতত্বেন পরোদিতস্যাঽপ্যণুপ্রধানপ্রভৃতে র্নিরাসঃ ॥ ৯০ ॥ ইত্থেবমস্তীতি তদা প্রয়োগঃ স্যাৎ ত্বন্মতে তত্ত্বমসীতি ন স্যাৎ। তদৈক্ষতেত্যত্র জড়ত্বশঙ্কাব্যাবর্ত্তনাচ্চাত্র পুন র্ন চোদ্যম্ ॥ ৯১ ॥ নম্বেবমপ্যৈক্যপরত্বমস্য

বরণাদপ্রতীতৈরস্য জীবস্য পরেণ সাম্যমুক্তবাক্যং হে মুনে! ব্রবীতু তস্মাদ্যোক্তদোষঃ উ° ॥ ৮৮ ॥ এবমুক্তো ভগবানাহ। যদ্যেবং তর্হি তস্য জীবস্য পরমাত্মত্বমেবোক্তবাক্যং বোধয়তু। অত্র তস্য পরত্বে দুরাগ্রহঃ কঃ। নম্বেবং তর্হি তস্য পরত্বং কুতো ন প্রতিভাসতে ইতি চেত্তত্রাহ। তস্য সুখবোধানন্তরূপস্য পরত্বস্য প্রতিভাসশঙ্কা তু অবিদ্যাবরণাত্ত্বয়ৈব নিরস্তা। বিদ্বান্ সন্ কথমেবং ভাষস ইতি সম্বোধনাশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ এবমুক্তো-মণ্ডনঃ প্রকারান্তরমালম্ব্যাহ। হে যতীশ! অস্য জগৎকারণস্য

চেতনত্বেন জীবেন সাম্যমাবেদ্যতাং তথাচ চিতশ্চেতনাজ্জগত উত্থিতত্বাৎ পরৈঃ সাঙ্খ্যাদিভিরুদিতস্য প্রধানপরমাণ্বাদে র্নিরাসোঽপি সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥ এবমুক্তো ভগবানাহ। হন্ত হে মণ্ডন! এবং চেত্তদা ত্বন্মতে তজ্জগৎকারণং ত্বংত্বৎসদৃশমস্তীতি ন স্যাৎ। জড়ত্বশঙ্কায়াস্তু তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতীক্ষণশ্রবণাৎ। তত্ত্বমসীতি জগৎকারণস্য চেতনাভেদপ্রতিপাদনেন চ ব্যাবর্ত্তনাৎ। পুনরত্র চোদ্যাভাবাৎ প্রধানাদে র্নিরাসায়ৈবং ন বাচ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ এবং সর্ব্বতঃ প্রতিরুদ্ধো মণ্ডন ইমমপি

বেদবাক্য যদি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাদৃশ্য-বাচক হয় তাহাতে দোষ কি? । ৮৮ ।

ভগবান্ বলিলেন—হে বিজ্ঞবর! যদি চ আপনার ঐ কথাই স্বীকার করা যায় তবে 'জীবাত্মা যে পরমাত্মা' (তত্ত্বমসি) বাক্যদ্বারা কেন উভয়ের অভেদ-বোধক হইবে না?। বস্তুতঃ উভয়ের অভেদবিষয়ে আর কোন দুষ্ট অভিসন্ধি থাকিতে পারে না এবং জীবাত্মা কখনই পরমাত্মভাবে প্রকাশিত হয় না। ইতিপূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন, পরমাত্মা সুখ স্বরূপ, জ্ঞানরূপ ও অনন্ত। কেবল অবিদ্যারূপ আবরণ থাকাতে স্বয়ং প্রতিভাস অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্মভাবে কখন্ প্রকাশ হইতে পারে না। ৮৯।

মণ্ডন বলিলেন—হে যতিরাজ! এই জগতের কারণ চেতন পদার্থ হইলে অবশ্যই আপনার জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাদৃশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অপিচ জগৎ চেতনবস্তু হইতে সৃজিত বলিয়া সাংখ্যের প্রকৃতি ও বৈশেষিকাদির পরমাণু-মত সকল খণ্ডন করা হইল। ৯০।

ভগবান্ ব'ললেন—যদিচ এরূপ হয়, তবে আপনার মতে 'তৎ' শব্দে জগতের কারণ 'ত্বং' অর্থাৎ (আপনার) সদৃশ হয়। ঐরূপ ভাবে প্রয়োগ করিলেও 'তত্ত্বমসি' পদ কখন সিদ্ধ হয় না—কিম্বা জড় বলিয়া শঙ্কা করিতে পারা যায় না। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' পরমাত্মা পর্য্যালোচনা করিলেন আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। ইত্যাদি বেদবাক্যের দ্বারা ঈক্ষধাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে। জগৎ কারণ যে চেতন হইতে অভিন্ন 'তত্ত্বমসি' এই বাক্য কেবল তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছে। অথচ লক্ষ্যবস্তুর অভাব থাকাতে প্রকৃতি

প্রত্যক্ষপূর্ব্বপ্রমিতিপ্রকোপাৎ। ন যুজ্যতে তজ্জপ-
মাত্রযোগি স্বাধ্যায়বিধ্যাশ্রিতমভ্যুপেয়ং ॥ ৯২ ॥
অক্ষেণ চেদ্ ভেদমিতিস্তদা স্যাদভেদবাদিশ্রুতি-
বাক্যবাধঃ। অসন্নিকর্ষান্ন ভবেদ্ধি ভেদপ্রমৈব

পক্ষমুপেক্ষ্য পুনস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য জপোপযোগিত্বালম্বনায় পর-পক্ষে প্রত্যক্ষবিরোধমাপাদয়তি। নম্বেবং সাম্যপ্রত্যায়কত্বেনাহমীশ্বর ইতি প্রত্যক্ষাত্মিকায়া জ্যেষ্ঠপ্রমায়াঃ প্রকোপঃ স্যাৎ, যুজ্যতে। ততঃ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি বিধিনাশ্রিতমুক্তবাক্যং জপোপযোগ্যমভ্যুপেয়মিতি ॥ ৯২ ॥ একদ্বয়তি ভগবান্। অক্ষেণেন্দ্রিয়েণ চেৎ ভেদমিতি র্ভেদপ্রমা যদি স্যাত্তদা অভেদবাদিশ্রুতি

বাক্যস্য বাধঃ স্যাৎ। অক্ষস্য ভেদেনাসন্নিকর্ষাদ্ ভেদপ্রমৈব ন হি ভবেৎ। তেন কারণেনাস্য বাক্যস্য কুতো বিরোধো ন কেনাপি বিরোধোঽস্য প্রত্যক্ষস্য কস্মাদ্ধেতো র্বিরোধ ইতি বা অয়মর্থঃ। ইন্দ্রিয়ভেদে ন প্রমাণং তদসন্নিকৃষ্টত্বাৎ শশশৃঙ্গবৎ। নন্বু হেত্বসিদ্ধিরিতি চেদিন্দ্রিয়স্য ভেদেন সংযোগসমবায়তাদাত্ম্যানামন্যতমঃ সন্নিকর্ষস্তদন্যো বা। আদ্যো ন তাবৎ সমবায়াসত্ত্বাত্তদসিদ্ধেশ্চ। নন্বু রূপী ঘটো মৃদ্ঘট ইতি প্রত্যয়স্য সংযোগানবগাহিত্বাৎ। পরিশেষাৎ সমবায় এব সিদ্ধ্যতীতি চেন্ন। গুণগুণিনোরবয়বাবয়বিনোশ্চাত্যন্তভেদে তৎসম্বন্ধস্য চ তথাত্বে দণ্ডপুরুষাবাবিব শুক্লো ঘটো মৃদ্ঘট ইতি সমানাধিকরণপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ সমবায়িভ্যাং সম্বন্ধঃ সমবায়ো বিশিষ্টপ্রত্যয়নিয়ামক উত অসম্বন্ধঃ। নাদ্যস্তস্য তস্যান্যোঽন্যাসম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইত্যনবস্থাপাতাৎ। নন্বু সমবায়িভি র্নিত্যসম্বন্ধ এবায়ং গৃহ্যতে অতো নোক্তদোষ ইতি চেত্তর্হি সংযোগোঽপি সংযোগিভি র্নিত্যসম্বন্ধত্বাৎ সম্বন্ধান্তরং নাপেক্ষতে স্বর্থান্তরত্বাত্তদপেক্ষতা ইতি চেত্তর্হি সমবায়োঽপি তথাত্বাৎ কুতো নাপেক্ষতে। সংযোগো গুণত্বাত্তথেতি চেন্ন। গুণপরিভাষায়া অতন্ত্রত্বাদপেক্ষাকারণস্য চ তুল্যত্বাৎ নাস্ত্যোঽতিপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ সঃ অনেক একো বা। আদ্যোঽপসিদ্ধান্তো গৌরবঞ্চ। দ্বিতীয়ে রূপজ্ঞানাদিসমবায়স্য বায়ুঘটাদিবৃত্তিসম-

ও পরমাণু প্রভৃতি মত খণ্ডনের নিমিত্ত কখনই আপনি ঐরূপ বলিতে পারেন না। ৯১।

এইরূপে চারিদিকে বিব্রত হইয়া মণ্ডন, ঐ পক্ষ উপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য জপের উপযোগী বলিয়া অবলম্বন করিলেন। অপিচ ঐ বেদবাক্য পরমাত্মপক্ষে ন্যস্ত হইলে প্রত্যক্ষের বিরোধ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বলিতে লাগিলেন—ঐ বেদবাক্য যদি সাদৃশ্যবোধক না হয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু 'নাহমীশ্বরঃ' আমি ঈশ্বর নই এইরূপ প্রত্যক্ষ-ও বলবান্ জ্ঞানের বিরোধ হওয়াতে ঐ বেদবাক্য উভয়ের ঐক্যবোধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' স্বীয় শাখা অধ্যয়ন করিবেক, এই বাক্য বিধিযুক্ত ও জপের উপযোগী বলিয়া সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে। ৯২।

* ভগবান্ ঐ পক্ষে দোষারোপ করিয়া বলিলেন—যদি ইন্দ্রিয়দ্বারা ভেদজ্ঞান হয়, তাহা হইলে অভেদ বাচক শ্রুতিবাক্যের বাধ হয়। অথবা ইন্দ্রিয়ের ভেদ স্বীকার করিয়া যদি অসন্নিকর্ষ (অর্থাৎ

* অভিপ্রায় এই—নাহমীশ্বরঃ" পূর্ব্বশ্লোকে এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা ঈশ্বর হইতে প্রভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রভেদবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। কারণ, জীবাত্মা ইন্দ্রিয় হইতে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী। হেতুসিদ্ধি হয় না বলিয়া ইন্দ্রিয়ের প্রভেদ স্বীকার করিয়া কিরূপ ভাবে ইন্দ্রিয়ের নৈকট্য সম্বন্ধ বা সংযোগ সম্বন্ধ উল্লেখ করিবেন। সংযোগ, সমবায় তাদাত্ম্য অথবা ইহা হইতে অতিরিক্ত কোন এক সম্বন্ধ এস্থলে আপনার অভিপ্রেত ?। সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার

তেনাস্য কুতো বিরোধঃ ॥৯৩॥ ভিন্নোঽহমীশাদিতি

নায়াভেদাৎ রূপী বায়ুঃ ঘটো জ্ঞানবানিতি প্রতীতিপ্রসঙ্গঃ। ন চ তত্র রূপাদেরভাবান্নোক্তপ্রতীতিরিতি বাচ্যং তদনুবিদ্ধপ্রয়োজক-সম্বন্ধ সতি তদভাবব্যবহারস্য ব্যাহতত্বাৎ। তস্মান্ন কথমপি সমবায়ঃ সিদ্ধ্যতি। অবয়বাবয়ব্যাদীনাং সম্বন্ধস্তাদাত্ম্যং তচ্চ ন ভিন্নাভিন্নত্বং বিরুদ্ধয়োর্ভেদাভেদয়োরেকত্রাসম্ভবাদপি তু ভিন্নত্বে সত্যভিন্নসত্তাকত্বং তচ্চানির্বাচ্যং। নাপি সংযোগ-

অনৈকট্য সম্বন্ধ) ঘটে তবে ভেদজ্ঞান হইতে

করিলে সমবায় সম্বন্ধ হইতে পারে না, অথচ এস্থলে সমবায়ের কোন সম্ভাবনা নাই। 'রূপী ঘটঃ মৃদ্ঘটঃ' রূপবান্ ঘট মৃত্তিকার ঘট ইত্যাদি জ্ঞান লোকের স্পষ্টই হইয়া থাকে। সুতরাং সংযোগের সহিত কোন সম্বন্ধও নাই। পরিশেষে সুতরাং সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। তাহাও সঙ্গত নহে—কারণ, গুণ, গুণী ও অবয়ব অবয়বীর অত্যন্ত ভেদ হইলে এবং উহাদের সম্বন্ধও ভিন্ন হইলে দণ্ডপুরুষঃ' অর্থাৎ দণ্ডধারী পুরুষের যদ্রূপ দণ্ড বিশেষণ উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ 'শুক্লো ঘটঃ মৃদ্ঘটঃ' শুক্লঘট, মৃত্তিকার ঘট, ইত্যাদি স্থলেও কখনই শুক্ল বা মৃত্তিকা বিশেষণের উপলব্ধি হয় না। আর এক কথা—সমবায় সম্বন্ধ দুইটী সমবায় বিশিষ্ট বস্তু দ্বারা সম্বন্ধ হইয়া বিশেষ জ্ঞান করাইয়া দেয়? অথবা কোন বস্তুদ্বারা সম্বন্ধ না হইয়া জ্ঞানোৎপাদন করে?। প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে তাহার এক সম্বন্ধ—তাহার এক সম্বন্ধ—এইরূপে অনবস্থা দোষের উৎপত্তি হয়। (সমবায় সম্বন্ধকে যদি অনেক গুলিন সমবায় সম্বন্ধ বিশিষ্ট বস্তুর সহিত নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে দোষের সম্ভাবনা থাকে না) এরূপ স্বীকার করিলে, সংযোগ সম্বন্ধ ও সংযোগসম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থের সহিত নিত্য সম্বন্ধ হইয়া আর কখনই অন্য সম্বন্ধ অপেক্ষা করে না। (কিন্তু অন্যরূপ অর্থের জন্য অন্য সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়া থাকে) ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে সমবায়সম্বন্ধও কেন ঐরূপ অন্য সম্বন্ধ অপেক্ষা

ভাসতে হি ভেদস্য জীবাত্মবিশেষণত্বং। তৎ-

তাদাত্ম্যে তদভাবস্য সুপ্রসঙ্গেঃ। ন দ্বিতীয়স্তদন্যসন্নিকর্ষস্যাপ্যপ্রসিদ্ধেরিতি ॥৯৩॥ ননু ভেদস্যান্যোন্যাভাবরূপত্বাদ্ ভাবে চ বিশেষণতায়াঃ সন্নিকর্ষত্বাদসন্নিকর্ষসিদ্ধিরিতি মণ্ডনঃ শঙ্কতে। হি যস্মাদীশাদহং ভিন্ন ইতি ভেদস্য জীবাত্মবিশেষণত্বং ভাসতে।

পারে না। অতএব ঐ বাক্যের এবং প্রত্যক্ষের কিছুতেই বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ৯৩।

মণ্ডন মনে মনে শঙ্কা করিতে লাগিলেন—নৈয়ায়িকমতে অন্যোন্যাভাব পদার্থ ভেদ বলিয়া

করিবে না?। (সংযোগ পদার্থ সুতরাং সংযোগ ও সমবায়ের মত) ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ গুণনির্ব্বাচনের পদ্ধতি কাহারও অধীন নহে। (এবং গুণাপেক্ষী কারণও কোন বস্তু দ্বারা সম্বন্ধ না হইয়া জ্ঞানোৎপাদন করে) ইহাতেও অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ যাহা লক্ষ্য নহে তাহাতেও লক্ষণ যাওয়া দোষ ঘটে। আর এক কথা—ঐ সমবায় সম্বন্ধ অনেক না এক?। যদি অনেক হয়, তবে নিজমতের ব্যভিচার এবং গৌরব। জ্ঞানরূপ সমবায়, বায়ু এবং ঘটনিষ্ঠ সমবায়সম্বন্ধের সহিত অভিন্ন হইয়া রূপী বায়ুঃ ঘটো জ্ঞানবান্, অর্থাৎ রূপবান্ বায়ু জ্ঞানবান্ ঘট ইত্যাদি প্রত্যয় হইবার বাধা কি?। (বস্তুগত্যা বায়ুর রূপ নাই, ঘটেরও জ্ঞান নাই, সুতরাং ওরূপ বোধ হয় না) ইহাও অসঙ্গত তাহার যুক্তি এই—বায়ু, কিম্বা ঘটে যে রূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে তাহার কখনই অভাব হইতে পারে না। অতএব কোনরূপে সমবায়সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। বস্তুতঃ অবয়ব ও অবয়ব বিশিষ্ট বস্তুর যে সম্বন্ধ তাহার নাম তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ। ঐ তদাত্ম্যসম্বন্ধ ভিন্ন কি অভিন্ন নহে। কারণ এক-স্থানে ভেদ ও অভেদ ঐরূপ বিরুদ্ধ স্বভাবাক্রান্ত বস্তু থাকিতে পারে না। কিন্তু যে বস্তু ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন বস্তুর মত প্রতীত হয়, তাহারই নাম তাদাত্ম্যসম্বন্ধ কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধ ঐরূপ নহে। কারণ, তাদাত্মসম্বন্ধে কখনই সংযোগ সম্বন্ধ থাকে না ইহা সুপ্রসিদ্ধ।

সন্নিকর্ষোঽস্ত্বথ সংপ্রয়োগাভাবেঽপি ভেদেন্দ্রিয়যো-র্মনীষিন্ ! ॥ ৯৪ ॥ অতিপ্রসক্তে র্নতু কেবলস্য বিশেষণত্বস্য তদভ্যুপেয়ম্। ভেদাশ্রয়ে হীন্দ্রিয়-

অথ তস্মাৎ হে মনীষিন্ ! ভেদেন্দ্রিয়যোঃ সংযোগাদিসংপ্রয়োগাভাবেঽপি তৎসন্নিকর্ষো বিশেষণতা সন্নিকর্ষোঽস্তু ইত্যঃ ॥৯৪॥ পরিহরতি ভগবান্ কেবলস্য বিশেষণত্বস্য বিশেষণতামাত্রস্য তৎসন্নিকর্ষত্বং নৈবাভ্যুপেয়ং তত্র হেতুরতিপ্রসক্তেঃ ভিত্ত্যাদিব্যবহিতভূতলাদিনিষ্ঠঘটাদ্যভাবেঽপি বিশেষণতামাত্রস্য সত্ত্বে ন প্রত্যক্ষত্বপ্রসঙ্গাত্তস্মাদ্ভেদাশ্রয়ে হীন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টে সতি বিশেষণতায়াঃ সন্নিকর্ষত্বমভ্যুপেয়ং। ন চ সন্নিকৃষ্টত্বমিহেন্দ্রিয় আত্মনোঽস্তি। বস্তুতস্ত্বধিকরণেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষোঽপি ন কারণং। পরমতে কর্ণবলয়াবচ্ছিন্ননভস এব শ্রোত্রেন্দ্রিয়ত্বাৎ। তস্যৈব

উল্লিখিত হইতে পারে। সুতরাং ভেদপদার্থে (অভাবে) বিশেষণের সন্নিকর্ষ (নৈকট্য) হেতু অসন্নিকর্ষ (অনৈকট্য) সিদ্ধ হয়। কারণ, 'ঈশাদহং ভিন্নঃ' আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, এই অভেদ পদার্থ জীবাত্মার বিশেষণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অতএব হে মনীষাসম্পন্ন শঙ্কর ! ভেদ এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধ না থাকিলেও কেবল বিশেষণের ঐস্থানে নৈকট্যসম্বন্ধ হউক। ৯৪।

ভগবান্ ঐমতের খণ্ডন করিলেন—কেবল বিশেষণের ঐস্থানে ঐরূপ নৈকট্যসম্বন্ধ কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না—স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গ দোষ ঘটিতে পারে। অর্থাৎ ভিত্তি (ভিৎ) দ্বারা যদি ভূতল আচ্ছাদিত হয়, এবং ঐ ভূতলস্থিতঘটের অভাব হইলেও কেবল মাত্র বিশেষণের ঐস্থানে অস্তিত্বপ্রযুক্ত ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অত-

সন্নিকৃষ্টে ন সন্নিকৃষ্টত্বমিহাত্মনোঽস্তি ॥ ৯৫ ॥ ভেদাশ্রয়াত্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষো নেত্যুক্তমেতচ্চতুরং ন যস্মাৎ। চিত্তাত্মনো দ্রব্যতয়া দ্বয়োরপ্যস্ত্যেব সংযোগসমাশ্রয়ত্বং ॥৯৬॥ আত্মা বিভুঃ স্যাদথ-

স্বগ্রাহ্যশব্দাভাবকরণত্বাৎ তেন স্বস্যাসন্নিকর্ষাদধিকারণেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাভাবেন শব্দাভাবে প্রত্যক্ষত্বং ন স্যাদিতি ধ্যেয়ং উং ॥ ৯৫ ॥ এতদসহমানো মণ্ডন আহ। ভেদাশ্রয়স্যাত্মন ইন্দ্রিয়েণ সন্নিকর্ষো নাস্তীতি ত্বয়োক্তমেতন্ন সমীচীনং। যস্মাৎ

এব অভাব পদার্থের আধার ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐস্থানে বিশেষণের নৈকট্য সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আত্মার ঐ ইন্দ্রিয়ের উপর কোন নৈকট্যসম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ আত্মার আধার এবং ইন্দ্রিয়সংযোগ কখনই কারণ নহে। "পরমতে কর্ণবলয়াবচ্ছিন্ন নভোভাগের নাম শ্রবণেন্দ্রিয় কথিত হইয়াছে। ঐ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যে শব্দ, ঐশব্দের অভাব, তখন শব্দের অধিকরণ রূপে বিদ্যমান থাকে। অতএব স্বীয়পদার্থ দ্বারা স্বকীয় পদার্থের অনৈকট্য সম্বন্ধ বা অসংযোগ থাকাতে কিম্বা অধিকরণ এবং ইন্দ্রিয়সংযোগের অভাববশতঃ শব্দের অভাবে যে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না" ইহা অত্যন্ত দূষণীয়। ৯৫।

ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া মণ্ডন বলিলেন—আপনি যে বলিয়াছেন, 'ভেদের আধার আত্মার, কখন কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হয় না' ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, চিত্ত এবং আত্মা উভয়েই দ্রব্যপদার্থ। সুতরাং দ্রব্যপদার্থ যে

বাণুমাত্রঃ সংযোগিতা নোভযথাপি যুক্তা। দৃষ্টা হি সা সাবয়বস্য লোকে সংযোগিতা সাবয়বেন যোগিন্! ॥ ৯৭ ॥ মনোঽক্ষমিত্যভ্যুপগমা ভেদা- সঙ্গিত্বমুক্তং প[illegible]তস্তু। সাহায্যকৃল্লোচনপূর্ব্বকস্য দীপাদিবন্নেন্দ্রিয়মেব চিত্তং ॥৯৮॥ ভেদপ্রমানেন্দ্রিয়- জাঽস্তু তর্হি সাক্ষিস্বরূপেব তথাপি যোগিন্।। তয়া

চিত্তাত্মনো দ্রব্যত্বেনোভয়োরপি সংযোগসমাশ্রয়ত্বমস্ত্বেব ইত্যং ॥ ॥ ৯৬ ॥ এবমাক্ষিপ্তো ভগবান্ বিকল্প্যাক্ষেপং প্রক্ষিপতি। আত্মা বিভুঃ স্যাদথবাণুমাত্রঃ পক্ষদ্বয়েঽপি সংযোগিতা ন যুক্তা হি যস্মাৎ সাবয়বস্য সাবয়বেন সা সংযোগিতা লোকে দৃষ্টা তস্মাদিত্যর্থঃ। ভার্য্যাদিযোগিত্বমনুভূতমপলপিতুমনর্হোঽসীতি কটাক্ষেণ সম্বোধয়তি। হে যোগিন্নিতি ॥ ৯৭ ॥ কিঞ্চ মন ইন্দ্রিয়মিত্যঙ্গীকৃত্য ভেদেনাস্যাসঙ্গিত্বমুক্তং বস্তুতস্তু মনো নেন্দ্রিয়ং চক্ষুরাদিসহকারিত্বাৎ দীপবৎ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনইত্যাদি শ্রুত্যা মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বাবধারণাদেবেত্যুক্তং। মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণীতি বচনং তু ন মনস ইন্দ্রিয়ত্বে প্রমাণং যজমানপঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমানিত্যাদিবদনিন্দ্রিয়েণাপি মনসা ষষ্ঠত্বসংখ্যাপূর্ণত্বসম্ভবাৎ। ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মীতি বচনমপি নক্ষত্রাণামহং শশীতিবৎ ন মনস ইন্দ্রিয়ত্বে প্রমাণমিতি উ৹ ॥ ৯৮ ॥ এবং

সংযোগনামক গুণপদার্থের আধার হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। ৯৬।

ভগবান্ বলিলেন—আত্মা যদি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অথবা পরমাণু হয় তথাপি কিছুতেই তাঁহার সংযোগসম্বন্ধ হয় না। হে যোগিন্! (অর্থাৎ আপনার অনুভূত ভার্য্যা এবং অর্থপ্রভৃতি বস্তুর যোগ বিদ্যমান আছে, তাহা আপনি কিছুতেই গোপন করিতে পারেন না। এইজন্য শ্লেষবাক্যে আচার্য্য মণ্ডনকে যোগী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সংযোগ হইতে না পারিবার কারণ এই,এই জগতে অবয়ববিশিষ্ট পদার্থের সহিত অবয়ববিশিষ্ট পদার্থেরই সংযোগ হইয়া থাকে, ইহা সকল জনের প্রত্যক্ষ। অপিচ "মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া ভেদ থাকাতে মনের কখন সংযোগ হইতে পারে না' ইহাও আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মন ইন্দ্রিয় নহে। প্রদীপ যদ্রূপ পদার্থপ্রকাশের সহকারী কারণ, তদ্রূপ মনও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহকারী কারণ। 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ' পদার্থ সকল ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে পৃথক্ বস্তু এবং মনও ঐ বিষয় সকল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই শ্রুতিবচনদ্বারা মন যে ইন্দ্রিয় নহে তাহা অবধারিত হইয়াছে। তবে যে 'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি' মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এই বচনদ্বারা মন ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রমাণ হয় নাই। 'যজমান পঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি' যজমানকে লইয়া পাঁচজন লোক ইড়া (নাড়ী) ভক্ষণ করিতেছে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্; মহাভারতকে লইয়া পাঁচখানি বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বচনের মতন মন ইন্দ্রিয় না হইয়াও কেবল মাত্র ছয়টি সংখ্যা পূরণ করিবার জন্য ঐরূপে উক্ত হইয়াছে। 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি' আমি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন হইতেছি। এই বচনও বৃথা। কারণ, 'নক্ষত্রাণামহং শশী' আমি নক্ষত্রদিগের মধ্যে চন্দ্র। এই বচনের মত

বিরোধাৎ পরমাত্মজীবাভেদং [illegible] বোধয়িতুং প্রমাণম্ ॥ ৯৯ ॥ প্রত্যক্ষমাত্মে[illegible]বিদ্যামায়াযুজো দ্যো`তযতি প্রভেদং। শ্রুতিস্তয়োঃ কেবলয়োরভেদং ভিন্নাশ্রয়ত্বান্ন তয়ো র্ব্বিরোধঃ ॥১০০॥ স্যাদ্ বা বিরোধস্তদপি প্রবৃত্তং প্রত্যক্ষমগ্রেঽবলমেব

নিরুদ্ধো মণ্ডন আহ। ভেদপ্রমেন্দ্রিয়জা ন চেত্তর্হি সাক্ষিস্বরূপৈবাস্তু তথাপি হে যোগিন্! তয়া সাক্ষিরূপয়া ভেদপ্রময়া বিরোধাৎ পরমাত্মজীবয়োরভেদং বোধয়িতুং কথং প্রমাণং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যমিতি শেষঃ ॥ ৯৯ ॥ মণ্ডনোক্তমঙ্গীকৃত্য বিষয়ভেদাদ্বিরোধং পরিহরতি ভগবান্ সাক্ষিস্বরূপং প্রত্যক্ষং জীবাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যামায়াযুক্তয়োঃ প্রভেদং দ্যোতযতি শ্রুতিস্তু তদ্‌বিনির্ম্মুক্তয়োঃ শুদ্ধয়োস্তয়ো র্জীবেশ্বরয়োরভেদং দ্যোতযতীত্যেবং শ্রুতিপ্রত্যক্ষয়ো র্ভিন্নাশ্রয়ত্বান্ন বিরোধঃ ॥ ১০০ ॥ বিরোধমঙ্গীকৃত্যাপি পরিহরতি স্যাদ্বা বিরোধস্তদপ্যগ্রেঽবরং প্রথমং প্রবৃত্তং বলহীনং ভেদপ্রত্যক্ষমেব প্রাবল্যবত্যা ভেদবাদিশ্রুত্যা-চরমপ্রবৃত্ত্যা বাধ্যং। অপচ্ছেদন্যায়েনোক্তয়া রীত্যাঽপচ্ছেদনয় ইতি বা। তথাচ ষাষ্ঠং পারমর্ষং সূত্রং পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদিতি জ্যোতিষ্টোমে বহিঃ পবমানার্থং বির্ধানান্নির্গচ্ছতাং ঋত্বিগ্‌যজমানানাং অধ্বর্য্যুং প্রস্তোতাঽন্বারভতে প্রস্তোতারমুদ্গাতারং প্রতিহর্ত্তেত্যাদিনাঽন্বারম্ভণং। বিহিতং তদ্বিচ্ছেদনিমিত্তং প্রায়শ্চিত্তং শ্রূয়তে যদ্যুদ্গাতাঽপচ্ছিদ্যেতাদক্ষিণং তং যজ্ঞমিষ্ট্বা তেন পুনর্যজেত তত্র তদ্দদ্যাৎ যৎ পূর্ব্বস্মিন্নদাস্যং

উক্ত বচনটী মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রমাণ করে নাই। । ৯৭ । ৯৮ ।

মণ্ডন বলিলেন—যদি ভেদবুদ্ধি ইন্দ্রিয় হইতে না হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাক্ষিস্বরূপ হইবার আপত্তি কি ?। হে যোগিবর! ইন্দ্রিয়ের সাক্ষিস্বরূপ ভেদবুদ্ধি থাকিলে বিরোধ হয়। অতএব 'তত্ত্বমসি'-বেদবাক্য জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভেদ কেন না নিরূপণ করিয়া দিবে ? । ৯৯ ।

মণ্ডনের কথা স্বীকার করিয়া লইয়া বিষয়ভেদ থাকাতে ভগবান্ বিরোধ খণ্ডন করিতে লাগিলেন—প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাক্ষিস্বরূপ, ঐ প্রত্যক্ষপ্রমাণ অবিদ্যা এবং মায়াযুক্ত জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু বেদবচনদ্বারা অবিদ্যা এবং মায়াযুক্ত কেবল জীবাত্মা এবং পরমাত্মারই অভেদ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপে শ্রুতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আশ্রয় করাতে কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। । ১০০ ।

বিরোধ অঙ্গীকার করিয়া লইয়া পুনরায় ভগবান্ খণ্ডন করিবার জন্য বলিলেন,—যদি এবিষয়ে বিরোধ হয় হউক। কিন্তু মীমাংসাদর্শনে যেরূপ অপচ্ছেদ (বিচ্ছেদন্যায়) উক্ত হইয়াছে এবং তাহাদ্বারা যেরূপ দুর্ব্বলের বাধ হয়, তদ্রূপ ভেদবোধক প্রবল শ্রুতিবচনে শেষপ্রবৃত্ত বস্তু দ্বারা প্রথম প্রবৃত্ত দুর্ব্বল ভেদপদার্থের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাধিত হইবে তাহা অযৌক্তিক নহে। "পৌর্ব্বাপার্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্য প্রকৃতিবৎ" জ্যোতিষ্টোমযাগে বহির্দ্দেশে যে স্থানে পবিত্র বস্তু সকল বিদ্যমান থাকে, সেই ঘৃতের আধার যজ্ঞবেদি হইতে নির্গত ঋত্বিক্ ও যজমান দিগের মধ্যে প্রথমে যিনি কার্য্য প্রস্তুত করেন তিনি ঋত্বিকের পর কার্য্য আরম্ভ করিবেন। পরে সমস্তবস্তুর আহরণকর্ত্তা, প্রস্তাবকর্ত্তা এবং বেদ-

বাধ্যং। প্রাবল্যবত্যা চরমপ্রবৃত্ত্যা শ্রুত্যা হৃতচ্ছেদ-

—ত্বাৎ যদি প্রতিহর্ত্তাঽপচ্ছিদ্যেত সর্ব্ববেদং সন্দদ্যাদিতি তত্রোদ্গাতৃপ্রতিহর্ত্রোঃ ক্রমেণ বিচ্ছেদে বিরুদ্ধপ্রায়শ্চিত্তয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ কিং পূর্ব্বং কার্য্যমুত পরমিতি বিষয়েঽনুপজাতবিরোধিত্বয়া পূর্ব্বমিতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ পৌর্ব্বাপর্যে সতি নিমিত্তয়োঃ পূর্ব্বস্থ নৈমিত্তিকস্থ দৌর্ব্বল্যং উত্তরস্থ পূর্ব্বনিরপেক্ষস্থ তদ্বাধকতয়োদিতত্বাৎ পূর্ব্বোদয়কালে উত্তরস্যাপ্রাপ্তত্বেন পূর্ব্বেণ বাধ্যত্বযোগাৎ। তদুক্তং পূর্ব্বং পরমজাতত্বাদবাধিত্বৈব জায়তে পরস্যানন্যথোৎপাদান্ন ত্ববাধেন সম্ভবঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ প্রকৃতিবৎ। যথা প্রকৃতৌ কৃতোপকারাঃ কুশাঃ প্রথমমতিদেশেন বিকৃতাবুপকারাকাঙ্ক্ষিণ্যাং প্রাপ্তাঃ কল্প্যোপকারচরমভাবিভিরপি কুশৈর্নিরপেক্ষৈর্ব্বাধ্যন্তে তদ্বৎ তথাচ যথা প্রথম প্রবৃত্তং দুর্ব্বলং পূর্ব্বনৈমিত্তিকমেব পশ্চাৎ প্রবৃত্তেন প্রবলেনোত্তরেণ নৈমিত্তি-

গানকর্ত্তার পর আপন আপন কার্য্য সকল আরম্ভ করিবেন। এইরূপে পর পর পরস্পরের কার্য্য-আরম্ভ কথিত হইয়াছে। যদি ঐ নিয়মের কোন বৈপরীত্য ঘটে, তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। যদি বেদগানকর্ত্তা ঐ কার্য্যের নিয়ম ভঙ্গ করেন তবে দক্ষিণাশূন্য যাগের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঐ যাগ করিবেন। এবং যাহা প্রথমে দান করা উচিত ঐ যজ্ঞে তিনি তাহাই দান করিবেন। এবং যদি আহরণকর্ত্তা ক্রমভঙ্গ করেন তাহা হইলে তিনি সমগ্রবেদ দান করিবেন। ঐ যজ্ঞে বেদগানকর্ত্তা ও বস্তুসংগ্রহকর্ত্তার ক্রমান্বয়ে নিয়ম ভঙ্গ হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিরুদ্ধ হয়, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত কখন এককালে হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ঐ কার্য্য পূর্ব্বে হইবে? কি পরে হইবে? এই বিষয়ে যদি কোন বিরোধ না জন্মে তবে প্রথমেই কার্য্য করিতে হইবে ইহাই সিদ্ধান্ত।

নয়োক্তরীত্যা ॥ নন্বেবমপ্যস্ত্যনুমানবোধো ভেদশ্রুতে চক্রবর্ত্তিন্!। ঘটাদিবদ্ ব্রহ্ম

কেন বাধ্যং তদ্বদ্ যথোক্তং প্রত্যক্ষমেব যথোক্তশ্রুত্যা বাধ্যং। হি শব্দলোকপ্রসিদ্ধিন্দ্যোতয়তি তথাপূর্ব্বং প্রবৃত্তরজতজ্ঞানমেব-পশ্চাৎ প্রবৃত্তেন শুক্তিজ্ঞানেন বাধ্যমন্যথা তদনপবাধনে তদনপবাধনাত্মকস্থ তস্যোৎপত্ত্যনুপপত্তেস্তদ্বদিত্যর্থঃ ইত্যাদ্যর্থ০ ॥ ১০১ ॥ এবমুক্তো মণ্ডনোঽয়ং জীবো ব্রহ্মনিরূপিতভেদবান্। অসর্ব্বজ্ঞত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যনুমানেন শ্রুতের্ব্বাধং শঙ্কতে। নন্বেবং প্রত্যক্ষেণাভেদ শ্রুতেঽর্ব্বাধাভাবেঽপি হে সংযমিচক্রবর্ত্তিন্! ইত্যনেন তর্কানধিকারং দ্যোতয়তি। অনুমানেনাভেদশ্রুতের্ব্বাধোঽস্তি তদেব দর্শয়তি ঘটাদিবদিতি। অপলক্ষণমেতদ্ ব্রহ্মধর্ম্ম-

কার্য্য সকল অগ্রপশ্চাৎ হইলে দুইটী নিমিত্তের মধ্যে প্রথম নৈমিত্তিক কার্য্য দুর্ব্বল এবং পূর্ব্ব কার্য্য অপেক্ষা না করিয়া পরবর্ত্তী নৈমিত্তিককার্য্যের বাধ হয়। প্রথমকার্য্য প্রথম হইলে পরকার্য্য তাহাতে সংলগ্ন হয় না, সুতরাং পূর্ব্বকার্য্যদ্বারা পরকার্য্যের বাধ হইতে পারে না। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—'প্রকৃতিবৎ' অর্থাৎ যেরূপ যজ্ঞীয় প্রকৃতিবিষয়ে যে সমস্ত কুশ উপকার করিয়াছে ঐ সকল কুশ প্রথমে তাহাদিগকে লঙ্ঘন করিলে যজ্ঞীয়কার্য্যের বিকৃতি করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। অনন্তর যে সমস্ত কুশ উপকার করিবে বলিয়া কল্পনা করা যায়, এবং যে সমস্ত কুশ শেষে উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত নিরপেক্ষ কুশদ্বারা যেরূপ পূর্ব্বোক্ত কুশ সমূহের বাধ হইয়া থাকে, এস্থানেও অবিকল তদ্রূপ জানিবেন। এবং যেরূপ প্রথমে প্রবৃত্ত দুর্ব্বল ও আদিম নৈমিত্তিককার্য্য শেষে প্রবৃত্ত, প্রবল ও পরবর্ত্তী নৈমিত্তিক কার্য্যদ্বারা

নিরূপিতেন ভেদেন যুক্তোঽয়মসর্ব্ববিত্ত্বাৎ ॥১০২॥ কিমেষ ভেদঃ পরমার্থভূতঃ প্রসাধ্যতে কাল্পনিকোঽথবাদ্যে। দৃষ্টান্তহানিশ্চরমে তু বিম্বগ্রীকৃতোঽস্মাভিরসাধনীয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ স্বপ্রত্যয়াবাধ্যভিদাশ্রয়ত্বং সাধ্যং ঘটাদৌ চ তদস্তি যোগিন্!। ত্বয়াত্মযো-

কভেদপ্রতিযোগিত্বস্তাপি অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিতি পদার্থত্বাবিজ্ঞাত্বাপ্নুণলক্ষণং পদং ব্রহ্মতদর্থত্বাবচ্ছেদত্বাত্তন্নিয়ম্যত্বাদিতি বা উ০ ॥১০২॥

মণ্ডনোক্তমনুমানং বিকল্প্য দূষয়তি ভগবান্ ভাষ্যকারঃ। কিমেষ ব্রহ্মনিরূপিতো ভেদঃ পরমার্থভূতঃ প্রসাধ্যতেঽথবা কাল্পনিকঃ। আদ্যে দৃষ্টান্তহানিঃ ঘটাদেস্তত্ত্বভেদবত্ত্বতৎপ্রতিযোগিত্বয়োরভাবাৎ। অন্তে তু স্বীকৃতোঽস্মাভি র্ন সাধনীয়ঃ পরস্পরপ্রতিযোগিককাল্পনিকব্যাবহারিকভেদস্যাস্মাভিরপ্যঙ্গীকৃতত্বাৎ সিদ্ধসাধনমিত্যর্থঃ। এতেন জীবস্য ব্রহ্মণো ভেদাভাবে তন্নিয়ম্যত্বানুপপত্তিরপি প্রত্যুক্তা নিয়ম্যত্বাদেঃ স্বসমানসত্তাকনিয়ন্ত্রাদিভেদসাপেক্ষত্বাত্তস্য চ স্বীকারাৎ ॥ ১০৩ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ। ব্রহ্মনিরূপিতস্বজ্ঞানাবাধ্যভেদবত্ত্বং সাধ্যং তচ্চ ঘটাদাবস্তি আত্মজ্ঞানেন ঘটাদিগতভেদস্যাবাধ্যত্বাৎ হে

বাধিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের যথাবিধি বেদবচনদ্বারা বাধ হইবে। অপিচ-যেরূপ প্রথমজাত রজতজ্ঞানের পরক্ষণজাত শুক্তি (ঝিনুক) জ্ঞানদ্বারা বাধ হয়; একের বাধ না হইলে অপরের যে যে পদার্থ আছে তাহারও উৎপত্তি হয় না, এস্থলেও অবিকল সেইরূপ জানিবেন। ।১০১।

শঙ্করের কথা শুনিয়া মণ্ডন অনুমানদ্বারা শ্রুতির বাধ দেখাইবার জন্য মনে মনে শঙ্কা করিতে লাগিলেন। যদিচ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা অভেদ শ্রুতির ভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই; বাধ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অনুমানদ্বারা যে অভেদ শ্রুতির বাধ হইবে, আপনি তাহার কিরূপে খণ্ডন করিবেন?। হে যোগিরাজ! অজ্ঞান বলিয়া ঘটপটাদি পদার্থ যেরূপ ব্রহ্মপদার্থ হইতে পৃথক্, ব্রহ্ম তদ্রূপ অসর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু ভেদবিশিষ্ট জীবাত্মাও ব্রহ্মপদার্থের সহিত ভেদবিশিষ্ট। অতএব এইরূপ অনুমান প্রমাণদ্বারা অভেদশ্রুতির ভেদ বা বাধ হওয়া অযুক্ত নহে ॥ ১০২ ॥

ভগবান্ ভাষ্যকার মণ্ডনের বাক্য দুইরূপে বুঝিয়া দোষ দিতে লাগিলেন। এই যে ব্রহ্মনিরূপিত ভেদ, ইহা কি যথার্থ? না কাল্পনিক?। যদি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে যে ঘটাদির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত হয়। অর্থাৎ ঘটাদির ঐরূপ ভেদ অথবা ঘটাদির অভাব স্বীকার করা হয়। যদি কাল্পনিক ভেদ স্বীকার করেন, তাহা আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি। অর্থাৎ সংসার দশায় আমাদের মতেও কাল্পনিক এবং ব্যবহারিক ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহার জন্য আর কষ্ট কল্পনা করিব কেন। এই কথা দ্বারা ঈশ্বরের সহিত প্রত্যেক বস্তুর যে নিয়ম্যনিয়ামক সম্বন্ধ আছে তাহাও পরাস্ত করা হইল। ১০৩।

মণ্ডন বলিলেন—ব্রহ্মস্থিত ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ভেদের বাধ হয় না এবং ঐ ভেদের আশ্রয় অনুমান প্রমাণদ্বারা সাধ্য (অর্থাৎ তাহারই অনুমান করিতে হইবে)। এবং ঐ সাধ্য (অনুমেয়) ঘটাদিতে অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

ধেন ভিদা ন বাধ্যেত্যনভ্যুপেতেতি ন কোঽপি দোষঃ ॥১০৪॥ ননু স্বশব্দেন সুখাদিমান্ বা বিবক্ষিতস্তদ্বিধুরোঽথবাত্মা। আদ্যোঽস্মদিষ্টং ন তু সাধ্যমন্তে দৃষ্টান্তহানিঃ পুনরেব তে স্যাৎ ॥ ১০৫ ॥

যোগিন্নৌপাধিকভেদবস্তু বিবক্ষিতং সাধ্যমিহানুমিতৌ। ঔপাধিকত্বীশ্বরজীবভেদো ঘটেশভেদে

যোগিন্! আত্মজ্ঞানেন ন বধ্যা ভিদা ত্বয়াঽনভ্যুপেতা আত্মজ্ঞানাবাধ্যো ভেদস্ত্বয়া নাঙ্গীকৃতঃ স চাস্মাভিঃ সাধনীয় ইতি হেতো র্ন কোঽপি দৃষ্টান্তহান্যাদিরূপো দোষঃ ॥ ১০৪ ॥ এতদপি বিকল্প্য দূষয়তি ভগবান্। ননু স্বশব্দেন সুখাদিমান্ জীবপদবাচ্যঃ কর্ত্রাদিরূপ আত্মা বিবক্ষিতোঽথবা সুখাদিরহিতঃ। আদ্যে সুখদুঃখাদিমতঃ শরীরিণঃ প্রত্যয়েনাবাধ্যস্য ব্যাবহারিকানির্ব্বচনীয়ভেদস্যাস্মদিষ্টত্বাদেব তৎ সাধ্যং। অন্তে দৃষ্টান্তহানিঃ পুনরেব তে স্যাৎ। ঘটাদেঃ সুখদুঃখাদিবিধুরাত্মজ্ঞানবিলসিতত্বেন তযোঃবাধ্যত্বস্বীকারাত্তয়োঃবাধ্যস্য ভেদস্য কাপ্যনভ্যুপগমাৎ ঘটাদাবপি ব্যাপ্ত্যভাবেন ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধেঃ ॥ ॥ ১০৫ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ। হে যোগিন্! অনৌপাধি-

কভেদবস্ত্বিহাস্মিন্ অনুমানে বিবক্ষিতং। ননু জীবেশভেদস্য নিরুপাধিকত্বেঽপি ঘটাদিভেদবন্মিথ্যাত্বোপপত্তেঃ সিদ্ধসাধনতাপি তদবস্থেত্যাশঙ্ক্যাহ। যদিতি জীবেশভেদস্য নিরুপাধিকত্বে তদুজ্ঞানাদবিদ্যাদে র্নিবৃত্তাবপি তৎকার্য্যঘটাদিভেদবত্তস্তন্নিবৃত্তেরযোগাৎ। তৎসত্তাবসিদ্ধিস্তিগৌপাধিকত্বেশ্বরজীবভেদস্য তবেষ্টত্বাদস্মাভিশ্চানৌপাধিকভেদবস্তুস্য সাধ্যমানত্বাৎ ন সিদ্ধসাধনং নাপি দৃষ্টান্তহানিস্তত্র নিরুপাধিকভেদস্য তবেষ্ট-

হে যোগিন্! আত্মজ্ঞানদ্বারা যে ভেদ পদার্থের বাধ হয়না তাহা আপনিও স্বীকার করেন নাই। সুতরাং সেই ভেদ বস্তুকেই এক্ষণে আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছি। অতএব আপনি যে ঐবাক্যে দৃষ্টান্তহানি প্রভৃতি দোষারোপ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আর কিছুতেই তাহার সম্ভাবনা নাই। ১০৪।

এই বাক্যের দুই অর্থ বুঝিয়া ভগবান্ দোষ দিতে লাগিলেন। আপনি যে পূর্ব্বশ্লোকে 'স্ব'শব্দের উল্লেখ করিয়াছিলেন, ঐ শব্দদ্বারা সুখাদিবিশিষ্ট, জীবপদবাচ্য সমস্তবস্তুর কর্ত্তারূপ আত্মা বলিতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন? না সুখাদি রহিত সমস্তপদার্থের কর্ত্তাকে আত্মা বলেন? । যদি প্রথম পক্ষ অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সুখদুঃখাদি বিশিষ্ট, জীবাত্মার জ্ঞান দ্বারা অবাধনীয়, অব্যাবহারিক এবং অনির্ব্বচনীয় যে ভেদ পদার্থ আছে তাহা আমাদেরও অভিমত। কিন্তু ওরূপ ভেদ কখনই সাধ্য (অনুমেয়) নহে। শেষ পক্ষটী যদি অভিপ্রেত হইয়া থাকে, পুনরায় আপনার পূর্ব্বমত (দৃষ্টান্ত হানি) নামক দোষ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট আত্মাতে অজ্ঞান প্রকাশ হেতু ঐরূপ সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানদ্বারা ঘটাদির যে বাধ হয়, তাহা আমরাও স্বীকার করিয়াছি। সুতরাং ঐরূপ আত্মজ্ঞানদ্বারা যে ভেদ পদার্থের বাধ হয় না, তাহা কোন স্থানেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। ১০৫।

মণ্ডন বলিলেন—হে যোগিন্! আমি ঐরূপ অনুমানদ্বারা বিশেষণশূন্য ভেদবস্তু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ, বিশেষণশূন্য হইলে, ঘটাদির মতন মিথ্যা ভেদ বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং এস্থলেও পূর্ব্বমত

নিরুপাধিকশ্চ ॥ ১০৬ ॥ ঘটেশভেদেঽপ্যুপাধি র্য্যবিদ্যা ভবানুমানেষু জড়ত্বমেব। চিন্মাত্রভিন্নঃ

তাদিত্যাহ ঘটেশভেদ ইতি বিয়োগিনী ॥ ১০৬ ॥ পরিহরতি ভগবান্ ঘটেশভেদেঽপ্যবিদ্যায়া অনুপাধিত্বেনানৌপাধিকত্ব তত্র তত্রানঙ্গীকারাদ্ দৃষ্টান্তহানিরেবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ ভবানুমানেষু জড়ত্বমুপাধিরেব ঘটাদে র্জড়ত্বেন দৃষ্টতয়া মিথ্যাত্বাত্তদ্গোচরজ্ঞানস্থ ঘটতদ্ভেদহেত্বজ্ঞাননিবৃত্ত্যযোগ্যত্বাৎ তত্র স্বজ্ঞানাবাধ্যভেদবত্ত্বং জাড্যপ্রযুক্তমিতি জড়ত্বমুক্তসাধ্যব্যাপকং সাধন-

সিদ্ধসাধনতা দোষ ঘটিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন-'যদিচ জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ সত্যই বিশেষণশূন্য, এবং যদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও অবিদ্যার কার্য্য ঘটপটাদির ভেদ হইয়া থাকে, তথাপি একেবারে ভেদ নিবৃত্তি হয় না; অথচ ঐ ভেদপদার্থ সত্য হইয়া পড়ে; এই ভয়ে আপনিও জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ কোন এক বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।' কিন্তু তথাপি আমাদের মতে উপাধিশূন্য ভেদেরই অনুমান করিতে হইবে। সিদ্ধসাধনতা দোষ কিম্বা দৃষ্টান্তহানি দোষ হইতে পারে না। অতএব ঐ স্থানে আপনিও বিশেষণশূন্য ভেদ স্বীকার করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ১০৬।

ভগবান খণ্ডন করিলেন—ঘটভেদে কিম্বা পরমাত্মার ভেদে অবিদ্যাই উপাধি জানিবেন। অবিদ্যা যদি ঈশ্বরে ও ঘটভেদে বিশেষণ হয় তবে বিশেষণশূন্য ভেদ ঐ স্থানে অঙ্গীকার করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাতেও আপনার পূর্ব্বমত দৃষ্টান্তহানি

পরবৎ পরস্মাদাত্মেতি বাত্র প্রতিপক্ষহেতুঃ ॥ ১০৭ ॥ ধর্ম্মিপ্রমাঽবাধ্যশরীরভেদত্বসংস্থতৌ

বত্তি স্বপ্রকাশাত্মন্যভাবাৎ সাধনাব্যাপকং ততশ্চ সোপাধিকত্বাদয়ং হেত্বাভাস ইত্যর্থঃ। নতু প্রমেয়ত্বাতিরিক্তজড়ত্বাভাবাত্তস্য চ কেবলান্বয়িত্বাৎ সাধনব্যাপকত্বাদিনা নোপাধিত্বমিতি চেন্ন। তত্ত্বাবপ্রকাশত্বাত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বস্য চ শ্রুতিপ্রামাণসিদ্ধত্বাৎ পদার্থত্বাদিতি প্রতিপক্ষহেতুঃ। প্রতিপক্ষং দর্শয়তি আত্মা পরপ্রতিযোগিভেদশূন্যঃ চিন্মাত্রত্বা দৃষ্টান্তঃ পরবদিতি। প্রতিপক্ষঃ সাধ্যাভাবসাধকো হেতু র্যস্য স তথা হেতুঃ সৎপ্রতিপক্ষ ইত্যর্থঃ উ০ ॥ ১০৭ ॥ এবমুক্তো মণ্ডনো ব্রহ্মপক্ষকানুমানং

দোষ ঘটে। অপিচ আপনার অনুমানে জড়ত্বকেই উপাধি বলিতে হইবে, কারণ, ঘটপটাদি পদার্থ জড়ত্বরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে,সুতরাং উহারা মিথ্যা। ঘটপটাদি মিথ্যা হইলে ঘটগোচর জ্ঞান কখন ঘট ও ঘটভেদের হেতু স্বরূপ অজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ হইতে পারে না। (স্ব) এই পদে ঘট এবং ঘটজ্ঞানদ্বারা জড়তা হেতু এক অবাধনীয় ভেদ হইয়া থাকে। জড়ত্বপদার্থ ব্যাপক সত্য; কিন্তু সাধন (অনুমান) বিশিষ্ট, স্বপ্রকাশ পরমাত্মার উপর জড়ত্ব না থাকাতে জড়ত্বপদার্থ কখনই সাধনব্যাপক হয় না। অতএব জড়ত্ব একটী বিশেষণ বলিয়া উহার প্রকৃত হেতু হইল না। কিন্তু হেত্বাভাস, অর্থাৎ অসৎ হেতু হইল। জ্ঞেয়পদার্থ হইতে জড়ত্ব অতিরিক্ত পদার্থ নহে। ঐ জড়ত্বও কেবলান্বয়ী; অর্থাৎ পরমাত্মাতেও জড়ত্ব আছে। সুতরাং সাধনের ব্যাপকত্ব জড়ত্ব যে বিশেষণ নহে ইহাও নির্দ্দেশ করা কঠিন কারণ, জড়ত্ব কখনই স্বপ্রকাশ

ব্রহ্মণি সাধ্যমিষ্টং ত্বয়েষ্যতে ব্রহ্মধিয়াত্মভেদো বাধ্যো ঘটাদিপ্রময়া ত্ববাধ্যঃ ॥ ১০৮ ॥ কিং কৃৎস্ন-ধর্ম্মিপ্রময়া ন বাধ্যঃ কিং বা স যৎকিঞ্চনধর্ম্মি বোধাৎ। ঘটাদিকে ব্রহ্মণি চাত্মভেদস্যৈক্যাৎ পুনঃ স্যান্ ননু পূর্ব্বদোষঃ ॥ ১০৯ ॥ কিম্বা গুণো

প্রযুঞ্জন্ সিদ্ধসাধ্যত্বাদিপরিহারং শঙ্কতে। ধর্ম্মিপ্রমাঽবাধ্য-শরীরভেদো ব্রহ্মণি সাধ্যমিষ্টঃ। হি যস্মাৎ সংসৃতিশূন্যে ব্রহ্মজীব-প্রতিযোগিকধর্ম্মিপ্রমাঽবাধ্যভেদবৎ সংসৃতিশূন্যত্বাদ্ ঘটাদিব-দিত্যেব মমদিষ্টত্বাদাত্মপ্রতিযোগিকভেদস্য চ ব্রহ্মজ্ঞানেন বাধ্য-ত্বস্য তবেষ্টত্বাত্তদ্বিপরীতস্য সাধ্যমানত্বান্ন সিদ্ধসাধনং নাপি দৃষ্টান্তহানি ঘটাদিপ্রময়া তথাভূতভেদস্যাবাধ্যতায়াস্তবা-পীষ্টত্বাদিত্যাহ ত্বয়েতি ॥ ১০৮ ॥ এতদ্ বিকল্প্য দূষয়তি ভগ-বান্। কিং স ভেদঃ সমস্তধর্ম্মিপ্রময়া ন বাধ্যঃ কিম্বা যৎকিঞ্চন-ধর্ম্মিবোধান্ন বাধ্যঃ। তত্র ঘটপটজীবভেদস্যাপি স্বধর্ম্মিব্রহ্মজ্ঞান-বাধ্যত্বস্বীকারেণ যাবদ্ধর্ম্মিজ্ঞানাবাধ্যত্বস্যাসম্প্রতিপত্ত্যা দৃষ্টান্ত-হানেরাদ্যপক্ষাসম্ভবমভিপ্রেত্য দ্বিতীয়ে দোষমাহ। পুনঃ পূর্ব্বোক্তঃ সিদ্ধসাধনলক্ষণো দোষঃ স্যাৎ তত্র হেতুমাহ। ঘটা-দাবিতি স্বরূপাতিরিক্তভেদবাদিমতে ঘটাদৌ ব্রহ্মণি চাত্মভেদ-স্যৈক্যাত্তদ্ধর্ম্মিঘটজ্ঞানাবাধ্যজীবভেদস্য ব্রহ্মণ্যস্মাভিরপি স্বীকৃ-তত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥ পুনঃ প্রকারান্তরেণ বিকল্প্য দূষয়তি

নহে। কিন্তু পরমাত্মা যে স্বপ্রকাশ ইহা শ্রুতি ও ন্যায় প্রসিদ্ধ। এই স্থলে হেতু অসৎ যথা,—"আত্মা পর হইতে অভিন্ন "চিত্বাৎ" অর্থাৎ আত্মা জ্ঞানরূপী।" ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা—পরবৎ প্রত্যেক পরব্যক্তি প্রত্যেক পর হইতে অভিন্ন হওয়াতে সকলেই সমান। এইরূপ অনুমানে হেতু অসৎ হইয়াছে। ১০৭।

মণ্ডন বলিলেন—এইরূপ অনুমান করা যাইবে, ধর্ম্মীজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মার জ্ঞানদ্বারা যেমন জীবাত্মার সহিত কোন শরীর ভেদের বাধ হয় না। সুতরাং সেই ভেদবস্তু সংসারশূন্য ব্রহ্মে সাধ্য অর্থাৎ অনুমান করিয়া লইতে হইবে; এবং ঐরূপ সাধ্য আমাদের ইষ্ট বলিয়া গণ্য। আত্মার অভাব স্বরূপ যে ভেদ বস্তু আছে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সে ভেদ থাকে না, ইহা আপনিও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তুকে সাধ্য (অনুমেয়) বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। সুতরাং কিছুতেই পূর্ব্বমত সিদ্ধসাধন কি দৃষ্টান্তহানি দোষ হইতে পারে না। ঘটাদি জ্ঞানদ্বারা ঐরূপ ভেদের কোন যে বাধা হয় না ইহা আপনারও অভীষ্ট। ১০৮।

ভগবান্ বলিলেন—ঐরূপ ভেদবস্তুর কি সমস্ত ধর্ম্মীর (জীবাত্মার) জ্ঞানদ্বারা বাধ হয় না? কিম্বা যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মীর জ্ঞান হইলে ঐ ভেদপদার্থের কোন বাধ হয় না?। তন্মধ্যে ঘটে যে জীবাত্মার ভেদ থাকে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা বাধ হয় ইহা পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত ধর্ম্মীজ্ঞান-দ্বারা যে বাধ হইবে, তাহাও সম্ভাবিত নহে। অতএব দৃষ্টান্তহানি নামক যে প্রথম পক্ষে দোষ উল্লিখিত হইয়াছিল তাহাও অসম্ভব। তবে সিদ্ধসাধন দোষ হইতে পারে বটে, কারণ, যাঁহারা স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কোন ভেদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ঘটপটাদি পদার্থের কিম্বা ব্রহ্মপদার্থের ভেদবস্তু যে এক তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মধর্ম্মাবলম্বী ঘটজ্ঞানদ্বারা যে জীবাত্মার ভেদের কিছুতেই বাধ হয় না, আমরাও ব্রহ্মপদার্থে সেরূপ ভেদ স্বীকার করিয়া থাকি। ১০৯।

বা সগুণো মনীষিন্ ! বিবক্ষ্যতে ধর্ম্মিপদেন নাস্ত্যাঃ ভেদস্য তদ্বুদ্ধ্যাবিবাধ্যতেষ্টে নাদ্যশ্চ তত্রোভয়থাঽপি দোষাৎ ॥ ১১০ ॥ কিং নির্ব্বিশেষং প্রমিতং নবাস্ত্যো প্রাপ্তাশ্রয়া সিদ্ধিরথাদ্যকল্পে। শরীর্য্যভেদেন পরস্য সিদ্ধেঃ প্রাপ্নোতি ধর্ম্মিগ্রহমানকোপঃ ॥ ১১১ ॥ ভো দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়ে-

কিঞ্চেতি হে মনীষিন্ ! ধর্ম্মিপদেন কিং বেদান্ততাৎপর্য্যাগোচরঃ সত্যজ্ঞানাদিরূপো নির্গুণো বিবক্ষ্যতে। কিম্বা ব্রহ্মেশাদিপদবাচ্যোঽনবচ্ছিন্নত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টঃ সগুণো ন দ্বিতীয়ো ভেদস্য তৎপ্রমাহবিবাধ্যতায়া ইষ্টেন সিদ্ধসাধনত্বাৎ নচাদ্যপক্ষ উভয়থাপি প্রমিতত্বাপ্রমিতত্বলক্ষণপক্ষদ্বয়েঽপি বক্ষ্যমাণবিধয়া দোষস্য সত্ত্বাদিতার্থঃ ॥ ১১০ ॥ উভয়থাপি দোষাদি-

ত্যুক্তং বিবৃণোতি। কিং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমিতং সৎপক্ষঃ কিম্বা অপ্রমিতং দ্বিতীয়ে প্রাপ্তাশ্রয়া সিদ্ধিরথাদ্যপক্ষে ব্রহ্মাদিপদলক্ষ্যস্যাদ্বয়ানন্দস্য প্রত্যগ্বোধাত্মজীবাভেদে নির্ধারিততাৎপর্য্যোত্তত্ত্বমস্যাদিবেদান্তৈ জীবাত্মাভেদেন পরমাত্মনঃ সিদ্ধে ধর্ম্মিগ্রাহকবেদান্তপ্রমাণস্য প্রকোপঃ প্রাপ্নোতি। তথাচ জ্যোতিষ্টোমো ন স্বর্গফলঃ ক্রিয়াত্বান্মর্দনক্রিয়াবদিত্যনুমানং জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতেতি বেদবাধিতবিষয়ত্বাদ্যথাভাসরূপং তথেদমপীতি ভাবঃ ॥ ১১১ ॥ এবং সর্ব্বতঃ প্রতিরুদ্ধো

পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে ঐমতে দুইরূপ দোষার্পণ করিলেন—হে মনীষিন্ ! আপনি যে ধর্ম্মীপদের উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ ধর্ম্মীপদে কি বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্যগোচর, সত্য, জ্ঞানাদিরূপ নির্গুণ পদার্থ বলিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন ? কিম্বা ব্রহ্মা ও ঈশ প্রভৃতি অনবচ্ছিন্ন এবং সর্ব্বজ্ঞ সগুণ পদার্থ বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ? । শেষ পক্ষটী হইতেই পারে না—কারণ, ভেদপদার্থ যদি ভেদজ্ঞান দ্বারা বিশেষরূপে দূষণীয় না হয়, এবং তাহাই ইষ্ট বলিয়া অভিপ্রেত হইলে পুনর্ব্বার সেই সিদ্ধসাধন দোষ উপস্থিত। প্রথম পক্ষটীও সম্ভাবিত নহে। প্রথম পক্ষে যে সমস্ত দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি। ১১০।

উভয় প্রকারেই যে দোষ থাকিতে পারে, এক্ষণে তাহার সবিশেষ বিবরণ বলিতেছি। আপনি কি নির্গুণ ব্রহ্মকে অনুমান করিবেন ? এবং তাহাই কি সৎপক্ষ ? (আধার) অথবা অপ্রমিত ব্রহ্ম সৎপক্ষ ? । দ্বিতীয় কল্পটী স্বীকার করিলে তিনি কাহারও আশ্রয় হইতে পারে না। তবে প্রথম পক্ষ যদি স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মাদি পদদ্বারা যদি এক আনন্দস্বরূপ বস্তুকে লক্ষ্য করেন, তাহাহইলে ঐ এক, আনন্দ প্রত্যক বোধাত্মা যে জীবাত্মার সহিত অভেদ রূপে নির্দ্ধারিত, তাহাতে কেবল তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্যদ্বারা পরমাত্মার জীবাত্মার সহিত অভেদ মাত্র সিদ্ধি হইয়াছে। ঐরূপে সিদ্ধি করিলে কেবল ধর্ম্মিবোধক বেদান্তশাস্ত্রের প্রমাণের মহৎ ক্রোধ উপস্থিত হয়। যথা-জ্যোতিষ্টোম যাগ কখনই স্বর্গফল দান করিতে পারে না। কারণ, যাগ একটী ক্রিয়া মাত্র। ক্রিয়া করিলেই যদি স্বর্গ ফল হইত, তবে মর্দন ক্রিয়া করিলে ও স্বর্গফল হইতে পারিত। অতএব এরূপ অনুমান করা বৃথা মাত্র। "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করিবেন তিনি জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবেন। এই স্থানে যাগ

তাদ্যশ্রুতি র্ভেদমুদীরয়ন্তী। জীবেশয়োঃ পিপ্পলভোক্তৃভোক্ত্রোস্তয়োরভেদশ্রুতিবাধিকাঽস্তু ॥ ॥ ১১২ ॥ প্রত্যক্ষসিদ্ধে বিফলে পরাত্মভেদে শ্রুতি র্নো নয়বিৎ! প্রমাণং। স্যাদন্যথা মানমতৎপরোঽপি স্বার্থেঽর্থবাদঃ সকলোঽপি বিদ্বন্!॥ ১১৩॥

মণ্ডনোঽনুমানবিরোধং স্থাপয়িতুমশক্তঃ শ্রুতিবিরোধমুদ্ভাবয়তি তো ইতি। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ যো অভিচাকশীতি শ্রুতিঃ কর্ম্মফলভোক্তৃভোক্ত্রো। জীবেশয়ো র্ভেদমুদীরয়ন্তী তয়ো জীবেশ্বয়োরভেদশ্রুতে র্বাধিকাঽস্তু ॥১১২॥ পরিহরতি ভগবান্। প্রত্যক্ষসিদ্ধে বিফলে স্বর্গাদ্যাফলশূন্যে প্রত্যুক্ত মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতীতি শ্রুত্যুক্তানর্থপ্রদে পরজীবয়ো র্ভেদে শ্রুতিঃ প্রমাণং ন স্যাদত্র ভেদে প্রত্যক্ষপ্রতিপন্নমঙ্গীক্রিয়তে তত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যাবারণায় ন তু তত্র প্রমাণং তদসম্ভবস্যোক্তত্বাৎ। সিদ্ধান্তে শুক্তিরূপ্যবত্তস্যানুভবমাত্রসিদ্ধস্বীকারাদজ্ঞাতেঽর্থে শ্রুতিপ্রমাণস্য ন্যায়েন নির্ধারিতবতো জৈমিনে র্ন্যায়াভিজ্ঞস্য তবৈবং কথনং ন শোভনমিতি ধ্বনয়ন্নাহ। হে নয়বিৎ! তথাচ ভেদস্যান্যতঃ সিদ্ধাবপূর্ব্বত্বাভাবান্ন শ্রুতিতাৎপর্য্যগোচরতা যেন বাক্যেন যত্র প্রতীত্যুৎপাদনেন মানাভাবপ্রযুক্তা সন্দেহশঙ্কা নিবর্ত্ততে তস্য তত্র তাৎপর্য্যমন্যথা তস্য তদর্থত্বাযোগাৎ যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়াৎ

ক্রিয়ার বেদ বচনদ্বারা বাধ হয় বলিয়া যেমন ওরূপ অনুমান অনুমানের আভাস মাত্র, এস্থানে ও অবিকল তদ্রূপ জানিবেন। ১১১।

শঙ্করের নিকট চারিদিকে বিব্রত হইয়া মণ্ডন অনুমানদ্বারা স্বীয়মত স্থাপন করিতে অসমর্থ হইলেন; এবং শ্রুতির দোষ দেখাইতে লাগিলেন। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্ননন্যো অভিচাকশীতি" হে যতিবর? দুটি পক্ষী একস্থানে থাকে এবং তাহারা পরস্পর বন্ধু। একদিন ঐ দুটি পক্ষী একটী বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিল। দুটীর মধ্যে একটী পক্ষী সুস্বাদু পিপ্পল (পিঁপুল) ফল ভক্ষণ করিল। আর একটী কিছুই না খাইয়া সুন্দররূপে শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যাদি শ্রুতিবচন যদি কর্ম্মফলভোক্তা জীব এবং কর্ম্মফলের অভোক্তা ঈশ্বর এই উভয়ের ভেদ প্রকাশ করিয়া থাকে; তবে ঐ শ্রুতিই জীব ও ঈশ্বরের কিরূপে অভেদ বুঝাইয়া দিবে?। ১১২।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" যে ব্যক্তি এ জগতে নানাবিধ বস্তু দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু লাভ করেন। ইত্যাদি বেদবচনে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, স্বর্গ এবং অপবর্গ নামক ফলশূন্য, অনর্থদায়ক, জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারেনা। এই ভেদ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ নিবারণের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ অঙ্গীকার করিতে হয়, কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, কারণ, তাহা অসম্ভব। সিদ্ধান্ত এই—শুক্তিরজতের মতন তাহার অনুভব মাত্র হইয়া থাকে এরূপ স্বীকার করাতে অজ্ঞাত অর্থ বিষয়ে (যিনি ন্যায়পূর্ব্বক শ্রুতির প্রমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন) সেই ন্যায়বিৎ জৈমিনিমুনির ন্যায় জানিয়া আপনার এরূপ কথা বলা কখনই শোভা পাইতে পারেনা। হে নয়জ্ঞ! ভেদ পদার্থ যদি অন্যরূপে সিদ্ধ হয় তবে অপূর্ব্ব না হওয়াতে কিছুতেই শ্রুতির তাৎপর্য্যগোচর হই-

স্মৃতিপ্রসিদ্ধার্থবিবোধিবাক্যং যথেষ্যতে মূলতয়া প্রমাণং। প্রত্যক্ষসিদ্ধার্থকবাক্যমেবং স্যাদেব তন্মূলতয়া প্রমাণং॥ ১১৪॥ শ্রুতিঃ স্মৃতেঽর্থে যদি বেদবিদ্ভির্ভবেন্ন তন্মূলতয়া প্রমাণং। কথং ভবেদ্বেদঅজ্ঞাতেঽপি ভেদে পরজীবয়োঃ সা॥ ১১৫॥ জীবেশ্বরৌ সা বদতীত্যুপেত্য প্রাবোচমেতৎ পরমার্থতত্ত্ব। বিবিচ্য সত্বাৎ পুরুষং সমস্তসংসাররাহিত্যমমুষ্য বক্তি॥১১৬॥ যদীয়মাখ্যাত্যথ

বিপক্ষেঽপসিদ্ধান্তমনুং পাতয়তি। অন্যথা স্বার্থেছতৎ- পরোঽপ্যর্থবাদঃ সকলোঽপি প্রমাণং স্যাৎ এতজ্ জ্ঞাতুং যোগ্যোঽসীতি সূচয়িতুমাহ। বিষয়িতি উং॥ ১১৩॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারতেত্যাদি স্মৃতিপ্রসিদ্ধস্যার্থস্য বিবোধকতত্ত্বমস্যাদিশ্রুতিবাক্যং মূলতয়া যথা প্রমাণমিষ্যতে তথা প্রত্যক্ষেণ সিদ্ধোঽর্থো যস্য তথাভূতং বাক্যং প্রত্যক্ষস্য মূলতয়া প্রমাণং স্যাৎ। তথাচ ভেদস্য প্রত্যক্ষাদিপ্রবৃত্তেঃ প্রাগপূর্ব্বতায়া নিরপেক্ষশ্রুতিপ্রমেয়ত্বাচ্চ ভেদেতত্র তাৎপর্য্যোপপত্তিরিতি ভাবঃ॥ ১১৪॥ পরিহরতি ভগবান্। যদি বেদবিদ্ভিঃ স্মৃতেঽর্থে শ্রুতিস্তন্মূলতয়া প্রমাণং কথং ভবেৎ ন কেনাপি প্রকারেণেত্যর্থঃ। তথাচ বেদকথামন্তিজ্ঞে নিরপেক্ষতয়া প্রথমপ্রবৃত্তৈঃ প্রত্যক্ষাদিভি র্জ্ঞাতে ভেদে শ্রুতিঃ প্রমেয়ত্বাভাবান্ন তস্যাস্তত্র তাৎপর্য্যমিতি ভাবঃ॥ ১১৫॥ কিঞ্চ সা শ্রুতি র্জীবেশ্বরৌ বদতীত্যঙ্গীকৃত্যৈতৎ প্রাবোচং। পরমার্থতত্ত্ব কর্ম্মফলভোক্তৃসত্ত্বাদ্বদ্ধৈঃ পুরুষং বিবিচ্য সা শ্রুতিরমুষ্য পুরুষস্য সমস্তসুখদুঃখভোক্তৃত্বলক্ষণস্য সংসারস্য রাহিত্যং বক্তি॥ ১১৬॥ উক্তস্যার্থ মসহমানো মণ্ডন আহ। যদীয়ং শ্রুতিঃ

তেই পারে না। কারণ, শাস্ত্রকারেরা তাৎপর্য্যের এরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। যথা—“যে বাক্যদ্বারা যে স্থানে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং সকল প্রমাণের অভাব থাকাতে কোনরূপ বস্তুর আশঙ্কা হয় না, সেই স্থানে তাহার তাৎপর্য্য থাকে।” হে পণ্ডিতবর! এরূপ স্বীকার করাতে আপনার স্বার্থবিষয়ে যে সকল অর্থবাদ স্বার্থপর নহে, তাহারাও প্রমাণ হইতে পারে। ১১৩।

মণ্ডন বলিলেন—‘ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত!’ ইত্যাদি স্মৃতিপ্রসিদ্ধ অর্থের বোধক তত্ত্বমস্যাদি বাক্যকে মূল প্রমাণরূপে যদি সকলে স্বীকার করেন তবে যাহার অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ সেরূপ বাক্য প্রত্যক্ষের মূল প্রমাণ হইবার বাধা কি?। ১১৪।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেরূপ অর্থের স্মরণ করেন, সেইরূপ অর্থদ্বারা শ্রুতি যদি মূল বলিয়া প্রমাণ না হয়, কিন্তু অজ্ঞাত অর্থ বুঝাইয়া দিয়া ঐ বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেরূপ অর্থের স্মরণ করেন, তাহাতেই মূল প্রমাণ হইবে। অতএব ঐ স্মৃত অর্থ ক্রমশঃ জ্ঞানস্বরূপ হইয়া উঠে। তাহা হইলে যাঁহারা বেদের কিছুই জানেন না, তাঁহারাও যেরূপ ভেদজ্ঞান জানিয়াছেন, তাহাদ্বারা শ্রুতি, তাহার মূল বলিয়া কিরূপে প্রমাণ হইবে?। বস্তুতঃ যাঁহারা বেদবাক্যে অনভিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষভাবে প্রথমেই প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা যেরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা ভেদ জানিতে পারেন, ঐরূপ ভেদজ্ঞানে শ্রুতি কখন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, এবং তথায় শ্রুতিরও তাৎপর্য্য থাকে না। ১১৫।

অপিচ “ঐ শ্রুতিও কেবল মাত্র জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে” আমিও তাহাই অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছিলাম। বস্তুতঃ কর্ম্ম

সত্ত্বজীবৌ বিহায় সর্ব্বজ্ঞশরীরভাজৌ। জড়স্য ভোক্তৃত্বমুদাহরন্তী প্রামাণ্যমর্হন্! কথমশ্নুবীত ॥ ১১৭ ॥ ন চোদনীয়া বয়মত্র বিদ্বন্। যত্তত্ত্বয়া পৈঙ্গ্য-

পরজীবৌ বিহয়াথ সত্ত্বজীবৌ বক্তি তর্হি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং জড়স্য সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বমুদাহরন্তী হে অর্হন্! প্রামাণ্যং কথমশ্নুবীত কেন প্রকারেণ প্রাপ্নুয়াৎ। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকেন যজমানঃ প্রস্তর ইত্যাদিশ্রুতিবৎ স্বার্থে প্রামাণ্যানুপপত্তেঃ ॥ ১১৭ ॥ অস্য মন্ত্রস্য পৈঙ্গ্যরহস্যব্রাহ্মণেনৈবমেব ব্যাখ্যাতত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি ভগবান্। অত্রাস্মিন্নর্থে ত্বয়া বয়ং ন

ফল ভোক্তার অস্তিত্ব দেখাতে জ্ঞাত পদার্থের সহিত পুরুষকে জানিয়া ঐ শ্রুতিও কেবল (পুরুষ যে সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ করা প্রভৃতি লক্ষণান্বিত এই সংসার হইতে পৃথক্) তাহাই বলিয়া দিয়াছে। । ১১৬।

শ্রুতির ওরূপ অর্থ সহ্য করিতে না পারিয়া মণ্ডন বলিলেন—যদি শ্রুতি পরমাত্মাও জীবাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সত্ত্ব ও জীবের বাচক হয়, তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধ ঘটে। হে পূজনীয়! সত্ত্ব জড়পদার্থ সুতরাং ঐ সত্ত্ব যদি ভোক্তা হয়, তবে ঐ সত্ত্বের ভোক্তৃত্ব উদাহরণদ্বারা কিরূপে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে?। প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অর্থবুঝাইয়া দিয়া 'যজমানঃ প্রস্তরঃ' ইত্যাদি শ্রুতির মতন কখনই আপনার অর্থে প্রমাণ হইতে পারে না। ১১৭।

হে জ্ঞানিবর। পৈঙ্গ্যরহস্য নামক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ঐ মন্ত্রের ওরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। "কিন্তু ও মন্ত্রের ওরূপ অর্থ নহে" এই বলিয়া ভগবান্ খণ্ডন

রহস্যমেব। অত্তীতি সত্ত্বেত্যভিপশ্যতি জ্ঞ ইতি স্ম সম্যগ্ বিবৃণোতি মন্ত্রঃ ॥ ১১৮ ॥ শারীরবাচী নন্বু সত্ত্বশব্দঃ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমা । তত্রাপ্যতো নান্যপরত্বমস্য বাক্যস্য পৈঙ্গ্যোদিতবর্ত্মনাপি ॥ ॥ ১১৯ ॥ তদেতদিত্যাদি গিরা হি চিত্তে প্রদর্শিতা

শঙ্কনীয়া যতস্তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি স তমনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীত্যনশ্নন্যো অভিপশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ স ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি পৈঙ্গ্যরহস্যমেবেমং মন্ত্রং বিবৃণোতীত্যর্থঃ। বিদ্বাংস্ত্বমেতজ্ জ্ঞাতুং যোগ্যোঽসীতি সম্বোধনাশয়ঃ ॥১১৮॥ উক্তব্রাহ্মণস্যাপি শারীর-ক্ষেত্রপ্রতিপাদকত্বাদ্ দ্বা সুপর্ণেতি বাক্যস্য নান্যপরত্বমিতি মণ্ডনঃ শঙ্কতে। নন্বু তত্র পৈঙ্গ্যরহস্যব্রাহ্মণেঽপি সত্ত্বশব্দঃ শারীর-বাদী ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমাত্মবাচী। অতঃ কারণাৎ পৈঙ্গ্যরহস্যোক্তমার্গেণাপ্যস্য বুদ্ধ্যাত্মপরত্বং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥ সত্ত্ব-ক্ষেত্রজ্ঞশব্দয়োরন্তঃকরণশারীর পরতয়া প্রসিদ্ধত্বাত্তত্রৈব ব্যাখ্যা-

করিতে লাগিলেন—ওরূপ অর্থ করিয়া আপনি আমাদিগকে শঙ্কিত করিতে পারিবেন না। কারণ, "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি' এবং 'সত্ত্বমনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি' যিনি ভোগ করেন না, তিনি আর একজন। তিনি কেবল জ্ঞানমাত্র দর্শন করিয়া থাকে না। ঐ উভয়েই সত্ত্ব (জীব) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ (পরমাত্মা) পৈঙ্গ্যরহস্য ব্রাহ্মণদ্বারা ঐরূপ মন্ত্রে ঐরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ১১৮।

মণ্ডন শঙ্কা করিতে লাগিলেন—সেই পৈঙ্গ্য-রহস্য ব্রাহ্মণেও ঐরূপ মন্ত্রের সত্ত্বশব্দ জীববাচী এবং ক্ষেত্রজ্ঞশব্দ পরমাত্মবাচী। অতএব পৈঙ্গ্যরহস্য ব্রাহ্মণে ঐ পথের অনুসরণ করিলেও ঐ মন্ত্রের বুদ্ধি কিম্বা আত্মা অর্থ হয় না। ১১৯।

সত্ত্বপদস্য বৃত্তিঃ। ক্ষেত্রজ্ঞশব্দস্য চ বৃত্তিরুক্তা শারীরকে দ্রষ্টরি তত্র বিদ্বন্। ॥ ১২০ ॥ যেনেতি হি স্বপ্নদৃশিক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তোচ্যতে তত্র স জীব এব।

তত্রাচ্চ মৈবমিত্যুত্তরমাহ ভগবান্। তত্র পৈঙ্গ্যরহস্যে তদেতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যত্যথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি গিরা সত্ত্বপদস্য বৃত্তিশ্চিত্তে প্রদর্শিতা। ক্ষেত্রজ্ঞশব্দস্য চ শারীরকে দ্রষ্টরি বৃত্তিরুক্তা। হিরিতি প্রসিদ্ধার্থকো নিপাতঃ॥১২০॥ উদাহৃতপৈঙ্গ্যরহস্যগিরাঽপি জীব-পরমাত্মানাবেব সিদ্ধান্ত ইতি মণ্ডনঃ শঙ্কতে যেনেত্যনেন। হি

সত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ অন্তঃকরণ এবং জীববাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবং সেস্থানেও ঐরূপ অর্থ হইয়াছে। অতএব আপনি যাহা বলিলেন, ঐরূপ অর্থ কিছুতেই সঙ্গত নহে। সুতরাং ভগবান্! পুনর্ব্বার খণ্ডন করিলেন। হে বিদ্বন্! সেই পৈঙ্গ্যরহস্য ব্রাহ্মণে "তদেতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যত্যথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞঃ" যাহাদ্বারা স্বপ্ন দর্শন হয় তাহার নাম সত্ত্ব। যিনি শরীরের ভিতরে থাকিয়া সমস্ত বস্তু দর্শন করেন তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। অতএব বেদমন্ত্রে তদেতৎ ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা চিত্তকেই সত্ত্বপদের আধার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, যিনি শরীর মধ্যস্থিত এবং যিনি সমস্ত বস্তু দর্শন করেন তাহা-ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায়। ১২০।

"আপনি যে পৈঙ্গ্যরহস্য মন্ত্র ব্রাহ্মণ বাক্যের উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাদ্বারাও জীবাত্মা এবং পর-মাত্মার বোধ হইয়া থাকে"। এরূপ চিন্তা করিয়া মণ্ডন শঙ্কা করিলেন। হে যোগিন্! ঐ বেদমন্ত্রে

ক্ষেত্রজ্ঞশব্দাভিহিতশ্চ যোগিন্! স্যাৎ স্বপ্নদৃক্ সর্ব্ব-বিদীশ্বরোঽপি ॥১২১॥ তিঙ্প্রত্যয়েনাভিহিতোঽত্র কর্ত্তা ততস্তৃতীয়া করণেঽভ্যুপেয়া। দ্রষ্টা চ শারীর-তয়া মনীষিন্! বিশেষ্যতে তেন স নেশ্বরঃ স্যাৎ ॥ ॥ ১২২ ॥ বৃত্তিঃ শরীরে ভবতীত্যমুষ্মিন্নর্থে হি

তত্রোদাহৃতগিরি স্বপ্নদর্শনক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তোচ্যতে স কর্ত্তা জীব এব তয়া ক্ষেত্রজ্ঞশব্দাভিহিতঃ। স্বপ্নদ্রষ্টা ঈশ্বরোঽপি স্যাজ্জাতো যোগিন্! স সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ॥ ১২১ ॥ কত্রর্থস্য তিঙ্প্রত্যয়ে-নাভিহিতত্বাৎ শারীর ইতি বিশেষণাচ্চ মৈবমিতি ভগবান্ পরিহরতি। অত্র গিরি তিঙ্প্রত্যয়েন কর্ত্তোক্তস্তস্মাৎ করণে তৃতীয়া। স্বীকর্ত্তব্যত্বেনাভিহিত ইত্যধিকারাৎ দ্রষ্টা চ শারীর ইতি। শারীরত্বেন বিশেষ্যতে। তেন হেতুনা স দ্রষ্টা ঈশ্বরো ন স্যাদি-ত্যর্থঃ। মনীষিণা ত্বয়ৈবং ন বক্তব্যমিতি সম্বোধনাশয়ঃ ॥১২২॥

'যেন' এই বৈদিকশব্দ দ্বারা স্বপ্ন দর্শন ক্রিয়ার যাহাকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে সেই কর্ত্তাই জীব এবং যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে সেই স্বপ্ন-দর্শনের নাম ঈশ্বর। ১২১।

ঐ কর্ত্তৃপদের অর্থ দ্বারা উক্ত বেদমন্ত্রে "শারীর" এই বিশেষণটী থাকাতে মণ্ডনের কথা অসঙ্গত ভাবিয়া ভগবান্ খণ্ডন করিলেন। হে মনীষাসম্পন্ন! ঐ বেদমন্ত্র বাক্যে "পশ্যতি" এই ধাতু প্রত্যয় দ্বারা কর্ত্তাকে বুঝাইতেছে। অতএব "যেন" এ স্থলে করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ধাতু প্রত্যয় দ্বারা কখন কারণকারকে বুঝায় না। যদি ওরূপ নিয়ম হয় তবে যিনি দর্শন করেন তিনি শারীর। অর্থাৎ "শারীর" দ্রষ্টার একটী বিশেষণ মাত্র। সুতরাং

শারীরপদস্য যোগিন্!। তস্মিন্ ভবন্ সর্ব্বগতো মহেশঃ কথং ন শারীরপদাভিধেয়ঃ ॥ ১২৩ ॥ ভবন্ শরীরাদিতরত্র চেশঃ কথং নু শারীরপদাভিধেয়ঃ। নভঃ শরীরেঽপি ভবত্যথাপি ন কেঽপি শারীরমিতীরয়ন্তি ॥ ১২৪ ॥ যদ্যেষ মন্ত্রোঽনভিধায় জীবপ্রাজ্ঞৌ বদেদ্ বুদ্ধিশরীরভাজৌ। অস্তীতি ভোক্তৃত্বমচেতনায়া বুদ্ধের্ব্বদেত্তর্হি কথং প্রমাণং ॥ ॥ ১২৫॥ অদাহকস্যাপ্যয়সঃ কৃশানোরাশ্লেষণাদ্দাহকতা যথাস্তে। তথৈব ভোক্তৃত্বমচেতনায়া বুদ্ধেরপি

এবমুক্তো মণ্ডনঃ সত্ত্বপদস্য জীবে বৃত্তিং প্রতিপাদয়িতুমশক্তঃ শারীরপদস্য পরমাত্মনি বৃত্তিং দর্শয়তি। শরীরে ভবতীত্যস্মিন্নর্থে হি যস্মাৎ হে যোগিন্! শারীরপদস্য বৃত্তিস্তস্মাৎ সর্ব্বগতত্বাৎ তস্মিন্ শরীরে ভবন্ মহেশঃ শারীরপদাভিধেয়ঃ কথং ন ভবেদপিতু ভবেদেব ॥ ১২৩ ॥ পরিহরতি ভগবান্। সর্ব্বগত্বাদীশঃ শরীরাদিতরত্রাপি ভবন্ শারীরপদাভিধেয়ঃ কথং তত্র দৃষ্টান্তো যথা আকাশং ব্যাপকত্বাচ্ছরীরেঽপি ভবতি তথাপি শারীরপদাভিধেয়ং কেঽপি ন কথয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ উ০ ॥ ১২৪ ॥ এবং তর্হি মন্ত্রস্য প্রামাণ্যং বাধ্যেতেতি শঙ্কিতং মণ্ডনঃ স্মারয়তি। যদ্যেষ মন্ত্রো জীবেশাবনভিধায় বুদ্ধিজীবৌ বদেৎ। বুদ্ধেশ্চাচেতনায়া অস্তীতি ভোক্তৃত্বং বদেত্তর্হি প্রমাণং কথং প্রমাণং ন ভবেদিত্যর্থঃ ইত্র০ ॥১২৫॥ পরিহরতি ভগবান্। অদাহকস্যাপি লোহপিণ্ডস্য বহ্নেস্তাদাত্ম্যাদ্ যথা দাহকত্বমাস্তে তথৈব চৈতন্যানুপ্রবেশাদচেতনায়া বুদ্ধেরপি ভোক্তৃত্বং স্যাত্তথা চায়ো দহতীতি বাক্যবদস্তীতি বাক্যমপি সুখদুঃখাদিবিক্রিয়াবত্তি সত্ত্বে ভোক্তৃত্বমপ্যপ্রবৃত্তং প্রমাণমেব। ন হীয়ং শ্রুতিরচেতনস্য সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বং বক্তুং প্রবৃত্তা কিন্তু চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্যাভোক্তৃত্বং

ইহাতেও ঐ দ্রষ্টা কখনই ঈশ্বর হইতে পারে না। ১২২।

মণ্ডন, সত্ত্ব পদে জীব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে 'শারীর' পদে যে পরমাত্মা তাহাই দেখাইতে লাগিলেন। হে যোগিন্! "শরীরে ভবতি" এরূপ বুৎপত্তি লভ্য অর্থ দ্বারা যখন স্পষ্ট "শারীর" পদ জানিতে পারা যায়, তখন পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী আর শরীরে উৎপন্ন হওয়াতে ঈশ্বর কি কারণে 'শারীর' হইবে না ?। ১২৩।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—ঈশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী তবে শরীর হইতে অন্যস্থানেও তাঁহার অস্তিত্ব সম্ভব, তবে কিরূপে তিনি শারীর হইবেন?। তাহার দৃষ্টান্ত—যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপক সুতরাং আকাশ শরীরেও থাকিতে পারে। কিন্তু লোকে যেমন আকাশকে 'শারীর' বলিয়া নির্দেশ করেনা, ঐরূপ এস্থানে নির্দেশ করিলে দোষ হয়। ১২৪।

এরূপ হইলে বেদমন্ত্র কখন প্রমাণ হয়না, এই ভাবিয়া মণ্ডন শঙ্কিত বিষয় পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিলেন। যখন এ মন্ত্র, জীব ও ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি ও জীবকে বুঝাইয়া দেয়, এবং অচেতন বুদ্ধি "অস্তি" এই ভেদবিষয়ে ক্রিয়া পদ দ্বারা ভোক্তৃত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়, তখন ওরূপ মন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। ১২৫।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—দাহিকাশক্তিশূন্য লৌহপিণ্ডের যেরূপ বহ্নির সহিত তাদাত্ম্য ঘটিলে দাহকত্ব জন্মায়, তদ্রূপ চৈতন্য শক্তির প্রবেশ ঘটিলে অচেতন বুদ্ধিশক্তিরও যে ভোক্তৃত্ব থাকিবে বিচিত্র কি ?। "অয়ো দহতি" লৌহ দাহ করি-

স্যাচ্চিদনুপ্রবেশাৎ ॥ ১২৬ ॥ ছায়াতপৌ যদ্বদতীব ভিন্নৌ জীবেশ্বরৌ তদ্বদিতি ব্রুবাণা । ঋতং পিবন্তাবিতি কাঠকেষু শ্রুতিস্ত্বভেদশ্রুতিবাধিকাঽস্তু ॥ ॥ ১২৭ ॥ ভেদং বদন্তী ব্যবহারসিদ্ধং ন বাধতেঽভেদপরশ্রুতিং সা । এষা ত্বপূর্ব্বার্থতয়া বলিষ্ঠাভেদশ্রুতেঃ প্রত্যুত বাধিকা স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥ মানান্তরোপোদ্বলিতা হি ভেদশ্রুতি র্বলিষ্ঠা যমিনাং বরেণ্য । তদ্বাধিতুং সা প্রভবত্যভেদশ্রুতিং প্রমাণান্তরবাধিতার্থাম্ ॥ ১২৯ ॥ প্রাবল্যমাপাদয়তি শ্রুতীনাং মানান্তরং নৈব বুধাগ্রযায়িন্ ! । গতার্থতাদানমুখেন

ব্রহ্মস্বভাবত্বাঞ্চ বক্তুং প্রবৃত্তেতি ভাবঃ বি° ॥ ১২৬ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে । ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতা ইতি কঠবল্লীস্থা শ্রুতিরভেদশ্রুতে র্বাধিকাঽস্ত্বিত্যাহ । ঋতং কর্ম্মফলং পিবন্তৌ পানপ্রযোজ্য প্রযোজকাবিতি কাঠকেষু শ্রুতিস্তু ছায়াতপৌ যদ্বদতীব ভিন্নৌ জীবেশ্বরৌ তদ্বদিতি ব্রুবাণাঽভেদশ্রুতে র্বাধিকাঽস্তু উ° ॥ ১২৭ ॥ ইয়মপি শ্রুতি র্ন বাধিকা প্রত্যুত বাধ্যেতি পরিহরতি ভগবান্ ব্যবহারসিদ্ধং ভেদং বদন্তী সা ভেদশ্রুতিস্তদসিদ্ধাভেদপরাং শ্রুতিং ন বাধতে প্রত্যুতাপূর্ব্বোঽর্থো যস্যাস্তত্তয়াঽপূর্ব্বার্থবোধিকতয়া বলিষ্ঠা এবাঽভেদশ্রুতে র্বাধিকা স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ । প্রমাণান্তরেণ প্রত্যক্ষেণোপোদ্বলিতোপবৃংহিতা ভেদশ্রুতির্হে যমিনাং বরেণ্য । বলিষ্ঠা অতস্মাৎ সা ভেদশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষপ্রমাণবাধিতার্থামভেদশ্রুতিং বাধিতুং প্রভবতি নত্বভেদশ্রুতি র্ভেদশ্রুতিমিত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥ পরিহরতি । হে বুধানামাগ্রযায়িন্ ! প্রমাণান্তরং শ্রুতীনাং প্রাবল্যং নাপাদয়তি কিন্তু গতার্থতাদানমুখেন

তেছে—এই বাক্যের মতন, 'অস্তি' এই বাক্য সুখ-দুঃখাদি বিকার বিশিষ্ট সত্বপদার্থের উপর (ভোক্তৃত্ব না থাকিলেও) প্রমাণ হইবে। এই শ্রুতি কখনই অচেতন সত্বপদার্থের ভোক্তৃত্ব বলিয়াদিতে প্রবৃত্ত হয় নাই কিন্তু অচেতন ক্ষেত্রজ্ঞের অভোক্তৃত্ব এবং ব্রহ্মভাব বলিবার নিমিত্তই ঐ শ্রুতির উপক্রম হইয়াছে। ১২৬।

মণ্ডন বলিলেন—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।" কঠবল্লীর এই শ্রুতি, অভেদ শ্রুতিরবাধ করিতে পারে। বেদমন্ত্রে 'ঋত' শব্দে কর্ম্মফল, কর্ম্মফলের পানকর্ত্তা অর্থাৎ একজন পান ক্রিয়ার প্রযোজ্য কর্ত্তা এবং আর একজন পান ক্রিয়ার প্রয়োজক কর্ত্তা। কঠোপনিষদে ঐরূপ শ্রুতির দ্বারা ছায়া এবং আতপের অত্যন্ত ভেদ বোঝাইয়া দিয়া অভেদ শ্রুতির বাধ করুক ?। ১২৭।

এই শ্রুতি বাধক শ্রুতি নহে, কিন্তু বাধ্যশ্রুতি ; এই কথা বলিয়া ভগবান্ খণ্ডন করিলেন। ব্যবহার সিদ্ধ ভেদবাচক শ্রুতি,কখনই অভেদবোধক শ্রুতির বাধ করিতে পারে না। বরং অপূর্ব্ব অর্থ থাকাতে বলিষ্ঠ হয়, এবং পরে ঐ অভেদশ্রুতি, ভেদশ্রুতির বাধ করিয়া দেয়। ১২৮।

মণ্ডন বলিলেন—হে যোগিবর ! ভেদবোধক যে শ্রুতি আছে অবশ্যই তাহা অভেদ শ্রুতি অপেক্ষা বলিষ্ঠ। এবং ঐ ভেদবোধক শ্রুতি, (প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা যাহার অর্থের বাধ হয়, সেই অভেদবোধক শ্রুতির) বাধা দিতে একান্ত সক্ষম। ১২৯।

তাসাং দৌর্ব্বল্যসম্পাদকমেব কিন্তু ॥১৩০॥ ইত্যাদ্যা দৃঢ়যুক্তিরস্য শুশুভে তত্তাদনুমোদাগিরাং দেব্যা তাদৃশ-

তাসাং শ্রুতীনাং দৌর্ব্বল্যসম্পাদকমেব বুধাগ্রগারিনস্তবেয়মুক্তি-রশোভনেতি সম্বোধনাশয়ঃ ॥ ১৩০ ॥ উপসংহরতি ইতীতি। অস্য শ্রীশঙ্করস্যোক্ত্যাদ্যা দৃঢ়যুক্তিঃ শুশুভে। আদ্যাপদেন--মুক্তো-হমুতে কামগণান্ মহেশেতোবং বদন্তী খলু তৈত্তিরীয়াঃ। শ্রুতি র্ভিন্না ভেদমবাধ্যমর্থং তানা সতী শক্তমযুষ্য খ্যাতি ॥ ১ ॥ নৈবং যতোহজ্ঞানবিমুক্তিতো যং সত্যামিতানন্দচিদাত্মভাবং। গতো২-মুতে সোম্য স সর্ব্বকামাংস্তদন্তরহ্যানিতি সা ব্রবীতি ॥ ২॥ দ্রষ্টব্য-মাত্মেতিবচঃ পরাত্মনঃ কর্ম্মত্বকর্ত্তৃত্বমিদং হি বক্তি। সন্দর্শনেহতো যতিরাজ! ভেদঃ সত্যোহথাস্যাৎ শ্রুতিরপ্রমাণং ॥৩॥ নেয়ংশ্রুতি-স্তাত্ত্বিকভেদগাহস্ত্যাদ্বৈতশ্রুতে র্বেদবিদাং বরেণ্য!। বিরোধতো ব্রহ্মপরত্বতোহস্যাস্তাৎপর্য্যসত্যা কিল মানতাবঃ ॥ ৪ ॥ অযত্ন-ভেদশ্রুতিরেব যোগিন্! প্রকল্পিতা ভেদপরেতি নৈবং। প্রাতী-তিকো বা ব্যবহারসিদ্ধো ভেদো ন বৈ ভেদমিতি প্রকোপাৎ ॥ ৫ ॥ অথাস্তু ভেদে গতিশেখারার্থাপত্তি র্ন চৈবং ন ন সত্য-ভেদং। বিনোপপত্ত্যা রহিতো ন চার্থস্তস্মাদভেদার্থশ্রুতি র্ব্বলিষ্ঠা ॥ ৬ ॥ স্যাচ্চেদভেদোহন্য পরাত্মনা মুনে! তর্হ্যপলভ্যেত ন চোপলভ্যতে। তস্মাদসৌ নাস্তি ততো যতে ভিদা যষ্ঠপ্রমাণস্য তু গম্যতাং গতা ॥ ৭ ॥ যথাবৃতো নৈব ঘটঃ প্রদৃশ্যতে তথাবৃতোহসাবপি নৈব ভাসতে। অবিদ্যয়া তত্ত্ববিদামনাবৃতঃ প্রকাশতেহতো ন ভিদাস্ত্যমানগা ॥৮॥ ইত্যাদিদৃঢ়যুক্তিজাতং গ্রাহ্যং। তাং বিশিনষ্টি। গিরাং দেব্যা অধিষ্ঠাতৃদেবতয়া সরস্বত্যা দত্তোহনুমোদো যস্যৈ তয়াহনুমোদিতেতি যাবৎ। তথা তাদৃশস্য বিশ্বরূপস্য মণ্ডনস্য যো রভসাবষ্টম্ভো বেগস্য হর্ষস্য বা স্তম্ভস্তস্য মুষ্টিন্ধয়া নিষ্পীড্য সারাকর্ষিকা। তথা ভর্তু র্য্যাসস্য সংন্যাসস্য বিলক্ষেণ সম্যাজেন যা সূক্তিস্তস্যা জননী। সরস্বতী এব সাক্ষি-ভূরিঃ সাক্ষিত্ববতী যস্যাস্তথা শ্লাঘয়া সহ বর্ত্তমানা যা পুষ্পবৃষ্টি-লহরী তস্যাঃ সৌগন্ধ্যস্য পাণিন্ধয়েতি হস্তং পিবতীতি তথা শার্দূং॥ ॥১৩১॥ ইত্থমেবং প্রকারেণ যতিরাজস্য যুক্তিমনুমোদ্য মালাঞ্চ মণ্ডনগলে, মলিনামবেক্ষ্য অদ্য যুবাং ভিক্ষার্থমুচ্চলতমিতীমৌ শঙ্করমণ্ডনাবুদ্দিশ্যোবাচ। অম্বা সরস্বতী তং যতীন্দ্রং পুনরুবাচ ॥১৩২

বিশ্বরূপরভসাবষ্টম্ভমুষ্টিন্ধয়া। ভর্তৃন্যাসবিলক্ষ-সূক্তিজননী সাক্ষিত্ কুক্ষিম্ভরিঃ শ্লাঘাদ্ভুতপুষ্প-বৃষ্টিলহরীসৌগন্ধ্যপাণিন্ধয়া ॥ ১৩১ ॥ ইত্থং যতি-ক্ষিতিপতেরনুমোদ্য যুক্তিং মালাঞ্চ মণ্ডনগলে-মলিনামবেক্ষ্য। ভিক্ষার্থমুচ্চলতমদ্য যুবামিতীমা-বুচিষ্ট তং পুনরুবাচ যতীন্দ্রমম্বা ॥ ১৩২ ॥ কোপ-

ভগবান্ পরিহার করিলেন—হে বুধাগ্রগণ্য! জগতে অন্য কোন প্রমাণ শ্রুতি সমূহের প্রবলতা সম্পাদন করিতে পারে না। কিন্তু যত টুকু অর্থ হইতে পারে সেই অর্থ দেখাইয়া দিয়া ঐ সকল শ্রুতির বরং দুর্ব্বলতাই প্রতিপাদন হইয়া থাকে। ।১৩০।

উপসংহারে বক্তব্য এই, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী দেবী, যে যুক্তির উপর অনুমোদন করিলেন; যে যুক্তি, বিশ্বরূপের (মণ্ডনের) হর্ষ স্তম্ভের নিষ্পাড়ন ও সার আকর্ষণ করিয়াছিল; পতির সংন্যাসগ্রহণের জন্য বাক্য জননী-সরস্বতী, যে যুক্তির একমাত্র সাক্ষিস্বরূপা; এবং যে যুক্তির জন্য শ্লাঘার সহিত আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও চারিদিকে তাহার সৌগন্ধ্য বৰ্দ্ধিত হইল, আচার্য্য শঙ্করের এরূপ দৃঢ়যুক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে তখন শোভা পাইতে লাগিল। ১৩১।

এই প্রকারে শঙ্করের যুক্তি অনুমোদন করিয়া এবং মণ্ডনের গলদেশে পুষ্পমালা মলিন দেখিয়া দেবী সরস্বতী "অদ্য আপনারা দুইজন একবার ভিক্ষার নিমিত্ত উত্থিত হউন" এই কথা মণ্ডন ও

ইতিরেকবশতঃ শপন্তা পুরা মাং দুর্ব্বাসসা তদবধি র্বিহিতো জয়ন্তে। সাহহং যথাগতমুপৈমি শমিপ্রবীরেত্যক্ত্বা সসম্ভ্রমমমুং নিজধাম যান্তীং ॥ ॥ ১৩৩ ॥ ববন্ধ নিঃশঙ্কমরণ্যদুর্গামন্ত্রেণ তাং জেতুমনা মুনীন্দ্রঃ। জয়োহপি তস্যাঃ স্বমতৈক্যসিদ্ধ্যৈ সার্ব্বজ্ঞতঃ স্বস্য ন মানহেতোঃ ॥ ১৩৪ ॥ জানামি দেবীং ভবতীং বিধাতু র্দেবস্য ভার্য্যাং পুরভিৎ সগর্ভ্যাম্। উপাত্তলক্ষ্ম্যাদিবিচিত্ররূপাং গুপ্ত্যৈ প্রপঞ্চস্য কৃতাবতারাং ॥ ১৩৫ ॥ ব্রজ জননি! তদা

পুরা কোপাতিরেকবশতো মাং শপন্তা দুর্ব্বাসসা তব জয়ন্তস্যাবধি র্বিহিতস্তস্য জাতত্বাৎ সাহহং হে শমিপ্রবীর! যথা গতমুপৈম্যনুগচ্ছামীতোবমমুং সসসম্ভ্রমমুক্ত্বা নিজধাম যান্তীং ববন্ধেত্যন্বয়ঃ সসম্ভ্রমং যান্তীমিতি বা ॥ ১৩৩ ॥ নিঃশঙ্কমরণ্য দুর্গামন্ত্রেণ বনদুর্গামন্ত্রেণ মুনীন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করো ববন্ধ। কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ। তাং সরস্বতীং জেতুমনাঃ। ননু যতীন্দ্রস্য তস্যা তজ্জয়সিদ্ধমনেন কিমিত্যাশঙ্ক্যাহ। তস্যাঃ সরস্বত্যা জয়োহপি স্বমতৈক্যসিদ্ধ্যৈ ন তু স্বস্য সর্ব্বজ্ঞতাদিনিমিত্তকমানপূজাদিসিদ্ধ্যর্থং উ০ ॥ ১৩৪ ॥ মন্ত্রেণ বদ্ধা কিমুক্তবানিত্যপেক্ষায়াং তদ্বচনমুদাহরতি। দেবস্য বিধাতু ব্র্রহ্মণো ভার্য্যাং ত্রিপুরসন্তেদকস্য মহাদেবস্য সগর্ভ্যাং সহোদরাং। উপাত্তং লক্ষ্ম্যাদীনাং বিচিত্রং রূপং যয়া তথাভূতামিদানীং প্রপঞ্চস্য রক্ষণার্থং কৃতাবতারাং দেবীং ভবতীং সরস্বতীং ত্বামহং জানামি ॥১৩৫॥ তস্মাৎ হে জননি! ত্বে ভক্তচূড়ামণিরহং যদা নিজস্থানমেতুং গন্ত

শঙ্করকে বলিলেন। এবং পুনর্ব্বার দেবী সরস্বতী যতিপতিকে বলিতে লাগিলেন। ১৩২।

"হে যতিবর! পূর্ব্বে অতিশয় ক্রোধ সহকারে দুর্ব্বসা মুনি আপনার জয় ও জয়ের কাল পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। সেই জয়কাল এক্ষণে পরিপূর্ণ হইয়াছে, অতএব আমি এক্ষণে যে স্থান হইতে আসিয়াছি তথায় গমন করি।" এই কথা বলিয়া সম্ভ্রমে যখন নিজ ধামে গমন করিতে উদ্‌যোগ করেন, তৎকালে মুনিবর শঙ্কর, সরস্বতীকে নিঃশঙ্কমনে বনদুর্গামন্ত্রদ্বারা বন্ধন করিলেন। কারণ প্রথমে ঐ সরস্বতীকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া শঙ্করের মনে ওরূপ চেষ্টা হয়। সরস্বতীকে জয় করিবার উদ্দেশ্য এই, সরস্বতীকে জয় করিতে পারিলে আপনার মতের ঐক্য ও পোষকতা সিদ্ধি হইবে। নতুবা শঙ্কর যে স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন তাহার জন্য কিসে আপনার পূজা হয়, কিসে আপনার সম্মান বৃদ্ধিপায়, এ অভিপ্রায়ে কথনই ওরূপ কার্য্য করেন নাই। ১৩৩। ১৩৪।

মন্ত্রদ্বারা বদ্ধ করিয়া বলিলেন—আপনি বিধাতার ভার্য্যা এবং ত্রিপুরারির সহোদরা। আপনি সময়ে সময়ে লক্ষ্মী প্রভৃতিদেবীগণের মতন বিচিত্র বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে অনাদি ও সবিস্তার এই জগতের পরিরক্ষণার্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব আমি নিশ্চয় আপনাকে দেবী সরস্বতী বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। ১৩৫।

হে জননি! আমি ভক্তের চূড়ামণি, আমি যখন আপনাকে স্বস্থানে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিব তখনই আপনি স্বস্থানে গমন করিবেন। দেবী শারদা শঙ্করের এরূপ বচনে অনুমোদন করিবার

ত্বং ভক্তচূড়ামণিস্তে নিজপদমতুলাসাম্যত্যাশুজ্ঞাং যদেতু। ইতি নিজবচনে স্মিংস্কারদাসম্মতেঽসৌ- মুনিরথ মুদিতোঽভূন্মাণ্ডনং হৃদ্‌ভুৎসুঃ ॥ ১৩৬ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তন্মণ্ডনার্ষকথাপরঃ।
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোঽসাবষ্টমোঽভবৎ ॥

মত্যন্থজ্ঞায়ভিরাস্যামি তদা ত্বং নিজপদং ব্রহ্ম ইত্যেবং ভূতে নিজবচনে শারদয়া সরস্বত্যা সম্মতে সতি মাণ্ডনং হৃৎ মণ্ডন- ভাভিপ্রায়ং জ্ঞাতুমিচ্ছুরসৌমুনিঃ শ্রীশঙ্করো মুদিতোঽভূৎ মালিনী ॥ ১৩৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বালগোপালস্বামি শ্রীপূজ্য পাদশিষ্যদত্তবতংশাবতংস রামকৃষ্ণধনপতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিজয়ডিণ্ডিমেঽষ্টমঃ সর্গঃ।

পর মণ্ডনের হৃদয়ও হৃদ্‌গত অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর অত্যন্ত প্রমুদিত হই- লেন। ১৩৬।

ইতি অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়।

অথ সংযমিক্ষিতিপতের্ব্বচনৈ র্নিগমার্থনির্ণয়- করৈঃ সনয়ৈঃ। শমিতাগ্রহোঽপি পুনরপ্যবদৎ কৃতসংশয়ঃ সপদি কর্ম্মজড়ঃ ॥১॥ যতিরাজ! সম্প্রতি মমাভিনবাম বিষাদিতোঽস্ম্যপজয়াদপি তু। অপি

এবং মণ্ডনাচার্য্যসম্বাদং সপরিকরং নিরূপ্য সর্ব্বজ্ঞোপায়ং সপ্রপঞ্চং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে। অথাচার্য্যযুক্তীনাং সরস্বতী- কৃতানুমোদনস্য স্বগলস্থমালায়া মলিনীভাবস্য চানন্তরং সংযমি- রাজস্য শ্রীশঙ্করস্য বেদার্থনির্ণয়কৈরৈঃ পুনশ্চ ন্যায়সহিতৈর্ব্বচনৈঃ শমিত আগ্রহো যস্য স তথাভূতোঽপি সপদি তৎক্ষণে কৃতসংশয়ঃ পুনরবোচৎ। যতঃ কর্ম্মজড়ঃ প্রমিতাক্ষরাবৃত্তং প্রমিতাক্ষরাস- জসৈরুদিতেতি লক্ষণাৎ ॥১॥ যদুবাচ তদাহ। হে যতিরাজ! সম্প্রতি মমাভিনবাদপজয়াদ্বিষাদং ন প্রাপ্তোঽস্মি অপি তু

এইরূপে মণ্ডনাচার্য্যের সম্বাদ সবিস্তারে নিরূ- পণ করিয়া ইদানী আচার্য্য যে সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, তাহার উপায় সবিস্তারে বর্ণনা করা হইতেছে। আচার্য্যের যুক্তি সমূহের উপর সরস্বতী অনুমোদন করিবার পর এবং নিজগলদেশস্থিত পুষ্পমালা মলিন হইবার পর যতিরাজ শঙ্করের বেদার্থ নির্ণা- য়ক ও নীতিপূর্ণ বচনদ্বারা মনের আগ্রহ ও উৎ- কণ্ঠা শমতাপ্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মজড় মণ্ডন সংশয়াপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। ১।

জৈমিনীয়বচনান্যহহোন্মথিতানি হীতি ভৃশমস্মি কৃশঃ ॥ ২ ॥ সহি বেত্ত্যনাগতমতীতমপি প্রিয়কৃৎ সমস্ত জগতোঽধিকৃতঃ। নিগমপ্রবর্ত্তনবিধৌ স কথংতপসাং নিধি র্ব্বিতথসূত্রপদঃ ॥ ৩ ॥ ইতি সন্দিহানমবদত্ত-মসৌ ন হি জৈমিনাবপনয়োঽস্তি মনাক্। প্রনি-

---

জৈমিনীয়বচনানি অহহেতি নিপাতাবাশ্চর্য্যাতিশয়ার্থাবত্য-ন্তখেদার্থৌ বা। উন্মথিতানীতি কারণাদত্যন্তং কৃশোঽস্মি ॥২॥ হি যস্মাৎ স জৈমিনি র্ভবিষ্যং ভূতঞ্চ জানাতি পুনশ্চ জগতঃ প্রিয়করণার্থং বেদস্য বা প্রবর্ত্তনবিধাবধিকৃতস্তথা চৈবং ভূতস্তপ-সাং নিধিঃ স কথং বিতর্থসূত্রপদো বিতথানি ব্যর্থানি সূত্রপদানি যস্য বিতথসূত্রেষু ব্যবসায়ো বা যস্য তথাভূতঃ কথং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ইত্যেবং সন্দেহং প্রাপ্তবন্তং তং মণ্ডনমসৌ শ্রীশঙ্করোঽ-বোচৎ। জৈমিনৌ মনাক্ ঈষদপি অপনয়োঽন্যায়ো নহি। কিন্তু

হে যতিরাজ! সম্প্রতি আমার এই অভিনব পরাজয় হওয়াতে আমি বিষাদিত হই নাই। কিন্তু হায়! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের এবং নিতান্ত খেদের বিষয় যে, আপনি জৈমিনির বাক্য সকল নিরাকরণ করিয়াছেন; এই কারণে আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছি। ২।

জৈমিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ বেত্তা। এবং তিনি সমস্ত জগতের প্রিয় করিবার নিমিত্ত বেদ বা বেদা-র্থের প্রবর্ত্তন বিধানে অধিকৃত হইয়াছেন। অত-এব তাদৃশ তপোবল—সম্পন্ন জৈমিনির রচিত সূত্রের পদ সকল কিরূপে বৃথা হইল? তাহা বলিতে পারি না। ৩।

মণ্ডন এইরূপে জৈমিনির বাক্যে সন্দিহান হইলে শঙ্কর তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। জৈমি-

মীমহে ন বয়মেব মুনে র্হৃদয়ং যথাবদনভিজ্ঞতয়া ॥ ৪ ॥ যদি বিদ্যতে কবিজনাবিদিতং হৃদয়ং মুনে-স্তদিহ বর্ণয় ভোঃ। যদি যুক্তমত্র ভবতা কথিতং হৃদি কুর্ম্মহে দলদহঙ্কৃতয়ঃ ॥ ৫ ॥ অভিসন্ধিমানপি পরে বিষয়প্রসরম্মতীনমুজিঘৃক্ষুরসৌ। তদবাপ্তি-

---

বয়মেবানভিজ্ঞতয়ামুনেরভিপ্রায়ং যথাবৎ প্রমিমীমহে প্রমাতুং ন শক্নুমঃ ॥ ৪ ॥ এবং শ্রুত্বাঽত্যুৎসুকো মণ্ডন আহ। যদি কবি-জনৈরপ্যবিদিতং মুনে র্হৃদয়মভিপ্রায়ো বিদ্যতে তত্তর্হীহাস্মদগ্রে বর্ণয়। নমু মুন্যভিপ্রায়বিজ্ঞাভিমানবতাং ভবর্দ্বিধানামগ্রে তদ্ বর্ণনং নিষ্ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ। যদি ভবতামত্রাস্মিন্ হৃদয়বর্ণনে প্রসক্তে যুক্তং কথিতং তর্হি দলিতাহঙ্কৃতয়ঃ সন্তো বয়ং তৎ হৃদি কুর্ম্মহে ॥ ৫ ॥ এবং প্রার্থিতঃ স শঙ্করো জৈমিন্যভিপ্রায়মাবিষ্ক-রোতি। পরে ব্রহ্মণ্যভিপ্রায়বানপি বিষয়েষু প্রবাহীকৃতবুদ্ধীন্ তত্রানধিকারমালোচ্য তত্রাধিকারায় তাননুগৃহীতুমিচ্ছুরসৌ

নির অল্পমাত্র দোষ বা অন্যায় নাই। কিন্তু আম-রাই অনভিজ্ঞতাবশতঃ মুনির অভিপ্রায় যথার্থরূপে প্রমাণ করিতে সমর্থ হই নাই। ৪।

এই কথা শুনিয়া উৎসুকচিত্তে মণ্ডন বলিতে লাগিলেন—যদি জৈমিনির অভিপ্রায় কোন পণ্ডিতে না জানেন, তবে আপনি আমার অগ্রে তাঁহার একবার হৃদয় বর্ণনা করুন। যদি আপনি এই মুনির হৃদয় বর্ণনা করিতে গিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্য বলেন, তবে আমরা অহঙ্কার দলিত করিয়া সেই সকল বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিব। ৫।

মণ্ডনের এরূপ প্রার্থনা শুনিয়া শঙ্কর জৈমিনির অভিপ্রায় আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। মুনি স্বয়ং পরব্রহ্ম জানিতে অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। কিন্তু

সাধনতয়া সকলং সুকৃতং ত্বকৃণমবিতি স্ম পরং ॥ ॥ ৬ ॥ বচনং তমেতমিতি ধর্মচয়ং বিদধাতি বোধ-জনিহেতুতয়া। তদপেক্ষয়ৈব স চ মোক্ষপরো নিরধারয়দপরথেতি বয়ম্ ॥৭॥ শ্রুতয়ঃ ক্রিয়ার্থক তয়া সফলা অতদর্থকানি তু বচাংসি বৃথা। ইতি সূত্রয়ন্ ননু কথং মুনিরাডপি সিদ্ধবস্তুপরতাং মনুতে ॥ ৮ ॥ শ্রুতিরাশিরদ্বয়পরোঽপি পরম্পরয়াত্মবোধ-ফলকর্মণি চ। প্রসরৎকটাক্ষ ইতি কার্য্যপরপমসূচি তৎপ্রকরণস্থগিরাম্ ॥ ৯ ॥ ননু সচ্চিদাত্মপরতাভি-

মুনিঃ পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনতয়া পরং কেবলং সুকৃতং পুণ্যং কর্মাতিশয়েন নিরূপিতবান্ নতু পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ নন্বিদং ভবদ্ভিঃ কথং জ্ঞাতমিতি চেৎ। শ্রুত্যর্থ নির্ণায়কস্য শ্রুত্যানমু রূপাভিপ্রায়বত্ত্বাভাবনিশ্চয়াদিত্যাশয়েনাহ বচনমিতি। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকে-নেতি বচনং পরব্রহ্মাবগতিজন্মহেতুতয়া ব্রহ্মচর্য্যাদিধর্মসমুদায়ং বিদধাতি। যদ্যপি প্রত্যয়ার্থপ্রধানতাপক্ষে সনর্থে চ্ছাজনি হেতুতয়া তদ্বিধায়কং তথাপ্যত্রৈন বিগমিষতীতিবৎ প্রকৃত্যর্থ-প্রধানতাশ্রয়েণৈবমুক্তং তদ্বচনাপেক্ষয়ৈব স চ মোক্ষপরো জৈমিনির্ধর্মনিচয়ং নিরধারয়ৎ নান্যথেতি বয়ং মন্মহ ইত্যধ্যাহারঃ॥ ॥ ৭ ॥ ননু আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানামিতি সূত্র-য়ন্ বেদস্য সিদ্ধবস্তুপরতাং কথং মনুত ইতি মণ্ডনঃ শঙ্কতে। শ্রুতয়ঃ ক্রিয়ার্থকতয়া সফলা অক্রিয়ার্থকানি তু বচাংসি বৃথাঽনর্থকানীতি সূত্রয়ন্ মুনিরাড্ বেদবচসাং সিদ্ধবস্তুপরতাং ননু কথং মনুত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ উক্তসূত্রস্য কর্মকাণ্ডাভিপ্রায়ত্বাদেবমিতি পরিহরতি ভগবান্ শ্রুতিরাশিঃ পরম্পরয়াঽদ্বিতীয় ব্রহ্মপরোঽপি আত্মবোধঃ ফলং যস্য তস্মিন্ কর্মণি প্রসরৎকটাক্ষঃ প্রবাহীকৃতদৃষ্টিরিত্যতঃ কর্মপ্রকরণস্থগিরাং কার্য্যপরত্বমসূচি সূত্রি-

যাঁহাদের বুদ্ধি বিষয় পদার্থে প্রবহমান, তাহা-দিগকে অনুগ্রহ করিবার বাসনায় জৈমিনি মুনি, সাধারণের কিরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে? তাহার উপায় এবং সাধন কি? তাহার নিমিত্ত তিনি কেবল নিরতিশয় পুণ্য কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন; কিন্তু পরব্রহ্ম নিরূপণ করেন নাই। ৬।

"তমেতমং বেদানুবচনে ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্যদ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইত্যাদি বেদবচনদ্বারা "কিরূপে পরব্রহ্মের জ্ঞান জন্মে," তাহার জন্য কেবল ব্রহ্ম-চর্য্যাদি ধর্ম্ম সমুদয় বিধান করা হইয়াছে। এবং ঐ বেদবচনের মতাবলম্বী হইয়া মুক্তিপ্রার্থী জৈমিনি মুনি যে ধর্ম্ম সকল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, ইহা আমরা বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়াছি। ৭।

মণ্ডন পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিলেন—বেদ সকল কোন না কোন একটী ক্রিয়ার অর্থপ্রকাশ করিয়া সফল হয়, এবং অনেকগুলি বেদবচন আবার কোন ক্রিয়ারই অর্থপ্রকাশ করে না। 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থ-ত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্' অতএব যে বেদবাক্য কোন ক্রিয়ারই অর্থপ্রকাশ করে না তাহারা নিরর্থক। এই-রূপ সূত্র করিয়া মুনিরাজ জৈমিনি বেদবাক্য সকল নিত্য এক বস্তুর প্রকাশক, তাহা কিরূপে স্বীকার করিতে পারেন? । ৮।

জৈমিনির ঐ সূত্রটী বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অভি-প্রায়ে রচিত হইয়াছে। নতুবা সূত্রের অর্থ স্বতন্ত্র জানিবেন। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর খণ্ডন করিতে লাগিলেন। বেদসমূহের পরম্পরাক্রমে পরব্রহ্ম বিষয়েই তাৎপর্য্য। এবং আত্মবোধ যে কার্য্যের ফল, সেই সকল কর্ম্মে বেদ সকলের দৃষ্টি

সতা যদি কৃৎস্নবেদনিচযস্য মুনেঃ। ফলদাতৃতাম্পুরুষস্য বদন্ স কথং নিরাহ পরমেশমপি ॥ ১০ ॥ নন্বু কর্তৃপূর্ব্বকমিদং জগদিত্যনুমানমাগমবচাংসি বিনা। পরমেশ্বরং প্রথয়তি শ্রুতয়স্ত্বনুবাদমাত্রমিতি

ভবান্ ॥ ৯ ॥ নন্বেবং তর্হি ফলদাতৃত্বং কর্ম্মণঃ স্বীকৃত্য পরেশং কিমর্থং নিরাহেতি মণ্ডনঃ শঙ্কতে। নন্বু কৃৎস্নবেদকদম্বস্য সচ্চিদাত্মপরতা যদি মুনেরভিমতা তর্হি পুরুষাৎ পরমাত্মনোঽভিন্নস্য কর্ম্মণঃ ফলদাতৃত্বং বদন্ সন্ মুনিঃ পরমেশ্বরমপি কথং নিরাকৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ অনুমানগম্যং তং নিরাকৃতবাংস্তু বেদনিচয়গম্যমিতি সমাধত্তে ভগবান্। নন্বিতি ইদং জগৎ কর্তৃপূর্ব্বকং কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যনুমানং বেদবচাংসি বিনা পরমেশ্বরং সাধয়তি। শ্রুতয়স্তু অনুমানসিদ্ধার্থস্যানুবাদমাত্রমিতি কাণভুজাঃ

প্রবাহিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব বেদের কর্ম্মপ্রকরণে যে সমস্ত বাক্য আছে,তাহাদের সকলেরই অর্থ কোন একটি কার্য্য বিষয়ে সংলগ্ন। সুতরাং ঐরূপ অভিপ্রায়েই মহামুনি জৈমিনি সূত্র করিয়াছেন। ৯।

মণ্ডন শঙ্কা করিতে লাগিলেন—যদি সমস্ত বেদেরই তাৎপর্য্য সৎ, চিৎ ও আনন্দ বিষয়ে পরিণত হয়; এবং তাহাই যদি মুনির অভিমত হয়; তবে পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে কর্ম্ম সকলকে ভিন্ন স্বীকার করা এবং ওরূপ কর্ম্ম যে ফলপ্রদ, এরূপ জানিয়া মুনিবর কি কারণে পরমেশ্বর নিরাকরণ করিয়াছেন ?। ১০।

জৈমিনি মুনি অনুমানগম্য পরমেশ্বর নিরাকরণ করিয়াছেন, কিন্তু বেদসমূহ গম্য পরমেশ্বর নিরাকরণ করেন নাই' একথা বলিয়া ভগবান্ সূত্রের সামঞ্জস্য করিলেন। "ইদং জগৎ কর্তৃপূর্ব্বকং

কাণভুজাঃ ॥ ১১ ॥ ন কথঞ্চিদৌপনিষদং পুরুষং মনুতে বৃহন্তমিতি বেদবচঃ। কথমন্যবেদবিদগোচরতাং গময়েৎ কথং তমনুমানমিদং ॥ ১২ ॥

কাণাদাঃ ॥ ১১ ॥ ঔপনিষদমুপনিষদেকগম্যং বৃহন্তং পুরুষমবেদবিৎ কথঞ্চিদপি ন মনুতে ন বিজানাতীতি বেদবচঃ পরমাত্মনোঽবেদবিদগোচরতাং কথয়তি। তথাচ শ্রুতিঃ "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিতি তস্মাদিদং কাণাদোক্তমনুমানং তং কথং গময়েদিতি ভাবমিতি পরেণান্বয়ঃ ॥১২॥ ইত্যুক্তং ভাবমাত্মনি বুদ্ধৌ নিধায় স মুনিস্তীক্ষ্ণযুক্তিশতৈরীশ্বর-

কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ" এই জগতের অবশ্যই একজন কর্ত্তা আছে, যেহেতু এ জগৎ একটী কার্য্য। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন ঘটপটাদি। বেদবাক্য না থাকিলেও এরূপ অনুমানদ্বারা সিদ্ধি হইয়া থাকে। বৈশেষিকমতের সৃষ্টিকর্ত্তা কণাদমুনির অনুগামী লোকগণ, 'শ্রুতি সকল কেবল অনুমানসিদ্ধ অর্থের অনুবাদ মাত্র' এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন'। ১১।

বেদের 'অনভিজ্ঞলোকে একমাত্র উপনিষদ্গম্য, বৃহৎ পুরুষ পরমেশ্বরকে কোনমতেই জানিতে পারে না। ঐ বেদবাক্য, পরমাত্মা যে কেবল বেদগোচর নহে, ইহাই প্রমাণ করিয়াছে। শ্রুতি যথা—"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি না বেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" যিনি কেবল মাত্র উপনিষদ দ্বারা বোধগম্য, আমি সেই পুরুষকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। বেদ-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই মহৎ পুরুষকে কখনই জানিতে পারে না। অতএব কণাদমতাবলম্বীদিগের ঐরূপ অনুমান যে কখনই সেই বেদগম্য পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। জৈমিনিমুনি, আপনার হৃদয়ে ঐরূপ অভিপ্রায়

ভাবমাত্মনি নিধায় মুনিঃ স নিরাকরোন্নিশিতযুক্তিশতৈঃ। অনুমানমীশ্বরপরং প্রভবং লয়ং ফলমপীশ্বরতঃ ॥ ১৩ ॥ তদিহাস্মদুক্তবিষয়া নিবহা ন বিরুদ্ধমণ্বপি মুনে র্বচসি। ইতি গূঢ়ভাবমনবেক্ষ্য বুধাস্তমনীশবাদ্যযমিতি ব্রুবতে ॥ ১৪ ॥ কিমু তাবতৈব স নিরীশ্বরবাদ্যভবৎ পরাত্মবিদুষাং প্রবরঃ। ন নিশাটনাহিততমঃ কচিদপ্যহনি প্রভ মলিনয়েত্তরণেঃ ॥ ১৫ ॥ ইতি জৈমিনীয়বচসাং হৃদয়ং কথিতং নিশম্য যতিকেশরিণা। মনসা ননন্দ কবিরাট্ নিতরাং সহ শারদাশ্চ সদসম্পতয়ঃ ॥ ॥ ১৬ ॥ বিদিতাশয়োঽপি পরিবর্ত্তিমনাগ্বিশয়ঃ স জৈমিনিমবাপ হৃদা। অবগন্তুমস্য বচসাপি পুনঃ স চ সংস্মৃতঃ সবিধমাপ কবেঃ ॥ ১৭ ॥ অবদচ্চ শৃণ্বিতি

পরমম্ভুমানং নিরাকরোৎ। তথেশ্বরাৎ জগতঃ প্রভবং প্রলয়ং ফলঞ্চ নিরাকরোৎ ॥ ১৩ ॥ তত্তস্মাদিহাস্মিন্ মুনে র্বচসি অস্মদুক্তবিষয়া নিবহা মহত্যোনাণ্বপি বিরুদ্ধং ন ভবতি। তথা চোক্তং গূঢ়ভাবমনবেক্ষ্যাবুধাস্তং জৈমিনিমনীশ্বরবাদ্যয়মিতি কথয়ন্তি ॥১৪॥ পরমেশ্বরপরাঽনুমানখণ্ডনমাত্রেণ তস্যানীশ্বরবাদিত্বং ন সম্ভবতীত্যাহ। কিমু তাবতৈব স পরাত্মবিদুষাং প্রবরঃ নিরীশ্বরবাদী অভবৎ। নিশাটনৈশ্চেকাদিভিরাহিতং স্থাপিতং তমো দিবসে তরণেঃ সূর্য্যস্য প্রভাং কচিদপি ন মলিনাং কুর্য্যাৎ ॥১৫॥ ইত্যেবং প্রকারেণ যতিসিংহেন কথিতং জৈমিনীয় বচনানাং হৃদয়ং নিশম্য স কবিরাট্ মণ্ডনো মনসাঽত্যন্তং ননন্দ। শারদয়া সহ বর্ত্তমানাশ্চ সভানায়কাস্তথৈব ননন্দুঃ ॥ ১৬ ॥ যতিরাজোক্ত্যা বিদিতাভিপ্রায়োঽপি স মণ্ডনঃ পরিবর্ত্তী বর্ত্তমানো মনাগীষদ্বিশয়ঃ সংশয়ো যস্য সঃ অস্য জৈমিনে র্বচসাপি চ তদভিপ্রায়মবগন্তুং মনসা জৈমিনিং প্রাপ তস্য ধ্যানং কৃতবান্

রাখিয়া শততীক্ষ্ণযুক্তিদ্বারা ঈশ্বরবিষয়ক অনুমান নিরাকরণ করিয়াছেন এবং ঐ পরমেশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি, লয় ও ফল সকল নিরাকরণ করিয়াছেন। ১২। ১৩।

অতএব মুনিবর জৈমিনির এরূপ বাক্যে আমাদের গূঢ় সিদ্ধান্তবাক্য অণুমাত্রও বিরোধের সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই পণ্ডিতগণ, তাঁহার গূঢ়ভাব পর্য্যালোচনা না করিয়া সেই জৈমিনিমুনিকে "ইনি ঈশ্বর মানেন না" এরূপ বলিয়া থাকেন। ১৪।

পরমেশ্বর বিষয়ক অনুমানের খণ্ডন করাতেই যে তিনি নিরীশ্বরবাদী, (তিনি ঈশ্বরমানেন না) ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। পরমাত্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য সেই জৈমিনি মুনি যে, ঐ কারণে নিরীশ্বরবাদী হইবেন, তাহাও হইতে পারে না। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখুন, রাত্রিকালে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার দেখা যায় সত্য, কিন্তু ঐ তিমির দিবসে কখনই সূর্য্যের প্রভা মলিন করিতে পারে না। ১৫।

যতিদিগের সিংহস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য এইপ্রকারে জৈমিনি বাক্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া কবিবর মণ্ডন, মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এবং সরস্বতীর সহিত অন্যান্য সভানায়কগণ তদ্রূপ মনে মনে অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। ১৬।

যতিরাজের বচনে মণ্ডন সমস্ত অভিপ্রায়ই জানিতে পারিলেন সত্য, কিন্তু তখনও তাঁহার অল্পমাত্র সংশয় বিদ্যমান রহিল। অনন্তর জৈমি-

স ভাষ্যকৃতি প্রজহাহি সংশয়মিমং সুমতে ! । যদ-
বোচদেষ মম সূত্রততে হৃদয়ং তদেব মম নাপরথা ॥
॥ ১৮ ॥ ন মমৈব বেদ হৃদয়ং যমিরাডপিতু শ্রুতেঃ
সকলশাস্ত্রততেঃ । যদভূদ্ভবিষ্যতি ভবত্তদপি হ্যয়-
মেব বেদ ন তথা ত্বিতরঃ ॥১৯॥ গুরুণা চিদেকরস-
তৎপরতা নিরণায়ি হি শ্রুতিশিরোবচসাং । কথ-
মেকসূত্রমপি তদ্বিমতং কথয়াম্যহং তদুপসাদি-
তধীঃ ॥ ২০ ॥ অসমাকলয্য বিশয়ং সুযশঃ ! শৃণু
মে রহস্যমিমমেব পরং । ত্বমবৈহি সংসৃতিনিমগ্ন-

স চ জৈমিনিঃ কবেঃ মণ্ডনস্য সমীপমবাপ ॥ ১৭ ॥ স জৈমিনিঃ
শৃণ্বিত্যবদচ্চ হে সুমতে ! ভাষ্যকারে শ্রীশঙ্করে স তেনোক্ত এব
মুনেরাশয় উক্তাস্ত ইতীমং সংশয়ং পরিত্যজ যতো মম সূত্র-
ততে যৎ হৃদয়মেষঃ অবোচত্তদেব মম হৃদয়ং নান্যথা ॥ ১৮ ॥
কিঞ্চ ন কেবলং মমৈব হৃদয়ং যমিরাট্ জানাতি অপি তু শ্রুতেঃ
সর্ব্বশাস্ত্রততেশ্চ হৃদয়ং বেদ যচ্চ ভূতং ভবিষ্যং বর্ত্তমানং তদ-
প্যয়মেব বেদেতরস্তু ন তথা বেদ ॥ ১৯ ॥

তথাচৈতদুক্ত এব মমাশয়ো ব্যাসশিষ্যস্য মম তদ্বিরুদ্ধকথ-
নাসম্ভবাদিত্যাহ । গুরুণা শ্রীবেদব্যাসেন বেদান্তবচসাং চিদে-
করসতৎপরতা নিরণায়ি তদ্বিরুদ্ধমেকসূত্রমপ্যহং কথং কথয়ামি
যতস্তস্মাৎ পরিপ্রাপ্তবুদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥ তস্মাৎ হে সুযশঃ ! সংশয়-
মসমাকলয্যালঙ্কৃত্বা বিমুচ্য মম বচনাদ্রহস্যং শৃণু সংসৃতিসাগর-
নিমগ্নজনোদ্ধরণার্থং গৃহীতবিগ্রহং পরং পুরুষং পরমাত্মানং
শিবমেবেমং ত্বং জানীহি । যদ্বা ইমমেব পরং পুরুষমবৈহি

নির বাক্যের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করিলেন। জৈমিনি মুনি পণ্ডিতবর মণ্ডনের নিকটে আসিয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন । ১৭ ।

জৈমিনি বলিলেন—হে সুমতে ! মণ্ডন ! 'শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহাই আপনার সূত্রের অভিপ্রায় ? অথবা অন্য কোন অভিপ্রায় ?' ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের উপর এরূপ সন্দেহ পরিত্যাগ কর। এই শঙ্করাচার্য্য,আমার সূত্রসমুদায়ের যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সত্য জানিবে। বস্তুতঃ আমার সূত্রের অভিপ্রায় অন্যপ্রকার নহে। । ১৮ ।

যতিপতি শঙ্কর কেবল যে আমার অভিপ্রায় জানেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি সমস্ত বেদ ও অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র সমুদায়ের অভিপ্রায় বিদিত আছেন। যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যদ্ গর্ভে নিহিত, যাহা বর্ত্তমান, এ সমস্তই তিনি অবগত আছেন। শঙ্কর ব্যতীত অন্য আর কেহই তাহা জানিতে পারে না । ১৯ ।

যেরূপ অভিপ্রায় বলা হইয়াছে, আমি ব্যাসের শিষ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতে পারিব না। আমার গুরু বেদব্যাস, বেদান্ত শাস্ত্রের বাক্য সকল কেবল চিৎস্বরূপ পরমাত্মার নির্ণায়ক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট হইতেই বুদ্ধিলাভ করিয়াছি, অতএব আমি সেই গুরুদেবের বিরুদ্ধে একটী সূত্রও তোমাকে বলিতে পারিব না। ফলতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্ররূপে সূত্রের অর্থকরা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে । ২০ ।

হে যশস্বিন্ ! মণ্ডন ! সংশয় পরিত্যাগ করিয়া আমার বচনানুসারে গূঢ় অভিপ্রায় শ্রবণ কর। যে

জনোত্তরণে গৃহীতবপুষং পুরুষং ॥ ২১ ॥ আদ্যে সত্ত্ব মুনিঃ সতাং বিতরতি জ্ঞানং দ্বিতীয়ে যুগে দত্তো দ্বাপরনামকে তু সুমতি র্ব্যাসঃ কলৌ শঙ্করঃ। ইত্যেবং স্ফুটমীরিতোঽস্য মহিমা শৈবে পুরাণে যতস্তস্য ত্বং সুমতে! মতে ভবতরঃ সংসারবার্ধিং তরেঃ ॥ ॥২২॥ ইতি বোধিতদ্বিজবরোঽন্তরধাম্মনসোপগুহ্য-

নন্বু নির্ব্বিগ্রহস্য তস্য কথং তদ্বত্ত্বেত্যাশঙ্ক্যাহ সংস্তীতি ॥২১॥ নম্বু কুতএতজ্জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ যত আদ্যে কৃতযুগে সত্ত্বমুনিঃ কপিলাচার্য্যঃ সতাং জ্ঞানং প্রযচ্ছতি। দ্বিতীয়ে ত্রেতাসংজ্ঞকে যুগে দত্তঃ। দ্বাপরনামকে তু সুমতি র্ব্যাসঃ কলৌ শঙ্করঃ। ইত্যেবমস্য মহিমা শৈবে পুরাণে স্ফুটং যথাস্যাত্তথা যতঃ কথিত স্তস্মাৎ তস্য মতে হে সুমতে! ভবতরঃ প্রবিষ্টোঽভবঃ। ততঃ কিমিতি তত্রাহ সংসারসমুদ্রং ত্বয়ে স্তীর্ণো ভব শার্দূ০ ॥ ২২ ॥ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ। ইত্যেবং বোধিতো দ্বিজবরো মণ্ডনো

সমস্ত লোক সংসার সাগরে নিমগ্ন, তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করিবার নিমিত্ত শঙ্কর শরীর ধারণ করিয়াছেন। অতএব যিনি এক্ষণে তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আছেন এই শরীরধারী পুরুষকে তুমি পরমাত্মারূপে এবং শিবরূপে অবগত হও। ২১।

আমি জানিয়াছি, যিনি সত্যযুগে কপিলাচার্য্য হইয়া সজ্জন দিগকে জ্ঞান দান করিতেন ; ত্রেতাযুগে যিনি স্বয়ং দত্তাত্রেয় হইয়াছিলেন ; যিনি দ্বাপরযুগে বুদ্ধিমান্ বেদব্যাস নামে কথিত হইয়াছিলেন ; তিনিই কলিকালে শঙ্কর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ মহিমা শৈবপুরাণে স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। অতএব হে সুমতে। তুমি তাঁহার মতে প্রবেশ কর।

যমিনামৃষভং। স চ যায়জূকপরিষৎপ্রমুখঃ প্রণিপত্য শঙ্করমবোচদিদম্ ॥ ২৩॥ বিদিতোঽস্তি সম্প্রতি ভবান্ জগতঃ প্রকৃতি র্নিরস্তসমতাতিশয়ঃ। অববোধমাত্রবপুরপ্যবুধোদ্ধরণায় কেবলমুপাত্ততনুঃ ॥ ॥ ২৪ ॥ যদেকমুদিতং পদং যতিবরত্রয়ীমস্তকে-

মেন স জৈমিনি র্যমিনাং শ্রবতং মনসা আলিঙ্গ্যান্তর্ধানমগাৎ। স চ যায়জূকানাং ইজ্যাশীলানাং সদসি প্রমুখঃ শ্রেষ্ঠো মণ্ডনঃ শঙ্করং প্রণিপত্যেদং বক্ষ্যমাণমবোচৎ প্র০ ॥ ২৩ ॥ সম্প্রতি ভবান্ বিদিতোঽস্তি কোঽস্য বহমিতি তত্রাহ। জগতঃ প্রকৃতিঃ কারণমতএব নিরস্তসমতাতিশয়ঃ জগৎ কারণস্য কলৌ-কথং সিসৃক্ষায়ামপরস্য জিহীর্ষাঽপরস্য জিহীর্ষয়ামন্যস্ত সিসৃ-ক্ষেত্যনবস্থিত্যাপাতাৎ। নম্বু সাংখ্যাদ্যভিমতং প্রধানাদি-রূপং মাং জানাসীতি চেত্তত্রাহ। অববোধমাত্রবপু র্নম্বু বিগ্রহবন্তং মাং কথমেবং জানাসীতি চেত্তত্রাহ। এবং ভূতোঽপ্যস্মদাদ্যজ্ঞ-জনোদ্ধরণায় কেবলং গৃহীতবিগ্রহো ন তু বস্তুতস্তদ্বানিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ অবুধোদ্ধারশ্চ ত্বয়া সম্পাদিত এব। বেদান্তবেদ্য-স্থাপনাদিত্যাশয়েনাহ। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ

প্রবেশ করিলে তুমি অনায়াসে সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ২২।

এইরূপে দ্বিজবর মণ্ডনকে বুঝাইয়া দিয়া জৈমিনি মুনি, যতিবর শঙ্করকে মনে মনে আলিঙ্গন করিয়া শীঘ্র অন্তর্দ্ধান হইলেন। অনন্তর যাগশীল লোক দিগগের সভায় যিনি একমাত্র অগ্রগণ্য সেই মণ্ডন তখন শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন। ২৩।

সম্প্রতি আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি। আপনি জগতের একমাত্র কারণ বলিয়া মমতা সকল একেবারে নিরস্ত করিয়াছেন। সাংখ্যাদি

স্তদস্থ পরিপালকস্ত্বমসি তত্ত্বমস্যাস্যুধঃ। পরং গলিতসৌগতপ্রলপিতান্ধকূপান্তরেপতৎ কথঞ্চিদন্যথা প্রলয়মদ্য নাপৎস্যতে ॥ ২৫ ॥ প্রবুদ্ধোঽহং স্বপ্নাদিতি কৃতমতিঃ স্বপ্নমপরং যথা মূঢ়ঃ স্বপ্নে কলয়তি তথা মোহবশগাঃ। বিমুক্তিং মন্যন্তে কতিচিদিহ লোকান্তরগতিং হসন্ত্যেতান্ দাসাস্তবগলিতমায়াঃ পরগুরোঃ ॥ ২৬ ॥ মুহুর্ধিগ্ধিগ্ ভেদিপ্রলপিতবিমুক্তিং যদুদয়েঽপ্যসারঃ সংসারোবিরমতি ন কর্তৃ

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব সোম্যেদমগ্র আসীদেক মেব দ্বিতীয়মিত্যাদিভিঃ ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যবেদত্রয়ীমস্তকৈ র্যদেকং পদং কথিতং তস্যাস্য পদস্য তত্ত্বমস্যাস্যুধবং পরং কেবলং পরিপালকোঽসি। অন্যথা গলিতাঃ পুমর্থভ্রষ্টা যে সৌগতাস্তৈঃ প্রলপিতলক্ষণস্যান্ধকূপস্যান্তরেঽদ্যপতৎ তৎ পদং কথমিব প্রলয়ং নাপৎস্যতেঽপি তু প্রপৎস্যতএব পৃথ্বী ॥ ২৫ ॥ কিঞ্চ যথা কশ্চন মূঢ়ঃ স্বপ্নে শ্রমং প্রাপ্য সুপ্ত্বা প্রবুদ্ধঃ প্রবোধরূপমপরং স্বপ্নএবাহং স্বপ্নাৎ প্রবুদ্ধ ইতি কৃতবুদ্ধিঃ কলয়তি মন্যতে। তথেহ লোকে কেচিদবিবেকবশবর্ত্তিনো বন্ধরূপামেব লোকান্তরগতিং বিমুক্তিং মন্যন্তে। তব পরগুরো র্দাসাস্তু বিগলিতমায়া এতান্ হসন্তি শি• ॥ ২৬ ॥ তস্মাদ্ভেদবাদিপ্রলপিতবিমুক্তিং

শাস্ত্রে যদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে তদ্রূপ আপনিও বোধ (জ্ঞান) স্বরূপ। আপনার শরীর দেখিয়া কোনও আশঙ্কা হয় না। কারণ, আপনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও কেবল অজ্ঞদিগকে উদ্ধার করিবার বাসনায় মানবীয় দেহ ধারণ করিয়াছেন, নতুবা আপনার কোন প্রাকৃতিক শরীর নাই। ২৪।

বেদান্ত,বেদ ও পরমাত্ম স্থাপন করিয়া আপনি অজ্ঞদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। "আত্মা ইদমেকএবাগ্র আসীৎ' ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি ঋক্, যজু ও সাম এই তিনটী বেদের মস্তকদ্বারা যে এক পদটী কথিত হইয়াছে, আপনি 'তত্ত্বমসি' "বেদবাক্যের অস্ত্রস্বরূপ হইয়া সেই পদের একমাত্র পালন কর্ত্তা। নতুবা পুরুষার্থ বিহীন বৌদ্ধগণ যে সমস্ত প্রলাপ করিয়াছিল, সেই প্রলাপরূপ অন্ধকূপের মধ্যে পতিত হইয়া সেই বেদের পদ এতদিনে লয়প্রাপ্ত হইত। বাস্তবিক আপনি রক্ষা না করিলে বৌদ্ধগণ যে বেদের চরণ ভগ্ন করিয়া দিত, তৎপক্ষে আর কোন সংশয় নাই। ২৫।

যেরূপ কোন মূঢ় ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় নিদ্রিত হইয়া নিদ্রা হইতে যখন জাগরিত হয়, তখন স্বপ্নাবস্থায় আমিই ছিলাম এবং স্বপ্ন হইতে আমিই জাগরিত হইয়াছি" এরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরে জাগরণ নামে আর একটী স্বপ্ন অনুভব করে; তদ্রূপ এই জগতে কতকগুলি অবিবেক সম্পন্ন লোকে বন্ধনরূপ পরলোকের গতিকেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। আপনি পরমগুরু, আমরা আপনার দাসানুদাস। যখন আমাদের মায়া (অজ্ঞান) বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন আমরা ঐ সকল অবিবেকী ভ্রান্তদিগকে দেখিলেই উৎকট পরিহাস করিব। ২৬।

অতএব যাঁহারা ভেদবাদী, সেই সমস্ত বৌদ্ধগণের প্রলাপ বাক্যদ্বারা অসৎ যুক্তিকে বারম্বার ধিক্। ঐ অসৎ যুক্তির যদি উদয় হয় তথাপি

স্বমুখরঃ। ভূশং বিব্রন্ ! মোদে স্থিরতমবিমুক্তিং ত্বদু-
দিতাং ভবাতীতা যেয়ং নিরবধিচিদানন্দলহরী ॥২৭॥
অবিদ্যারাক্ষস্যা গিলিতমখিলেশং পরগুরো ! পিচণ্ডং

স্থহ ধিগ্ধিগ্ বতো যস্যা উদরেহপি কর্তৃত্বপ্রমুখোহসারঃ সংসারো
ন শাম্যতি। ত্বদুক্তাং স্থিরতমাং বিমুক্তিং মোদে অনুমোদে। যতঃ
সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিপূর্ব্বকপরমানন্দপ্রাপ্তিরূপেত্যাহ সেয়ং ত্বদুক্তা
স্বরূপস্বরূপায়া এবম্ভূতায়া অপি নাশবত্ত্বেহনুপাদেয়ত্বং স্যাদিত্যতঃ
স্থিরতমেত্যুক্তং ॥২৭॥ কিঞ্চাবিদ্যালক্ষণয়া রাক্ষস্যা গিলিত-
মখিলেশং হে পরগুরো ! অস্যাঃ পিচণ্ডমুদরং ভিত্ত্বা সরভসং যথা-

কর্তৃত্ব-বিশিষ্ট এই অসার সংসারের লোপ হয় না। কিন্তু আপনি যে চিরস্থায়ী মুক্তির কথা বলিয়াছেন, আমি অবশ্য তাহার অনুমোদন করি। কারণ, আপনি যে মুক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহার উদয় হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না। অধিকন্তু সমস্ত অশুভ নিবৃত্ত হইয়া নিরবধি, অনন্ত পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। ঐ মুক্তি চিৎস্বরূপ, সুতরাং তাহা সকলেরই অনুমোদনীয় ॥ ২৭।

হে পরমগুরো ! পূর্ব্বে অবিদ্যা রাক্ষসী অখিল জগতের ঈশ্বরকে গিলিয়া ফেলিয়া ছিল। পরে সবেগে ঐ রাক্ষসীর উদর বিদীর্ণ করিয়া ঐ উদরের মধ্য হইতে আপনি অখিলেশ্বর পরমাত্মার উদ্ধার করিয়াছেন। রাক্ষসযুবতিগণ যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল, কিন্তু একেবারে গিলিয়া উদরসাৎ করে নাই। তাহার মধ্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর রামচন্দ্রের প্রিয়তমা সতী সীতাকে দর্শন করিয়া হনুমান্ রাক্ষসদিগের যুবতি কামিনী দিগকে বধ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করিয়া ছিলেন। এই কারণে

ভিত্ত্বাহস্যাঃ সরভসমমুষ্মাদুদহরঃ। বৃতাং পশ্যন্
রক্ষোযুবতিভিরমুষ্য প্রিয়তমাং হনুমাল্লোকেভ্যস্তব তু
কিয়তী স্যান্মহিততা ॥ ২৮ ॥ জগদার্ত্তিহন্নবগম্য
পুরা মহিমানমীদৃশমচিন্ত্যমহং। যদহং পুরাহক্রবমসা
ম্প্রতমপ্যখিলং ক্ষমস্ব করুণাজলধে ! ॥২৯॥ কপি-
লাক্ষপাদকণভুক্প্রমুখা অপি মোহমীয়ুরমিত-

স্যাত্তথাহমুষ্মাদুদরাৎ সকাশাদুদহরঃ উদ্ধৃতবানসি। তথাচ রক্ষসাং
যুবতিভির্বৃতাং ন তু গিলিতাং তত্রাপ্যমুষ্যাখিলেশস্য রামচন্দ্র-
স্যস্য প্রিয়তমাং সীতাং ন তু তং তত্রাপি পশ্যন্ ন তু রক্ষোযুবতি
নাশেনাহরৎ হনুমান্ লোকেভ্য এবম্ভূতস্য তব তু মহত্তা কিয়তী
স্যাৎ তস্যাঃ পরিমাণং নাস্তীত্যর্থঃ ॥২৮॥ এবং স্তুত্বা সম্মুখী-
কৃত্য ক্ষমাপয়তি। হে জগদার্ত্তিহন্ ! ঈদৃশমচিন্ত্যমহিমানং পূর্ব্ব-
মবুদ্ধা যদহমন্যায্যং পুরাহক্রবং তৎ সর্ব্বং ক্ষমস্ব যতো হে করুণা-
সমুদ্র ! ॥২৯॥ এবং ক্ষমাপ্য পুনঃ স্তৌতি। অপরিমিতপ্রতিভাঃ

হনুমান্ সকলের পূজ্য হইয়াছেন। যদি ইহা দ্বারা হনুমানের এতদূর মাহাত্ম্য প্রচার হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার মহত্ত্ব যে কতদূর হওয়া উচিত, তাহার পরিমাণ করা আমাদিগের অসাধ্য। ।২৮।

এইরূপে স্তবদ্বারা তাঁহাকে সম্মুখীন করিয়া মণ্ডন, শঙ্করের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হে জগতের পীড়া নাশক ! হে করুণাসিন্ধো ! আমি এরূপ অচিন্তনীয় মহিমা না জানিয়া পূর্ব্বে যে সমস্ত অন্যায্য কটুবাক্য বলিয়াছি, এক্ষণে নিজগুণে আপনি সে সমস্তই ক্ষমা করিবেন। ২৯।

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি অপরি-

প্রতিভাঃ। শ্রুতিভাবনির্ণয়বিধাবিতরঃ প্রভবেৎ কথং পরশিবাংশমৃতে ॥ ৩০ ॥ সমেতৈরেতৈঃ কিং কপিলকণভুগ্‌গৌতমবচস্তমস্তোমৈশ্চেতো-মলিনিমসমারম্ভণচণৈঃ। সুধাধারোদ্গারপ্রচুরভগবৎপাদবদনপ্ররোহদ্ব্যাহারামৃতকিরণপুঞ্জে বিজয়িনি ॥ ৩১ ॥ ভিন্দানৈ র্দেবমেতৈরভিনবয়বনৈঃ সন্দাবীভঞ্জনোৎকৈ র্ব্যাপ্তা সর্ব্বেয়মুর্বী ক্ব জগতি ভজতাং কৈব মুক্তিপ্রসক্তিঃ। যদ্বা সদ্বাদিরাজা বিজিতকলিমলা বিষ্ণুতত্ত্বানুরক্তা উজ্জৃম্ভন্তে সমন্তাদ্দিশিদিশি কৃতিনঃ কিং তয়া চিন্তয়া মে ॥ ॥ ৩২ ॥ কথমল্পবুদ্ধিবিবৃতিপ্রচয়প্রবলোরগক্ষতি-

কপিলগৌতমকণাদপ্রভৃতয়োঽপি শ্রুতিভাবনির্ণয়বিধৌ মোহং প্রাপ্তাঃ। তত্র পরশিবাংশং ত্বাং বিনা অন্যঃ কথং প্রভবেৎ ॥৩০॥ তথাচেদানীং তেষাং বচস্তমঃপুঞ্জা অকিঞ্চিৎকরা এবেত্যাহ। সমেতৈরিতি। সুধাধারোদ্গারপ্রচুরাস্তুগবৎপাদমুখলক্ষণা-চ্চন্দ্রাৎ প্ররোহন্তো ব্যাহারলক্ষণা অমৃতকিরণাস্তেষাং পুঞ্জে বিজয়িনি সতি মনসো মলিনিম্নো মালিন্যস্য সমারম্ভণেন চণৈ-শ্চিত্তৈঃ প্রতীতৈরেতৈঃ কপিলাদিবচস্তমস্তোমৈ র্মিলিতৈরপি কিং স্বকার্য্যকরণায় স্থাতুমপ্যশক্তত্বাৎ শি° ॥৩১॥ দুর্ব্বাদিভি র্ব্যাপ্তা মুর্ব্বীমালোচ্যোদ্ভূতাং চিন্তাং দর্শয়তি। দেবং পরমাত্মলক্ষণাং দেবপ্রতিমাং ভিন্দানৈঃ তদ্ভেদনপরৈ র্মোহমদেন মত্তৈ রেতৈ-রূপলভ্যমানৈ র্বাদিলক্ষণাভিনবয়বনৈঃ শ্রুতিলক্ষণাসদ্‌গাভ-ঞ্জনোৎসুকৈঃ সর্ব্বেয়ং ভূমি র্ব্যাপ্তা। ততশ্চ জগতি এবম্বিধানাং সেবতাং কস্মিন্ দেশে কস্মিন্ কালে বা মুক্তিপ্রসক্তিঃ কৈব কাপি কাপি নাস্তি। পুনরাচার্য্যশিষ্যানালোচ্যাহ যদ্বা সদ্বাদী ভবান্ রাজা যেষাং তে বিজিতকলিমলা বিষ্ণুতত্ত্বানুরক্তা বশীকৃতচিত্তা

মিত, সেই সমস্ত কপিল, গৌতম ও কণাদ প্রভৃতি মুনিগণ, শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে গিয়া সকলেই মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং বেদের অভিপ্রায় নির্ব্বাচন করিতে পরাৎপর পরমাত্মস্বরূপ সদাশিবের অংশ (আপনি) ব্যতীত অন্য আর কেহই সমর্থ হইবে না। ৩০।

কপিল ও গৌতমাদির বাক্য অকিঞ্চিৎকর। কারণ, অমৃতধারার প্রচুর প্রকাশ হওয়াতে ভগবানের চরণ ও বদনরূপ চন্দ্র হইতে যে সমস্ত বাক্যরূপ অমৃত কিরণ অঙ্কুরিত হইয়াছে,ঐ সমস্ত অমৃতকিরণের যদি উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয়; তবে মনের মালিন্য কর্ত্তারূপ তিমির রাশি একত্র মিলিত হইলেও কিছু হইতে পারে না। ৩১। দুষ্টবাদীগণ ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছে দেখিয়া মণ্ডন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহারা পরমাত্মদেবের প্রতিমা ভেদ করিয়া থাকে; যাহাদিগকে অবিরত মোহমদে মত্ত দেখা যায়, ঐ সমস্ত দুর্দ্দান্ত বাদীরূপ অভিনব যবনগণ, শ্রুতিরূপ সৎগাভির ভঞ্জনরূপ অনিষ্টাচরণে একান্ত উৎসুক হইয়া এই সমস্ত ভূমি ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। অনন্তর জগতে যাহারা এরূপ লোকদিগকে সেবা করিয়া থাকে, তাহাদিগের কোন দেশে কস্মিন্ কালেও মুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। আচার্য্যের শিষ্য সকল বিদ্যমান দেখিয়া পুনর্ব্বার মণ্ডন আলোচনা করিতে লাগিলেন—ভুবনে যে সমস্ত আপনার সৎবাদী শিষ্য আছে,আপনি তাহাদিগের মধ্যে রাজা। যাহারা কলিকালের মালিন্য জয় করিয়াছেন; যাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্বে একান্ত অনুরক্ত, যাঁহারা হৃদয় বশীভূত করিয়াছেন; আপনার এরূপ শিষ্য সকল যখন দিঙ্মণ্ডলের চারিপার্শ্বে বিরাজমান,

হতাঃ শ্রুতয়ঃ। ন যদি ত্বদুক্ত্যমৃতসেকধৃতা বিহ-
রেয়ুরাত্মবিধৃতানুশয়াঃ ॥ ৩৩ ॥ ভবদুক্তসূক্ত্যমৃত
ভানুকরা ন চরেয়ুরার্য্য ! যদি কঃ শময়েৎ। অতিতী-
ব্রদুঃসহভবোষ্ণ করপ্রচুরাতপপ্রভবতাপমিমম্ ॥৩৪॥

ভবদ্ভিষ্যা দিশিদিশি সমন্তাদ্বিসৃত্তয়েঽশুভয়া চিন্তয়া মম কি
ন কিমপীত্যর্থঃ প্র॰ ॥ ৩২ ॥ কিঞ্চ অল্পবুদ্ধীনাং যা বিবৃতয়ো
ব্যাখ্যাস্তাসাং প্রচয়ঃ প্রচারঃ স এব প্রবলোরগস্তৎ কর্তৃকক্ষত্যাং
হতাঃ শ্রুতয়ো যদি ত্বদুক্তিলক্ষণামৃতসেকেন ধৃতা ন স্যুস্তর্হি-
ত্মনি কৃতাভিপ্রায়াঃ কথং বিহরেয়ুঃ জীবনং লব্ধা বিহারং কুর্য্যু-
রিত্যর্থঃ প্র॰ ॥ ৩৩ ॥ কিঞ্চ ভবদুক্তসূক্তিলক্ষণস্যামৃতভানোঃ
সুধাকিরণস্য চন্দ্রস্য ভানবোঽহং শবো হে আর্য্য ! যদি ন বিচরেয়ু
স্তর্হ্যতিতীব্রস্যাতএব দুঃসহস্য ভবলক্ষণস্যোষ্ণভানোঃ সূর্য্যস্য
প্রচুরাতপাৎ প্রভবো যস্য তথাভূতমিমমনুভূয়মানং তাপং কঃ
শময়েৎ। অতিতীব্রো দুঃসহঃ ভবোষ্ণকর প্রচুরাতপপ্রভ-
বস্তাপস্তমিমমিতি বা ॥ ৩৪ ॥ অতএবৈবম্বিধোঽপ্যহং ত্বয়ো-

তখন আর আমার ঐরূপ অশুভ চিন্তায় প্রয়োজন
কি ? । ৩২ ।

যাহারা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহাদিগের বেদের
যে সমস্ত দুষ্ট ব্যাখ্যা আছে, ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা
প্রবল ভুজঙ্গস্বরূপ ; ঐ সর্পের দংশনে যে সকল
শ্রুতি মরিয়া গিয়াছে ; তাহাদের উপরে যদি আপ-
নার বচন সুধায় সিঞ্চন না হইত, তাহা হইলে শ্রুতি
সকল আত্মতত্ত্বের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ
(জীবন লাভ করিয়া) কিরূপে বিহার করিতে
পারিত ? । ৩৩ ।

হে আর্য্য ! আপনার সুমধুর বচন (বেদবাক্য)
রূপ শীতকিরণ চন্দ্রমার রশ্মি সকল জগতে না
থাকিলে অতিশয় তীক্ষ্ণ ও অসহ্য, সংসাররূপ উষ্ণ-

বত কর্ম্মযন্ত্রমধিরুহ্য তপঃ শ্রুতগেহদারসুতভৃত্যধনৈঃ।
অতিরূঢ়মানভরিতঃ পতিতো ভবতোদ্ধৃতোঽস্মি
ভবকূপবিলাৎ ॥৩৫॥ অহমাচরং বহুতপোঽসুকরং
ননু পূর্ব্বজন্মসু নচেদধুনা। জগদীশ্বরেণ করুণা-
নিধিনা ভবতা কথা মম কথং ঘটতে ॥ ৩৬ ॥ শান্তি-

দ্ধৃতোঽস্মীত্যাহ। বত খেদে হর্ষে বা কর্ম্মযন্ত্রমধিরুহ্য তপ-
আদিভিরতিরূঢ়াভিমানেন ভরিতো ব্যাপ্তঃ সংসারকূপবিলে ;
পতিতোঽহং তস্মাৎ ভবতোদ্ধৃতোঽস্মি ॥ ৩৫ ॥ নম্বেকস্যোদ্ধ-
রণেঽপরস্যানুদ্ধরণে বৈষম্যং মম স্যাদিতি চেৎ। তৎ কৃতসুকৃত-
দুষ্কৃতানুসারিত্বান্তব নেত্যাহ। অহং পূর্ব্বজন্মসু নিশ্চয়েনাসু-
করমতিকষ্টসাধ্যং বহুতপোঽচরং। নোচেদধুনা অস্মিন্ জন্মনি
করুণানিধিনা জগদীশ্বরেণ ভবতা সহ মমাস্ত্যাস্তায়োগ্যস্য কথা-
কথং ঘটতে ॥ ৩৬ ॥ অতোঽসংখ্যাতৈরেব পুণ্যৈঃ সুগুরো-

কিরণ সূর্য্যদেবের বহুল আতপ তাপ আর কিরূপে
শান্ত হইত ? । ৩৪ ।

যদিচ আমিও ঐরূপ সংসার তাপে তাপিত ;
যদি চ আমি ঐরূপ সংসার সাগরে নিমগ্ন ; তথাপি
আপনিই কেবল কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করি-
য়াছেন। হায় ! আমি কর্ম্ম যন্ত্রে আরোহণ করিয়া
তপস্যা, শাস্ত্রানুশীলন, গৃহ, দার, পুত্র, ভৃত্য এবং
অর্থদ্বারা অভিমানে একান্ত আক্রান্ত এবং সংসার
কূপের গর্ত্তে একান্ত পতিত হইয়াছি। কিন্তু
আপনি তাহা হইতেও আমাকে উদ্ধার কবিরার
কারণ। ৩৫।

"আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, অথচ
অপরকে উদ্ধার না করাতে আপনার বৈষম্য দোষ
ঘটে নাই'। কারণ শুভাশুভ ঘটনা সকল সুকৃত

প্রাক্‌সুকৃতাঙ্কুরং দমসমুল্লাসোল্লসৎপল্লবং বৈরাগ্য দ্রুমকোরকং সহনতাবল্লীপ্রসূনোৎকরং। একাগ্রীস্থ মনোমরন্দবিস্থৃতিং শ্রদ্ধাসমুদ্যৎফলং বিন্দেয়ং স্তুগুরো র্গিরাং পরিচয়ং পুণ্যৈরগণ্যৈরহং ॥ ৩৭ ॥ ত্রিদিবৌকসামপি পুমর্থকরীমিহ সংসরজ্জন-বিমুক্তিকরীং। করুণোর্ম্মিলাং তব কটাক্ষঝরী-মবগাহতেঽত্র খলু ধন্যতমঃ ॥ ৩৮ ॥ কেচিচ্চঞ্চ-

স্তব গিরাং পরিচয়ং লব্ধবানস্মি তং বিশিনষ্টি। শান্তিরূপেণ পরিণতস্য প্রাক্‌কৃতস্য সুকৃতস্য বীজভূতস্যাঙ্কুরং। দমসমুল্লাসস্যোল্লসন্তং পল্লবং। বৈরাগ্যলক্ষণপারিজাতস্য কোরকং কলিকাভূতং। তিতিক্ষাবল্ল্যাঃ প্রসূনোৎকরং পুষ্পনিচয়ং। একাগ্রীস্থমমনসঃ সমাধানপুষ্পস্য মরন্দবিস্থৃতিং মকরন্দবিস্তারং। শ্রদ্ধায়াঃ সমুদ্যৎফলং। তথাচ শান্ত্যাদিমতাধিকারিণা লভ্যং তমহমসংখ্যাতৈঃ পুরাকৃতৈঃ পুণ্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মীত্যহো মদ্ভাগ্যমাহাত্ম্যমিতি ভাবঃ শা০ ॥৩৭॥ অতোঽত্রাস্মিন্ লোকে তব কটাক্ষঝরীং ধন্যতমোঽবগাহতে। তাং বিশিনষ্টি। দেবানামপি চতুর্ব্বিধপুরুষার্থকরীং। ইহ চ সংসরতাং জনানাং বিমুক্তিকরীং। করুণালক্ষণোর্ম্মিভির্ব্যাপ্তাং প্র০ ॥ ৩৮ ॥ নমু প্রমদালীলাসু লোলাশয়ানামুক্ত-

ও দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুগামী। সুতরাং তাহারা দ্বারা আপনার ঐ দোষ ঘটিতে পারে না। আমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে কত কষ্টসাধ্য দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। নচেৎ ইহ জন্মে করুণাসিন্ধু জগদীশ্বরের (আপনার) সহিত আমার (অত্যন্ত অযোগ্য পাত্রের) কিরূপে কথা বার্ত্তা হইল ?। আপনার সহিত যে হতভাগ্যের আলাপ হইয়াছে, ইহা যে আমার পূর্ব্ব জন্মার্জিত কষ্টসাধ্য তপস্যার ফল, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। ৩৬।

বাস্তবিক আমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অগণ্য পুণ্যপুঞ্জদ্বারা আপনার বাক্যের পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছি। আপনার বাক্যের পরিচয় লাভ সাধারণ বস্তু নহে। কারণ, পূর্ব্বজন্মে যদি কেহ কখন কিছু সুকৃত সঞ্চয় করিয়া থাকে, আপনার বাক্য পরিচয়-শান্তিরূপে পরিণত হইয়া ঐ সঞ্চিত সুকৃতরাশির অঙ্কুর; দমগুণের সুন্দর পল্লব; বৈরাগ্য পারিজাতের নূতন কলিকা; ক্ষমালতার কুসুমরাশি; সমাধি কুসুমের মকরন্দ প্রবাহ, ও শ্রদ্ধার নবোদিত ফলরাশি। শান্ত, দান্ত এবং তিতিক্ষু প্রভৃতি বেদের অধিকারী লোকে যাহা লাভ করিয়া থাকে, আমি পূর্ব্বজন্মের পুণ্যপ্রভাবে তাহাই লাভ করিয়াছি। সুতরাং আমার শুভাদৃষ্টের মহিমা কি করিয়া আর আপনাকে জানাইব। ৩৭।

এই জগতে—যে ব্যক্তি আপনার কটাক্ষ স্রোতে অবগাহন করিতে পারে সে ব্যক্তিই সংসারে ধন্য। শুদ্ধ আমার জন্য নহে, যদি স্বর্গবাসী দেবতাগণও আপনার কটাক্ষের কিয়দংশ লাভ করিতে পারেন, তবে তাঁহাদেরও অবাধে ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। এই জগতে যাহারা সংসারী মনুষ্য, তাহাদিগের ভববন্ধন মোচনের ঐ এক মাত্র উপায় আছে। আপনার কটাক্ষ নির্ঝরে কৃপাতরঙ্গ অবিরত প্রকাশিত রহিয়াছে। যদি কোন সূত্রে একবার উহাতে অবগাহন করা যায়, তাহা হইলে তাহার কাছে মুক্তিলাভ অতি অকিঞ্চিৎ কর বস্তু। ৩৮।

লোচনাকুচতটীচেলাঞ্চলোচ্চালনস্পর্শদ্রাক্ পরিরম্ভসম্ভ্রমকলালীলাসু লোলাশয়াঃ। সন্ত্বেতে কৃতিনস্তু নিস্তুলযশঃকোশাদয়ঃ শ্রীগুরুব্যাহারক্ষরিতামৃতাব্ধিলহরীদোলাসু খেলন্ত্যমী ॥ ৩৯ ॥ চিন্তাসন্তানতন্তুগ্রথিতনবর্ভবৎসূক্তিমুক্তাফলৌঘৈরুদ্যদ্বৈশদ্যসদ্যঃপরিহৃততিমিরৈ র্হারিণো হারিণোঽমী। সন্তঃ সন্তোষবন্তো যতিবর! কিমতো মণ্ডনং পণ্ডিতানাং বিদ্যা হৃদ্যা স্বয়ং তান্ শতমখমুখরান্ বারয়ন্তী বৃণীতে ॥ ৪০ ॥ সন্তঃ সন্তোষ পোষং দধতু

ঝর্য্যবগাহনা সম্ভবাৎ কথমিহ সংসরতাং বিমোক্ষকরত্বং তস্যা ইত্যাশঙ্ক্যাহ। কেচিদেতে বিষয়িনশ্চঞ্চলে লোচনে যাসাস্তাসামঙ্গনানাং কুচতটীবস্ত্রৈকদেশোচ্চালনাদিরূপাসু লীলাসু চঞ্চলান্তঃকরণাঃ সন্তি চেৎ সন্তু। তথাপ্যমী বশীকৃতচিত্তা অপ্রতিমযশসাং কোশাদয়ঃ পাত্রমঞ্জুষাদিরূপাঃ শ্রীগুরোস্তব ব্যাহারেভ্যঃ ক্ষরিতস্য নিঃসৃতস্যামৃতস্য যোঽব্ধিস্তস্য লহরীলক্ষণাসু দোলাসু খেলন্তি। তত্র দ্রাক্ পরিরম্ভং ঝটিতি আলিঙ্গনং সম্ভ্রমস্ত্বরয়াকালে ভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ। কলা শিল্পনৈপুণ্যং। প্রিয়ানুকরণং লীলা বাগ্‌ভি র্গত্যা চেষ্টয়া শাদু° ॥৩৯॥ কিঞ্চ উদ্যদ্বৈশদ্যেন প্রোদ্যদব্যক্তভালক্ষণেম শৌক্ল্যেন সদ্যঃ পরিহৃতমজ্ঞানলক্ষণং তিমিরং যৈঃ চিন্তায়া বিচারস্য সন্তানলক্ষণৈস্তন্তুভি গ্র্থিতানাং নবানানাং ভবৎসূক্তিলক্ষণমুক্তাফলানাং সমূহৈঃ চামীকরবন্তোঽহারিণোঽযুক্তরহিতা হারিণো মনোজ্ঞা ইতি বা অমী সন্তো ভবচ্ছিষ্যাঃ সন্তোষবন্তঃ সন্তি। অতো হে যতিবর! পণ্ডিতানাং মণ্ডনমতঃ পরং কিময়মেব পণ্ডিতানামলঙ্কারো নত্বন্যোঽস্তএবাতিরম্যবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা লক্ষণাঙ্গনা পুরন্দরপ্রমুখান্ বারয়ন্তী

কেহ কেহ বলিবেন, আচার্য্যের কটাক্ষস্রোত দেবতাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিতে পারে সত্য, কিন্তু সাংসারিক মনুষ্যদিগকে মুক্তিদান করা একান্ত অসম্ভব। কারণ,এই জগতে যে সমস্ত চঞ্চল নয়না কামিনী আছে, তাহাদিগের স্তনের উপরিভাগের বসন ধরিয়া প্রথমে ঊর্দ্ধদিকে গ্রহণ-অনন্তর স্পর্শ-অনন্তর শীঘ্র গাঢ় আলিঙ্গন-অনন্তর ত্বরাপ্রযুক্ত অসময়ে অলঙ্কারের এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পতন-অনন্তর শিল্পনৈপুণ্য-পরে বাক্য-গমন ও বিবিধ চেষ্টা দ্বারা প্রিয়তমের অনুকরণ করা-ইত্যাদি রমণীগণের সুন্দর লীলা লহরীতে যাহাদের অন্তঃকরণ মগ্ন হইয়া চঞ্চল হইয়া থাকে, তাহারা কি কারণে আর আপনার কটাক্ষ স্রোতে অবগাহন করিবে? এবং আপনার ঐ কটাক্ষলহরীই বা কিরূপে আর ঐ সাংসারিক ব্যক্তিদিগকে মোক্ষপ্রদান করিবে?। বস্তুতঃ ঐ সকল বিষয়ীলোক পূর্ব্বোক্ত রমণীগণের এরূপ খেলা ও লীলাদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হয় হউক্। তথাপি যাঁহারা চিত্ত বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা যে অনুপম যশের আধার স্বরূপ আপনার বাক্য নির্গলিত অমৃত সিন্ধুর লহরী দোলায় আরোহণ করিয়া সুখে খেলা করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ৩৯।

মুক্তা সকল কেবল নিজনির্ম্মলতাগুণের প্রকাশে সদা অজ্ঞান তিমির ধ্বংস করিয়া থাকে। কিন্তু বিচারতন্তু (তাঁৎ) গ্রথিত আপনার অভিনব সুন্দর বাক্যরূপ ঐ মুক্তাদ্বারা সুবর্ণময় ও মনোহর এই সমস্ত আপনার দূরদর্শী শিষ্যগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অতএব হে যতিবর! ইহা অপেক্ষা পণ্ডিতদিগের আর কি অলঙ্কার আছে?। অতএব

তব কৃতাম্নায়শোভৈ র্যশোভি সৌরালোকৈ-রুলূকা ইব নিখিলখলা মোহমাহো বহন্তু । ধীরশ্রীশঙ্করার্য্যপ্রণতিপরিণতিভ্রশ্যদন্তদুরন্তধ্বান্তাঃ সন্তো বয়ন্তু প্রচুরতরনিজানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নাঃ ॥ ॥ ৪১ ॥ চিন্তাসন্তানশাখী পদসরসিজয়োর্ব্বন্দনং

এতান্ বৃণীতে স্র০ ॥৪০॥ কিঞ্চ তব কৃতাম্নায়স্যোপদেশস্য শোভা যেষু তৈ র্যশোভিঃ সন্তঃ সন্তোষস্য পোষং পুষ্টিং ধারয়ন্তু । আহো সূর্য্যসম্বন্ধ্যালোকৈরুলূকা ইব তৈ র্নিখিলখলা মোহং বহন্তু । বয়ন্ত ধীরাশ্চ তে শ্রীশঙ্করার্য্যপ্রণতেঃ পরিণত্যা প্রণামস্য পরিণামেন ভ্রশ্যদন্ত দুরন্তং তমো যেষাং তাদৃশাঃ সন্তঃ প্রচুরতরনিজানন্দসাগরে নিমগ্নাঃ । ধীরশ্চাসৌ শ্রীশঙ্করশ্চেতি বা ॥ ৪১ ॥ কিঞ্চ তে চিন্তনং সর্ব্বাভিলষিতসম্পাদকত্বাৎ কল্পবৃক্ষস্তথা তে

এই সর্ব্ব হৃদয় হারিণী ব্রহ্মবিদ্যা কামিনী ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক আপনার সৎ শিষ্যদিগকে অদ্য বরণ করিয়াছে। ৪০।

যে সমস্ত যশের উপর আপনার উপদেশের জ্যোতি বিকীর্ণ আছে, সেই সমস্ত কীর্ত্তি কলাদ্বারা পণ্ডিতগণ সন্তোষ লাভ করুন। সূর্য্যের আলোকমালা দর্শনে পেচকেরা যেরূপ মোহপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ নিখিল খল জনে ভবদীয় যশোজ্যোতির প্রভাসন্দর্শনে মুগ্ধ হউক। আপনাকে প্রণাম করিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণের অপরিহার্য্য ও দুরন্ত মোহ তিমির বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বহুদর্শী ধীর পণ্ডিতগণ অতলস্পর্শ আত্ম সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করুন। ৪১।

আপনাকে চিন্তা করিলে সমস্ত অভীষ্ট কার্য্য

নন্দনং তে সঙ্কল্পঃ কল্পবল্লী মনসি গুণনুতে র্ব্বন্দনা স্বর্ণদীয়ং । স্বর্গো দৃগ্গোচরস্ত্বৎপদভজনমতঃ বিচার্য্যেদমার্য্যা মন্যন্তে স্বর্গমন্যং তৃণবদতিলঘুং শঙ্করার্য্য ! ত্বদীয়াঃ ॥ ৪২ ॥ তদহং বিসৃজ্য সুতদারগৃহং দ্রবিণানি কর্ম্ম চ গৃহে বিহিতং। শরণং বৃণোমি ভগবচ্চরণাবনুশাধি কিঙ্কর মমুং কৃপয়া ॥৪৩॥ ইতি

পদকমলয়ো র্ব্বন্দনং নন্দনং। তথা ত্বদ্বিষয়কো মনসি সঙ্কল্প আরাধনাদীচ্ছা কল্পবল্লী। তথা তবগুণস্তুতে র্ব্বর্ণনা ইয়ং স্বর্ণদী গঙ্গা। তথা স্বর্গস্তে দৃগ্ গোচরঃ কটাক্ষবিষয়োঽতো হে শঙ্করার্য্য ! ইদমেবস্থিধং ত্বদ্ভজনং বিচার্য্য ত্বদীয়াঃ বর্ণিতদান্যং স্বর্গং শুষ্কতৃণবদতিলঘুং মন্যন্তে ॥ ৪২ ॥ তত্তস্মাদহং সুতাদি সর্ব্বং পরিত্যজ্য ভবচ্চরণৌ শরণং বৃণোমি। অতোঽমুং কিঙ্করং শাধি আজ্ঞাপয় স্র০ ॥ ৪৩ ॥ ইত্যেবং সুবুদ্ধিনা মণ্ডনেন সূনৃতোক্তিভিরুদীর্ণ-

সম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং আপনার চিন্তা কল্পবৃক্ষ; আপনারপ দারবিন্দযুগলের অভিবন্দনা নন্দন কানন; আপনাকে আরাধনা করিতে যে, ইচ্ছা হয় তাহাই কল্পলতা; আপনার গুণস্তুতি বর্ণনা স্বর্গনদী গঙ্গা-এবং ঐ স্বর্গ আপনার কটাক্ষের নিকটস্থ বলিয়া বিখ্যাত। অতএব হে আর্য্য ! শঙ্কর ! এরূপ প্রণালীর সহিত আপনাকে ভজনা করিলে বর্ণিত বিষয় ভিন্ন উপাসকেরা স্বর্গকেও শুষ্কতৃণের তুল্য লঘু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। ৪২।

এই এমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমি পুত্র, দারা, গৃহ ধন, এবং গৃহস্থোচিত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণার বিন্দের শরণাপন্ন হইয়াছি।

সূনৃতোক্তিভিরুদীর্ণগুণঃ সুধিয়াত্মবানমুজিঘৃক্ষুরসৌ। সমুদৈক্ষতাস্য সহধর্ম্মচরীং বিদিতাশয়া মুনিমবোচত সা॥ ৪৪॥ যতিপুণ্ডরীক! তব বেদ্মি মনো ননু পূর্ব্বমেব বিদিতঞ্চ ময়া। ইহ ভাবিতাপসমুখা-দখিলং তদুদীর্য্যতে শৃণু সসভ্যজনঃ॥ ৪৫॥ ময়ি-জাতু মাতুরুপকণ্ঠজুষি প্রভয়া তড়িৎপ্রতিভটোচ্চ-জটঃ। সিতভূতিরূষিতসমস্ততনুঃ শ্রমণোঽভ্য যাদপরসূর্য্য ইব॥ ৪৬॥ পরিগৃহ্যপাদ্যমুখয়াঽ-র্হণয়া রচিতাঞ্জলি র্নমিতপূর্ব্বতনুঃ। জননী তদাত্তব-রিবস্যমমুং মুনিমন্বয়ুংক্ত মম ভাব্যখিলং॥ ৪৭॥ ভগবন্নবেদ্মি দুহিতু র্মমভাব্যখিলঞ্চ বেত্তি তপসা হি

গুণ; আত্মবানসৌ শ্রীশঙ্করস্তমনুগ্রহীতুমিচ্ছুরস্য মণ্ডনস্য সহ-ধর্ম্মচরীং পত্নীং সমুদৈক্ষত। বিদিতো মুনেরাশয়ো যয়া সা সরস্বতী মুনি মবোচত॥৪৪॥ যদুবাচ তদাহ। হে যতিব্যাঘ্র! পুণ্ডরীকং সিতাম্ভোজে সিতচ্ছত্রে চ ভেষজে। কোশকারা-ন্তরে ব্যাঘ্রং পুণ্ডরীকোঽগ্নিদিগ্‌গজে ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ। অহং তব মনোগতং বেদ্মি। পূর্ব্বমেব চেহাস্মিন্ স্বজন্মনি যৎ সর্ব্বং ভবিষ্যং তাপসমুখান্ময়া বিদিতং। তদুদীর্য্যতে সভ্যজনৈঃ সহ ত্বং শৃণু॥ ৪৫॥ এবং তাপসমুখাদ্বিদিতং বৃত্তান্তং শ্রাবয়িতুমভি-মুখীকৃত্য তং শ্রাবয়তি। জাতু কদাচিৎ মাতুরুপকণ্ঠজুষি মাতৃ-সামীপ্যং সেবমানায়াং ময়ি সত্যাং প্রভয়া বিদ্যুৎ প্রতিভটা জটা যস্য সিতভূত্যা শ্বেতভস্মনা রূষিতা লিপ্তা তনুঃ শরীরং যস্য সঃ। অপরসূর্য্য ইব কশ্চিত্তপস্বী অভ্যয়াৎ॥ ৪৬॥ তদা পাদ্যাদ্যয়া পূজয়া মুনিং পরিগৃহ্য রচিতাঞ্জলিঃ নমিতা পূর্ব্বতনুঃ শিরো-ভাগো যয়া সা জননী আত্তা বরিবস্যা পূজা যেন তমমুং মুনিং মম ভবিষ্যমখিলমন্বয়ুংক্ত পৃষ্টবতী॥ ৪৭॥ হে ভগবন্। স্বদুহিতু র্ভবিষ্যমহং ন জানামি। ভবান্ হি তপসা বেত্তি।

এবং আপনি এক্ষণে কৃপাপূর্ব্বক এই কিঙ্করকে কোন বিষয় আদেশ করুন। ৪৩।

এইরূপে পণ্ডিত মণ্ডন সত্য বচনদ্বারা ভগবানের গুণরাশি প্রকাশ করিবার পর, আত্মবিৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার প্রত্যাশায় মণ্ডনের পত্নীর দিকে একবার নেত্রপাত্র করিলেন। তাঁহার পত্নী সরস্বতী মুনির অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মুনির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ৪৪।

হে যতিবর! আমি আপনার মনোগত ভাব জানিতে পারিলাম। আমার এজন্মে যাহা কিছু শুভাশুভ ঘটিবে, পূর্ব্বেই আমি তাহা একজন প্রধান তপস্বীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা বর্ণনা করি-তেছি, আপনি সভ্যজনদিগের সহিত একত্র হইয়া ঐ সমস্ত বিষয় একবার শ্রবণ করুন। ৪৫।

এক সময়ে আমি আমার জননীর নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন তপস্বী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যুতের তুল্য পিঙ্গলবর্ণ তাঁহার জটাজূট; সমস্ত শরীর শ্বেতবর্ণ বিভূতি দ্বারা লিপ্ত; দেখিলে বোধ হয় যেন দ্বিতীয় সূর্য্য ভূতলে উদিত হইয়াছেন। ৪৬।

আমার মাতা তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্যপ্রভৃতি পূজোপ-করণদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। অনন্তর জননীর পূজা গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল মুনিবর নিস্তব্ধ হইলে আমার ভবিষ্য শুভাশুভ ঘটনার জন্য আমার মাতা পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। ৪৭।

ভবান্। প্রণতে জনে হি সুধিয়ঃ কথয়ন্ত্যপি গোপ্যমার্য্যসদৃশাঃ কৃপয়া ॥ ৪৮ ॥

কিয়দায়ুরাপ্স্যতি সুতান্ কতিবা দয়িতং কথঞ্চিধমুপেষ্যতি চ। অথ চ ক্রতূনপি করিষ্যতি মে দুহিতা প্রভূতধনধান্যবতী ॥ ৪৯ ॥

ইতি পৃষ্টভাবিচরিতঃ প্রসুবা ক্ষণমাত্রমীলিতবিলোচনকঃ। সকলং ক্রমেণ কথয়ন্নিদমপ্যপরং জগাদ সুরহস্যমপি ॥ ৫০ ॥

আর্য্যসদৃশা নম্রে জনে গোপ্যমপি কৃপয়া কথয়ন্ত্যেব ॥ ৪৮ ॥

এবং তং সম্মুখীকৃত্য গুরুং পৃচ্ছতি। মে দুহিতা কিয়দায়ুঃ প্রাপ্স্যতি সুতান্ কতি বা প্রাপ্স্যতি পতিং কীদৃশমুপেষ্যতি তথা প্রভূতধনধান্যবতী সতী যজ্ঞানপি করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ইত্যেবং প্রসুবা জনন্যা পৃষ্টং ভাবি চরিতং যস্মৈ স ক্ষণমাত্রং মীলিতে বিলোচনে এব বিলোচনকে নেত্রে যেন স ক্রমেণ সকলং কথয়ন্ ইদমপ্যপরমতিগোপ্যমপি জগাদ ॥ ৫০ ॥

ভগবন্! আমার কন্যার ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা আমি জানি না। কিন্তু আপনি তপোবলে সমস্তই জানিতে পারিতেছেন। যাঁহারা সুধী এবং আর্য্য বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা প্রণত জনের উপর গোপনীয় বিষয় সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৪৮।

আমার এই কন্যার কত দিন আয়ু? কত গুলি পুত্র হইবে? কিরূপ পতি লাভ করিবে? এবং বিবিধ ধন ধান্যের অধিকারিণী হইয়া কত যজ্ঞ করিবে?। ৪৯।

আমার জন্ম জননী ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে উৎসুক হইয়া যে সমস্ত প্রশ্ন করিলেন, তিনি ক্ষণ কাল নেত্রযুগল নিমীলিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয় বলিতে বলিতে মধ্য হইতে আর একটী অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলেন। ৫০।

নিগমাধ্বনি প্রবলবাহ্যমতৈরবিতৈরধিক্ষিতি খিলে দ্রুহিণঃ। পুনরুদ্দিধীর্ষুরবতীর্য্য খলু প্রতিভাতি মণ্ডনকবীন্দ্রমিষাৎ ॥ ৫১ ॥

তমবাপ্য রুদ্রমিব সাদ্রিসুতা দুহিতা তথাচ্যুতমিবাব্ধিসুতা। অনুরূপমাহৃতসমস্তমখা সসুতা ভবিষ্যতি চিরং মুদিতা ॥ ৫২ ॥

বেদবাহ্যং মতং যেষাং কর্ম্মধারয়ো বা প্রবলৈশ্চ তৈর্ব্বাহ্যমতৈরসংখ্যাতৈর্ব্বেদমার্গেঽধিক্ষিতি ভূমৌ খিলে ছিন্নে সতি দ্রুহিণো ব্রহ্মা বেদমার্গমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুর্মণ্ডনকবীন্দ্রব্যাজেনাবতীর্য্য কিল ভাতি প্রকাশতে ॥ ৫১ ॥

পর্বতসুতা পার্বতী রুদ্রমিব সমুদ্রসুতালক্ষ্মীর্বিষ্ণুমিব সা তব সুতা তং দ্রুহিণাবতারমনুরূপং মণ্ডনমবাপ্যাহৃতাঃ সর্ব্বে মখা যজ্ঞা যয়া সুতৈঃ সহ বর্ত্তমানা চ সতী চিরকালং মুদিতা ভবিষ্যতি ॥ ৫২ ॥

বেদবিদ্বেষী বাহ্যমতালম্বী বৌদ্ধ প্রভৃতি দুষ্ট বাদী গণ প্রবল হইয়া পৃথিবীতলে সমস্ত বৈদিক মার্গ ছিন্ন ভিন্ন করিবার পর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত বিষয় উদ্ধার বাসনা করিয়া অবতীর্ণ হইবেন এবং মণ্ডন পণ্ডিত নামে ভূতলে খ্যাতিলাভ করিবেন। ৫১।

হিমাদ্রিতনয়া পার্ব্বতী যেমন মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন; সমুদ্র দুহিতা কমলা দেবী যদ্রূপ কেশবকে লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমার কন্যা অনুরূপ পতি মণ্ডনকে লাভ করিয়া বিবিধ যজ্ঞ করিবে, অনেক পুত্র সন্তান প্রসব

অথ নষ্টমৌপনিষদং প্রবলৈঃ কুমতৈঃ কৃতান্ত-মিহ সাধয়িতুম্। ননু মানুষং বপুরুপেত্য শিবঃ সমলঙ্করিষ্যতি ধরাং স্বপদৈঃ ॥ ৫৩ ॥

সহ তেন বাদমুপগম্য চিরং দুহিতুঃ পতিস্তু যতিবেষজুষা। বিজিতস্তমেব শরণং জগতাং শরণং গমিষ্যতি বিসৃষ্টগৃহঃ ॥ ৫৪ ॥

অথানন্তরমিহাস্মিন্ লোকে প্রবলৈঃ কুমতৈর্নষ্টমৌপনিষদং কৃতান্তং সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং ননু শিবো মানুষং বপুরবাপ্য স্ব-চরণন্যাসৈর্ভূমিমলঙ্করিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

তেন যতিবেষজুষা শ্রীশঙ্করেণ সহ তব দুহিতুঃ পতির্ব্বাদং প্রাপ্য তেন বিজিতঃ সন্ পরিত্যক্তগৃহো জগতাং শরণং তং শরণং গমিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥

করিবে ও তাঁহার সঙ্গে চির কাল মনের সুখে কালাতিপাত করিবে। ৫২।

অনন্তর কুমতাবলম্বী বৌদ্ধ গণ সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম একেবারে নষ্ট করিয়া তুলিবে। দেখ—সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত বিষয় পুনঃ সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত মহাদেব মানবীয় শরীর ধারণ করিয়া আপনার পদস্পর্শে পুনরায় এই ভূমিতল অলঙ্কৃত করিবেন। ৫৩।

যতিবেশধারী শঙ্করের সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত তোমার জামাতা মণ্ডনের অনেক শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক হইবে। পরে তাঁহার নিকটে পরাজিত হইয়া মণ্ডন গৃহত্যাগ করিবেন এবং জগতের একমাত্র আরাধ্য ও শরণাগতবৎসল ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইবেন। ৫৪।

ইতি গামুদীর্য্য স মুনিঃ প্রযযৌ সকলং যথা-তথমভূচ্চ মম ॥ ভবদীয়শিষ্যপদমস্য কথং বিতথং ভবিষ্যতি মুনের্বচসি ॥ ৫৫ ॥

অপি তু ত্বয়াদ্য ন সমগ্রজিতঃ প্রথিতাগ্রণীর্মম পতির্যদহম্। বপুরর্দ্ধমস্য ন জিতা মতিমন্নপি মাং বিজিত্য কুরু শিষ্যমিমম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি বাচমুদীর্য্য স মুনিঃ প্রযযৌ মম সর্বং ভবিষ্যং যথা তেনোক্তং তথৈবাভূৎ, তস্মাদস্য মম পত্যুর্ভবদীয়শিষ্যপদং মুনের্ব্বচসি কথমসত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

যদ্যপ্যেবং তথাপি মদবিজয়েন সকলস্যাপরাজিতত্বাৎ মাং বিজিত্যৈনং শিষ্যং কুর্ব্বিত্যাহ। অপি তু কিন্তু প্রথিতানামগ্রণী-র্মম পতিরদ্য ত্বয়া সমগ্রো জিতো ন ভবতি তথা যদ্যস্মাদহম-স্যার্দ্ধং শরীরং ন জিতা আত্মনোঽর্দ্ধং পত্নীতিশ্রুতেঃ। এতজ্জ্ঞাতুং যোগ্যোঽসীতি সূচয়ন্ সংবোধয়তি হে মতিমন্নিতি তস্মাৎ মাং বিজিত্যৈনং শিষ্যং কুরু ॥ ৫৬ ॥

এই কথা বলিয়া সেই তপস্বী গমন করেন। এবং তিনি যে সমস্ত বলিয়া গিয়াছিলেন আমার সেই সমস্তই ঘটিয়াছে। এক্ষণে মুনির বচনানুসারে আমার স্বামী কেন আপনার শিষ্য হইবেন না? বস্তুতঃ আপনার শিষ্য হওয়া কখনই মিথ্যা নহে। ৫৫।

আমি যাহা বলিলাম ইহাতেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে না পরাজয় করিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার সমগ্র জয় করা হয় নাই। ভাবিয়া দেখুন, যে সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিত আছেন, আমার পতি তাঁহা দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। এবং বেদে আছে "আত্মনোঽর্দ্ধং পত্নী" আত্মার অর্দ্ধেক পত্নী। সুতরাং আমি তাঁহার আত্মার অর্দ্ধভাগ। আপনি

যদপি ত্বমস্য জগতঃ প্রভবো নমু সর্ব্ববিচ্চ পরমঃ পুরুষঃ। তদপি ত্বয়ৈব সহ বাদকৃতে হৃদয়ং বিভর্ত্তি মম তূৎকলিকাম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি যাযজূকসহধর্ম্মচরী কথিতং বচোঽর্থবদগর্হ্যপদম্। মধুরং নিশম্য মুদিতঃ স্থতরাং প্রতিবক্তুমৈহত যতিপ্রবরঃ ॥ ৫৮ ॥

যদবাদি বাদকলহোৎসুকতাং প্রতিপদ্যতে হৃদয়মিত্যবলে!। তদসাম্প্রতং ন হি মহাযশসো মহিলাজনেন কথয়ন্তি কথাম্ ॥ ৫৯ ॥

স্বমতং প্রভেত্তুমিহ যো যততে স বধূজনোঽস্তু যদি বাঽন্যিতরঃ। যতিতব্যমেব খলু তস্য জয়ে নিজপক্ষরক্ষণপরৈর্ভগবন্!॥ ৬০ ॥

অতএব গার্গ্যভিধয়া কলহং সহ যাজ্ঞবল্ক্যমুনিরাডকরোৎ। জনকস্তথা স্থলভয়াঽবলয়া কিমমী ভবন্তি ন যশোনিধয়ঃ। ৬১ ॥

নমু মৎস্বরূপাভিজ্ঞা ময়া সহ বাদং কথমিচ্ছসীতিচেত্তত্রাহ যদ্যপ্যস্য জগতস্ত্বং কারণং সর্ব্বজ্ঞশ্চ পরমঃ পুরুষঃ তথাপি ত্বয়ৈব সহ বাদার্থং মম তু হৃদয়মুৎকণ্ঠাং ধারয়তি ॥ ৫৭ ॥

ইত্যেবং যজনশীলস্য পত্ন্যা কথিতমর্থবদনিন্দিতপদং মধুরং বচো নিশম্যাত্যন্তং মুদিতো যতিশ্রেষ্ঠঃ শ্রীশঙ্করঃ প্রতিবক্তুমৈচ্ছৎ ॥ ৫৮ ॥

মে হৃদয়ং বাদকলহোৎসুকত্বাং প্রতিপদ্যত ইতি ত্বয়া যদুক্তং হে অবলে! তদযুক্তং হি যস্মাৎ মহাযশসঃ বধূজনেন কথাং ন কথয়ন্তি ॥ ৫৯ ॥

স্বমতরক্ষণায় প্রবৃত্তেন ত্বয়ৈতন্নবাচ্যমিত্যাশয়েন সরস্বত্যাহ। ইহাস্মিন্ লোকে স্বমতং প্রভেত্তুং যঃ প্রযত্নং করোতি স বধূজনোঽস্তন্যো বাঽস্তু তস্য জয়ে হে ভগবন্! স্বপক্ষরক্ষণপরৈর্যত্নঃ কর্ত্তব্য এব খলু প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬০ ॥

তত্রৈবংবিধৌ বৃদ্ধানুদাহরতি। অতএব গার্গ্যাখ্যয়াঽবলয়া সহ যাজ্ঞবল্ক্যো মুনিরাট্ কলহমকরোৎ তয়োঃ সংবাদো বৃহদারণ্যকে উক্তঃ। তথা জনকঃ স্থলভয়াঽবলয়া সহ কলহমকরোদিতি মোক্ষধর্ম্মেষূক্তম্। যদুক্তং মহাযশ ইতি তত্রাহ কিমে-

আমাকে জয় করেন নাই। অতএব হে পণ্ডিতবর! আমাকে বাদে পরাস্ত করিয়া আমার স্বামীকে শিষ্য করুন। ৫৬।

যদ্যপি আপনি জগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বজ্ঞ ও পরমপুরুষ। তথাপি আপনার সহিত বাদ করিতে আমার হৃদয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। ৫৭।

যাগশীল ব্রাহ্মণের পত্নীর এরূপঅর্থযুক্ত ও সুমধুর পদ পূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া যতিবর শঙ্কর যৎপরো নাস্তি প্রমুদিত হইয়া উত্তর দান করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৫৮।

হে অবলে! তুমি যে বলিয়াছ আমার হৃদয় আপনার সহিত বিবাদ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অনুচিত। কারণ, মহাযশস্বী পণ্ডিত গণ কখনই কামনীজনের সহিত বাদ করিতে ইচ্ছা করেন না। ৫৯।

তখন সরস্বতী বলিলেন—এই জগতে নিজ মত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া থাকেন, সে জন রমণীই হউক, অথবা অন্য কেহই হউক, তাহাকে জয় করিতে হইলে, যাহারা নিজ পক্ষ সমর্থনে উৎসুক তাঁহারা যে যত্ন করিবেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। ৬০।

এই বিষয়ে আমি প্রাচীন মত দেখাইতেছি।

ইতি যুক্তিমদ্গদিতমাকলয়ন্ মুদিতান্তরঃ শ্রুতি-সরিজ্জলধিঃ। স তয়া বিবাদমধিদেবতয়া বচসা-মিয়েষ বিদুষাং সদসি ॥ ৬২ ॥

অথ সা কথা প্রববৃতে স্ম তয়োরুভয়োঃ পর-স্পরজয়োৎসুকয়োঃ। মতিচাতুরীরচিতশব্দঝরী শ্রুতিবিস্ময়ীকৃতবিচক্ষণয়োঃ ॥ ৬৩ ॥

অনয়োর্ব্বিচিত্রপদযুক্তিভরৈর্নিশম্য সংকথন-মাকলিতম্। ন ফণীশমপ্যতুলয়ন্ন রবিং ন গুরুং কবিং কিমপরং জগতি ॥ ৬৪ ॥

ন দিবা ন নিশ্যপি চ বাদকথা বিররাম নৈয্য-মিককালমৃতে। ইতি জল্পতোঃ সমমনল্পধিয়োর্দ্দিব-সাশ্চ সপ্তদশ চাত্যগমন্ ॥ ৬৫ ॥

তাবতাঽমী যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো যশোনিধয়ো ন ভবন্ত্যপিতু ভবন্ত্যেব ॥ ৬১॥

ইত্যেবং যুক্তিযুক্তং তয়া কথিতমাকর্ণয়ন্ মুদিতান্তরঃ শ্রুতিলক্ষণানাং নদীনাং সমুদ্রঃ স শ্রীশঙ্করো বচসামধিষ্ঠাত্র্যা-দেবতয়া সরস্বত্যা বিদুষাং সদসি বাদমিয়েষ ইচ্ছতিস্ম ॥ ৬২ ॥

অথানন্তরং পরস্পরজয়োৎসুকয়োঃ শ্রুত্যা শ্রবণেন বিস্ময়ী-কৃতা বিচক্ষণা যাভ্যাস্তয়োর্দ্বয়োঃ শঙ্করসরস্বত্যোর্ব্বাদকথা প্রব-বৃতে। তাং বিশিনষ্টি বুদ্ধিচাতুর্য্যা রচিতা শব্দঝরী যত্র সা ॥৬৩॥

বিচিত্রপদযুক্তিভরৈর্ব্যাপ্তমনয়োঃ কথিতং শ্রুত্বা ফণীশং শেষ-মপি নাতুলয়ৎ নাপি সূর্য্যং নাপি বৃহস্পতিং নাপি শুক্রং জগত্য-পরং নাতুলয়ন্নিতি কিং বক্তব্যম্ ॥ ৬৪ ॥

নৈয্যমিককালং সন্ধ্যাবন্দনাদিষু নিয়তং কালং বিনা ॥ ৬৫ ॥

যথা—মুনিবর যাজ্ঞ্যবল্ক্য গার্গী নাম্নী এক কামি-নীর সহিত শাস্ত্রীয় কলহ করিয়াছিলেন, ইহা বৃহদা-রণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। রাজর্ষি জনক সুলভা কামিনীর সহিত যথেষ্ট বিবাদ বিসম্বাদ করিয়াছিলেন, ইহাও মোক্ষ ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে। অতএব এই সমস্ত বৃদ্ধজনের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও আপনি কিকরিয়া বলিলেন যে, যশস্বী পণ্ডিতগণ কদাচ স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক বিতর্ক করিবেন না। তাহা হইলে এই সমস্ত যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কখনই রমণী গণের সহিত বিবাদ করিয়া যশোভাজন হইতেন না। ৬১।

শ্রুতি নদীর জলনিধি স্বরূপ শঙ্করাচার্য্য এই-রূপ কামিনীর যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীর সহিত পণ্ডিতসভায় পুনর্ব্বার বাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৬২।

যাঁহারা পরস্পর জয় করিতে উৎসুক হইয়া ছিলেন, যাঁহাদের কথা শ্রবণে সভায় উপস্থিত বিচক্ষণ সকল বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, সেই শঙ্করও সরস্বতীর কথা তৎকালে বুদ্ধির চাতুরী-প্রকাশ ও শব্দাড়ম্বরের সহিত শীঘ্র প্রবৃত্ত হইল। ৬৩।

বিচিত্র পদ ও বিচিত্র যুক্তিসম্বলিত উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ফণিপতি অনন্ত, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ইহারা কেহই উভয়ের সাদৃশ্য লাভ করিল না। সুতরাং জগতে আর কাহাকে যে তুলনা দেওয়া হইবে তাহা এক্ষণে বলিতেও পারা যায় না। ৬৪।

যথাসময়ে সন্ধ্যা, বন্দনা ও স্নানাদি কার্য্য ব্যতীত মহামতি শঙ্কর ও সরস্বতীর বাদকথা, কি

অথ শারদাঽকৃতকবাক্‌প্রমুখেষখিলেষু শাস্ত্রবিচয়েষু পরম্। তমজয্যমাত্মনি বিচিন্ত্য মুনিং পুনরপ্যচিন্তয়দিদং ত্বরসা॥ ৬৬॥

অতিবাল্য এব কৃতসংন্যসনো নিয়মৈঃ পরৈরবিধুরশ্চ সদা। মদনাগমেষ্বকৃতবুদ্ধিরসৌ তদনেন সম্প্রতি জয়েয়মহম্॥ ৬৭।

অথ শারদা অকৃতকবাক্‌প্রমুখেষনাদিসিদ্ধবেদবাক্‌প্রভৃতিষখিলেষু শাস্ত্রসমূহেষু তং পরং মুনিং জেতুমশক্যমাত্মনি বিচিন্ত্য পুনরপীদং বক্ষ্যমাণং ঝটিত্যচিন্তয়ৎ॥ ৬৬॥

যদচিন্তয়ত্তদ্দর্শয়তি। অতিবাল্য এব কৃতং সংন্যসনং যেন নিয়মৈঃ পরৈরবিধুরোঽবিকলশ্চ সদা কদাপি নিয়মবিনির্মুক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ। অতঃ কামাগমেষ্বয়মকৃতবুদ্ধিস্তত্তস্মাদনেন মদনাগমেনেদানীমহং জয়েয়ম্॥ ৬৭।

দিবসে, কি রাত্রিকালে কোন সময়েই ক্ষান্ত হইত না। এইরূপে উভয়ের সপ্তদশ দিন বিবাদে অতীত হইল। ৬৫।

অনন্তর শারদাদেবী অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ বেদ বাক্য প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্রে পণ্ডিত ঐ প্রধান মুনি শঙ্করকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়া শীঘ্র মনে মনে চিন্তা করিলেন। ৬৬।

যতিবর অত্যন্ত বাল্যকালে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এবং কঠোর নিয়মেও কখন চিত্তের ক্লেশ হয় নাই। যেরূপ নিয়মে কালযাপন করিতেছেন, কখনই ঐ নিয়ম পরিত্যাগ করিবেন না। অতএব ইনি কামশাস্ত্রে অত্যন্ত অপারগ, এক্ষণে আমি কামশাস্ত্রের তর্ক করিয়া পরাজয় করি। ৬৭।

ইতি সম্প্রধার্য্য পুনরপ্যমুনা কথনে প্রসঙ্গমথসঙ্গতিতঃ। যমিনং সদস্যমুমপৃচ্ছদসৌ কুসুমাস্ত্রশাস্ত্রহৃদয়ং বিদুষী॥ ৬৮॥

কলাঃ কিয়ত্যো বদ পুষ্পধন্বনঃ কিমাত্মিকাঃ কিঞ্চ পদং সমাশ্রিতঃ। পূর্ব্বে চ পক্ষে কথমন্যথা স্থিতিঃ কথং যুবত্যাং কথমেব পুরুষে॥ ৬৯॥

নেতীরিতঃ কিঞ্চিদুবাচ শঙ্করো বিচিন্তয়ন্নত্র চিরং বিচক্ষণঃ। তাসামনুক্তৌ ভবিতাল্পবেদিতা ভবেত্তদুক্তৌ মম ধর্ম্মসংক্ষয়ঃ॥ ৭০॥

ইত্যেবমমুনা কথনে প্রসঙ্গং সম্প্রধার্য্য অথ প্রসঙ্গাৎ সদস্যমুং যমিনং কামশাস্ত্রস্য রহস্যমসৌ বিদুষী সরস্বত্যপৃচ্ছৎ॥ ৬৮॥

যদপৃচ্ছত্তদুদাহরতি। পুষ্পধন্বনঃ কামস্য কলাঃ কিয়ত্য ইতি সংখ্যাবিষয়কঃ প্রশ্নঃ। কিমাত্মিকা ইতি স্বরূপবিষয়কঃ। কিং স্থানমাশ্রিতা ইতি স্থানগোচরঃ। পূর্ব্বে শুক্লে চ পক্ষেঽন্যথা কৃষ্ণপক্ষে যা স্থিতিস্তস্যা বিপর্য্যয়েণ তস্য কেন প্রকারেণ স্থিতিরিতি পক্ষদ্বয়েঽপি তস্য স্থিতিপ্রকারবিষয়ঃ। কথং যুবত্যাং পুরুষে চ কথমিতি স্ত্রীপুরুষয়োর্ব্বৈলক্ষণ্যেন তস্য স্থিতিবিষয়ঃ॥ ৬৯॥

ইতীরিতোঽস্মিন্নর্থে বিচিন্তয়ন্ বিচক্ষণঃ শ্রীশঙ্করঃ কিঞ্চিদপি

এক্ষণে আচার্য্যের সহিত যেরূপ প্রসঙ্গে কথা বার্ত্তা হইবে, সেই প্রসঙ্গ নিশ্চয় করিয়া কামশাস্ত্রের মর্ম্মবিৎ সরস্বতী দেবী প্রসঙ্গাধীন শঙ্করমুনিকে সভা মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬৮।

কামকলা কত প্রকার? কাম কলা কাহাকে বলে? কোন্ স্থান আশ্রয় করিয়া কাম কলা অবস্থিতি করে? শুক্লপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষে কিরূপেই বা ঐ কামকলা অবস্থিতি করে? যুবতী কামিনী ও পুরুষের উপর কি করিয়া কামকলা বিদ্যমান থাকে। ৬৯।

ইতি সংবিচিন্ত্য স হৃদাশু তদাঽনববুদ্ধপুষ্পশরশাস্ত্র ইব। বিদিতাগমোঽপি সুরিরক্ষয়িষুর্নিয়মং জগাদ জগতি ব্রতিনাম্ ॥ ৭১ ॥

ইহ মাসমাত্রমবধিঃ ক্রিয়তামনুমন্যতে হি দিবসস্য গণঃ। তদনন্তরং সুদতি! হাস্যসি ভোঃ! কুসুমাস্ত্রশাস্ত্রনিপুণত্বমপি ॥ ৭২ ॥

নোবাচ। বিচিন্তনমাহ তাসাং কলানামকথনে মমাল্পজ্ঞতা ভবিষ্যতি তাসাং কথনে তু মম যতের্ধর্ম্মস্য সংক্ষয়ঃ ॥ ৭০ ॥

ইত্যেবং স শীঘ্রং মনসা সংবিদিতকামাগমোঽপি জগতি ব্রতিনাং কামশাস্ত্রানভ্যাসাদিব্রতবতাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং নিয়মং রক্ষয়িতুমিচ্ছুস্তস্মিন্ কালেঽনববুদ্ধকামশাস্ত্র ইব সন্ জগাদ ॥ ৭১ ॥

যদুবাচ তদাহ। ইহাস্মিন্ কলাদিসঙ্কথনে মাসমাত্রমবধিঃ ক্রিয়তাং হি যস্মাদ্দিবসস্য গণো বাদিভিরনুমন্যতে তথা চ মাসানন্তরং ভোঃ সুদতি! কামশাস্ত্রনিপুণত্বমপি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৭২ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া বিচক্ষণ শঙ্কর বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি কামকলার উত্তর দিতে না পারি তাহা হইলে আমার অজ্ঞতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং যদি উত্তর দেওয়া যায়, তাহা হইলেও আমার যতিধর্ম্মের ক্ষয় হয়। ৭০।

এই রূপে তিনি মনে মনে কাম শাস্ত্র জানিতে পারিয়াও জগতে যে সকল পরমহংস, পরিব্রাজক প্রভৃতি কামশাস্ত্রে অনভ্যস্ত পুরুষ আছেন, তাঁহাদিগের নিয়ম রক্ষা করিয়া তৎকালে কামশাস্ত্রে অনধিকারী ব্যক্তির তুল্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। ৭১।

আমাদের এই কামশাস্ত্রের আলাপ ও তর্কের জন্য আপনি একমাস পর্য্যন্ত তাহার সময় ও সীমা স্থির করুন। বাদী মাত্রেই দিনস্থির স্বীকার করিয়া থাকে। বস্তুতঃ বিচার কার্য্য কখনই এক দিবসে সমাপ্ত হয় না, সুতরাং পূর্ব্ব হইতে বহুদিবস পর্য্যন্ত বিচারের কালসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব হে রমণি! একমাসের পর আপনিও তখন আপনার কামশাস্ত্রের নৈপুণ্য সকল পরিত্যাগ করিবেন। ৭২।

উররীকৃতে সতি তথেতি তয়াক্রমতে স্ম যোগিমৃগরাড়্গগনম্। শ্রুতবিগ্রহঃ শ্রুতবিনেয়যুতোঽদধদভ্রচারমথ যোগদৃশা ॥ ৭৩ ॥

স দদর্শ কুত্রচিদমর্ত্যমিব ত্রিদিবচ্যুতং বিগতসত্ত্বমপি। মনুজেশ্বরং পরিবৃতং প্রলপৎপ্রমদাভিরার্ত্তিমদমাত্যজনম্ ॥ ৭৪ ॥

তথেতি তয়া সরস্বত্যা স্বীকৃতে সতি যোগিরাট্ শ্রীশঙ্কর আকাশমাক্রমতে স্ম। অথানন্তরং শ্রুতঃ বিগ্রহঃ স্বরূপং যস্য স প্রখ্যাতবিগ্রহস্তথা শ্রুতৈর্ব্বিনেয়ৈঃ শিষ্যৈঃ পুনঃ স যোগদৃষ্ট্যাঽভ্রচারমাকাশগমনমদধৎ ॥ ৭৩ ॥

স কস্মিংশ্চিদ্দেশে বিগতজীবমপি স্বর্গাৎ পতিতং দেবমিব প্রলপন্তীভিঃ প্রমদাভিঃ পরিবৃতং আর্ত্তিমান্ অমাত্যজনো যস্য তং নরেশ্বরং দদর্শ ॥ ৭৪ ॥

দেবী সরস্বতী শঙ্করের কথায় অনুমোদন করিবার পর যোগিরাজ আকাশ আক্রমণ করিলেন। অনন্তর আপনার বিখ্যাত শিবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ও বিখ্যাত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার তিনি যোগবলে আকাশ পথে গমন করিলেন। ৭৩।

পরে একদেশে তিনি এক মৃত নরপতি দর্শন করেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন এই ব্যক্তি নির্জীব হইয়াও স্বর্গচ্যুত কোন এক দেবতার তুল্য

অথো নিশাখেটবশাদটব্যাং মূলে তরোর্ম্মোহবশাৎ পরাসুম্। তং বীক্ষ্য মার্গেঽমরকং নৃপালং সনন্দনং প্রাহ স সংযমীন্দ্রঃ ॥ ৭৫ ॥

সৌন্দর্য্যসৌভাগ্যনিকেতসীমাঃ পরঃশতা যস্য পয়োরুহাক্ষ্যঃ। স এষ রাজাঽমরকাভিধানঃ শেতে গতাসুঃ শ্রমতো ধরণ্যাম্ ॥ ৭৬ ॥

প্রবিশ্য কায়ং তমিমং পরাসোর্নৃপস্য রাজ্যেঽস্য সুতং নিবেশ্য। যোগানুভাবাৎ পুনরপ্যুপৈতুমুৎকণ্ঠতে মানসমস্মদীয়ম্ ॥ ৭৭ ॥

অথো নিশায়াং রাত্রৌ মৃগয়াবশাৎ আখেটো মৃগয়া স্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। অটব্যাং বনে বৃক্ষস্য মূলে মোহো মূর্চ্ছনং তদ্বশাৎ পরাসুমুৎক্রান্তপ্রাণং তমমরকসংজ্ঞং রাজানং বীক্ষ্য স সংযমীন্দ্রঃ সনন্দনং পদ্মপাদং প্রোবাচ ॥ উং ॥ ৭৫ ॥

যস্য সৌন্দর্য্যসৌভাগ্যনিকেতসীমাঃ পরঃশতাঃ শতাদধিকাঃ কমলনয়নাঃ স এষোঽমরকসংজ্ঞো রাজা শ্রমতো গতপ্রাণো ভূমৌ শেতে ॥ ৭৬ ॥

পতিত রহিয়াছেন। প্রমদা সকল বিলাপ করিতে করিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ও সম্মুখে অমাত্যবর্গ অত্যন্ত শোকাকুল চিত্তে বসিয়া রহিয়াছে। ৭৪।

অনন্তর রাত্রিকালে মৃগয়া করিতে গিয়া বনমধ্যে বৃক্ষমূলে মূর্চ্ছিত হইয়া অমরক রাজা প্রাণত্যাগ করেন। তাহা দেখিয়া শঙ্কর সনন্দন অর্থাৎ পদ্মপাদ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। ৭৫।

সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্য গৃহের সীমা স্বরূপ শতসহস্র কমলনয়না কামিনী যাহার সদা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিত, সেই অমরক রাজা অদ্য শ্রমবশতঃ মৃত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। ৭৬।

অন্যাদৃশানামদসীয়নানাকুশেশয়াক্ষীকিলকিঞ্চিতানাম্। সর্ব্বজ্ঞতানির্হরণায় সোঽহং সাক্ষিত্বমপ্যাশ্রয়িতুং সমীহে ॥ ৭৮ ॥

ইত্যুচিবাংসং যতিতল্লজং তং সনন্দনঃ প্রাহ সসাম্ত্বমেনম্। সর্ব্বজ্ঞ! নৈবাবিদিতং তবাস্তি তথাপি ভক্তির্মুখরং তনোতি ॥ ৭৯ ॥

পরাসোর্নৃপস্য তমিমং দেহং প্রবিশ্য রাজ্যেঽস্য পুত্রং নিবেশ্য যোগপ্রভাবাৎ পুনরপ্যুপাগন্তুমস্মদীয়ং মন উৎকণ্ঠতে ॥ ৭৭ ॥

সর্ব্বজ্ঞতানির্হরণায় সর্ব্বজ্ঞত্বনির্ব্বাহায় অমুষ্য রাজ্ঞ ইমা অদসীয়া নানা অনেকবিধাঃ কুশেশয়াক্ষ্যঃ কমলাক্ষ্যস্তাসাং যানি কিলকিঞ্চিতানি রোষাশ্রুহর্ষভীত্যাদেঃ সঙ্করঃ কিলকিঞ্চিতমিত্যুক্তানি তেষামন্যাদৃশানামতিবিলক্ষণানাং সাক্ষিত্বং সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টৃত্বমপ্যাশ্রয়িতুং সোঽহং সমীহে ॥ ৭৮ ॥

ইত্যুক্তবন্তং যতিশ্রেষ্ঠং তমেনং শ্রীশঙ্করং সসান্ত্বং যথা স্যাত্তথা প্রোবাচ হে সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্ববিদস্তব যদ্যপি কিঞ্চিদপ্যজ্ঞাতং নাস্তি তথাপি তব ভক্তিরস্মন্মুখং কথনায় মুখরং বাচালং করোতি ॥ ৭৯ ॥

নরপতির এই দেহে প্রবেশ করিয়া ইহার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যোগপ্রভাবে পুনর্ব্বার বিবাদস্থলে গমন করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। ৭৭।

এক্ষণে আমার সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি নির্বাহ করিবার নিমিত্ত এই নরেশ্বরের যে সমস্ত কমলাক্ষী রমণী আছে, তাহাদিগের ক্রোধ, শোক, হর্ষ ও ভয় ইত্যাদি কারণ উপলক্ষে যে ভাবভঙ্গী জন্মে, অসাধারণ কামিনীগণের ঐ সমস্ত ভাব ও চেষ্টা সকল সাক্ষাৎকার করিতে আমি এক্ষণে যত্নবান্ হইয়াছি। ৭৮।

যতিবরের এই কথা শ্রবণ করিয়া সনন্দন শান্ত

মৎস্যেন্দ্রনামা হি পুরা মহাত্মা গোরক্ষমাদিশ্য নিজাঙ্গগুপ্ত্যৈ। নৃপস্য কস্যাপি তনুং পরাসোঃ প্রবিশ্য তৎপত্তনমাসসাদ ॥ ৮০ ॥

ভদ্রাসনাধ্যাসিনি যোগিবর্য্যে ভদ্রাণ্যনিদ্রাণ্যভবন্ প্রজানাম্। ববর্ষ কালেষু বলাহকোঽপি সস্যানি চাশাস্যফলান্যভূবন্ ॥ ৮১ ॥

এবং পুরাবৃত্তং বৃত্তান্তং শ্রাবয়িতুমভিমুখীকৃত্য তং শ্রাবয়তি হি প্রসিদ্ধং পুরা মৎস্যেন্দ্রনামা মহাত্মা স্বশরীররক্ষণায় গোরক্ষসংজ্ঞং শিষ্যমাজ্ঞাপ্য কস্যচিন্মৃতকস্য রাজ্ঞঃ শরীরং প্রবিশ্য তস্য রাজ্যমাপ্তবান্ ॥ ৮০ ॥

যোগিশ্রেষ্ঠে তস্মিন্ ভদ্রাসনাধ্যাসিনি নৃপাসনমুপবিষ্টে সতি প্রজানাং ভদ্রাণি নিদ্রাবর্জ্জিতানি অভবন্। অভ্রমপি কালেষু ববর্ষ। সস্যানি চেচ্ছানুসারিফলান্যভূবন্ ॥ ৮১ ॥

ভাবে বলিতে লাগিলেন। হে সর্ব্বজ্ঞ? আপনি সমস্তই বিদিত আছেন, তথাপি আমার মানসিক ভক্তি আপনাকে কিছু বলিবার জন্য আমাকে অত্যন্ত চঞ্চল করিতেছে। ৭৯।

এ সম্বন্ধে একটী ইতিবৃত্ত আছে শ্রবণ করুন। পুরাকালে মৎস্যেন্দ্র নামে এক মহাত্মা আপনার শরীর রক্ষা করিবার জন্য আপনার শিষ্য গোরক্ষকে আজ্ঞা দিয়া কোন এক মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ করেন এবং পরে তিনি আপনার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ৮০।

ঐ যোগিবর রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিবার পর প্রজাবর্গের অক্ষয় মঙ্গল কার্য্য হইতে লাগিল; যথাকালে জলধর জল বর্ষণ করিতে লাগিল; শস্য সকল ইচ্ছানুসারে ফল দান করিতে লাগিল। ৮১।

বিজ্ঞায় বিজ্ঞাঃ সচিবা নৃপস্য কায়ে প্রবিষ্টং কমপীহ দিব্যম্। সমাদিশন্ রাজসরোরুহাক্ষীঃ সর্ব্বাত্মনা তস্য বশীক্রিয়ায়ৈ ॥ ৮২ ॥

সঙ্গীতলাস্যাভিনয়াদিকেষু সংসক্তচেতা ললিতেষু তাসাম্। স এষ বিস্মৃত্য মুনিঃ সমাধিং সর্ব্বাত্মনা প্রাকৃতবদ্বভূব ॥ ৮৩ ॥

গোরক্ষ এষোঽথ গুরোঃ প্রবৃত্তিং বিজ্ঞায় রক্ষন্ বহুধাস্য দেহম্। নিশান্তকান্তানটনোপদেষ্টা নিতান্তমস্যাভবদন্তরঙ্গঃ ॥ ৮৪ ॥

ইহাস্মিন্ নৃপস্য কায়ে প্রবিষ্টং কমপি দিব্যং বিজ্ঞাঃ সচিবা বিজ্ঞায় রাজ্ঞঃ কমলাক্ষীঃ সর্ব্বভাবেন তস্য বশীকরণার্থং সমাদিশন্ ॥ ৮২ ॥

এবং সম্প্রেরিতানাং তাসাং ললিতেষু সঙ্গীতনৃত্যাভিনয়াদ্যেষু সক্তং চিত্তং যস্য স এষ মুনিঃ সমাধিং বিস্মৃত্য সর্ব্বাত্মভাবেন প্রাকৃতবদ্বভূব ॥ ৮৩ ॥

অথানন্তরমেষো গোরক্ষঃ গুরোঃ প্রবৃত্তিং বিজ্ঞায় বহুপ্রকারেণাস্য গুরোর্দ্দেহং রক্ষন্ সন্ নিশান্তস্যান্তঃপুরস্য কান্তানাং নর্ত্তনোপদেষ্টা সন্ অস্য গুরোরত্যন্তমন্তরঙ্গো বভূব ॥ ৮৪ ॥

সুবিজ্ঞ সচিবগণ নৃপশরীরে (কোন এক স্বর্গীয় পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছে) জানিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে বশীকরণ করিবার নিমিত্ত নৃপতির কমললোচনা কামিনীদিগকে আদেশ করেন। ৮২।

যে সমস্ত কামিনীকে আদেশ করা হয়, তাহাদিগের সুললিত সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়াদি কার্য্যে সংলগ্ন চিত্ত থাকিয়া, ঐ মুনিবর সমাধি বিস্মরণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ রূপে সাধারণ মনুষ্যের মত অবস্থা সকল প্রকাশ করিলেন। ৮৩।

অনন্তর গোরক্ষ গুরুর প্রবৃত্তি জানিতে

তত্রৈকদা তত্ত্বনিবোধনেন নিবৃত্তরাগং নিজদেশিকং সঃ। যোগানুপূর্ব্বীমুপদিশ্য নিন্যে যথা পুরং প্রাক্তনমেব দেহম্ ॥ ৮৫ ॥

হন্তেদৃশোঽয়ং বিষয়ানুরাগঃ কিঞ্চোর্দ্ধরেতোব্রতখণ্ডনেন। কিং নোদয়েৎ কিল্বিষমুল্বণং তে কৃত্যং ভবানেব কৃতী বিবেক্তুম্ ॥ ৮৬ ॥

তত্র তস্মিন্ দেশে একস্মিন্ কালে তত্ত্বনিবোধনেন নিবৃত্তরাগং নিজগুরুং স গোরক্ষঃ যোগানুপূর্ব্বীমুপদিশ্য যথাপূর্ব্বং প্রাক্তনমেব দেহং নিন্যে ॥ ৮৫ ॥

তথা চৈবংবিধোঽয়ং বিষয়ানুরাগঃ কিঞ্চোর্দ্ধরেতোব্রতখণ্ডনেনোল্বণং পাপং কিং তে নোদয়েদপি তূদয়েদেব। তথা চ যৎকর্ত্তব্যং তত্ত্বভবানেব বিবেক্তুং কৃতী সমর্থঃ ॥ ই০ ॥ ৮৬ ॥

পারিয়া নানা উপায়ে গুরুর দেহ রক্ষা করিতে বাসনা করেন। অনন্তর অন্তঃপুর বাসিনী কামিনী গণের নৃত্য শাস্ত্রের উপদেষ্টা হইয়া গুরুবরের একান্ত অন্তরঙ্গ হইলেন। ৮৪।

কোন সময়ে ঐ দেশে তত্বজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা বিষয় বাসনা সমস্ত নিবৃত্ত জানিয়া গোরক্ষ আপনার গুরুকে আনুপূর্ব্বিক যোগশাস্ত্রের উপদেশ দেওয়াতে তখন তাঁহার পূর্ব্ব মত দেহ হইল। ৮৫।

হায়! এরূপ অপূর্ব্ব বিষয়ানুরাগ! ঊর্দ্ধরেতা, তাপসগণের অনুষ্ঠিত ব্রতের খণ্ডন হইলে আপনারকি ভীষণ পাপ উদয় হইবে না? কিন্তু এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা আপনিই একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। কারণ, আপনি সমস্ত বিষয়ে কৃতী ও দক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। ৮৬।

ব্রতমস্মদীয়মতুলং ক্ব মহৎ ক্ব চ কামশাস্ত্রমতিগর্হ্যমিদং। তদভীষ্যতে ভগবতৈব যদি হ্যনবস্থিতং জগদিহৈব ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥

অধিমেদিনি প্রথয়িতুং শিথিলং ধৃতকঙ্কণস্য যতিধর্ম্মমিমম্। ভবতঃ কিমস্ত্যবিদিতং তদপি প্রণয়ান্ ময়োদিতমিমং ভগবন্! ॥ ৮৮ ॥

কিঞ্চাস্মদীয়মতুলং মহদ্ব্রতং ক্ব কচেদমতিনিন্দ্যং কামশাস্ত্রং তদপি ভবতৈব যদীষ্যতে তর্হ্যস্মিঁল্লোকে জগদনবস্থিতমেব ভবেৎ। তথাচোক্তং যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্তত ইতি ॥ প্র০ ॥ ৮৭ ॥

ইদং ন ময়া বিদিতং জ্ঞাপিতং সর্ব্বজ্ঞত্বাত্তব কিন্তু প্রেম্নোদিতমিত্যাহ শিথিলমিমং যতিধর্ম্মং ভূমৌ প্রকটয়িতুং ধৃতকঙ্কণস্য গৃহীতপ্রতিজ্ঞস্য ভবতোঽবিদিতং কিমস্তি ন কিমপি তথাপি হে ভগবন্! প্রণয়াদিদং ময়োক্তম্ ॥ ৮৮ ॥

আর ভাবিয়া দেখুন, আমাদিগের একমাত্র অনুষ্ঠেয় ও অনুপম ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই বা কোথায়? এবং এই নিন্দনীয় কামশাস্ত্রই বা কোথায়? তথাপি যদি আপনি ঐ নিন্দনীয় কামশাস্ত্রে রত হইতে অভিলাষ করেন, তবে ইহলোকে এই জগৎ অনবস্থাদোষে কলুষিত হইবে। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে ঃ—"মহৎ লোকে যেরূপ কার্য্য করিবেন, ইতরলোকে তাহাই করিবে। শ্রেষ্ঠলোকে যাহা প্রমাণ করিবেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুগামী হইয়া থাকে।" ৮৭।

আমিও আপনাকে কেবল প্রণয়বশতঃ জানাইতেছি, নতুবা আপনার কিছুই অবিদিত নাই। দেখুন—জগতে লুপ্তপ্রায় যতিধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। সুতরাং আপনার সমস্ত বিষয়ই জানা আছে। ৮৮।

স নিশম্য পদ্মচরণস্য গিরং গিরতি স্ম গীষ্পতি-সমপ্রতিভঃ। অবিগীতমেব ভবতা ফণিতং শৃণু সৌম্য! বচ্মি পরমার্থমিদম্‌ ।। ৮৯ ।।

অসঙ্গিনো ন প্রভবন্তি কামা হরেরিবাভীরবধূসখস্য। বজ্রোলিযোগপ্রতিভূঃ স এব বৎসাবকীর্ণিত্ববিপর্য্যয়ো নঃ ।। ৯০ ।।

এবং পদ্মপাদবাক্যমুদাহৃত্যাচার্য্যস্ত তদুদাহর্ত্তুমাহ। পদ্মপাদস্য বচঃ শ্রুত্বা বাচস্পতিতুল্যা প্রতিভা যস্য স উক্তবান্‌। যদ্যপি ত্বয়া অনিন্দিতমেব কথিতং তথাপি হে সৌম্য! শ্রোতুং সাবধানো ভব পরমার্থমিদং কথয়ামি ॥ ৮৯ ॥

কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ। অসঙ্গিন আসক্তিবিনির্ম্মুক্তস্য কামাঃ ন প্রভবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ গোপবধূসখস্য শ্রীকৃষ্ণস্যেব। কিঞ্চ বা বজ্রোলিসংজ্ঞিকযোগপ্রতিভূমিঃ স এব হে বৎস! নোঽস্মাকমবকীর্ণিত্বস্য রেতঃপাতেন ক্ষতব্রতত্বস্য বিপর্য্যয়স্তদভাবঃ তস্যা রেত আকর্ষণসামর্থ্যসম্পাদকত্বাৎ ॥ উ০ ॥ ৯০ ॥

এইরূপে পদ্মপাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতির তুল্য প্রতিভা-শক্তি-সম্পন্ন আচার্য্য শঙ্কর তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। যদ্যপি তোমার কথা সমস্তই সত্য, তথাপি হে সৌম্য! তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। আমি যাহা বলিতেছি, ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ৮৯।

গোপবধূ সকল যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী হইয়াও তাঁহার মনোহরণ করিতে পারে নাই, তদ্রূপ যে ব্যক্তি বৈষয়িক পদার্থের উপর বীতরাগ হইয়াছেন, বিষয়বাসনা সকল কখনই তাঁহার মনোহরণ করিতে পারে না। হে বৎস! বজ্রোলি নামে যে যোগের এক প্রতিভূমি আছে, তাহা দ্বারাই জানিবে আমাদিগের রেতঃপাতে কোন যতিব্রতের হানি হয় না। ৯০।

সঙ্কল্প এবাখিলকামমূলং স এব মে নাস্তি সমস্য বিষ্ণোঃ। তন্মূলহানৌ ভবপাশনাশং কর্ত্তুং সদা স্যাত্তবদোষদৃষ্টেঃ ।। ৯১ ।।

অবিচার্য্য যস্তু বপুরাদ্যহমিত্যভিমন্যতে জড়মতিঃ সুদৃঢ়ম্‌। তমবুদ্ধতত্ত্বমধিকৃত্য বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমখিলম্‌ ॥ ৯২ ॥

কিঞ্চ সঙ্কল্প এবাখিলাভিলাষস্য মূলং স এব কৃষ্ণতুল্যস্য মম নাস্তি। তথাচ সদৈব সংসারদোষদৃষ্টেঃ কর্ত্তুরপি কামমূলস্য সঙ্কল্পস্য হানৌ সত্যাং ভবপাশনাশঃ স্যাৎ ॥ ৯১ ॥

নন্বেবং তর্হি বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং নিষ্ফলং স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ। যস্তু দেহাদ্যবিচার্য্য দেহাদের্জড়ত্বাদিনাঽনাত্মত্বমবিচার্য্যাহমিত্যহং প্রত্যালম্বনমাত্মানং সুদৃঢ়মভিমন্যতে যতো জড়বুদ্ধিস্তমবুদ্ধতত্ত্বমধিকৃত্য সর্ব্বং বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং সফলম্‌ ॥ প্র০॥ ॥ ৯২ ॥

মনের সঙ্কল্পই জানিবে সমস্ত অভিলাষের মূল কারণ। শ্রীকৃষ্ণের যেমন সঙ্কল্প না থাকাতে কামের আবির্ভাব হয় নাই, তদ্রূপ আমিও কামপদার্থের উপর কিছুতেই অনুরক্ত নয়। সংসারের উপর যদি দোষ প্রকাশ করা যায়, তবে তাঁহার কামকারণ সঙ্কল্পের ক্ষয় হয়, ভবপাশের মোচন হয়। ৯১।

ইহাদ্বারা বিধিনিষেধশাস্ত্রও কখন নিষ্ফল হইতে পারে না। যে জন দেহাদির বিচার না করিয়া অথচ দেহাদির জড়ত্ব অনুসারে আত্মতত্ত্ব বিচার না করে, তাহা দ্বারাই "অহম্‌" এই অহঙ্কারের আলম্বনস্বরূপ আত্মাকে দৃঢ়রূপে বিবেচনা করিতে পারা যায়। এই কারণে জড়মতি কখনই তত্ত্ব বুঝিতে অধিকারী হয় না। সুতরাং সমস্ত

কৃতধীস্ত্বনাশ্রমমবর্ণমজাত্যববোধমাত্রমজমেকর-সম্। স্বতয়াবগত্য ন ভজেন্নিবসন্নিগমস্য মূর্দ্ধি বিধিকিঙ্করতাম্ ॥ ৯৩ ॥

কলশাদিমৃৎপ্রভবমস্তি যথা মৃদমন্তরা ন জগ-দেবমিদম্। পরমাত্মজন্যমপি তেন বিনা সময়ত্র-য়ঽপি ন সমস্তি খলু ॥ ১৪ ॥

এবমজ্ঞস্যাধিকারিণঃ সত্বাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রসাফল্যমুক্ত্বা তত্ত্ববিদোঽধিকারাভাবমাহ। কৃতা সম্পাদিতা মহাবাক্যজন্যা ধীর্যেন স ত্বাশ্রমাদিবিনির্মুক্তমাত্মানমাত্মত্বেনাবগত্য বেদান্তপ্রতিপাদ্যস্বরূপত্বান্নিগমস্য মূর্দ্ধি বসন্ বিধিকিঙ্করতাং ন ভজেত বিধিগ্রহণং প্রতিষেধস্যাপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৯৩ ॥

নন্ববশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপীত্যাদিবচনৈঃ কর্ম্মফলভোগস্যাবশ্যকত্বাবগমাৎ কথং তেন তত্ত্ববিদোঽসম্বন্ধ ইত্যাশঙ্ক্য বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি শ্রুত্যুক্তদৃষ্টান্তেন

বিধিনিষেধ শাস্ত্র যে সফল হইবে, ইহা কিছুতেই বিচিত্র নহে। ৯২।

এইরূপে যদি অজ্ঞ অধিকারী হয়, তাহার বিধি-নিষেধ শাস্ত্রসকল সফল হইয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানীর কিছুতেই অধিকার হইতে পারে না। “তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!” এই বেদান্তের মহাবাক্য দ্বারা যাহার সৎ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই ব্যক্তি বর্ণাশ্রমশূন্য, জাতিশূন্য, জ্ঞানমাত্র, অজ এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে আত্মরূপে অবগত হইয়া বেদান্তশাস্ত্রের মস্তকে বসতি করিয়া বিধি ও নি-ষেধশাস্ত্রের সেবা করিতে তখন আর বাসনাও করে না। ৯৩।

“সকলেরই শুভাশুভ কর্ম্ম অবশ্য ভোগ ক-রিতে হয়। শতকোটি কল্পেও অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয়

কথমজ্যতে জগদশেষমিদং কলয়ন্ মৃষেতি হৃদি কর্ম্মফলৈঃ। ন ফলায় হি স্বপনকালকৃতং সুকৃতাদি জাত্বনৃতবুদ্ধিহতম্ ॥ ৯৫ ॥

কালত্রয়েঽপ্যাত্মব্যতিরিক্তস্য প্রপঞ্চস্যাভাববিচারণেন তস্য মৃষাত্বনিশ্চয়াদিত্যাহ। ঘটাদ্যং মৃৎপ্রভবং বস্তু যথা মৃদং বিনা নাস্তি। তথা পরমাত্মজন্যমিদং জগদপি পরমাত্মানং বিনা কালত্রয়েঽপি নাস্তি। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য ইতি ন্যায়াৎ কল্পিতস্যাধিষ্ঠানানতিরিক্তত্বং প্রসিদ্ধমিতি থর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

তথাচৈবং প্রকারেণ সর্ব্বং জগন্মিথ্যেতি হৃদ্যনুসন্দধানঃ কর্ম্মফলৈর্ন কেনাপি প্রকারেণ লিপ্যতে, হি যস্মাৎ স্বপ্নকালকৃতং সুকৃতং দুষ্কৃতং চ মৃষাবুদ্ধিহতত্বাৎ কদাচিদপি ফলায় ন ভবতি ॥ ৯৫ ॥

হয় না।” ইত্যাদি বচনে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কর্ম্মফল ভোগ করিবার শাস্ত্র যখন স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মফল-ভোগের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” হরি, গোপাল ইত্যাদি নাম কেবল বিকৃতিমাত্র, কিন্তু জগতে মৃত্তিকাই সত্য। ইত্যাদি বেদোক্ত দৃষ্টান্ত দর্শনে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালেও আত্মব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই, এরূপ বিচার করিয়া অন্য পদার্থ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় হইয়া থাকে। কারণ, মৃত্তিকা-প্রাদুর্ভূত ঘটাদি বস্তু যে-মন মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ পর-মাত্মজন্য এই জগৎ পরমাত্ম ভিন্ন কোন কালে আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ আমরা কল্পনা করিয়া যে সমস্ত বস্তু দর্শন করিয়া থাকি, উহা ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৯৪।

এইরূপ প্রকারে “সমস্ত জগৎ মিথ্যা” বলিয়া

তদয়ং করোতু হয়মেধশতান্যমিতানি বিপ্রহনানাথ বা। পরমার্থবিন্ন স্বকৃতৈর্দুষ্কৃতৈরপি লিপ্যতেঽস্তমিতকর্ত্তৃতয়া ॥ ৯৬ ॥

অবধীৎ ত্রিশীর্ষমদদাচ্চ যতীন্ বৃকমণ্ডলায় কুপিতঃ শতশঃ। বত লোমহানিরপি তেন কৃতা ন শতক্রতোরিতি হি বহ্বৃচগীঃ ॥ ৯৭ ॥

বহুদক্ষিণৈরযজত ক্রতুভির্বিবুধানতর্পয়দসংখ্যধনৈঃ। জনকস্তথাপ্যভয়মাপ পরং ন তু দেহযোগমিতি কাণ্বচঃ ॥ ৯৮ ॥

তত্ত্বজ্ঞাদয়মশ্বমেধশতানি করোতু অথবা অসংখ্যাতানি বিপ্রহননানি করোতু তথাপি পরমার্থবিৎ সুকৃতৈর্দুরিতৈশ্চ ন লিপ্যতে, লেপকারণস্য কর্ত্তৃত্বস্য নিবৃত্তত্বাদিতি হেতুমাহ অস্তং গতকর্ত্তৃত্বয়েতি ॥ ৯৬ ॥

অয়মমিতানি ব্রহ্মহননানি বা করোতু তথাপি দুষ্কৃতৈর্ন লিপ্যত ইত্যুক্তং তত্র প্রমাণাকাঙ্ক্ষায়াং ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহন্নরুন্মুখান্যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছত্তস্য মে তত্র লোমাপি ন মীয়তে স যো মাং বেদ নহ বৈ তস্য কেনচন কর্ম্মণা লোকো মীয়তে ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়েতি শ্রুতিমর্থতঃ পঠতি। ত্রিশিরসং ত্বষ্টৃপুত্রং বিশ্বরূপমিন্দ্রোঽবধীৎ। তথা রৌতি যথার্থং শব্দমতভীতি রুদ্বেদান্তবাক্যং তদ্ যেষাং মুখে নাস্তীতি তানরুন্মুখান্ শতশঃ যতীন্ শালাবৃকসমূহায় কুপিতঃ সন্ অদাৎ, তথাপি শতক্রতোরিন্দ্রস্য তেন কর্ম্মণা লোমহানিরপি নৈব কৃতেতি ঋগ্বেদিনাং বাগিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

হয়মেধশতানি করোতু তথাপি সুকৃতৈর্ন লিপ্যত ইত্যত্রাপি প্রমাণমাহ। জনকো বহুদক্ষিণৈঃ ক্রতুভির্দ্দেবানযজৎ তথাঽসংখ্যধনৈরতর্পয়ৎ তথাপি কেবলং সর্ব্বভয়শূন্যং পরমানন্দস্বরূপং

হৃদয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আর কথনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যেরূপ স্বপ্নদর্শনে সুকৃত ও দুষ্কৃত কার্য্য সকল মিথ্যা বুদ্ধি দ্বারা নষ্ট হইয়া ফলোৎপাদন করিতে পারে না, ইহাও তদ্রূপ জানিবে। স্বপ্নে রাজনগরী, উদ্যানাদি অথবা শ্মশানভূমি দর্শন করিলে তাহাতে কোন শুভাশুভ ফল ঘটিতে পারে না, কারণ, ঐ স্বপ্নদর্শন মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। ৯৫।

অতএব কোন ব্যক্তি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক, অথবা অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা করুক, তথাপি পরমার্থবিৎ লোকে কিছুতেই শুভাশুভ কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। কারণ, তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত কর্ত্তৃত্ব বোধ একেবারে অস্তমিত হইয়া যায়। ৯৬।

কোন লোকে যদি অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা করিয়াও পাপ-লিপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে বেদই প্রমাণ। "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহন্নরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছত্তস্য মে তত্র লোমাপি ন মীয়তে স যো মাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্ম্মণা লোকো মীয়তে ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া।" অস্যার্থ ইন্দ্র ত্রিমস্তক ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত যতিদিগের মুখ হইতে বেদান্ত বাক্য উচ্চারিত হয় না, এরূপ শতসংখ্যক যতিদিগকে ইন্দ্র কুপিত হইয়া গৃহপালিত ক্ষুদ্রকায় ব্যাঘ্রদিগের মুখে দান করিয়াছিলেন। তাহাতে ইন্দ্রের একগাছি লোম পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় নাই। সেই ইন্দ্রকে জানিতে পারিলে চৌর্য্যবৃত্তি কি ভ্রূণহত্যা দ্বারা তাহার কিছুই হয় না। এই কথা বহ্বৃচদিগের চিরপ্রসিদ্ধ আছে। ৯৭।

কোন লোকে যদি শত অশ্বমেধ যাগ করে তথাপি তিনি পুণ্যস্পৃষ্ট হন না। এই বিষয়েও বেদ প্রমাণ রহিয়াছে। "জনকো বৈদেহো বহু-

ন বিহীয়তে হি রিপুবদ্দুরিতৈর্ন চ বর্দ্ধতে জনকবৎ সুকৃতৈঃ। ন স তাপমেত্যকরবং দুরিতং কিমহং ন সাধ্বকরবং ত্বিতি চ ॥ ৯৯ ॥

মোক্ষং প্রাপ ন তু তৎফলভোগায় দেহসম্বন্ধমাপেতি কাণ্বানাং বচনম্। তথাচ শ্রুতিঃ। জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোঽসীত্যাদ্যা ॥ ৯৮ ॥

ফলিতমাহ। তথাচ তত্ত্ববিদ্‌বৃত্ররিপুরিন্দ্রস্তদ্বৎ দুরিতৈর্ন হীয়তে তথা জনকবৎ সুকৃতৈশ্চ ন বর্দ্ধতে। কিঞ্চ স তত্ত্ববিদহং দুরিতং কিমর্থমকরবং সাধু কর্ম্ম চ কিমর্থং নাকরবমিতি তাপমপি ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিস্তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুত এনং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং কিমহং পাপমকরবমিত্যাদ্যা ॥ ৯৯ ॥

দক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোঽসি।" অস্যার্থ—মিথিলাধিপতি জনকরাজা বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উভয়পদ প্রাপ্ত হয়েন; এবং সংখ্যাতীত ধনদানে পরিতুষ্ট করেন। এ কার্য্যেও রাজর্ষি জনক সর্ব্বভয়শূন্য, পরমানন্দস্বরূপ, কেবল মোক্ষ লাভ করেন, কিন্তু তাহার ফলভোগ করিবার নিমিত্ত তিনি দৈহিক সম্বন্ধ একেবারেই প্রাপ্ত হন নাই, এ কথাও বেদে কাণ্বশাখাধ্যায়ীদিগের চিরপ্রসিদ্ধ আছে। ৯৮।

ফল কথা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ বৃত্রশত্রু ইন্দ্রের তুল্য একেবারে পাপশূন্যও হন না—অথচ জনক রাজার মত একেবারে পুণ্যবৃদ্ধিও হয় না। (আমি কি নিমিত্ত পাপকার্য্য করিয়াছি, আমি কি নিমিত্ত পুণ্য কর্ম্ম করি নাই) তত্ত্বজ্ঞানী লোকে ইহার জন্য কোন সন্তাপ অনুভব করেন না। এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুত

তদনঙ্গশাস্ত্রপরিশীলনমপ্যমুনৈব সৌম্য! করণেন কৃতম্। ন হি দোষকৃত্তদপি শিষ্টসরণ্যবনার্থমন্যবপুরেত্য যতে ॥ ১০০ ॥

ইতি সৎকথাঃ স কথনীয়য়শা ভবভীতিভঞ্জনকরীঃ কথয়ন্। সুদুরাসদং চরণচারিজনৈর্গিরিশৃঙ্গমেত্য পুনরেব জগৌ ॥ ১০১ ॥

তত্তস্মাদ্ যদ্যপি কামশাস্ত্রপরিশীলনং হে সৌম্য! অনেনৈব করণেন বপুষা কৃতমপি ন চ দোষকৃৎ তথাপি শিষ্টসরণীপরিপালনার্থমন্যশরীরং প্রাপ্য যত্নং করোমি ॥ ১০০ ॥

ইত্যেবং ভবভয়ভঞ্জনকরীঃ সৎকথাঃ কথয়ন্ কথনীয়ং যশো যস্য স চরণচারিজনৈরতিদুষ্প্রাপমদ্রিশৃঙ্গং প্রাপ্যাথ গিরিশৃঙ্গপ্রাপ্ত্যনন্তরং স শ্রীশঙ্করো ভূয়োঽপ্যুবাচ ॥ ১০১ ॥

এনং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং কিমহং পাপমকরবম্" অস্যার্থ—সুকৃত দুষ্কৃত কার্য্য তত্ত্বজ্ঞানীকে একেবারে পরিত্যাগ করে এবং ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি পাপ পুণ্যের নিমিত্ত কখন উপতপ্ত হন না। ৯৯।

হে সৌম্য! যদ্যপি এই শরীরে কামশাস্ত্রের অনুশীলন করিলেও আমি কিছুতেই দোষভাগী হইব না বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, তথাপি শিষ্টাচার এবং সাধুসেবিত পদ্ধতি রক্ষণার্থে অন্য শরীর প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি।১০০।

এরূপ ভবভয় ভঞ্জন কারক সাধু বাক্য বলিতে বলিতে মহাযশস্বী আচার্য্য, (যে সকল লোকে পদব্রজে গমন করিয়াও যে গিরিশৃঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না) আজি সেই দুষ্প্রাপ্য অদ্রি শৃঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। ১০১।

অথ সাহনুপশ্যত বিভাতি গুহাপুরতঃ শিলা সমতলা বিপুলা। সরসী চ তৎপরিসরেহচ্ছজলা ফলভারনম্রতরুরম্যতটা ॥ ১০২ ॥

পরিপাল্যতামিহ বসদ্ভিরিদং বপুরপ্রমাদমনবদ্যগুণাঃ!। অহমাস্থিতস্তদুচিতং করণং কলয়ামি যাবদসমেষুকলাম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শিষ্যবর্গমনুশাস্য যমিপ্রবরো বিসৃষ্টকরণোহধিগুহম্। মহিপস্য সূক্ষ্মগুরুযোগবলো বিশদাতিবাহিকশরীরযুতঃ ॥ ১০৪ ॥

যদুবাচ তদুদাহরতি। গুহায়াঃ পুরতঃ সমং তলং যস্যাঃ সা বিপুলা শিলা বিভাতি। তথা তস্যা গুহায়াঃ পরিসরে প্রান্তভূমৌ স্বচ্ছজলা পুনশ্চ ফলানাং ভারেণ নম্রৈর্বৃক্ষৈ রম্যং তটং যস্যাঃ সা সরসী বিভাতি হে বিনেয়াঃ! অনুপশ্যত ॥ ১০২ ॥

তথাচ যাবৎ কামকলাজ্ঞানায়োচিতং শরীরমাস্থিতোহহং বিষমেষুকলামনুভবামি তাবদস্যাং শিলায়াং বসদ্ভির্হে অনবদ্যগুণাঃ! ইদং চ মদ্বপুরপ্রমাদং যথা স্যাত্তথা পরিপাল্যতামিত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

ঐ গুহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সমতল শিলাখণ্ড শোভা পাইতেছে। ঐ গুহার প্রান্তভূমে নির্ম্মল জলপূর্ণ এক প্রকাণ্ড জলাশয় বিরাজমান রহিয়াছে। হে বিনীত শিষ্যগণ! তোমরা অবলোকন কর, ফলভর নত তরুরাজি দ্বারা ঐ জলাশয়ের উভয় তীর কেমন রমণীয় হইয়াছে। ১০২।

আমি যতকাল কামকলা জানিবার জন্য সমুচিত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কামকলা অনুভব করিব, হে নির্ম্মল চরিত্র শিষ্যগণ! তোমরা ততকাল পর্য্যন্ত এই শিলাতলে উপবেশন করিয়া সাবধানপূর্ব্বক আমার এই শরীর রক্ষা করিতে থাক।১০৩।

অঙ্গুষ্ঠমারভ্য সমীরণং নয়ন্ করন্ধ্রমার্গাদ্বহিরেত্য যোগবিৎ। করন্ধ্রমার্গেণ শনৈঃ প্রবিষ্টবান্ মৃতস্য যাবচ্চরণাগ্রমেকধীঃ ॥ ১০৫ ॥

গাত্রং গতাসোর্বসুধাধিপস্য শনৈঃ সমাস্পন্দত হৃৎপ্রদেশে। ততোদমীলন্নয়নং ক্রমেণ ততোদতিষ্ঠৎ স যথা পুরৈব ॥ ১০৬ ॥

ইত্যেবং শিষ্যবর্গমনুশাস্য গুহায়াং ত্যক্তদেহ উরুযোগবল আতিবাহিকেন জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিরূপেণ লিঙ্গশরীরেণ যুতো যমিনাং প্রবরঃ শ্রীশঙ্করোহমরকাভিধস্য ক্ষিতিপস্য কায়মবিশৎ ॥ ১০৪ ॥

কথং বিসৃষ্টদেহস্তচ্ছরীরং প্রবিষ্টবানিত্যপেক্ষায়াং তৎপ্রকারং দর্শয়তি। স্বশরীরস্যাঙ্গুষ্ঠমারভ্য দশমদ্বারপর্য্যন্তং প্রাণবায়ুং নয়ন্ সন্ শিরোরন্ধ্রমার্গাদ্বহিরাগত্য মৃতস্য রাজদেহস্য চরণাগ্রপর্য্যন্তং করন্ধ্রমার্গেণ শনৈঃ প্রবিষ্টবান্ এবং সত্যপ্যেকবুদ্ধিরেব ॥ উ০ ॥ ১০৫ ॥

এইরূপে শিষ্যবর্গদিগকে অনুশাসন করিয়া পর্ব্বতগুহায় দেহ পরিত্যাগ করিলেন, এবং অসীম যোগবলে আতিবাহিক অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ মন ও বুদ্ধিরূপ লিঙ্গশরীর সংযুক্ত হইয়া যতিবর শঙ্কর অমরক ভূপতির শরীরে প্রবেশ করিলেন। ১০৪।

প্রথমে আপনার শরীরের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া, দশমদ্বার পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর সঞ্চালনপূর্ব্বক মস্তকের রন্ধ্র পথ হইতে বাহিরে আসিয়া মৃত রাজদেহের মস্তকের রন্ধ্র পথ দিয়া চরণাগ্র পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেন। যখন তিনি এইরূপ গভীর কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তখনও তিনি একাগ্রচিত্ত। ১০৫।

আদৌ তদঙ্গমুদয়ন্মুখকান্তি পশ্চান্নাসান্তনির্যদনিলং শনকৈঃ পরস্তাৎ। উন্মীলদঙ্ঘ্রিচলনং তদনূদ্যদক্ষি ব্যাকোচমুত্থিতমুপাত্তবলং ক্রমেণ ॥১০৭

তং প্রাপ্তজীবমুপলভ্য পতিং প্রভূতহর্ষস্বনাঃ প্রমুদিতাননপঙ্কজাস্তাঃ। নার্য্যো বিরেজুররুণোদয়সম্প্রফুল্লপদ্মাঃ সসারসরবা ইব বারিজিন্যঃ॥১০৮॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ। মৃতকস্য ভূমিপতের্গাত্রং হৃৎপ্রদেশে শনৈঃ সমাস্পন্দত সম্যক্ প্রচলিতম্। তথা হস্তাদিচলনক্রমেণ নয়নমুদমীলয়ৎ। তথা স রাজা যথাপূর্ব্বমেবোদতিষ্ঠৎ ॥ ১০৬ ॥

ক্রমেণেত্যুক্তং তত্র কেন ক্রমেণেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং ক্রমং নিরূপয়তি। আদৌ তস্যাঙ্গং গাত্রমুদয়ন্তী মুখকান্তির্যস্মিন্ তথাভূতং পশ্চান্নাসান্তনির্গচ্ছন্ প্রাণবায়ুর্যস্মিন্ শনকৈঃ পশ্চাদুন্মীলচ্চরণযোশ্চলনং যস্মিন্ ততঃ পশ্চাদুদ্যন্নেত্রয়োর্ব্যাকোচঃ সঙ্কোচবিনিমোকো যস্মিন্নিত্যেবং ক্রমেণোপাত্তবলং সমুত্থিতম্ ॥ ব০ ॥ ॥ ১০৭ ॥

তং প্রাপ্তজীবং পতিমুপলভ্য প্রভূতো হর্ষযুক্তঃ শব্দো যাসাং প্রমুদিতানি মুখকমলানি যাসাং তা নার্য্যো বিরেজুঃ। তত্র

মৃত রাজার গাত্রে প্রথমে হৃদয়দেশ ধীরে ধীরে কম্পিত হইল। অনন্তর করচরণাদি কম্পিত হইলে নয়ন উন্মীলিত হইল, এবং রাজা অবিলম্বে পূর্ব্বমত উঠিয়া বসিলেন। ১০৬।

অগ্রে দেহের অবয়বসমষ্টির মধ্যে মুখশ্রী লক্ষিত হইল। পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। ধীরে ধীরে চরণযুগল কম্পিত হইলে নেত্রদ্বয়ের সঙ্কুচিত ভাব নষ্ট হইল। এই রূপে ক্রমে ক্রমে বলাধান হইলে নরপতি ধরাশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্পষ্টরূপে উত্থিত হইলেন। ১০৭।

অরুণোদয় হইবার পর প্রফুল্লকমলযুক্ত এবং

হর্ষং তাসামুদিতমতুলং বীক্ষ্য বামেক্ষণানামাত্তপ্রাণং নৃপমপি মহামাত্যমুখ্যাঃ প্রহৃষ্টাঃ। দধ্মুঃ শঙ্খান্ পণবপটহান্ দুন্দুভীংশ্চাভিজঘ্নুস্তেষাং ঘোষঃ সপদি বধিরীচক্রিরে দ্যাং ভুবঞ্চ ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তৎসার্ব্বজ্ঞোপায়গোচরঃ।
সঙ্ক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোঽয়ং নবমোঽভবৎ ॥

দৃষ্টান্তঃ অরুণোদয়েন সম্প্রফুল্লানি কমলানি যাসু তাঃ সারসানাং শব্দেন সহিতাঃ পুষ্করিণ্য ইব ॥ ১০৮ ॥

তাসাং বামেক্ষণানামুদিতং হর্ষং বীক্ষ্য নৃপতিমপি আত্তপ্রাণং বীক্ষ্য মহামাত্যপ্রমুখ্যাঃ প্রহৃষ্টাঃ সন্তঃ শঙ্খান্ পূরিতবন্তঃ পণবাদীন্ বাদ্যবিশেষাংশ্চাভিজঘ্নুস্তেষাং শঙ্খাদীনাং শব্দঃ দ্যাং ভূমিং চ বধিরীচক্রিরে মন্দাক্রান্তা ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-
শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারসূনুধনপতিকৃতে
শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

সারস পক্ষীর কলরবে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী সকল যদ্রূপ শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ রাজমহিষী সকল পতিকে জীবিত দেখিতে পাইয়া, আনন্দে শব্দ করিতে লাগিল এবং মুখ সকল প্রফুল্ল কমল কুসুমের তুল্য শোভা পাইতে লাগিল। ১০৮।

তৎকালে বামনয়না কামিনীগণের অতুল্য হর্ষ দেখিয়া এবং নরপতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন দর্শন করিয়া প্রধান প্রধান অমাত্যগণ যথেষ্ট হৃষ্টচিত্ত হইল। অনন্তর আনন্দে শঙ্খ, পণব, ঢক্কা ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যরবদ্বারা মন্ত্রিগণ তৎক্ষণাৎ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোক এককালে বধির করিয়া ফেলিল। ১০৯।

ইতি মাধবীয় সংক্ষেপ শঙ্কর জয়ে নবম সর্গ।

অথ দশমঃ সর্গঃ।

অথ পুরোহিতমন্ত্রিপুরঃসরৈর্নরপতিঃ কৃতশান্তিককর্ম্মভিঃ। বিহিতমাঙ্গলিকঃ স যথোচিতং নগরমাস্থিতভদ্রগজো যযৌ ॥ ১ ॥

সমধিগম্য পুরে পরিসান্ত্বিতপ্রিয়জনঃ সচিবৈঃ সহ সম্মতৈঃ। ভুবমপালয়দাদৃতশাসনো নৃপতিভির্দ্দিবমিন্দ্র ইবাধিরাট্ ॥ ২ ॥

ইতি নৃপত্বমুপেত্য বসুন্ধরামবতি সংযমিভূভৃতি মন্ত্রিণঃ। তমধিকৃত্য পরং কৃতসংশয়া ইতি জজল্পুরনল্পধিয়ো মিথঃ ॥ ৩ ॥

মৃতিমুপেত্য যথা পুনরুত্থিতঃ প্রকৃতিভাগ্যবশেন তথা স্বয়ম্। নরপতিঃ প্রতিভাতি ন পূর্ব্ববৎসমুদিতাখিলদিব্যগুণোদয়ঃ ॥ ৪ ॥

এবং সার্ব্বজ্ঞোপায়ং সপ্রপঞ্চং নিরূপ্য কামকলাতত্ত্বং সপরিকরং প্রপঞ্চয়িতুমারভতে। অথানন্তরং কৃতশান্তিককর্ম্মভিঃ পুরোহিতাদিভির্যথোচিতং বিহিতমাঙ্গলিকঃ আস্থিতো মঙ্গলগজো যেন স নরপতিঃ নগরং যযৌ দ্রুতবিলম্বিতম্ ॥ ১ ॥

পুরং সমধিগম্য পরিসান্ত্বিতঃ প্রিয়জনো যেন নৃপতিভিরাদৃতং শাসনং যস্য সঃ অধিরাট্ সম্মতৈঃ সচিবৈঃ সহ দিবমিন্দ্র ইব ভুবমপালয়ৎ ॥ ২ ॥

ইত্যেবং নৃপত্বং প্রাপ্য যতিরাজে শ্রীশঙ্করে ভূমিমবতি সতি তং পরমধিকৃত্য তস্মিন্ পরস্মিন্ননল্পবুদ্ধয়ো মন্ত্রিণঃ কৃতসংশয়াঃ সন্তঃ পরস্পরমূচুঃ ॥ ৩ ॥

জল্পনমেবোদাহরতি। মৃতিমুপেত্য প্রজাভাগ্যবশেন যথা পুনরুত্থিতস্তথৈব প্রকৃতিভাগ্যবশেনৈবায়ং ন পূর্ব্ববৎ প্রতিভাতি কিন্তু সমুদিতানামখিলানাং দিব্যগুণানামুদয়ো যস্মিংস্তথাভূতঃ প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

দশম সর্গ।

আচার্য্য যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ছিলেন তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে কামকলা তত্ত্ব সবিস্তরে নিরূপণ করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার উপক্রম করা হইতেছে। অনন্তর পুরোহিতগণ শান্তি কর্ম্ম করিয়া নরপতির যথোচিত মাঙ্গলিক কার্য্য করিবার পর—মঙ্গলসজ্জায় সজ্জিত কোন এক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া শীঘ্র তিনি আপনার রাজধানী গমন করিলেন। ১।

রাজধানীতে গমন করিয়া আত্মীয় কুটুম্বদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সকলেই নৃপতির শাসন কার্য্যে সমাদর করিতে লাগিল। পরে ইন্দ্র যেরূপ স্বর্গ পালন করিয়া থাকেন তদ্রূপ মাননীয় অমাত্যবর্গের সহিত অধিপতি ভূপতি পুনরায় পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ২।

এই রূপে যতিরাজ শঙ্কর নৃপত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া, পৃথিবী পালন করিবার পর মহাবুদ্ধিমান্ অমাত্যগণ প্রধান রাজার অধিকারে বাস করিয়া সংশয়ান্বিত চিত্তে পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল। ৩।

যিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াও প্রজাবর্গের ভাগ্যবশতঃ যেমন পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছেন

বসু দদাতি যযাতিবদর্থিনে বদতি গীষ্পতিবদ্-
গিরমর্থবিৎ। জয়তি ফাল্গুনবৎ প্রতিপার্থিবান্
সকলমপ্যবগচ্ছতি শর্ব্ববৎ ॥ ৫ ॥

অনুসবনবিসৃত্বরৈরপূর্ব্বৈর্ব্বিতরণপৌরুষশৌর্য্য-
ধৈর্য্যপূর্ব্বৈঃ। অনিতরসুলভৈর্গুণৈর্ব্বিভাতি ক্ষিতি-
পতিরেষ পরঃ পুমানিবাদ্যঃ ॥ ৬ ॥

গুণানেবোপবর্ণয়তি। অর্থিনে যযাতিবদ্ধনং দদাতি। তথা-
ঽয়মর্থবিৎ বাচস্পতিবদ্গিরং বদতি। প্রতিরাজ্ঞোঽর্জ্জুনবজ্জয়তি।
সর্ব্বমপি মহাদেববজ্জানাতি ॥ ৫ ॥

অনুসবনং সর্ব্বদা বিসরণশীলৈরপূর্ব্বৈঃ দাতৃত্বাদিভির্নান্যস্মিন্
সুলভৈর্গুণৈরেষ ভূমিপতিরাদ্যঃ পরঃ পুমান্ পরমাত্মেব বি-
ভাতি। পুষ্পিতাগ্রাবৃত্তম্ ॥ ৬ ॥

সত্য, কিন্তু তদ্রূপ প্রজাপুঞ্জের শুভাদৃষ্ট বশতঃ
পূর্ব্বমত শোভা পাইতেছেন না কেন? অথচ
নিখিল স্বর্গীয় গুণসমষ্টি বিরাজিত হওয়াতে অপূর্ব্ব
শোভা ধারণ করিয়াছেন। ৪।

যযাতি রাজা যেরূপ যাচকদিগকে ধন দান
করিতেন, ইনিও তদ্রূপ ধন দান করিতেছেন।
বৃহস্পতি যেরূপ অর্থপূর্ণ বাক্য সর্ব্বদা ব্যবহার
করিতেন, ইনিও তদ্রূপ অর্থবিশিষ্ট বাক্য
বলিতেছেন। অর্জ্জুন যেরূপ বিপক্ষ নৃপতিদিগকে
জয় করিতেন, তদ্রূপ ইনিও বিপক্ষ ভূপতি সকল
জয় করিতেছেন। মহাদেব যেরূপ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া
বিখ্যাত, ইনিও তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি লাভ করি-
য়াছেন। ৫।

আদি পরম পুরুষ যদ্রূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, তদ্রূপ
এই ক্ষিতিপতি প্রত্যেক যজ্ঞে অনন্য সাধারণ
বিতরণ, পৌরুষ, শৌর্য্য ও ধৈর্য্য প্রভৃতি অপূর্ব্ব

অনৃতুষু তরবঃ সুপুষ্পিতাগ্রা বহুতরদুগ্ধদুঘাশ্চ
গোমহিষ্যঃ। ক্ষিতিরভিমতবৃষ্টিরাঢ্যশস্যা স্ববি-
হিতধর্ম্মরতাঃ প্রজাশ্চ সর্ব্বাঃ ॥ ৭ ॥

কালস্ত্রিষ্যঃ সর্ব্বদোষাকরোঽপি ত্রেতামত্যে-
ত্যদ্য রাজ্ঞঃ প্রভাবাৎ। তস্মাদস্মদ্রাজবর্ষ্ম প্রবিশ্য
প্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ শাস্তি কশ্চিদ্ধরিত্রীম্ ॥ ৮ ॥

তদয়ং গুণবারিধির্যথা প্রতিপদ্যেত ন পূর্ব্বকং

কিঞ্চ বৃক্ষা অনৃতুষু পুষ্পিতাগ্রাঃ গোমহিষ্যশ্চ বহুতরদুগ্ধ-
দুঘাঃ ক্ষিতিশ্চাভিমতা বৃষ্টির্যস্যাং সা আঢ্যসস্যা প্রজাশ্চ সর্ব্বাঃ
স্ববিহিতধর্ম্মরতাঃ ॥ ৭ ॥

কিং বহুনা অদ্য রাজ্ঞঃপ্রভাবাৎ সর্ব্বদোষাকরোঽপি কলি-
কালস্ত্রেতামতিক্রামতি তত উৎকৃষ্টো ভবতি। তস্মাৎ প্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ
কশ্চিদস্মদ্রাজ্ঞঃ শরীরং প্রবিশ্য পৃথিবীং শাস্তি শালি০ ॥ ৮ ॥

বিস্তৃত গুণে বিভূষিত হইয়া বিরাজমান থাকি-
তেন। ৬।

যে সময়ে যেরূপ ফলপুষ্প হওয়া আবশ্যক,
তরু সকল অসময়ে তদ্রূপ পুষ্পিত ও ফলিত
হইয়াছে। গো ও মহিষ সকল প্রচুর দুগ্ধ দান করি-
তেছে। পৃথিবীতলে অভিমত বৃষ্টি হইতেছে এবং
প্রচুর শস্য জন্মিতেছে। প্রজা সকল আপন আপন
বিহিত ধর্ম্মে একান্ত রত রহিয়াছে। ৭।

অধিক কি বলিব অদ্য মহারাজের প্রভাবে স-
মগ্র দোষের আধার স্বরূপ এই কলিকাল ত্রেতাযুগ
অতিক্রম করিয়া তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে।
তাহারই প্রতাপে কোন ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন লোক
আমাদের রাজশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক ধরণী শাসন
করিতেছেন। ৮।

বপুঃ। করবাম তথেতি নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ সচিবাঃ পরস্পরম্ ॥ ৯ ॥

অথ তে ভুবি যস্য কস্যচিদ্বিগতাসোর্ব্বপুরস্তি দেহিনঃ। অবিচার্য্য তদাশু দহ্যতামিতি ভৃত্যান্ রহসি ন্যযোজয়ন্ ॥ ১০ ॥

অথ রাজ্যধুরং ধরাধিপঃ পরমাপ্তেষু নিবেশ্য মন্ত্রিষু। বুভুজে বিষয়ান্ বিলাসিনীসচিবোঽন্য-ক্ষিতিপালদুর্লভান্ ॥ ১১ ॥

তত্তস্মাদয়ং গুণসমুদ্রো যথাপূর্ব্বং শরীরং ন প্রাপ্নুয়াত্তথা করবামেত্যেবং সচিবাঃ পরস্পরং নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ বিয়োগিনী ॥ ৯ ॥

অথৈবং নিশ্চয়করণানন্তরং যস্য কস্যচিন্মৃতকস্য দেহিনঃ শরীরং ভূমাবস্তি তদবিচার্য্যাশু দহ্যতামিত্যেব ভৃত্যানেকান্তে ন্যযোজয়ন্ ॥ ১০ ॥

এবং মন্ত্রিণাং জল্পনাদি নিরূপ্য রাজ্ঞশ্চরিতং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে। অথ রাজদেহপ্রবেশাদানন্তরং ভূমিপঃ পরমাপ্তেষু মন্ত্রিষু রাজ্যভারং নিবেশ্য বিলাসিনীসহায়োঽন্যভূমিপালানাং দুর্লভান্ বিষয়ান্ বুভুজে ॥ ১১ ॥

অনন্তর অমাত্যবর্গ পরস্পর নিশ্চয় করিল, এই গুণসিন্ধু ভূপতি যেরূপে আর না পূর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত হন, আইস আমরা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হই। ৯।

এইরূপে নিশ্চয় করিয়া ভৃত্যদিগকে গোপনে আদেশ করিলেন যে, যদি তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির ভূতলে দেহ দেখিতে পাও, তবে তোমরা অবিলম্বে সেই দেহ দগ্ধ করিবে। ১০।

পরে নরপতি ঐ রাজদেহে প্রবেশ করিবার পর অত্যন্ত বিশ্বস্ত অমাত্য বর্গের উপর রাজ্যভার সংস্থাপন করিয়া বিলাসিনী কামিনী গণের সহিত

স্ফটিকফলকে জ্যোৎস্নাশুভ্রে মনোজ্ঞশিরোগৃহে বরযুবতিভির্দীব্যন্নক্ষৈর্দুরোদরকেলিষু। অধরদশনং বাহ্বাবাহং মহোৎপলতাড়নং রতিবিনিময়ং রাজাঽকার্ষীদ্ গ্রহং বিজয়ে মিথঃ ॥ ১২ ॥

অধরজসুধাশ্লেষাদ্রুচ্যং সুগন্ধিমুখানিলব্যতিকর-বশাৎ কান্তা করাত্তমতিপ্রিয়ম্। মধুমদকরং পায়ং পায়ং প্রিয়াঃ সমপায়য়ৎ কনকচষকৈরিন্দুচ্ছায়া-পরিষ্কৃতমাদরাৎ ॥ ১৩ ॥

জ্যোৎস্নাবচ্ছুভ্রে স্ফটিকফলকে মনোজ্ঞানি শিরোগৃহাণি উপবর্হণানি যস্মিন্ তস্মিন্ দুরোদরকেলিষু দ্যূতকারক্রীড়াসু অক্ষৈর্দীব্যন্ সন্ রাজা মিথো জয়ে অধরদশনং বাহ্বাবাহং ভুজেনোদ্বহনং মহোৎপলেন তাড়নং রতিবিপর্য্যয়ং গ্রহং পণমকার্ষীৎ। হরিণীবৃত্তং রসযুগহয়ৈঃ ন্সৌম্রৌস্লৌগোপদা হরিণী তদেতি লক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥

অধরাজ্জাতায়াঃ সুধায়াঃ শ্লেষাদ্রুচ্যং সুগন্ধিমুখানিলব্যতিকর-বশাৎ সুগন্ধিকান্তানাং করেভ্যঃ প্রাপ্তমত এবাতিপ্রিয়ং মদকর-

---

(অন্যান্য ভূপতিগণ যে সমস্ত বৈষয়িক সুখভোগ করিতে পারে না) সেই সমস্ত দুর্লভ উপভোগ্য বিষয় সকল ভোগ করিতে লাগিলেন। ১১।

জ্যোৎস্নার তুল্য শুভ্রবর্ণ এবং মনোহর মস্তকের গৃহ (বালিস) পূর্ণ স্ফটিকময় বেদিভূমির উপরে পাশক্রীড়া করিয়া নরেশ্বর পাশক্রীড়ক দিগের সহিত প্রধান প্রধান যুবতি কামিনী দিগকে কিরূপে জয় করিব এই বিষয়ে অধর দশন, বাহুদ্বারা ঊর্দ্ধে উত্তোলন, প্রশস্ত পদ্মপুষ্প দ্বারা তাড়না এবং বিপরীত বিহার, এই সমস্ত বিষয় পণ করিলেন। ১২।

অধরসুধার স্পর্শে একান্ত মনোরম; মুখ মারু-

মধুমদকলং মন্দস্বিন্নং মনোহরভাষণং নিভৃত-পুলকং সীৎকারাঢ্যং সরোরুহসৌরভম্। দরমুকুলিতাক্ষীষল্লজ্জং বিস্তৃত্বরমন্মথং প্রচরদলকং কান্তা বক্ত্রং নিপীয় কৃতী নৃপঃ॥ ১৪॥

বিবৃতজঘনং সন্দষ্টোষ্ঠং প্রণুন্নপয়োধরং প্রসৃত-ভণিতং প্রাপ্তোৎসাহং রণন্মণিমেখলম্। নিভৃত-করণং নৃত্যদ্গাত্রং গতেতরভাবনং প্রসৃমরসুখং প্রাদুর্ভূতং কিমপ্যপদং গিরাম্॥ ১৫॥

মনসিজকলাতত্ত্বাভিজ্ঞো মনোজ্ঞবিচেষ্টিতঃ সকলবিষয়ব্যাবৃত্তাক্ষঃ সদানুসৃতোত্তমঃ। কৃতকুচ-

---

মিন্দুচ্ছায়য়া চন্দ্রপ্রতিবিম্বেন পরিষ্কৃতং মধুমদ্যং কামং যথেষ্টং পীত্বা পীত্বা প্রিয়াঃ সমপায়য়ৎ॥ ১৩॥

মধুমদেন কলমব্যক্তাক্ষরং মন্দস্বিন্নমীষৎস্বেদযুক্তং মনোহরং ভাষণং যস্মিন্ নিভৃতরোমাঞ্চং সীৎকারাঢ্যং কমলস্য সৌরভ-বৎ সৌরভং যস্য বিস্তৃত্বরঃ প্রসরণশীলো মন্মথো যত্র এবংবিধং কান্তামুখং নিপীয় নৃপঃ কৃতকৃত্যোঽভূৎ॥ ১৪॥

বিবৃতে আবরণরহিতে জঘনে যস্মিন্ সন্দষ্টৌঽধরোষ্ঠৌ যস্মিন্ প্রণুন্নৌ প্রকর্ষেণ পীড়িতৌ স্তনৌ যস্মিন্ প্রসৃতং ভণিতং রতিকূজিতং যস্মিন্ প্রাপ্ত উৎসাহো যস্মিন্ রণন্তী মণিমেখলা যস্মিন্ নিভৃতমাসাদিতং করণং ক্রিয়াভেদঃ সংবেশনং বা যস্মিন্ করণং হেতুকর্ম্মণোঃ। ক্রিয়াভেদেন্দ্রিয়ক্ষেত্রকায়সংবেশনেষু চেতি মেদিনী। নৃত্যন্তি গাত্রাণি যস্মিন্ গতা ইতরস্য ভাবনা যস্মাত্তথাভূতং বাচামগম্যং কিমপ্যতিশয়িতং সুখং প্রাদুর্ভূত-মিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

তত্রাপি ব্রহ্মানন্দমেবান্বভূদিত্যাহ। মনসিজেতি শ্রদ্ধাপ্রীতী রতিশ্চৈব ধৃতিঃ কীর্ত্তির্মনোভবা। বিমলা মোদিনী ঘোরা মদনোৎপাদিনী মদা। মোহিনী দীপনী চৈব জ্ঞেয়া বশকরী তথা। রঞ্জনী চৈব মদনা কলাঃ স্যুঃ অঙ্গেষু সর্ব্বশঃ। দক্ষিণাঙ্গং সমাশ্রিত্য আশিরশ্চরণাবধি। পাদে গুল্‌ফে তথোরৌ চ ভগে নাভৌ কুচে হৃদি। কক্ষে কণ্ঠে তথোষ্ঠে চ গণ্ডে নেত্রে শ্রুতা-বপি। ললাটে চ শিরোদেশে বসেৎ কামস্তিথিক্রমাৎ। দক্ষে

তের সম্বন্ধ বশতঃ সুগন্ধ যুক্ত; কামিনীগণের কর-স্পর্শে অপেক্ষাকৃত রমণীয়; মত্ততার একমাত্র কারণ ও চন্দ্র প্রতিবিম্বে অত্যন্ত পরিষ্কৃত সুরা যথেষ্ট পরিমাণে পান করিয়া অবশেষে স্বর্ণময় পানপাত্র দ্বারা সমাদরের সহিত ভূপতি প্রেয়সী দিগকেও সুরা পান করাইলেন। ১৩।

মদ্যপানে ও মদন প্রাদুর্ভাবে যাহাতে অব্যক্ত ও অস্ফুট বাক্য উচ্চারিত, যাহাতে ঈষৎ ঘর্ম্মবিন্দু বিরাজমান; যাহাতে মনোহর বচন শোভা পাইয়া থাকে; যাহাতে অল্প অল্প রোমাঞ্চের চিহ্ন লক্ষিত; যাহাতে সীৎকার ধ্বনি সর্ব্বদা প্রকাশমান; কমল কুসুমের তুল্য যাহার সৌরভ; মদন যাহাতে আধিপত্য করিয়া থাকে; কামিনী গণের এরূপ অপূর্ব্ব মুখ পান করিয়া মহারাজ কৃতকৃতার্থ হইলেন। ১৪।

যাহাতে জঘন যুগল আবরণ শূন্য; যাহাতে অধর দংশন স্পষ্ট লক্ষিত; যাহাতে স্তন দ্বয় অত্যন্ত পীড়িত; যাহাতে রতিধ্বনি বিস্তারিত, যাহাতে সর্ব্বদাই উৎসাহ উপস্থিত; যাহাতে মণিময় চন্দ্রহার নিয়ত শব্দ করিয়া থাকে; যাহাতে নানাবিধ ক্রিয়া অথবা শয়নের পরিপাটী লক্ষিত; যাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকে; যাহার নিকটে আর অন্য কোন ভাবনা থাকে না; তৎকালে বাক্যের অগোচর এরূপ এক অনির্ব্বচনীয় সুখ ভূপতির উদ্ভূত হইল। ১৫।

শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ধৃতি, কীর্ত্তি, মনোভবা বিমলা, মোদিনী, ঘোরা, মদনোৎপাদিনী, মদা, মোহিনী, দীপনী, বশকরী, রঞ্জনী ও মদনা এই

গুরূপাস্ত্যাত্যন্তং সুনির্ব্বৃতমানসো নিধুবনবরব্রহ্মানন্দং নিরর্গলমন্বভূৎ ॥ ১৬ ॥

পুরেব ভোগান্ বুভুজে মহীভৃৎ স ভোগিনীভিঃ সহিতোঽপ্যরংস্ত। কন্দর্পশাস্ত্রানুগতঃ প্রবীণৈর্ব্বাৎস্যায়নে তচ্চ নিরৈক্ষতাদ্ধা ॥ ১৭ ॥

পুংসঃ স্ত্রিয়া বামে শুক্লে কৃষ্ণে বিপর্য্যয়ঃ। ইত্যুক্তপ্রকারেণ মনসিজস্য কামস্য কলাস্বভিজ্ঞো মনোজ্ঞং বিচেষ্টিতং যস্য সকলবিষয়েষু ব্যাপারযুক্তানীন্দ্রিয়াণি যস্য সদাঽনুস্মৃতাঃ প্রমদোত্তমা যেন কৃতা যা কুচলক্ষণগুরূপাসনা তয়াঽত্যন্তং সুনির্ব্বৃতমন্তঃকরণং যস্য স নিরর্গলং নিরাবাধং নিধুবনং মৈথুনং মৈথুনং নিধুবনং রতমিত্যমরঃ। তত্র বরো যঃ ব্রহ্মানন্দস্তমন্বভূতবান্ হরিণী ॥ ১৬ ॥

সমস্ত কামকলা স্ত্রীলোকের সকল অঙ্গে অবস্থিতি করে। দক্ষিণ অঙ্গ আশ্রয় করিয়া মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত, তন্মধ্যে চরণে গুল্ফদেশে, (গুড়মুড়ো) উরু, ভগ, নাভি, স্তন, হৃদয়, কক্ষপ্রদেশ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, গণ্ড, নেত্র, কর্ণ, ললাট ও মস্তকদেশে তিথির ক্রমানুসারে কাম বসতি করিয়া থাকে। শুক্লপক্ষে পুরুষের দক্ষিণ ভাগে এবং রমণীর বামভাগে কাম অবস্থিতি করে। কৃষ্ণপক্ষে পুরুষের বামভাগে এবং রমণীরও বাম ভাগে কাম অবস্থিতি করে। শাস্ত্রোক্ত এই সকল নিয়মে ভূপতি কাম কলা বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেন; মনোহর চেষ্টা হইল; সমস্ত বিষয়কার্য্যে ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হইল; সুন্দরী প্রমদা দিগকে বশীভূত করিলেন; স্তনরূপ গুরুদেবের উপাসনা করিয়া অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইল; ফলতঃ এইরূপে তিনি অনর্গল সুরত প্রধান ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৬।

বাৎস্যায়নপ্রোদিতসূত্রজাতং তদীয়ভাষ্যঞ্চ নিরীক্ষ্য সম্যক্। স্বয়ং ব্যধত্তাভিনবার্থগর্ভং নিবন্ধমেকং নৃপবেষধারী ॥ ১৮ ॥

স মহীভৃৎ পুরেব ভোগিনীভিঃ প্রমদাভিঃ সহিতো ভোগান্ বুভুজে। বাৎস্যায়নে প্রবীণৈঃ সহিতশ্চ কামশাস্ত্রানুগতোঽরংস্ত তচ্চ কন্দর্পশাস্ত্রং স্বয়ং সাক্ষাদ্ দৃষ্টবান্ ॥ উ০ ॥ ১৭ ॥

তদ্দৃষ্ট্বা নিবন্ধমেকং চকারেত্যাহ। বাৎস্যায়নেন প্রোদিতং ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ বিদ্যাসমুদ্দেশঃ নাগরিকং বৃত্তং নায়কসহায়দূতিকর্ম্মবিমর্শঃ প্রমাণকালভাবেভ্যোরত্যবস্থাপনং প্রীতিবিশেষাঃ আলিঙ্গনবিচারাঃ চুম্বনবিকল্পাঃ নখরদশনজাতয়ঃ দশনচ্ছেদ্যবিধয়ঃ দেশ্যা উপচারাঃ সংবেশনপ্রকারাঃ চিত্ররতানি প্রহরণযোগাঃ তদ্যুক্তাশ্চ সীৎকৃতোপক্রমাঃ পুরুষায়িতং পুরুষোপসৃপ্তানি ঔপরিষ্টকং রতারম্ভাবসানিকং রতবিশেষাঃ প্রণয়কলহ ইত্যাদি সমাসব্যাসাত্মকং সূত্রজাতং তদীয়ং ভাষ্যং চ সম্যক্ নিরীক্ষ্যাভিনবার্থগর্ভমেকং নিবন্ধমমরকাখ্যনৃপবেশধারী ব্যধত্তেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

মহীপতি পূর্ব্বমত ভোগ বিলাসিনী কামিনী গণের সহিত উপভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিতে লাগিলেন। বাৎস্যায়ন শাস্ত্রে (কামশাস্ত্রে) যাঁহারা প্রবীণ তাঁহাদের সহিত কামশাস্ত্রের অনুশীলনে অত্যন্ত রত হইলেন। পরে ঐ কামশাস্ত্র স্বয়ং যথার্থরূপে পরিদর্শন করিলেন। ১৭।

অনন্তর ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ; বিদ্যার সমুদ্দেশ; নাগরিক ব্যক্তিদিগের চেষ্টা চরিত্র; নায়কদিগের সহায় স্বরূপ দূতিগণের সহিত কার্য্য পরামর্শ; প্রমাণ, সময় ও পদার্থ বিশেষ হইতে রতির অবস্থাপন; বিশেষ প্রীতি সকল; আলিঙ্গনের বিচার; কিরূপে চুম্বন করিতে হয় তাহার প্রণালী; নখজাতি ও দন্তজাতি কি প্রকার; দশন দ্বারা কি কি বিষয়ের ছেদন করিতে হয়; দেশীয়

পারাশর্য্যবনিভৃতি প্রবিশ্য রাজ্ঞো বর্ষ্মৈবং বিহরতি তদ্‌বিলাসিনীভিঃ। দৃষ্ট্বা তৎসময়মতীতমস্য শিষ্যা রক্ষন্তো বপুরিতরেতরং জজল্পুঃ ॥ ১৯ ॥

এবং রাজদেহপ্রবেশানন্তরং কৃতং তদীয়ং চরিতং নিরূপ্য তচ্ছিষ্যচরিতং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে। পরাশরেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রমধীত ইতি পারাশরী যতিঃ পারাশর্য্যাপি মস্করীত্যমরঃ। তেষামেবনিভৃতি রাজ্ঞি শ্রীশঙ্করে রাজ্ঞঃ শরীরং প্রবিশ্যৈবং তদ্বিলাসিনীভির্ব্বিহরতি সতি তস্যাগমনকালং তৎসঙ্কেতং মাসমাত্রং বা ব্যতিক্রান্তং দৃষ্ট্বা অস্য শিষ্যাঃ শরীরং রক্ষন্তঃ পরস্পরং জজল্পুঃ প্রহর্ষণী ॥ ১৯ ॥

উপচার; কত প্রকার শয়ন আছে তাহার রীতি; বিচিত্র বিচিত্র সুরত কার্য্য; কিরূপে সুরতকালে কামিনী দিগকে প্রহার করিতে হয় তাহার অনুষ্ঠান; প্রহারযুক্ত রমণীগণের শীৎকারাদির উপক্রম; পুরুষভাব ধারণ; কখন বা পুরুষের অনুসরণ করিবার প্রণালী; উপরি উল্লিখিত সুরতারম্ভের কিরূপে অবসান করিতে হয় তাহার রীতি; বিশেষ বিশেষ রতি ও প্রণয় কলহ ইত্যাদি বাৎস্যায়নপ্রণীত সমষ্টি ও ব্যষ্টি ক্রমে কামশাস্ত্রের সূত্র সকল এবং সূত্র ভাষ্য সকল সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিয়া অমরক রাজবেশ ধারী শঙ্কর, অভিনব অর্থ পূর্ণ এক নিবন্ধ নির্ম্মাণ করিলেন। ১৮।

যতিরাজ শঙ্করাচার্য্য রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া এইরূপে বিলাসিনী রমণী গণের সহিত বিহার করিবার পর তাঁহার আগমন কাল ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা অতীত দেখিয়া আচার্য্যের শরীর রক্ষক শিষ্য সকল পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল। ১৯।

আচার্য্যৈরবধিরকারি মাসমাত্রং সোঽতীতঃ পুনরপি পঞ্চষাশ্চ ঘস্রাঃ। অদ্যাপি স্বকরণমেত্য নঃ সনাথান্ কর্ত্তুং তন্মনসি ন জায়তেঽনুকম্পা ॥ ২০ ॥

কিং কুর্ম্মঃ কনু মৃগয়ামহে ক যামঃ কো জানন্নিহ বসতীতি নোঽভিদধ্যাৎ। বিজ্ঞাতুং কথমিমমীশ্মহে বিচিন্ত্যাপ্যাসিন্ধু ক্ষিতিতলমন্যগাত্রগূঢ়ং ॥ ২১

তজ্জল্পনমুদাহরতি। আচার্য্যৈর্ম্মাসমাত্রমবধিঃ কৃতঃ সোঽতীতঃ। পুনরপি পঞ্চ ষড়্ বা দিনানি ব্যতীতানি অদ্যাপি স্বশরীরং প্রবিশ্যাস্মান্ সনাথান্ কর্ত্তুং তস্য মনসি করুণা ন জায়তে ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ কিং কুর্ম্মঃ ক গচ্ছামঃ ন তু কচিৎ গত্বা কশ্চন প্রষ্টব্য ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ জানন্ সন্ ইহ বসতীতি নঃ অস্মভ্যং কঃ অভিদধ্যাৎ, নন্থ সমুদ্রপর্য্যন্তং ক্ষিতিতলমন্বিষ্য স্বয়মেব বিজ্ঞেয় ইতি তত্রাহুঃ। আসিন্ধু ভূমিতলং বিচিন্ত্যান্বিষ্যাপীমং গুরুং বিজ্ঞাতুং কিং সমর্থা ভবামো যতোঽন্যশরীরে গূঢ়ম্ ॥ ২১ ॥

আচার্য্য একমাস মাত্র সময় নিরূপণ করিয়া ছিলেন তাহাও ত এক্ষণে অতীত হইয়াছে। তাহাভিন্ন আরও পাঁচ ছয় দিবস গত হইল, তথাপি তিনি আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে সসহায় করিবার নিমিত্ত অদ্যাপি তাঁহার হৃদয়ে কোন অনুকম্পা হইল না। ২০।

অতএব এক্ষণে আমরা কোথায় যাই? কি করি? কোথায় অন্বেষণ করিব? কেবা এইস্থানে জানিয়া বাস করিয়া আছেন, যিনি আমাদিগকে তাঁহার বিষয় বলিয়া দিবেন? সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিয়াও আমরা গুরুদেবকে জানিতে পারিব না। কারণ, তিনি এক্ষণে অপর দেহে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন। ২১।

গুরুণা করুণা নিধিনা হ্যধুনাযদি নো নিহিতা বিহিতা ত্যজিতাঃ। জগতি ক্ব গতির্ভজতাং ত্যজতাং স্বপদং বিপদন্তকরং তদিদম্ ॥ ২২ ॥

নিঃশেষেন্দ্রিয়জাড্যহৃন্নবনবাহ্লাদং মুহুস্তন্বতী নিত্যাশ্লিষ্টরজোযতীশচরণাম্ভোজাশ্রয়া শ্রেয়সী। নিষ্প্রত্যূহবিজৃম্ভমাণবৃজিনস্তোমোদ্বাসনা বাসনা নিঃসীমা হৃদয়েন কল্পিতপরারম্ভা চিরং ভাব্যতে ॥২৩॥

তথা করুণানিধির্গুরুরপি যদি সন্নিধিং ন বিধাস্যতি তর্হ্যস্মাকং ক্বাপি গতির্নাস্তীত্যাশয়েনাহুঃ। করুণানিধিনা গুরুণাঽপি যদি ত্যক্তা বয়মধুনা সন্নিহিতাস্তর্হি বিপদন্তকরং তৎ স্বপদং ভজতাং পুনশ্চেদং সর্ব্বং ত্যজতাং জগতি ক্ব গতি র্ন ক্বাপীত্যর্থঃ, ইহ তোটকমম্বুধিসৈঃ প্রথিতম্ ॥ ২২ ॥

নন্বেবম্ভূতগুরুবিরহবতাং ভবতাং কথং জীবনমিতি তত্রাহুঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়জাড্যহৃদ্‌যো নবীননবীনাহ্লাদস্তং মুহুর্ব্বিতন্বতী পুনশ্চ নিত্যমশ্লিষ্টমস্পৃষ্টং রজো যাভ্যাস্তে রজোগুণলক্ষণপাংসুবিনির্মুক্তযতীশস্য চরণকমলে আশ্রয়ো যস্য অতএব শ্রেয়সী অতিশ্রেষ্ঠা পুনশ্চ নিষ্প্রত্যূহং নির্ব্বিঘ্নং যথা-স্যাত্তথা বিজৃম্ভমাণস্য বৃজিনস্যোদ্বাসনা বিনাশিকা নিরবধিরূপা বাসনা সা হৃদয়েন কল্পিতালিঙ্গনা চিরং ভাব্যতে। তথা চ গুরুচরণবাসনাভাবনমেব জীবনসাধনমিতি ভাবঃ শা০ ॥২৩॥

করুণাময় গুরুদেব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি আমরা এখন পর্য্যন্ত তাঁহার সন্নিধানে বাস করিয়া রহিয়াছি। যদিচ আমরা এখনও তাঁহার বিপদন্তকর চরণ যুগল ভজনা করিতেছি ও সমস্ত পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি এই জগতে তিনি ব্যতীত আর আমাদিগের কোন উপায় বা গতি নাই। ২২।

এখন গুরুর বিরহ বেদনা সহ্য করিয়াও আমাদের জীবন পরিত্যাগ না করিবার একমাত্র কারণ এই যে, যে বাসনা নিঃশেষে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের জড়তা দূর করে, যেবাসনা নব নব আহ্লাদ বারম্বার প্রদান করে; রজো গুণ এবং চরণের ধূলি শূন্য যতিবরের চরণ কমল যে বাসনার আশ্রয়; যে বাসনা উক্ত কারণে সকলের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত; যে বাসনা প্রকাশ মান পাপরাশি নির্বিঘ্নে বিনাশ করিয়া থাকে,আমরা সেই নিরবধি বাসনা হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকেই চিরকাল চিন্তাকরিতেছি। বস্তুতঃ গুরুদেবের চরণ বাসনা চিন্তা করিয়াই আমরা জীবন পরিত্যাগ করি নাই, এবং তাহাতেই আমাদিগের জীবনের সাধ রহিয়াছে। ২৩।

তন্মধ্যে কোন কোন শিষ্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল। আচার্য্যের জ্যোতি

ফলিতৈরিব সত্বপাদপৈঃ পরিণামৈরিব যোগসম্পদাম্। সময়ৈরিব বৈদিকশ্রিয়াং সশরীরৈরিব তত্বনির্ণয়ৈঃ ॥ ২৪ ॥

সধনৈর্নিজলাভবৈভবাৎ সকুটুম্বৈরুপশান্তিকান্তয়া। অতদন্যতয়াঽখিলাত্মকৈরনুগৃহ্যেয় কদা নু ধামভিঃ ॥ ২৫ ॥

তত্র কেচিদৌৎসুক্যমাবিষ্কুর্ব্বন্ত আহুঃ। সত্বপাদপৈর্ব্যবসায়রূপবৃক্ষৈঃ ফলিতৈরিব যোগসম্পদাং পরিণামৈরিব বৈদিকশ্রিয়াং সময়ৈর্ভাসৈরিব সময়ঃ শপথে ভাসসম্পদোরিতি বিশ্বপ্রকাশঃ। তত্বনির্ণয়ৈঃ শরীরবদ্ভিরিব নিজলাভবৈভবাৎ সধনৈরিব উপশান্তিলক্ষণয়া কান্তয়া কলত্রসহিতৈরিব তেভ্যোঽন্যস্যাভাবতয়া সকলাত্মকৈস্তেজোভিঃ কদাঽনুগৃহ্যেয় অনুগৃহীতা ভূয়াস্মেতি দ্বয়োরর্থঃ বিয়োগিনী ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

অবিনয়ং বিনয়ন্নসতাং সতামতিরয়ং তিরয়ন্ ভবপাবকম্। জয়তি যো যতিযোগভৃতাম্বরো জগতি মে গতিমেষ বিধাস্যতি ॥ ২৬ ॥

বিগতমোহতমোহতিমাপ্য যং বিধুতমায়-

তত্র কশ্চিদতীব দুঃখিত আচার্য্য এব মম গতিং বিধাস্যতী- ত্যাহ, অসতামবিনয়ং বিনয়ন্ দূরীকুর্ব্বন্ সতামতিবেগবন্তং সং- সারাগ্নিং তিরয়ন্ অপগতং করিষ্যন্ যো যোগভৃতাং বরো জগতি জয়তি এষ মম গতিং বিধাস্যতি দ্রু০ ॥ ২৬ ॥

কেচিত্তু তদ্দর্শনেনৈব শোকসাগরস্য তরণং মত্বা আহুঃ।

যেন ব্যবসায় বৃক্ষরূপে ফলিত হইয়াছে; ঐ জ্যোতি যেন যোগ সম্পত্তির পরিণাম; বৈদিক কার্য্য পদ্ধতির যে সমস্ত শোভা আছে, আচার্য্যের জ্যোতি যেন তাহাদের প্রভারাশি; তত্ত্ব নির্ণয় যেন শরীর ধারণ করিয়া বিদ্যমান; আপনার লাভে ও বৈভবে যেন ঐ জ্যোতি ধনপূর্ণ; শান্তি রমণী সর্ব্বদা নিকটে থাকাতে যেন ঐ তেজ কলত্রযুক্ত, ঐ তেজ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ভুবনে বিদ্যমান না থাকাতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক এবং সর্ব্বাত্মক ঐ তেজোরাশি কবে আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবে?। ২৪। ২৫।

কেহ দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল— আচার্য্যই আমার গতি করিবেন। যিনি অসজ্জনের অবিনয় দূর করিয়া থাকেন; যিনি সাধুবর্গের অত্যন্ত বেগবান্ সংসারাগ্নি দূর করিতে সমর্থ; জগতে যত যোগধারী মহাপুরুষ আছেন, তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন, সেই গুরু অবশ্যই আমার ইহলোক ও পরলোকের গতি বিধান করিবেন। ২৬।

তমা যতযোঽভবন্। অমৃতদস্য তদস্য দৃশঃ স্বতা- ববতরেম তরেম শুগর্ণবম্ ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভবিভাজকস্ফুরণদৃষ্টিমুষ্টিন্ধয়ঃ ক্ষপান্ধ- মতপান্থদুষ্কথকদন্তকুক্ষিম্ভরিঃ। কদা ভবসি মে পুনঃ পুনরনাদ্যবিদ্যাতমঃ প্রমৃজ্য গলিতদ্বয়ং পদ- মুদঞ্চযন্নদ্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥

যং বিগতা মোহলক্ষণতমসাং সংহতি র্যস্মান্নিরাবরণতত্ত্বজ্ঞানবন্তং প্রাপ্য যতয়ো বিধৃতমায়তমা অতিশয়েন বিধৃতা কম্পিতা মায়া যৈ স্তথাভূতা অভবন্। তস্যাস্যামৃতপ্রদস্য চক্ষুষো মার্গে যদাঽবতরেম তদা শোকসমুদ্রং তরেম ॥ ২৭ ॥

সকলানর্থনিবর্ত্তকমদ্বয়ানন্দপ্রাপকং তদীয়মুপদেশং স্মরন্ কশ্চিদাহ। পুনঃ পুনর্ম্মেঽনাদ্যবিদ্যাতমো বিমৃজ্য গলিত- দ্বৈতমদ্বয়ং পদমুদঞ্চয়ন্ প্রকাশয়ন্ পুণ্যাপুণ্যবিভাজকস্ফুরণ- দৃষ্টৈর্মুষ্টিন্ধয়ঃ সারাকর্ষকঃ রাত্র্যন্ধকারাত্মকেষু মতেষু পান্থানাং মধ্যে যে দুষ্কথকাস্তেষাং দন্তস্য কুক্ষিম্ভরির্ভক্ষকঃ কদা ভবসি পৃথিবী ॥ ২৮ ॥

অপরে বলিতে লাগিল, তাঁহার দর্শনমাত্রেই আমরা শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যাঁহা হইতে সমস্ত মোহ তিমির অপসৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যিনি অবিদ্যারূপ আবরণ শূন্য; জ্ঞানরূপ আলোকে একান্ত প্রদীপ্ত; তাঁহাকে একেবার প্রাপ্ত হইলে যতিগণ একেবারে মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। অতএব যদি আমরা এক্ষণে সেই অমৃতদাতা আচার্য্যের নয়ন পথে অবতীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে অবাধে শোকার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। ২৭।

"যাঁহা দ্বারা সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হয় এবং অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়" কোন লোক আচার্য্যের ঈদৃশ উপদেশ স্মরণ

মর্ত্ত্যানাং নিজপাদপঙ্কজজুষামাচার্য্যবাচা যয়া রুন্ধানো মতিকল্মষং ত্বমিহ কিঙ্কুর্বাণনির্বাণয়া। দ্রাঙ্নায়াস্যসি চেৎ সুধীকৃতপরীহাসস্য দাসস্য তে দুঃখান্তো ন ভবেদিতীড্য! স পুনর্জানীহি মীনীহি মা ॥ ২৯ ॥

ইতি খেদমুপেয়ুষি মিত্রজনে প্রতিপন্নযতি-

কশ্চিদ্ব্যতিবিহ্বলঃ সন্নবশুন্দর্শনং দেহীত্যাশয়েনাহ। হে আচার্য্যেহ জীবদ্দশায়ামেব কিং কুর্ব্বাণং কিঙ্করতাং প্রাপ্তং নির্ব্বাণং যস্যাস্তয়া যযা বাচা নিজপাদপদ্মজুষাং মর্ত্ত্যানাং বুদ্ধিকল্মষং সমূলং রুন্ধানস্ত্বং শীঘ্রং নায়াস্যসি চেত্তর্হি সুবুদ্ধিভিঃ কৃতঃ পরিহাসো যস্য তস্য তে দাসস্য মে দুঃখান্তো ন ভবেদিতি হে স্তুত্য! স পুনস্ত্বং জানীহি মাং মা মীনীহি ন ঘাতয় শা০ ॥ ২৯ ॥

ইত্যেবং মিত্রজনে খেদমুপেয়ুষি সতি পরিজ্ঞাতো যতি-

করিয়া বলিতে লাগিল। তিনি আমার পুনঃ পুনঃ অনাদি-অবিদ্যা-জন্য তম (অজ্ঞান) মার্জিত করিয়া দ্বৈতবর্জ্জিত অদ্বৈতপদ প্রকাশ করুন। যিনি পাপপুণ্যের বিভাজক, প্রকাশমান নয়নপথের সারভাগ আকর্ষণ করিয়া থাকেন; রাত্রিকালের অন্ধকারের তুল্য যে সমস্ত তমোময় মত আছে, যে সমস্ত পথিকেরা ঐ মতের পথে চলিয়া থাকে, ঐ পান্থদিগের মধ্যে যাহারা দুষ্ট, তাহাদিগকে কবে আচার্য্য একেবারে গ্রাস করিবেন?। ২৮।

কেহবা অত্যন্ত বিকলচিত্তে বলিতে লাগিল, শীঘ্র আপনি দর্শন দিয়া আমাকে রক্ষা করুন। আচার্য্য! এই জীবদ্দশাতেই যে ভারতী আপনার দাসী হইয়া রহিয়াছে, সেই ভারতী দ্বারা যে সমস্ত মনুষ্য আপনার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকে;

ক্ষিতিভৃন্মহিমা। শুচমর্থবতা শময়ন্ বচসা নিজগাদ সরোরুহপাদ ইদম্ ॥ ৩০ ॥

পর্য্যাপ্তং নঃ ক্লৈব্যমুপেত্যাত্র সখায়ঃ সাহং কৃত্বোৎ-ভূমিমশেষামপিধানাৎ। অন্বেষ্যামো ভূবিবরাণ্যপ্যথচ দ্যাং যদ্বদ্দেবং দেবমনুষ্যাদিষু গূঢ়ম্ ॥ ৩১ ॥

রাজস্য স্বগুরোর্ম্মহিমা যেন স পদ্মপাদোঽর্থবতা বচনেন শোকং শময়ন্নিদং বক্ষ্যমাণমুবাচ তো০ ॥ ৩০ ॥

যদুবাচ তদাহ। নোঽস্মাকং ক্লৈব্যং পর্য্যাপ্তমতো হে সখায়ঃ! মিলিত্বা উৎসাহং কৃত্বা সর্ব্বাং ভূমিমপিধানাৎ তিরোধানাদেব অন্বেষ্যামোঽথানন্তরং ভূবিবরাণি পাতালান্ তদনন্তরং দিবং দেবমনুষ্যোরগাদিগূঢ়ং মহাদেবমিব বেদৈরদ্বৈ মর্ত্ত্যৈযসগামন্তমযুরম্ ॥ ৩১ ॥

তাহাদিগের পাপ বুদ্ধি সমূলে বিনাশ করিয়া আপনি যদি শীঘ্র আগমন না করেন; তাহা হইলে সুবুদ্ধিগণ সর্ব্বদা পরিহাস করিতে থাকিবে, অথচ আপনার এই দাসের দুঃখেরও অবসান হইবে না। অতএব হে পূজ্য! আপনি ইহা নিশ্চয় জানিয়া কেন আমাকে বধ করিতেছেন। ২৯।

এইরূপে মিত্রগণ অত্যন্ত খেদ প্রাপ্ত হইবার পর নিজগুরু যতিপতির মহিমা অবগত হইয়া পদ্মপাদ অর্থযুক্ত বচনদ্বারা শোকদলন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। ৩০।

আমাদিগের মূর্খতা যথেষ্ট হইয়াছে। হে বন্ধুগণ! এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া উৎসাহের সহিত আবরণ হইতে সমস্তভূমি অন্বেষণ করিব। অনন্তর পাতাল প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া, তৎপরে দেবতা, মনুষ্য ও সর্পাদি দেহে লুক্কায়িত মহাদেবের তুল্য সেই গুরুদেবকে স্বর্গ হইতে আমরা অন্বেষণ করিয়া লইব। ৩১।

অনির্বিণ্ণচেতাঃ সমাস্থায় যত্নং সুদুষ্প্রাপমপ্যর্থমাপ্নোত্যবশ্যম্। মুহুর্বিঘ্নজালৈঃ সুরা হন্যমানাঃ সুধামপ্যবাপুর্হ্যনির্বিণ্ণচিত্তাঃ ॥ ৩২ ॥

যদপ্যন্যগাত্রপ্রতিচ্ছন্নরূপো দুরন্বেষণঃ স্যাদ্ গুরুর্নস্তথাপি। স্বর্ভানূদরস্থঃ শশীব প্রকাশৈস্তদীয়ৈর্গুণৈরেব বেত্তুং স শক্যঃ ॥ ৩৩ ॥

এবমুক্তেঽপি দুঃসাধ্যমালোচ্যোৎসাহমকুর্বত আলঙ্কাহ। অনির্বিণ্ণং নির্বেদরহিতং চিত্তং যস্য স যত্নং সম্যগাস্থায় সুদুষ্প্রাপমপ্যর্থমবশ্যং প্রাপ্নোতি। হি যস্মান্মুহুর্বিঘ্নজালৈর্হন্যমানা অপি সুরা অনির্বিণ্ণচিত্তা অতিদুর্লভামপি সুধাং প্রাপুঃ। হি যস্মাদনির্বিণ্ণচিত্তা অত এবস্থূতা অপি দেবাঃ সুধামপ্যবাপুরিতি বা ভুজঙ্গ প্রয়াতং ভবেদ্যৈশ্চতুর্ভিঃ ॥ ৩২ ॥

যদ্যপ্যন্যগাত্রপ্রতিচ্ছন্নরূপস্তথাপ্যস্মাকং গুরুর্দুরন্বেষণঃ স্যাত্তথাপি যথা রাহূদরস্থোঽপি চন্দ্রঃ স্বীয়ৈঃ প্রকাশৈর্বিজ্ঞাতুং শক্যস্তদ্বত্তদীয়ৈর্গুণৈরেব স গুরুর্বেত্তুং শক্যঃ ॥ ৩৩ ॥

উৎসাহ থাকিলে সংসারে কোন বস্তু অসাধ্য হয় না। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে ব্যক্তি মনের খেদ পরিহার পূর্ব্বক অত্যন্ত যত্ন প্রকাশ করেন; তিনি অশশ্যই সুদুর্লভ অর্থ হইলেও তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই—বিঘ্নজালে জড়িত হইয়া দেবতাগণের শত শত ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেও কেবল তাঁহাদের চিত্তে খেদ ছিলনা বলিয়া অত্যন্ত দুর্লভ সুধা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থন কালে দেবতাদিগের কত বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহারা তৎপক্ষে দৃষ্টিপাত না করিয়া পরম দুর্লভ অমৃত লাভ করেন। ৩২।

আমাদিগের গুরু অপরের দেহে একবারে মিশাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে অন্বেষণ করা এক্ষণে দুঃসাধ্য। তবে চন্দ্র যেরূপ রাহুর উদরে প্রবেশ করিলেও প্রকাশ গুণ দ্বারা চন্দ্রকে জানিতে পারা যায়, সেরূপ গুরুদেবের অলৌকিক গুণ সমষ্টি দ্বারা অবশ্যই তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারিব। ৩৩।

ইক্ষুচাপাগমাপেক্ষয়া নির্গতো বর্ষ্ম তস্যোচিতং কৃষ্ণবর্ষ্মদ্যুতি। বিভ্রমাণাং পদং সুভ্রুবাং ভূপতেঃ প্রাপ্তুমর্হত্যকামাগ্রণীঃ সংযমী ॥ ৩৪ ॥

নিত্যতৃপ্তাগ্রযায্যাশ্রিতে নির্বৃতাঃ প্রাণিনো

নহু তথাপি ক্ব গতো যত্রান্বেষ্য ইতি চেত্তত্রাহ। ইক্ষুধন্বনঃ কামস্যাগমাপেক্ষয়া যতিশরীরান্নির্গতঃ সুভ্রুবাং বিভ্রমাণাং পদং কামশাস্ত্রস্যোচিতং রাজ্ঞঃ শরীরং প্রাপ্তুমর্হতি। কামাগমাপেক্ষয়ৈব গতো ন তু তজ্জন্যসুখেচ্ছয়েতি বোধয়িতুমাহ। কামবিনিম্মুক্তানামগ্রণীঃ বৈশ্চতুর্ভির্বৃতা স্রগ্বিণী সম্মতা ॥ ৩৪ ॥

নন্বেবমপি রাজ্ঞাং বহুত্বাৎ কথমস্য দেশস্য রাজ্ঞঃ শরীরে প্রবিষ্ট ইতি বিজ্ঞেয়মিতি চেত্তত্রাহ। নিত্যতৃপ্তাগ্রগামিনাঃ

এখন তিনি কামশাস্ত্র জানিবার জন্য যতিদেহ হইতে বহির্গত হইয়া যুবতী কামিনী গণের বিবিধ বিভ্রমযুক্ত এবং কামশাস্ত্রের সমুচিত, মনোরম রাজ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংসারে যত নিষ্কাম পুরুষ আছেন তিনি তাহাদিগের অগ্রগণ্য। অতএব গুরুদেব যে কামশাস্ত্র জানিবার জন্য গিয়াছেন, কিন্তু কামসুখ অনুভব করিতে যান নাই, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ৩৪।

সংসারে অনেক রাজা আছে, অতএব আমাদের গুরু কোন দেশের রাজা হইয়াছেন, তাহা

রোগশোকাদিনা নেক্ষিতাঃ। দস্যুপীড়োজ্ঝিতাঃ স্বস্বধর্ম্মে রতাঃ কালবর্ষী স্বরাণ্মেদিনী কামসূঃ ॥৩৫॥

তদিহালস্যমপাস্য বিচেতুং নিরবধিসংসৃতি-জলধেঃ সেতুং। দেশিকবরপদকমলং যামো ন বৃথাঽনেহসমত্র নযামঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি জলরুহপদবচনং সর্বে মনসি নিধায়

স্বদ্‌গুরুণাশ্রিতে দেশে প্রাণিন আনন্দিতা যতো রোগশোকাদিনা নাবেক্ষিতা যতশ্চোরপীড়াবিনির্ম্মুক্তাঃ স্বস্বধর্ম্মে রতাশ্চ স্যুঃ স্বরাড়িন্দ্রঃ কালবর্ষী স্যাৎ ভূমিশ্চ কামসূঃ স্যাৎ ॥ ৩৫ ॥
তত্তস্মাদস্মিন্ কালে আলস্যং বিহায়ানাদ্যনন্তসংসারসমুদ্রস্য সেতুং দেশিকবরচরণারবিন্দং বিচেতুং গচ্ছামোঽস্মিন্ দেশে বৃথা কালং ন নয়ামঃ মাত্রাসমকং নবমো লান্তম্ ॥ ৩৬ ॥
ইত্যেবং পদ্মপাদস্য বচনং নিরাকৃতগর্ব্বে মনসি সর্ব্বে নিধায়

জানিবার এই এক মাত্র উপায় আছে। সেই সদানন্দ দিগের অগ্রগণ্য গুরুদেব যে দেশে বাস করিতেছেন, সে দেশের প্রাণীগণ সদাই আহ্লাদিত। কারণ, তাহাদের রোগ শোক থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ঐ সকল প্রাণী গণের দস্যুভয় নাই, তাহারা স্বস্ব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত, এবং সেই দেশে ইন্দ্রদেব যথা কালে বর্ষণ করিবেন, পৃথিবীও অভিমত ফল দানে সকলকে সন্তুষ্ট করিবে।৩৫।

অপার সংসার সাগরের সেতু স্বরূপ গুরুবরের চরণ কমল অন্বেষণ করিতে আইস আমরা সকলে আলস্য ত্যাগ করিয়া এখনই গমন করি। আর আমরা এ স্থানে বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিব না। ৩৬।

নিরাকৃতগর্বে। কাংশ্চিদত্র নিবেশ্য শরীরং রক্ষিতুমন্যে নিরগুরুদারম্ ॥ ৩৭ ॥

তে চিন্বন্তঃ শৈলাচ্ছৈলং বিষয়াদ্‌বিষয়ং ভুবমনুবেলম্। প্রাপুর্ধিক্‌কৃতবিবুধনিবেশান্ স্ফীতানমরকনৃপতের্দ্দেশান্ ॥ ৩৮ ॥

মৃত্বা পুনরপ্যুত্থিতমেনং শ্রুত্বা বৈণ্যদিলীপসমানম্। ত্যক্ত্বা বিরহজদৈন্যমমন্দং মত্বাচার্য্যং ধৈর্য্যমবিন্দন্ ॥ ৩৮ ॥

কাংশ্চিদ্ভদ্রারং গুরুশরীরং রক্ষিতুং তস্মিন্ স্থানে নিবেশ্যান্যে নির্গতাঃ ॥৩৭॥
তে পর্ব্বতাৎ পর্ব্বতং দেশাৎদেশং ভূমিমনিশং চিন্বন্তোধিক্‌ৃতাদেবানাং নিবেশা যৈস্তান্ স্ফীতানমরকনৃপতের্দ্দেশান্ প্রাপুঃ প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৩৮ ॥
মৃত্বা পুনরপ্যুত্থিতমমরকসংজ্ঞং নৃপং পৃথুদিলীপতুল্যং শ্রুত্বাচার্য্যং মত্বাঽমন্দং বিরহজন্যং দৈন্যং হিত্বা ধৈর্য্যং প্রাপুঃ ॥ ৩৯ ॥

সকলেই অহঙ্কার শূন্য হৃদয়ে পদ্মপাদের এরূপ গভীর বাক্য শুনিয়া গুরুর পূজনীয় দেহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত জন কতক শিষ্য ঐ স্থানে রহিল, আর অবশিষ্ট সকলেই শীঘ্র অন্বেষণার্থ বহির্গত হইল। ৩৭।

তাঁহারা এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বত, এক দেশ হইতে অন্য দেশ, এইরূপে সকল ভূমি খণ্ড অন্বেষণ করিয়া অমরক ভূপতির দেশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—ঐ দেশের কাছে দেবতা দিগের দেশ স্বর্গ পর্য্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছে। ৩৮।

পৃথু রাজ এবং দিলীপের মতন অমরক রাজাকে মরিয়া পুনর্ব্বার বাঁচিয়া উঠিতে শুনিয়া, এবং তাঁহাকেই আচার্য্য বোধ করিয়া গুরুদেবের বিরহ

তেচ জ্ঞাত্বা গানবিলোলং তরুণীসক্তং ধরণীপালম্। বিবিশুঃ স্বীকৃতগায়কবেষা নগরং বিদিতসমস্তবিশেষাঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞে জ্ঞাপিতবিদ্যাতিশয়াস্তে তৎসংগ্রহবিধৃতাতিশয়াঃ। রমণীশতমধ্যগমবনীন্দ্রং দদৃশুস্তারাবৃতমিব চন্দ্রম্ ॥ ৪১ ॥

ধরচামরকরতরুণীকঙ্কণরঞ্জিতমনোহরপশ্চাদ্-

তেচ তরুণীষু সক্তং গানবিলোলং ভূপালং জ্ঞাত্বা স্বীকৃতগায়কবেষা নগরং বিবিশুঃ যতো বিদিতসমস্তবিশেষাঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞে জ্ঞাপিতগানবিদ্যাতিশয়াঃ যতস্তস্য রাজ্ঞঃ সংগ্রহণায় বিধৃতোঽতিশয়ো যৈস্তে তারাবৃতং চন্দ্রমিব তরুণীমধ্যগতং ভূমীন্দ্রং দদৃশুঃ ॥ ৪১ ॥

ভূমীন্দ্রং বিশিনষ্টি। বরচামরকরাণাং তরুণীনাং কঙ্কণৈরঞ্জিতো

যন্ত্রণা একবারে শিষ্য গণ পরিত্যাগ করিল। পরে শিষ্যগণ জানিতে পারিল, ভূপতি সঙ্গীত শাস্ত্রে একেবারে উন্মত্ত এবং অবিরত যুবতি রমণীদের সহিত আসক্ত থাকেন। নগরের কোথায় কি থাকে—সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে অবগত হইবামাত্র গায়কের বেশ ধরিয়া তাঁহারা নগরে প্রবেশ করেন।৩৯। ৪০।

"যে ব্যক্তি সঙ্গীত-শাস্ত্রে দক্ষ, ভূপতি তাহাদিগকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকেন" শিষ্যগণ ইহা জানিতে পারিয়া সাধ্যমত সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ভূপতিকে জানাইল যে, আমরা সঙ্গীত শাস্ত্রে রীতিমত দক্ষতা লাভ করিয়াছি। অনন্তর তাঁহারা তারাপরিবেষ্টিত শশধরের ন্যায় শত শত রমণীর মধ্যে অমরক ভূপতিকে দর্শন করেন। ৪১।

ভাগম্। গীতিগতিজ্ঞোদ্গীতশ্রুতিসুখতানসমুল্লসদগ্রিমদেশম্ ॥ ৪২ ॥

ধৃতচামীকরদণ্ডসিতাতপবারণরঞ্জিতরত্নকিরীটম্। শ্রিতবিগ্রহমিব রতিপতিমাশ্রিতভুবমিবসান্তঃপুরমমরেশম্ ॥ ৪৩ ॥

রুচিরবেষাঃ সমাসাদ্য তাং সংসদং নয়নসং-

মনোহরঃ পশ্চাদ্ভাগো যস্য তং পুনশ্চ গীতিগতিজ্ঞৈরুদ্গীতেন শ্রবণসুখেন তানেন সমুল্লসদগ্রিমদেশো যস্য তম্ ॥ ৪২ ॥

পুনশ্চ ধৃতশ্চামীকরো হিরণ্ময়ো দণ্ডো যস্য তথাভূতেন সিতেনাতপবারণেন ছত্রেণ রঞ্জিতং রত্নকিরীটং যস্য তং স্বীকৃতবিগ্রহং রতিপতিমনঙ্গমিব যদ্বা শ্রিতভূমিমন্তঃপুরসহিতং দেবেশং পুরন্দরমিব ॥ ৪৩ ॥

এবম্ভূতং রাজানং দৃষ্ট্বা যৎকৃতবন্তস্তদাহ। রুচিরবেষাঃ তাং সংসদং সমাসাদ্য নয়নসংজ্ঞয়া দত্তাসনা রাজ্ঞা সম্যগাঙ্গুপ্তা মূর্চ্ছনাপদবিদস্তে সভাং মোহয়ন্তঃ মুখরং জগুঃ। মূর্চ্ছনালক্ষণঞ্চ ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্। সা মূর্চ্ছেত্যুচ্যতে

দেখিলেন—উৎকৃষ্ট চামর হস্তে ধরিয়া যুবতি কামিনী গণ কঙ্কণ (বালা) ভূষণে ভূপতির পশ্চাৎ ভাগ সুশোভিত করিয়াছে। অপিচ যাহারা সঙ্গীত শাস্ত্রে বিচক্ষণ, তাহারা শ্রবণের সুখদায়ক উচ্চ গানের সুমধুর তানে ভূপতির সম্মুখ দেশ সুসজ্জিত করিয়াছে। স্বর্ণদণ্ড শোভিত শ্বেতছত্র দ্বারা ভূপতির রত্নময় কিরীট রঞ্জিত হইয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, কিংবা দেবরাজ ইন্দ্র অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীদের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৪২। ৪৩।

জ্ঞাবিতীর্ণাসনা ভূভুজা। সমতিস্বষ্টাস্ততঃ সুস্বরং মূর্চ্ছনাপদবিদস্তে জগুর্মোহয়ন্তঃ সভাম্॥ ৪৪॥

গ্রামস্থা এতাঃ সপ্তসপ্তচেতি। তত্রস্বরাঃ শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরাঃ ষড়্জর্ষভগান্ধারমধ্যমাঃ। পঞ্চমো ধৈবতশ্চাথ নিষাদ ইতি সপ্ত তে ইত্যুক্তাঃ সপ্তঃ সামান্যতঃ। স্বরস্বরূপস্তু শ্রুত্যনন্তরভাবী যঃ স্নিগ্ধোঽনুরণনাত্মকঃ। স্বতো রঞ্জয়তি শ্রোতৃশ্চিত্তং স স্বর উচ্যতে ইতি শ্রুতির্নাম স্বরারম্ভকাবয়ববিশেষস্তদুক্তং প্রথমশ্রবণাচ্ছব্দঃ শ্রূয়তে হ্রস্বমাত্রকঃ। সা শ্রুতিঃ সংপরিজ্ঞেয়া স্বরাবয়বলক্ষণেতি। অথ গ্রামলক্ষণং যথা কুটুম্বিনঃ সর্ব্বেঽপ্যেকীভূতা ভবন্তিহি। তথা স্বরাণাং সন্দোহো গ্রাম ইত্যভিধীয়তে। ষড়্জগ্রামো ভবেদাদৌ মধ্যমগ্রাম এবচ। গান্ধারগ্রাম ইত্যেতদ্গ্রামত্রয়মুদাহৃতং। নন্দাবর্ত্তোঽথ জীমূতঃ সুভদ্রো গ্রামকাশ্রয়ঃ। ষড়্জমধ্যমগান্ধারাখ্যানাং জন্মহেতব ইতি তথাচৈবম্ভূতগ্রামত্রয়েঽপি প্রত্যেকং সপ্তসপ্ত চ মূর্চ্ছনা ইত্যেকবিংশতি মূর্চ্ছনাভবন্তি তথাভূতমূর্চ্ছনা পদবিদস্তে সুস্বরং জগুরিত্যর্থঃ যচ্ছন্দো নোক্তমত্রগাথেতি তৎ সূরিভিঃ প্রোক্তম্॥ ৪৪॥

রাজাকে দেখিয়া মনোহরবেশে শিষ্যগণ ঐ সভায় উপস্থিত হন। পরে ভূপতি নয়ন দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে আসন দিতে অনুমতি করেন। শিষ্যগণ আসনে উপবেশন করিয়া রাজার অনুমতিক্রমে গানের উপোযোগী মূর্চ্ছনা প্রভৃতি বস্তু সংগ্রহ করিয়া সুমধুর স্বরে গান করিতে লাগিলেন।* ৪৪।

* মূর্চ্ছনা যথা—"ক্রমশঃ সাতটী স্বরের উচ্চতা এবং নীচতার নাম মূর্চ্ছনা। ঐ মূর্চ্ছনা সাতটী সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রাম স্থিত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।"

স্বর লক্ষণ যথা—"সঙ্গীত শাস্ত্রের শ্রুতি অনুসারে ষড়্জ ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটী স্বর।"

ভৃঙ্গ! তব সঙ্গতিমপাস্য গিরিশৃঙ্গে তুঙ্গবিটপিনি সঙ্গমজুষি ত্বদঙ্গে। স্বাঙ্গরহিতাঃ সকলুষাস্তরঙ্গাঃ সঙ্গমকৃতে ভঙ্গমুপয়ান্তি ভৃঙ্গাঃ॥ ৪৫॥

গানব্যাজেন স্বগুরুপ্রতিবোধনং কৃতবতাং তদ্গানমুদাহরতি। হে ভৃঙ্গ! শ্রুতিসূত্রাদিলক্ষণকুসুমমকরন্দাস্বাদনশীল! তব সঙ্গতিং সঙ্গমমপাস্য বিহায়োচ্চবৃক্ষবতি গিরিশৃঙ্গে সঙ্গমজুষি ত্বদঙ্গে তবশরীরে সতি ত্বচ্ছরীরস্য রক্ষণায় রচিতাঃ সকলুষং দুঃখযুক্তমন্তরঙ্গমন্তঃকরণং যেষাং তে ভৃঙ্গাঃ শিষ্যাস্তব সঙ্গমার্থং ভঙ্গমুপযান্তি ভেদং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। ইন্দুবদনাভজসনৈঃ সগুরুযুগ্মৈঃ॥ ৪৫॥

গীতছলে গুরুদেবের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া শিষ্যগণ গান করিতে লাগিল। হে ভ্রমর! অর্থাৎ বেদ ও বেদান্ত সূত্রাদি রূপ পুষ্পপরিমলের আস্বাদন যোগ্য! আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকাণ্ড

সামান্যতঃ স্বর লক্ষণ যথা—"সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুসারে শ্রুতির অনন্তর যাহার অনুরণন হয় অথচ স্বতঃ শ্রোতার চিত্ত রঞ্জন করে, তাহার নাম স্বর।"

শ্রুতি লক্ষণ যথা—স্বর আরম্ভ করিবার যে অবয়ব বিশেষ তাহার নাম শ্রুতি। যথাঃ—"প্রথম যেমন শব্দ শ্রবণ করা যায় তখন তাহার মাত্রা অতিশয় হ্রস্ব। ঐ হ্রস্ব শব্দ শ্রবণের নাম শ্রুতি এবং শ্রুতির অবয়ব স্বর।"

গ্রাম লক্ষণ যথা—"যেরূপ আত্মীয় কুটুম্ব সকল একহয়, তদ্রূপ সপ্তস্বর একত্র হইলে গ্রাম কহে।"

গ্রামত্রয় লক্ষণ যথা—"প্রথম ষড়্জ গ্রাম, দ্বিতীয় মধ্যম গ্রাম এবং তৃতীয় গান্ধার গ্রাম এই তিনটীর নাম গ্রাম।" "নন্দাবর্ত্ত, জীমূত এবং সুভদ্র এই তিন গ্রাম ষড়্জ মধ্যম ও গান্ধার এই তিন স্বরের জন্মকরেন।"

ষড়্জ গ্রামের সাত মধ্যম গ্রামের সাত এবং গান্ধার গ্রামের সাত এই সর্ব্ব শুদ্ধ ২১ একবিংশতিটী মূর্চ্ছনা।

পঞ্চশরসময়সঞ্চয়কৃতে প্রাঞ্চমুদঞ্চন্নিবেহ সঞ্চরসি প্রপঞ্চম্। পঞ্চজনমুখ! পঞ্চমুখমপ্যনঞ্চন্ ত্বং চ গতিরিতি কিঞ্চ কিল বঞ্চিতোঽসি ॥ ৪৬ ॥

পর্ব্বশশিমুখ! সর্ব্বমপহায় পূর্ব্বং কুর্ব্বদিহ গর্ব্বমনুস্মৃত্য হৃদপূর্ব্বম্। ন স্মরসি বস্ত্বস্মদীয়মিতি কস্মাৎ সংস্মর তদস্মর! পরমস্মদুক্ত্যা ॥ ৪৭ ॥

নেতি নেত্যাদিনিগমবচনেন নিপুণং নিষিধ্য মূর্ত্তামূর্ত্তরাশিম্। যদশক্যনিহ্নবং স্বাত্মরূপতয়া জানন্তি কোবিদাস্তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৪৮ ॥

পঞ্চশরস্য কামস্য যঃ সময়ঃ কলাদিরূপঃ সঙ্কেতঃ সিদ্ধান্তো বা তস্য সঞ্চয়ার্থং প্রাঞ্চং শিবগুরূদ্ভবং প্রপঞ্চং শরীরং মঞ্চন্ ইবেহাস্মিন্ রাজশরীরে স্থানে বা সঞ্চরসি। তথা চ হে পঞ্চজনেষু মনুজেষু মুখ! শ্রেষ্ঠ! যদ্বা যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতস্তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতমিতি শ্রুত্যুক্তানাং সাঙ্খ্যরীত্যা মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং মুখ! শুদ্ধাত্মন্! পঞ্চজনপদস্য পঞ্চপঞ্চজনপরস্বাশ্রয়ণাৎ সিদ্ধান্তরীত্যা বাক্যশেষস্থানাং প্রাণচক্ষুঃ শ্রোত্রান্নমনসাং পঞ্চজনানাং মুখাধিষ্ঠানেত্যর্থঃ। পঞ্চাননমপ্যগচ্ছন্ শিবং স্বস্বরূপমপানাপ্নুবন্ গতিশ্চাসৌ ত্বমিতি হেতোঃ কুতঃ পুনু বঞ্চিতোঽসি গাং ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ হে শরৎপূর্ণমাসীচন্দ্রমুখ! পূর্ব্বং সর্ব্বং শান্তিদান্ত্যাদিকমপহায়েহ গর্ব্বং কুর্ব্বন্ মানসমনুস্মৃত্যাস্মদীয়বস্ত্বিতি কস্মান্ন স্মরসি, হেতুস্মাৎ অস্মরাকাম! অস্মদুক্ত্যা অপরং স্বস্বরূপং সংস্মর তৎ- পরমিতি বা ॥ ৪৭ ॥

অস্মদুক্ত্যা পরং স্মরেত্যুক্ত্বাঽথাত আদেশো নেতি নেতি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমনন্তরমবাহ্যমপূর্ব্বমনপরমশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং ন চাপ্যন্তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইত্যাদি শ্রুতিভিস্তং স্মারয়ন্তি। নেতি নেত্যাদিনিগমবচনেন মূর্ত্তামূর্ত্তরাশিং সম্যঙ্ নিষিধ্য সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বাৎ নিরবধিবাধাযোগাৎ প্রতিষেদ্ধুঃ স্বরূপত্বেন প্রতিষেধসাক্ষিতয়াবস্থিতত্বাৎ সত্যস্যাপি সত্যং অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ। অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদবিদিত্যাদি শ্রুতেশ্চ নিষেদ্ধুমশক্যং যদহং ব্রহ্মাস্মীতি স্বাত্মরূপতয়া বিদ্বাংসো জানন্তি তত্ত্বং পরমার্থবস্তু ত্বমসি ॥ ৪৮ ॥

বৃক্ষ পূর্ণ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর আপনার শরীর পতিত রহিয়াছে। আপনার সেই দেহ রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দুঃখিত মনে সেই স্থানে রাখিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে আমরা পরস্পর সকলেই কষ্ট পাইতেছি। ৪৫।

কামশাস্ত্রের কলা জ্ঞান করিবার জন্য যে সঙ্কেত ছিল, তাহা সঞ্চয় করিতে শিবগুরু (আপনার পিতা) হইতে আপনার যে পুরাতন দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে এই দেশে সঞ্চরণ করিতেছেন। হে মানবশ্রেষ্ঠ! আপনার পুরাতন শিবদেহ না পাইয়া আপনি সকলের গতি হইয়াও নিশ্চয় বঞ্চিত হইয়াছেন। ৪৬।

হে পূর্ণ চন্দ্রানন! আপনি শমদমাদি গুণ সকল ত্যাগ করিয়া একেবারে গর্ব্বিত চিত্তের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। এবং "ইহা আমার বস্তু" এইরূপ কথা কেন একেবারে বিস্মৃত হইলেন?। অতএব হে নিষ্কাম! আমাদের কথায় এক্ষণে আপনার প্রকৃত স্বরূপের বিষয় কিঞ্চিৎ স্মরণ করুন। ৪৭।

বেদে আছে—"তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, অন্তর নহেন, বাহ্য নহেন, পূর্ব্ব নহেন, পর নহেন" ইত্যাদি বচন দ্বারা (তিনি শরীরী কি অশরীরী) তাহা নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু "তিনি সত্যেরও সত্য বলিয়া

খাদ্যমুৎপাদ্য বিশ্বমনুপ্রবিশ্য গূঢ়মন্নময়াদিকোশতুষজালে। কবয়ো বিবিচ্য যুক্ত্যবঘাততোয়তণ্ডুলবদাদদতি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৪৯ ॥

তথা পঞ্চকোশবিবেকেন কবয়ো যদাত্মত্বেন প্রতিপদ্যন্তে তত্তত্ত্বং ত্বমসীতি স্মারয়ন্তি। আকাশাদিকং বিশ্বমুৎপাদ্যানুপ্রবিশ্যান্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়কোশলক্ষণে তুষজালে গূঢ়ং যুক্তিলক্ষণাবঘাতেন কবয়ো বিবিচ্যতণ্ডুলবদ্‌যদাদদতি তত্তত্ত্বং ত্বমসি। তথাচ শ্রুতিঃ তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ওষধয় ওষধীভ্যোঽন্নমন্নাৎ পুরুষঃ স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়স্তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ তস্মাদ্বা এতস্মান্ মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ সোঽকাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চত্যচ্চাভবদিত্যাদ্যা। যুক্তিস্ত্বাবদ্বিমত্যো দেহ আত্মা ন ভবতি কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ, নন্বু বিপক্ষে বাধকাভাবাদপ্রয়োজকোঽয়ং হেতুরিতি চেন্ন। অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশাখ্যবাধকসদ্ভাবাৎ। তথা বিবাদাস্পদঃ প্রাণ আত্মা ন ভবতি জড়ত্বাৎ ঘটবৎ। তথা মনোময় আত্মা ন ভবতি বিকারত্বাদ্ দেহবৎ। তথা বিজ্ঞানময় আত্মা ন ভবতি বিষয়াদ্যবস্থাবত্ত্বাদ্ ঘটাদিবৎ। তথানন্দয়োঽপ্যাত্মা ন ভবতি কাদাচিৎকত্বাদভ্রবত্তস্মাদানন্দ এবাত্মা ভবিতুমর্হতি নিত্যত্বাৎ। য আত্মা ন ভবতি নাসৌ নিত্যো যথা দেহাদিঃ। আত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদি শ্রুত্যা আকাশাদেরনিত্যত্বাবগমান্নানৈকান্তিকত্বেতি। নন্বাঙ্ পূর্ব্বাদনাস্যবিহরণে বর্ত্তমানাদ্দদাতেরাত্মনেপদং স্যাদিত্যর্থকাণ্ডো দো নাস্যবিহরণ ইতি সূত্রাদাদদত ইতি ভবিতব্যমিতি চেন্ন শিক্ষামাদদাতীতি প্রয়োগবদত্র ভিদ্‌বিশিষ্টস্যাকারস্যাগ্রহণেনাদদতীতি প্রয়োগস্য সাধুত্বাৎ। সূত্রে ভিদ্‌বিশিষ্টাকার গ্রহণস্যাভিদ্‌বিশিষ্টাকারাহৃত্তরস্য দদাতেরাত্মনেপদাভাবাবজ্ঞাপনার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

অভিহিত হন, অস্তিত্বশালী না হইয়া ও তাঁহার অস্তিত্ব অনুভূত হয়” ইত্যাদি বেদ বচন দ্বারা আপনার স্বরূপ কিছুতেই গোপন করিতে পারা যায় না। পণ্ডিতেরা যাহাকে আত্মা বলিয়া জানেন, সেই পরমার্থ বস্তু আপনি। ৪৮।

যেরূপ লোকে আঘাত করিয়া তুষ হইতে তণ্ডুল (চাউল) বাছিয়া লয়, তদ্রূপ আকাশ বায়ু, অগ্নি, জল ইত্যাদি বস্তুপূর্ণ জগৎ উৎপন্ন করিয়া এবং সেই জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পাঁচটী পদার্থে যুক্তি দ্বারা, বিবেচনার সহিত, পণ্ডিতগণ যে সারভাগ গ্রহণ করেন সেই পরমার্থ বস্তুই আপনি। বেদে আছে “সেই সর্ব্বত্র ব্যাপী নিত্য পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সকল, ওষধি সকল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ, সেই পুরুষ পুনরায় অন্নময় এবং রসময়। এবং সেই অন্নরসময় হইতে অন্য এক আন্তরিক আত্মা প্রাণময়, সেই প্রাণময় হইতে অন্য একটী আন্তরিক আত্মা মনোময়, সেই মনোময় হইতে অন্য আর একটী আন্তরিক আত্মা বিজ্ঞানময়, সেই বিজ্ঞান ময় হইতে অন্য আর একটী আনন্দময় আত্মা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আনন্দময় আত্মা কামনা করিলেন, আমি যেন বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। তিনি প্রথমে তপস্যা করেন, তপস্যা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃজন করেন। এই যে সমস্ত বস্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, তিনি তাহা সৃজন করিয়া তাহার মধ্যে

বিষমবিষয়েষু সঞ্চারিণোঽক্ষাশ্বান্ দোষদর্শন-কশাভিঘাততঃ। স্বৈরং সন্নিবর্ত্ত্য স্বান্তরশ্মিভি-র্ধীরা বধ্নন্তি যত্র তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়ালম্বনং তত্ত্বং ত্বমেবেতি স্মারয়ন্তি। যথাবিষম-দেশেষু স্বৈরং সঞ্চারিণোঽশ্বান্ কশাভিঘাতেন রশ্মিভিঃ সম্যঙ্নিবর্ত্ত্য শক্তৌ বধ্নন্তি তথা বিষমেষু বিষয়লক্ষণেষু দে-শেষু স্বৈরং সঞ্চারিণ ইন্দ্রিয়লক্ষণান্ হয়ান্ দোষদর্শনলক্ষণক-শাভিঘাতেন মনোবৃত্তিলক্ষণরশ্মিভির্যস্মিন্ পরমাত্মতত্ত্বে ধী-মন্তো বধ্নন্তি তত্তত্ত্বং ত্বমসি, তথা চ শ্রুতিঃ আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু, বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্, যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা, তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানিসদশ্বা ইব সা-রথেরিতি ॥ ৫০ ॥

প্রবেশ করেন। অনন্তর সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সর্ব্বময় হইলেন।”

এই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের অব্যর্থ যুক্তি দ্বারা দেহ আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু এবং ঐ দেহ কখন আত্মা হইতে পারে না। ঘটপটাদি যেরূপ কার্য্য সেইরূপ দেহও কার্য্য, সুতরাং দেহ আত্মা নয়। বিবাদের আস্পদ প্রাণ বস্তু ঘটপটাদির মতন জড়-পদার্থ বলিয়া আত্মা নয়। দেহাদির মতন বিকৃত বলিয়া আত্মা মনোময় নহে। ঘটপটাদির যে-রূপ লয়াবস্থা আছে তদ্রূপ বিজ্ঞান ময় আত্মারও বিলয় অবস্থা আছে, সুতরাং আত্মা বিজ্ঞানময় নহে। মেঘ যেরূপ কখন হয় কখন হয় না, কখন থাকে কখন থাকে না, তদ্রূপ আনন্দ ময় আত্মা কদাচিৎ হয় এবং কদাচিৎ হয় না। অত-এবং নিত্য পদার্থ বলিয়া আনন্দই আত্মা, কিন্তু

ব্যাবৃত্তজাগ্রদাদিষনুস্যূতং তেভ্যোঽন্যদিব পুষ্পেভ্য ইব সূত্রম্। ইন্দ্রিয়পদোপাধিকত্রয়-পৃথক্ত্বেন বিদন্তি সূরয়স্তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫১ ॥

অথ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যুপাধিবিলক্ষণং তত্তত্ত্বমসীতিস্মারয়ন্তি, আত্মা জাগ্রদাদ্যুপাধিভ্যোঽন্যো ব্যাবর্ত্তমানেষু তেষ্বনুস্যূতত্বাৎ পুষ্পেভ্যঃ সূত্রমিবেত্যেবমুপাধিত্রয়পৃথক্ত্বেন যং সূরয়ো জানন্তি তত্তত্ত্বমসি। স্পষ্টং চেদং জনকযাজ্ঞবল্ক্যাদিসংবাদেন শ্রুত্যা প্রতিপাদিতম্ ॥ ৫১ ॥

আনন্দময় আত্মা নহে। দেহাদি কখনই আত্মা হইতে পারে না। কারণ যে পদার্থ আত্মা নহে সে পদার্থ নিত্য নহে। ৪৯।

যেরূপ বিষম প্রদেশে ইচ্ছানুসারে সঞ্চরণশীল অশ্বদিগকে অশ্বধারণ রজ্জু (লাগাম) দ্বারা উত্তম-রূপে ফিরাইয়া কোন বন্ধনস্তম্ভে (খোঁটাতে) বাঁধিয়া রাখিতে হয়, সেরূপ বিষম বিষয়রূপ প্রদেশে যদৃচ্ছা ক্রমে সঞ্চরণ শীল ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব-দিগকে, সমস্ত বস্তুর দোষদর্শন রূপ কশাঘাত দ্বারা ও মনোবৃত্তি রূপ অশ্বধারণ রজ্জু দ্বারা জ্ঞানী গণ যে পরমাত্মতত্ত্বে বাঁধিয়া রাখে, সেই পরমার্থ তত্ত্ব আপনি। বেদেতেও ঐরূপ আছে, যথাঃ— “আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, ম-নকে অশ্বধারণ রজ্জু, চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে অশ্ব অর্থাৎ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর বিষয় সক-লকে অশ্ব) বলিয়া সকলে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নিযুক্ত চিত্ত দ্বারা সকল কার্য্যে জ্ঞানবান্ আছেন, (সারথির সৎ অশ্ব সকল যেরূপ বশীভূত) তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া থাকে” ॥ ৫০ ॥

পুরুষ এবেদমিত্যাদিবেদেষু সর্ব্বকারণতয়া সত্য। সার্ব্বাত্ম্যং হাটকস্যেব মুকুটাদি তাদাত্ম্যং সরসমাম্নায়তে তত্ত্বমসি তত্ত্বম্॥ ৫২॥

কিঞ্চ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ সদেব সৌম্যেদমেকমেবাদ্বিতীয়মৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং যথা সৌম্যেকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং

পণ্ডিতেরা পুষ্পমালার অন্তর্গত সূত্রকে যেরূপ একবার দেখিয়া পুষ্প হইতে পুনরায় পৃথক্ করিয়া জানেন, তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনপ্রকার উপাধি বা অবস্থায় আত্মা গ্রথিত থাকিলে ও পণ্ডিতেরা, যে আত্মাকে ঐ তিনপ্রকার উপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া জানেন ;- আপনিই সেই পরমার্থতত্ত্ব। বেদে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে এই বিষয়টী স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। ৫১।

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্। সদেব সৌম্যেদমেকমেবাদ্বিতীয়মৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং যথা সৌম্যেকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্" অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এ সমুদয়ই আত্মময়। তাহা হইতে জাত, তাহাতেই লীন এবং তাহাদ্বারাই জীবন ধারণ হওয়াতে এ সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময়। এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু আত্মময়। হে সৌম্য! যেরূপ একটী অয়স্কান্ত মণি জানিলে সমস্ত লোহময় বলিয়া জানা যায়, রাম, শ্যাম, হরি, কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম সকল বিকার মাত্র, কেবল লৌহ সত্যবস্তু। ইত্যাদি বেদ

যশ্চাহমত্র বর্ষ্মণি ভামি সোঽসৌ যোঽসৌ বিভাতি রবিমণ্ডলে সোঽহমিতি। বেদবেদিনো ব্যতিহারতো যদধ্যাপয়ন্তি যত্নতঃ তত্ত্বমসি তত্ত্বম্॥ ৫৩॥

স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যমিত্যাদি বেদেষু সর্ব্বকারণতয়া সুবর্ণস্য যথা কটকমুকুটাদিতাদাত্ম্যং সরসং যথা স্যাৎ তথা আম্নায়তে উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলং, অর্থবাদোপপত্তিশ্চ লিঙ্গান্যেতানি ষট্ ক্রমাদি ত্যুক্তষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গৈঃ স্বারস্যেনোপদিশ্যতে তত্ত্বমস্ত্বমসি॥ ৫২॥

কিঞ্চ যশ্চাহমস্মিন্ শরীরে বিভামি সোঽসৌরবিমণ্ডলস্থো ঽস্তি যোঽসৌ রবিমণ্ডলে বিভাতি সোঽহমস্মীত্যেবং ব্যতিহারেণ বেদবাদিনঃ প্রযত্নতো যত্তত্ত্বমধ্যাপয়ন্তি তত্ত্বত্ত্বমসি। তথা চ শ্রুতিঃ তদ্যত্তৎসত্যং অসৌ স আদিত্যো এষ য এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবন্যোন্যস্মিন প্রতিষ্ঠিতাবিত্যাদ্যা॥ ৫৩॥

বচন দ্বারা সুবর্ণ যেরূপ কটক, কুণ্ডল ও মুকুটাদি অলঙ্কারের কারণ রূপে কটক মুকুটাদির আত্মা হয়, তদ্রূপ আত্মাও সমস্ত বস্তুর আত্মা ও সমস্ত বস্তুর কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আত্মা যে সমস্ত বস্তুর কারণ ও আত্মা, ইহা সুন্দররূপে বেদে কথিত হইয়াছে। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয় প্রকার লিঙ্গ। এই ছয় প্রকার তাৎপর্য্য চিহ্ন দ্বারা বেদে যে আত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই পরমার্থতত্ত্ব আপনি। ৫২।

"যে আমি এই শরীরে দীপ্তিমান্, সেই লোক রবিমণ্ডলে অবস্থিত। যে বস্তু সূর্য্যমণ্ডলে বিদ্যমান, সেই বস্তুই আমি।" এইরূপে বেদবাদীরা

বেদানুবচনসদ্দানমুখধর্ম্মৈঃ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতৈর্বিদ্যয়া যুক্তৈঃ। বিবিদিষন্ত্যত্যন্তবিমলস্বান্তা ব্রাহ্মণা যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫৪ ॥

কিঞ্চ বেদানুবচনসদ্দানযজ্ঞতপোহিতমেধ্যাশনাদিধর্ম্মৈঃ শ্রদ্ধয়াঽনুষ্ঠিতৈঃ বিদ্যয়োপাসনয়াচ যুক্তৈরত্যন্তনির্ম্মলানীন্দ্রিয়াণি যেষাং তে ব্রাহ্মণা যদ্ ব্রহ্ম বিবিদিষন্তি বেদিতুমিচ্ছন্তি তত্ত্বত্বমসি। তথা চ শ্রুতিঃ, তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন যদ্বিদ্যয়োপনিষদা করোতি তদ্বীর্য্যবত্তরং ভবতি দানাদেঃ তত্ত্বস্ত ভগবতোক্তং সাত্বিকত্ববেদানুবচনাদেঃ প্রজ্বলিতার্দ্ধশিরস্কস্য জলরাশিপ্রবেশেচ্ছাবদুৎকটেচ্ছাপ্রতিকরণত্বং ন তু সামান্যেচ্ছাং প্রতি অজাগলস্তনায়মানায়াস্তস্যাঃ পূর্ব্বমেব সিদ্ধত্বাৎ যদ্বাঽশ্বেন জিগমিষতীত্যত্র গমনং প্রত্যশ্বস্যেব জ্ঞানং প্রত্যেব করণত্বমস্ত ॥ ৫৪ ॥

যত্নসহকারে যে তত্ব অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, সেই পরমার্থ বস্তু আপনি। বেদে আছে—"তদ্ যৎ তৎ সত্যং অসৌ স আদিত্যো এষ য এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষ স্তাবেতা বন্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ" যাহা সে বস্তু তাহা সত্য। এই মণ্ডলে যে পুরুষ ঐ সেই বস্তুই আদিত্য। দক্ষিণ দিকে যে পুরুষ সমস্ত বস্তু দর্শন করিতেছেন, এই দুই জন পরস্পর, পরস্পরের উপর প্রতিষ্ঠিত। ৫৩।

যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সকল একান্ত নির্ম্মল, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরিত এবং উপাসনা দ্বারা যুক্ত বেদানুশাসন, সৎপাত্রে দান, যজ্ঞ, তপস্যা, হিতকার্য্য, পবিত্রবস্তু ভক্ষণ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা যে ব্রহ্মকে

শমদমোপরমাদিসাধনৈর্ধীরাঃ স্বাত্মনাত্মনি যদন্বিষ্য কৃতকৃত্যাঃ। অধিগতামিতসচ্চিদানন্দরূপা ন পুনরিহ খিদ্যন্তি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চ শমদমোপরমক্ষান্তিসমাধিশ্রদ্ধালক্ষণৈঃ সাধনৈঃ স্বাত্মরূপেণাত্মনি বুদ্ধৌ যদন্বিষ্য সাক্ষাৎকৃতং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যাদিস্বরূপং যৈস্তে কৃতকৃত্যাঃ সন্তঃ পুনরিহ সংসারে জন্মমরণাদিলক্ষণং খেদং নাপ্নুবন্তি। তত্ত্বমসি তথা চ শ্রুতিঃ। শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিত আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেদিতি শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বেতি চ যদ্বৈতাঃ শিষ্যাণাং পৃথক্ পৃথগুক্তয় ইতি বোধ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই পরমার্থবস্তু আপনি। বেদে আছে—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন যদ্বিদ্যয়োপনিষদা করোতি তদ্ বীর্য্যবত্তরং ভবতি" সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণেরা নাশকারী যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। লোকে জ্ঞান এবং উপনিষদ্ দ্বারা যাহা করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা কৃত বীর্য্যশালী হয় ॥ ৫৪ ॥

পণ্ডিতেরা শম, দম, উপরতি, ক্ষমা, সমাধি ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি সাধন দ্বারা স্বীয় আত্মভাবে, স্বীয় বুদ্ধিতে যাহা অন্বেষণ করিয়া (সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম) ইত্যাদি বেদ বোধিত ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিয়া কৃতকৃতার্থ হয় এবং অনন্ত, সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। যাহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ কার করিয়াছেন, তাহাদের আর পুনরায় এই সংসারে জন্ম কি

অবিগীতমেবং নরপতিরাকর্ণ্য বর্ণিতাত্মার্থম্।
বিসসর্জ্জ পূরিতাশানেতান্নির্জ্ঞাতকর্ত্তব্যঃ ॥ ৫৬ ॥

উদ্বোধিতঃ সদসি তৈরবলম্ব্য মূর্চ্ছাং নির্গত্য রাজতনুতো নিজমাবিবেশ। গাত্রং পুরোদিতনয়েন স দেশিকেন্দ্রঃ সংজ্ঞামবাপ্য চ পুরেব সমুত্থিতোঽভূৎ ॥ ৫৭ ॥

এবমবিগীতমনিন্দিতং বর্ণিতাত্মবস্তু শ্রুত্বা অর্থো বিষয়ঃ অর্থো বিষয়ধনকারণবস্তুষু ইতি কোষঃ, নির্জ্ঞাতং কর্ত্তব্যং যেন স নৃপতিঃ পূরিতা আশায়েষাং তানেতান্ শিষ্যান্ বিসসর্জ্জ, আদ্যা দ্বিতীয়েঽর্দ্ধেহগদিতং লক্ষণং তৎস্যাৎ। যদ্যুভয়োরপি দলয়োরুপগীতিস্তাং মুনির্ব্রূতে ॥ ৫৬ ॥

সভায়াং তৈঃ পদ্মপাদাদিভিরুদ্বোধিতোমূর্চ্ছামবলম্ব্য পূর্ব্বোক্তন্যায়েন রাজশরীরান্নির্গত্য নিজশরীরমাবিবেশ। স দেশিকেন্দ্রং সংজ্ঞাং চেতনামবাপ্য চ পুনরুত্থিতোঽভূৎ ব০ ॥৫৭ ॥

মরণ জন্য খেদ পাইতে হয় না। বেদে আছে "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিত আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" শম, দম, উপরম প্রভৃতি গুণযুক্ত এবং ক্ষমাবান্ ও সমাধিনিষ্ঠ হইয়া আত্মাতে আত্মদর্শন করিবে। ৫৫।

এইরূপে শিষ্যদের নিকট হইতে অনিন্দনীয় আত্মবস্তু শ্রবণ করিয়া ঐ নৃপতি আপনার কর্ত্তব্য বিষয় জানিতে পারিলেন। পরে শিষ্যদের আশা পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। ৫৬।

সভামধ্যে পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ তাঁহাকে উদ্বোধন করাইলে তিনি মূর্চ্ছা অবলম্বন পূর্ব্বক (যে নিয়মে রাজশরীরে প্রবেশ করেন) সেই নিয়মানুসারে রাজশরীর হইতে নির্গত হইয়া নিজশরীরে

তদনু কুহরমেত্য পূর্ব্বদৃষ্টং নরপতিভৃত্যবিসৃষ্টপাবকেন। নিজবপুরবলোক্য দহ্যমানং ঝটিতি স যোগধুরন্ধরো বিবেশ ॥ ৫৮ ॥

সপদি দহনশান্তয়ে মহান্তং নরমৃগরূপমধোক্ষজং শরণ্যম্। স্তুতিভিরধিকলালসৎপদাভিস্ত্বরিতমতোষয়দাত্মবিৎপ্রধানঃ ॥ ৫৯ ॥

নন্বু রাজভৃত্যবিসৃষ্টাগ্নিনা দহ্যমানং শরীরং কথং বিবেশেত্যাশঙ্ক্যাহ। তস্যাৎ রাজতনুতো নির্গমনাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বদৃষ্টং গুহাচ্ছিদ্রমেত্য নরপতিভৃত্যবিসৃষ্টপাবকেন দহ্যমানং নিজশরীরমবলোক্য যতো যোগধুরন্ধরোঽতো ঝটিতি বিবেশ পুষ্পিতাগ্রা ॥৫৮॥

এবমপি দহনং কথং শমিতবানিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। সপদি তৎক্ষণে আত্মবিৎপ্রধানঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ দহনস্য শান্তয়ে মহান্তং শরণে সাধুং নরসিংহরূপমধোক্ষজমধোঽক্ষিজন্যং জ্ঞানং যস্মাত্তং বিষ্ণুং অধিকং কলাভির্লসন্তি পদানি যাসু তাভিঃ স্তুতিভিঃ শীঘ্রমতোষয়ৎ। তথাহি শ্রীমৎপয়োনিধিনিকেতন চক্রপাণে ভোগীন্দ্রভোগমণিরঞ্জিতপুণ্যমূর্ত্তে। যোগীশ শাশ্বত শরণ্য ভবাব্ধিপোত লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ (১) ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটিসংঘট্টিতাঙ্ঘ্রিকমলামলকান্তিকান্ত। লক্ষ্মী-

---

প্রবেশ করেন। অনন্তর গুরুবর শঙ্কর চেতনা পাইয়া পূর্ব্বমতন শীঘ্র উত্থিত হইলেন। ৫৭।

রাজশরীর হইতে নির্গত হইবার পর পূর্ব্বে যে গুহাছিদ্র দেখিয়াছিলেন, তাহার নিকটে আসিয়া (ভূপতির ভৃত্যগণ অগ্নিদানে যে শরীর দগ্ধ করিয়াছিল) আপনার ঐ দগ্ধ কলেবর দেখিয়া শঙ্কর যোগীবর বলিয়া শীঘ্র নিজ কলেবরে প্রবেশ করেন ॥ ৫৮ ॥

ঐ সময়ে আত্মজ্ঞানীর অগ্রগণ্য শঙ্কর অগ্নি

নরহরিকৃপয়া ততঃ প্রশান্তে প্রবলতরে স হুতা-

লসৎকুচসরোরুহরাজহংস ল° (২) সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে মারোগ্রভীকরমৃগপ্রবরার্দ্দিতস্য। আর্ত্তস্য মৎসরনিদাঘনিপীড়িতস্য ল° (৩) সংসারকূপমতিঘোরনিদাঘমূলং সম্প্রাপ্য দুঃখশতসর্পসমাকুলস্য। দীনস্য দেব কৃপণাপদমাগতস্য ল°(৪) সংসারসাগরবিশালকরালকালনক্রগ্রহগ্রসজনিগ্রহবিগ্রহস্য। ব্যগ্রস্য রাগরসনোর্ম্মিনিপীড়িতস্য ল° (৫) সংসারবৃক্ষমঘবীজমনন্তকর্ম্মশাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্। আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো ল° (৬) সংসারসর্পঘনবক্ত্রভয়োগ্রতীব্রদংষ্ট্রাকরালবিষদগ্ধবিনষ্টমূর্ত্তেঃ। নাগারিবাহন সুধাব্ধিনিবাসশৌরে ল° (৭) সংসারদাবদহনাকুরভীকরোরুজ্বালাবলীভিরতিদগ্ধতনূরুহস্য। ত্বৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য ল° (৮) সংসারজালপতিতস্য জগন্নিবাস সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থবড়িশার্দ্ধঝষোপমস্য। প্রোৎখণ্ডিতপ্রচুরতালুকমস্তকস্য ল° (৯) সংসারভীকরকরীসকলাভিঘাতনিষ্পিষ্টমর্ম্মবপুষঃ সকলার্ত্তিনাশ। প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলস্য ল° (১০) অন্ধস্য মে হৃতবিবেকমহাধনস্য চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়ৈঃ। মোহান্ধকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য ল° (১১) লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিষ্ণো বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুষ্করাক্ষ ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বমিতি (১২) ॥ ৫৯ ॥

নিবারণের নিমিত্ত শাস্ত্রানুসারে অর্থযুক্ত পদ বিশিষ্ট স্তববাক্যে শরণাগতবৎসল নরসিংহরূপী বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ৫৯ ॥

যথা—"আপনার সমুদ্রই নিকেতন; আপনার হস্ত চক্র; অনন্তসর্পের ফণামণ্ডলস্থিত মণিদ্বারা আপনার পবিত্র মূর্ত্তি সুরঞ্জিত; আপনি যোগিবর; আপনি নিত্য; আপনি শরণাগত পালক; আপনি ভবার্ণবের নৌকা; হে লক্ষ্মীকান্ত! অতএব আপনি আমাকে হস্তদ্বারা আলম্বন করুন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, বায়ু, সূর্য্য ইহাঁদের মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা আপনার অমল চরণ কমল নিয়ত স্পৃষ্ট হওয়াতে এবং ঐ সকল মুকুট প্রভায় আপনার চরণযুগল অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়া থাকে। আপনি কমলাদেবীর মনোহর কুচপদ্মের রাজহংস। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। হে মুরারে? আমি সংসাররূপ ঘোর বনে নিয়ত সঞ্চরণ করিয়া থাকি; ভয়ানক কামসিংহ আমাকে সর্ব্বদা পীড়ন করিয়া থাকে; আমি অত্যন্ত আর্ত্ত এবং মাৎসর্য্য রূপ গ্রীষ্ম দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। আমি ঘোর কষ্টের মূল সংসারকূপ যেমন পাইয়াছি অমনি শত শত দুঃখ, সর্পের মতন আসিয়া আকুল করিতেছে। হে দেব! আমি দীন ও কঠিন বিপদে নিপতিত। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। সংসার সাগরের বিশাল ও ভয়ানক কালকুম্ভীর প্রভৃতি কালজন্তু সকল আমার দেহে ভয় উৎপন্ন করিতেছে; বিষয়াভিলাষ রূপ তরঙ্গ সকল আমাকে ব্যস্ত করাতে আমি অতিশয় বিপন্ন হইয়াছি। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। পাপ যাহার বীজ, অনন্ত কর্ম্ম সকল যাহার শত শত শাখা প্রশাখা; ইন্দ্রিয় গ্রাম যাহার পত্র; কাম যাহার সুন্দর পুষ্প; দুঃখ যাহার ফল; আমি এরূপ ভয়ানক সংসার বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পতিত হইতেছি। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। সংসাররূপ সর্পের ভয়ানক মুখ এবং ভয়ানক তীক্ষ্ণ দশন ও ভীষণ বিষজ্বালায় আমার শরীর অতিশয় মুমূর্ষু হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! সর্পনাশক গরুড় আপনার বাহন; সুধাসমুদ্রে আপনার বাস। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি।

আমার অঙ্গ সকল সংসার দাবানলে উৎপীড়িত এবং ঐ দাবানলের প্রচণ্ড ভীষণ স্ফুলিঙ্গে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে আপনার পাদপদ্ম-রূপ সরোবরের নিকটে শরণাগত হইলাম। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। হে জগদীশ্বর! আমি সংসার জালে জড়িত; সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সকল বড়িশের তুল্য; আমি ঐ বড়িশে অর্দ্ধেক মৎস্যের মতন হইয়াছি। আমার তালু ও মস্তক ঐ বড়িশ দ্বারা অত্যন্ত খণ্ডিত হইতেছে। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। সংসাররূপ ভীষণ হস্তীসমূহ যেরূপ আঘাত করিতেছে, তাহা দ্বারা আমার মর্ম্ম ও শরীর একেবারে চূর্ণ হইতেছে। প্রাণ বহির্গত হইবে বলিয়া যে ভয় উৎপন্ন হইয়াছে, আমি তাহা দ্বারা আকুল। হে সকলবিপদ্ভিভঞ্জন! হে লক্ষ্মীকান্ত! অতএব ইত্যাদি। হে প্রভো! আমি অন্ধ। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বলবান্ চোর সকল আমার যে বিবেক নামে মহাধন ছিল, তাহা অপহরণ করিয়াছে। অবশেষে ঐ দুষ্ট চোরগণ আমাকে

শনে প্রবিষ্টঃ। নিরগমদচলেন্দ্রকন্দরান্তাদ্বিধুরিব বক্ত্রবিলাদ্বিতুন্তদস্য ॥ ৬০ ॥

তদনু শমধনাধিপো বিনেয়ৈশ্চিরবিরহাদতিবর্দ্ধমানহার্দ্দৈঃ। সনক ইব বৃতঃ সনন্দনাদ্যৈর্জিগমিষুরাজনি মণ্ডনস্য গেহম্ ॥ ৬১ ॥

ততশ্চ নরহরিকৃপয়া প্রবলতরে হুতাশনে প্রকর্ষেণ শান্তে সতি তস্মিন্ গুহায়াং বা প্রবিষ্টঃ স শ্রীশঙ্করো গিরীন্দ্রকন্দরামধ্যান্নিরগমৎ। বিধুন্তুদতি হিনস্তীতি বিধুন্তুদো রাহুস্তস্য মুখলক্ষণাদ্বিলাচ্ছশীব ॥ ৬০ ॥

ততঃ পশ্চাদ্বিরহাদতিবর্দ্ধমানসৌহার্দ্দৈঃ শিষ্যৈঃ সনন্দনাদ্যৈরাবৃতঃ সনক ইব শমধনাধিপো মণ্ডনস্য গেহং গন্তুমিচ্ছুরাজনি সমাগভবৎ ॥ ৬১ ॥

অনন্তর নরসিংহের কৃপায় ঐ প্রবলতর অনল নির্ব্বাণ হইলে গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাহুর মুখছিদ্র হইতে শশধরের ন্যায় শঙ্কর পুনরায় গিরিগুহা মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। ৬০।

তৎপরে বহুদিন বিরহের পর গুরুদেবের দর্শনে শিষ্যগণের সৌহৃদ্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। শান্তিরসের একমাত্র আশ্রয় শঙ্কর, সনন্দনাদি শিষ্য বেষ্টিত সনক ঋষির ন্যায় শিষ্য বেষ্টিত হইয়া মণ্ডনের গৃহে গমন করিতে মনন করিলেন। ॥ ৬১ ॥

মোহরূপ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। হে লক্ষ্মীপতে! হে পদ্মনাভ! হে সুরেশ! হে বিষ্ণো! হে বৈকুণ্ঠ! হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! হে কমলাক্ষ! হে ব্রহ্মণ্য! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! হে বাসুদেব! হে দেবেশ! এই অধীন ও কাতর জনে হস্তাবলম্বন দান করুন।"

তদনু সদনমেত্য পূর্বদৃষ্টং গগনপথাদ্‌গলিতক্রিয়াভিমানম্। বিষয়বিষনিবৃত্ততর্ষমুচ্চৈরতনুতমণ্ডনমিশ্রমক্ষিপাত্রম্ ॥ ৬২ ॥

তং সমীক্ষ্য নভসশ্চ্যুতং স চ প্রাঞ্জলিঃ প্রণত পূর্ববিগ্রহঃ। অর্হণাভিরভিপূজ্য তস্থিবানীক্ষণৈরনিমিষৈঃ পিবন্নিব ॥ ৬৩ ॥

স বিশ্বরূপো বত সত্যবাদী পপাত পাদাম্বুজয়ো

তদনু গমনমার্গেণ পূর্ব্বদৃষ্টং মণ্ডনগেহমেত্য গলিতক্রিয়াভিমানং যতো বিষশলক্ষণরবিষান্নিবৃত্তাভিলাষঃ মণ্ডনমিশ্রমুচ্চৈরক্ষিপাত্রমকৃত ॥ ৬২ ॥

আকাশাদবতীর্ণস্তং শ্রীশঙ্করং সম্যক্ পরপ্রেম্ণা দৃষ্ট্বা স চ মণ্ডনঃ প্রাঞ্জলিঃ পুনশ্চ প্রকর্ষেণ নম্রীকৃতঃ পূর্ব্ববিগ্রহঃ শিরোভাগো যেন স যোগ্যাভিঃ পূজাভিরভিপূজ্যানিমিষৈরীক্ষণৈঃ পিবন্নিব তস্থিবান্ রথোদ্ধতা ॥ ৬৩ ॥

গৃহং শরীরং যচ্চান্যন্মদীয়ং তৎসর্ব্বং তবেতিবাদী কিং ভয়েন নেত্যাহ মুদিতো যতো মহাত্মাঽকুদ্রস্বভাবঃ স বিশ্বরূপো

অনন্তর আকাশ পথে গমন করিয়া পূর্ব্ব দৃষ্ট মণ্ডনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মণ্ডনের আর যাগ যজ্ঞ ক্রিয়ার উপর অভিমান কি আস্থা নাই; বিষয় বিষ হইতে অভিলাষ একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

আকাশ হইতে শঙ্করকে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া মণ্ডন কৃতাঞ্জলি ও অবনতমস্তকে সমুচিত পূজা দ্বারা পূজা করিয়া অনিমিষ নয়নে যেন তাঁহাকে পান (দর্শন) করিবার নিমিত্ত কিছুকাল অবস্থান করিলেন ॥ ৬৩ ॥

"গৃহ, শরীর, অন্য আর যে সমস্ত কিছু আমার আছে এ সমুদায়ই আপনার।" এই কথা

র্যতীশঃ। গৃহং শরীরং মম যচ্চ সর্ব্বং তবেতিবাদী মুদিতো মহাত্মা ॥ ৬৪ ॥

প্রেয়সা প্রথমমর্চিতং মুনিং প্রাপ্তবিষ্টরমুপস্থিতং বুধৈঃ। প্রশ্রয়াবনতমূর্ত্তিরব্রবীচ্ছারদাঽভিবদনে বিশারদা ॥ ৬৫ ॥

ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বদেহিনাম্। ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মন্! ভবান্ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ৬৬ ॥

যন্তীনীষ্ট ইতি যতীট্ তস্য পদকমলয়োঃ পপাত বতেতি হর্ষে উপেন্দ্রবজ্রা ॥ ৬৪ ॥

এবং মণ্ডনকৃতং সৎকারমুপবর্ণ্য শারদাবাক্যমুদাহর্ত্তুমাহ। অতিপ্রিয়েণ পত্যা প্রথমং পূজিতং প্রাপ্তাসনং বুধৈঃ সহ সমীপে স্থিতং মুনিং প্রশ্রয়েণ প্রেম্না প্রণতমূর্ত্তিরভিকথনেঽতিকুশলা-সরস্বতী অব্রবীৎ রথো° ॥ ৬৫ ॥

তদুদাহরতি। ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতিরিত্যাদিমন্ত্রপ্রতিপাদিতঃ সদাশিবো হে ব্রহ্মন্! সাক্ষাদ্ ভবানিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

বলিয়া আনন্দিত ও উদারচেতা বিশ্বরূপ (মণ্ডন) যতিপতি শঙ্করের পদকমলে পতিত হইল ॥৬৪॥

মণ্ডন শঙ্করের এইরূপ পূজা করিবার পর আসনোপবিষ্ট এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত নিকট-স্থিত শঙ্করকে প্রেমসহকারে নতমস্তক হইয়া বাক্য কুশলা সরস্বতী দেবী বলিতে লাগিলেন। ৬৫।

হে ব্রহ্মন্! আপনি সকল বিদ্যার ঈশ্বর; আপনি সকল জীবের অধিপতি; বেদমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, আপনি ব্রহ্মারও ঈশ্বর, অতএব সকল প্রকারে আপনি যে সাক্ষাৎ সদাশিব তাহাতে আর সংশয় নাই। ৬৬।

সদসি মামবিজিত্য তথৈব যন্মদনশাসনকামকলাস্বপি। তদববোধকৃতে কৃতিমাচরস্তদিহ মর্ত্ত্যচরিত্রবিড়ম্বনম্ ॥ ৬৭ ॥

ত্বয়া যদাবাং বিজিতৌ পরাত্মন্! ন তৎ ত্রপামাবহতীড্য! সর্ব্বথা। কৃতাভিভূতি র্ন ময়ূখশালিনা নিশাকরাদেরপকীর্ত্তয়ে খলু ॥ ৬৮ ॥

নমু কামশাস্ত্রোক্তৎকলাসু ত্বামপরিজিত্য তদ্বিজ্ঞানার্থং যত্নং কৃতবন্তং মাং কথমেবং বদসীতি চেত্তত্রাহ। সদসি মামবিজিত্য তথৈব বৎকামশাস্ত্রে যাস্তৎকলাঃ কামকলাস্তাস্বপি তৎকলাববোধার্থং যত্নমাচরিতবানসি। তন্মনুষ্য চরিত্রানুকরণমাত্রমিত্যর্থঃ দ্রুত° ॥ ৬৭ ॥

স্বপরাজয়স্তাবয়ো র্লজ্জাহেতু র্ন ভবতীত্যাহ। ত্বয়া যদাবাং বিজিতৌ তৎ সর্ব্বথাঽপি লজ্জাং নাবহতি। নমু ব্রহ্মণা সহিতায়াঃ সরস্বত্যাস্তৎ ত্রপাবহং কথং ন ভবতীতি চেৎ ব্রহ্মাদিভিরপি স্তুত্যা ত্বত্তঃ পরাজয়ো ন তৎকর ইত্যাহ। হে ঈড্য! তত্বং কুত ইত্যত আহ পরাত্মন্নিতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ যথা সহস্রভানুনা দিবাকরেণ কৃতাভিভূতিরভিভবশ্চন্দ্রাদেরপকীর্ত্তয়ে ন ভবতীতি প্রসিদ্ধং তদ্বদিত্যর্থঃ উপে° ॥ ৬৮ ॥

অধিক কি—সভামধ্যে আমাকে জয় না করিয়া (কামশাস্ত্রে যত কাম কলা আছে, তাহা জানিবার জন্য যে আপনি যত্ন করিয়াছেন) তাহা কেবল মানব চরিত্রের অনুকরণ করা মাত্র। ৬৭।

আপনি যে আমাদের দুইজনকে জয় করিয়াছেন তাহা লজ্জাজনক কার্য্য নহে। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকে। অতএব হে পরমাত্মন্! দিবাকরের তেজে চন্দ্রাদি তৈজস পদার্থের অভিভব হইলেও তাহাতে চন্দ্রাদির কোন অকীর্ত্তি হয় না। ৬৮।

আদাবাত্ম্যং ধাম কামং প্রয়াস্যাম্যর্হন্স্বচ্ছং মা-মনুজ্ঞাতুমর্হন্!। ইত্যামন্ত্র্যান্তর্হিতাং যোগশক্ত্যা পশ্যন্ দেবীং ভাষ্যকর্ত্তা বভাষে ॥ ৬৯ ॥

জানামি ত্বাং দেবি! দেবস্য ধাতুর্ভার্য্যামিষ্টা-মষ্টমূর্ত্তেঃ সগর্ভ্যাম্। বাচামাদ্যাং দেবতাং বিশ্ব-গুপ্ত্যৈ চিন্মাত্রামপ্যাত্তলক্ষ্ম্যাদিরূপাম্ ॥ ৭০ ॥

এবং স্তুত্বা ব্রহ্মলোকগমনায়ানুজ্ঞাং প্রার্থয়তে। আদৌ যৎ স্বচ্ছং স্বীয়ং ধাম তদবশ্যং প্রয়াস্যামি তস্মাৎ হেঅর্হন্! মামনু-জ্ঞাতুং যোগ্যোঽসি, মাণ্ডনধামব্যাবৃত্ত্যর্থমাদাবিত্যুক্তং ইত্যা-মন্ত্র্যান্তর্হিতাং দেবীং যোগশক্ত্যা পশ্যন্ ভাষ্যকারো জগাদ শালি০ ॥৬৯ ॥

তদাহ। হে দেবি! ত্বাং জানামি। কথম্ভূতামিত্যত আহ দেবস্য ধাতুর্হিরণ্যগর্ভস্য ভার্য্যাং তত্রাপীষ্টামতিপ্রিয়াং পুনশ্চা-ষ্টমূর্ত্তেঃ শিবস্য সগর্ভ্যাং সহোদরাং বাচামাদ্যাং দেবতাং চিন্‌-মাত্রামপি বিশ্বরক্ষণার্থং স্বীকৃতলক্ষ্ম্যাদিরূপামেবংভূতাং ত্বাং জানামীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

"হে পূজনীয়! এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে আমার যে স্বচ্ছ আবাস আছে, আমি অবশ্য সেই স্থানে গমন করিব। অতএব আপনি আমাকে এক্ষণে অনুমতি করুন।" এইরূপে যথাবিধি সম্ভাষণ করিয়া দেবী সরস্বতী অন্তর্ধান হইলে ভাষ্যকার শঙ্কর যোগশক্তি প্রভাবে দেবীকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৬৯।

দেবি! আপনি বিধাতার প্রিয়তমা পত্নী, অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের সহোদরা, বাক্যের আদ্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং চিৎস্বরূপা হইলেও জগৎ রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি রূপধারিণী বলিয়া জানিতেছি। ৭০।

তস্মাদস্মৎকল্পিতৈরর্চ্চ্যমানা স্থানেষু ত্বং শার-দাখ্যা দিশন্তী। ইষ্টানর্থানৃষ্যশৃঙ্গাদিকেষু ক্ষেত্রে-ষ্বাস্ব প্রাপ্তসৎসন্নিধানা ॥ ৭১ ॥

তথেতি সংশ্রুত্য সরস্বতী সা প্রায়াৎ প্রিয়ং ধাম পিতামহস্য। অদর্শনং তত্র সমীক্ষ্য সর্ব্বে আকস্মিকং বিস্ময়মীয়ুরুচ্চৈঃ ॥ ৭২ ॥

তস্যা যতীশজিতভর্ত্তৃযতিত্বজাতবৈধব্যসম্ভব-

এবং স্তুত্যাঽভিমুখীকৃত্য প্রার্থ্যমাহ। তস্মাদৃষ্যশৃঙ্গাদিকেষু ক্ষেত্রেষু অস্মন্নির্ম্মিতানি যানি তব স্থানানি তেষু পূজ্যমানা শারদাখ্যা ত্বমিষ্টানর্থান্ দিশন্তী পুনশ্চ প্রাপ্তং সতাং সন্নিধানং যথাস্যাত্তথা ভূতা আস্ব ॥ ৭১ ॥

তথাস্ত্বিতি প্রতিজ্ঞায় সা সরস্বতী পিতামহস্য প্রিয়ং ধাম প্রায়াৎ তত্র সংসদি তস্যা অদর্শনং সমীক্ষ্যাত্যন্তমাকস্মিকং বিস্ময়মাপুঃ ॥ ৭২ ॥

এবং সদস্যানাং মনোবৃত্তং প্রদর্শ্য মণ্ডনযতীশয়োস্তদাহ।

অতএব ঋষ্যশৃঙ্গাদি প্রভৃতি ক্ষেত্রে (আমরা যে সকল স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি সেই সকল স্থানে) পূজিত হইয়া শারদা নামে সেই স্থানে অভিমত ফল সকল দান করিয়া নিয়ত পণ্ডিত গণের সন্নিধানে আপনি বাস করুন। ৭১।

তথাস্তু বলিয়া দেবী সরস্বতী ব্রহ্মার প্রিয় ধামে গমন করিলেন। তখন সভাস্থ পণ্ডিতেরা তাঁহার অদর্শন দেখিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত বিস্ময়া-পন্ন হইলেন। ৭২।

যতিবর শঙ্কর, মণ্ডনকে পরাজয় করাতে মণ্ডন অগত্যা যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সুতরাং পতির ঐরূপ যতিভাব উৎপন্ন দেখিয়া সরস্বতীর বৈধব্য জন্মে। আপনার বৈধব্যজাত শোক দ্বারা

শুচা ভুবমস্পৃশন্ত্যাঃ। অন্তর্দ্ধিমীক্ষ্য মুদিতোঽজনি মণ্ডনোঽপি তৎসাধু বীক্ষ্য মুমুদে যতিশেখরশ্চ ॥ ৭৩ ॥

মণ্ডনমিশ্রোঽপ্যথ বিধিপূর্ব্বং দত্বা বিত্তং যাগে

যতীশেন জিতস্য ভর্ত্তুর্যতিত্বাজ্জাতাদ্বৈধব্যাৎ সম্ভবেন শোকেন ভুবমস্পৃশত্যাস্তস্যাঃ স্বভার্য্যায়া অন্তর্দ্ধানমীক্ষ্য মণ্ডনোঽপি মুদিতোঽভূৎ তৎসাধু সমীচীনং বীক্ষ্য যতিশেখরোঽপি মুদিতোঽভূৎ ব০ ॥ ৭৩ ॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ। অথ শারদান্তর্দ্ধানাদানন্তরং মণ্ডনমিশ্রোঽপি বিধিপূর্ব্বং তদ্ধৈকে প্রাজাপত্যামেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি। প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সার্ব্ববেদসদক্ষিণাং। আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাদিত্যাদি শ্রুতিস্মৃত্যাক্তমার্গেণ সর্ব্বং বিত্তং যাগে দত্বা আত্মনি আরোপিতঃ

পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া পত্নীর এরূপ অন্তর্দ্ধান দেখিয়া মণ্ডন আহ্লাদিত হইলেন। যতিরাজ শঙ্কর ঐ কার্য্য উত্তম রূপে দর্শন করিয়া স্বয়ং যথেস্ট হৃস্ট হইলেন। ৭৩।

বেদে আছে—"তদ্ধৈকে প্রজাপত্যামেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি" কেহ কেহ প্রাজাপত্য নামে যাগ করিবেক। স্মৃতিতে আছে—"প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সার্ব্ববেদসদক্ষিণাং। আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ" "অগ্নি যাহার দক্ষিণা, এরূপ প্রাজাপত্য যজ্ঞ সমাপন করিয়া আত্মার উপরি অগ্নি সকল আরোপণ করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। পরে সরস্বতীর অন্তর্ধান হইলে মণ্ডন মিশ্র শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞে সমস্ত ধন দান করিয়া আত্মার উপর অগ্নিহোত্র, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিনটি অগ্নি আরোপণ

সর্ব্বম্। আত্মারোপিতশোচিষ্কেশো ভেজে শঙ্করমস্তমিতাশঃ ॥ ৭৪ ॥

সন্ন্যাসগৃহ্যবিধিনা সকলানি কর্ম্মাণ্যহ্নায় শঙ্করগুরুর্ব্বিদুষোঽস্য কুর্ব্বন্। কর্ণে জগৌ কিমপি তত্ত্বমসীতি বাক্যং কর্ণেজপং নিখিলসংসৃতিদুঃখহানেঃ ॥ ৭৫ ॥

সন্ন্যাসপূর্ব্বং বিধিবদ্বিভিক্ষে পশ্চাদুপাদিক্ষ-

শোচিষ্কেশোঽগ্নিহোত্রাগ্নির্যেনাস্তমিতাঽস্তঙ্গতা আশা যস্য স শঙ্করং ভেজে সেবিতবান্ উ০ ॥ ৭৪ ॥

সন্ন্যাসপ্রতিপাদকগৃহ্যসূক্তবিধিনাঽস্য বিদুষঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অহ্নায় অঞ্জসা সম্যক্ কুর্ব্বন্ শ্রীশঙ্করগুরুঃ সর্ব্বস্যাধ্যাত্মিকাদিরূপস্য সংসৃতিদুঃখস্য হানেঃ কর্ণেজপং সূচকং কর্ণেজপঃ সূচক ইত্যমরঃ। কিমপি তত্ত্বমসীতি বাক্যং কর্ণে জগৌ বসন্ততি ॥ ৭৫ ॥

মণ্ডনোঽপি সন্ন্যাসপূর্ব্বকং বিধিবদ্ ভিক্ষাং যাচিতবান্ পশ্চাদাচার্য্যঃ শ্রীশঙ্করঃ শ্রুতিমস্তকস্থমাত্মতত্ত্বমুপদিষ্টবান্। কথ-

করিয়া সমস্ত আশা ও বাসনা সকল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শঙ্করের ভজনা করিতে লাগিলেন। ৭৪।

যে শাস্ত্রে সংন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কথা উল্লেখ আছে, সেই গৃহ্য সূক্ত বিধানে ঐ মণ্ডন পণ্ডিতের শীঘ্র সমস্ত কর্ম্ম উত্তমরূপে সমাপ্ত করিয়া গুরুবর শঙ্কর, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি তিন প্রকার সাংসারিক দুঃখ বিনাশের উপায় স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় "তত্ত্বমসি" বেদবাক্য মণ্ডনের কর্ণে বলিয়া দিলেন ॥ ৭৫ ॥

মণ্ডন সংন্যাস গ্রহণ করিয়া যথাবিধি ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্য শ্রেষ্ঠ শঙ্কর বেদান্ত বাক্যস্থিত আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন

দথাত্মতত্ত্বম্। আচার্য্যবর্য্যঃ শ্রুতিমস্তকস্থং তদাদি-বাক্যং পুনরাবভাষে ॥ ৭৬ ॥

ত্বং নাসি দেহো ঘটবদ্ধ্যনাত্মা রূপাদিমত্ত্বাদিহ জাতিমত্ত্বাৎ। মমেতি ভেদপ্রথনাদভেদসংপ্রত্যয়ং বিদ্ধি বিপর্য্যয়োত্থম্ ॥ ৭৭ ॥

মিতি তত্রাহ তত্ত্বমসিবাক্যং পুনরাবভাষে অর্থসহিতমুক্তবা-নিত্যর্থঃ উ০ ॥ ৭৬ ॥

তত্রাদৌ ত্বং পদার্থমাহ। ইহ দেহাদৌ ত্বং দেহো নাসি যস্মাৎ ঘটবদনাত্মা তত্র হেতবো রূপাদিমত্ত্বান্মনুষ্যত্বাদি জাতিমত্ত্বাৎ মমেদং শরীরমিতি। ভেদপ্রথনাচ্চাত্মা তু অশব্দ-মস্পর্শমরূপমব্যয়ং অগোত্রমিত্যাদি শ্রুত্যুক্তোঽহমিতি প্রত্যয়-গোচরঃ। নতু মনুষ্যোঽহং কৃশোঽহমিত্যভেদসংপ্রত্যয়াদ্ দেহ আত্মা কুতো ন স্যাদিতি তত্রাহ। অভেদসংপ্রত্যয়ং বিপ-র্য্যয়াদন্যোন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসাদুত্থিতং বিদ্ধি উ০ ॥ ৭৭ ॥

এবং অর্থের সহিত "তত্ত্বমসি" বাক্য পুনরায়-বলিতে লাগিলেন। ৭৬।

প্রথমে ত্বংপদার্থ নির্ব্বাচন করিলেন—দেহাদি-তে ত্বংপদার্থ (তুমি) কখন দেহ নহে। ঘটপটাদির যেরূপ আত্মা নাই, তদ্রূপ দেহেরও আত্মা নাই। ঘটপটাদির তুল্য দেহের রূপ আছে; মনুষ্যত্ব-প্রভৃতি জাতি আছে এবং "মমেদং শরীরং" আমার এই শরীর ইত্যাদি ভেদজ্ঞান স্পষ্ট রহি-য়াছে। কিন্তু বাস্তবিক আত্মা "অশব্দমস্পর্শ মরূপমব্যয়ং" ইত্যাদি বেদোক্ত "অহম্" (আমি) এই জ্ঞান গোচর বলিয়া প্রসিদ্ধ। "মনুষ্যোঽহং স্থূলোঽহং কৃশোঽহং" আমি মনুষ্য, আমি স্থূল, আমি কৃশ—এরূপ অভেদজ্ঞান থাকিলেও দেহ আত্মা হইতে পারে না। তবে যে দেহের সহিত আত্মার অভেদজ্ঞান হয়, সে কেবল মিথ্যাজ্ঞান

লোপ্যো হি লোপ্যব্যতিরিক্তলোপকো দৃষ্টো ঘটাদিঃ খলু তাদৃশী তনুঃ। দৃশ্যত্বহেতো-র্ব্যতিরেকসাধনে ত্বত্তঃ শরীরে কথমাত্মতাগতিঃ ॥ ৭৮ ॥

কিঞ্চ লোপ্যো ঘটাদিঃ স্বব্যতিরিক্তো দণ্ডাদিলোপকো যস্য তথাভূতোদৃষ্টঃ শরীরঞ্চ তাদৃশং স্বাতিরিক্ত লোপকমেব প্রসিদ্ধং তথা চ লোপ্যং যথা স্বাতিরিক্ত লোপকং তথা দৃশ্য-মপি স্বাতিরিক্তদ্রষ্টৃকং ততশ্চ বিমতং দৃশ্যং স্বাতিরিক্তদ্রষ্টৃকং দৃশ্যত্বাদ্ঘটবদ্যদ্যৎকর্ম্ম তত্তৎ স্বাতিরিক্তকর্ত্তৃকং যথা লোপ্যো ঘটাদিঃ স্বাতিরিক্তলোপক ইত্যাশয়েনাহ। দৃশ্যত্বহেতোরিতি এতস্মাচ্ছরীরাদ্ব্যতিরেকসাধনে স্বাতিরিক্ত দ্রষ্টৃকত্বহেতোঃ শরীরে আত্মত্বাবগতিঃ কেনাপি প্রকারেণ ন ঘটতে ইত্যর্থঃ ॥৭৮॥

বশতঃ। অর্থাৎ দেহের তাদাত্ম্য আত্মার উপর এবং আত্মার তাদাত্ম্য দেহের উপর ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞানে আরোপিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভ্রমাত্মক জ্ঞানকে বেদান্ত মতে অবিদ্যা কহে। ঐ অবিদ্যা নষ্ট হইলে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। ৭৭।

যেরূপ লোপ্য অর্থাৎ লোপনীয় ঘটাদিবস্তুর লোপকারক দণ্ডাদি বস্তু ঘটাদি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া জগতে দেখা গিয়া থাকে, তদ্রূপ শরীরপদার্থ শরীর হইতে অতিরিক্ত পদার্থের লোপক অর্থাৎ লোপকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হইল, লোপ্য যেমন 'স্বাতিরিক্ত' অর্থাৎ আপন হইতে অতিরিক্ত পদার্থের লোপক, ঐরূপ দৃশ্যপদার্থও 'স্বাতিরিক্ত' দৃশ্যবস্তু অপেক্ষা অতিরিক্ত পদার্থের দ্রষ্টা। এইরূপ অনুমান করিতে হইবে—"দৃশ্যং স্বাতিরিক্তদ্রষ্টৃকং দৃশ্য-ত্বাৎ ঘটবৎ। যদ্যৎ কর্ম তৎ তৎ স্বাতিরিক্ত কর্ত্তৃকং" দৃশ্যত্বহেতু অর্থাৎ দর্শনযোগ্যতা বশতঃ

নাপীন্দ্রিয়াণি খলু তানি চ সাধনানি দাত্রাদিবৎ কথমমীষু তবাত্মভাবঃ। চক্ষুর্মদীয়মিতি ভেদগতেরমীষাং স্বপ্নাদিভাববিরহাচ্চ ঘটাদিসাম্যং ॥ ৭৯ ॥

এবং দেহাদাত্মানং বিবিচ্যেন্দ্রিয়েভ্যোহপ্যেতং বিবেচয়েত্তি। নাপীন্দ্রিয়াণ্যাত্মা তেষাং সাধনত্বাৎ দাত্রাদিবত্তস্মাদমীষু ইন্দ্রিয়েষু তবাত্মভাবঃ কেনাপি প্রকারেণ নোপপদ্যতে তেষামনাত্মত্বেঽন্যদপি হেতুদ্বয়মাহ, চক্ষুরাদের্ঘটাদিবদনাত্মত্বমেব চক্ষুর্মদীয়মিত্যাদি ভেদাবগতেঃ। স্বপ্নসুষুপ্তিভাবে তৎসত্ত্বেঽমীষাং বিরহাচ্চ পশ্যামি শৃণোমীত্যাদিপ্রত্যয়স্তু পূর্ব্ববদ্ দ্রষ্টব্যঃ বং ॥ ৭৯ ॥

ঘট পদার্থের মতন সমস্ত দৃশ্যবস্তু 'স্বাতিরিক্ত' আপন হইতে অতিরিক্ত বস্তুর দ্রষ্টা। কারণ, জগতে এরূপ একটী নিয়ম আছে, যে যে কর্ম্ম-পদার্থ, তৎসমুদায়েরই আপন হইতে অতিরিক্ত একটী কর্ত্তা আছে। এই শরীর হইতে শরীরাতিরিক্ত একজন দ্রষ্টা আছে, তাহার সাধনস্বরূপ শরীরে দৃশ্যত্বহেতু (দর্শন যোগ্যতাবশতঃ) কোন প্রকারে আত্মপদার্থের অনুভূতি বা জ্ঞান হইতে পারেনা। ৭৮।

চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি সকল আত্মা নহে, কিন্তু আত্মসাধন বস্তু। যেরূপ দাত্র (দা) দ্বারা ধান্য ছেদন করিবার সময় দাত্র কেবল ধান্যচ্ছেদনের সাধন মাত্র হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকল সাধন মাত্র বলিয়া বিখ্যাত। অতএব কিছুতেই আপনার ইন্দ্রিয় সমষ্টির উপর আত্ম ভাব ঘটিতে পারে না। ঘটপটাদির মতন চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়াদিরও আত্মা নাই। "মদীয়ং চক্ষুঃ" আমার চক্ষু ইত্যাদি ভেদজ্ঞান ও স্পষ্ট হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদির স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থা না থাকাতে কখনই ইন্দ্রিয় সকল আত্মা হইতে পারে না। "পশ্যামি, শৃণোমি" দেখিতেছি শুনিতেছি ইত্যাদি জ্ঞান পূর্ব্বমত জানিবে ॥ ৭৯ ॥

যদ্যাত্মতৈষাং সমুদায়গা স্যাদেকব্যয়েনাপি ভবেন্ন তদ্ধীঃ। প্রত্যেকমাত্মত্বমুদীর্য্যতে চেন্ নশ্যেচ্ছরীরং বহুনায়কত্বাৎ ॥ ৮০ ॥

ইন্দ্রিয়সমুদায় আত্মা উত প্রত্যেকমিতি বিকল্পাদ্যং প্রত্যাহ, যদ্যেষামিন্দ্রিয়াণাং সমুদায়গা আত্মতা স্যাত্তর্হ্যেকস্যেন্দ্রিয়স্য নাশে সমুদায়নাশাদাত্মতাবুদ্ধির্নস্যাৎ, দ্বিতীয়মুত্থাপ্য নিরাচষ্টে প্রত্যেকমাত্মত্বমুচ্যতে চেত্তর্হি বহুনায়কত্বেন বিরুদ্ধাদিক্রিয়ত্বাবশ্যকত্বাচ্ছরীরমেব নশ্যেৎ ইং০ ॥ ৮০ ॥

ত্রিস্থানে সন্দেহ হইয়াছে—ইন্দ্রিয় সমষ্টি আত্মা ? কি প্রত্যক ইন্দ্রিয় আত্মা ?। যদি ইন্দ্রিয় সমষ্টির আত্মত্ব স্বীকার করা যায়, তবে একটী ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের নাশ হওয়াতে আত্মত্ব বুদ্ধি হয় না, যদি প্রত্যক ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলা যায়, তবে শরীরের বহুপ্রকার আবশ্যক বিরুদ্ধাদি ক্রিয়া থাকাতে শরীর পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে। ৮০।

আত্মত্বমন্যতমগং যদি চক্ষুরাদেশ্চক্ষুর্ব্বিনাশস-

কিঞ্চ যদি চক্ষুরাদেরন্যতমগোচরমাত্মত্বং স্যাৎ তর্হি চক্ষুর্বিনাশসময়ে স্মরণং নৈব স্যাৎ তত্র হেতুঃ স্মরণানুভবয়োরেকাত্ম-

যদি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমষ্টির মধ্যে যে কোন অন্যতম ইন্দ্রিয়মাত্রকে আত্মা বলা যায়, তবে চক্ষুর বিনাশ কালে স্মরণ হইতে পারে

ময়ে স্মরণং ন হি স্যাৎ। একাশ্রয়ত্বনিয়মাৎ স্মরণানুভূত্যো দৃষ্টশ্রুতার্থবিষয়াবগতিশ্চ ন স্যাৎ। ॥ ৮১ ॥

মনোঽপি নাত্মা করণত্বহেতো র্মনো মদীয়ং গতমন্যতোঽভূৎ। ইতি প্রতীতে র্ব্যভিচারিতায়াঃ সুপ্তৌচ তচ্চিন্মনসো র্বিবিক্ততা ॥ ৮২ ॥

অনয়ৈব দিশা নিরাকৃতা নচ বুদ্ধেরপি চাত্মতা স্ফুটম্। অপি ভেদগতেরনন্বয়াৎ করণাদাবিব বুদ্ধিমুজ্ঝ ভোঃ ॥ ৮৩ ॥

নাহঙ্কৃতিশ্চরমধাতুপদপ্রয়োগাৎ প্রাণা মদীয়া ইতি লোকবাদাৎ। প্রাণোঽপি নাত্মা ভবিতুং প্রগল্ভঃ সর্ব্বোপসংহারিণি সন্ সুষুপ্তৌ ॥ ৮৪ ॥

শ্রয়ত্বাৎ, কিঞ্চ যোঽহং দৃষ্টবান্ সোঽহং শৃণোমীতি। দৃষ্টশ্রুতার্থবিষয়প্রত্যভিজ্ঞা চ নস্যাৎ তস্মাদিন্দ্রিয়াণ্যপ্যাত্মা ন ভবন্তীত্যর্থঃ ব০ ॥ ৮১ ॥

নম্বস্তু তর্হি মন এবাত্মেতি তত্রাহ। মনোঽপ্যাত্মা ন ভবতি করণত্বহেতো র্মদীয়ং মনোঽন্যতো গতমভূদিতি ভেদপ্রতীতেঃ। সুষুপ্তৌ ব্যভিচারিতায়াশ্চ চিন্মনসোর্ব্বৈলক্ষণ্যম্ উ০ ॥ ৮২ ॥

উক্তং ন্যায়ং বুদ্ধাবতিদিশতি। অনয়ৈব দিশা নিরাকৃতত্বাৎ বুদ্ধেরপ্যাত্মতা স্পষ্টং যথাতথা নাস্তি, স্ফুটত্বমাবেদয়তি। মদীয়া বুদ্ধিরন্যতোঽভূদিতি ভেদাবগতেঃ সুষুপ্তাবনন্বয়াচ্চ করণাদাবিব বুদ্ধিমপ্যাত্মত্বেন নৈবাঙ্গীকুরু বিয়ো ॥ ৮৩ ॥

অস্তু তর্হি অহংপ্রত্যয়গোচরোঽহঙ্কার এবাত্মেতি তত্রাহ। অহঙ্কৃতিরহঙ্কারোঽপ্যাত্মা ন ভবতি। তত্র হেতুশ্চরমেঽস্যো কৃতিরিতি ধাতুপদস্য প্রয়োগাৎ। তর্হি সুষুপ্তাবপি লয়রহিতঃ প্রাণ এবাত্মাঽস্ত্বিতি তত্রাহ, সর্বোপসংহারিণি সুষুপ্তৌ সন্নপি প্রগল্ভঃ প্রাণ আত্মা ন ভবতি। তত্র হেতুর্মদীয়াঃ প্রাণা ইতি লোকবাদাৎ ব০ ॥ ৮৪ ॥

না। কারণ, স্মরণ এবং অনুভব উভয়ই এক আত্মার আশ্রিত। "যোঽহং দৃষ্টবান্ সোঽহং শৃণোমি" যে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমি শুনিতেছি ইত্যাদি দৃষ্টার্থ ও শ্রুতার্থ বিষয়ের জ্ঞান হইতেও পারে না। সুতরাং কিছুতেই ইন্দ্রিয় সকল আত্মা নহে। ৮১।

ইন্দ্রিয় বলিয়া মনও আত্মা নহে।" আমার মন অন্যস্থানে গমন করিয়াছে" জগতে এরূপ ভেদজ্ঞানও হইয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় ব্যভিচার দেখা যায় বলিয়া চিৎ ও মনের পরস্পর পার্থক্য ঘটে ॥ ৮২ ॥

এই নিয়মে মনের আত্মত্ব নিরাকরণ হওয়াতে বুদ্ধির ও আত্মত্ব নিরাকৃত হইল। "আমার বুদ্ধি অন্য স্থানে গমন করিয়াছে" এরূপ ভেদজ্ঞান ও ঘটিয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় পরস্পরের অন্বয় না থাকাতে ইন্দ্রিয়াদির যেরূপ আত্মত্ব থাকে না, তদ্রূপ বুদ্ধিকেও আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিও না ॥ ৮৩ ॥

অহংজ্ঞান গোচর অহঙ্কারও আত্মা নহে। কারণ, "অহম্" এই শব্দের পর কৃতি অর্থাৎ কৃ-ধাতু পদের প্রয়োগ রহিয়াছে। সুষুপ্তি অবস্থায় লয়বিরহিত প্রাণও আত্মা হইতে পারে না। সুষুপ্তি অবস্থায় সকল পদার্থের উপসংহার হইয়া থাকে, অথচ ঐ অবস্থায় প্রাণ তখন বলবান্, তথাপি প্রাণ কখন আত্মা নহে। তাহার কারণ এই—

এবং শরীরাদ্যবিবিক্ত আত্মা ত্বং শব্দবাচ্যোঽভিহিতোঽত্র বাক্যে। তদোদিতং ব্রহ্ম জগম্মিদানং তথা তথৈক্যং পদযুগ্মবোধ্যম্ ॥ ৮৫ ॥

কথং তদৈক্যং প্রতিপাদয়েদ্বচঃ সর্ব্বজ্ঞসংমূঢ়পদাভিষিক্তয়োঃ। নহ্যেকতা সন্তমসপ্রকাশয়োঃ সংদৃষ্টপূর্বা ন চ দৃশ্যতেঽধুনা ॥ ৮৬ ॥

উপসংহরতি। এবম্ভূতো দেহাদিবিলক্ষণ আত্মা তদবিবিক্তস্ত্বংপদবাচ্যস্তত্ত্বমসিবাক্যেঽভিহিতস্ত্বং পদার্থং প্রদর্শ্য তৎপদার্থমাহ। তথাত্র বাক্যে তৎপদেন জগৎকারণং ব্রহ্মোক্তং অখণ্ডার্থমাহ। তথাঽত্র বাক্যে পদদ্বয়বোধ্যমৈক্যমুদিতম্ উ০ ॥ ৮৫ ॥

তত্ত্বং পদার্থয়োরৈক্যং বাক্যার্থং শ্রুত্বা শিষ্য উবাচ। সর্ব্বজ্ঞং সংমূঢ়পদাভিষিক্তয়োস্তত্ত্বং পদার্থয়োস্তদুক্তং তত্ত্বমসি বাক্যং কথং প্রতিপাদয়েৎ। হি যস্মাত্তমঃপ্রকাশয়োরেকতা পূর্ব্বং নৈব দৃষ্টা ন চাধুনা দৃশ্যতে, তথাচায়ং প্রয়োগস্তত্ত্বমসিবাক্যস্থ তত্ত্বং পদার্থয়ো রৈক্যং ন সম্ভবতি, বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাৎ তমঃ প্রকাশবদিতি। নন্ হেতুরস্তু সাধ্যং মাস্তু ন চ তমঃ প্রকাশয়োরপ্যেকতাপত্তিস্তয়োর্ভাবাভাবরূপতয়া তদনুপপত্তেস্তস্মাদ্ভাবাভাব রূপোপাধি সত্ত্বাদপ্রয়োজকত্বমস্যেতি চেন্ন তমসোঽপি ভাব রূপত্বাৎ, তমোঽভাবরূপ মিতি বাদী প্রষ্টব্যঃ কিমালোকাভাব মাত্রং তমঃ কিম্বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং আদ্যেঽপি কিমেকৈকং

তম একৈকালোকাভাবঃ আদ্যেঽপি কিং প্রাগভাব উত প্রধ্বংসাভাব আহোস্বিদন্যোন্যাভাবঃ। ত্রিতয়মপি ন সম্ভবতি। সবিতৃকিরণসত্ত্বে দেশে প্রদীপালোকজন্মবিনাশয়োঃ সত্যোস্তয়াণাং সত্ত্বেঽপি তমোবুদ্ধ্যদর্শনাৎ। ননু প্রাগভাবাদ্যবস্থাসু তমোবুদ্ধ্যভাবো বিরোধ্যালোকনিবন্ধন ইতি চেৎ তথাপি বিরোধ্যভাবসহিতপ্রাগভাবাদেস্তমোবুদ্ধ্যালম্বনত্বস্যাবশ্যক বক্তব্যত্বেন বিরোধ্যভাবগিরা প্রাগভাবোক্তৌ প্রধ্বংসেঽনুপপত্তিঃ। ত্বদুক্তৌ প্রাগভাবেঽন্যোন্যাভাবোক্তাবালোকসত্ত্বেঽপি তদভাবস্য ভাবাৎ তমোবুদ্ধিঃ স্যাৎ, দ্বিতীয়েঽপি কিমস্য সর্ব্বেষামালোকানাং সন্নিধানং নিবর্ত্তকমুতৈকৈকস্য, আদ্যে সর্ব্বালোকমন্তরেণ তন্নিবৃত্তি ন স্যাৎ, দ্বিতীয়েঽপ্যেকৈকস্য সর্ব্বালোকভাবনিবর্ত্তকত্বাভাবাৎ তমোবুদ্ধ্যাপত্তিঃ, অন্ত্যেঽপি কিমেকৈকস্য রূপস্য দর্শনাভাবঃ উত সর্ব্বস্য, আদ্যেঽপি কিং রূপদর্শনমাত্রাভাবঃ উত যত্র তমোবুদ্ধিঃ তত্রত্যরূপদর্শনাভাবঃ, নাদ্যঃ বহুলান্ধকারসংবৃতাপবরকান্তরবস্থিতস্যাপি বহীরূপদর্শনেন সহাপবরকান্তঃতমোদর্শনাৎ, ন দ্বিতীয়ঃ প্রাগভাবাদিবিকল্পাসহত্বাৎ। ননু রূপবতো দ্রব্যস্য স্পর্শবত্ত্বনিয়মাত্তদ্রহিতং তমঃ কথং রূপবদ্ দ্রব্যমবগম্যতে, তথা চ প্রয়োগঃ তমো নীরূপং স্পর্শবিধুরত্বাদাকাশবদিতি চেন্ন বায়োরন্যত্র স্পর্শবদ্ দ্রব্যস্য রূপবত্ত্বনিয়মেঽপি রূপরহিতস্য স্পর্শবতো বায়োরভ্যুপগমাৎ, তথাচ যৎ স্পর্শবৎ তদ্রূপবদ্যথা ঘটাদিরিতি ব্যাপ্তের্যথা বায়ৌ ভঙ্গস্তথা যদ্রূপবৎ তৎ স্পর্শবদিতি ব্যাপ্তেস্তমসি ভঙ্গো ন চ প্রমাণাভাবঃ। তমালমালাশ্যামলং তম ইত্যুপলম্ভাদিতি সংক্ষেপঃ ॥ ৮৬ ॥

"আমার প্রাণ" জগতে এরূপ জনশ্রুতি স্পষ্ট রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮৪ ॥

"তত্ত্বমসি" এই বেদবাক্যে দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, পূর্ব্বোক্ত ত্বংপদবাচ্য আত্মা কথিত হইয়াছে। এবং "তত্ত্বমসি" এইবাক্যে "তৎ" পদদ্বারা ব্রহ্মই জগতের কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে। ঐ "তত্ত্বমসি" বাক্যে ত্বংপদ ও তৎপদের অখণ্ডিত একতা রূপ অর্থ কথিত হইয়াছে ॥ ৮৫ ॥

শিষ্য মণ্ডন তৎ ও ত্বং পদার্থের ঐক্য অর্থাৎ বাক্যার্থ শুনিয়া বলিতে লাগিল। তৎ পদার্থ সর্ব্বজ্ঞ এবং ত্বং পদার্থ অতিশয় মূঢ়। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ও অত্যন্ত মূঢ়পদাভিষিক্ত তৎ ও ত্বং পদার্থের ঐক্য (আপনি যে ঐক্য বলিয়াছেন) কখনই "তত্ত্বমসি" বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ, অন্ধকার ও আলোকের ঐক্য পূর্ব্বেও কখন

সত্যং বিরোধগতিরস্তি তু বাচ্যগেয়ং সোঽয়ং

এবমুক্তো গুরুরাহ, সত্যমিয়ং বিরোধাবগতিস্ত বাচ্যগাস্তি

দেখা যায় নাই এবং এক্ষণেও দেখা যাইতেছে না॥ ৮৬॥ *

গুরুবর শঙ্কর বলিলেন—"তত্ত্বমসি" বেদবা

* ইহার অভিবন্ধি এই—অন্ধকার ও আলোক যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং ঐ উভয় পদার্থের যেমন কদাচ একতা সম্ভবেনা, তদ্রূপ "তত্ত্বমসি" এই বেদ বাক্যের অন্তর্গত তৎ ও ত্বং পদার্থের ঐক্য হইতে পারে না। তম ও প্রকাশের কখন একতা হইতে পারে না। কারণ, প্রকাশকে ভাব এবং অন্ধকারকে অভাব পদার্থ বলিয়া উপপন্ন করা যায় না। ভাব এবং অভাব রূপ উপাধি থাকাতে ইহার প্রয়োজন নাই, ইহাও বলা যায় না। অন্ধকার ভাব পদার্থের অন্তর্গত। যাঁহার মতে অন্ধকার অভাবপদার্থের অন্তর্গত, আমি সেই অভাববাদী ব্যক্তিকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। সামান্য আলোকের অভাবমাত্রের নাম তম? কিংবা রূপদর্শনের অভাবের নাম তম? আর একটী কথা জিজ্ঞসা করি, এক একটী আলোকের অভাব এক একটী অন্ধকার, কিংবা সমস্ত আলোকের অভাবের নাম অন্ধকার?। এই যে অভাবপদার্থ, ইহাকি প্রাগভাব? কিংবা ধ্বংসাভাব? অথবা অন্যোন্যা ভাব? যেরূপেই হউক, কিছুতেই তিনটী অভাব সম্ভাবিত নহে। সূর্য্য কিরণ সংসর্গিত দেশে প্রদীপালোকের জন্ম ও বিনাশ থাকিলেও; তিনপ্রকার অভাব বিদ্যমান থাকাতেও অন্ধকারবৃদ্ধি হয় না। (প্রাগভাব প্রভৃতি অবস্থাতে যে তমোবুদ্ধির অভাব হয়, তাহা কোন বিরোধী আলোক নিবন্ধন।) এরূপ স্বীকার করিলেও বিরোধী আলোকের অভাবের সহিত প্রাগভাব প্রভৃতির যে তমোবৃদ্ধি অবলম্বিত হয় না, তাহাই অবশ্য বলিতে হইবে। সুতরাং বিরোধী অভাব বচনদ্বারা প্রাগভাব বলিলে ধ্বংসাভাবে অসঙ্গতি। বিরোধী অভাব বচন দ্বারা ধ্বংসাভাব বলিলে প্রাগভাবে অসঙ্গতি। বিরোধী অভাব বাক্য দ্বারা প্রাগভাব বলিলে অন্যোন্যাভাবে পরস্পরের অসঙ্গতি। এই তিনটী অভাব মধ্যে আলোক থাকিলেও, আলোকের অভাব থাকাতে তমোবুদ্ধি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কথা এই—সকল আলোকের সন্নিধান অন্ধকারের নিবর্ত্তক? অথবা এক একটী আলোকের সন্নিধান অন্ধকার নিবর্ত্তক?। যদি প্রথম পক্ষটী স্বীকার করা যায়, তবে এককালে সমস্ত আলোক ব্যতীত কখনই অন্ধকারের নিবৃত্তি হইতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষটী স্বীকার করিলে—এক একটী আলোকের সন্নিধান, সমস্ত আলোকের অভাব অর্থাৎ অন্ধকার নিবৃত্ত করিতে পারে না। সুতরাং ঐরূপস্থলে তমোবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

অন্য আর এককথা এই—পূর্ব্বোক্ত বাক্যের শেষে যে বলা হইয়াছিল, রূপদর্শনের অভাবের নাম তম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এক একটী রূপের দর্শনাভাব? কিম্বা সকল রূপের দর্শনাভাব?। প্রথম কথায় কথা এই—সামান্য মাত্র রূপদর্শন মাত্রের অভাব? অথবা যে স্থানে তমোবৃদ্ধি, তৎস্থানীয় রূপদর্শনের অভাব? রূপদর্শন মাত্রের অভাব বলিলে চলে না, কারণ, বহু অন্ধকার মাচ্ছন্ন, অথচ আবরণকারী পদার্থের মধ্যে অবস্থিত বস্তুর বাহ্য রূপদর্শনের সহিত আবরণ কারী পদার্থের মধ্যে তম দেখা যায়। যে স্থানে তমোজ্ঞান হয়, তৎস্থানীয় রূপদর্শন মাত্রের অভাব বলিতেও পারা যায় না। প্রাগভাব প্রভৃতি অভাবের মধ্যে কোন্ অভাব হইবে, ইহার কোনটীও সহনীয় নহে। আর একটী নিয়ম আছে, জগতে যত প্রকার রূপবান্ পদার্থ থাকে, তাহাদের স্পর্শ গুণ একান্ত আবশ্যক। তম রূপবিশিষ্ট পদার্থ সত্য, কিন্তু উহার স্পর্শ গুণ নাই বলিয়া সকলেই জানিয়া থাকেন। আকাশ যেরূপ স্পর্শ গুণের অভাবে রূপবিহীন, অন্ধকারও স্পর্শাভাবে রূপ শূন্য, এরূপ কথা যুক্তি সঙ্গত নহে। বায়ু ভিন্ন অন্য সমুদয় স্থানে স্পর্শ গুণ বিশিষ্ট পদার্থের রূপ আছে, এরূপ নিয়ম থাকিলেও বায়ুকে রূপরহিত অথচ স্পর্শগুণ বিশিষ্ট বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। জগতে এরূপ ব্যাপ্তি স্থির আছে, যে যে পদার্থ স্পর্শ বিশিষ্ট, সেই সেই পদার্থ রূপ বিশিষ্ট, যেমন ঘটপটাদি। কিন্তু বায়ুতে ঐ নিয়মের ভঙ্গ রহিয়াছে। অতএব যদি এরূপ ব্যাপ্তি থাকে, যে যে পদার্থ রূপবিশিষ্ট, সেই পদার্থ স্পর্শবিশিষ্ট, তবে অন্ধকারে ঐরূপ ব্যাপ্তির বা নিয়মের ভঙ্গ হইবে। যস্তুতঃ ঐ সম্বন্ধে কোন প্রমাণের অভাব নাই। দেখুন, জগতে "তমালতরুশ্রেণীর মতন শ্যাম বর্ণ তম", ইহা সকলেরই অনুভব ও উপলব্ধি হইয়া থাকে।

পুমানিতি বদত্র বিরোধহানেঃ। আদায় বাচ্যমবিরোধি পদদ্বয়ং তল্লক্ষ্যৈকবোধনপরং ননু কো বিরোধঃ ॥ ৮৭ ॥

এবমর্দ্ধমঙ্গীকৃত্যৈক্যং কথং প্রতিপাদয়েদিতি। যদুক্তং তত্রাহ, সোঽয়ং পুমানিতি বাক্যবদস্মিন্ বাক্যে বিরোধহানেরবিরোধি বাচ্যমাদায় পদদ্বয়ং তয়োর্লক্ষ্যৈক্যবোধনপরমেবং সতি ন কোঽপি বিরোধঃ, অয়মর্থঃ যথা সোঽয়ং পুমানিতি বাক্যে তচ্ছব্দার্থস্য তৎকালবিশিষ্টস্য পুংসঃ ইদং শব্দার্থস্যৈতৎকালবিশিষ্টস্য পুংসশ্চৈক্যাসম্ভবেঽপি সোয়ঽমিতি পদদ্বয়ং জহদজহল্লক্ষণায়া বিরুদ্ধং তৎকালৈতৎকালবিশিষ্টত্বাংশং বিহায় পুরুষমবিরোধি বাচ্যাংশমাদায় তল্লক্ষ্যৈকাবোধনপরং তদ্বৎ তত্ত্বমসি বাক্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসংমূঢ়ত্বরূপস্য বিরোধিনোঽংশস্য হানিং কৃত্বাঽবিরোধি বাচ্যচিদংশমাদায় পদদ্বয়ং তল্লক্ষ্যৈক্যবোধনপরমিতি বং ॥ ৮৭ ॥

বাক্যের বাচ্যার্থ লইলে সত্যই। রোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং "সোঽয়ং পুমান্" সেই এই পুরুষ, এই বাক্যটীর মতন এই বেদবাক্যে বিরোধ ত্যাগ করিয়া অবিরোধী বাচ্যার্থ লইয়া দুইটী শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ বাক্যের যদি লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করা যায় তবে আর বিরোধ কি? দেখ—যেমন "সোঽয়ং পুমান্" এই স্থলে তদ্‌শব্দের অর্থ তত্‌কাল ও তদ্দেশ বিশিষ্ট পুরুষ, এবং ইদং শব্দের অর্থ এতত্‌কাল ও এতেদ্দেশ বিশিষ্ট পুরুষ। সুতরাং পরস্পরের কিছুতেই ঐক্য হইতে পারে না। এই কারণে দুইটী পদ দেখা যায়। জহল্লক্ষণা ও অজহল্লক্ষণা দ্বারা তত্‌কাল ও এতত্‌কাল বিরুদ্ধ বিশিষ্ট অংশটী ত্যাগ করিলে এক মাত্র পুরুষ অবিশষ্ট থাকে। ঐ পুরুষ অবিরোধী বাচ্যার্থের অংশ মাত্র। ঐ অংশটী লইলে ঐ পদটী কেবল মাত্র লক্ষ্যার্থ বোঝাইয়া থাকে। অত এব "তত্ত্বমসি" বেদবাক্যে সর্ব্বজ্ঞত ও মূঢ়ত্বরূপ বিরোধী অংশটী ত্যাগ করিলে এবং অবিরোধী বাচ্যার্থ চিদংশ লইলে তত্ ও ত্বং এই দুইটী পদ কেবল মাত্র লক্ষ্যার্থ বুঝাইয়া দিবে। ৮৭

জহীহি দেহাদিগতামহংধিয়ং চিরার্জ্জিতাং কর্ম্মশঠৈঃ সুদুস্ত্যজাম্। বিবেকবুদ্ধ্যা পরমেব সন্ততং ধ্যেয়াত্মভাবেন যতো বিমুক্ততা ॥ ৮৮ ॥

যস্মাদেবং তস্মাচ্চিরার্জ্জিতাং দেহাদিগতামহংবুদ্ধিং পরিত্যজ, কয়া যতোঽতি তত্রাহ বিবেকবুদ্ধ্যাউতঃ কর্ম্মশঠৈরতিশয়েন দুস্ত্যজাং, তর্হ্যহং যতিঃ ক বিধেয়েতি তত্রাহ। সন্ততং পরমাত্মানমেব স্বভাবেন চিন্তয়, কিন্তুতইতি চেৎ তত্রাহ। যতঃ পরমেবাত্মভাবেন চিন্তনাদ্‌বিমুক্ততা লভ্যত ইত্যর্থঃ। আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ, কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেদিতি শ্রুতেঃ উং ॥ ৮৮ ॥

উক্তনিয়মে দেহাদিস্থিত চিরসঞ্চিত অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। বিবেকবুদ্ধি জন্মিলে অহঙ্কার বুদ্ধি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে। কর্ম্মশীল শঠলোকে অহংবুদ্ধি কিছুতেই ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। ঐ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে আত্মভাবে সর্ব্বদা ধ্যান কর। আত্মভাবে পরমাত্মাকে চিন্তা করিলে মুক্তিপর্য্যন্ত লাভ করা যায়। বেদে আছে —"আমি সেই পরম পুরুষ পরমাত্মা হইতেছি, এরূপে যদি কেহ আত্মাকে জানিতে পারে, তখন সেব্যক্তির কোন ইচ্ছা থাকে না; কোন বস্তুর কামনা করিতে হয় না, এবং শরীরের জন্য জ্বর কষ্ট ভোগ করিতে হয় না"। ৮৮।

সাধারণে বপুষি কাকসৃগালবহ্নিমাত্রাদিকস্য মমতাং ত্যজ দুঃখহেতুম্। তদ্বজ্জহীহি বহিরর্থগতাং চ বিদ্বন্! চিত্তং দধান পরমাত্মনি নির্ব্বিশঙ্কম্ ॥৮৯॥

তীরাত্তীরং সঞ্চরন্ দীর্ঘমৎস্যস্তীরাদ্ভিন্নো লিপ্যতে নাপি তেন। এবং দেহী সঞ্চরন্ জাগ্রদাদৌ তস্মাদ্ভিন্নো নাপি তদ্ধর্ম্মকো বা ॥ ৯০ ॥

যত্র মমতাঽপ্যযুক্তা তত্রাহন্তায়াঃ কা কথেত্যাশয়েনাহ। কাকাদেঃ সাধারণত্বাদ্ বপুষি দুঃখহেতুং মমতাং ত্যজ, তদ্বহিরর্থবিষয়াঞ্চ দুঃখকারণভূতাং তাং পরিত্যজ, তদুক্তং যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্; তাবন্ত এব খন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কব ইতি। মমতা দুঃখহেতুভূতেতি ত্বং জানাসীত্যাশয়েনাহ। হে বিদ্বন্নিতি, কর্ত্তব্যমুপদিশতি। নির্ব্বিশঙ্কং সমস্তশঙ্কাকলঙ্কবিনির্ম্মুক্তং বিজাতীয়প্রত্যয়রহিতং চিত্তং পরমাত্মনি স্থাপয় ব০ ॥ ৮৯ ॥

নহু জাগ্রৎস্বপ্নসঞ্চারিণস্তদ্ভিন্নত্বাৎ তদ্ধর্ম্মকত্বাদ্ বা কথং পরমাত্মাভেদেন চিন্তনীয়ত্বমিতি চেত্তত্রাহ। যথা মহামৎস্যস্তীরাত্তীরং সঞ্চরন্ তীরাদ্ভিন্ন এব ন ত্বভিন্নো নাপি তেন তীরেণ লিপ্যতে। এবমাধ্যাত্মিকসম্বন্ধেন দেহী আত্মা জাগ্রদাদৌ

কাক, শৃগাল ও অগ্নির দেহ তুল্য আপন শরীরে দুঃখের হেতু মমতা ত্যাগ কর। হে বিজ্ঞ! বাহ্যিক অর্থের সহিত মমতার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। তাহাতেই মমতা একমাত্র দুঃখ কারণ বলিয়া বিখ্যাত। অন্যশাস্ত্রে আছে—“প্রাণীগণ হৃদয়ের প্রিয় যতগুলি বাহ্যিক বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করিবে, হৃদয়ে ততগুলি শোক শঙ্কু (খোঁটা) প্রোথিত হইবে।” এক্ষণে শঙ্কা ও বিজাতীয় জ্ঞান শূন্য আপনার চিত্তকে পরমাত্মার উপর অর্পণ কর। ৮৯।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিলক্ষণমদোঽবস্থাত্রয়ং চিত্তনৌ-ত্বয্যেবানুগতে মিথো ব্যভিচরদ্ধীসংজ্ঞমজ্ঞানতঃ। ক্লৃপ্তং রজ্জ্বিদমংশকে বসুমতীচ্ছিদ্রাহিদণ্ডাদিবত্তদ্ ব্রহ্মাসি তুরীয়মুজ্ঝিতভয়ং মা ত্বং পুরেব ভ্রমীঃ॥৯১॥

সঞ্চরন্ তস্মাদ্ভিন্ন এব নাপি জাগ্রদাদিরূপধর্ম্মবান্ বা, তথা চ শ্রুতিঃ। তদ্যথা মহামৎস্য উভে কূলে সঞ্চরতি পূর্ব্বং চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতান্ সঞ্চরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চেতি। শালি০ ॥ ৯০ ॥

তর্হ্যনুভূয়মানং জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়ং কস্যেতি চেত্তত্রাহ। জাগ্রদাদিলক্ষণমবস্থাত্রয়ং ব্যভিচারং গচ্ছৎ বুদ্ধিসংজ্ঞকং চিৎস্বরূপে ত্বয্যেবানুগতে কল্পিতং, তত্রেন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানাবস্থা জাগ্রদবস্থা, ইন্দ্রিয়াজন্যবিষয়াপরোক্ষজ্ঞানাবস্থা স্বপ্নাবস্থা, অবিদ্যাগোচরাঽবিদ্যাবৃত্ত্যবস্থা সুষুপ্ত্যবস্থা, অনুবৃত্তে ব্যাবৃত্তং কল্পিতমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ। রজ্জোরিদমংশেঽনুবৃত্তে ব্যাবৃত্তং ভূমিচ্ছিদ্রসর্পদণ্ডাদি যথা কল্পিতং তদ্বৎ তস্মাদবস্থাত্রয়পরত্বাৎ তুরীয়ং শিবং চতুর্থমিত্যুক্তমত এব পরিত্যক্তনিখিলভয়ং ব্রহ্মাসি। তস্মাৎ পূর্ব্ববদ্ভ্রমং মাগাঃ শার্দূ০ ॥ ৯১ ॥

যেরূপ কোন এক প্রকাণ্ড মৎস্য একতীর হইতে অপরতীরে গমন করে এবং ঐ মৎস্য তীর হইতে ভিন্ন বটে কিন্তু অভিন্ন হয় না, অথচ ঐ তীর মৎস্যকে অভিন্ন বলিয়া লিপ্ত করে না, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সম্বন্ধ দ্বারা দেহী (দেহসম্বন্ধবিশিষ্ট) আত্মা, জাগ্রৎ স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থায় সঞ্চরণ করিয়াও তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। বেদে আছে—”যেরূপ কোন এক বৃহৎ মৎস্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই উভয় কূলে সঞ্চরণ করে, তদ্রূপ এই পুরুষ জাগ্রৎ স্বপ্ন এই সমস্ত স্থানে গমন করে।” ৯০।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন প্রকার অবস্থা

প্রত্যক্তমং পরপদং বিদুষোঽন্তিকস্থং দূরং তদেব-পরিমূঢ়মতে র্জনস্য। অন্তর্ব্বহিশ্চ চিত্তিরস্তি ন বেত্তি কশ্চিচ্চিন্বন্ বহির্ব্বহিরহো মহিমাত্মশক্তেঃ। ॥ ৯২ ॥

যথা প্রপায়াং বহবো মিলন্তে ক্ষণে দ্বিতীয়ে বত ভিন্নমার্গাঃ। প্রয়ান্তি তদ্বদ্ বহুনামভাজো গৃহে ভবন্ত্যত্র ন কশ্চিদন্তে ॥ ৯৩ ॥

সুখায় যদ্যৎক্রিয়তে দিবানিশং সুখং ন কিঞ্চিদ্

এবম্ভূতং স্বাত্মানং জনঃ কিমিতি নাবগচ্ছতীতি ন শঙ্কনীয়-মাত্মশক্তেশ্মহিয়োঽনির্ব্বচনীয়ত্বাদিত্যাশয়েনাহ। প্রত্যক্তমং প্রাতিলোম্যেনাসজ্জডদুঃখাত্মকাহঙ্কারাদিবিলক্ষণতয়া সচ্চিদা-নন্দাত্মত্বেনাঞ্চতি প্রকাশত ইতি প্রত্যগতিশয়েন প্রত্যগিতি প্রত্যক্তমং পরং পদং বিদুষঃ সমীপস্থং পরিমূঢ়মতের্জ্জনস্য তদেব-দূরমেবং বিধংচৈতন্যমন্তর্ব্বহিরস্তি তথাপি কশ্চনাশুদ্ধচিত্তো বহি-র্ব্বহিশ্চিন্বন্ নবেত্তি অহো আত্মশক্তেরয়ং মহিমা বং ॥ ৯২ ॥

অথ তত্ত্বজ্ঞানাব্যভিচারিসাধনায় বৈরাগ্যমাহ। যথা জল-পানশালায়াং বহবো মিলন্তি ক্ষণে দ্বিতীয়ে ভিন্নমার্গাঃ প্রয়ান্তি তথা গৃহে বহুনামভাজো ভবন্তি অন্তে মরণান্তরমত্র গৃহে কোঽপি ন ভবতি উং ॥ ৯৩ ॥

কিঞ্চ দিবানিশং সুখায় যদ্যৎ ক্রিয়তে ততস্ততঃ কিঞ্চিদপি সুখং ন ভবতি। প্রত্যুত তস্মাদ্ বহুদুঃখমেব, যতঃ পুণ্যরূপং

সর্ব্বদাই ব্যভিচারযুক্ত। ঐ তিন প্রকার অবস্থা বুদ্ধির কার্য্য হইলে ও চিৎস্বরূপের অনুগত। চিৎ-স্বরূপে (তোমাতেই) ঐ বুদ্ধিনামক জাগ্রদাদি অবস্থা ত্রয় কল্পিত হইয়া থাকে। চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের অবস্থা জাগ্রদবস্থা—। চক্ষুকর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অজন্য গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করার নাম স্বপ্নাবস্থা। অবিদ্যার অধীন ও অবিদ্যাশ্রিত অবস্থার নাম সুষুপ্তি অবস্থা। ঐ তিন অবস্থা অনুগত চিৎস্বরূপে কল্পিত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—"ইয়ং রজ্জুঃ" এই রজ্জু এই স্থানে রজ্জুর অনুগত (ইদম্) অংশে ভূমি, ছিদ্র, সর্প ও দণ্ডাদি যেরূপ কল্পিত হয়, স্বপ্নাদি অবস্থাও ঐ প্রকার জানিবে। অতএব ঐ তিন-প্রকার অবস্থা না থাকাতে তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ শিব, এবং অখিল সাংসারিক ভয় শূন্য তুমিই পরব্রহ্ম। সুতরাং পূর্ব্বমত আর এখন ভ্রম প্রমাদে পতিত হইও না। ৯১

যিনি প্রতিলোম ক্রমে অসৎ, জড় ও দুঃখাত্মক অহঙ্কারাদি শূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশ-মান, তাহার নাম প্রত্যগাত্মা। যিনি পরম পদ; যিনি জ্ঞানবানের অতিশয় নিকটবর্ত্তী; মূঢ়মতি জনের তিনিই আবার অত্যন্ত দূরবর্ত্তী। এরূপ চৈতন্য সকলের অন্তরেও বিদ্যমান, ও সকলের বাহ্য বস্তু বলিয়া বিখ্যাত। তথাপি কোন কলু-ষিত চেতা বাহিরে বাহিরে অন্বেষণ করিয়া কিছুই জানিতে পারে না। আহা! আত্মশক্তির কি অদ্ভুত মহিমা?। ৯২।

যেরূপ জলপান শালায় বহুলোক একত্র মি-লিত হয় ও দ্বিতীয় ক্ষণে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া যায়। ঐরূপ গৃহে বিবিধ নাম ধারণ ক-রিয়া সকলে একত্র বাস করে, মরণান্তে ঐ গৃহে কেহই থাকে না ॥ ৯৩ ॥

লোক দিবানিশি সুখের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকে ঐ সকল কার্য্য হইতে কিছুই সুখ

বহুদুঃখমেব তৎ। বিনা ন হেতুং সুখজন্ম দৃশ্যতে হেতুশ্চ হেত্বন্তরসন্নিধৌ ভবেৎ॥ ৯৪॥

পরিপক্কমতেঃ সকৃৎ শ্রুতং জনয়েদাত্মধিয়ং শ্রুতের্বচঃ। পরিমন্দমতেঃ শনৈঃ শনৈর্গুরুপাদাজনিষেবণাদিনা॥ ৯৫॥

প্রণবাভ্যসনোক্তকর্ম্মণোঃ করণেনাপি গুরোর্নিষেবণাৎ। অপগচ্ছতি মানসং মলং ক্ষমতে তত্ত্বমুদীরিতং ততঃ॥ ৯৬॥

মনোঽনুবর্ত্তেত দিবানিশং গুরোর্গুরুর্হি সাক্ষাচ্ছিব এব তত্ত্ববিৎ। নিজানুবৃত্ত্যাপরিতোষিতো গুরুর্বিনেয়বক্তুং কৃপয়া হি বীক্ষতে॥ ৯৭॥

হেতুং বিনা সুখজন্ম ন দৃশ্যতে, হেতুশ্চ জন্মান্তরীয়হেতোঃ সন্নিধৌ ভবেৎ পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণেতি শ্রুতেঃ, বংশস্থম্ ৯৪॥

তস্মাদেবম্ভূতসংসারাদ্বিমুক্তিমিচ্ছতা শ্রুতিবচসা আত্মসাক্ষাৎকার এব সম্পাদনীয়ঃ, স চ পরিপক্কমতেঃ সকৃচ্ছ্রবণেন, মন্দমতেস্তু গুরুপাদাজনিষেবণাদিনা শনৈঃ শনৈরিত্যাশয়েনাহ। পরীতি বিয়ো০॥ ৯৫॥

শনৈঃশনৈরিত্যাদি বিবৃণোতি, প্রণবাভ্যাসস্যোক্তস্য ত্রিকালস্নানাদিরূপস্য কর্ম্মণঃ করণেন গুরৌ বিশেষেণ শুশ্রূষণাচ্ছ মানসং মলং গচ্ছতি। ততশ্চ কথিতং তত্ত্বং ক্ষমতে ধারণায় যোগ্যং ভবতি॥ ৯৬॥

অথেদানীং যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথাগুরৌ, তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। গুরুপ্রসাদাৎ পরমাত্মলাভঃ, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়েত্যাদি শাস্ত্রমনুসৃত্য গুরুভক্তেস্তত্ত্বজ্ঞানান্তরঙ্গ সাধনত্বং বোধয়িতুমারভতে। অহর্নিশং মনো গুরাবনুবর্ত্তেতাত্যাবশ্যকতাবোধনায় লিঙ্প্রয়োগঃ। হি যস্মাৎ তত্ত্ববিদ্‌গুরুঃ সাক্ষাচ্ছিব এব তদুক্তং গুরুর্ব্রহ্মাগুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ গুরুঃ পিতাগুরুর্মাতা গুরুরেব পরঃ শিব ইতি। ননু শিবস্বরূপগুরোরনুবৃত্তিঃ কিমর্থং কর্ত্তব্যেতি চেত্তত্রাহ। হি যস্মাৎ স্বস্তগুরোরনুবৃত্ত্যাপরিতোষিতো গুরুঃ শিষ্যমুখং কৃপয়াবীক্ষতে বংশ০॥ ৯৭॥

হয় না, বরং বহুতর দুঃখই ঘটিয়া থাকে। কারণ, পুণ্য কার্য্য না করিলে সুখ হয় না, এবং ঐ পুণ্য কার্য্যের হেতু জন্মান্তরীয় সুকৃতের নিকটস্থ হয়॥ ৯৪॥

যাহার বেদান্ত শাস্ত্রে বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে, তাহার একবার মাত্র শ্রবণে আত্ম সাক্ষাৎকার হয়। যে ব্যক্তি অতিশয় মূঢ় তাহার কিছুকাল গুরুপাদ পদ্ম সেবা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ইত্যাদি করিলে অতিবিলম্বে ক্রমে ক্রমে আত্মসাক্ষাৎ কার ঘটিয়া থাকে॥ ৯৫॥

প্রণব অর্থাৎ বেদমন্ত্রের অভ্যাস এবং ত্রৈকালিক স্নান ও বিশেষরূপে গুরু সেবা করিলে ক্রমে ক্রমে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহা কথিত হইয়াছে॥ ৯৬॥

গুরুভক্তি যে তত্ত্বজ্ঞানের একটী অঙ্গ তাহাও অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—"যস্যদেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" যাহার দেবতার উপর পরম ভক্তি; দেবতার মতন গুরুর উপর যাহার পরম ভক্তি; সেই মহাত্মার সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। "গুরুর প্রসাদে পরম আত্মলাভ ঘটিয়া থাকে।" "নমস্কার সেবা ও জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহাকে জানিও"। ইত্যাদি শাস্ত্র সকল, গুরুভক্তি যে তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে। অতএব দিবানিশি মন গুরুর অনুবর্ত্তী করিয়া রাখিবে। কারণ, তত্ত্ব-

সা কল্পবল্লীব নিজেষ্টমর্থং ফলত্যবশ্যং কিম-কার্য্যমস্যাঃ। আজ্ঞা গুরোস্তৎ পরিপালনীয়া সা মোদমানায় বিধাতুমিষ্টা ॥ ৯৮ ॥

গুরূপদিষ্টা নিজদেবতা চেৎ কুপ্যেত্ তদা পালয়িতা গুরুঃ স্যাৎ। রুষ্টে গুরৌ পালয়িতা ন কশ্চিদ্ গুরৌ ন তস্মাজ্জনয়েত কোপম্ ॥ ৯৯ ॥

পুমান্ পুমর্থং লভতেঽপি চোদিতং ভজন্ নিবৃত্তঃ প্রতিষিদ্ধসেবনাত্। বিধিং নিষেধঞ্চ নিবেদয়ত্যসৌ গুরোরনিষ্টচ্যুতিরিষ্টসম্ভবঃ ॥ ১০০ ॥

আরাধিতং দৈবতমিষ্টমর্থং দদাতি তস্যাধিগমো

কিমস্ত ইতি তত্রাহ। সা গুরোরাজ্ঞা সম্যক্ পরিপালনীয়া যতঃ কল্পবল্লীব স্বেষ্টমর্থমবশ্যং ফলতি। কিমসাধ্যমস্যা অতঃ সা আজ্ঞা মোদমানায় হর্ষং প্রাপ্য বিধাতুমিষ্টা উং ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্চেষ্টদেবাদপি গুরুর্গরীয়ানিত্যাশয়েনাহ। গুরূপদিষ্টা নিজদেবতা কুপ্যেচ্চেৎ তদা গুরুঃ পরিপালয়িতা স্যাৎ, রুষ্টে গুরৌ পরিপালয়িতা কশ্চিদপি নাস্তি, তস্মাদ্ গুরৌ কোপং কদাপি নোৎপাদয়েৎ তদুক্তং, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চনেতি ॥ ৯৯ ॥

নমু বিহিতানুষ্ঠানাৎ প্রতিষিদ্ধবর্জনাচ্চেষ্টলাভো ঽনিষ্টনিবৃত্তিশ্চ ভবিষ্যত্যতঃ কিং গুরুসেবয়েত্যাশঙ্ক্যাহ। যদ্যপি প্রতিষিদ্ধসেবনান্ নিবৃত্তো বিহিতং ভজন্ পুমান্ পুমর্থং লভতে তথাপি বিধিনিষেধৌ ন স্বতো বিজ্ঞাতুং শক্যৌ কিন্ত্বসৌ গুরুরেব বিধিং নিষেধঞ্চ নিবেদয়তি। তস্মাদ্গুরোরেবানিষ্টচ্যুতিরিষ্টোৎপত্তিশ্চ বশম্ ॥ ১০০ ॥

নন্বারাধিতং দৈবতমেবেষ্টমর্থং দদাতীত্যাশঙ্ক্যাহ। আরাধিতং দৈবতমর্থং দদাতি তথাপ্যস্য দৈবতস্য প্রাপ্তিঃ গুরোরেব ভবতি নোচেন্মোঽস্মাকমিষ্টদমতীন্দ্রিয়ং দৈবতময়মজ্ঞো বে-

জ্ঞানী গুরু সাক্ষাৎ শিব। "গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর। গুরু পিতা, গুরু মাতা, গুরু পরম শিব।" গুরুর অনুবৃত্তি করিলে গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যের মুখাবলোকন করিয়া থাকেন। ৯৭।

ঐ গুরুর আজ্ঞা উত্তমরূপ পালন করিতে হইবে। কারণ, কল্পলতার তুল্য গুর-আজ্ঞা অভিমত ফল দান করিয়া থাকে। গুরু-আজ্ঞার কিছুই অসাধ্য নাই। আমোদিত শিষ্যকে গুরু-আজ্ঞা সমস্ত দান দান করিতে সক্ষম। ৯৮।

ইষ্ট দেবতা অপেক্ষাও গুরু গরিষ্ঠ। কারণ, গুরু যে দেবতার উপদেশ দিয়াছেন, সেই ইষ্ট দেবতা যদি কুপিত হন তখন গুরুদেব রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে জগতে রক্ষাকর্ত্তা আর কেহই নাই। অতএব গুরুর যাহাতে ক্রোধ হয় এরূপ কার্য্য কদাচ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে "শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন" শিব রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই। ৯৯।

নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জন করিয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুরুষের ইষ্টলাভ এবং অনিষ্ট নিবৃত্তি হয় সত্য, তথাপি শিষ্য কদাপি স্বয়ং বিধি নিষেধ জানিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু গুরুদেব বিধি ও নিষেধ জানাইয়া থাকেন। অতএব গুরু হইতে অনিষ্ট নাশ এবং ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। ১০০।

গুরোঃ স্যাত্। নোচেত্ কথং বেদিতুমীশ্বরোঽয়মতীন্দ্রিয়ং দৈবতমিষ্টদং নো ॥ ১০১ ॥

তুষ্টে গুরৌ তুষ্যতি দেবতাগণো রুষ্টে গুরৌ রুষ্যতি দেবতাগণঃ। সদাত্মভাবেন সদাত্মদেবতাঃ পশ্যন্নসৌ বিশ্বময়ো হি দেশিকঃ ॥ ১০২ ॥

এবং পুরাণগুরুণা পরমাত্মতত্ত্বং শিষ্টো গুরোশ্চরণয়োর্নিপপাত তস্য। ধন্যোঽস্ম্যহং তব গুরো! করুণাকটাক্ষপাতেন পাতিততমা ইতি ভাবমাণঃ ॥ ১০৩ ॥

ততঃ সমাদিশ্য সুরেশ্বরাখ্যাং দিগঙ্গনাভিঃ ক্রিয়মাণসখ্যাম্। সচ্ছিষ্যতাং ভাষ্যকৃতশ্চ মুখ্যামবাপ তুচ্ছীকৃতধাতৃসৌখ্যাম্ ॥ ১০৪ ॥

নিখিলনিগমচূড়াচিন্তয়া হন্ত যাবত্ স্বপদমধিকসৌখ্যং নির্বিশন্ নির্বিশঙ্কম্। বহুতিথ-

দিতুং বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ সমর্থঃ কথং স্যাৎ ন কেনাপি প্রকারেণেত্যর্থঃ উ০ ॥১০১॥

দেবগণস্য গুরুতুষ্ট্যাদ্যনুতুষ্ট্যাদিমত্ত্বাৎ সএব প্রযত্নেন তোষণীয় ইত্যাশয়েনাহ তুষ্ট ইতি। হি যস্মাৎ সদৈব সদ্রূপা আত্মভাবেন পশ্যন্ অসৌ দেশিকো বিশ্বময়ঃ ॥ ১০২ ॥

এবং পুরাণগুরুণা শ্রীশঙ্করাচার্য্যেণ পরমাত্মতত্ত্বং প্রতিশিক্ষিতঃ হে গুরো! তব কটাক্ষপাতেন দূরীকৃতাজ্ঞানোঽহং ধন্যোঽস্মীতি ভাবমাণস্তস্য গুরোশ্চরণয়োর্নিপপাত ব০ ॥ ১০৩ ॥

ততঃ দিগঙ্গনাভিঃ সমং ক্রিয়মাণসখ্যাং সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপ্তাং সুরেশ্বরাখ্যাং সমাদিশ্য তুচ্ছীকৃতঃ হিরণ্যগর্ভসৌখ্যং যয়া তাং ভাষ্যকারস্য মুখ্যাং শিষ্যতাঞ্চাবাপ উ০ ॥ ১০৪ ॥

সুরেশ্বরসংজ্ঞাং প্রাপ্য বাসং চ কৃতবানিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। নিখিলবেদান্তচিন্তয়া যাবৎ স্বপদং স্বস্য ব্রহ্মণো লোকাদপ্যধিক-

কোন দেবতার আরাধনা করিলে আরাধিত দেবতা অভীষ্ট ফল দান করিতে সমর্থ সত্য, তথাপি ঐ দেবতার অনুগ্রহ, কি দেবতাকে লাভ করা গুরু হইতেই ঘটিয়া থাকে। নতুবা আমাদিগের অভীষ্ট ফলদাতা অতীন্দ্রিয় দেবতাকে অজ্ঞ কিছুতেই জানিতে সমর্থ হয় না কেন? ১০১।

গুরু তুষ্ট হইলে সকল দেবতা তুষ্ট হয় এবং গুরু রুষ্ট হইলে সকল দেবতা রুষ্ট হয়। কারণ, সর্ব্বদা আত্মভাবে আত্মদেবতাদিগকে সর্ব্বদা দর্শন করাতে গুরু সর্ব্বময় বলিয়া বিখ্যাত। ১০২।

এইরূপে পুরাণ গুরু শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক পরমাত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়া মণ্ডন তাঁহার চরণযুগলে পতিত হইল। পরে বলিতে লাগিল—হে গুরো! আপনার করুণাপূর্ণ কটাক্ষপাতে আমার অজ্ঞান তিমির দূর হওয়াতে আমি ধন্য হইলাম। ১০৩।

অনন্তর দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত আপনার সুরেশ্বর (ব্রহ্মা) নাম প্রকাশ করিয়া মণ্ডন (বিধাতার সহিত বন্ধুত্ব যাহাতে তুচ্ছ হয়) ভাষ্যকার শঙ্করের এরূপ প্রশংসনীয় শিষ্যপদে অধিরূঢ় হইলেন। ১০৪।

সুরেশ্বর নাম অর্থাৎ (ব্রহ্ম নাম) প্রাপ্তি হইবার পর নিখিল বেদান্ত শাস্ত্রের চিন্তা করিয়া আহ্লাদ সহকারে বলিলেন, আহা! যত দিন ব্রহ্মালোক

মভিতেঽসৌ নর্ম্মদাং নর্ম্মদাং তাং মগধভুবি নিবাসং নির্ম্মমে নির্ম্মমেন্দ্রঃ ॥ ১০৫ ॥

ইতি বশীকৃতমণ্ডনপণ্ডিতঃ প্রণতসৎকরণত্রয়দণ্ডিতঃ। সকলসদ্গুণমণ্ডলমণ্ডিতঃ স নিরগাৎ কৃতদুর্ম্মতখণ্ডিতঃ ॥ ১০৬ ॥

কুসুমিতবিবিধপলাশভ্রমদলিকুলগীতমধুরস্বনম্। পশ্যন্ বিপিনময়াসীদাশাং কীনাশপালিতামেষঃ ॥ ১০৭ ॥

তত্র মহারাষ্ট্রমুখে দেশে গ্রন্থান্ প্রচারয়ন্ প্রাজ্ঞতমঃ। শমিতমতান্তরমানঃ শনকৈঃ সনকোপমোঽগমচ্ছ্রীশৈলম্ ॥ ১০৮ ॥

প্রফুল্লমল্লিকাবনপ্রসঙ্গসঙ্গতামিতপ্রকাণ্ডগন্ধ বন্ধু-

সৌথ্যং যো নির্ব্বিশঙ্কং বিশঙ্কারহিতং নির্ব্বিশন্ বহুকালং নর্ম্মদাং কৌতুকদাং তাং নর্ম্মদাং নদীমভিতোঽসৌ নির্ম্মমাণাং মমতারহিতানামিন্দ্রঃ সুরেশ্বরো মগধভূমৌ বাসং নির্ম্মমে মাং ॥১০৫॥

অথাচার্য্য বৃত্তান্তমাহ। ইত্যেবং বশীকৃতো মণ্ডনপণ্ডিতো যেন প্রণতানাং সতাং করণত্রয়ং দণ্ডিতং যেন তত্র মনঃ প্রাণায়ামাদ্যুপদেশেন কর্ম্মানীহোপদেশেন সর্ব্বৈঃ সদ্গুণমণ্ডলৈরলঙ্কৃতঃ কৃতং দুর্ম্মতানাং খণ্ডিতং খণ্ডনং যেন স নিরগাৎ দ্রুতং ॥ ১০৬ ॥

কামাশাং প্রতি নিরগাদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। কুসুমিতেষু বিবিধপত্রেষু ভ্রমদ্ভির্ভ্রমরকুলৈর্গীতো মধুরশব্দো যত্র তথাভূতং বনং পশ্যন্ যমপালিতাং দক্ষিণাং দিশমেষঃ শ্রীশঙ্করোঽয়াসীৎ। আর্য্যা শকলদ্বিতয়ং ব্যত্যয়রচিতং ভবেদ্যস্যাঃ। সোদ্গীতিঃ কিল কথিতা তদ্বত্যংশভেদসংযুক্তা ॥ ১০৭ ॥

তস্যাং যমাশায়াং মহারাষ্ট্রপ্রমুখে দেশে গ্রন্থান্ প্রাজ্ঞতমঃ শমিতো মতান্তরাভিমানো যেন স সনকোপমঃ শ্রীশৈলং পর্ব্বতমগমৎ। আর্য্যা পূর্ব্বার্দ্ধে যদিগুরুণাকেনাধিকেনাধিকেনযুক্তং। ইতরত্তদ্বন্ নিখিলং ভবতি যদীয়মুদিতেযমার্য্যা গীতিঃ ॥ ১০৮ ॥

তং বিশিনষ্টি। প্রফুল্লমল্লিকানাং বনানাং প্রসঙ্গো যস্য স চাসৌ সঙ্গতানামসংখ্যাতানাং প্রকাণ্ডানাং শাখানাং গন্ধেন বন্ধুরঃ সুন্দরঃ প্রবাতস্তেন কম্পিতা বৃক্ষা যত্র তং প্রকাণ্ডো বিটপে শস্ত ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ। সদামদানাং গজাধিপানাং প্রহারে শূরাণাং সিংহানাং সমূহো যত্র তং, ভুজঙ্গভূষণস্য শিবস্য

অপেক্ষাও অধিকতর সুখসমৃদ্ধিদায়ক স্বীয়পদ নিঃশঙ্কমনে ভোগ করিব, ততদিন মমতাশূন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রধান হইব। পরে কৌতুকদায়িনী নর্ম্মদা নদীর পার্শ্বে মগধ ভূমিতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। ১০৫।

এইরূপে আচার্য্য শঙ্কর মণ্ডন পণ্ডিতকে বশীভূত করিয়া—প্রণত সজ্জনগণের ইন্দ্রিয় ত্রয় দমন করিয়া—সমস্ত সদ্গুণে অলঙ্কৃত হইয়া—দুষ্ট মত সকল খণ্ডন করিয়া নির্গত হইলেন। ১০৬।

দেখিলেন—একটী বনে কুসুমিত বিবিধ পত্র পল্লবের উপর ভ্রমরগণ সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। আচার্য্য তাহা দেখিয়া কৃতান্তপালিত দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। ১০৭।

ঐ দক্ষিণ দিকে মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে গ্রন্থ সকল প্রচার করিয়া এবং অপরাপর মতের উপর সাধারনের যে অভিমান ছিল, তাহা বিনাশ করিয়া, জনকঋষি সদৃশ প্রাজ্ঞতম শঙ্কর শ্রীশৈল নামক পর্ব্বতে গমন করিলেন। ১০৮।

দেখিলেন—শ্রীপর্ব্বতের বায়ু প্রফুল্ল মল্লিকা বনে সংস্পৃষ্ট; একত্র মিলিত বহুতর পুষ্প শাখার

রপ্রবাতপাদপম্। সদামদদ্বিপাধিপপ্রহারশূরকেসরি
ব্রজং ভুজঙ্গভূষণপ্রিয়ং স্বয়ম্ভুকৌশলম্॥ ১০৯॥

কলিকল্মষভঙ্গায়াং সোঽদ্রেরারাচ্চলত্তরাঙ্গায়াম্। অধরীকৃততুঙ্গায়াং সস্নৌ পাতালগামিগঙ্গায়াম্॥ ১১০॥

নমন্ মোহভঙ্গং নভোলেহিশৃঙ্গং ত্রুটত্পাপসঙ্গং রটত্পক্ষিভৃঙ্গম্। সমাশ্লিষ্টগঙ্গং প্রহৃষ্টান্তরঙ্গং তমারুহ্য তুঙ্গং দদর্শেশলিঙ্গম্॥ ১১১॥

প্রণমদ্ভববীজভর্জ্জনং প্রণিপত্যামৃতসম্পদার্জনম্। প্রমুমোদ সমল্লিকার্জ্জুনং ভ্রমরাম্বাসচিবং নতার্জ্জুনম্॥ ১১২॥

প্রিয়ং হিরণ্যগর্ভস্য কৌশলমিত্যর্থঃ। পুরা লঘুর্গুরুস্ততো ভবেচ্চ পঞ্চচামরম্॥ ১০৯॥

অদ্রেঃ সমীপং চলন্তস্তরঙ্গা যস্যাঃ পুনশ্চাধরীকৃতস্তুঙ্গঃ পর্ব্বতো যয়া, তুঙ্গঃ পুন্নাগনগয়োঃ, তুঙ্গঃ স্যাদুন্নতেঽন্যবদিতি বিশ্বপ্রকাশঃ, তথাভূতায়াং কলিকল্মষবিনাশসমর্থায়াং পাতালগামিগঙ্গায়াং স শ্রীশঙ্করঃ স্নানং কৃতবান্, আর্য্যা প্রথমদলোক্তং যদি কথমপি লক্ষণং ভবেদুভয়োঃ। দলয়োঃ কৃতযতিশোভাং তাং গীতিং গীতবান্ ভুজঙ্গেশঃ॥ ১১০॥

তং তুঙ্গমারুহ্য শিবলিঙ্গং দদর্শ। তুঙ্গং বিশিনষ্টি। নমতাং মোহস্য ভঙ্গো যস্মাৎ গগনাস্বাদনশীলানি শৃঙ্গাণি যস্য, ত্রুটৎপাপস্য সঙ্গো যস্মাৎ, অটন্তঃ পক্ষিণো ভ্রমরাশ্চ যস্মিন্, সম্যগালিঙ্গিতা পাতালগামি গঙ্গা যেন, হৃষ্টমন্তরঙ্গং মনো যস্যেতি। জড়স্য সমনস্কমারোপ্যেয়মুক্তিঃ ক্রিয়াবিশেষণং বা ভুজম্০॥ ১১১॥

ততশ্চ প্রণমতাং সংসৃতিবীজানামবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনানাং ভর্জ্জনং, পুনশ্চ মোক্ষলক্ষণামৃতস্য সম্পাদকং, ভ্রমরাখ্যাম্বা সহায়ং, নতোঽর্জ্জুনো যস্মৈ তথাভূতং মল্লিকার্জ্জুনসংজ্ঞং পরমেশলিঙ্গং প্রণিপত্য প্রকর্ষেণ মোদমবাপ বিয়ো০॥ ১১২॥

গন্ধে মনোহর; ঐ বায়ু দ্বারা পার্ব্বতীয় বৃক্ষ সকল কম্পিত হইতেছে। স্থানে স্থানে মদজলস্রাবী গজরাজদিগকে প্রহার করিবার জন্য পশুরাজ সিংহ সকল ভ্রমণ করিতেছে। বস্তুতঃ ঐ পর্ব্বতটী মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় এবং ব্রহ্মার অত্যন্ত চিত্র কৌশল স্বরূপ। ১০৯।

পর্ব্বতের নিকটে দেখিলেন—একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে; তাহার তরঙ্গ সকল কম্পিত হইতেছে; নদীপ্রবাহে পর্ব্বত যেন নিম্ন হইয়া গিয়াছে; তখন আচার্য্য শঙ্কর কলিকলুষনাশিনী ঐ পাতালগামিনী গঙ্গাতে স্নান করিলেন। ১১০।

ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। দেখিলেন—যাহারা প্রণত, তাহাদের পর্ব্বত দর্শনে মোহ দলিত হয়। পর্ব্বতের গগনস্পর্শী শৃঙ্গ সকল বিরাজমান; অধিক কি দেখিলে পাপের সম্পর্কও থাকে না। পর্বতের চারিদিকে পক্ষী সকল ও ভ্রমরকুল উড়িয়া বেড়াইতেছে। ঐ পর্ব্বত পাতালগামিনী গঙ্গাকে সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গন করিয়াছে। বস্তুতঃ ওরূপ পর্বত দেখিবা মাত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। ১১১।

দেখিলেন—মল্লিকার্জ্জুন নামক শিবলিঙ্গ নত ব্যক্তিগণের অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, ও বাসনা এই কয়টী সংসার বীজ দলন করিতেছেন; মোক্ষদান করিতেছেন; ভ্রমরা (শিবপত্নী) জননীর মতন পার্শ্বে বিদ্যমান রহিয়াছেন। অর্জ্জুন ঐ শিবমূর্ত্তি দেখিয়া পূর্বে নত হইয়াছিল। শঙ্কর ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া তখন অত্যন্ত প্রমোদিত হইলেন। ১১২।

তীররুহৈঃ কৃষ্ণায়াস্তীরেঽবাৎসীত্তিরোহিতো-ষ্ণায়াঃ। আবর্জ্জিততৃষ্ণায়া আচার্য্যেন্দ্রো নিরস্ত-কাষ্ণ্যায়াঃ ॥ ১১৩ ॥

তত্রাতিচিত্রপদমত্রভবান্ পবিত্রকীর্ত্তি র্বিচিত্র-সুচরিত্রনিধিঃ সুধীন্দ্রান্। অগ্রাহয়ৎ কৃতমসদ-গ্রহনিগ্রহার্থমগ্র্যান্ সমগ্রসুগুণান্ মহদগ্রযায়ী ॥ ১১৪ ॥

অধ্যাপয়ন্তমসদর্থনিরাসপূর্ব্বং কিস্ত্বন্যতীর্থযশ-সং শ্রুতিভাষ্যজাতম্। আক্ষিপ্য পাশুপতবৈষ্ণব-বীরশৈবমাহেশ্বরাশ্চ বিজিতা হি সুরেশ্বরাদ্যৈঃ ॥১১৫॥

কেচিদ্বিসৃজ্য মতমাত্মমমুষ্য শিষ্যভাবং গতা বি-গতমৎসরমানদোষাঃ। অন্যে তু মন্যুবশমেত্য জ-ঘন্যচিত্তা নিন্যুঃ ক্ষণং নিধনমস্য নিরীক্ষমাণাঃ ॥১১৬

ততশ্চ তীররুহৈরাম্রাদিবৃক্ষৈঃ শ্যামায়াস্তিরোহিতমুষ্ণং যস্যাং যয়া বা আবর্জিতা তৃট্ তৃষ্ণা চ যস্যাঃ, নিরস্তং কার্ষ্ণ্যং যস্যাঃ, তথাভূতায়া নদ্যাস্তীরে আচার্য্যেন্দ্রোঽবাৎসীৎ গীতিঃ ॥ ১১৩ ॥

তত্র তস্মিন্ তীরে পবিত্রকীর্ত্তির্ব্বিচিত্রাণাং সুচরিত্রাণাং নিধির্ম্মহদগ্রযায়ী অত্রভবান্ পূজ্যঃ শ্রীশঙ্করোঽতিচিত্রাণি পদানি যস্মিন্ অসদ্গ্রহাণাং দুরাগ্রহাণাং নিগ্রহোঽর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তথাভূতং কৃতং শারীরকাদি সুধীন্দ্রান্ সমগ্রাঃ সুগুণাঃ শান্তিদান্ত্যাদয়ো যেষু তানগ্র্যান্ শ্রেষ্ঠানগ্রাহয়ৎ বং ॥ ১১৪ ॥

তিরস্কৃতান্যশাস্ত্রযশসং শ্রুতিভাষ্যসমূহমসদর্থনিরাসপূর্ব্বম-ধ্যাপয়ন্তং ভাষ্যকারমাক্ষিপ্য স্থিতাঃ পাশুপতাদয়ঃ সুরেশ্বর-পদ্মপাদাদিভিরাক্ষিপ্য বিশেষেণ জিতাঃ ॥ ১৫ ॥

তত্র কেচিৎ স্বীয়ং মতং পরিত্যজ্য বিগতমৎসরাদিদোষাঃ সন্তঃ অমুষ্য শ্রীশঙ্করস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তাঃ। অন্যে তু কোপবশং গত্বা যতো মলিনচিত্তা অস্য মরণং নিরীক্ষমাণাঃ কালং নিন্যুঃ ॥ ১৬ ॥

আম্র পনসাদি তরুরাজি দ্বারা নদীর চারি পার্শ্ব কৃষ্ণবর্ণ; সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া সর্ব্বদাই সুশীতল; তৃষ্ণার সম্পর্ক পর্য্যন্ত যাহা দ্বারা দূরীকৃত হয়; মনের মালিন্য ও তমো নাশিনী ঐ নদীর তীরে আচার্য্য বাস করিয়া রহিলেন। ১১৩।

ঐ নদীর তীরে পবিত্র কীর্ত্তি, সুচরিত্র সজ্জন গণের নিধিস্বরূপ, মহৎ লোকদিগের অগ্রগামী, পূজনীয় শঙ্কর, বিচিত্র পদযুক্ত, দুষ্ট ও অসৎ জ-নের নিগ্রহ কারক সুন্দর শারীরক সূত্রাদি শমদ-মগুণ যুক্ত পণ্ডিত বর শিষ্য দিগকে শিক্ষা দান করিলেন। ১১৪।

ভাষ্যকার শঙ্কর, অপরাপর সমুদয় শাস্ত্রের কীর্ত্তিনাশী শ্রুতি ভাষ্য সকল অসৎ অর্থ নিরা-করণ পূর্ব্বক যখন পড়াইতে ছিলেন, তৎকালে ভাষ্যকারকে তিরস্কার করিয়া পাশুপত, বৈষ্ণব, বীরাচারী, শৈব, মাহেশ্বর প্রভৃতি যাহারা উপ-স্থিত ছিল, তাহারাও সুরেশ্বর, ভট্টপাদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। ১১৫।

ঐ স্থানে কেহ কেহ স্ব স্ব মত পরিত্যাগ ক-রিয়া মাৎসর্য্য, অভিমান প্রভৃতি দোষ সকল পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্করের শিষ্য হইল। অপর ক-তক গুলিন কলুষিত চিত্ত লোকে শঙ্করের মরণ প্রতীক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। ১১৬।

বেদান্তীকৃতনীচশূদ্রবচসো বেদঃ স্বয়ং কল্পনা পাপিষ্ঠাঃ স্বমপি ত্রয়ীপথমপি প্রায়ো দহন্তঃ খলাঃ। সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণি শঙ্করে বিদধতি স্পর্দ্ধানিবদ্ধাং মতিং কৃষ্ণে পৌণ্ড্রকবৎ তথা ন চরমাং কিন্তে লভন্তে গতিম্॥ ১১৭॥

বাণী কাণভুজী চ নৈব গণিতা লীনা ক্বচিৎ কাপিলী শৈবঞ্চাশিবভাবমেতি ভজতে গর্হাপদঞ্চার্হতম্। দৌর্গং দুর্গতিমশ্নুতে ভুবি জনঃ পুষ্ণাতি কো বৈষ্ণবং নিষ্ণাতেষু যতীশসূক্তিষু কথাকেলীকৃতাসূক্তিষু॥ ১১৮॥

তথাগতকথা গতা তদনুযায়ি নৈয়ায়িকং বচো-

তথাচৈবম্বিধা বেদান্তীকৃতানি নীচানাং শূদ্রাণাং বচাংসি যৈঃ পুনশ্চ পাপিষ্ঠাঃ স্বকল্পনা এব বেদঃ কৃতঃ স্বং বেদান্তর-প্রতিপাদ্যমাত্মানমপি বেদত্রয়ীপথমপি প্রায়ো দহন্তে যে খলাঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণি শঙ্করে স্পর্দ্ধয়া নিবদ্ধাং বুদ্ধিং শ্রীকৃষ্ণে মিথ্যা-বাসুদেববদ্ বিদধতি তে তদ্বৎ কিমন্ত্যাং গতিং বিনাশং মোক্ষং বা ন লভন্তেঽপিতু প্রাপ্নুবন্ত্যেব শাদূ০॥ ১৭॥

শঙ্করসূক্তিষু নিষ্ণাতেষ্বাচার্য্যবিনেয়েষু সৎসু কথাকেলীকৃতাসু নর্ম্মকথাস্বং প্রাপ্তাসূক্তিষু মধ্যেকাণাদী তু বাণী নৈব-গণিতা কাপিলী সাতু ক্বচিল্লীনা ক্বগতেত্যপি ন জ্ঞাতা শৈবং পাশুপতানাং তু বচোঽশিবত্বমাপ্নোতি আর্হতঞ্চ তদ্গর্হাপদং ভজতে দৌর্গং শাক্তানাঞ্চ তদ্দুর্গতিমশ্নুতে বৈষ্ণবং তৎপালয়িতুং সমর্থঃ কোঽপি জনো নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৮॥

বিনির্দ্দয়ং যথাস্যাৎ তথা বিনির্দ্দলন্ বিশীর্ণতাং প্রাপ্নুবন্ বিরুদ্ধমতানাং সঙ্করো যেন তথাভূতে শঙ্করসতি তথাগতানাং সুগতানাং কথা গতা বিলয়ং প্রাপ্তা নৈযায়িকবচস্তদনুগাম্য-

যে সকল লোকে নীচ শূদ্রের বাক্য বেদান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিত; যে সকল পাপিষ্ঠেরা বেদ সকল স্ব স্ব কল্পনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিত; যাহারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মা এবং ঋক্ যজু সাম এই বেদ ত্রয় প্রায়ই দগ্ধ করিত; যে সকল পামর খল সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শঙ্করের উপর স্পর্দ্ধা পূরিত বুদ্ধি প্রকাশ করিত; শ্রীকৃষ্ণ যে রূপ জগতে মিথ্যা চতুর্ভুজ বিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত, পামরেরা শঙ্করের উপর অবিকল তদ্রূপ মিথ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিলেও তাহারা শঙ্করের কৃপায় চরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল। ১১৭।

শঙ্করের বেদতুল্য বচনে একান্ত অনুরক্ত আচার্য্যের শিষ্য সকল জগতে বিদ্যমান থাকিলে, তাহাদের পরিহাস কথার মধ্যেও কণাদ বাক্য কেহ গণনাই করিত না—কপিলবাক্য অর্থাৎ সাংখ্য প্রবচন কোথায় যে লীন হইয়াছিল তাহা কেহ জানিতেই পারিল না—শৈব অর্থাৎ পাশুপত দিগের বাক্য অশুভ হইয়া উঠিল—আর্হত অর্থাৎ বৌদ্ধ বিশেষের বাক্য নিন্দনীয় হইল—দৌর্গ অর্থাৎ শাক্তদিগের বাক্য যথেষ্ট দুর্গতি প্রাপ্ত হইল—সুতরাং ভূতলে এমন কেহই ছিল না যে তৎকালে বৈষ্ণব মত রক্ষা করিতে পারে। ১১৮।

শঙ্কর নির্দ্দয়রূপে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকদিগের বাক্য সকল দলন করিলে ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া উঠিল। তখন বৌদ্ধদিগের শাস্ত্র বিলয় পাইল

ঽজনি নচোদিতো বদতি জাতু তৌতাতিতঃ। বিদগ্ধতি ন দগ্ধধী র্বিদিতচাপলং কাপিলং বিনির্দ্দয়বিনির্দ্দলদ্বিমতসঙ্করে শঙ্করে ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তৎকলাজ্ঞত্বপ্রপঞ্চনম্।
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোঽয়ং দশমোঽভবৎ॥১০॥

ক্বনি তদপি তথৈব গতং তৌতাতিতঃ কৌমারিলঃ চোদিতঃ প্রেরিতোঽপি ন চ বদতীতি। পুনশ্চ বিদিতচাপলং কাপিলং বচো দগ্ধা পুষ্টা স্থিতা বা ধীর্যস্য স ন বিদগ্ধতি নাভিনন্দতি নৈব পুষ্ণাতীতি বা তেনাপি তথৈব বিলয়ং গতং পৃথ্বী ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপাল-
তীর্থ শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংস রামকুমার-
সুনুধনপতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-
বিজয়ডিণ্ডিমে দশমঃ
সর্গঃ ॥ ১০ ॥

—নৈয়ায়িকদিগের বাক্য বৌদ্ধদিগের মতন লীন হইয়া গেল—ভাট্টমতের কথা সকল বলিতে অনুমোদন করিলেও কেহ বলিত না—নির্বুদ্ধি লোকে চাপল্যপূর্ণ কাপিল অর্থাৎ সাংখ্যবাক্যে একেবারে আদর করিত না, সুতরাং তাহাও ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হইল। ১১৯।

ইতি দশম অধ্যায়

অথৈকাদশঃ সর্গঃ।

তত্রৈকদাচ্ছাদিতনৈজদোষঃ পৌলস্ত্যবৎ কল্পিতসাধুবেষঃ। নির্ম্মানমায়ং স্থিতকার্য্যশেষঃ কাপালিকঃ কশ্চিদনল্পদোষঃ ॥ ১ ॥

অসাবপশ্যন্ মদনাদ্যবশ্যং বশ্যেন্দ্রিয়াশ্বৈর্মুনিভির্বিমৃগ্যম্। আদিশ্য ভাষ্যং সপদি প্রশস্যমাসীনমাশ্রিত্য মুনিং রহস্যম্ ॥ ২ ॥

শ্রী০ ॥ অথোগ্রভৈরবনির্জ্জয়ং সপরিকরং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে। তত্র তস্মিন্ দেশ একদা আচ্ছাদিতস্বীয়দোষঃ সীতাহরণায়াগতরাবণবৎকল্পিতঃ সাধুবেষো যেন স্থিতঃ কার্য্যস্য শেষো যস্য অনল্পা দোষা যস্মিন্ তথাভূতঃ কশ্চিদসৌ কাপালিকো মায়ামানবিনির্মুক্তং মুনিমপশ্যদিত্যন্বয়ঃ ইন্দ্রম্ ১ ॥

মুনিং বিশিনষ্টি। কামক্রোধাদীনাং বশ্যং ন ভবতীতি তথা তং বশ্যেন্দ্রিয়াশ্বৈর্মুনিভির্বিমৃগ্যং প্রশস্যং ভাষ্যং সপদি আদিশ্য রহস্যমেকান্তমাশ্রিত্যাসীনম্ উ০ ॥ ২ ॥

এই অধ্যায়ে সবিস্তরে উগ্রভৈরব নামক এক জন কাপালিকের জয় বর্ণিত হইবে। তাহার জন্য উপক্রম হইতেছে। ঐ দেশে কোন সময়ে একজন আপনার দোষ সকল গোপন করিয়া সীতাহরণ কালে রাবণের মত সাধুবেশ কল্পিত করিয়া, একজন অশেষ দোষে দুষিত কাপালিক, আপনার কার্য্য শেষ কিছু অবশিষ্ট থাকাতে মায়া অহঙ্কার রহিত একজন মুনি দর্শন করিলেন। ১।

দেখিলেন—এই ব্যক্তি কাম ক্রোধ সকল বশীভূত করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের আরাধ্য

দৃষ্ট্বৈব হৃষ্টঃ স চিরাদভীষ্টং নির্দ্ধার্য্য সংসিদ্ধমিব স্বমিষ্টম্ । মহদ্ বিশিষ্টং নিজলাভ তুষ্টং বিস্পষ্টমাচষ্ট চ কৃত্যশিষ্টম্ ॥ ৩ ॥

গুণাং স্তবাকর্ণ্য মুনেঽনবদ্যান্ সার্বজ্ঞ্যসৌশীল্যদয়ালুতাদ্যান্ । দ্রষ্টুং সমুৎকণ্ঠিতচিত্তবৃত্তির্ভবন্তমাগাং বিদিতপ্রবৃত্তিঃ ॥ ৪ ॥

ত্বমেক এবাত্র নিরস্তমোহঃ পরাকৃতদ্বৈতিবচঃসমূহঃ । আভাসি দূরীকৃতদেহমানঃ শুদ্ধাদ্বয়ো যোজিতসর্বমানঃ ॥ ৫ ॥

পরোপকৃত্যৈ প্রগৃহীতমূর্ত্তিরমর্ত্ত্যলোকেষ্বপি গীতকীর্ত্তিঃ । কটাক্ষলেশার্দ্দিতসজ্জনার্ত্তিঃ সদুক্তিসম্পাদিতবিশ্বমূর্ত্তিঃ ॥ ৬ ॥

স কাপালিকশ্চিরাদভীষ্টং দৃষ্ট্বা স্বমিষ্টং সংসিদ্ধমিব নির্দ্ধার্য্য হৃষ্টো মহদ্ভ্যো বিশিষ্টং শ্রেষ্ঠং নিজলাভেন তুষ্টং কৃত্যশিষ্টং স্বকর্ত্তব্যাশেষং স্পষ্টং যথাস্যাৎ তথোক্তবান্ ॥ ৩ ॥

তদ্বচনমুদাহরতি । হে মুনে ! অনবদ্যান্ সর্ব্বজ্ঞতাদ্যান্ তব গুণানাকর্ণ্য ভবন্তং দ্রষ্টুং সম্যগুৎকণ্ঠিতা চিত্তবৃত্তির্যস্য বিদিতা তব প্রবৃত্তির্যেন তাদৃশোঽহমাগতবানস্মি ॥ ৪ ॥

স্বপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে স্তৌতি । অত্র লোকে নিরস্তমোহস্ত্বমেবৈকঃ যতঃ পরাকৃতোদ্বৈতি বচসাং সমূহো যেন স্বয়ং দূরীকৃতদেহমানো যোজিতঃ সর্ব্বস্মৈ মানো যেন তথাভূতস্ত্বমমানী মানদ ইত্যুক্তঃ শুদ্ধাদ্বয়ঃ পরমাত্মেবাভাসি, পাঠান্তরে শুদ্ধাদ্বয়ে যোজিতানি সর্ব্বাণি প্রমাণানি যেন স ত্বমেকঃ সর্ব্বোত্তমত্বেন প্রকাশস ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৫ ॥

অমর্ত্ত্যলোকেষু ইন্দ্রাদিদেবলোকেষ্বপি গীতা কীর্ত্তি র্যস্য স কটাক্ষলেশেনার্দ্দিতা নাশিতা সজ্জানানামার্ত্তিঃ পীড়া যেন স সদুক্তিভিঃ সম্পাদিতা বিশ্বস্য মূর্ত্তির্যেন ॥ উপে

দেবতা হইয়াছেন। শীঘ্র প্রশংসনীয় ভাষ্য উপদেশ দিয়া একপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন । ২ ।

ঐ কাপালিক বহুদিনের মনোরথ পূর্ণ দেখিয়া আপনার অভীষ্ট পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া হৃষ্ট হইলেন। পরে মহামূল্য ও শ্রেষ্ঠ আত্মলাভ তুষ্ট আপনার অবশিষ্ট কার্য্য স্পষ্টরূপে বলিতে লাগিলেন । ৩ ।

মুনিবর! আপনার অসামান্য সর্ব্বজ্ঞতা; সুশীলতা, দয়ালুতা প্রভৃতি গুণ শ্রবণ করিয়া আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইয়া আপনার প্রকৃতি জানিতে—স্বয়ং এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি । ৪ ।

এই জগতে—আপনিই কেবল একমাত্র মোহশূন্য ব্যক্তি। কারণ আপনি দ্বৈত মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের বাক্য নিরাকরণ করিয়াছেন, অথচ স্বয়ং শরীরের অহঙ্কার দূর করা পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। আপনি সকলকেই মান দান দিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়, আপনার কোন মানাভিমান নাই, কিন্তু আপনি সকলকেই মান দান করেন। অতএব আপনি অবিকল নির্ম্মল এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার মতন বিরাজমান । ৫ ।

আপনি পরোপকারে ব্রতী হইয়া শরীর ধারণ করিয়াছেন—; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ আপনার কীর্ত্তি গান করিয়া থাকেন ; আপনি কণামাত্র কৃপাকটাক্ষে সাধুগণের হৃদয়ব্যথা দূর

গুণাকরত্বাদ্ ভুবনৈকমান্যঃ সমস্তবিত্ত্বাদভিমান-শূন্যঃ। বিজিত্বরত্বাদ্ গলহস্তিতান্যঃ স্বাত্মপ্রদত্বাচ্চ মহাবদান্যঃ ॥ ৭ ॥

অশেষকল্যাণগুণালয়েষু পরাবরজ্ঞেষু ভবাদৃশেষু। কার্য্যার্থিনঃ ক্বাপ্যনবাপ্য কামং ন যান্তি দুষ্প্রাপমপি প্রকামম্ ॥ ৮ ॥

বিজিত্বরত্বাৎ বিজয়নশীলত্বাদ্‌গলে হস্তিতা হস্তেন গলে গৃহীতা অন্যে বাদিনো যেন বিশ্রাণনশীলঃ ॥ ৭ ॥

তথাচৈবম্বিধেষু ভবাদৃশেষু কার্য্যার্থিনোঽত্যন্তং দুষ্প্রাপমপি কামমনবাপ্য ক্বাপি কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ন গচ্ছতি কিন্তু প্রাপ্যৈব যান্তি ॥ ৮ ॥

করিয়া থাকেন; আপনার শ্রদ্ধেয় সাধুবচন দ্বারা আপনি সর্ব্বময় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ৬

গুণাকর বলিয়া আপনি এক মাত্র জগতে পূজিত; সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি থাকাতে কোন অহঙ্কার নাই; সর্ব্বদাই সকলকে জয় করাতে বাদিগণের গলে হস্ত দিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন; সকলকেই আত্মদান করাতে এক জন অদ্বিতীয় দাতা। ৭।

অশেষ কল্যাণকর-গুণ ভূষিত, আত্মপর বেত্তা ভবাদৃশ মহাত্মাগণ বিদ্যমান থাকিতে, যাহারা কোন কার্য্য প্রার্থনা করিয়া স্বস্ব অত্যন্ত দুর্লভ বস্তুকেও না পাইয়া, আপনার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া থাকে, এরূপ কথা কখন শোনা যায় না। ৮।

তস্মান্ মহত্কার্য্যমহং প্রপদ্য নির্ব্বর্ত্তিতং সর্ব্ববিদা ত্বয়াঽদ্য। কপালিনং প্রীণয়িতুং যতিষ্যে কৃতার্থমাত্মানমতঃ করিষ্যে ॥ ৯ ॥

অনেন দেহেন সহৈব গন্তুং কৈলাসমীশেন সমং চ রন্তুম্। অতোবয়ং তীব্রতপোভিরুগ্রং সুদুষ্করৈরব্দশতং সমগ্রম্ ॥ ১০ ॥

তুষ্টোঽব্রবীন্ মাং গিরিশঃ পুমর্থমভীপ্সিতং প্রাপ্স্যসি মত্প্রিয়ার্থম্। জুহোষি চেত্ সর্ব্ববিদঃ শিরো বা হুতাশনে ভূমিপতেঃ শিরো বা ॥১১

এবং স্তুত্বাচার্য্যমভিমুখীকৃত্য কথনীয়মাহ। যস্মাৎ সর্ব্ববিদা ত্বয়া নিষ্পাদিতং মহৎ কার্য্যমাসাদ্য কপালিনং ভৈরবং প্রীণয়িতুং যত্নং করিষ্যে ততঃ কপালিপ্রীণনাদাত্মানং কৃতার্থং করিষ্যে ই০ ॥ ৯ ॥

সর্ব্ববিদা ত্বয়া নির্ব্বর্ত্তিতমিত্যুক্তং তদ্বিবৃণোতি অনেনেতি। উগ্রঃ কপর্দী শ্রীকণ্ঠ ইত্যমরাদুগ্রং রুদ্রম্ উ০ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন; সেই মহৎ কার্য্য লাভ করিয়া অদ্য আমি ভৈরব পূজা করিতে যত্ন করিব। ভৈরবের প্রীতি হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। ৯।

এই দেহ সঙ্গে করিয়া কৈলাসপতি ঈশ্বরের সহিত একত্র সহবাস সুখভোগ করিবার নিমিত্ত একশতাব্দী পর্য্যন্ত দুষ্কর তপস্যায় মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করি। ১০।

শিব তুষ্ট হইয়া আমাকে বরদান করিয়াছেন, যদি তুমি এক সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির মস্তক দিয়া, অথবা

এতাবদুক্ত্বাঽন্তরধন্ মহেশস্তদাহি তৎসংগ্র-হণে ধৃতাশঃ। চরাম্যথাপি ক্ষিতিপো ন লব্ধো ন সর্ব্ববিত্তত্র ময়োপলব্ধঃ ॥ ১২ ॥

দিষ্ট্যাঽদ্য লোকস্য হিতে চরন্তং সর্ব্বজ্ঞমদ্রা-ক্ষমহং ভবন্তম্। ইতঃ পরং সেৎস্যতি মেঽনুবন্ধঃ সন্দর্শনান্তো হি জনস্য বন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য শিরঃ কপালং মুনীশিতুর্ব্বা মম সিদ্ধিহেতুঃ। আদ্যং পুনর্ম্মে মনসাঽপ্যলভ্যং ততঃ পরং তত্রভবান্ প্রমাণম্ ॥ ১৪ ॥

শিরঃ প্রদানেঽদ্ভুতকীর্ত্তিলাভস্তবাপি লোকে মম সিদ্ধিলাভঃ। আলোচ্য দেহস্য চ নশ্বরত্বং যদ্রো-চতে সত্তম! তৎ কুরু ত্বম্ ॥ ১৫ ॥

তদ্‌যচিতুং ন ক্ষমতে মনো মে কোবেষ্টদায়ি

তয়োঃ সর্ব্বজ্ঞক্ষিতিপয়োঃ সংগ্রহণে ধৃতা আশা যেন তত্র তয়োর্ম্মধ্যে ॥ ১২ ॥

দিষ্ট্যা ভদ্রং জাতং মেঽনুবন্ধঃ প্রকৃতস্য কার্য্যস্যানুবর্ত্তনং সেৎস্যতি, দোষোৎপাদেঽনুবন্ধঃ স্যাৎ প্রকৃতস্যানুবর্ত্তনে ইত্যমরঃ। যতো জনস্য বন্ধো ভবদ্দর্শনাবধিরেব ॥ ১৩ ॥

ইতঃ পরং মেঽনুবন্ধঃ সেৎস্যতীত্যুক্তেরতঃ পরং রাজা স-র্ব্বজ্ঞো বা মিলিষ্যতীত্যভিপ্রায়ং নোপাদদ্যাদিত্যাশয়েনাহ মূর্দ্ধেতি। তস্মাৎ সর্ব্ববিদ্ ভবানেবপরং প্রমাণং আখ্যা০ ॥১৪॥

তস্মাৎ স্বস্য মমচ লাভং দেহস্য চ নশ্বরত্বমালোচ্য শিরঃ প্রদানমুচিতমেবেত্যাশয়েনাহ শির ইতি উং ॥ ১৫ ॥

নম্বেবং যাচিতুং মনস্তে কুতঃ ক্ষমত ইত্যাশঙ্ক্য ভবতো

এক রাজার মস্তক দিয়া আমার উপকারার্থ অনলে হোম করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অভি-লষিত পুরুষার্থ পূর্ণ হইবে। ১১।

এইকথা বলিয়া মহেশ্বর অন্তর্ধান হইলেন—আমিও তদবধি একজন সর্ব্বজ্ঞ আর একজন রা-জার অন্বেষণ করিবার জন্য হৃদয়ে আশা ধারণ করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি দুই জনের একজনকেও পাই নাই। ১২।

অদ্য আমার শুভদিন উপস্থিত। আপনি লোকের হিত করিবার নিমিত্ত জগতে সঞ্চরণ করিতেছেন; অদ্য আপনাকে আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ রূপে দর্শন করিয়াছি। ইহার পর দেখিতেছি আমার প্রকৃত কর্ম্মের অনুবৃত্তি সিদ্ধ হইবে। কারণ, সাধারণ সমস্ত লোকের বন্ধন আপনাকে দর্শন করা পর্য্যন্ত। আপনাকে দেখিলেই যাহার যত বন্ধন আছে তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে। ১৩।

এক নৃপতির অথবা এক মুনিবরের শির আমার সিদ্ধি লাভের হেতু। তবে প্রথম পক্ষটী আমি মনেও ধ্যান করিতে পারি নাই। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আজ আপনি শেষ প্রমাণ উপ-স্থিত। ১৪।

আপনার মস্তক দান করিলে প্রথমত অদ্ভুত কীর্ত্তি হইবে, অথচ আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আপনি দেহের নশ্বরতা পর্য্যালোচনা করিয়া মহাশয়! যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। ১৫।

কিন্তু আপনার শির প্রার্থনা করিতে প্রথমে

স্বশরীরমুজ্ঝতু। ভবান্ বিরক্তো ন শরীরমানী পরোপকারায় ধৃতাত্মদেহঃ ॥ ১৬ ॥

জনাঃ পরক্লেশকথানভিজ্ঞা নক্তং দিবা স্বার্থ-কৃতাত্মচিত্তাঃ। রিপুং নিহন্তুং কুলিশায় বজ্রী দাধী-চমাদাৎ কিল বাঞ্ছিতাস্থি ॥ ১৭ ॥

দধীচিমুখ্যাঃ ক্ষণিকং শরীরং ত্যক্ত্বা পরার্থে স্ম যশঃ শরীরম্। প্রাপ্য স্থিরং সর্ব্বগতং জগন্তি গুণৈরনর্ঘ্যৈঃ খলুং রঞ্জয়ন্তি ॥ ১৮ ॥

বপুর্দ্ধরন্তে পরতুষ্টিহেতোঃ কেচিৎ প্রশান্তা দয়য়া পরেতাঃ। অস্মাদৃশাঃ কেচন সন্তি লোকে স্বার্থৈকনিষ্ঠা দয়য়া বিহীনাঃ ॥ ১৯ ॥

পরোপকারং ন বিনাঽস্তি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনন্তে

বিরক্তত্বাদিত্যাহ। তচ্ছিরো যাচিতুং মনো মে নোৎসহতে যত ইষ্টদায়ি স্বশরীরং কো বা ত্যজতু, ভবাংস্তু বিরক্তত্বাৎ ন দেহ-মানী সম্প্রতি দেহধারণমপি পরোপকারায়ৈব ন ত্বভিমাননি-মিত্তমিত্যাহ পরোপকারায়েতি ॥ ১৬ ॥

যদ্যপ্যেবং তথাপি ত্বং পরক্লেশাবহং কর্ম্মানুষ্ঠাতুং কিমিতি প্রবৃত্তোঽসীত্যাশঙ্ক্যাহ। সর্ব্বেঽপি জনাঃ পরক্লেশকথানভিজ্ঞা যতো দিবানিশং স্বার্থে তৎপরঃ আত্মা দেহান্দ্রিয়াদি চিত্তঞ্চ যেষাং, তত্রোঽদাহরণমাহ শত্রুং নিহন্তুং বজ্রনির্ম্মাণায়েন্দ্রো দাধী-চমভিলষিতমস্থি স্বীকৃতবান্। তথা চ যদা সাত্ত্বিকমুখ্যানামিয়ং দশা তদাঽস্মদ্বিধানাং কা কথেতি ভাবঃ বি০ ॥ ১৭ ॥

বদান্যৈর্ভবাদৃশৈস্তু স্থিরস্য সর্ব্বগতস্য প্রাপ্তয়ে ক্ষণিকত্বাৎ শরীরমপি সুত্যাজ্যমেবেত্যাশয়েনাহ। দধীচিমুখ্যা ইতি উ০ ॥ ১৮ ॥

তথা চ কেচিৎ প্রশান্তা দয়য়া ব্যাপ্ত্যাঃ ভবাদৃশাঃ পরতুষ্টি-হেতোঃ শরীরন্ধরন্তে, অস্মাদৃশাস্তু কেচন দয়য়াবিহীনাঃ স্বার্থৈক-নিষ্ঠা লোকে সন্তি ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ পরোপকারিণা ত্বয়াঽবশ্যং শিরোদেয়মিত্যাশয়বানাহ। পরোপকারং বিনা কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং তব নাস্তি। যতঃ পুত্র-

আমার মনের সাহস হয় নাই। কোন্ ব্যক্তি আপনার ইষ্ট দায়ক শরীর ত্যাগ করিতে পারে? আপনার বৈরাগ্য হওয়াতে শরীরাভিমান নাই, পরের উপকারার্থে কেবল আত্মদেহ ধারণ করি-য়াছেন। ১৬।

প্রায় কাহাকেও আর পরের ক্লেশ কথা জা-নিতে ইচ্ছুক দেখা যায় না। সকলেই স্বস্ব অভীষ্ট বস্তুর অন্বেষণে আত্মমন সমর্পণ করি-তেছে। দেখুন—দেবরাজ ইন্দ্র শত্রু নাশ করি-বার জন্য দধীচি মুনির অস্থি বজ্র নির্ম্মাণের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সত্ত্বগুণাবলম্বী দেব-তাদিগের যদি এরূপ রীতি হয়, তবে আমাদের কথা আর কি বলিব। ১৭।

দধীচি প্রভৃতি ঋষিগণ পরের জন্য ক্ষণিক শরীর ত্যাগ করিয়া কীর্ত্তি দেহধারী নিত্য সর্ব্ব-ব্যাপী পরমেশ্বরকে পাইয়া অসীম পুণ্য প্রবাহে এই ত্রিভুবন রঞ্জিত করিয়াছিলেন। ১৮।

আপনাদের মতন কতক গুলিন দয়ালু লোকে পরতুষ্টির জন্য শরীর ধারণ করিয়াছেন। আমা-দের মতন কতক গুলিন নির্দ্দয় স্বার্থ পরায়ণ লোকে স্বার্থের জন্য জগতে বাস করিয়া থাকে। ১৯।

বিধুতৈষণস্য। অস্মাদৃশাঃ কামবশাস্তু যুক্তাযুক্তে বিজানন্তি ন হন্ত যোগিন্! ২০ ॥

জীমূতবাহো নিজজীবদায়ী দধীচিরপ্যস্থিমুদাদদানঃ। আচন্দ্রতারার্কমুপায়শূন্যং প্রাপ্তৌ যশঃ কর্ণপথং গতৌহি ॥ ২১ ॥

যদ্যপ্যদেয়ং নমু দেহবদ্ভিময়ার্থিতং গর্হিতমেব সদ্ভিঃ। তথাপি সর্ব্বত্র বিরাগবদ্ভিঃ কিমস্ত্যদেয়ং পরমার্থবিদ্ভিঃ ॥ ২২ ॥

বিত্তলোকৈষণাবিনির্ম্মুক্তো ভবানিত্যাহ। বিধুতৈষণস্তেতি। নন্থ ত্বয়াপি মমেদং যুক্তং ন বেতিবিচার্য্য বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ। অস্মাদৃশাস্ত হে যোগিন্! কামবশত্বাদহো কষ্টং যুক্তাযুক্তে ন বিজানন্তি। ২০ ॥

স্বশরীরপ্রদানসদৃশং যশঃ সাধনং তন্যৎ নাস্ত্যেবেত্যাহ। জীমূতবাহাখ্যো নিজজীবনদায়ী দধীচিশ্চ স্বাস্থিদায়ী দ্বাবপি প্রলয়পর্য্যন্তং নাশশূন্যং যশঃ প্রাপ্তৌ কর্ণপথং গতৌ হি প্রসিদ্ধং হি যস্মাৎ কর্ণপথং গতাবিতি বা ॥ ২১ ॥

নমু দেহস্যাদেয়ত্বং জানন্ কিমিদমতিনিন্দিতং প্রার্থয়সে ইত্যাশঙ্ক্য যদ্যপ্যেবং তথাপি পরমার্থবিত্ত্বাৎ সর্ব্বত্র বিরাগবতাং

যোগিবর! আপনি অভিলাষ বর্জ্জিত—আপনার পরোপকার ব্যতীত আর কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু কাম পরায়ণ আমাদের মতন লোকে হিতাহিত কিছুই জানে না। ২০।

জীমূতবাহন আপনার জীবন দান করিয়াছিলেন—দধীচি মুনিও আহ্লাদের সহিত অস্থি দান করেন। এই কারণে জগতে যতকাল চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র থাকিবে, তত কাল তাঁহারা অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করিবেন। ২১।

যদ্যপি আমি দেহী গণের অদেয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয় বিষয় প্রার্থনা করিয়াছি সত্য,

অখণ্ডমূর্দ্ধন্যকপালমাহুঃ সংসিদ্ধিদং সাধকপুঙ্গবেভ্যঃ। বিনা ভবন্তং বহবো ন সন্তি তদ্বৎপুমাংসো ভগবন্! পৃথিব্যাম্ ॥ ২৩ ॥

প্রযচ্ছ শীর্ষং ভগবন্! নমঃ স্তাদিতীরয়িত্বা পতিতং পুরস্তাৎ, তমব্রবীদ্বীক্ষ্য সুধীরধস্তাৎ কৃপালুরাবৃত্তমনাঃ সমস্তাৎ ॥ ২৪ ॥

ভবাদৃশানাং কিমপ্যদেয়ং নাস্তীত্যালোচ্য প্রার্থনাং করোমীত্যাহ যদ্যপীতি ॥ ২২ ॥

নন্বন্যঃ কশ্চিদেবং বিধোঽস্বিষ্য প্রার্থ্য ইত্যাশঙ্ক্য যথাবিধস্য শিরো মম সিদ্ধিহেতুস্তথাবিধো ভবানেব নত্বন্য ইত্যাহ। সাধকশ্রেষ্ঠেভ্যঃ সংসিদ্ধিদমখণ্ডমূর্দ্ধন্যস্যাখণ্ডিতরেতসঃ কপালমাহুর্নচ ভবন্তং বিনা হে ভগবন্! তথাবিধবীর্য্যবন্তঃ পুমাংসো বহবঃ পৃথিব্যাং সন্তি ॥ ২৩ ॥

অতোঽবশ্যন্ত্বমেব শিরঃ প্রযচ্ছ, তে নমোঽস্ত্বিত্যুক্ত্বাঽগ্রে পতিতমধস্তাদ্বীক্ষ্য সুধীঃ কৃপালুঃ সমস্তাদাকৃষ্টমনা অব্রবীৎ। উপেং ॥ ২৪ ॥

তথাপি সকল বস্তুর উপর বীতরাগ এবং পরমাত্মবিৎ আপনাদের মতন লোকে মনে করিলে কি না দিতে পারেন? । ২২।

আমি সাধক দিগের মুখে শুনিয়াছি, যাহাদের কখন রেতঃপাত হয় নাই, এরূপ লোকের কপাল সিদ্ধি দায়ক। ভগবন্! পৃথিবীতে আপনার তুল্য বীর্য্যবান্ লোক অতি অল্পই আছে। ২৩।

“শীঘ্র আপনার শির প্রদান করুন। ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করি।” এই বলিয়া শঙ্করের সম্মুখে পতিত হইল। তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া সুধীবর দয়ার্দ্রমনে একেবারে দৃঢ়রূপে সকল বিষয় হইতে মন আকর্ষণ করিয়া কাপালিককে বলিতে লাগিলেন। ২৪।

নৈবাভ্যসূয়ামি বচস্তদীয়ং প্রীত্যা প্রযচ্ছামি শিরোঽস্মদীয়ং। কোবাঽর্থিসাৎ প্রাজ্ঞতমো নৃ-কায়ং জানন্ন কুর্য্যাদিহ বহ্বপায়ম্ ॥ ২৫ ॥

পতত্যবশ্যং হি বিকৃষ্যমাণং কালেন যত্নাদপি রক্ষ্য-মাণম্। বর্ম্মাঽমুনা সিধ্যতি চেৎ পরার্থঃ সএব মর্ত্ত্যস্য পরঃ পুমর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বর্ত্তে বিবিক্তেঽধিসমাধি সিদ্ধিবিন্মিথঃ সমা-য়াহি করোমি তে মতং। নাহং প্রকাশং বিত-রীতুমুৎসহে শিরঃকপালং বিজনং সমাশ্রয় ॥ ২৭ ॥

শিষ্যা বিদন্তি যদি চিন্তিতকার্য্যমেতদ্‌যোগিন্। মদেকশরণা বিহতিং বিদধ্যুঃ। কো বা সহেত বপু-রেতদপোহিতুং স্বং কো বা ক্ষমেত নিজনাথশরীর-মোক্ষম্ ॥ ২৮ ॥

[illegible]নদাঽরতি নৈবেতি। যত ইহলোকে বহুনাশনি-[illegible] নৃকায়ং জানন্ কোবা প্রাজ্ঞতমোঽর্থিসাৎ ন কুর্য্যাৎ [illegible] কুর্য্যাদেব। অন্যথা তস্য প্রাজ্ঞতমত্বমেব কুতস্ত্যমিত্যর্থঃ [illegible] ॥ ২৫ ॥

[illegible] যত্নাদপি রক্ষ্যমাণং শরীরং কালেনাক্রম্যমাণং অবশ্যং [illegible] তদেতেনেন বর্ম্মণা পরপ্রয়োজনং সিধ্যতি চেত্তর্হি স এব [illegible] পরঃ পুরুষার্থঃ ॥ উং ॥ ২৬ ॥

তথাহ হে সিদ্ধিবিৎ! যথা বিবিক্তেঽধিসমাধি সমাধৌ বর্ত্তে তথা মিথো রহসি সমায়াহি তেঽভিমতং করোমি [illegible] শিরঃ কপালং প্রকটং দাতুং অহং নোৎসহে অতো বিজনং সমাশ্রয় ॥ ২৭ ॥

কুত ইতি চেৎ তত্রাহ। শিষ্যা যদ্যেতচ্চিন্তিতং কার্য্যং জানন্তি তর্হি, হে যোগিন্! বিহতিং বিদধ্যুস্তব কার্য্যস্য বিনাশং কুর্য্যুঃ। যতো মদেকশরণাঃ স্বশরীরত্যাগবৎ নিজনাথশরীর মোক্ষোঽপ্যসহ্য ইত্যাহ। এতৎ স্বশরীরন্ত্যক্তুং কো বা সহেত নিজনাথশরীরস্য মোক্ষঞ্চ কো বা ক্ষমতে ॥ বং ॥ ২৮ ॥

আপনার বাক্যে আমি অসূয়াপরবশ হই নাই—আমি প্রীতিপূর্ব্বক আমার শিরদান করি-তেছি। এই জগতে অবশ্যনাশী শরীর জানিয়া কোন্ বিজ্ঞবর না মনুষ্যদেহ প্রার্থীদিগকে দান করিবে?। ২৫ ॥

অতি যত্নে রক্ষা করিলেও কাল কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া এই শরীর অবশ্যই একদিন ক্ষয়-প্রাপ্ত হইবে। অতএব এই শরীর দ্বারা যদি পরের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তবে মরণধর্ম্মী মান-বের তাহাই পরম পুরুষার্থ জানিবে। ২৬।

হে সিদ্ধপুরুষ! আমি নির্জ্জনে সমাধিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে প্রস্থান করি। আপনি নির্জনে আসুন—আমি আপনার হিত করিব। আমি প্রকাশে মস্তক কপাল দান করিতে পারিব না, অতএব নির্জনে যাইতে হইবে। ২৭।

আমাদের চিন্তিত কার্য্য শিষ্যগণ যদি জানিতে পারে, তবে আমার আশ্রিত ও শরণাপন্ন শিষ্য-গণ আপনার কার্য্যের ব্যাঘাত করিবে। হে যোগিন্! এই জগতে স্বীয় শরীর ত্যাগ করিতে যেরূপ কেহই সক্ষম নহে—, তদ্রূপ প্রভু শরীরের অনিষ্ট সাধনে কেহই যত্নবান্ হয় না। ২৮।

তৌ সম্বিদং বিতন্মুতামিতি সংপ্রহৃষ্টৌ যোগী জগাম মুদিতো নিলয়ং মনস্বী। শ্রীশঙ্করোঽপি নিজধামনি জোষমাস প্রোচে ন কিঞ্চিদপি ভাবমসৌ মনোগম্ ॥ ২৯ ॥

শূলী ত্রিপুণ্ড্রী পুরতোঽবলোকী কঙ্কালমালাকৃতগাত্রভূষঃ। সংরক্তনেত্রো মদঘূর্ণিতাক্ষো যোগী যযৌ দেশিকবাসভূমিম্ ॥ ৩০ ॥

শিষ্যেষু শিষ্টেষু বিদূরগেষু স্নানাদিকার্য্যায় বিবিক্তভাজি। শ্রীদেশিকেন্দ্রে তু সনন্দনাখ্যভীত্যা স্বদেহং ব্যবধায় গূঢ়ে ॥ ৩১ ॥

তং ভৈরবাকারমুদীক্ষ্য দেশিকস্ত্যক্তুং শরীরং ব্যধিত স্বয়ং মনঃ। আত্মানমাত্মন্যুদযুংক্ত যোজয়ন্ সমাহিতাত্মা করণানি সংহরন্ ॥ ৩২ ॥

তং ভৈরবোঽলোকত লোকপূজ্যং স্বসৌখ্যতুচ্ছী-

ইত্যেবন্তৌ শ্রীশঙ্করকাপালিকৌ সংবিদং বিতন্মুতাং সম্ভাষণং সঙ্কেতং বা কৃতবন্তৌ। ততো যোগী মনস্বী মুদিতঃ সন্ জগাম, শ্রীশঙ্করোঽপি নিজধামনি জোষমাস তূষ্ণীং বভূব মনোগং ভাবমসৌ কিঞ্চিদপি ন প্রোক্তবান্ ॥ ২৯ ॥

কঙ্কালানাং শরীরাস্থিনাং মালয়া কৃতা গাত্রভূষা যেন ॥ ইন্দ্র০ ॥ ৩০ ॥

শ্রেষ্ঠেষু শিষ্যেষু স্নানাদিকার্য্যায় বিদূরগেষু সৎসু শ্রীদেশিকেন্দ্রে তু সনন্দনাখ্যাদ্ভীত্যা দেহং গূঢ়ে ব্যবধায় বিবিক্তভাজি সতি যথাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥

তং ভৈরবাকারং কপালিনং বীক্ষ্য শ্রীশঙ্করঃ শরীরং ত্যক্তুং স্বয়ং মনো ব্যধাৎ। সমাহিতান্তঃকরণং প্রণবং জপন্ যঃ করণানি সংহরন্ আত্মানং ত্বংপদার্থমাত্মনি তৎপদার্থেঽযুংক্ত ॥ উ০ ॥ ৩২ ॥

ভৈরবো ভৈরবাকারঃ কাপালিকঃ সনৎসুজাতাদেঃ সকশাদনন্নম্ ॥ ৩৩ ॥

এইরূপ হৃষ্টচিত্তে পরস্পার সঙ্কেত করিলেন। কাপালিক প্রাজ্ঞতম যোগী মুদিতমানসে গৃহে গমন করিল। শঙ্করাচার্য্য আপনার ভবনে মৌন-অবলম্বন করিয়া রহিলেন—আপনার মনোগত ভাব কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না ॥ ২৯ ॥

শূল ধারণ করিয়া—ত্রিপুণ্ড্র মাখিয়া—কঙ্কাল মালা দ্বারা গাত্রভূষিত করিয়া—মদঘূর্ণিত ও রক্তনয়নে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে কাপালিক যোগী আচার্য্য শঙ্করের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। ৩০।

প্রধান প্রধান শিষ্য সকল স্নান-আহ্নিকাদি কার্য্য করিতে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইলে—এবং সনন্দনের নিকটে ভীত হইয়া গোপনীয়স্থানে দেহ আচ্ছাদন করিয়া শঙ্কর নির্জনে উপস্থিত হইলে-কাপালিক ক্রমশঃ আচার্য্যের নিকট আগমন করিলেন। ৩১।

ঐ ভৈরব মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আচার্য্য শঙ্কর দেহত্যাগ করিতে স্বয়ং গমন করিলেন। সমাহিতচিত্তে প্রণব জপ করিতে করিতে ইন্দ্রিয় সকল দমিত করিয়া আত্মার উপর আত্মসমর্পণ করিলেন। ৩২।

কৃতদেবরাজ্যম্। যোগীশমাসাদিতনির্ব্বিকল্পং সনৎসুজাতপ্রভৃতেরনল্পম্ ॥ ৩৩ ॥

জক্রপ্রদেশে চিবুকং নিধায় ব্যাত্তাস্যমুত্তানকরৌ নিধায়। জানূপরি প্রেক্ষিতনাসিকান্তং বিলোচনে সামি নিমীল্য কান্তম্ ॥ ৩৪ ॥

আসীনমুচ্চীকৃতপূর্ব্বগাত্রং সিদ্ধাসনে শেষিতবোধমাত্রম্। চিন্মাত্রবিন্যস্তহৃষীকবর্গং সমাধিবিস্মারিতবিশ্বসর্গম্ ॥ ৩৫ ॥

বিলোক্য তং হন্তুমপাস্তশঙ্কঃ স্ববুদ্ধিপূর্ব্বার্জ্জিততীব্রপঙ্কঃ। প্রাপোদ্যতাসিঃ সবিধং স যাবদ্ বিজ্ঞাতবান্ পদ্মপদোঽপি তাবৎ ॥ ৩৬ ॥

ত্রিশূলমুদ্যম্য নিহন্তুকামং গুরুং যতাত্মা সমুদৈক্ষতান্তঃ। স্থিতশ্চুকোপ জ্বলিতাগ্নিকল্পঃ স পদ্মপাদঃ স্বগুরো র্হিতৈষী ॥ ৩৭ ॥

অংসসন্ধিপ্রদেশে চিবুকমধরোষ্ঠাধঃপ্রদেশং নিধায় ব্যাত্তাস্যং বিবৃতমুখং জানূপরি উত্তানকরৌ নিধায় সামি অর্দ্ধং কান্তং শোভন্তম্ ॥ উং ॥ ॥ ৩৪ ॥

উচ্চীকৃতমুচ্চৈঃ কৃতং পূর্ব্বগাত্রং শিরোভাগো যেন সিদ্ধাসনে মেঢ্রাদুপরি বিন্যস্য সব্যং গুল্ফং তথোপরি। গুল্ফান্তরঞ্চ বিন্যস্য সিদ্ধাঃ সিদ্ধাসনং বিদুরিত্যুক্তে আসীনং শেষিতং চিন্মাত্রং যেন তত্রৈব বিন্যস্ত ইন্দ্রিয়বর্গো যেন সমাধিনা বিস্মারিতঃ সর্ব্বসর্গো যেন ॥ ৩৫ ॥

এবং তং শ্রীশঙ্করং বিলোক্যাপাস্তশঙ্কঃ স্ববুদ্ধিপূর্ব্বমর্জ্জিতঃ তীব্রঃ পঙ্কঃ পাপং যেন প্রোদ্যতখড়্গঃ স কাপালিকো হন্তুং যাবৎ সবিধং আচার্য্যসমীপং প্রাপ পদ্মপদোঽপি তাবদ্ বিজ্ঞাতবান্ ॥ ৩৬ ॥

ত্রিশূলমুদ্যম্য গুরুং নিহন্তুকামং কাপালিনং যতাত্মা মনসি

কাপালিক দেখিলেন—শঙ্কর সকলের পূজ্য—আত্মসুখের জন্য দেবরাজ্য পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়াছেন—নির্বিকল্পসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন—সনৎসুজাত প্রভৃতি ঋষিগণ অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে তেজস্বী—স্কন্ধের সন্ধিস্থানে নিম্নোষ্ঠের নিম্ন প্রদেশ অর্পণ করিয়া মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছেন—জানুর উপরে বিস্তৃত হস্ত সংস্থাপন করিয়াছেন—নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতেছেন নেত্রযুগল নিমীলিত করিয়াছেন—দেহের পূর্ণশোভার কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষয় হইয়াছে—শির উচ্চ করিয়াছেন—"মেঢ্র অর্থাৎ অণ্ডকোষের উপরে বাম গুল্‌ফ (গুড়মুড়ো) এবং তাহার উপরে অন্য গুল্‌ফ বিন্যস্ত করিলে সিদ্ধগণ তাহাকে সিদ্ধাসন বলে" সেই সিদ্ধাসনে উপবেশন করিয়াছেন—কেবল মাত্র চিৎসক্তি অবশিষ্ট রহিয়াছে—চিৎশক্তির উপরে ইন্দ্রিয় সকল অর্পণ করিয়াছেন—সমাধি দ্বারা সমস্ত সৃষ্টবস্তু ভুলিয়া গিয়াছেন। ৩৩।৩৪।৩৫।

এরূপ শঙ্করমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিতে কাপালিকের শঙ্কা দূর হইল—আপনি বুদ্ধিপূর্ব্বক ঘোরতর পাপ উপার্জ্জন করিলেন। অনন্তর খড়্গ উদ্যত করিয়া যেমন আচার্য্যের নিকট আসিলেন, তৎক্ষণাৎ পদ্মপাদ তাহা জানিতে পারিল। ৩৬।

স্মরন্নথৈষ স্মরদার্ত্তিহারি প্রহ্লাদবশ্যং পরমং মহস্তৎ। স মন্ত্রসিদ্ধো নৃহরের্নৃসিংহো ভূত্বা দদর্শোগ্রদুরীহচেষ্টাম্॥ ৩৮॥

স তৎক্ষণক্ষুব্ধনিজস্বভাবঃ প্রবৃদ্ধরুড়্বিস্মৃতমর্ত্ত্যভাবঃ। আবিষ্কৃতাত্যুগ্রনৃসিংহভাবঃ সমুৎপপাতাতুলিতপ্রভাবঃ॥ ৩৯॥

সটাচ্ছটাস্ফোটিতমেঘসঙ্ঘস্তীব্রারবত্রাসিতভূতসঙ্ঘঃ। সংবেগসংমূর্চ্ছিতলোকসঙ্ঘঃ কিমেতদিত্যাকুলদেবসঙ্ঘঃ॥ ৪০॥

ক্ষুভ্যৎসমুদ্রং সমুদূঢরৌদ্রং রটন্নিশাটং স্ফুটদদ্রিকূটম্। জ্বলদ্দিশান্তং প্রচলদ্ধরান্তং প্রভ্রশ্যদক্ষং দলদন্তরিক্ষম্॥ ৪১॥

সমুদৈক্ষত দৃষ্ট্বা চ তত্রস্থিত এব স পদ্মপাদো জ্বলদগ্নিকল্পশ্চুকোপ যতঃ স্বগুরোর্হিতৈষী॥ উপে০॥ ৩৭॥

অথানন্তরং স্মরতামার্ত্তিহরণং প্রহ্লাদবশ্যং প্রহ্লাদাধীনং নৃহরেস্তৎপরমং রূপভূতং মহস্তেজঃ স্মরন্নেষ পদ্মপাদো নৃসিংহো ভূত্বা তস্যোগ্রাং দুরীহচেষ্টাং দদর্শ যতো মন্ত্রসিদ্ধঃ॥ বি০॥ ৩৮॥

স পদ্মপাদঃ প্রবৃদ্ধরুট্প্রবৃদ্ধরোষঃ॥ উ০॥ ৩৯॥

সটানাং স্কন্ধরোম্ণাং ছটয়া সমূহেন স্ফোটিতো মেঘসঙ্ঘো যেন তীব্রশব্দেন ত্রাসিতো ভূতসঙ্ঘো যেন সংবেগেন সংমূর্চ্ছিতো সংমোহিতো লোকসঙ্ঘো যেন কিমেতদিত্যাকুলো দেবসঙ্ঘো যস্মাৎ সমুৎপপাতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ ৪০॥

ক্ষুভ্যৎসমুদ্রমিত্যাদি ক্রিয়াবিশেষণং ক্ষুভ্যন্ সমুদ্রো যস্যাং ক্রিয়ায়াং সমুদূঢং রৌদ্রমত্যন্তভয়ানকং রটন্তো নিশাটা রাক্ষসাদয়ো যস্যাং জ্বলন্তো দিশামন্তাঃ প্রান্তভাগা যস্যাং প্রচলদ্ভূমেরন্তো যস্যাং ভ্রশ্যন্তি অক্ষাণি জনানামিন্দ্রিয়াণি যস্যাং দলদন্তরিক্ষং যস্যাং তথা জবাদভিক্রত্যেতি পরেণান্বয়ঃ॥ ৪১॥

বশীভূতচিত্ত পদ্মপাদ মনে মনে দর্শন করিলেন—একজন কাপালিক ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া গুরুকে বধ করিতে বাসনা করিয়াছে। গুরুর হিতৈষী পদ্মপাদ তৎকালে সেই স্থানে বসিয়া এবং তাহাকে দেখিয়া জ্বলন্ত অনলসদৃশ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৩৭।

অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধ পদ্মপাদ স্মারক লোকের পীড়া নাশক এবং প্রহ্লাদের অধীন, নরহরি জনার্দ্দনের সেই স্বরূপ তেজ স্মরণ করিয়া স্বয়ং নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পশ্চাৎ দুশ্চেষ্ট কাপালিকের ভয়ঙ্কর কার্য্য দর্শন করিলেন। ৩৮।

পদ্মপাদ তৎক্ষণাৎ আপনার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিলেন—অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন—মানবভাব বিস্মৃত হইলেন। পরে অতুল্য শক্তি পদ্মপাদ উগ্র নৃসিংহ মূর্ত্তি ধরিয়া শীঘ্র উত্থিত হইলেন। ৩৯।

কেসর সমূহ দ্বারা মেঘসকল দলিত করিলেন—ভীষণশব্দে প্রাণিগণ ত্রস্ত হইল—তাঁহার বেগে লোক সকল মূর্চ্ছিত হইল—"কি হইয়াছে" বলিয়া দেবতাগণ আকুল হইতে লাগিল। ৪০।

তৎকালে সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, রৌদ্ররস প্রকাশ পাইল—ইতস্ততঃ রাক্ষস সকল সঞ্চরণ করিতে লাগিল—পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ হইয়া পড়িল—চারিদিক্ জ্বলিয়া উঠিল—ভূমির অভ্যন্তর কাঁপিতে লাগিল—জনগণের ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইল—আকাশ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল—।৪১।

জবাদভিদ্রুত্য শিতস্বরূগ্রৈর্দ্দৈত্যেশ্বরস্যেব পুরা নখাগ্রৈঃ। ক্ষিপত্রিশূলস্য স তস্য বক্ষো দদার বিক্ষিপ্তসুরারিপক্ষঃ ॥ ৪২ ॥

তত্তাদৃগত্যুগ্রনখায়ুধাগ্র্যো দংষ্ট্রান্তরপ্রোতদুরীহদেহঃ। নিন্যে তদানীং নৃহরির্ব্বিদীর্ণদ্যুপট্টনাট্টালিকমট্টহাসম্ ॥ ৪৩ ॥

আকর্ণয়ংস্তং নিনদং বহির্গতানুপাগমন্নাকুলচিত্তবৃত্তয়ঃ। ব্যলোকয়ন্ ভৈরবমগ্রতো মৃতং ততো বিমুক্তঞ্চ গুরুং সুখোষিতম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রহ্লাদবশ্যো ভগবান্ কথং বা প্রসাদিতোঽয়ং নৃহরিস্ত্বয়েতি। সবিস্ময়ৈঃ স্নিগ্ধজনৈঃ স পৃষ্টঃ সনন্দনঃ সস্মিতমিত্যবাদীৎ ॥ ৪৫ ॥

পুরা কিলাহো বলভূধরাগ্রে পুণ্যং সমাশ্রিত্য কিমপ্য-

জবাদভিদ্রুত্য শিতস্বরূগ্রৈঃ শিতস্বরুঃ তীক্ষ্ণং বজ্রং তদ্বদুগ্রৈর্নখাগ্রৈঃ পুরা দৈত্যেশ্বরস্য হিরণ্যকশিপোরিব ক্ষিপত্রিশূলস্য তস্য কাপালিকস্য বক্ষঃ ক্ষিপ্তঃ সুরারিপক্ষো যেন স নৃসিংহো দদার ॥ ৪২ ॥

ততশ্চ তত্তাদৃগত্যুগ্রনখায়ুধানাং সিংহানাং অগ্র্যো দংষ্ট্রান্তরে প্রোতো দুরীহস্য দুশ্চেষ্টস্য কাপালিকস্য দেহো যেন স নৃহরিস্তদানীং বিদীর্ণা দ্যুপট্টনানাং স্বর্গনগরাণাং অট্টালিকা যেন তথাভূতং অট্টহাসং বিস্তারিতবান্ ॥ ৪৩ ॥

বহির্গতাঃ সর্ব্বে বিনেয়াস্তং শব্দং আকর্ণয়ন্নাকুলচিত্তবৃত্তয়ঃ সমীপমাগতবন্তঃ আগত্য, চাগ্রতো মৃতং ভৈরবসংজ্ঞং কাপালিকং ততো ভৈরবাদ্বিমুক্তঞ্চ সুখেন স্থিতং গুরুং দৃষ্টবন্তঃ ॥ ৪৪ ?

সনন্দনঃ পদ্মপাদঃ সস্মিতং যথাস্যাৎ তথা ইতি বক্ষ্যমাণমুক্তবান্ ॥ ৪৫ ॥

তদ্বচনমুদাহরতি। পূর্ব্বং খলু অহো বলসংজ্ঞস্য পর্ব্বতস্যাগ্রে পুণ্যং কিমপি বনং সমাশ্রিত্য ভক্তৈকবশ্যমেনং নৃহরিং

পুরাকালে হিরণ্য কশিপুর বক্ষ যেরূপ বিদীর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ তিনি সবেগে তাহার নিকটে গিয়া, অসুর চেষ্টা দুর করিয়া, তীক্ষ্ণ বজ্রের মতন ভীষণ নখাগ্র দ্বারা, ত্রিশূল ধরিয়া গুরুবধোদ্যত কাপালিকের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। ৪২।

যাবতীয় নখায়ুধ সিংহের অগ্রগণ্য নরসিংহ তখন দুশ্চেষ্ট কাপালিকের দেহ দন্তমধ্যে প্রোথিত করিয়া স্বর্গস্থিত নগর সকলের অট্টালিকা সকল বিদীর্ণ করিয়া অট্যহাস্য বিস্তার করিলেন। ৪৩।

যে সকল শিষ্য বাহিরে ছিল তাহারা ঐ শব্দ শুনিতে পাইল। ব্যাকুল চিত্তে দ্রুত ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল—সম্মুখে এক জন কাপালিক মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং গুরুদেব ভৈরব হইতে মুক্ত হইয়া সুখে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ৪৪।

"ভগবান্ নরসিংহ প্রহ্লাদেরই বশীভূত। তবে কি করিয়া আপনি নরসিংহকে প্রসন্ন করিলেন?।" বিশ্বস্ত শিষ্যগণ বিস্মিতমনে যখন এই কথার প্রশ্ন করিল, তখন পদ্মপাদ সহাস্য বদনে বলিতে লাগিল। ৪৫।

পুরাকালে আমি বলনামক পর্ব্বতের উপরে কোন এক পুণ্য বন আশ্রয় করিয়া একমাত্র ভক্তবৎসল ভগবান্ নরসিংহের আরাধনা করিয়া

রণ্যম্। ভক্তৈকবশ্যং ভগবন্তমেনং ধ্যায়ন্নেকান্ দিবসানৈষম্ ॥ ৪৬ ॥

কিমর্থমেকো গিরিগহ্বরেঽস্মিন্ বাচংযম! ত্বং বসসীতি শশ্বৎ। কেনাপি পৃষ্টোঽত্র কিরাতযূনা প্রত্যুত্তরং প্রাগহমিত্যবোচম্ ॥ ৪৭ ॥

আকণ্ঠমত্যদ্ভুতমর্ত্ত্যমূর্ত্তিঃ কণ্ঠীরবাত্মা পরতশ্চ কশ্চিৎ। মৃগো বনেঽস্মিন্ মৃগয়ো! বসন্ মে ভবত্যহো নাক্ষিপথে কদাপি॥ ৪৮ ॥

ইতীরয়ত্যেবমপি ক্ষণেন বনেচরোঽয়ং প্রবিশন্ বনান্তম্ ॥ নিবধ্য গাঢ়ং নৃহরিং লতাভিঃ পুণ্যৈরগণ্যৈঃ পুরতো ন্যধাম্মে ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষিভিস্ত্বং মনসাঽপ্যগম্যো বনেচরস্যৈব কথং বশেঽভূঃ। ইত্যদ্ভুতাবিষ্টহৃদা ময়াঽসৌ বিজ্ঞাপ্যমানো বিভুরিত্যবাদীৎ ॥ ৫০ ॥

একাগ্রচিত্তেন যথাঽমুনাঽহং ধ্যাতস্তথা ধাতৃ-

ভগবন্তং ধ্যায়ন্নেকান্ দিবসানহং নীতবান্ ॥ ৪৬ ॥

হে বাচংযম? অস্মিন্ গিরিগহ্বরে কিমর্থমেকস্ত্বং বসসীতি কেনাপি কিরাতযূনা পুরা শশ্বৎ পৃষ্টোঽহমিতি বক্ষ্যমাণং প্রত্যুত্তরমুক্তবান্ ॥ ৪৭ ॥

তদাহ। কণ্ঠপর্য্যন্তমত্যদ্ভুতা নরমূর্ত্তির্যস্য পরতশ্চ সিংহাত্মা কশ্চিৎ মৃগোঽস্মিন বনে বসন্, হে মৃগয়ো! ব্যাধ! মমাক্ষিমার্গে কদাপি ন ভবতি। অহো অতি কষ্টম্ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যেবং ময়ি কথয়ত্যেব সতি অয়ং বনেচরো বনমধ্যং ক্ষণমাত্রেণ প্রবিশন্ নৃহরিং লতাভির্গাঢ়ং নিবধ্য মে পুণ্যৈরগণ্যৈর্মমাগ্রে স্থাপিতবান্ ॥ ৪৯ ॥

অদ্ভুতেনাশ্চর্য্যেণাবিষ্টং মনো যস্য তথাভূতেন ময়েত্যেবং বিজ্ঞাপ্যমানোঽসৌ বিভুর্হরিরিতি বক্ষ্যমাণমুক্তবান্ ॥ ৫০॥

তদুদাহরতি। যথাঽমুনা কিরাতযূনৈকাগ্রচিত্তেনাহং ধ্যাত-

কিছু দিন অতিবাহিত করি। ৪৬।

"হে মুনিবর! তুমি কি কারণে একাকী এই গিরি গহ্বরে বাস করিতেছ? কোন এক যুবক ব্যাধ আসিয়া আমাকে বারম্বার এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম। ৪৭।

হে ব্যাধ! কণ্ঠ পর্য্যন্ত অদ্ভুত মানব মূর্ত্তি থাকিবে এবং পর ভাগ সিংহমূর্ত্তি দ্বারা গঠিত হইবে, এরূপ একটী কোন মৃগ এত দিন আমি এই বনে বাস করিয়াছি, তথাপি আমার নয়ন পথে পতিত হইল না। ৪৮।

এই কথা বলিবার পর ঐ বনবাসী ব্যাধ ক্ষণকালের মধ্যে বনে প্রবেশ করিয়া লতা দ্বারা দৃঢ়রূপে নরসিংহকে বাঁধিয়া অগণ্য পুণ্য প্রভাবে আমার সম্মুখে স্থাপন করিল। ৪৯।

"মহর্ষিগণ আপনাকে মন দ্বারাও প্রাপ্ত হন না, তবে আপনি কিরূপে বনচরের বশীভূত হইলেন?" আমি এইরূপে আশ্চর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে যখন নিবেদন করিলাম, তখন সর্ব্ব শক্তিমান্ বিভু বলিতে লাগিলেন। ৫০।

"এই যুবক ব্যাধ যেরূপ একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিয়াছিল, পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও ওরূপ ধ্যান করেন নাই। অতএব তুমি ইহাকে

মুখৈ র্ন পূর্ব্বৈঃ। নোপালভেথাস্ত্বমিতীরয়ন্ মে কৃত্বা প্রসাদং কৃতবাংস্তিরোধিম্ ॥ ৫১ ॥

আকর্ণ্য তাং পদ্মপদস্য বাণীমানন্দমগ্নৈরখিলৈরভাবি। জগর্জ্জ চোচ্চৈর্জগদণ্ডভাণ্ডং ভূম্না স্বধাম্না দলয়ন্ নৃসিংহঃ ॥ ৫২ ॥

ততস্তদার্ভাটচলৎসমাধিঃ স্বাত্মপ্রবোধোন্মথিতত্র্যুপাধিঃ। উন্মীল্য নেত্রে বিকরালবক্ত্রং ব্যলোকয়ন্ মানবপঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৫৩ ॥

ত্বথা পূর্ব্বৈর্ব্রহ্মাদিভিরপি ন ধ্যাতোঽতস্ত্বং নোপালভেথা ইতি কথয়ন্ মে প্রসাদং কৃত্বা তিরোধানং কৃতবান্ ইন্দ্রং ॥ ৫১ ॥

পদ্মপাদস্য তাং বাণীং শ্রুত্বাঽখিলৈরানন্দমগ্নৈরভাবি সর্ব্বেঽপ্যানন্দমগ্না অভূবন্, অনন্তেন স্বতেজসা জগদ্ভাণ্ডং দলয়ন্ নৃসিংহো জগর্জ্জ চ ॥ উং ॥ ৫২ ॥

ততস্তস্য গর্জ্জনানন্তরং তস্যার্ভাটেন সাহঙ্কারনাদেন চলন্‌সমাধির্যস্য স্বাত্মসাক্ষাৎকারেণোন্মথিতাঃ কারণাদিত্রয় উপাধয়ো যস্য স শ্রীশঙ্করো নেত্রে উন্মীল্য করালবক্ত্রং মানবপঞ্চাস্যং নৃসিংহমবলোকয়ৎ ॥ ৫৩ ॥

তিরস্কার করিও না” এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। ৫১।

পদ্মপাদের ঐ কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে মগ্ন হইল। তৎকালে নরসিংহ অত্যুচ্চ তেজের সহিত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড বিদলিত করিয়া গর্জন করিতে লাগিল। ৫২।

অনন্তর সতেজ ও অহঙ্কারপূর্ণ শব্দে সমাধি ভঙ্গ হইল—আত্মসাক্ষাৎকার হওয়াতে কারণাদি তিনটী উপাধি দলিত হইল—তখন শঙ্কর নেত্রযুগল উন্মীলন করিয়া করালবদন এক নরসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন ॥ ৫৩।

চন্দ্রাংশুসোদর্য্যসটাজটালং তার্ত্তীয়নেত্রাজকনন্মিটালম্। সহোদ্যদুষ্ণাংশুসহস্রভাসং বিধ্যণ্ডবিস্ফোটকৃদট্টহাসম্ ॥ ৫৪ ॥

নখাগ্রনির্ভিন্নকপালিবক্ষঃস্থলোচ্চলচ্ছোণিতপঙ্কিলাঙ্গম্। শ্রীবৎসবৎসং গলবৈজয়ন্তীশ্রীরত্নসংস্পর্দ্ধিতদান্ত্রমালম্ ॥ ৫৫ ॥

তং বিশিনষ্টি, চন্দ্রকিরণসদৃশাভিঃ সটাভির্জ্জটালং ব্যাপ্তং তৃতীয় নেত্রকমলেন কনৎ স্ফুরন্মিটালং মস্তকং যস্য সহোদ্যতাং সূর্য্যসহস্রাণাং ইব ভা যস্য ব্রহ্মাণ্ডবিস্ফোটকরোঽট্টহাসো যস্য তম্ ॥ ৫৪ ॥

নখাগ্রেণ নির্ভিন্নাৎ কপালিবক্ষঃস্থলাদুচ্চলচ্ছোণিতস্য পঙ্কেন ব্যাপ্তান্যঙ্গানি যস্য তং। শ্রীবৎসো নাম রোম্ণামাবর্ত্তস্তেন যুক্তং দক্ষিণবক্ষো যস্য তং, বৎসঃ পুত্রাদিবর্ষয়োঃ, তর্ণকেনোরসি ক্লীব মিতি মেদিনী, গলে বৈজয়ন্ত্যা শ্রীরত্নেন কৌস্তভমণিনা চ সংস্পর্দ্ধিনী তস্য কপালিন আন্ত্রাণাং মালা যস্য তং ॥ ৫৫ ॥

দেখিলেন—চন্দ্রকিরণ তুল্য শ্বেতবর্ণ জটা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত—তৃতীয় নেত্র কমলদ্বারা মস্তক স্ফুরণ হইতেছে—এককালে সমুদিত সহস্র সূর্য্যের মতন প্রভা—অট্যহাস্যে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ হইতেছে—নখাগ্রভাগদ্বারা কাপালিকের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করাতে প্রবলবেগে তাহার রক্ত পঙ্কদ্বারা অঙ্গ সকল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—দক্ষিণ দিকের বক্ষ গোলাকার রোম রাজিদ্বারা বেষ্টিত—গলদেশে বৈজয়ন্তী এবং কৌস্তুভমণির সমকক্ষ কাপা-

সুরাসুরত্রাসকরস্যাতিঘোরস্বাকারসারব্যথিতাণ্ড-কোশম্। দংষ্ট্রাকরালানননির্যদগ্নিজ্বালালিসংলীঢনভোঽবকাশম্ ॥ ৫৬ ॥

স্বরোমকূপোদ্গতবিস্ফুলিঙ্গপ্রচারসন্দীপিতসর্ব্ব-লোকম্। জম্ভদ্বিড়ুজ্জৃম্ভিতশম্ভুদম্ভসংস্তম্ভনারম্ভকদ-ন্তপেষম্ ॥ ৫৭ ॥

দেবাসুরত্রাসকরস্যাতিঘোরস্য স্বাকারস্য সারেণ বলেন ব্যথিতোঽণ্ডকোশো যেন দংষ্ট্রাভিঃ করালাৎ মুখান্নির্গচ্ছদগ্নি-জ্বালালিভিঃ সংলীঢ়ঃ সমাস্বাদিতো নভোঽবকাশো যেন তম্ ॥ ৫৬॥

স্বরোমকূপেভ্য উদ্গতানাং বিস্ফুলিঙ্গানাং প্রচারেণ সন্দীপিতাঃ সর্ব্বলোকা যেন জম্ভমসুরবিশেষং দ্বেষ্টীতি জম্ভদ্বিড়িন্দ্রঃ উজ্জৃম্ভিত উল্লসিতঃ শম্ভুর্মহাদেবস্তয়োর্দম্ভস্য স্থাপনকৈতবস যৎ সংস্তম্ভনং তস্যারম্ভকো দন্তপেষো যস্য ॥ ৫৭ ॥

লীর অস্ত্র (আঁৎ) মালা বিরাজমান—দেবতা ও অসুরগণের ত্রাস জনক স্বকীয় ভীষণ দেহের বল-দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যথিত হইতেছে—দন্তদ্বারা ভীষণ মুখ হইতে বিনির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে—স্বীয় রোমকূপ নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রবাহে সকল প্রজ্বলিত হইয়াছে—জম্ভাসুর নাশী ইন্দ্র এবং প্রদীপ্তমূর্ত্তি মহাদেব এই উভয়ের দম্ভনাশক দন্তপেষণ করিতেছেন—"হে মহাত্মন্! অসময়ে যেন প্রলয় উপস্থিত না হয়, অতএব আপনি কোপ শমতা করুন" এই রূপে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সভয়ে আদরের সহিত কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক স্তব করিতে করিতে—তাঁহাকে অনুনয় করি-তেছে। ॥ ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮ ॥

মাভূদকালে প্রলয়ো মহাত্মন্! কোপং নিয়-চ্ছেতি গৃণদ্ভিরারাৎ। সসাধ্বসৈঃ প্রাঞ্জলিভিঃ সগাত্রকম্পৈর্ব্বিরঞ্চাদিভিরর্থ্যমানম্ ॥ ৫৮ ॥

বিলোক্য বিদ্যুচ্চপলোগ্রজিহ্বং যতিক্ষিতীশঃ পুরতো নৃসিংহম্। অভীতিরৈডিষ্ট তদোপকণ্ঠ-স্থিতোঽপি হর্ষাশ্রুপিনদ্ধকণ্ঠঃ ॥ ৫৯ ॥

নরহরে! হর কোপমনর্থদং তব রিপুর্নিহতো ভুবি বর্ত্ততে। কুরু কৃপাং ময়ি দেব সনাতনীং জগ-দিদং ভয়মেতি ভবদ্দৃশা ॥ ৬০ ॥

হে মহাত্মন্! অসময়ে প্রলয়ো মাভূৎ, অতঃ কোপং নিয়-চ্ছেত্যেবং সসাধ্বসৈঃ সগাত্রকম্পৈঃ প্রাঞ্জলিভিরাদরাৎ স্তবদ্ভিঃ ব্রহ্মাদিভিঃ প্রার্থ্যমানম্ ॥ ৫৮ ॥

বিদ্যুৎবচ্চপলোগ্র জিহ্বমেবং ভূতং নৃহরিং পুরতো বিলোক্য সদা সমীপং স্থিতোঽপি ভীতিরহিতো হর্ষাশ্রুভিঃ পিনদ্ধঃ কণ্ঠো যস্য স যতিরাজঃ শ্রীশঙ্করঃ স্তুতবান্। উপে০ ॥ ৫৯ ॥

হে নরহরে! কোপমুপসংহর, যতোঽনর্থদং যদর্থমাবিষ্কৃতঃ স তু তব শত্রুর্নিহতঃ সন্ ভুবি বর্ত্ততেঽতো হে দেব! সনাতনীং! ময়ি কৃপাং কুরু। কিঞ্চ ভবৎকোপদৃষ্ট্যা সর্ব্বমিদং জগদ্ভয়মেতি ৬০

বিদ্যুতের মতন লোলরসনা ঐ নরসিংহ মূর্ত্তি সম্মুখে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়াও ভয় সঞ্চার হইল না এবং আনন্দাশ্রু পতনে রুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া যতিরাজ শঙ্কর নরসিংহকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

দেব! আপনি আমাদের উপরে সনাতন কৃপা বিস্তার করুন। আপনার কোপ দেখিয়া এই চরা-চর জগৎ ভীত হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

তব বপুঃ কিল সত্ত্বমুদাহৃতং তব হি কোপন-মণ্বপি নোচিতম্। তদিহ শান্তিমবাপ্নুহি শর্ম্মণে হরগুণং হরিরাশ্রয়সে কথম্॥ ৬১॥

সকলভীতিষু দৈবতম! স্মরন্ সকলভীতিমপোহ্য সুখী পুমান্। ভবতি কিং প্রবদামি তবেক্ষণে পরমদুর্লভমেব তবেক্ষণম্ ॥৬২॥

কিঞ্চ তব বিষ্ণোঃ বপুঃ খলু সত্যং উদাহৃতং হি যতস্তব কোপনমণ্বপি নোচিতং। তত্তস্মাদস্মিন্ কালে সুখায় শান্তিং প্রাপ্নুহি তবৈতন্নোচিতমিতি সাক্ষেপমাহ। রুদ্রগুণস্তমঃ সত্ত্বগুণো বিষ্ণুঃ ত্বং কথমাশ্রয়সে ॥ ৬১ ॥

এবং কোপশান্তিং প্রার্থয়িত্বা স্তৌতি, হে দৈবতম! সকলভীতিষু স্মরন্ সন্ সর্ব্বমপোহ্য পুমান্ সুখী ভবতি। তব দর্শনে সতি কিং প্রবদামি স যদ্ভবতি ন তদ্বক্তুং শক্যমিত্যর্থঃ তস্মাৎ তব দর্শনং পরমদুর্লভমেব ॥ ৬২ ॥

হে নরসিংহ! আপনি কোপ সংহার করুন, অনর্থক কোপে কোন প্রয়োজন নাই। যেকারণে আপনার ক্রোধ হইয়াছিল, দেখুন—আপনার সেই বিপক্ষ হত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। আপনি বিষ্ণু—আপনার শরীর সত্ত্বগুণ বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং অণুমাত্র আপনার কোপ উচিত নহে। অতএব এক্ষণে সুখের নিমিত্ত শান্তি অবলম্বন করুন। আপনি সত্ত্বগুণাবলম্বী হরি হইয়া তমোগুণাবলম্বী হরগুণ কেন অবলম্বন করিতেছেন? ॥ ৬১ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ! সকল প্রকার ভয় উপস্থিত হইলে আপনাকে স্মরণ করিয়া সকল প্রকার ভয় হইতে মুক্ত হইয়া পুরুষে সুখী হইয়া থাকে। আপনার দর্শনে যে কি হয় তাহা আপনার সম্মুখে আর কি বলিব। আপনার দর্শন জগতে একান্ত দুর্লভ ॥ ৬২ ॥

স্মৃতবতস্তব পাদসরোরুহং মৃতবতঃ পুরুষস্য বিমুক্ততা। তব করাভিহতোঽমৃত ভৈরবো ন হি স এষ পুনর্ভবমেষ্যতি ॥ ৬৭ ॥

দিতিজসূনুমমুং ব্যসনার্দ্দিতং সকৃদরক্ষদুদারগুণো ভবান্। সকলগত্বমুদীরিতমস্ফুটং প্রকটমেব বিধিৎসুরভূৎ পুরা ॥ ৬৪ ॥

অথ কাপালিকস্য বিমোক্ষায় ব্যাজেনাহ। তব পাদকমলং স্মৃতবতো মৃতবতঃ পুরুষস্য বিমুক্ততা ভবতি। অয়ন্তু ভৈরবস্তবকরেণাভিহতঃ সন্নমৃত অতঃ সৈষ পুনঃ সংসৃতিং ন প্রাপ্স্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ভক্তরক্ষণং তদ্বচনপালনঞ্চ তব স্বভাব এবেত্যাহ। দিতিজস্য হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রং প্রহ্লাদং অমুমুদারগুণো ভবান্ সকৃদরক্ষৎ। ক্কাসাবিতি পিত্রা পৃষ্টেন তেনোদীরিতং সর্ব্বত্রৈবাস্তীতি সর্ব্বগত্বমস্ফুটং প্রকটমেব বিধাতুমিচ্ছুঃ পুরা অগ্রে ভবান্ প্রাদুরভূৎ ॥ ৬৪ ॥

যে পুরুষ আপনাকে স্মরণ করিয়া মরিয়া যায় সেই পুরুষের অব্যর্থ মুক্তি। কিন্তু এই ভৈরব যখন আপনার হস্তে মরিয়া গিয়াছেন, তখন কখনই আর এই ভবে আসিতে হইবে না ॥ ৬৩ ॥

হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ যখন বিপদে পতিত হয় তখন আপনি তাহাকে উদারগুণে প্রথমে একবার রক্ষা করেন। পরে তাহার পিতা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে "সে কোথায়?" তখন পুত্র বলিল তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। পূর্ব্বে

সৃজসি বিশ্বমিদং রজসাবৃতঃ স্থিতিবিধৌ শ্রিত-সত্ত্ব উদায়ুধঃ। অবসি তদ্ধরণে তমসাবৃতো হরসি দেব! তদা হরসংজ্ঞিতঃ॥ ৬৫॥

তব জনির্নগুণাস্তব তত্ত্বতো জগদনুগ্রহণায় ভ-বাদিকম্। তব পদং খলু বাঙ্মনসাতিগং শ্রুতিব-চশ্চকিতং তব বোধকম্॥ ৬৬॥

ত্বমেব ব্রহ্মাদিরূপেণ সৃষ্ট্যাদিকং করোষীত্যাহ। রজসাবৃতো বিশ্বং সৃজসি স্থিতিবিধৌ স্বীকৃতসত্ত্বঃ উদ্যতায়ুধঃ পালয়সি তস্য হরণসময়ে হে দেব! তমসাবৃতস্তদা হরসংজ্ঞিতো হরসি॥ ৬৫॥

বস্তুতস্তু অজস্য জন্ম নির্গুণস্য গুণাশ্চ নৈব সন্তি তর্হি জন্মাদিকং কিমর্থমিত্যত আহ। তব জন্মাদিকং জগদনুগ্রহণায় যতস্তব পদং বাঙ্মনসাতিগং যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদি শ্রুতেঃ। তর্হি তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি, কথং শ্রুতিগম্যতেতি চেত্তত্রাহ। শ্রুতিবচশ্চকিতং সত্তব বোধকং অস্থূলমনণ্বিত্যেবং নিষেধমুখেন লক্ষণাবৃত্ত্যা চ বোধয়তি নতু সাক্ষাদিত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

আপনার সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি অপ্রকাশ্য ছিল, পরে প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনি তাহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন॥ ৬৪॥

দেব! আপনি রজোগুণে জগৎ সৃষ্টি করেন—সত্ত্বগুণে অস্ত্রশস্ত্র ধরিয়া বিশ্ব পালন করেন—ঐ জগৎসংহারকালে তমোগুণে হরনাম ধারণ পূর্ব্বক জগৎধ্বংস করেন॥ ৬৫॥

বস্তুতঃ আপনার জন্ম ও নাই—গুণও নাই—কারণ, আপনি অজ এবং নির্গুণ। কেবল জগতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আপনার জন্মাদি কল্পিত হইয়া থাকে। বেদে আছে—"যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত যে স্থান হইতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হয়" সুতরাং আপনার কিরূপ পদ তাহা বাক্য মনের অতীত। তবে যে বেদের কোন স্থানে আছে"ত্বং ত্বৌপ নিষদং পৃচ্ছামি" সেই উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে জিজ্ঞাসা করি। ইহা কেবল চকিতভাবে বেদবাক্য আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কারণ, "অস্থূল-মনণু" স্থূল নহে—সূক্ষ্ম নহে—ইত্যাদি নিষেধ প্রকাশমান থাকাতে লক্ষণাদ্বারা* সভয়ে বেদ বচনদ্বারা আপনার প্রতীত হয়। ৬৬।

নরহরে! তব নামপরিশ্রবাৎ প্রমথগুহ্যকদুষ্ট-পিশাচকাঃ। অপসরন্তি বিভোঽসুরনায়কা ন হি পুরঃস্থিতয়ে প্রভবন্ত্যপি॥ ৬৭॥

যদ্যপি নামরূপাদিবিনির্মুক্তস্ত্বং তথাপি হে নরহরে! তবনামপরিশ্রবণাৎ প্রমথাদয়োঽপসরন্তি দূরতরং গচ্ছন্তি। হে বিভো! দৈত্যনায়কাস্তু পুরঃস্থিতয়েঽপি সমর্থা ন ভবন্তি॥৬৭॥

হে নরসিংহ! যদ্যপি আপনার নাম কি

* লক্ষ্যার্থ ও বাচার্থ বোধক নিয়ম। যেরূপ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতি বসতি" এইস্থলে গঙ্গা শব্দের অর্থ জল প্রবাহ তাহাতে বাস করা অসম্ভব, সুতরাং তীরপদে লক্ষণা! অর্থাৎ গঙ্গাতীরে বাস করিতেছে।

ত্বমেব সর্গস্থিতিহেতুরস্য ত্বমেব নেতা নৃহরেঽখিলস্য। ত্বামেব চিন্ত্যো হৃদয়েঽনবদ্যে ত্বামেব চিন্মাত্রমহং প্রপদ্যে ॥ ৬৮ ॥

হতো বরাকো হি রুষং নিযচ্ছ বিশ্বস্য ভূমন্নভয়ং প্রযচ্ছ। এতে হি দেবাঃ শমমর্থয়ন্তে নিরীক্ষ্য ভীতাঃ প্রতিখেদয়ন্তে ॥ ৬৯ ॥

তথা চ যতঃ সর্গাদিহেতুং নিয়ন্ত্রাদিশ্চ ত্বমেবাতস্ত্বামেব চিন্মাত্রমহং প্রপদ্যে ইত্যাহ ত্বমেবেতি ॥ উং ॥ ৬৮ ॥

এবং স্তুত্বা রোষশান্তিংপুনঃ প্রার্থয়তে। হি যস্মাদয়ং বরাকো হতোঽতঃ কোপং নিয়চ্ছ হে ভূমন্! তেন চ বিশ্বস্যাভয়ং প্রযচ্ছ হি যস্মাদেতে দেবাঃ শমং প্রার্থয়ন্তে নিরীক্ষ্য ভীতাঃ প্রতিখেদং প্রাপ্নুবন্তি ৬৯

রূপ নাই, তথাপি আপনার নাম মাত্র শ্রবণে শিবপারিষদ, প্রমথ, কুবের অনুচর গুহ্যক এবং দুষ্ট পিশাচ সকল দূরে পলায়ন করে। হে বিভো! এই কারণে অসুরপতি সকল আপনার সম্মুখে অবস্থান করিতেও সক্ষম নহে। ৬৭।

নৃসিংহ! আপনি একমাত্র অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতিকারণ এবং অখিল জগতের আপনিই শাসন কর্ত্তা। আপনি যোগিগণের প্রশস্ত হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান। আপনি চিন্ময় অতএব আমি আপনাকে ভজনা করি। ৬৮।

পামর কাপালিক হত হইয়াছে—এক্ষণে আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। হে বিশ্বময়! আপনি জগতের অভয় প্রদান করুন। এই সকল দেবতা আপনার কোপ শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন—আপনার কোপদৃষ্টি অবলোকন করিয়া দেবতাগণ ভীত ও খেদান্বিত হইয়াছেন। ৬৯।

দ্রষ্টুং ন শক্যা হি তবানুকম্পা হীনৈর্জনৈর্নিহ্নুতকোটিশম্পাম্। মূর্ত্তিং তদাত্মন্নুপসংহরেমাং পাহি ত্রিলোকীং সমতীতসীমাম্ ॥ ৭০ ॥

কল্পান্তোজ্জৃম্ভমাণপ্রমথপরিবৃঢপ্রৌঢলালাটবহ্নিজ্বালালীঢত্রিলোকীজনিতচটচটাধ্বানধিক্কারধুর্য্যঃ। মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরকুহরমনৈকান্ত্যদুস্থা-

কিঞ্চ হি যস্মাৎ তবানুকম্পা হীনৈর্জনৈর্দ্রষ্টুং ন শক্যা তত্তস্মাদ্ধে আত্মন্নিমাং তিরস্কৃতকোটিবিদ্যুতং মূর্ত্তিমুপসংহর তে তব ভয়াৎ সমতিক্রান্তসীমাং ত্রিলোকীং পাহি ॥ ৭০ ॥

অথেদানীং শ্রীনৃসিংহাট্টহাসং বর্ণয়ং স্তম্মাদ্ দুরিতশমং প্রার্থয়তি, কল্পান্ত উজ্জৃম্ভমাণস্য প্রমথপরিবৃঢ়স্য প্রৌঢ়ো যো ললাট বহ্নিস্তস্য জ্বালাভিরালীঢ়ায়াং ত্রিলোক্যাং জনিতস্য চটচটাশব্দস্য ধিক্কারে ধুর্য্যঃ পুনশ্চ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডোদরকুহরং ব্রহ্মাণ্ডাত্মকপাত্রজঠরচ্ছিদ্রমধ্যে যো অনৈকান্ত্যেনাব্যভিচারেণ দুস্থা দুর্ঘটা একরূপেণ স্থিতির্যস্যাঃ অনেকরূপাং জন্মমরণাদিলক্ষণাবস্থাং প্রতি স্ত্যানস্ত্যানো ঘনানলঘনো বহ্নিমূর্ত্তিঃ স্ত্যানং স্নিগ্ধেঽপি

যাহাদের উপরে আপনার অনুকম্পা নাই তাহারা আপনার মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। হে পরাত্মন্! আপনার যে মূর্ত্তি কোটি কোটি বিদ্যুতকে ও তিরস্কার করিতে পারে এক্ষণে সে মূর্ত্তি শীঘ্র পরিবর্ত্তন করুন। আপনার ভয়ে এই ত্রৈলক্য সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, এক্ষণে আপনি এই ত্রিজগৎ রক্ষা করুন। ৭০।

প্রলয় কালে প্রদীপ্ত প্রমথ পতি রুদ্র দেবের

মবস্থাং স্ত্যানস্ত্যানো মমায়ং দলয়তু দুরিতং শ্রী-নৃসিংহাট্টহাসঃ ॥ ৭১ ॥

মধ্যে ব্যানদ্ধবাতন্ধয়গুণবলনাধানমন্থানভূভৃ-ন্নমন্থেনোৎক্ষোভিতুগ্ধোদধিলহরিমিথঃস্ফালনাচার-ঘোরঃ। কল্পান্তোন্নিদ্ররুদ্রোচ্চতরডমরুকধ্বান-বদ্ধাভ্যসূয়ো ঘোষোঽয়ং কর্ণঘোরঃ ক্ষপযতু নৃহরে-রংহসাং সংহতিং নঃ ॥ ৭২ ॥

চ ধ্বনলালসয়োরপীতি মেদিনী, এবম্ভূতোঽয়ং শ্রীনৃসিংহাট্ট-হাসো মম দুরিতং দলয়তু স্রগ্ধরা ॥ ৭১ ॥

কিঞ্চ মধ্যে ব্যানদ্ধস্য সম্যগ্‌বদ্ধস্য বাতন্ধয়ো বায়ুপো বাসুকি-সংজ্ঞঃ সর্পঃ তল্লক্ষণগুণস্য বলনস্যাবেষ্টনস্যাধানং স্থাপনং যত্র স চাসৌ মন্থনাদ্রির্মন্দরাচলস্তেন যো মন্থো মন্থনং তেন ক্ষোভিতঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য লহরীণাং যো মিথঃ স্ফালনাচারস্তাড়নাচারস্তদ্বৎ ঘোরস্তস্মাৎ ঘোর ইতি বা। শ্রুতশ্চ কল্পান্তে উন্নিদ্রস্য রুদ্রস্যোচ্চৈঃ ডমরুকশব্দেন বদ্ধাঽভ্যসূয়া যেন তথাভূতোঽয়ং কর্ণঘোরো নৃহরের্ঘোষোনোঽংহসাং পাপানাং সমুদায়ং ক্ষপয়তু ॥ ৭২ ॥

ললাটবহ্নির স্ফুলিঙ্গ দ্বারা জাজ্বল্যমান ত্রৈলোক্যে যে চট্ চট্ শব্দ জন্মিয়াছে আপনার অট্টহাস্য সেই শব্দকে ও ধিক্কার দিতে সক্ষম। ব্রহ্মাণ্ড রূপ একটী পাত্রের উদরস্থ ছিদ্রের মধ্যে সর্ব্বদাই এক রূপে জন্ম মরণাদি যে সকল অনন্ত অবস্থা আছে, সেই সকল অবস্থা বিনাশ করিতে আপনার অট্ট-হাস্য অনলমূর্ত্তি। অতএব নরসিংহের এরূপ অট্টহাস্য আমার দুরিত দলন করুক। ৭১।

যে মন্দর পর্ব্বতের মধ্যস্থলে বায়ুভোজী বা-সুকি সর্প রূপ রজ্জু বেষ্টনাকারে যাহাতে স্থাপিত হইয়াছে, ঐ মন্দর শৈল মন্থন করাতে যে ক্ষীর সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তাহার তরঙ্গমালার পর-স্পর তাড়না তুল্য ভয়ঙ্কর—প্রলয়কালে জাগরিত রুদ্রের উচ্চ ডমরু শব্দে যাহার অসূয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে—নরসিংহের এরূপ কর্ণ কঠোর অট্ট-হাস্যের শব্দ আমাদিগের পাপরাশি বিদলিত করুক। ৭২।

ক্ষুন্দানো মংক্ষু কল্পাবধিসময়সমুজ্জৃম্ভদম্ভোদগুম্ফ-স্ফূর্জ্জদম্ভোলিসজ্যস্ফুরদুরুরটিতাখর্ব্বগর্ব্বপ্ররোহা-ন্। ক্রীড়াক্রোড়েন্দ্রঘোণাসরভসবিসরদ্‌ঘোর-ঘূর্ঘোরবশ্রীর্গম্ভীরস্তেঽট্টহাসো হরহর! নৃহরে রংহ-সাংহাংসি হন্যাৎ ॥ ৭৩ ॥

কিঞ্চ কল্পান্তসময়ে সমুজ্জৃম্ভতাং অম্ভোদানাং গুম্ফে সমূহে স্ফূর্জতামশনীতাং স্ফুরন্ত্যা পুরুরটিতায়া বৃহদ্‌গর্জ্জনায়া অনল্পান্ মংক্ষু ক্ষুন্দান আশু চূর্ণীকুর্ব্বাণঃ পুনশ্চ ক্রীড়ার্থে যো বরাহেন্দ্র-স্তস্য নাসায়াঃ সরভসং সবেগং বিসরন্ যো ঘোরো ঘূর্ঘোলক্ষণঃ শব্দস্তস্য শ্রীরিব শ্রীর্যস্য স গম্ভীরঃ তে নৃহরেরট্টহাসো হে হর হরেতি সম্ভ্রমে বীপ্সা বেগেন নঃ পাপানি হন্যাৎ ॥ ৭৩ ॥

আপনার অট্টহাস প্রলয়কালে প্রকাশমান জলদাবলীর দেহে যে সকল বজ্রের বৃহৎ গর্জ্জন হইয়া থাকে, তাহাদের বহুল গর্ব্ব অঙ্কুর সকল আশু চূর্ণ করিতে পারে। ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বরাহ গতির নাসিকা হইতে সবেগে যে ঘুর্ঘুর শব্দ বিস্তৃত হয়, তাহার মতন আপনার অট্ট-হাস্যের শব্দ। অতএব আপনার গম্ভীর ঐ অট্ট-হাস্য সবেগে আমাদের পাপ সকল দলন করুক। ।৭৩।

এবং বিশিষ্টনুতিভির্নৃহরৌ প্রশান্তে স্বং ভাবমেত্য মুনিরেষ বভূব শান্তঃ। স্বপ্নানুভূতিমিব শান্তমনাঃ স্বমেনমাত্মানমাত্মগুরবে প্রণতিঞ্চকার॥ ৭৪॥

চারিত্র্যমেতৎ প্রযতস্ত্রিসন্ধ্যং ভক্ত্যা পঠেদ্যঃ শৃণুয়াদবন্ধ্যম্। তীর্ত্বাঽপমৃত্যুং প্রতিপদ্য ভক্তিং স ভুক্তভোগঃ সমুপৈতি মুক্তিম্ ॥৭৫॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদুগ্রভৈরবনির্জ্জয়ঃ।
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গ একাদশোঽভবৎ ॥১১॥

এবং বিশিষ্টস্তুতিভির্নৃহরৌ প্রশান্তে সতি এষ মুনিঃ পদ্মপাদঃ স্বস্তাবমেত্য শান্তো বভূব ততশ্চ শান্তমনাঃ স্বপ্নানুভূতিমিবৈনং স্বাত্মানং স্বগুরবে প্রকর্ষেণ নতিঞ্চকার ॥ ব০ ॥ ৭৪ ॥

উক্তচারিত্র্যপঠনাদেঃ ফলমাহ। চারিত্র্যমিতি, প্রযতঃ সাবধানঃ অবন্ধ্যমনিষ্ফলম্ ॥ উ০ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-
শ্রীপূজ্যপাদশিষ্য দত্তবংশাবতংস রামকুমার-
সূনুধনপতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-
বিজয়ডিণ্ডিমে একাদশঃ
সর্গঃ ॥ ১১ ॥

এইরূপে স্তবদ্বারা নরসিংহ শান্ত হইলে ঐ মুনি পদ্মপাদ স্বকীয় পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিয়া শান্ত হইলেন। অনন্তর শান্ত মনে স্বপ্ন-অনুভবের মতন স্বীয় আত্মা জানিতে পারিয়া স্বকীয় গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ৭৪।

যে ব্যক্তি সংযত মনে ত্রিসন্ধ্যা ভক্তি পূর্ব্বক এই চরিত্র পাঠকরে এবং ঐ সকল চরিত্র যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি অপমৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তি সহকারে ঐহিক ভোগের অবসানে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ৭৫।

ইতি একাদশ অধ্যায় ॥

অথ দ্বাদশঃ সর্গঃ।

অথৈকদাসৌ যতিসার্বভৌমস্তীর্থানি সর্বাণি চরন্ সতীর্থ্যৈঃ। ঘোরাৎ কলের্গোপিতধর্ম্মমাগাদ্ গোকর্ণমভ্যর্ণচলার্ণবৌঘম্ ॥ ১ ॥

বিরিঞ্চিনাম্ভোরুহনাভবন্দ্যং প্রপঞ্চনাট্যাদ্-

অথ হস্তামলকাদিপ্রসঙ্গং সপরিকরং বর্ণয়িতুমারভতে। অথানন্তরমেকস্মিন্ কালে যতিচক্রবর্ত্তী শ্রীশঙ্করঃ শিষ্যৈঃ সহ সর্বাণি তীর্থানি চরন্ ঘোরাৎ কলের্গোপিতো রক্ষিতো ধর্ম্মো যেন তং অভ্যর্ণঃ অবিদূরঃ চলঃ সমুদ্রস্তৌঘো রয়ো যস্য তং গোকর্ণমাগাৎ অভেশ্চাদিদূর ইত্যনেনার্দেনির্নিষ্ঠায়া ইণ্নিষেধঃ ॥ উ০ ॥ ১ ॥

গত্বা চ প্রণমন্ মহেশং তুষ্টাব কথংভূতমিতি তত্রাহ। বিরিঞ্চিনা ব্রাহ্মণা বিরিঞ্চোঽথ বিরিঞ্চিশ্চ ব্রহ্মণ্যপি বিরিঞ্চিন ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ। কমলনাভেন বিষ্ণুনা চ বন্দ্যং যতঃ প্রপঞ্চ

এই অধ্যায়ে সবিস্তরে হস্তামলকাদির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইবে, তন্নিমিত্ত তাহার উপক্রম হইতেছে। অনন্তর কোন সময়ে যতি সম্রাট্ শঙ্কর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া—ঘোর কলিকাল হইতে যে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে—যাহার অনতিদূরে সমুদ্রের চঞ্চল জল প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে—সেই গোকর্ণে গমন করিলেন। ১।

গমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু আপনাকে

ভূতসূত্রধারম্। তুষ্টাব বামার্দ্ধবধূটিমস্তদুষ্টাবলেপং প্রণমন মহেশম্ ॥ ২ ॥

বপুঃ স্মরামি ক্বচন স্মরারের্বলাহকাদ্বৈতবদাবদশ্রি। সৌদামিনীসাধিতসংপ্রদায়সমর্থনাদেশিকমন্যতশ্চ ॥ ৩ ॥

লক্ষণস্য নাট্যস্যাদ্ভুতসূত্রধারং কর্টস্থস্য সতি তৎকর্তৃত্বেনাশ্চর্যরূপং নাটকাচার্যং যতো মায়াসচিবমিত্যাহ। বামার্দ্ধে বধটির্বিধর্মস্য তং তথাপ্যাস্তো দুষ্টানাং কামক্রোধাদীনাং লেপো যস্মাত্তম্ ॥ ২ ॥

কামারের্বপুঃ স্মরামি ক্বচন দক্ষিণভাগে বলাহকেন মেঘেনাদ্বৈতস্যাভেদস্যবদাবদা বাদিনী শ্রীর্যস্মিন্ অন্যতো বামভাগতশ্চ বিদ্যুতা সাধিতস্য মেঘাবিনাভাবাদিরূপস্য সংপ্রদায়স্য সমর্থনায়াং দেশিকং গুরুম্ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বদা বন্দনা করিয়া থাকেন — আপনি এই প্রপঞ্চ জগৎরূপ নাটকের অদ্ভুত সূত্রধার। ফলতঃ আপনি নিত্য হইয়াও কর্ত্তৃত্ব বশতঃ আশ্চর্য্য জনক নাটকের আচার্য্য অর্থাৎ মায়াপূর্ণ। সুতরাং আপনার প্রভাবে কাম ক্রোধাদি দুষ্ট রিপুগণের অহঙ্কার আশু দমিত হইয়া থাকে। ২।

আপনি কামশত্রু, আপনার দক্ষিণ ভাগের অঙ্গ মেঘদ্বারা অদ্বৈত-মত-প্রকাশিকা শোভা বিস্তার করিতেছে। বামভাগের অঙ্গ সৌদামিনী দ্বারা যে সম্প্রদায় (মেঘযুক্ত) সাধিত হয়, তাহা সমর্থন করিতে গুরুর মতন সক্ষম। সুতরাং আমি আপনার এরূপ অলৌকিক মূর্ত্তি ধ্যানকরি। ৩।

দামাঙ্গসীমাঙ্কুরদংশুতৃণ্যা চঞ্চন্মৃগাঞ্চদ্ভরদক্ষপাণি। সব্যান্যশোভাকলমাগ্রভক্ষসাকাঙ্ক্ষকীরান্যকরং মহোঽস্মি ॥ ৪ ॥

মহীধ্রকন্যাগলসঙ্গতোঽপি মাঙ্গল্যতন্তুঃ কিল হালহালম্। যৎকণ্ঠদেশে কৃতকুণ্ঠশক্তিমৈক্যানুভাবাদয়মস্মি ভূমা ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ বামাঙ্গলক্ষণে সীম্নি ক্ষেত্রে সীমাঘটিস্থিতিক্ষেত্রেষ্বণ্ডকোশেঽপি চ স্ত্রিয়ামিতি মেদিনী। অঙ্কুরন্ত্যাং রোহন্ত্যাং কিরণলক্ষণায়াং তৃণ্যায়াং তৃনসমূহে চঞ্চন্মৃগেণ স্ফুরদ্ভরো দক্ষিণহস্তো যস্য তৎতথা সব্যান্যস্য দক্ষিণভাগস্য শোভৈব কলমঃ সস্যং কলমঃ পুংসি লেখন্যাং শালৌ পাটচ্চরেঽপি চেতি মেদিনী। তস্যাগ্রস্য ভক্ষণে সাকাঙ্ক্ষঃ কীরঃ শুকোঽন্যকরে বামহস্তে যস্য তন্মহোঽহমস্মি। তত্র শিবকরে মৃগঃ পার্ব্বতীহস্তে শুক ইতি বোধ্যম্ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ ধরাধরস্য হিমাচলস্য কন্যায়া গলেন সংলগ্নোঽপি মাঙ্গল্যতন্তুঃ সৌভাগ্যসূত্রং যস্য কণ্ঠদেশে হালাহলং কুণ্ঠশক্তিমকৃত সোঽয়ং ভূমা ঐক্যানুভবাদহমেবাস্মি ॥ ৫ ॥

আপনার বাম অঙ্গ একটী ক্ষেত্রস্বরূপ। তাহাতে যে সকল কিরণরূপ তৃণরাজি অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা ভক্ষণ করিতে একটী একটী মৃগ ইতঃস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। ঐ অপূর্ব্ব মৃগ দ্বারা আপনার দক্ষিণ হস্ত নিয়ত সুরঞ্জিত। আপনার দক্ষিণভাগের শোভা একটী শস্য—ঐ শস্যের অগ্রভাগ খাইতে একটী শুকপক্ষী আকাঙ্ক্ষিত মনে আপনার বামহস্তের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। আমি আপনার এরূপ তেজ যেন হইতে পারি। অর্থাৎ শিবকরে মৃগ এবং পার্ব্বতীর হস্তে শুক আছে ॥ ৪ ॥

গুণত্রয়াতীতবিভাব্যমিত্থং গোকর্ণনাথং বসচাহ র্চয়িত্বা। তিস্রঃ স রাত্রীঃ ত্রিজগৎপবিত্রে ক্ষেত্রে মুদৈষ ক্ষিপতিস্ম কালম্ ॥ ৬ ॥

বৈকুণ্ঠকৈলাসবিবর্ত্তভূতং হরন্নতাঘং হরিশঙ্করাখ্যম্। দিব্যস্থলং দেশিকসার্বভৌমঃ তীর্থপ্রবাসী ন চিরাদযাসীৎ॥ ৭ ॥

গুণাতীতৈর্ব্বিভাব্যং বিভাবনীয়ং গোকর্ণনাথমিত্থং বচসাঽর্চ্চয়িত্বা তিস্রঃ রাত্রীঃ ত্রিজগৎপবিত্রে ক্ষেত্রে সৈষ মুদা কালং ক্ষিপতিস্ম ॥ ৬ ॥

ততশ্চ বৈকুণ্ঠকৈলাসয়োর্ব্বিবর্ত্তভূতং স্বাতিরিক্তাকারেণ বর্ত্তনং বিবর্ত্তস্তদ্রূপং তয়ো রূপান্তরং নতাঘং হরৎ হরিশঙ্করাখ্যং দিব্যং স্থলং তীর্থপ্রবাসী দেশিকসার্ব্বভৌমঃ শীঘ্রমেবাগাৎ ॥৭॥

হিমালয়ের কন্যার গলদ্বারা সংলগ্ন হইয়াও সৌভাগ্যসূত্র যাহার কণ্ঠদেশে বিষকে কুণ্ঠিতশক্তি করিয়াছে, উভয়ের ঐক্য অনুভব করাতে আমিই সেই সর্ব্বময় হইতেছি। ৫।

যাহারা গুণাতীত—তাহারাই আপনাকে ভাবিতে পারেন। এইরূপে শুভবাক্যে গোকর্ণনাথের অর্চনা করিয়া ত্রিজগতের পবিত্রতাকারক ঐ পুণ্যক্ষেত্রে তিন রাত্রি আনন্দে অতিবাহিত করিলেন ॥ ৬।

তীর্থবাসী আচার্য্যগণের সম্রাট্ শঙ্কর বৈকুণ্ঠ এবং কৈলাসের রূপান্তর মাত্র এবং প্রণতজনের পাপনাশী হরিশঙ্কর নামক স্বর্গীয় স্থলে শীঘ্র গমন করিলেন। ৭।

ভ্রমাপনোদায় ভিদাবদানামদ্বৈতমুদ্রামিহ দর্শয়ন্তৌ। আরাধ্য দেবৌ হরিশঙ্করৌ স দ্ব্যর্থাভিরিত্যর্চ্চয়তিস্ম বাগ্‌ভিঃ ॥ ৮ ॥

বন্দ্যং মহাসোমকলাবিলাসং গামাদরেণাকলয়ন্নানাদিম্। মৈনং মহঃ কিঞ্চন দিব্যমঙ্গীকুর্বন্ বিভুর্ম্মে কুশলানি কুর্য্যাৎ ॥ ৯ ॥

ভেদবাদিনাং ভ্রমাপনোদায়াস্মিন্ লোকে অদ্বৈতমুদ্রাং দর্শয়ন্তৌ হরিশঙ্করৌ দেবাবারাধ্য স শ্রীশঙ্কর ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ দ্ব্যর্থাভিঃ বাগ্‌ভিরর্চ্চয়তিস্ম ॥ ৮ ॥

তা এবোদাহরতি। বন্দ্যং সপ্তর্ষ্যাদিভির্ব্বন্দনীয়ং মহতঃ সোমস্য প্রলয়াব্ধিনীরস্য কলাভিরংশৈঃ কলায়াং মূলে বা বিলাসঃ ক্রীড়া যস্য সোমঃ কুবেরে পিতৃদেবতায়াং বসুপ্রভেদে চ সুধাকরে চ। দিব্যৌষধীশ্যামলতাসমীরকর্পূরনীরেষু চ বানরে চেতি বিশ্বপ্রকাশঃ। কলা স্যান্ মূলরৈবৃদ্ধৌ শিল্পাদাবংশমাত্রক ইতি মেদিনী। সোমকস্যবেদাপহারকস্যাসুরস্য লাবী নাশকো লাসঃ ক্রীড়া যস্যেতি বা তথাভূতমনাদিং সর্ব্বকারণত্বাদকারণমৈনং মাৎস্যং দিব্যমপ্রাকৃতং কিঞ্চনাচিন্ত্যং তেজোঽঙ্গীকুর্ব্বন্ গাং নৌকারূপাং ভূমিমাদরেণাকলয়ন্ বিকর্ষন্ বিভুরনন্তশক্তিব্যাপকো বিভুর্ম্মে কুশলানি কুর্য্যাৎ তথাচোক্তং। রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈব-

যাহারা ভেদবাদী, তাহাদিগের ভ্রম অপনয়ন করিবার নিমিত্ত এই জগতে যে দেবতা অদ্বৈত মুদ্রা প্রদর্শন করিতেছিলেন, সেই হরিও হর আরাধনা করিয়া শঙ্কর দুইটী অর্থযুক্ত বচন দ্বারা অর্চনা করিতে লাগিলেন। ৮।

যে তেজ সপ্তর্ষিগণের বন্দনীয়—প্রলয় কালে সমুদ্রের অতি মহৎ জলরাশির অংশ দ্বারা যে

যো মন্দরাগং দধদাদিতেয়ান্ সুধাভুজঃ স্মাতনুতেঽবিষাদী। স্বামদ্রিলীলোচিতচারুমূর্ত্তে! কৃপামপারাং স ভবান্ বিধত্তাম্ ॥ ১০ ॥

স্বতঃ মন্থমিতি। অহং ত্বামৃষিভিঃ সাকং মহানাবমুদন্বতি। বিকর্ষন্বিচরিষ্যামি যাবদ্ ব্রাহ্মী নিশা প্রভো ইতি চ। অনাদিভূতাংগাং বেদবাচমাদরাদাকলযন্ প্রত্যাহরন্নিতি বা তথাচোক্তং অতীতে প্রলয়াপায়ে উদিতায় সবেধসে। হত্বাঽসুরং হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদ্ধরিরিতি। পক্ষে সোমস্য চন্দ্রস্য কলায়া বিলাসো যস্যেতি বা সোমানাং হিমালয়োদ্ভবানাং দিব্যৌষধীনাং কলাভিরিতি বা সোমস্য কর্পূরস্যেতি বা অনাদিভূতাং গাং শ্রুতিমাদরেণাকলয়ন্ বিচারয়ন্ গাং বৃষভমাদরেণ প্রেরয়ন্নিতি বা মেনকায়া হিমাচলভার্য্যায়া জাতং কিঞ্চন পার্ব্বতীলক্ষণং মহোঽঙ্গীকুর্ব্বন্নিতি ব্যাখ্যেয়ং ইতি ॥ ইন্দ্র° ॥ ৯ ॥

এবং মৎস্যাবতারমভিধায়াথ কমঠাবতারং নিরূপয়ন্নাহ। যো মন্দরাখ্যমচলন্দধৎ আদিতেয়ান্ দেবান্ সুধাভুজ আতনুতেস্মাবিষাদী খেদরহিতঃ স ভবানদ্রের্ম্মন্দরাচলস্য লীলায়াং ভ্রমণাত্মবিলাসার্থমুচিতাযোগ্যা চারুমূর্ত্তির্যস্য তস্য সম্বোধনং হে হে অদ্রিলীলোচিতচারুমূর্ত্তে! কূর্ম্মমূর্ত্তে! স্বামপারাং কৃপাং বিধত্তাং। পক্ষে যো মন্দরাগং মন্দরাখ্যপাদপং দধদ্বিষাদী স্বয়ং বিষভক্ষকো দেবান্ সুধাভুজো ব্যাতনুতেস্মাদ্রৌ কৈলাসে যা লীলা বিলাসঃ তস্যামুচিতা চারুমূর্ত্তির্যস্যেতি ব্যাখ্যেয়ং। অগঃ স্যান নগবৎ পৃথ্বীধরপাদপয়োঃ পুমান্। মন্দরস্তু পুমান্ মন্থশৈলমন্দারপাদপ ইতি মেদিনী ॥ উ° ॥ ১০ ॥

তেজের সর্ব্বদা ক্রীড়া হয়, অথবা যে তেজের সোমক নামক বেদাপহারী মহৎ অসুরের বিনাশকারী বিলাস হয়—অন্যান্য সমস্ত বস্তুর কারণ বলিয়া যে তেজ অকারণ—যে তেজ স্বর্গীয়—যে তেজ অব্যক্ত—আপনি এরূপ অচিন্তনীয় মাৎস্য (মৎস্যমূর্ত্তি সম্বন্ধীয়) তেজ অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং নৌকারূপ পৃথিবীকে আদরের সহিত আকর্ষণ করিয়া অনন্তশক্তি ও সর্ব্বব্যাপক বিভুরূপে অদ্য আমার কুশল করুন। যথা—"যখন সকলেই দেখিতে পাইল যে সমুদ্রপ্লাবন হইতেছে, তখন ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণ করেন। পরে পৃথিবীরূপ নৌকাতে আরোহণ করাইয়া বৈবস্বতমনুকে রক্ষাকরেন। হে প্রভো! যত দিন না ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হয়, ততকাল পর্য্যন্ত ঋষিদিগের সহিত মহা নৌকা (পৃথিবী) আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিব।" অথবা অনাদি বেদবাক্য আদরপূর্ব্বক আহরণপূর্ব্বক বিভু আমার মঙ্গল করুন। এবিষয়ে প্রমাণ যথা—"যখন প্রলয়কাল ক্ষয় হইয়া যায় তখন ব্রহ্মা উত্থিত হন। ঐ ব্রহ্মার জন্য ভগবান্ হরি হয়গ্রীব অসুর বধ করিয়া—বেদসকল পুনর্ব্বার আহরণ করেন—।" আর একরূপ অর্থ যথা—যে তেজ সকলের বন্দনীয়—যে তেজের চন্দ্রকলা দ্বারা বিলাস হয়—অথবা হিমালয়োৎপন্ন উৎকৃষ্ট ঔষধি সমূহের কলা দ্বারা—কিংবা কর্পূরের কলা দ্বারা যে তেজের ক্রীড়া হয়—আপনি অনাদিস্বরূপ বেদ বাক্য আদরে বিচার করিয়া, অথবা—আদরে বৃষ প্রেরণ করিয়া—শৈলভার্য্যা মেনকার গর্ভজাত কোন অনির্ব্বচনীয় সেই পার্ব্বতীরূপ তেজ অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব আমার কুশল করুন ॥ ৯ ॥

কূর্ম্ম-অবতার নিরূপণ করিয়া স্তবকরিতে লাগিলেন। যথা—আপনার চারুমূর্ত্তি মন্দরাচলের ভ্রমণকার্য্যে একান্ত যোগ্য। আপনি মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ করিয়া দেবতাদিগকে সুধাভোজী করিয়াছেন। আপনার ঐ কার্য্যে কোন দৈহিক

উল্লাসয়ন্ যো মহিমানমুচ্চৈঃ স্ফুরদ্বরাহী-শকলেবরোঽভূৎ। তস্মৈ বিদধ্মঃ করয়োরজস্রং সায়ন্তনাম্ভোরুহসামরস্যম্ ॥ ১১ ॥

অথ বারাহাবতারং বর্ণয়ন্নাহ। য উচ্চৈর্মহেভূর্মের্মানং চিত্তোন্নতিমুল্লাসয়ন্ স্ফুরন্ যো বরাহ্যাঃ স্থকর্য্যা ঈশো বরাহীশস্তৎকলেবরস্তদ্বিগ্রহোঽভূৎ মানশ্চ চিত্তোন্নতৌ গ্রহ ইতি বিশ্ব প্রকাশঃ পক্ষে। বরাহীশকলেবরঃ শেষবিগ্রহস্তস্মৈ বরাহীশো বাস্থকিঃ কলেবরে যস্যেতি বা হস্তয়োর্মুকুলিতপদ্মসাম্যমজস্রং বিদধ্মঃ ॥ ১১ ॥

বা মানসিক খেদ হয় নাই। অতএব আপনি অপার নিজ কৃপা প্রকাশ করুন। পক্ষান্তরে যিনি মন্দর নামক বৃক্ষ ধারণ করেন; যিনি স্বয়ং বিষ ভক্ষক হইয়া দেবতাদিগকে অমৃতভোজী করিয়াছিলেন; যাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি কৈলাস পর্ব্বতে স্বীয় বিলাসের একমাত্র সমযোগ্য; তিনি স্বকীয় অনন্ত করুণা বিস্তার করুন। ১০।

বরাহ অবতার বর্ণনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—যিনি উচ্চরূপে "মহিমান" অর্থাৎ ভূমির চিত্তোন্নতি উল্লাসিত করিয়া সুন্দর "বরাহীশকলেবর" অর্থাৎ শূকরীর পতিমূর্ত্তি ধারণ করেন। পক্ষান্তরে যিনি উচ্চ মহিমা প্রকাশিত করিয়া বরাহীশকলেবর "অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সর্পরাজ (অনন্তসর্প) দেহ ধারণ করেন; আমি তাঁহার উদ্দেশে নিজ করতল যুগল সায়ংকালীন কমল সদৃশ অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করি। ১১।

সমাবহন্ কেসরিতাং বরাং যঃ সুরদ্বিষৎকুঞ্জরমাজঘান। প্রহ্লাদমুল্লাসিতমাদধানং পঞ্চাননং তং প্রণুমঃ পুরাণম্ ॥ ১২ ॥

উদীতবল্যাহরণাভিলাষো যো বামনো হার্য্য-

অথ নৃসিংহাবতারং নিরূপয়ন্ আহ। তং পঞ্চাস্যং সিংহং পরমাত্মানং পুরাণং সদৈকরসং প্রণুমস্তং কমিতি তত্রাহ। যো বরাং কেসরিতাং নৃহরিতাং সমাবহন্ সুরদ্বিষতাং কুঞ্জরং হিরণ্যকশিপুমাজঘান। তং পুনঃ প্রহ্লাদমুল্লাসিতমাদধানং পক্ষে পঞ্চমুখং সদাশিবং যঃ কে শিরসি সরিতাং নদীনাং মধ্যে বরাং শ্রেষ্ঠাং গঙ্গাং সমাবহন্ সুরশক্রং গজাসুরমাজঘান প্রকর্ষেণাহ্লাদমুল্লাসিতমাদধানমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অথ বামনাবতারং বর্ণয়ন্নাহ। যো বলেঃ সকাশাৎত্রৈলোক্যাহরণাভিলাষঃ সুন্দরং মৃগচর্ম্ম বসানো বামনঃ উদীত উদিতো হ-

নৃসিংহ অবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন—যিনি পঞ্চানন অর্থাৎ সিংহস্বরূপ; যিনি পরমাত্মা; যিনি সর্ব্বদা একভাবাপন্ন; যিনি "কেসরিতাং বরাং" অর্থাৎ প্রধান নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অসুরপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন; যিনি ঐ অসুররাজকে বধ করিয়া তদীয় পুত্র প্রহ্লাদকে উল্লাসিত করেন, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। পক্ষান্তরে—যিনি পঞ্চানন অর্থাৎ সদাশিব; যিনি "কে সরিতাং বরাং" স্বীয় মস্তকে নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—গঙ্গাকে বহন করিয়া থাকেন; যিনি প্রধান সুরশত্রু গজাসুর বধ করেন; যিনি উল্লাসিত মনে "প্রহ্লাদ" অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আহ্লাদ ধারণ করেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। ১২।

জিনং বসানঃ। তপাংসি কান্তারহিতো ব্যতানী-
দাদ্যোঽবতাদাশ্রমিণাময়ং নঃ ॥ ১৩ ॥

যেনাধিকোদ্যত্তরবারিণাশু জিতোঽর্জ্জুনঃ সঙ্গ-
ররঙ্গভূমৌ। নক্ষত্রনাথস্ফুরিতেন তেন নাথেন
কেনাপি বয়ং সনাথাঃ ॥ ১৪ ॥

ভং কান্তয়ারহিতঃ তপাংসি ব্যতানীৎ সোঽয়মাশ্রমিণামাদ্যো
ব্রহ্মচারীনোঽস্মানবতাৎ। পক্ষে যো মনোহারি মনোজ্ঞমজিনং
বসানো দক্ষাধ্বরাদ্বলেরাহরণাভিলাষো উদীতকান্তয়া সত্যা ॥
বি০ ॥ ১৩ ॥

অথ পরশুরামাবতারং নিরূপয়ন্নাহ। যেনাধিকং যথাস্যাৎ
তথোদ্যত্তরেণ বারিণা বালকেন পরশুরামেণার্জ্জুনঃ কার্ত্তবীর্য্যঃ
শীঘ্রং সঙ্গররঙ্গভূমৌ যুদ্ধরঙ্গভূমৌ জিতঃ বারির্ব্বাগ্‌গজবন্ধন্যোঃ।
স্ত্রীক্লীবেঽম্বুনি বালকে। অর্জ্জুনঃ ককুভে পার্থে কার্ত্তবীর্য্যময়ূরয়োঃ।
মাতুরেকসুতেঽপিস্যাদ্ধবলেপুন রত্নবদিতি মেদিনী। নক্ষত্র
নাথবৎ চন্দ্রবৎ স্ফুরিতেন কেনাপি নাথেন বয়ং সনাথাঃ পক্ষে
অধিকং শিরসি বারি জলং যস্যার্জ্জুনঃ পার্থঃ নক্ষত্রনাথেন
স্ফুরিতোঽন্যত্রেতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

বামনাবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগি-
লেন—যিনি বলিনামক অসুরের নিকট হইতে
ত্রিভুবন উদ্ধার করিবার বাসনায় সুন্দর মৃগ চর্ম্ম
আচ্ছাদনপূর্ব্বক উদিত হইয়াছিলেন; যিনি পত্নী-
বিবর্জিত হইয়া তপস্যা করেন—; আশ্রমীদিগের
অগ্রগণ্য ব্রহ্মচারী ঐ বামন আমাদিগকে রক্ষা
করুন। পক্ষান্তরে—যিনি মনোহর চর্ম্মপরিধান
করিয়া দক্ষ যজ্ঞ হইতে বলি অর্থাৎ পূজোপকরণ
গ্রহণার্থী হইয়া উদিত হন; যিনি কান্তারহিত
হইয়া তপস্যা করেন; যিনি ব্রহ্মচারী—সেই
শঙ্কর আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

বিলাসিনাঽলীকভবেন ধাম্না কামং দ্বিষন্তং সদ-
শাস্যমস্যন্। দেবো ধরাপত্যকুচোষ্মসাক্ষী দে-
য়াদমন্দাত্মসুখানুভূতিম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্রাবতারং নিরূপয়ন্নাহ। অলীকোঽসত্যো ভবঃ
সংসারো যস্মিং স্তথাভূতেন বিলাসিনা স্বধাম্না স্বজ্যোতিষা য-
থেষ্টং দ্বিষন্তং রাবণমস্যন্ উৎক্ষিপন্ নাশয়ন্ ধরা ভূমিস্তস্যা
অপত্যং সীতা তস্যাঃ কুচয়োরুষ্ণতায়াঃ সাক্ষী সাক্ষাদ্ দ্রষ্টা স
দেবোঽমন্দসুখানুভূতিমমিতব্রহ্মানন্দানুভবং দেয়াৎ। পক্ষে
দশেন্দ্রিয়াণি মুখানি যস্য তথাভূতং দ্বিষন্তং কামমস্যন্ ধরস্য
পর্ব্বতস্যাপত্যং পার্ব্বতী তস্যাঃ কুচোষ্মসাক্ষীতি ব্যাখ্যেয়ম্।
ধরো গিরৌ। কাপাসতূলকে কূর্ম্মরাজে বস্বন্তেরেঽপি চেতি মে-
দিনী ॥ ১৫ ॥

পরশুরাম-অবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব করিতে
লাগিলেন—যিনি অধিকরূপে উদ্যত হইয়া
“বারি” অর্থাৎ বালক অবস্থায় “অর্জ্জুন” অর্থাৎ
কার্ত্তবীর্য্য রাজাকে শীঘ্র যুদ্ধরূপ রঙ্গভূমে পরাস্ত
করেন; নক্ষত্রনাথ চন্দ্রের তুল্য সুন্দর সেই প্রভুর
দ্বারা আমরা সহায় সম্পন্ন হইয়াছি। পক্ষান্তরে
যাঁহার “অধিক” অর্থাৎ মস্তকে বারি সর্ব্বদা অব-
স্থিতি করে; যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে “অর্জ্জুন” অর্থাৎ
কুন্তীতনয়কে জয় করেন; চন্দ্রদ্বারা যিনি সদাই
বিরাজিত; সেই অপূর্ব্ব পরশুরাম এবং মহাদেব
বিদ্যমান থাকাতে আমরা সকলে সহায়সম্পন্ন
হইয়াছি ॥ ১৪ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব ক-
রিতে লাগিলেন—যাঁহার স্বীয় তেজে সংসার অ-
লীক বলিয়া বোধ হয়; যাঁহার তেজ চারিদিকে

উত্তালকেতুঃ স্থিরধর্ম্মমূর্ত্তির্হালাহলস্বীকরণোগ্র-কণ্ঠঃ। সরোহিণীশানিশচুম্ব্যমাননিজোত্তমাঙ্গোঽবতু কোঽপি ভূমা ॥ ১৬ ॥

অথ বলরামাবতারং বর্ণয়ন্নাহ। উচ্চতালকেতুঃ স্থিরাধর্ম্ম-ময়ী ধর্ম্মায় বা মূর্ত্তির্যস্য হালাহলয়োঃ স্বীকরণে হালা সুরায়ামিতি মেদিনী। তথাপি শ্রেষ্ঠকণ্ঠো রোহিণীশেন বসুদেবেনানিশং চুম্ব্যমানমস্তমাঙ্গং শিরো যস্য স কোঽপিভূমা অবাঙ্মনসগোচরো যত্র নান্যৎপশ্যতিনান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা তৎসুখমিতি শ্রুত্যুপলক্ষিতঃ পরমাত্মাঽবতু। পক্ষে উৎকৃষ্টতালে গীতকালে কেতুঃ রুক্ যস্য মোক্ষধর্ম্মময়ী মোক্ষধর্ম্মায় বা মূর্ত্তির্যস্য মোক্ষধর্ম্মস্য মূর্ত্তিঃ কার্য্যং তৎপ্রাপ্য ইতি বা হালাহলস্য বিষস্য স্বীকরণেনোগ্রকণ্ঠো হালাহলস্বীকরণেঽপি শ্রেষ্ঠকণ্ঠ ইতি বা রোহিণীশশ্চন্দ্রঃ তালঃ করতলেঽঙ্গুষ্ঠমধ্যমায়াঞ্চ সম্মিতে। গীত-কালক্রিয়ামানে করস্ফালে দ্রুমান্তরে। কেতুর্না রুক্পতাকারিগ্রহোৎপাতেষু লক্ষ্মণি। স্থিরাভূশালপর্ণ্যোর্নাসনে মোক্ষে বলে ত্রিষু। মূর্ত্তিঃ কার্য্যকাঠিন্যয়োঃ স্ত্রিয়ামিতি মেদিনী ॥ ১৬ ॥

প্রকাশমান; এরূপ তেজ দ্বারা যিনি "কাম" অর্থাৎ যথেষ্টরূপে দশানন রাবণকে বধ করিয়া থাকেন; যিনি "ধরা" অর্থাৎ ভূমি নন্দিনী জানকীর কুচদ্বয়ের স্বাভাবিক উষ্ণতা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া থাকেন; সেই দেব রামচন্দ্র আমাদিগকে অপরিমিত ব্রহ্মানন্দ সুখের অনুভব দান করুন। পক্ষান্তরে—যিনি পরিস্ফুরিত "নালীক" অর্থাৎ পদ্ম-জাত তেজদ্বারা (দশটী ইন্দ্রিয় যাহার মুখ) সেই পরম শত্রু "কাম" অর্থাৎ রতিপতিকে বধ করেন; যিনি "ধর' অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বতের কন্যা পার্ব্বতীর কুচযুগের উষ্ণতা দর্শন করিয়াথাকেন; সেই মহেশ্বর দেবতা অপার ব্রহ্মানন্দ সুখ প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

বিনায়কেনাকলিতাহিতাপং নিষেদুষোত্সঙ্গ-

অথ শ্রীকৃষ্ণাবতারং বর্ণয়ন্নাহ। কলিতং সমাসাদিতমহিতাপং যথাস্যাৎ তথোৎসঙ্গভুবি সমীপস্থানে নিষেদুষা নিষণ্ণেনোপবিষ্টেন বিনায়কেন গরুড়েনোপলক্ষিতো যঃ পূতনাম্না মোহিকা চিত্তবৃত্তির্যস্য কলাপঃ বর্হং ভূষাঽলঙ্কারো যস্যাসৌ কোঽপি বর্ণয়িতুমশক্যঃ প্রহৃষ্যন্ সন্নব্যাৎ সংসৃতিলক্ষণাদনর্থাদবতু। পক্ষে আকলিতাঃ শিবশিরসি স্থাপিতা আপো যস্যাং ক্রিয়ায়াং

বলরাম-অবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন—উচ্চ তাল বৃক্ষের তুল্য যাঁহার আকৃতি গঠন; যাঁহার ধর্ম্মময়ী মূর্ত্তী; "হালাহল" অর্থাৎ সুরা এবং লাঙ্গল ধারণ করাতে—যিনি শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ; "রোহিণীশ" অর্থাৎ বাসুদেব যাঁহার মস্তক চুম্বন করিয়া থাকেন; সেই কোন ভূমা অর্থাৎ অবাঙ্-মনসগোচর পরমাত্মা আমাদিগকে রক্ষা করুন। বেদে আছে। "যত্রনান্যৎ পশ্যতি নান্যত্ শৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা যো বৈ ভূমা তত্ সুখম্" যে স্থানে কিছু দেখা যায়না—কিছু শোনা যায়না—কিছু জানা যায় না—তাহার নাম ভূমা; যাহার নাম ভূমা, তাহার নাম সুখ। পক্ষান্তরে—গান সময়ে যাঁহার দেহ প্রভা উত্কৃষ্ট হয়; যাঁহার মূর্ত্তি মোক্ষধর্ম্মময়ী "হালাহল" অর্থাত্ বিষপান করিয়া যিনি উগ্রকণ্ঠ অর্থাত্ নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার মস্তকে "রোহিণীশ" অর্থাৎ চন্দ্র অবস্থান করিয়া থাকে; সেই কোন ভূমা অর্থাত্ পরমাত্মা সদাশিব আমাদিগকে রক্ষা করুন্ ॥ ১৬।

শ্রীকৃষ্ণ-অবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব করিতে

ভুবি প্রহৃষ্যন্। যঃ পূতনামোহিকচিত্তবৃত্তিরব্যাদসৌ কোঽপি কলাপভূষঃ ॥ ১৭ ॥

পাঠীনকেতো র্জয়িনে প্রতীতসর্ব্বজ্ঞভাবায দয়ৈকসীম্নে। প্রায়ঃ ক্রতুদ্বেষকৃতাদরায় বোধৈকধাম্নে স্পৃহয়ামি ভূম্নে ॥ ১৮ ॥

তথাঙ্কস্থানে নিষেদুষা বিনায়কেন বিঘ্নরাজেনোপলক্ষিতো যঃ পূতং পবিত্রং নাম যস্যোহিকেষু স্বচিন্তকেষু চিত্তবৃত্তির্যস্য তেষাং চিত্তবৃত্তির্যস্মিন্ ইতি বা কলাপস্তূণং ভূষা যস্যাসাবিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অথ বুদ্ধাবতারং নিরূপয়ন্নাহ। পাঠীনকেতোঃ মীনকেতোঃ কামস্য জয়িনে মারজিল্লোকজিজ্জিন ইত্যমরঃ। প্রতীতঃ প্রখ্যাতঃ সর্ব্বজ্ঞভাবো যস্য তস্মৈ দয়ৈকসীম্নে প্রায়ঃ ক্রতুষু যজ্ঞেষু দ্বেষো যেষাং তেষু কৃত আদরো যেন তৈঃ কৃত আদরো যস্মিন্নিতি বা তস্মৈ বোধৈকধাম্নে ভূম্নে স্পৃহয়ামি। এবম্ভূতং প্রাপ্তুমিচ্ছামি, পক্ষে ক্রতৌ সংকল্পে দ্বেষো যেষাং তেষু কৃত আদরো যেন যদ্বা দক্ষক্রতৌ দ্বেষবৎসু বীরভদ্রাদিষু কৃতাদরায়েতি, ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ইন্দ্রং ॥১৮॥

লাগিলেন—যে "বিনায়ক" অর্থাত্ গরুড় "অহিতাপ" সর্পভয় প্রাপ্ত হইয়া যাঁহার প্রান্তভূমে অবস্থিতি করিয়া যাঁহাকে বহন করিয়া থাকে; যাঁহার চিত্তবৃত্তি "পূতনা" নামক রাক্ষসীর মোহ উত্পাদন করিয়াছিল; ময়ুরপুচ্ছ যাঁহার অলঙ্কার; এরূপ বর্ণনাতীত কোন মহাপুরুষ সংসার নামক অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুন। পক্ষান্তরে—"বিনায়ক" গণেশ শুণ্ডা (শুঁড়)দ্বারা যাঁহার মস্তকে জল স্থাপিত করিয়া থাকেন; যিনি ঐ বিঘ্ন রাজ পুত্র গণপতিকে আপনার ক্রোড়ে বসাইয়া থাকেন; যিনি "পূতনামা" অর্থাত্ পবিত্র নামধারী; "ঊহিক" অর্থাত্ স্বীয় ভক্তদিগের উপর যাঁহার মন প্রাণ অবিচলিত থাকে; "কলাপ" অর্থাত্ ধনুক যাঁহার ভূষণ; এরূপ বর্ণনাতীত কোন অনির্বচনীয় বস্তু আহ্লাদিত হইয়া সংসার রূপ অশুভ হইতে রক্ষা করুন। ১৭।

বুদ্ধ অবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন—যিনি মীনকেতু অর্থাৎ কামকে জয় করিয়াছেন; যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি জগতে সর্ব্বত্র বিখ্যাত; যিনি দয়ার একমাত্র সীমা; যাহারা যজ্ঞকর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদের উপরে যাঁহার প্রায়ই আদর নিহিত থাকে; অথবা যজ্ঞদ্বেষী লোকে যাঁহাকে আদর করিয়া থাকে; জ্ঞানের একমাত্র আধার এরূপ "ভূমা" অর্থাত্ পরমাত্মাকে পাইতে ইচ্ছা করিতেছি। পক্ষান্তরে—যিনি কামশত্রু; যিনি জগতে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত; যাঁহার দয়া অনবধি; যাহাদের মনে কোন "ক্রতু" অর্থাত্ সঙ্কল্প নাই, তাহাদিগকে যিনি প্রায়ই আদর করিয়া থাকেন; যিনি জ্ঞানৈক আধার; সেই "ভূমা" অর্থাত্ শিবরূপী পরমাত্মাকে লাভ করিতে আমার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। ১৮।

ব্যতীত্য চেতো বিষয়ং জনানাং বিদ্যোতমানায় তমো নিহন্ত্রে। ভূম্নে সদাবাসকৃতাশয়ায় ভূয়াংসি মে সন্তু তমাং নমাংসি ॥ ১৯ ॥

বৃষাকপায়ীবরয়োঃ সপর্য্যাং বাচাঽতিমোচারসয়েতি তন্বন্। মুনিপ্রবীরো মুদিতাত্মকামো মূকাম্বিকায়াঃ সদনং প্রতস্থে ॥ ২০ ॥

অঙ্কে নিধায় ব্যসুমাত্মজাতং মহাকুলৌ হন্ত মুহুঃ

কল্ক্যবতারং বর্ণয়ন্নাহ। জনানাং চেতোবিষয়ং ব্যতীত্য বিদ্যোতমানায়াঽচিন্ত্য বিগ্রহং স্বীকৃত্য প্রকাশমানায় কল্পান্তে তমোনিহন্ত্রে সতামাবাসায় কৃতঃ আশয়ো যেন সতঃ সত্যযুগস্যেতি বা সতামা বাসো যস্মিংস্তথাভূতে কৃতযুগেঽভিপ্রায়ো যস্যেতি বা পরিচ্ছিন্নতাং শাতয়তি ভূম্নে মম ভূয়াংসি নমাংসি নমস্কারা কতিপয়ে ন সন্তু। পক্ষে চেতোগোচরতয়া প্রকাশমানায় স্বয়ং প্রকাশায়াত এব চক্ষুঃসহকৃতভানুবদ্বৃত্ত্যারূঢ়ঃ সন্ তমোনিহন্ত্রেত্যাহ অজ্ঞানলক্ষণতমোনিহন্ত্রে পুনঃ পরিপূর্ণানন্দরূপায় পরব্রহ্মণে সদৈব বাসায় কৃতঃ সর্ব্বস্যাশয়োঽন্তঃকরণং যেন সতামাবাসে কাশ্যাদৌ কৃতোঽভিপ্রায়ো যেনেতিবা ॥ উ০ ॥ ১৯ ॥

উপসংহরতি। ইত্যেবমতিক্রান্তকদলীফলরসয়া বাচা লক্ষ্মীপার্ব্বত্যধীশয়োঃ পূজাং বিতন্বন্ মুদিতশ্চাসাবাত্মকামশ্চ মুদিতা আত্মকামা যেনেতি বা স মুনিপ্রবীরো মূকাম্বিকায়াঃ সদনং প্রতস্থে ॥ বিপ০ ॥ ২০ ॥

তত্র জাতং বৃত্তান্তমাবেদয়তি। বিগতপ্রাণমাত্মজমঙ্কে নিধায় হন্তেত্যতিকষ্টে মুহুঃ প্ররুদ্য মহাব্যাকুলৌ যতঃ স এবৈকঃ

কল্কি-অবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন—যিনি জনগণের মনোবৃত্তি অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অচীন্তনীয় শরীর ধারণ করিয়া প্রকাশমান; যিনি কল্পান্তে তমো নাশ করিয়া থাকেন; "সদাবাস" অর্থাৎ (কিরূপে সৎব্যক্তি সকল থাকিবে) ইহার; জন্য নিয়ত যাঁহার অভিপ্রায় আছে; "সৎ" অর্থাৎ সত্যযুগের অথবা সজ্জনের আবাস স্বরূপ; সত্যযুগের অথবা সজ্জনের আবাস স্বরূপ সত্যযুগ হইবার জন্য যাঁহার হৃদয়ের অভিপ্রায়; যিনি অনন্ত, অসীম বা অনাদি অথবা অপার; তাঁহার উদ্দেশে আমি অতিশয় অনন্ত নমস্কার করি। পক্ষান্তরে—যিনি প্রত্যেকের চিত্তগোচর হইয়াই প্রকাশমান অর্থাৎ স্বপ্রকাশ; অতএব প্রত্যক্ষ সূর্য্যদেবের মতন যিনি তমোনাশ অর্থাৎ অজ্ঞান তিমির ধ্বংস করিয়া থাকেন; যিনি পরিপূর্ণ আনন্দরূপ; যিনি পরব্রহ্ম; যিনি "সদাবাস" অর্থাৎ যিনি সর্বদাই সকলের অন্তঃকরণ বাসের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; অথবা "সদাবাস" সৎজনের আবাস ভূমি কাশী প্রভৃতি পুণ্য ভূমে বাস জন্য যাঁহার সর্ব্বদাই অভিপ্রায়; সেই শিবরূপী পরমাত্মার উদ্দেশে আমার নিরতিশয় অসংখ্য প্রণাম ॥ ১৯ ॥

স্তবান্তে বাক্যের উপসংহার করিয়া বলিতে লাগিলেন—এইরূপে কদলীফলের রস অপেক্ষাও সুস্বাদু বচন দ্বারা "বৃষাকপায়ী" অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং গৌরীর "বর" অর্থাৎ (পতি) বিষ্ণু ও মহাদেবের পূজা বিস্তারপূর্ব্বক আত্মকাম সকল চরিতার্থ করিয়া মুনিপ্রবর শঙ্কর মৌন-অম্বিকার ভবনে প্রস্থান করিলেন। ২০ ॥

প্ররুদ্য। তদেকপুত্রৌ দ্বিজদম্পতী স দৃষ্ট্বা দয়াধীনতয়া শুশোচ ॥ ২১ ॥

অপারমঞ্চত্যথ শোকমস্মিন্ অভূয়তোচ্চৈরশরীরবাচা। জায়েত সংরক্ষিতুমক্ষমস্য জনস্য দুঃখায় পরং দয়েতি ॥ ২২ ॥

আকর্ণ্য বাণীমশরীরিণীন্তামসাবিতি ব্যাহরতিস্ম বিজ্ঞঃ। জগত্রয়ীরক্ষণদক্ষিণস্য সত্যন্তবৈকস্য তু শোভতে সা ॥ ২৩ ॥

ইতীরয়ত্যেব যতৌ দ্বিজাতেঃ সুতঃ সুখং সুপ্ত ইবোদতিষ্ঠৎ। সমীপগৈঃ সর্ব্বজনীনমস্য চারিত্র্যমালোক্য বিসিস্ময়ে চ ॥ ২৪ ॥

রম্যোমশল্যং কৃতমালসালরসালহিন্তালতমা-

পুত্রো যয়োস্তৌ দম্পতী দৃষ্ট্বা স শ্রীশঙ্করো দয়াধীনতয়া শুশোচ ॥ উং ॥ ২১ ॥

এবমস্মিন্ শ্রীশঙ্করেঽপারং শোকং গচ্ছতি সতি উচ্চৈরশরীরবাচা অভূয়তাঽশরীরিণী বাগভূৎ তামুদাহরতি, সংরক্ষিতুমক্ষমস্য নরস্য দয়া পরং কেবলং দুঃখায়ৈব জায়েতেত্যেবম্ভূয়তেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তামশরীরিণীং বাচমাকর্ণ্যাসৌ বিজ্ঞঃ শ্রীশঙ্কর ইতি ব্যাহরতিস্ম তদাহ। ইদংসত্যং জগত্রয়ীরক্ষণকুশলস্যৈবং বক্তুস্তবৈকস্যতু সা দয়া শোভতে তথা দয়য়া সমর্থেন ত্বয়ৈতয়োঃ শোকোঽপাকরণীয় ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

ইত্যেবং যতৌ কথয়ত্যেব ব্রাহ্মণস্য সুতঃ সুখং সুপ্ত ইবোত্থিতঃ সর্ব্বস্মৈ জনায় হিতং সার্ব্বজনীনমস্য শ্রীশঙ্করস্য চারিত্রামালোক্য সমীপগৈর্ব্বিশেষেণ বিস্ময়শ্চ প্রাপ্তঃ সর্ব্বজনাদিভ্যঃ ঠঞ্‌খঞ্চেতি খঃ ॥ ২৪ ॥

কৃতমালৈঃ সালাদিবৃক্ষবিশেষৈঃ রম্যমুপশল্যং গ্রামান্তং

তথায় গিয়া দেখিলেন—প্রাণশূন্য পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া হাহাতুশের সহিত বারম্বার রোদন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল—ও পুত্রৈকহৃদয় ঐ স্ত্রীপুরুষকে দর্শন করিয়া, শঙ্কর দয়ালুতা বশতঃ অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। ২১।

এইরূপে শঙ্কর অপারশোকসাগরে নিমগ্ন হইলে উচ্চৈঃস্বরে দৈববাণী হইল। যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে পারিবে না—,তাহার দয়াপ্রকাশ করা কেবল দুঃখের নিমিত্তই হইয়া থাকে॥ ২২ ॥

বিজ্ঞবর শঙ্কর ঐ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—ইহা নিতান্ত সত্য কথা; ত্রিজগৎ রক্ষা করিতে আপনি সক্ষম, সুতরাং এরূপ দয়া আপনারই শোভা পায়। অতএব আপনি দয়াপ্রকাশ করিয়া এই উভয়ের শোক নাশ করুন ॥ ২৩ ॥

যতিবর শঙ্কর এরূপ কথা বলিবার পর ব্রাহ্মণের পুত্র নিদ্রিত জনের মতন সুখে উত্থিত হইল। সমীপবর্ত্তী লোক সকল শঙ্করের সর্ব্বজনের হিতকর অপূর্ব্ব চরিত্র বিলোকন করিয়া বিশেষরূপে বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। ২৪ !

অনন্তর শঙ্কর কৃতমাল (করমূচা) সাল, আম্র, হিন্তাল, তমাল এবং সর্জ্জ প্রভৃতি তরুরাজি দ্বারা যাহার প্রান্তভাগ অত্যন্ত রমণীয়,

লশালৈঃ। সিদ্ধিস্থলং সাধকসম্পদাস্তন্ মূকাম্বিকায়াঃ সদনং জগাহে ॥ ২৫ ॥

উচ্চাবচানন্দজবাষ্পমুচ্চৈরুদ্গীর্ণরোমাঞ্চমুদারভক্তিঃ। অম্বামিহাপারকৃপাবলম্বাং সম্ভাবয়ন্ অস্তুত নিস্তুলং সঃ ॥ ২৬ ॥

পারে পরার্দ্ধং পদপদ্মভাস্সু ষষ্ট্যুত্তরন্তে ত্রিশতস্তু ভাসঃ। আবিশ্য বহ্ন্যর্কসুধামরীচীনালোকবন্ত্যেদধতে জগন্তি ॥ ২৭ ॥

যস্ত গ্রামান্তমৃপশল্যং স্যাদিত্যমরঃ। সাধকসম্পদাং সিদ্ধিস্থলং তন্মূকাম্বিকায়াঃ সদনং জগাহে ॥ ব০ ॥ ২৫ ॥

উচ্চো ব্রহ্মলোকানন্দোঽবচো নীচো যস্মাৎ তথাভূতানন্দজন্যং বাষ্পমুচ্চৈরুদ্গীর্ণরোমাঞ্চঞ্চ যথাস্যাৎ তথোদারভক্তিঃ স শ্রীশঙ্কর ইহলোকেঽপারকৃপাবলম্বামম্বাং পূজয়ন্ নিস্তুলং নিরুপমং যথাস্যাৎ তথাস্তুতবান্ ॥ ইন্দ্র০ ॥ ২৬ ॥

স্তুতিমেব দর্শয়তি। পরার্দ্ধস্য পরার্দ্ধসংখ্যায়াঃ পারতামতিক্রান্তায়াস্তব চরণকমলভাসো ময়ূখাস্তাসু ষষ্ট্যুত্তরং ত্রিশতস্তু ভাসো

সাধকগণের ঐশ্বর্য্যের যাহা একমাত্র সিদ্ধি ক্ষেত্র; সেই মৌন-ধারিণী অম্বিকার গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে যে আনন্দ জন্মে সে আনন্দও যাহার নিকট নিকৃষ্ট—এরূপ আনন্দাশ্রু ফেলিয়া, এবং উচ্চরূপে রোমাঞ্চিত কলেবরে, ভক্তিমান্ শঙ্কর ইহলোকে অপার দয়ার আধারস্বরূপ অম্বিকাকে পূজা করিয়া উত্তমরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। ২৬।

অন্তশ্চতুঃষষ্ট্যুপচারভেদৈরন্তেবসৎকাণ্ডপটপ্রদানৈঃ। আবাহনাদ্যৈস্তব দেবি! নিত্যমারাধনামাদধতে মহান্তঃ ॥ ২৮ ॥

অম্বোপচারেষ্বধিসিন্ধুষষ্টি শুদ্ধাজ্ঞয়োঃ শুদ্ধিদ-

বহ্নিসূর্য্যচন্দ্রানাবিশ্য জগন্ত্যালোকবন্ত্যাদধতে কুর্ব্বন্তি। ভাসস্ত অনিমাদিভিরাবৃতাঃ ময়ূখৈরিত্যাদি বদতা শ্রীনাথেনোক্তা বেদিতব্যাঃ ॥ ২৭ ॥

হে দেবি! মহান্তোঽন্তর্মনসি আবাহনাসনারোপণসুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গমঞ্জনশালাপ্রবেশনাদ্যৈশ্চতুঃষষ্ট্যুপচারভেদৈস্ত থাঽন্তেবসৎকাণ্ডপটানাং দূষ্যাধোলম্বিবায়ুসঞ্চারার্থানাং পটানাং প্রদানৈর্হে দেবি! মহান্তো নিত্যমারাধনামাদধতে কুর্ব্বন্তি, অপটী কাণ্ডপটঃ স্যাদিতি বৈজয়ন্তী ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ হে অম্ব! বচতুঃষষ্ট্যুপচারেষু মধ্যে একমেকমুপচারং

পরার্দ্ধ সংখ্যার পারগামী আপনার চরণ কমলের যে সকল কিরণ আছে—তাহাতে তিন শত ষষ্টি (৩৬০) সংখ্যক যে সকল কিরণ থাকে—তাহারা অগ্নি, সূর্য্য, ও চন্দ্রশরীরে প্রবেশ করিয়া এই ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

হে দেবি! মহতেরা স্বকীয় অন্তঃকরণে আবাহন, আসন, আরোপণ, সুগন্ধি তৈল, অভ্যঙ্গমজ্জন, শালাপ্রবেশন ইত্যাদি চতুঃষষ্টি (৬৪) প্রকার উপচার দ্বারা এবং নিকটস্থ দূষণীয় ও অধোবর্ত্তী বায়ুসঞ্চারার্থ বস্ত্রসকল প্রদান দ্বারা নিত্য আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২৮।

হে মাতঃ! যাহারা আপনার চৌষষ্টি প্রকর

মেকমেকম্। সহস্রপত্রে দ্বিতয়েচ সাধু তন্বন্তি ধন্যাস্তব তোষহেতোঃ॥ ২৯ ॥

আরাধনন্তে বহিরেব কেচিদন্তর্বহিশ্চৈকতমেঽন্তরেব। অন্যেঽপরে ত্বম্ব! কদাপি কুর্য্যুর্নৈবত্বদৈক্যানুভবৈকনিষ্ঠাঃ॥ ৩০ ॥

অষ্টোত্তরত্রিংশতি য়াঃ কলাস্তাস্বর্দ্ধ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ নিবৃত্তিমুখ্যাঃ। তাসামুপর্য্যম্ব! তবাঙ্ঘ্রিপদ্মং বিদ্যোতমানং বিবুধা ভজন্তে॥ ৩১ ॥

শুদ্ধাজ্ঞয়োর্দ্বিতয়ে সহস্রদলে ধ্রুবমণ্ডলসংজ্ঞে পদ্মেচ ধন্যাঃ পুরুষাস্তব তোষার্থং সাধুসম্যক্ তন্বন্তি বিস্তারয়ন্তি॥ উ০॥ ২৯॥

হে অম্ব! কেচিৎ প্রাকৃতাস্তবারাধনং বহিরেব কুর্য্যুরেকতমে মধ্যমাস্ত্বন্তর্বহিশ্চৈবান্যে উত্তমাস্ত্বন্তরেবাপরেঽত্যুত্তমাস্তত্ত্ববিদস্ত হে অম্ব! কদাপি ন কুর্য্যুঃ কুত ইতি চেত্তত্রাহ। গতস্ত্বদৈক্যানুভবৈকনিষ্ঠাস্ত্বয়া সহ স্বস্য পদৈক্যং তস্যানুভবে বিজ্ঞানে মুখ্যা নিষ্ঠা যেষাস্তে॥ ইন্দ্র০॥ ৩০॥

হ্রাঁ আধারশক্তিঃ ১ যঁধূম্রার্চ্চিঃ ২ রং উষ্মা ৩ লংজ্বলিনী ৪ বংজ্বালিনী ৫ শংবিস্ফুলিঙ্গিনী ৬ ষংসুশ্রীঃ ৭ সংসুপায়া ৮ হঁকবিতা ৯ হংকব্যবাহা ১০ কঁভঁতপিনী ১১ স্বংবংতাপিনী ১২ গংফংধূম্রা ১৩ ষংপংমরীচী ১৪ ডং নংজ্বালিনী ১৫ চংধংরুচিঃ ১৬ ছংদং সুষুম্না ১৭ জংধং ভোগদা ১৮ জংতংবিশ্বা ১৯ জংণং বোধিনী ২০ রংহং ধারিণী ২১ ণংবং ক্ষমা ২২ অংঅমৃতা ২৩ আং মানদা ২৪ ইং পুষ্যা ২৫ ঈং তুষ্টিঃ ২৬ উং পুষ্টিঃ ২৭ ঊংরতিঃ ২৮ ঋং ধৃতিঃ ২৯ ৠংশশিনী ৩০ ঌং চন্দ্রিকা ৩১ ৡং কান্তিঃ ৩২ এং জ্যোৎস্না ৩৩ ঐং শ্রীঃ ৩৪ ওং প্রীতিঃ ৩৫ ঔং গদা ৩৬ অঁপূর্ণা ৩৭ অঃ পূর্ণামৃতা ৩৮ ইত্যেতা যা অষ্টোত্তরত্রিংশতিকলাস্তাসু পঞ্চকলা বোধিনীপ্রমুখানি বৃত্তিপ্রধানাস্তাসামুপরি হে! অম্ব বিদ্যোতমানং প্রকাশমানং তব চরণারবিন্দং বিবুধাঃ দেবাঃ পণ্ডিতাশ্চ ভজন্তে॥ ৩১॥

উপচারের মধ্যে একএকটী উপচার এবং শুদ্ধ ও আজ্ঞা এই দুইটী চক্রে ধ্রুব ও মণ্ডল নামক দুইটী সহস্রদল কমল আপনার সন্তোষের জন্য উত্তমরূপে বিস্তার করিয়া থাকে, তাহারাই যথার্থ ধন্য॥ ২৯ ॥

মা! সাধারণ ইতর লোকে আপনার বাহ্য আরাধনা করিয়া থাকে—মধ্যমলোকে আপনার আরাধনা আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে করিয়া থাকে—উত্তমেরা কেবল অন্তরে আরাধনা করিয়া থাকেন—অত্যুত্তম তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ আপনার সহিত স্বীয় পদের ঐক্যজ্ঞান প্রবলরূপে প্রকাশ হওয়াতে কদাচ আপনার আরাধনা করেন না॥ ৩০॥

(১) হ্রাঁ আধারশক্তি, (২) যঁ ধূম্রার্চ্চিঃ, (৩) রং উষ্মা, (৪) লং জ্বলিনী, (৫) বং জ্বালিনী, (৬) শং বিস্ফুলিঙ্গিনী, (৭) ষং সুপায়া, (৮) হঁ কবিতা, (৯) হং কব্যবাহা, (১০) কঁ ভঁ তপিনী, (১১) স্বং বং তাপিনী, (১২) গং ফং ধূম্রা, (১৩) ষং মং মরীচী, (১৪) ডং নং জ্বালিনী, (১৫) চং ধং রুচিঃ, (১৬) ছং দং সুষুম্না, (১৭) জং ধং ভোগদা, (১৮) জং তং বিশ্বা, (১৯) জং ণং বোধিনী, (২০) রং হং ধারিণী, (২১) ণং বং ক্ষমা, (২২) অং অমৃতা, (২৩) আং মানদা, (২৪) ইং পুষ্যাং, (২৫) ঈং তুষ্টিঃ, (২৬) উং পুষ্টিঃ, (২৭) ঊং রতিঃ, (২৮) ঋং ধৃতিঃ, (২৯) ৠং শশিনী, (৩০) ঌং চন্দ্রিকা, (৩১) ৡং কান্তিঃ, (৩২) এং জ্যোৎস্না, (৩৩) ঐং শ্রীঃ, (৩৪) ওং প্রীতিঃ, (৩৫) ঔং গদা, (৩৬) অঁ পূর্ণা, (৩৭) অঃ পূর্ণামৃতা, (৩৮)

কালাগ্নিরূপেণ জগন্তি দগ্ধ্বা সুধাত্মনাপ্লাব্য সমুৎসৃজন্তীম্। যে ত্বামবন্তীমমৃতাত্মনৈব ধ্যায়ন্তি তে সৃষ্টিকৃতো ভবন্তি ॥ ৩২ ॥

যে প্রত্যভিজ্ঞামতপারবিজ্ঞা ধন্যাস্ত তে প্রাগ্বিদিতাং গুরূক্ত্যা। সৈবাহমস্মীতি সমাধিযোগাৎ ত্বাং প্রত্যাভিজ্ঞাবিষয়ং বিদধ্যুঃ ॥ ৩৩ ॥

আধারচক্রে চ তদুত্তরস্মিন্নারাধয়ন্ত্যৈহিক ভোগলুব্ধাঃ ॥ উপাসতে যে মণিপূরকে ত্বাং বাসস্তু তেষাং নগরাদ্বহিস্তে ॥ ৩৪ ॥

যত্ত্বদীয়ভজনং সৃষ্টিকর্তৃত্বাদিসামর্থ্যসম্পাদকমিত্যাহ। কালাগ্নিরূপেণ জগন্তি দগ্ধ্বা সুধাত্মনাপ্লাব্য সমুৎসৃজন্তীমমৃতাত্মনৈবচ পালয়ন্তীং ত্বাং যে ধ্যায়ন্তি তে সৃষ্টিকর্ত্তারো ভবন্তীতি যোজনা ॥ উ০ ॥ ৩২ ॥

তথাচ যে সবিশেষাং ত্বামেবং ধ্যায়ন্তে ত এবম্ভূতা ভবন্তি; যে তু নির্ব্বিশেষাং ত্বামভেদেন জানন্তি তে তু ধন্যা এবেত্যাহ। যে তু গুরুবাক্যাদৌ বিদিতাং সমাধিযোগাৎ সৈবাহমস্মীতি ত্বাং প্রত্যভিজ্ঞাবিষয়ং বিদধ্যুস্তে সচ্চিদানন্দলক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি, প্রত্যভিজ্ঞামতস্যাদ্বৈতমতস্য পারং জানন্তীতি তে তথাভূতা ধন্যা ইত্যর্থঃ ॥ ইন্দ্র০ ॥ ৩৩ ॥

ইদানীং ততশ্চ তে ধ্যানস্য ফলং বদন্ স্তৌতি। ঐহিক ভোগলুব্ধা হেমনিভে চতুর্দ্দলে মূলাধারসংজ্ঞে চক্রে তথা তস্মাদাধারচক্রাদুত্তরস্মিন্ ষড়্দলে বিদ্রুমাভে স্বাধিষ্ঠানসংজ্ঞে আরাধয়ন্তে যেতু দশদলে ধূম্রবর্ণে মণিপূরকাখ্যে ত্বামুপাসতে, তেষাং তু বাসস্তব নগরাদ্ বহিরেব ভবতি ॥ উ০ ॥ ৩৪ ॥

এই অষ্টাত্রিংশ (৩৮) প্রকার আপনার যে কলা আছে, তাহার মধ্যে বোধিনী, ধারিণী, ক্ষমা, অমৃতা ও মানদা এই পাঁচপ্রকার কলা প্রধান ও নিবৃত্তিকারক। মা! আপনার চরণারবিন্দ তাহার উপরেও প্রকাশমান। দেবতাগণ ও পণ্ডিতেরা আপনার ঐ মনোহর পদাম্বুজ সর্ব্বদাই ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

আপনি কালাগ্নিরূপে ত্রিভুবন দগ্ধ করিয়া থাকেন; সুধারূপে আপ্লাবিত করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন; অমৃতরূপে ত্রিভুবন পরিপালন করিয়া থাকেন; অতএব আপনার এরূপ মূর্ত্তি যাঁহারা ধ্যান করেন, অধিক কি—তাঁহারা সৃষ্টিকর্তা হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

যাহারা গুরুবাক্যে আপনাকে প্রথমে জানিতে পারে, তাহারা সমাধিবলে "আমিই সেই ব্রহ্মময়ী ভগবতী" এইরূপে আপনাকে গুরুমুখশ্রুত আপনার বিষয় মিলাইয়া দেখে, তাহারাই আবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপদার্থে "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার অদ্বৈতমতের পার জানিতে পারে—তাহারাই জগতে ধন্য। ৩৩।

মা! ঐহিক ভোগে যাহারা আসক্ত—যাহারা হেমাকৃতি চতুর্দ্দল মূলাধার চক্রে, ঐ আধারচক্রের পর ষড়্দল প্রবালকান্তি স্বাধিষ্টান চক্রে আপনার আরাধনা করে; যাহারা ধূম্রবর্ণ দশদল মণিপূরক চক্রে আপনার উপাসনা করে; তাহারা আপনার নগরের বাহিরে বাস করিয়া থাকে। ৩৪।

অনাহতে দেবি! ভজন্তি যে ত্বামন্তঃস্থিতিস্ত্বন্নগরে তু তেষাম্। শুদ্ধাজ্ঞয়োর্যেতু ভজন্তি তেষাং ক্রমেণ সামীপ্যসমানভোগৌ ॥ ৩৫ ॥

সহস্রপত্রে ধ্রুবমণ্ডলাখ্যে সরোরুহে ত্বামনুসন্ধধানঃ। চতুর্ব্বিধৈক্যানুভবাস্তমোহঃ সাযুজ্যমাপ্নোতি সাধকেন্দ্রঃ ॥ ৩৬ ॥

হে দেবি! অনাহতসংজ্ঞে দ্বাদশদলে পিঙ্গলবর্ণে চক্রে তু যে ত্বাং ভজন্তি তেষান্তু ত্বন্নগরেঽন্তঃস্থিতিঃ। শুদ্ধে ষোড়শদলে ধূম্রবর্ণে বিশুদ্ধসংজ্ঞে চক্রে তু যে ভজন্তি তেষাং সামীপ্যং সহস্রদলে কর্পূরবর্ণে আজ্ঞাচক্রে যে ভজন্তি তেষাং ত্বৎসমানো ভোগো ভবতি ॥ ৩৫ ॥

ধ্রুবমণ্ডলাখ্যে সহস্রপত্রে কমলে ত্বামনুসন্দধানঃ চতুর্ব্বিধৈক্যানুভবেন নিরস্তো মোহো যস্য স অতএব সাধকেন্দ্রঃহে অম্ব! সাযুজ্যং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

দেবি! যাহারা পিঙ্গলবর্ণ দ্বাদশদল অনাহত চক্রে আপনাকে ভজনা করে, তাহারা আপনার নগরের মধ্যে বাস করে। যাহারা ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল বিশুদ্ধচক্রে আপনাকে উপাসনা করে, তাহারা আপনার সমীপে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র; যাহারা আবার কর্পূরবর্ণ সহস্রদল আজ্ঞাচক্রে আপনাকে ভজনা করে, তাহাদের ভোগ আপনার সমান ॥ ৩৫ ॥

মা! যে ব্যক্তি ধ্রুবমণ্ডল নামক সহস্রদল কমলে আপনার অনুসন্ধান করে, চতুর্বিধ পদার্থের ঐক্য অনুভব করিয়া যাহার মোহ সকল নিরস্ত হয়, সেই সাধকেন্দ্র আপনার সাযুজ্য লাভ করে। ৩৬।

শ্রীচক্রষট্চক্রকয়োঃ পুরোঽথ শ্রীচক্রমন্ত্রোরপি চিন্তিতৈক্যম্। চক্রস্য মন্ত্রস্য ততস্তবৈক্যং ক্রমাদমুধ্যায়তি সাধকেন্দ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুভবস্য চাতুর্ব্বিধ্যং বিবৃণোতি। পুর আদৌ বিন্দু ত্রিকোণবসুকোণদশারযুগ্মমন্বস্রনাগদশসংযুতষোড়শারম্। বৃত্তত্রয়ঞ্চ ধরণী সদনত্রয়ঞ্চ শ্রীচক্রমেতদুদিতং পরদেবতায়াঃ। চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ। নবচক্রৈশ্চ সংসিদ্ধং শ্রীচক্রং শিবয়োর্ব্বপুঃ, ত্রিকোণমষ্টকোণঞ্চ দশকোণদ্বয়ং তথা, চতুর্দ্দশারঞ্চৈতানি শক্তিচক্রাণি পঞ্চচ। বিন্দুশ্চাষ্টদলং পদ্মং তথা ষোড়শপত্রকং, চতুরস্রং চতুর্দ্বারং শিবচক্রাণ্যনুক্রমাৎ। ত্রিকোণে চৈন্দবে শ্লিষ্টমষ্টারেঽষ্টদলাম্বুজম্। দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগৃহং ভুবনাস্রকে। শৈবানামপি শাক্তানাং চক্রাণাঞ্চ পরস্পরম্। অবিনাভাবসম্বন্ধং যো জানাতি স চক্রবিৎ ॥ ত্রিকোণরূপিণী শক্তির্ব্বিন্দুরূপঃ সদাশিবঃ। অবিনাভাবসম্বন্ধং তস্মাদ্বিন্দুত্রিকোণয়োঃ ॥ এবম্বিভাগমজ্ঞাত্বা শ্রীচক্রং যঃ সমর্চ্চয়েৎ। ন তৎফলমবাপ্নোতি ললিতা বা ন তুষ্যতি ॥ ইত্যাদিবচনৈরুক্তস্য শ্রীচক্রস্যোক্তচক্রষট্কস্য চ চিন্তিতং যোগিভিঃ স্মৃতমৈক্যং সাধকেন্দ্রোঽনুধ্যায়তি। অথানন্তরং শ্রীচক্রমন্ত্রয়োরপি চিন্তিতৈক্যমনুধ্যায়তি ততস্তদনন্তরং চক্রস্য তবৈক্যং মন্ত্রস্য চৈক্যমিত্যেবং ক্রমাদনুধ্যায়তি ॥ ৩৭ ॥

প্রথমে শ্রীচক্র এবং ষট্চক্রের ঐক্য ধ্যান করিতে হইবে; অনন্তর শ্রীচক্র আর মন্ত্রচক্রের ঐক্য ধ্যান করিবে; তৎপরে চক্র আর আপনার ঐক্য—পরে মন্ত্রের ঐক্য—সাধকেন্দ্র ক্রমশঃ অনুধ্যান করিবেন *।৩৭।

* কৃষ্ণানন্দধৃত তন্ত্রসার গ্রন্থে শ্রীবিদ্যাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য

ইতি তাং বচনৈঃ প্রপূজ্য ভৈক্ষ্যোদনমাত্রেণ স তুষ্টিমাকৃতার্থং। বহুসাধকসংস্তুতঃ কিয়ন্তং সময়ং তত্র নিনায় শান্তচেতাঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রয়তিস্ম ততোঽগ্রহারকং শ্রীবলিসংজ্ঞং স কদাচন স্বশিষ্যৈঃ। অনুগেহহুতাগ্নিহোত্রদুগ্ধপ্রসরৎ-পাবনগন্ধলোভনীয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

উপসংহরন্নীতি। কিয়ন্তং সময়ং কালং নিনায় নীতবান্ ॥ উপে০ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ কদাচিৎ স্বশিষ্যৈঃ সহ শ্রীশঙ্করঃ শ্রীবলীতি সংজ্ঞা যস্য তং দ্বিজগ্রামকং শ্রয়তিস্ম। তং বিশিনষ্টি প্রতিগৃহং হুতাদগ্নিহোত্রদুগ্ধাৎ প্রসরতা পাবনেন গন্ধেন লোভনীয়ং প্রার্থ্যং। বিষমে স স জাগন্ধ সমে চেৎ স ভরাবশ্চ বসন্তমালিকা সা ॥৩৯ ॥

এইরূপে বিবিধবচনে দেবীকে স্তব করিবার পর ভিক্ষা-লব্ধ-অন্নে সন্তুষ্ট হইলেন। পরে কৃতকার্য্য হইয়া বিবিধ সাধকের পূজা গ্রহণ করিয়া শান্তচিত্তে সেই স্থানে কিছু দিন অতিবাহিত করিলেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর কোন সময়ে আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শ্রীবলি নামে একটী ব্রাহ্মণপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রতিগৃহে যে অগ্নিহোত্র যাগ করা হইত, তাহার জন্য যে সমস্ত ক্ষীর আয়োজন করা হইত, তাহার দিগন্তব্যাপী পবিত্র গন্ধে সকলের মন প্রাণ আহ্লাদিত হইল। ৩৯।

যতোঽপমৃত্যুর্ব্বহিরেব যাতি ভ্রান্ত্বাপ্রদেশং শনকৈরলব্ধ্বা। দৃষ্ট্বা দ্বিজাতীন্ নিজকর্ম্মনিষ্ঠান্ দুরান্নিষিদ্ধং ত্যজতোঽপ্রমত্তান্ ॥ ৪০ ॥

যস্মিন্ সহস্রদ্বিতয়ং জনানামগ্ন্যাহিতানাং শ্রুতিপাঠকানাম্। বসত্যবশ্যং শ্রুতিচোদিতাসু ক্রিয়াসু দক্ষং প্রথিতানুভাবম্ ॥ ৪১ ॥

মধ্যে বসন্ যস্য করোতি ভূষাং পিনাকপা-

পুনস্তমেব বর্ণয়তি। শনকৈর্ভ্রান্ত্বা নিজকর্ম্মনিষ্ঠান্ দুরান্নিষিদ্ধং ত্যজতঃ প্রমাদশূন্যান্ দ্বিজাতীন্নরান্ দৃষ্ট্বা প্রদেশমলব্ধ্বা-ঽপমৃত্যুর্যস্মাদ্বহিরেবযাতি ॥ উ০ ॥ ৪০ ॥

যস্মিন্নাহিতাগ্নীনাং বেদপাঠকানাং জনানাং দ্বিসহস্রমবশ্যং বেদবিহিতাসু ক্রিয়াসু দক্ষং প্রথিতপ্রভাবং বসতি ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চগিরিজাসহায়ঃ পিনাকপাণির্মধ্যে বসনায়স্য ভূষাং করোতি তত্রদৃষ্টান্তদ্বয়মাহ যথাহারস্যযষ্টৈর্লতিকাযাঃ তন্ন-

ঐ দেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মপরায়ণ; নিষিদ্ধকর্ম্ম একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া, অল্পে অল্পে ভ্রমণ করিয়া যখন কোন স্থানে বাসস্থান পাইল না, তখন অপমৃত্যু ঐ দেশ হইতে দূরে পলায়ন করে ॥ ৪০ ॥

ঐ দেশে দুই সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাঁহারা সকলেই অগ্নিহোত্র যাগে নিপুণ—সকলেই বেদপাঠক—সকলেরই বেদোক্তি কার্য্যে মহিমা এবং দক্ষতা প্রথিত আছে ॥ ৪১ ॥

পি গিরিজাসহায়ঃ। হারস্য মধ্যেন্তরলো যথাবৈ রাত্রেরিবেন্দুর্গগনাধিরূঢ়ঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র দ্বিজঃ কশ্চন শাস্ত্রবেদী প্রভাকরাখ্যঃ প্রথিতানুভাবঃ। প্রবৃত্তিশাস্ত্রৈকরতঃ সুবুদ্ধিরান্তে ক্রতূন্মীলিতকীর্ত্তিবৃন্দঃ ॥ ৪৩ ॥

লো মধ্যমণিঃ যথা ভূষাং করতি তরলশ্চঞ্চলে মিঙ্গে ভাস্করে-পিত্রিশিঙ্গকঃ, হারমধ্যমণৌপুংসীতিমেদিনী যথাবা গগনাধিরূঢ়-শ্চন্দোরাত্রের্ভূযাং করোতি তদ্বৎ ॥ ৪২ ॥

তত্রতস্মিন্‌গ্রামেশা স্রজ্ঞঃ প্রভাকরসংজ্ঞঃকশ্চনাস্তেস্ম তং বিশিনষ্টি প্রবৃত্তীতি ক্রতুভিরুন্মীলিতং কীর্ত্তিবৃন্দং যেনসঃ ॥ ৪৩ ॥

মধ্যমণি যেরূপ হারলতার শোভা সম্পাদন করে; গগনমণ্ডলে অধিরোহণ করিয়া চন্দ্রমা যেরূপ রজনীর শোভাবৃদ্ধি করে; তদ্রূপ পিনাক-পানি মহাদেব পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া ঐ গ্রামের মধ্যে বাস করিয়া শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

ঐ গ্রামে প্রভাকর নাম একজন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বাস করিতেন। প্রবৃত্তি অর্থাৎ যাগাদি কার্য্যের পোষকতাকারক শাস্ত্র সকল অত্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহাতেই সর্ব্বদা রত থাকিতেন। তৎকালে তাঁহার মতন সুবুদ্ধি আর মহানুভব ব্যক্তি অতি অল্পই ছিল। সুতরাং তাহাতেই যাগ কার্য্যে তাঁহার অধিকতর কীর্ত্তি কলাপ উন্মীলিত হয় ॥ ৪৩ ॥

গাবো হিরণ্যং ধরণী সমগ্রা সদ্বান্ধবা জ্ঞাতি-জনাশ্চ তস্য। সন্ত্যেব কিন্তৈর্নহি তোষ এভিঃ পুত্রো যদস্যাজনি মুগ্ধচেষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥

নবক্তি কিঞ্চিন্ন শৃণোতি কিঞ্চিৎ ধ্যায়ন্নিবাস্তে কিল মন্দচেষ্টঃ। রূপেষু মারো মহসা মহস্বান্ মুখেন চন্দ্রঃ ক্ষময়া মহীসমঃ ॥ ৪৫ ॥

গ্রহগ্রহাৎ কিং জড়বদ্বিচেষ্টতে কিং বা স্বভা-চুতপূর্ব্বকর্ম্মণঃ। সং চিন্তয়ং স্তিষ্ঠতি তৎপিতা-নিশং সমাগতান্ প্রষ্টুমনাবহুশ্রুতান্ ॥ ৪৬ ॥

তৈঃ সদ্ভিঃকিং ন কিমপি হি যস্মাদেভিঃ সর্ব্বৈস্তোষোনাস্তি তোষাভাবে হেতুর্যদ্‌যস্মাদস্য পুত্রোমুগ্ধচেষ্টোঽজনি ॥ ইত্ত্র০ ॥৪৪॥

তদীয়াং তাং চেষ্টামেবদর্শয়তি নেতি তদীয়ং রূপং বর্ণয়তি রূপেষু মারঃ কামঃ মহসাতেজসামহস্বান্ সূর্য্যঃ ॥ উ০ ॥ ৪৫ ॥

অধুনা তৎপিতৃচেষ্টাং দর্শয়তি। তৎপিতা ইত্যেব মনিশং সং চিন্তয়ন্ সমাগতান্ বহুশ্রুতান্ প্রষ্টুমনাস্তিষ্ঠতিস্ম ॥ ৪৬ ॥

গাভি সকল, সুবর্ণ, অসীম ভূমিখণ্ড, সৎবন্ধু, অন্যান্য জ্ঞাতি থাকিলেও তাঁহার তাহাতে যেমন উপকার দর্শিত না। ঐ সকল ধনধান্য কি বন্ধুবান্ধবে তাঁহার সন্তোষ হইত না। তাহার একমাত্র কারণ, প্রভাকরের পুত্র জড়বৎ চেষ্টাশূন্য ছিল ॥ ৪৪ ॥

ঐ পুত্র কিছুই বলে না—কিছুই শোনে না—জড়বৎ কেবল ধ্যান করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ পুত্র রূপে কন্দর্প, তেজে সূর্য্য, মুখে চন্দ্র এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য। ৪৫।

শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈর্ব্বহুপুস্তভারৈঃ সমাগতং কঞ্চন পূজ্যপাদম্। শুশ্রাব তং গ্রামমনিন্দিতাত্মা নিনায় সূনুং নিকটং স তস্য ॥ ৪৭ ॥

ন শূন্যহস্তো নৃপমিষ্টদৈবং গুরুঞ্চ যায়াদিতি শাস্ত্রবিৎ স্বয়ম্। সোপায়নঃ প্রাপ গুরুং ব্যশিশ্রণৎ ফলং ননামাস্য চ পাদপঙ্কজে ॥ ৪৮ ॥

অনীনমত্তঞ্চ তদীয় পাদয়োর্জ্জড়াকৃতিং ভস্মনি গূঢ়বহ্নিবৎ। স নোদতিষ্ঠৎ পতিতঃ পদাম্বুজে প্রায়ঃ স্বজাড্যপ্রকটং বিধিৎসতি ॥ ৪৯ ॥

উপাত্তহস্তঃ শনকৈরবাঙ্মুখং তং দেশিকেন্দ্রঃ কৃপয়োদতিষ্ঠিপৎ। উত্থাপিতে স্বে তনয়ে পিতাঽব্রবীদ্বদ প্রভো! জাড্যমমুষ্যকিং কৃতম্ ॥ ৫০ ॥

ততঃ কদাচিদ্ বহুপুস্তকভারৈঃ শিষ্যৈঃ সহ তং গ্রামং প্রতি সমাগতং কঞ্চন পূজ্যপাদং শুশ্রাব। ততশ্চানিন্দিতাত্মা স প্রভাকরস্তস্য পূজ্যপাদস্য নিকটং পুত্রং নীতবান্ ॥ আ০ ॥ ৪৭ ॥

কিং শূন্যহস্ত এব গতো নেত্যাহ শূন্যহস্ত ইতি। রিক্তহস্তস্তু নোপেয়াদ্রাজানং দৈবতং গুরুমিতি, শাস্ত্রবিৎ স্বয়ং সোপায়নো গুরুং শ্রীশঙ্করং প্রাপ, কিং তদুপায়নমিত্যপেক্ষায়ামাহ; ফলং ব্যশিশ্রণৎ প্রায়চ্ছৎ অস্য গুরোঃ পাদকমলে ননাম চ ॥ উ০ ॥ ৪৮ ॥

ভস্মনা নিগূঢ়বহ্নিবজ্জড়তুল্যাকৃতিং তং পুত্রঞ্চ তদীয়পাদয়োরনীনমৎ, ভস্মনীতি ভিন্নং বা পদং স পুত্রঃ প্রায়ঃ স্বজাড্যং প্রকটং বিধাতুং ইচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

উপাত্তো গৃহীতস্তদীয়হস্তো যেন স দেশিকেন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করঃ উদতিষ্ঠিপৎ উত্থাপিতবান্ ॥ ৫০ ॥

কেবল গ্রহাবেশে পুত্রের কি এইরূপ চেষ্টা হইল? অথবা স্বভাব বশতঃ? কিম্বা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এইরূপ মন্দ চেষ্টা? বালকের পিতা এইরূপ চিন্তা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে ঐ কথা বারংবার প্রশ্ন করিলেন। ৪৬।

পরে শ্রবণ করিলেন—ঐ গ্রামে একজন পূজ্যপাদ ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক শিষ্য প্রশিষ্য বিদ্যমান আছে,—অনেক পুস্তক সঙ্গে আছে। তখন সন্তুষ্ট মনে পুত্রকে তাঁহার নিকটে লইয়া যান। ৪৭।

"রিক্ত হস্তে রাজা গুরু ও দেবতার নিকট যাইবে না" এইরূপ শাস্ত্র দৃষ্টান্তে প্রভাকর, শঙ্কর গুরুর নিকট কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া গমন করিলেন। পরে একটী ফল দান করিলেন এবং তাঁহার পাদকমলে প্রণত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতন জড়াকৃতি পুত্রকে তাঁহার পদকমলে নমস্কার করাইলেন। প্রভাকরের পুত্র তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া আর উঠিতে ইচ্ছা করিল না। তাহার কারণ এই—ঐ পুত্র আপনার জড়তা অধিকরূপে দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

ভূতলার্পিত মুখ ঐ পুত্রকে গুরুবর শঙ্কর আপনার হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া উত্থিত করিলেন। পুত্র যখন উত্থিত হইল, তখন পিতা বলিলেন; প্রভো! আপনি বলুন—আমার পুত্রের জড়তার কারণ কি? ॥ ৫০ ॥

বর্ষাণ্যতীয়ুর্ভগবন্নমুষ্য পঞ্চাষ্টজাতস্য বিনাহ্যবোধম্। নাধ্যৈষ্ট বেদানলিখচ্চ নার্ণানচীকরঞ্চোপনয়ং কথঞ্চিৎ ॥ ৫১ ॥

ক্রীড়াপরঃ ক্রোশতি বালবর্গস্তথাপি ন ক্রীড়িতুমেষ যাতি। বালাঃ শঠা মূর্খমিমং নিরীক্ষ্য সন্তাড়য়ন্তেঽপি ন রোষমেতি ॥ ৫২ ॥

ভুংক্তে কদাচিন্নতু জাতু ভুংক্তে স্বেচ্ছাবিহারী ন করোতি চোক্তম্। তথাপি রুষ্টেন ন তাড্যতেঽয়ং স্বকর্ম্মণা বর্দ্ধত এব নিত্যম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতীরয়িত্বোপরতেচ বিপ্রে পপ্রচ্ছ তং শঙ্করদেশিকেন্দ্রঃ। কস্ত্বং কি মেবং জড়বৎ প্রবৃত্তঃ সচাব্রবীদ্বালবপুর্ম্মহাত্মা ॥ ৫৪ ॥

নাহং জড়ঃ কিন্তু জড়ঃ প্রবর্ত্ততে মৎসন্নিধানে ন সন্দিহে গুরো।। ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাববিকারবর্জ্জিতং সুখৈকতানং পরমস্মি তৎপদম্ ॥ ৫৫ ॥

তজ্জাড্যমেব বর্ণয়তি বর্ষাণীতি। পঞ্চাষ্টত্রয়োদশ নাধ্যৈষ্ট নৈবাধীতবান্ অর্ণান্ বর্ণান্ যথাকথঞ্চিদুপনয়ং কৃতবানস্মি॥৫১॥

এবং জাড্যং প্রদর্শ্যাদ্ভুতাং তস্য চেষ্টাং বর্ণয়তি, ক্রীড়াপর-ইতিদ্বাভ্যাম্ ॥ ৫২ ॥

যদ্যপ্যেবং তথাপি রুষ্টেন ময়ায়ং ন তাড্যতে ॥ ৫৩ ॥

ইত্যেবং কথয়িত্বা প্রভাকরে উপরতে স তং শঙ্করদেশিকেন্দ্রঃ প্রপচ্ছ ॥ ৫৪ ॥

কস্ত্বমিতি। প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমাদৌ কিমেবং জড়বৎপ্রবৃত্তঃ ইত্যত্রাহ। নাহং জড়ঃ কিন্তু মৎসন্নিধানেন জড়ঃ প্রবর্ত্ততে হে গুরো! অস্মিন্নর্থে অহং ন সন্দিহে তস্মাৎ শোকমোহক্ষুধাপিপাসা জরামৃত্যুলক্ষণ ষড়ূর্ম্মিভির্জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে নশ্যতীত্যুক্ত ষড়্ভাববিকারৈশ্চ রহিতং। সুখৈকতানং পরং সর্ব্বোত্তমং তৎপদমহমস্মি, পরং দেহেন্দ্রিয়াদ্যতিরিক্তং প্রত্যক্ চৈতন্যং তৎপদং শোধিততৎপদার্থাভিন্নমিতি বা ॥ ৫৫ ॥

ভগবন্! ইহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহার এখন পর্য্যন্ত কোন বোধাবোধ হয় নাই; বেদ সকল অধ্যয়ন করে নাই; কখন কোন বর্ণ লিখে নাই; তথাপি আমি অতি কষ্টে ইহার উপনয়ন দিয়াছি ॥ ৫১ ॥

বালক সকল খেলা করিবার জন্য ইহাকে কতই ডাকিয়া থাকে, তথাপি আমার পুত্র তাহাদের সহিত খেলা করিতে যায় না—। ধূর্ত্ত বালকেরা ইহাকে মূর্খ দেখিয়া কতই প্রহার করে, তথাপি ইহার রাগ হয় না। কখন ভোজন করে কখন ভোজন করে না; ইচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে; কাহারও সহিত আলাপ করে না—; ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে কেহই প্রহার করে না—কেবল আপনার কর্ম্মে নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছে ॥ ৫২।৫৩ ॥

এই কথাগুলি বলিয়া ব্রাহ্মণ বিরত হইলে গুরুবর শঙ্কর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি কে? কেন তুমি জড়ের মতন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? পরে বালকরূপী ঐ মহাত্মা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

আমি জড় নয়—কিন্তু আমার সন্নিধানে জড় প্রবৃত্ত হয়। গুরুদেব! আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব শোক, মোহ, ক্ষুধা,

মমেব ভূয়াদনুভূতিরেষা মুমুক্ষুবর্গস্য নিরূপ্য বিদ্বন্ !। পদ্যৈঃ পরৈর্দ্বাদশভির্ব্বভাষে চিদাত্মতত্ত্বং বিধুতপ্রপঞ্চম্ ॥ ৫৬ ॥

উপাধৌ যথাভেদতাসন্মণীনাং তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেঽপি। যথা চন্দ্রিকাণাং জলে চঞ্চলত্বং তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো ॥ ১২ ॥ ইতি উপদেশঃ ॥ ৫৬ ॥

হে বিদ্বন্ ! মমৈবৈষাঽনুভূতির্মুমুক্ষুবর্গস্য ভূয়াদিতি নিরূপ্যৈর্দ্বাদশভিঃ পদ্যৈর্ব্বিধুতপ্রপঞ্চং চিদাত্মতত্ত্বং বভাষে। তথাহি নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ। রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথায়ঃ স নিত্যোপলব্ধিঃ স্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১ ॥

যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকম্ স° ॥ ২ ॥

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ স° ॥ ৩ ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ ॥ ৪ ॥

মনশ্চক্ষুরাদের্বিযুক্তঃ স্বয়ং যো মনশ্চক্ষুরাদের্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ। মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ স° ॥ ৫ ॥

যথাঽনেকচক্ষুঃপ্রকাশো রবির্ন ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং অনেকা ধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধঃ স° ॥ ৭ ॥

বিবস্বৎপ্রভাতং যথা রূপমক্ষং প্রগৃহ্নাতি নাভাতমেবং বিবস্বান্। তথাভাত আভাসয়ত্যেকমক্ষং স° ॥ ৮ ॥

যথা সূর্য্য একোঽপ্যনেকশ্চলাসু স্থিরাস্বপ্যনম্বগ্নিভাব্যস্বরূপঃ চলাসু প্রভিন্নাস্বধীষ্বেক এব স° ॥ ৯ ॥

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথামন্যতে নিষ্প্রভঞ্চাতিমূঢ়ঃ। তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স° ॥ ১০ ॥

সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং সমস্তানি বস্তূনি যং ন স্পৃশন্তি, বিয়দ্বৎ সদাশুদ্ধমচ্ছস্বরূপঃ স° ॥ ১১ ॥

পিপাসা, জরা, মৃত্যু এই ছয় প্রকার তরঙ্গ

—জন্ম অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয়, নাশ এই ছয় প্রকার বিকার রহিত, সুখস্বরূপ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট "তত্ত্বমসি" বেদবাক্যের তৎপদ আমিই জানিবেন ॥ ৫৫ ॥

হে পণ্ডিতবর! এবিষয়ে আমার যেমন অনুভব আছে, আমার মতন যেন সকল মোক্ষার্থী ব্যক্তির এই অনুভব হয়। এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া আর দ্বাদশটী উৎকৃষ্ট কবিতার দ্বারা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভয়হারী আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন * ৫৬ ॥

---

* মন চক্ষুকর্ণ ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বিষয়ের কারণ। আকাশের যেমন কোন পদার্থের সহিত কোন সংস্রব নাই—কোন উপাধি নাই—যে পদার্থ ঐ উপাধি শূন্য আকাশের তুল্য; যে বস্তু দিবাকরের মতন সকল লোকের চেষ্টার নিমিত্ত; আমিই সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। ১। উষ্ণতাগুণ যেরূপ অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া নিত্য প্রবর্ত্তমান থাকে; তদ্রূপ অজ্ঞানস্বরূপ মন চক্ষু প্রভৃতি যে নিত্য বোধস্বরূপ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া নিত্য প্রবর্ত্তমান; আমি সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ২ ॥ দর্পণ যেমন মুখের প্রকাশক বলিয়া দেখা যায়, পরে মুখ হইতে দর্পণকে পৃথক্ করিলে যেমন কোন বস্তুই দেখা যায় না; তদ্রূপ জীবও বুদ্ধিতে যে চৈতন্যের প্রকাশক মাত্র—আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৩। যেমন দর্পণের অভাব হইলে, প্রকাশের হানি হইলে একমাত্র কল্পনা হীন সত্যমুখ বিদ্যমান থাকে; তদ্রূপ যে বস্তু বুদ্ধির বিয়োগ হইলেও স্বপ্রকাশ—আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৪। যে পদার্থ স্বয়ং মন ও চক্ষু আদি হইতে বিযুক্ত; যে পদার্থ মনের ও মন—চক্ষুরও চক্ষু, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়; মন কি চক্ষুয়াদি যাহার স্বরূপ জানিতে পারে না—আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৫। যিনি এক হইয়া বিরাজমান—যিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ—যিনি স্বপ্রকাশ হইয়াও বুদ্ধিবৃত্তিতে নানাপ্রকারে পরিণত--যে পদার্থ সূর্য্যের মতন এক হইয়াও জল মধ্যে শত শত রূপে প্রকাশমান; আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ

প্রকাশয়ন্তে পরমাত্মতত্ত্বং করস্থধাত্রীফলবদ্যদেকম্। শ্লোকাস্তু হস্তামলকাঃ প্রসিদ্ধাস্তৎকর্ত্তুরাখ্যাপি তথৈব বৃত্তা ॥ ৫৭ ॥

যদেকং পরমাত্মতত্ত্বং তৎকরস্থামলকফলবৎ প্রকাশয়ন্তে

আত্মা। ৬। যেমন অনেক চক্ষুর প্রকাশক সূর্য্য প্রকাশ্য বস্তু ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত করে না—প্রত্যুত এক কালে সকল বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐরূপ অনেক বুদ্ধি সকল যে এক জ্ঞানস্বরূপ পরম বস্তু হইতে উদ্ভাবিত—আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা ॥ ৭ ॥ যেরূপ চক্ষু ইন্দ্রিয় সূর্য্যকিরণে জগৎ প্রকাশিত হইলে বস্তু নিচয়ের রূপ গ্রহণে সক্ষম; কিন্তু সূর্য্যপ্রকাশ না হইলে দর্শনেন্দ্রিয় কোন বস্তুরই রূপগ্রহণ করিতে পারে না; সেইরূপ স্বয়ং যে প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া এক চক্ষুকে দর্শনশক্তি প্রদান করিয়া জগৎ প্রকাশিত করিয়া থাকে, আমিই সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। ৮। যেরূপ সূর্য্য এক হইয়াও চঞ্চল বুদ্ধিতে অনেক হয়, স্থির বুদ্ধিতেও অস্থির সমীপে সূর্য্যের স্বরূপ ভাবিতে পারা যায় না; চপলবুদ্ধি স্থির হইলে—বুদ্ধি একাকার হইলে যেমন ঐ সূর্য্য পুনর্ব্বার একই থাকে; আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৯ ॥ গগনমণ্ডলে মেঘ হইলে এবং ঐ মেঘ দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছাদিত হইলে মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যদেবকে মূঢ়মতি লোকে যেমন প্রভাশূন্য বলিয়া বিবেচনা করে, তদ্রূপ মূঢ়মতি লোকের কাছে যে বস্তু বদ্ধ মতন প্রকাশমান; আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ১০। আকাশের মতন এক যে পদার্থ সকল পদার্থে সম্বদ্ধ থাকেন—অথচ কোন পদার্থ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—যে বস্তু সদা বিশুদ্ধ যে বস্তুর স্বরূপ সদাই নির্ম্মল; আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ১১। যেরূপ অয়স্কান্ত, নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মণিসমূহের উপাধিবিশেষে ভেদবুদ্ধি হয়, নতুবা মণিবস্তু চিরদিনই এক। বুদ্ধিবিশেষে আপনারও দেখিতেছি বুদ্ধির প্রভেদ ঘটিয়াছে। যেমন চন্দ্রকিরণ সকল জলে পতিত হইলে তাহাদের চঞ্চলতা দেখা যায়, হে বিষ্ণু সদৃশ! আপনারও দেখিতেছি সেই চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। ১২।

বিনোপদেশং স্বত এব জাতঃ পরাত্মবোধো দ্বিজবর্য্যসূনোঃ। ব্যস্ময়ন্ সংপ্রেক্ষ্য স দেশিকেন্দ্রো ন্যধাৎ স্বহস্তং কৃপয়োত্তমাঙ্গে ॥ ৫৮ ॥

সুতে নিবৃত্তে বচনং বভাষে স দেশিকেন্দ্রঃ পিতরং তদীয়ম্। বস্তুং ন যোগ্যো ভবতা সহায়ং ন তেঽমুনাঽর্থো জড়িমাস্পদেন ॥ ৫৯ ॥

অতস্তে শ্লোকাস্তু হস্তামলকাঃ প্রসিদ্ধাস্তেষাং কর্ত্তুরাখ্যাপি তথৈব হস্তামলক ইতি বৃত্তা প্রবৃত্তা ॥ উং ॥ ৫৭ ॥

উপদেশং বিনা স্বত এব দ্বিজবর্য্যসূনোঃ পরাত্মবোধো জাত ইতি সংপ্রেক্ষ্য বিস্ময়ং প্রাপ্তো দেশিকেন্দ্রো দ্বিজবর্য্যসূনোঃ শিরসি স হস্তং ন্যধাৎ ॥ ৫৮ ॥

উদাহৃতপদ্যান্যুক্ত্বা সুতে নিবৃত্তে সতি দেশিকেন্দ্রস্তদীয়ং পিতরং বচনং বভাষে তদাহ। ভবতা সহায়ং বস্তুং যোগ্যো

প্রভাকরের পুত্র যে বারটী শ্লোক বলিল ঐ শ্লোকগুলিন করতলস্থ আমলকী ফলের মতন এক পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিল। তাহাতে ঐ শ্লোকগুলির নাম “হস্তামলক” এবং তদবধি ঐ শ্লোককর্ত্তার নামও “হস্তামলক” বলিয়া জগতে বিখ্যাত হয় ॥ ৫৭ ॥

“বিনা উপদেশে স্বতসিদ্ধ এই ব্রাহ্মণকুমারের আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে” ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং গুরুবর শঙ্কর ব্রাহ্মণপুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

বারটী পদ্য বলিয়া পুত্র নিবৃত্ত হইলে গুরুবর তাহার পিতাকে বলিতে লাগিলেন, এপুত্র তোমার সহিত একত্রে বাস করিবার যোগ্য নয়;

পুরাভবাভ্যাসবশেন সর্ব্বং স বেত্তি সম্যক্ ন চ বক্তি কিঞ্চিৎ। নোচেৎ কথং স্বানুভবৈকগর্ভ-পদ্যানি ভাষেত নিরক্ষরাস্যঃ ॥ ৬০ ॥

ন সক্তিরস্যাস্তি গৃহাদিগোচরা নাত্মীয়দেহে ভ্রমতোঽস্য বিদ্যতে। তাদাত্ম্যতাঽন্যত্র মমেতি বেদনং যদা ন সা স্বে কিমু বাহ্যবস্তুষু ॥ ৬১ ॥

ইতীরয়িত্বা ভগবান্ দ্বিজাত্মজং যযৌ গৃহীত্বাদি-শমীপ্সিতাং পুনঃ। বিপ্রোঽপ্যনুব্রজ্য যযৌ স্বমন্দিরং কিয়ৎপ্রদেশং স্থিরধী র্বহুশ্রুতঃ ॥ ৬২ ॥

ততঃ শতানন্দমহেন্দ্রপূর্ব্বৈঃ সুপর্ব্ববৃন্দৈরুপ-গীয়মানঃ। পদ্মাংঘ্রিমুখ্যৈঃ সমমাপ্তকামঃ ক্ষৌণী-পতিঃ শৃঙ্গগিরিং প্রতস্থে ॥ ৬৩ ॥

ন ভবতি। কিঞ্চামুনা জড়তাস্পদেন তব কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং নাস্তি ॥ ৫৯ ॥

নন্বেবংভূতেন তবাপি কিং প্রয়োজনমিত্যাশঙ্ক্যাহ। পুরাভবস্য পূর্ব্বজন্মনো ঽভ্যাসস্য বশেন স তব পুত্রঃ সর্ব্বং জানাতি ॥ ৬০ ॥

ন বস্তুং যোগ্যো ভবতা সহায়মিত্যত্র হেতুমাহ। অস্য গৃহাদিবিষয়াসক্তিরাসক্তির্নাস্তি। তথাত্মীয়দেহে ভ্রমাত্তাদাত্ম্যতাঽস্য ন বিদ্যতে, তথা দেহাদন্যত্র মমেতি জ্ঞানমস্য ন বিদ্যতে সা তাদাত্ম্যতা তু যদা স্বে দেহে নাস্তি তদা বাহ্যবস্তুষু সা নাস্তীতি কিমু বক্তব্যম্ ॥ ৬১ ॥

ইতীরয়িত্বা ভগবান্ দ্বিজাত্মজং গৃহীত্বা পুনরীপ্সিতাং দিশং যযৌ। প্রভাকরসংজ্ঞো বিপ্রোঽপি কিয়ৎদেশমনুব্রজ্য স্ব-মন্দিরং যযৌ, নমু স্বপুত্রবিয়োগে ব্যাকুলতাং কিমিতি ন প্রাপে-ত্যাশঙ্ক্যাহ স্থিরধী র্যতো বহুশ্রুতঃ ॥ ৬২ ॥

ততঃ তদনন্তরং বিষ্ণুপ্রমুখৈর্দ্দেববৃন্দৈরুপগীয়মানঃ পদ্মপাদা-দিভিঃ সহাপ্তকামো রাজা শৃঙ্গগিরিং প্রতস্থে, শতানন্দো মুনের্ভেদে দেবকীনন্দনেঽপি চেতি মেদিনী ॥ ৬৩ ॥

জড়তার আধার এপুত্র দ্বারা তোমারও কোন প্রয়োজন দেখি না ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস বশতঃ তোমার পুত্র সকল বিষয় উত্তম রূপে জানিতে সক্ষম হইয়াছে এবং কাহারও সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে নাই। নতুবা যে মুখে কস্মিন্ কালে কোন অক্ষর নির্গত হয় নাই, সেই মুখ দিয়া কিরূপে তোমার পুত্র এরূপ নিজের অনুভব পূর্ণ ও সারগর্ভ পদ্য সকল বলিতে সক্ষম হইল ?। ৬০।

তোমার পুত্রের গৃহ কি গৃহোচিত পদার্থে আসক্তি নাই। ভ্রম বশতঃ নিজদেহেও "নিজ-দেহ" বলিয়া কোন অভিমান নাই। দেহ ভিন্ন অন্য বিষয়েও "আমার" ইত্যাকার জ্ঞানও তোমার পুত্রের দেখি না। যখন নিজ দেহেই আত্মজ্ঞান নাই, তখন বাহ্য জড় পদার্থে যে আত্ম-জ্ঞান থাকিবে না ইহা বিচিত্র কি ?। ৬১।

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর ব্রাহ্মণের তনয়কে সঙ্গে লইয়া আপনার যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে প্রস্থান করিলেন। দ্বিজবর প্রভাকর অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং বহুতর শাস্ত্রে বুৎপত্তি থাকাতে পুত্রের বিরহে কাতর না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ দূর শঙ্করের অনুগমন করিয়া শেষে আপনার গৃহে পুনরায় আগমন করিলেন। ৬২।

অনন্তর বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল তাঁ-

যত্রাধুনাপ্যুত্তমমৃষ্যশৃঙ্গস্তপশ্চরত্যাত্মভৃদন্তরঙ্গঃ। সংস্পর্শমাত্রেণ বিতীর্ণভদ্রা বিদ্যোততে যত্র চ তুঙ্গভদ্রা ॥ ৬৪ ॥

অভ্যাগতার্চ্চাল্পিতকল্পশাখাকুলঙ্কষাধীতসমস্তশাখাঃ। ঈজ্যাশতৈর্যত্র সমুল্লসন্তঃ শান্তান্তরায়া নিবসন্তি সন্তঃ ॥ ৬৫ ॥

যস্মিন্ শৃঙ্গগিরাবধুনাপি আত্মভৃতামন্তরঙ্গঃ ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তমং তপশ্চরতি যত্র চ সংস্পর্শমাত্রেণ বিতীর্ণং সমর্পিতং ভদ্রং কল্যাণং যয়া সা তুঙ্গভদ্রাখ্যা নদী বিদ্যোততে ॥ ৬৪ ॥

যত্র যে সন্তো বসন্তি তান্ বিশিনষ্টি অভ্যাগতানাং পূজয়াহল্পীকৃতানাং কল্পবৃক্ষশাখানাং কুলঙ্কষাধীতাঃ সর্বশাখা যৈরিজ্যাশতৈঃ সম্যগুল্লসন্তঃ শান্তান্তরায়াঃ শান্তবিঘ্নাঃ ॥ ইন্দ্র০ ॥ ॥ ৬৫ ॥

হার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল, যতিরাজ পূর্ণমনোরথ হইয়া পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্য সঙ্গে পাইয়া শৃঙ্গগিরিতে প্রস্থান করিলেন। ৬৩।

যে স্থানে অদ্যাপি আত্মধারী ব্যক্তিগণের অন্তরঙ্গ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তপস্যা করিয়া থাকেন; যে স্থানে স্পর্শমাত্রে কল্যাণদায়িনী তুঙ্গভদ্রা নামে নদী অদ্যাপি বিরাজমান; যে স্থানে সাধুপুরুষগণ অতিথিগণের অর্চনাদ্বারা যে সমস্ত কল্পবৃক্ষ তুচ্ছ হইয়াছে—সেই সমস্ত কল্পতরুর সমস্ত শাখা (যাঁহারা উত্তম ও দৃঢ়রূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন); যে স্থানের সজ্জনেরা শত শত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই উল্লাসিত—যে স্থানে যাঁহাদের বিঘ্ন সকল কখন উপদ্রব করিতে সাহসী হইত না।

অধ্যাপয়ামাস স ভাষ্যমুখ্যান্ গ্রন্থান্নিজাংস্তত্র মনীষিমুখ্যান্। আকর্ণনপ্রাপ্যমহাপুমর্থানাদিষ্টবিদ্যাগ্রহণে সমর্থান্ ॥ ৬৬ ॥

মন্দাক্ষনম্রং কলয়ন্নু শেষং পরাণুদৎ প্রাণিতমাংস্যশেষম্। নিরস্তজীবেশ্বরয়োর্ব্বিশেষং ব্যাচষ্ট বাচস্পতিনির্ব্বিশেষম্ ॥ ৬৭ ॥

তস্মিন্ পর্ব্বতে মনীষিমুখ্যান্ শ্রবণমাত্রেণ প্রাপ্যো মহাপুরুষার্থো মোক্ষো যৈস্তাননুপদিষ্টবিদ্যাগ্রহণে সমর্থান্ স শ্রীশঙ্করো ভাষ্যপ্রমুখান্নিজান্ গ্রন্থানধ্যাপয়ামাস আকর্ণনেন প্রাপ্যো মহাপুমর্থো যেভ্যস্তান্ গ্রন্থানিতি বা ॥ ৬৬ ॥

শেষমনন্তং মন্দাক্ষনম্রং লজ্জয়ানম্রং কলয়ন্ কুর্ব্বন্নিবাশেষং যথাস্যাৎ তথা প্রাণিনামান্তরতমাংসি অজ্ঞানানি প্রাণুদৎ অপাকরোৎ যতো বাচস্পতিনা নির্ব্বিশেষং যথা ভবতি তথা নিরস্তং জীবেশ্বরয়োর্ব্বিশেষং ব্যাচষ্ট ॥ উ০ ॥ ৬৭ ॥

সেই পর্ব্বতে যে সকল শিষ্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি; শ্রবণমাত্র যে সকল শিষ্য পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ করিবার যোগ্য পাত্র; যে সকল শিষ্য গুরুর উপদিষ্ট বিদ্যা সকল ধারণা করিতে তৎপর; সেই সমস্ত খ্যাত নামা শিষ্যদিগকে আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্য প্রভৃতি আপনার গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করাইলেন। । ৬৪। ৬৫। ৬৬।

অনন্তকেও লজ্জায় নত করিয়া প্রাণিবর্গের আন্তরিক যাবতীয় অজ্ঞান তিমির একেবারে অপনয়ন করিলেন। বৃহস্পতির মতন নির্বিশেষে জীব আর ঈশ্বরের ঐক্য বিশেষ রূপে বলিতে লাগিলেন। ৬৭।

প্রকল্প্য তত্রেন্দ্রবিমানকল্পং প্রাসাদমাবিষ্কৃত-সর্ব্বশিল্পম্। প্রবর্ত্তয়ামাস স দেবতায়াঃ পূজামজাদ্যৈরপি পূজিতায়াঃ॥ ৬৮॥

যা শারদাম্বেত্যভিধাং বহন্তী কৃতাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্তী। অদ্যাপি শৃঙ্গেরিপুরে বসন্তী প্রদ্যোততেঽভীষ্টবরান্ দিশন্তী॥ ৬৯॥

চিত্তানুবর্ত্তী নিজধর্ম্মচারী ভূতানুকম্পী তনুবাগ্বিভূতিঃ। কশ্চিদ্বিনেয়োঽজনি দেশিকস্য যং তোটকাচার্য্যমুদাহরন্তি॥ ৭০॥

স্নাত্বা পুরা ক্ষিপতিকম্বলবস্ত্রমুখ্যৈরুচ্চাসনং মৃদু সমং স দদাতি নিত্যম্। সংলক্ষ্য দন্তপরিশোধনকাষ্ঠমগ্র্যং বাহ্যাদিকং গতবতে সলিলাদিকঞ্চ॥ ॥ ৭১॥

ততশ্চ তস্মিন্ পর্ব্বত ইন্দ্রবিমানসদৃশমাবিষ্কৃতসর্ব্বশিল্পং প্রাসাদং প্রকল্প্যাজাদ্যৈরপি পূজিতায়া দেবতায়াঃ পূজাং স প্রবর্ত্তয়ামাস অত্র প্রাঞ্চঃ মঠং কৃত্বা তত্র বিদ্যাপীঠনির্ম্মাণং কৃত্বা ভারতীসংপ্রদায়ং নিজশিষ্যং চকার যস্ত্বদ্বৈতমতে স্থিত্বা ভারতীপীঠনিন্দকঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবং। কঞ্চিচ্ছিষ্যং সুরেশ্বরাখ্যং পীঠাধ্যক্ষমকরোদিতি॥ ৬৮॥

সা দেবতা কেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যেতি॥ ৬৯॥

অথ তত্র যদ্বৃত্তস্তদ্দর্শয়িতুমারভতে চিত্তানুবর্ত্তীতি। তন্বী সূক্ষ্মা বাগ্বিভূতির্যস্য স মন্দভাষণ ইত্যর্থঃ। দেশিকস্য কশ্চিচ্ছিষ্যোঽজনি॥ ৭০॥

স সদৈব গুরুশুশ্রূষণপর ইত্যাহ। পুরা গুরুস্নানাৎ পূর্ব্বং স্নাত্বাকম্বলবস্ত্রপ্রমুখৈরুচ্চাসনং মৃদু কোমলং সমং সমানং ক্ষিপতি করোতি তং তং কালং সংলক্ষ্যৈব নত্বাজ্ঞপ্তো নিত্যং দন্তপরিশোধনকাষ্ঠং অগ্র্যং শাস্ত্রোক্তং দদাতি। বাহ্যাদিকং গতবতে জলমৃত্তিকাদি চ দদাতি॥ ব০॥ ৭১॥

গুরুবর তথায় ইন্দ্রের অমরাবতী ভবনের তুল্য বিবিধ শিল্প কার্য্যে পরিপূর্ণ একটী দেবালয় সংস্থাপিত করেন। পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা * করেন। ৬৮।

যে দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন তাহার নাম শারদা। আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য শৃঙ্গেরিপুরে অভীষ্ট বর প্রদান পূর্ব্বক অদ্যাপি যিনি বিরাজমান আছেন। ৬৯।

আচার্য্যের চিত্তের অনুবর্ত্তী স্বধর্ম্ম প্রতিপালক জীবদয়ালু ও মৃদুভাষী একজন তথায় গুরুবরের শিষ্য হন। যিনি আচার্য্যের শিষ্য হন, সকলে তাঁহাকে তোটকাচার্য্য বলিয়া আহ্বান করিত। ৭০।

গুরুর স্নানের পূর্ব্বে আপনি স্নান করিয়া ও বস্ত্রাদি দ্বারা কোমল আর সমান একটী উচ্চাসন গুরুর জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। নত হইয়া উপবেশন করিলে গুরু যখন যাহা আজ্ঞা করিতেন, তখন শাস্ত্রোক্ত দন্তকাষ্ঠ আনিয়া দিতেন এবং শৌচ প্রস্রবার্থ জল ও মৃত্তিকাদি দান করিতেন। ৭১।

* এ বিষয়ে প্রাচীনেরা বলেন, শঙ্কর মঠ করিয়া তথায় বিদ্যাপীঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভারতী সম্প্রদায়দিগকে আপনার শিষ্য করেন। "যে ব্যক্তি অদ্বৈত মতে থাকিয়া ভারতীপীঠকে নিন্দা করিবেন, তিনি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরক যাতনা ভোগ করিবেন।" পরে আচার্য্য সুরেশ্বর নামক কোন একজন আপনার শিষ্যকে ঐ প্রতিষ্ঠিত ভারতীপীঠের অ্যধক্ষ করেন।

শ্রীদেশিকায় গুরবে তনুমার্জবস্ত্রং বিশ্রাণয়ত্যনুদিনং বিনয়োপপন্নঃ। শ্রীপাদপদ্মযুগমর্দ্দনকোবিদশ্চ চ্ছায়েব দেশিকমসৌ ভৃশমন্বয়াদ্‌যঃ ॥ ৭২ ॥

গুরোঃ সমীপে নতু জাতু জৃম্ভতে প্রসারয়ন্নো চরণৌ নিষীদতি। নোপেক্ষতে বা বহুবা ন ভাষতে ন পৃষ্ঠদশ পুরতোঽস্য তিষ্ঠতি ॥ ৭৩ ॥

তিষ্ঠন্ গুরৌ তিষ্ঠতি সংপ্রয়াতে গচ্ছন্ ক্রবাণে বিনেয়ন শৃণ্বন্। অনুচ্যমানোঽপি হিতং বিধত্তে যচ্চাহিতং তচ্চ তনোতি নাস্য ॥ ৭৪ ॥

তস্মিন্ কদাচন বিনেয়বরে স্বশাটীপ্রক্ষালনায় গতবত্যপবর্ত্তনীগাঃ। ব্যাখ্যানকর্ম্মণি তদাগমমীক্ষমাণো ভক্তেষু বৎসলতয়া বিললম্ব এষঃ ॥ ৭৫ ॥

শান্তিপাঠমথকর্ত্তুমসংখ্যেয়ূদ্যতেষু সবিনেয়ব-

বিশ্রাণয়তি। প্রযচ্ছতিস্ম, যোঽসৌ দেশিকং ছায়েবান্বগচ্ছৎ ॥ ৭২ ॥

বক্তব্যং নোপেক্ষতে বা বহুবা ন ভাষতে বংশস্থেন্দ্রবংশামিশ্রিতত্বাদুপজাতিঃ ইত্থং কিলান্যাস্বপি মিশ্রিতাসু স্মরন্তি জাতিম্বিদমেব নামেত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

কিঞ্চ গুরৌ তিষ্ঠতি সতি তিষ্ঠন্ তস্মিন্ সংপ্রয়াতে গচ্ছন্ ক্রবাণে বিনয়েন শৃণ্বন্ সন্নকথ্যমানোঽপি হিতং বিধত্তে যচ্চাস্ত গুরোরহিতং তচ্চ ন বিস্তারয়তি উ০ ॥ ৭৪ ॥

এবম্ভূতে তস্মিন্ শিষ্যবরে কদাচিৎ স্বশাটীপ্রক্ষালনায় অপবর্ত্তনীগাঃ নদীজলানি প্রতিগতবতি তস্যাগমনমীক্ষমাণো ভক্তেষু বৎসলতয়া ব্যাখ্যানাখ্যে কর্ম্মণি বিললম্ব, গৌঃ স্বর্গে চ বলীবর্দ্দে রশ্মৌচ কুলিশে পুমান্। স্ত্রী সৌরভেয়ী দৃগ্বাণদিগ্বাগ্‌ভূম্যপ স্বভূম্নিচেতি মেদিনী ॥ বা০ ॥ ৭৫ ॥

অথানন্তরমসংখ্যাতেষু শিষ্যবরেষু শান্তিপাঠং কর্ত্তুং উদ্য-

বিনয় সহকারে প্রতিদিন গুরুদেবকে গাত্র মার্জনী বস্ত্রদান করিতেন। ঐ শিষ্য গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মযুগল মর্দ্দন করিতে জানিতেন, সুতরাং গুরু যখন যে স্থানে গমন করিতেন সেই স্থানে ছায়ার মতন তাঁহার অনুগামী হইয়া আপনার বিনয় ও নম্রতা দেখাইতেন। ৭২।

তোটক গুরুর সমীপে কখন জৃম্ভা (হাই) তুলিতেন না; পদদ্বয় প্রসারণ করিয়া কখন উপবেশন করিতেন না; গুরুদেব কোন কথা কহিলে তাহা উপেক্ষা করিতেন না; অথবা অধিক বাক্য ব্যয় করিতেন না; আপনার পৃষ্ঠ দেখাইয়া কদাচ গুরুর সম্মুখে বসিতেন না। ৭৩।

গুরু উপবেশন করিলে উপবেশন করিতেন—গমন করিলে গমন করিতেন—কোন কথা বলিলে তাহা বিনয়ে শ্রবণ করিতেন—গুরুদেব না থাকিলেও সদাই হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন—গুরুর যাহা অহিত, এরূপ কার্য্য কদাচ করিতেন না। ৭৪।

কোন সময়ে শিষ্যবর শাটী (পরিধেয় বস্ত্র) প্রক্ষালন করিবার জন্য নদীর জলে গমন করিলে ভক্তবৎসল গুরুদেব তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ভাষ্যাদির ব্যাখ্যাকার্য্যে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ৭৫।

অনন্তর অগণিত শিষ্যগণ শান্তিপাঠ করিতে উদ্যত হইলে গুরুদেব বলিতে লাগিলেন।

রেষু। স্থীয়তাং গিরিরপি ক্ষণমাত্রাদেষ্যতীতি সমুদীরয়তিস্ম ॥ ৭৬ ॥

তাং নিশম্য নিগমান্তগুরূক্তিং মন্দধীরনধিকার্য্যপি শাস্ত্রে। কিং প্রতীক্ষত ইতিস্ম ভীতিঃ পদ্মপাদমুনিনা সমদর্শি ॥ ৭৭ ॥

তস্য গর্ব্বমপহর্ত্তুমখর্ব্বং স্বাশ্রয়েষু করুণাতিশয়াচ্চ ॥ ব্যাদিদেশ স চতুর্দ্দশ বিদ্যাঃ সদ্য এব মনসা গিরিনাম্নে ॥ ৭৮ ॥

তেষু সৎসু স দেশিকেন্দ্রঃ স্থীয়তাং গিরিরপি ক্ষণমাত্রাদেষ্যতীতি গিরতিস্ম ॥ স্বা০ ॥ ৭৬ ॥

তাং বেদান্তরূপাং গুরূক্তিং নিশম্য মন্দবুদ্ধিত্বাদ্ভীতিঃ কুড্যতুল্যো জড়ঃ শাস্ত্রেঽনধিকার্য্যপি কিমর্থং প্রতীক্ষত ইতি স্মহ পদ্মপাদমুনিনা ভীতিঃ সমদর্শি ॥ ৭৭ ॥

অথর্ব্বম নল্পং তস্য পদ্মপাদস্য গর্ব্বনপাকর্ত্তুং স্বয়মেব আশ্রয়ো যেষাং তথাভূতেষু স্বভক্তেষু করুণায়া অতিশয়াচ্চ স শ্রীশঙ্করস্তৎক্ষণ এব গিরিনাম্নে চতুর্দ্দশ বিদ্যা মনসা আদিদেশ ॥ ৭৮ ॥

"তোমরা স্থির হও, ক্ষণকালের মধ্যে গিরি আগমন করিবেক ।"। ৭৬।

বেদান্তের মতন শ্রদ্ধেয় গুরুর ঐ বচন শ্রবণ করিয়া একজন শাস্ত্রের অনধিকারী মূঢ়মতি শিষ্য বলিতে লাগিল "কেন তাহার জন্য আপনারা প্রতীক্ষা করিতেছেন?"। এইরূপ বচনে পদ্মপাদ ভয় দেখাইতে লাগিল। ৭৭।

পদ্মপাদের অনন্ত গর্ব খর্ব করিবার প্রত্যাশায় এবং আপনার আশ্রিত ভক্ত শিষ্যগণের

সোঽধিগম্য তদনুগ্রহমগ্র্যং তৎক্ষণেন বিদিতাখিলবিদ্যঃ ॥ ঐষ্ট দেশিকবরং পরতত্ত্বব্যঞ্জকৈর্ললিততোটকবৃত্তৈঃ ॥ ৭৯ ॥

স গিরিবয়ং অগ্র্যং তস্য গুরোরনুগ্রহমধিগম্য তৎক্ষণে ন বেদিতাখিলবিদ্যঃ ভগবন্নুদধৌ মৃতিজন্মজলে সুখদুঃখঝষে পতিতং ব্যথিতং। কৃপয়াশরণাগতমুদ্ধর মামনুশাস্যুপসন্নমনন্যগতিন্ ॥১॥

বিনিবর্ত্ত্য তরীং বিষয়ে বিষমাং পরিমুচ্য শরীরবিবন্ধমতিং। পরমাত্মপদে ভব নিত্যরতো জহি মোহময়ং ভ্রমমাত্মমতে ॥ ২ ॥

বিসৃজান্নময়াদিষু পঞ্চসু তাময়মস্মি মনেতি মতিং সততং। দৃশিরূপমনন্তমজং বিগুণং হৃদয়স্থমবেহি সদাহমিতি ॥ ৩ ॥

জলভেদকৃতা বহুতেব রবের্ঘটিকাদিকৃতা নভসোঽপি যথা। মতিভেদকৃতা নু তথা বহুতা তব বুদ্ধিদৃশোঽবিকৃতস্য সদা ॥ ৪ ॥

দিনকৃৎপ্রভয়া সদৃশেন সদা জনবিত্তগতং সকলং স্বচিতা। বিদিতং ভবতাঽবিকৃতেন সদা যত এবমতোঽসি সদেব সদা ॥ ৫ ॥

ইত্যাদিভির্গুরুশিষ্যসংবাদেন পরতত্ত্বব্যঞ্জকৈরিহ তোটকমন্বধিসৈঃ প্রথিতমিত্যুক্তলক্ষণৈস্তোটকবৃত্তৈঃ সহ দেশিকবরং শ্রীশঙ্করং প্রত্যাগতবানিত্যর্থঃ স্বা০ ॥ ৭৯ ॥

উপর নিরতিশয় করুণা থাকাতে শঙ্করাচার্য্য তৎক্ষণাৎ মনে মনে গিরিকে চতুর্দ্দশ বিদ্যা আদেশ করিলেন। ৭৮।

তখন গিরি গুরুদেবের অনন্য দুর্লভ অনুগ্রহ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সকল শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইল। অনন্তর পরমার্থ তত্ত্বের অর্থ প্রকাশক গুটি কত তোটক ছন্দের কবিতা লইয়া গুরুবর শঙ্করের নিকটে উপস্থিত হন *। ৭৯।

* ভগবন্! যে সমুদ্রের মৃত্যু আর জন্ম জল; সুখ আর দুঃখ মৎস্য; আমি সেই ভবসাগরে পতিত হইয়া ব্যথিত হইয়াছি। আপনি করুণা করিয়া এই শরণাগত ব্যক্তিকে উদ্ধার

শ্রীমদ্দেশিকপাদপঙ্কজযুগীমূলা তদেকাশ্রয়া
তৎকারুণ্যসুধাবসেকসহিতা তদ্ভক্তিসদ্বল্লরী ॥
হৃদ্যং তোটকবৃত্তবৃত্তরুচিরং পদ্যাত্মকং সৎফলং
লেভে ভোক্তৃমনোহৃতিসত্তমশুকৈরাস্বাদ্যমানং
মুহুঃ ॥ ৮০

শ্রীমদ্দেশিকস্য পাদপঙ্কজযুগলং মূলং যস্যাঃ স শ্রীশঙ্কর এব এক আশ্রয়ো যস্যাস্তস্য কারুণ্যসুধাবসেকেন সহিতা তস্য গিরের্ভক্তিলক্ষণা সদ্বল্লরী তোটকবৃত্তলক্ষণেন বৃত্তেন প্রবন্ধেন হৃদ্যং সুন্দরং ভোক্তৄং মনো যেষাস্তৈঃ সত্তমলক্ষণৈঃ শুকৈর্ম্মুহুরাস্বাদ্যমানং পদ্যাত্মকং ফলং লেভে ॥ শা০ ॥ ৮০ ॥

ঐ গিরির ভক্তিরূপ যে সৎ মঞ্জরী আছে উহার মূল শঙ্করাচার্য্যের পাদপদ্ম যুগল; স্বয়ং শঙ্করই তাহার আশ্রয়; শঙ্করের করুণারূপ অমৃত প্রবাহে উহা একান্ত অভিষিক্ত; আজি ভোগার্থী পণ্ডিত রূপ শুকপক্ষি সকল যেখানে বারম্বার আস্বাদন করিয়া থাকে, সেই তোটক ছন্দোরচিত মনোহর পদ্যরূপ ফল ঐ মঞ্জরীতে ক্রমশঃ ফলিত হইল ॥ ৮০ ॥

করুন। আমি অবসন্ন, আমার আর অন্য গতি নাই—এক্ষণে আমাকে শাসন করুন। ১। বিষয়ভোগে বিষম তরী ফিরাইয়া শরীর বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার পদে নিত্য রত থাক—আত্মজ্ঞানী হইয়া মোহময় ভ্রম ত্যাগ কর। ২। অন্নময় প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে "এই আমি—আমার" ইত্যাকার বুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ কর। অনন্তর জ্ঞানরূপ, অনন্ত, অজ, নির্গুণ পরমাত্মাকে হৃদয়স্থিত বলিয়া জানিও—যে আমি সেই আত্মা। ৩। রবি এক হইলেও যেমন জলভেদে বহু হয়; আকাশ এক হইলেও ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি রূপে কতই প্রভেদ হয়; তদ্রূপ তুমি অবিকারী, জ্ঞানরূপী হইলেও বুদ্ধিভেদে সদাই বহুত্ব অনুভূত হয়। ৪। সূর্য্যের প্রভা যেমন সকল বস্তু প্রকাশ করে, তার মতন আপনি চিৎস্বরূপ হইলেও অবিকৃত ভাবে সর্ব্বদা সকল জনের মনোগত ভাব অবগত হইয়াছেন। যখন এরূপ দেখিতেছি, তখন আপনিও সর্ব্বদাই সনাতন ভাবে অবস্থিত। ৫।

যেনৌন্নত্যমবাপিতা কৃতপদা কামং ক্ষমায়ামিয়ং যন্নিঃশ্রেণিঃ পদমুন্নতং জিগমিষোর্ব্যোমস্পৃশন্তী-
পরং ॥ বংশ্যা কাঽপ্যধরীকৃতত্রিভুবনশ্রেণী গুরূণাং
কথং সেবা তস্য যতীশিতুর্ন বিরলং কুর্বীত গুর্বী
তমঃ ॥ ৮১

অত্র বিস্ময়ো ন কার্য্য ইত্যাশয়েনাহ। যেনৌন্নত্যং প্রাপিতা সতী,ভূমৌ যথেষ্টং কৃতপদা লব্ধাস্পদা অধরীকৃতত্রিভুবনপংক্তিঃ। গুর্বী শ্রেষ্ঠা গুরূণাং সেবা উন্নতং পরং পদং মোক্ষং গন্তুমিচ্ছোঃ কাপি বংশোদ্ভবা নিঃশ্রেণিরধিরোহিণী তস্য যতীশিতুর্গিরেস্তমোঽজ্ঞানং বিরলং কথং ন কুর্বীত ॥ ৮১ ॥

যিনি গুরু সেবার উন্নতি দেখাইয়াছেন; যে গুরু সেবা ভূতলে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে; যে গুরু সেবা সমস্ত পদার্থ তুচ্ছ করিয়াছে; যে গুরু সেবা আকাশ স্পর্শ করিতেও ক্ষুব্ধ হয় না; আজি সেই গুরু সেবা পরম উন্নত মোক্ষপদ প্রার্থীর কোন সদ্বংশজাত সোপানের মতন ঐ যতিবর গিরির হৃদয় তিমির দলন করিল ॥ ৮১ ॥

অথ তোটকবৃত্তপদ্যজাতৈরয়মজ্ঞাতসুপর্ব্ব-

অথানন্তরময়মজ্ঞাতাঃ সুপ্রস্তাবা যাসু তথাভূতাঃ সূক্তয়ো যেন তথাভূতোঽপি পর্ব্ব ক্লীবে গ্রহে গ্রন্থৌ প্রস্তাবে লক্ষণান্তর

অনন্তর ঐ গিরি যে সমস্ত সুবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহার সুপ্রস্তাব কেহই জানিতে পারিল

সূক্তিকোঽপি ॥ দয়য়ৈব গুরোস্ত্রয়ীশিরোঽর্থং স্ফুটযন্নৈক্ষি বিচক্ষণঃ সতীর্থ্যৈঃ ॥ ৮২ ॥

অথ তস্য বুধস্য বাক্যগুম্ফং নিশমষ্যাঽমৃতমাধুরীধুরীণং ॥ জলজাঙ্ঘ্রিমুখাঃ সতীর্থ্যবর্য্যাঃ স্মযমস্বস্য সবিস্ময়া বভূবুঃ ॥ ৮৩ ॥

ভক্ত্যুৎকষাৎ প্রাদুরাসন্ যতোঽস্মাৎ পদ্যা-

ইতি মেদিনী। গুরোর্দ্দয়য়ৈব তোটকবৃত্তপদ্যজাতৈস্ত্রয়ীশিরসামর্থং স্ফুটয়ন্ সতীর্থ্যৈর্গুরোঃ শিষ্যৈর্ব্বিচক্ষণ ঐক্ষি দৃষ্টঃ ॥ বিয়ো° ॥ ৮২ ॥

অথানন্তরং তস্য বাক্যানাং সন্দর্ভমমৃতমাধুরীধুরীণং নিশম্য পদ্মপাদপ্রমুখাঃ সতীর্থ্যবর্য্যাঃ গর্ব্বং পরিত্যজ্য সবিস্ময়া বভূবুঃ ৷ ৮৩

তোটকাখ্যপদ্যপ্রাদুর্ভাব এব তদাখ্যাপ্রবৃত্তিনিমিত্তমিত্যাহ ভক্তীতি। যতোঽস্মাদ্‌গিরেঃ সন্তি সমীচীনানি তোটক-

না। তথাপি তিনি গুরুর কৃপায় তোটকছন্দে যে সমস্ত কবিতা রচনা করেন, তাহা দ্বারা বেদমস্তক বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিলেন। তখন গুরুদেবের অন্যান্য শিষ্যগণ, বিচক্ষণ গিরিকে দেখিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

অমৃতরসের মাধুর্য্য অপেক্ষাও সুমধুর গিরির বাক্যরচনা শুনিয়া পদ্মপাদ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রধান প্রধান শিষ্য ছিল, তাহারা অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ৮৩ ॥

গুরুর উপর নিরতিশয় ভক্তি থাকাতে ঐ গিরি হইতে যে সমস্ত তোটকছন্দের সমীচীন পদ্য প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাতেই বেদাচার রত শিষ্টগণ

ন্যেবং তোটকাখ্যানি সন্তি। তস্মাদাহুস্তোটকাচার্য্যমেনংলোকে শিষ্টাঃ শিষ্টবংশ্যং মুনীন্দ্রম্ ॥ ৮৪ ॥

অদ্যাপি তৎপ্রকরণং প্রথিতং পৃথিব্যাং তৎসংজ্ঞয়া লঘুমহার্থমনল্পনীতি। শিষ্টৈর্গৃহীতমতিশিষ্টপদানুবিদ্ধং বেদান্তবেদ্যপরতত্ত্বনিবেদনং যৎ ॥ ৮৫ ॥

তোটকাহ্বয়মবাপ্য মহর্ষেঃ খ্যাতিমাপ স দিশাসু তদাদি। পদ্মপাদসদৃশপ্রতিভাবান্ মুখ্যশিষ্যপদবীমপি লেভে ॥ ৮৬ ॥

সংজ্ঞানি পদ্যানি প্রাদুরাসংস্তস্মাদেনং শিষ্টবংশপ্রসূতং শিষ্টাবেদাচাররতাঃ তোটকাচার্য্যমাহুঃ ॥ ৮৪ ॥

বেদান্তবেদ্যপরতত্ত্বনিবেদনং যত্তৎপ্রকরণমদ্যাপি পৃথিব্যাং তৎসংজ্ঞয়া প্রথিতং তদ্বিশিনষ্টি। লঘুসন্মহাস্তোঽর্থা যস্মিন্নল্পা নীতয়ো যুক্তয়ো যস্মিন্নতিশ্রেষ্ঠপদৈরনুবিদ্ধং যুক্তং তদত এব শিষ্টৈর্গৃহীতম্ ॥ ব° ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষেঃ শ্রীশঙ্করাত্তোটকাখ্যামবাপ্য তদারভ্য আশাসু খ্যাতিমাপ ॥ স্বা° ॥ ৮৬ ॥

জগতে মহাবংশসম্ভূত ঐ মুনিকে তোটকাচার্য্য বলিয়া আহ্বান করিত ॥ ৮৪ ॥

বেদান্ত শাস্ত্রে যে পরম তত্ত্বের বিষয় উপদেশ দেয়া আছে, তৎসম্বন্ধে গিরি যে প্রকরণ পুস্তক প্রণয়ন করেন, ভূতলে ঐ পুস্তক অদ্যাপি ঐ নামে বিখ্যাত আছে। পুস্তক খানি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার অর্থ অতি মহান্, তাহাতে নীতিরভাগ প্রচুর পরিমাণে অবস্থান করিতেছে; অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর পদদ্বারা ঐ পুস্তক খানি নিবদ্ধ, তাহাতেই শিষ্ট সকল ঐ পুস্তকের উপর যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৮৫ ॥

পুমর্থাশ্চত্বারঃ কিমুত নিগমা ঋক্প্রভৃতয়ঃ প্রভেদা বা মুক্তের্ব্বিমলতরসালোক্যমুখরাঃ। মুখান্যাহো ধাতুশ্চিরমিতি বিমৃশ্যাথ বিবুধা বিদুঃ শিষ্যান্ হস্তামলকমুখরান্ শঙ্করগুরোঃ ॥ ৮৭ ॥

হস্তামলকপদ্মপাদসুরেশ্বরতোটকাখ্যেষ্বাচার্য্যশিষ্যেষু বিবুধকৃতবিমর্শং দর্শয়তি। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাশ্চত্বারঃ কিমুত ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্বণাখ্যা বেদাঃ কিংবা সালোক্যপ্রমুখাঃ সালোক্যসামীপ্যসারূপ্যসাযুজ্যাখ্যা মুক্তের্ভেদাঃ আহোস্বিদ্‌ব্রহ্মণো মুখানীতি। বিবুধা দেবাঃ পণ্ডিতা বা চিরং বিমৃশ্য বিচার্য্য হস্তামলকাদীন্ শঙ্করগুরোঃ শিষ্যান্ বিদুঃ ॥ শি০ ॥ ৮৭ ॥

গিরি, মহর্ষি শঙ্করের নিকট হইতে তোটকাচার্য্য নাম পাইয়া তদবধি দিগ্‌দিগন্তে সুখ্যাতি ও কীর্ত্তি লাভ হইতে লাগিল। পদ্মপাদের মতন ক্ষমতা থাকাতে গুরুদেবের প্রধান শিষ্যপদে অধিরূঢ় হন ॥ ৮৬ ॥

হস্তামলক, পদ্মপাদ, সুরেশ্বর আর তোটকাচার্য্য এই চারিজন শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য দেখিয়া দেবতাগণ মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। এই চারিজন শিষ্য কি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ? অথবা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ? কিম্বা সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, আর সাযুজ্য এই চারি প্রকার মুক্তি? অথবা ইহারা ব্রহ্মার চারিটী মুখ? দেবতাগণ অথবা পণ্ডিতগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া হস্তামলকদিগকে গুরুবর শঙ্করের শিষ্য বলিয়া জানিতে পারিল ॥ ৮৭ ॥

স্ফারদ্বারপ্রঘাণদ্বিরদমদসমুল্লোলকল্লোলভৃঙ্গীসঙ্গীতোল্লাসভঙ্গীমুখরিতহরিতঃ সম্পদোহকিম্পচানৈঃ। নিষ্ঠ্যূয়ন্তেহতিদূরাদধিগতভগবৎপাদসিদ্ধান্তকাষ্ঠানিষ্ঠাসম্পদ্বিজৃম্ভন্নিরবধিসুখদস্বাত্মলাভৈকলোভৈঃ ॥ ৮৮ ॥

স্ফারদ্বারাণাং বিস্তীর্ণদ্বারাণাং প্রঘাণেষু বাহ্যপ্রকোষ্ঠেষু দ্বিরদানামৈরাবত প্রভৃতীনাং গজানাং মদস্য সমুল্লোলেষু অতিচঞ্চলেষু কল্লোলেষু যা ভৃঙ্গ্যস্তাসাং সঙ্গীতস্যোল্লাসভঙ্গ্যা মুখরিতা মুখরীকৃতা ধ্বনিতা হরিতো দিশো যস্যু তাঃ স্বর্গসম্পদঃ অধিগতা যা ভগবৎপাদসিদ্ধান্তকাষ্ঠা তস্যাং নিষ্ঠায়াঃ সম্পদ উল্লসন্নিরবধিকসুখদস্য স্বাত্মনো লাভস্যৈকো মুখ্যো লোভো যেষাস্তৈরকিম্পচানৈরত্যুদারৈর্নিষ্ঠ্যূয়ন্তে থূৎক্রিয়ন্তে ॥ স্র০ ॥ ॥ ৮৮ ॥

যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; ভগবানের সিদ্ধান্ত শুনিতে যাঁহাদের নিষ্ঠা বা আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা আছে; ঐ বেদান্ত শাস্ত্রের ঐশ্বর্য্যে যাহারা নিরতিশয় সুখ উল্লাসিত দেখিয়া ঐ সুখের মূলকারণ পরমাত্মতত্ত্ব পাইবার প্রত্যাশায় যাঁহাদের হৃদয় একান্ত লুব্ধ হইয়াছে; তাঁহারা-দেবরাজ ইন্দ্রের প্রশস্ত দ্বারদেশের বাহ্য প্রকোষ্ঠে ঐরাবত প্রভৃতি হস্তীগণের মদবারির অতি চঞ্চল তরঙ্গ স্রোতে ভ্রমর ভ্রমরীর সুমধুর সঙ্গীত ভঙ্গীদ্বারা স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যের চারিপার্শ্ব শব্দিত হইলেও দূর হইতে ঐ ঐশ্বর্য্যের উপর নিষ্ঠীবন (থুতু) ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৮৮ ॥

সমিদ্ধানো মন্থাচলমথিতসিন্ধূদরভবৎসুধা-
ফেনাভেনাঽমৃতরুচিনিভেনাত্মযশসা। নিরুন্ধানো
দৃষ্ট্যাঽপরমহহ পন্থানমসতাং পরাধৃষ্যৈঃ শিষ্যৈর-
রমত বিশিষ্যৈষ মুনিরাট্ ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্ধস্তধাত্র্যাদিসংশ্রয়ঃ।
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোঽয়ং দ্বাদশোঽভবৎ ॥

মন্থাচলেন মথিতাৎ সিন্ধোর্ভবন্ত্যাঃ সুধায়াঃ ফেনস্যা-
ভাবদাভা যস্যাঽমৃতকান্তিনিভেন তত্তুল্যেন স্বযশসা দেদীপ্য-
মানঃ স্বদৃষ্ট্যাঽপরং নিকৃষ্টং পরমন্যং বাঽসতাংনিরুন্ধনঃ পরৈর-
ধৃষ্যৈঃ শিষ্যৈঃ সহ মুনিরাট্ শ্রীশঙ্করো বিশেষেণাঽরমত ॥ ৮৯ ॥
॥ শিং ॥

ইতিশ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-
শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারস্থনুধন-
পতিকৃতেশ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে
দ্বাদশঃ সর্গঃ সমাপ্তিমবীভজৎ ॥

মন্দরাচল দ্বারা সমুদ্র মন্থন হইলে তাহার উদরে যে সুধারাশি ছিল, তাহার ফেনের সদৃশ শ্বেতবর্ণ এবং অমৃতকান্তি তুল্য স্বীয় কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা দেদীপ্যমান হইয়া, আহা! কি আশ্চর্য্য! তখন আপনার দৃষ্টি দ্বারা নিকৃষ্ট অসৎদিগকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্ববিজয়ী শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মুনিরাজ শঙ্কর সবিশেষ আনন্দিতচিত্ত হইলেন ॥ ৮৯ ॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়।

অথ ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

ততঃ কদাচিৎ প্রণিপত্য ভক্ত্যা সুরেশ্বরার্য্যো গুরুমাত্মদেশম্। শারীরকেঽত্যন্তগভীরভাবে বৃত্তিং স্ফুটং কর্ত্তুমনা জগাদ ॥ ১ ॥

মম যৎকরণীয়মস্তি তে ত্বমিমং মামনুশাধ্যসংশ-
য়ম্। তদিদং পুরুষস্য জীবিতং যদয়ং জীবতি ভ-
ক্তিমান্ গুরৌ ॥ ২ ॥

অথ বার্ত্তিকান্তব্রহ্মবিদ্যাপ্রবৃত্তিং সপরিকরাং নিরূপয়িতু-
মারভতে। ততঃ কদাচিদাত্মোপদেষ্টারং যদ্বা আত্মদানামীশং
গুরুং ভক্ত্যাপ্রণিপত্য সুরেশ্বরার্য্যোঽত্যন্তং গভীরো ভাবো যস্য
তথাভূতে শারীরকভাষ্যে বৃত্তিং স্ফুটং যথাস্যাৎ তথা কর্ত্তুমনা
বভাষে উপজাতিঃ ॥ ১ ॥

যদুবাচ তদাহ। মম যৎ করণীয়মস্তি তত্ত্বমিমং মামসংশয়-
মনুশাধি আজ্ঞাপয় যতো যদয়ং গুরৌ ভক্তিমান্ সন্ জীবতি
তদিদমেব পুরুষস্য জীবিতং, বিয়োগ ॥ ২ ॥

এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্মবিদ্যা বেদান্ত শাস্ত্রের বার্ত্তিক রচনা করিবার জন্য কাহার কোন্ সময়ে প্রবৃত্তি হইয়াছিল? তাহাই সবিস্তরে বর্ণিত হইবে। অনন্তর কোন সময়ে সুরেশ্বরাচার্য্য আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা গুরুদেবকে ভক্তি ভাবে নমস্কার করিয়া অত্যন্ত গভীর ভাব পূর্ণ শারীরক ভাষ্যের বৃত্তি প্রকাশ্যে করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

আমার যাহা করিতে হইবে আপনি নিঃস-
ন্দেহে আমাকে তাহা আজ্ঞা করুন। তাহার কারণ এই-যেব্যক্তি গুরুর উপরে ভক্তিমান্ হইয়া জীবন

ইতীরিতে শিষ্যবরেণ শিষ্যং প্রোচদ্‌গরীয়ানতিহৃষ্টচেতাঃ। মৎকস্য ভাষ্যস্য বিধেয়মিষ্টং নিবন্ধনং বার্ত্তিকনামধেয়ম্ ॥ ৩ ॥

দ্রষ্টুং সতর্কং ভবদীয়ভাষ্যং গম্ভীরবাক্যং ন মমাস্তি শক্তিঃ। তথাপি ভাবৎককটাক্ষপাতে যতে যথাশক্তি নিবন্ধনায় ॥ ৪ ॥

মৎকস্থ মদীয়স্থ ভাষ্যস্থ বার্ত্তিকনামধেয়মিষ্টং নিবন্ধনং ত্বয়া বিধেয়ম্ ॥ ৩ ॥

ইত্যুক্তঃ শিষ্য উবাচ। তর্কযুক্তং গম্ভীরবাক্যং ভবদীয়ভাষ্যম্ দ্রষ্টুমপি মম শক্তির্নাস্তি, তদ্বার্ত্তিকবিধানসামর্থ্যন্তু দূরনিরস্তং, যদাপ্যেবং তথাপি ভবদীয়কটাক্ষপাতে সতি যথাশক্তি নিবন্ধনার্থং যত্নং কুর্ব্বে ॥ ৪ ॥

ধারণ করিতে পারে তাহাই পুরুষের জীবনের সার্থকতা ॥ ২ ॥

প্রধান শিষ্যের ঐ কথা শুনিয়া গুরুবর পুনরায় হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন। বার্ত্তিক নামে আমার ভাষ্যের এক সুন্দর নিবন্ধ রচনা করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

শিষ্য বলিল – তর্কপূর্ণ, গম্ভীরবাক্যযুক্ত আপনার ভাষ্য দেখিতেও আমার শক্তি নাই। সুতরাং বার্ত্তিক প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য আমার দূরে নিরস্ত হইয়াছে। তথাপি আপনার কটাক্ষপাত হইলে আমি যথাসাধ্য নিবন্ধ প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হইব ॥ ৪ ॥

অস্ত্বেবমিত্যার্য্যপদাভ্যনুজ্ঞামাদায় মূর্দ্ধ্না স বিনির্জগাম। অথাম্বুজাঙ্ঘ্রের্দয়িতাঃ সতীর্থ্যাস্তং চিৎসুখাদ্যা রহসীথমূচুঃ ॥ ৫ ॥

যোঽয়ং প্রযত্নঃ ক্রিয়তে হিতায় হিতায় নায়ং বিফলত্বনর্থম্। প্রত্যেকমেবং গুরবে নিবেদ্য বোদ্ধা স্বয়ং কর্ম্মণি তৎপরশ্চ ॥ ৬ ॥ '

যঃ সার্ব্বলৌকিকমপীশ্বরমীশ্বরাণাং প্রত্যাদিদেশ বহুযুক্তিভিরুক্তরজ্ঞঃ। কর্ম্মৈব নাকনরকাদি-

অস্ত্বেবমিত্যার্য্যপাদাভ্যনুজ্ঞাং মূর্দ্ধ্না আদায় স সুরেশ্বরো বিনির্জগাম, অথানন্তরং পদ্মপাদস্য প্রিয়াঃ সতীর্থ্যাঃ শিষ্যাশ্চিৎসুখাদ্যাস্তং শ্রীশঙ্করাচার্য্যং রহস্যনেন বক্ষ্যমাণপ্রকারেণোচুঃ ॥ ৫ ॥

যোঽয়ং প্রযত্নো হিতায় ক্রিয়তে তুভ্যং হিতায় ন ভবতি। কিন্ত্বয়ং অনর্থং বিশেষেণ ফলত্বিতি সম্ভাবনায়াং লোট্। ইত্যেবং প্রত্যেকং গুরবে নিবেদ্যোচুরিত্যন্বয়ঃ তদুদাহরতি। স্বয়ং বিদ্বান্ কর্ম্মণি তৎপরশ্চ য ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৬ ॥

যো মণ্ডনঃ সার্ব্বলোকপ্রসিদ্ধং ঈশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনাং ঈশ্বরমপি বহুযুক্তিভিরুক্তরজ্ঞঃ প্রত্যাখ্যাতবান্ এবম্বিধেন ক্রি-

"আচ্ছা তাহাই করিও" আর্য্য শঙ্করের এই রূপ অনুজ্ঞা মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিয়া সুরেশ্বর নির্গত হইল। অনন্তর পদ্মপাদের চিৎসুখাদি প্রিয় শিষ্যগণ শঙ্করকে নির্জ্জনে বলিতে লাগিল ॥৫॥

আপনি হিত করিবার নিমিত্ত এই যে সবিশেষ যত্ন করিতেছেন, ইহা আপনার হিতকর কার্য্য নহে। কিন্তু আপনি এরূপ করিলে আপনার অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। দেখুন—মণ্ডন স্বয়ং বিদ্বান্ এবং যাগযজ্ঞাদি কার্য্যে একান্ত আ-

ফলং দদাতি নৈবং পরোঽস্তি ফলদো জগদীশি-
তেতি ॥ ৭ ॥

প্রত্যেকমস্য প্রলয়ং বদন্তি পুরাণবাক্যানি স
তস্য কর্ত্তা। ব্যাসো মুনির্জৈমিনিরস্য শিষ্যস্তৎ-
পক্ষপাতী প্রলয়াবলম্বী ॥ ৮ ॥

য়ত ইতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ, কথমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহুঃ কর্ম্মৈব স্বর্গ-
নরকাদিফলং দদাতি। নত্বেবম্বিধোঽন্যো জগদীশিতাঽস্তীত্যেবং
প্রত্যাদিদেশ বসন্ততিলকা ॥ ৭ ॥

নন্থ তস্য কো দোষো জৈমিনেরেবাভিপ্রায়স্য তথাবিধত্বাদি-
শঙ্কাহুঃ, অস্য প্রত্যক্ষাদিভিঃ সন্নিধায়িতস্য জগতঃ প্রলয়ং প্র-
ত্যেকং পুরাণবাক্যানি বদন্তি। তস্য পুরাণবাক্যজাতস্য স
প্রসিদ্ধো ব্যাসো মুনিঃ কর্ত্তা জৈমিনিরস্য শিষ্যোঽতস্তৎপক্ষ-
পাতিত্বাবশ্যম্ভাবেন প্রলয়াবলম্বীত্যবশ্যমভ্যুপগন্তব্যম্ উং ॥ ৮ ॥

সক্ত ছিলেন। ভবিষ্যবেত্তা ঐ মণ্ডন সর্ব্ব জগৎ
বিখ্যাত, ঈশ্বরের ঈশ্বর পরমাত্মাকে নানা প্রকার
যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন। কারণ, কর্ম্মই স্বর্গ
নরকাদি ফল দান করিয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্ম ভিন্ন
অপর জগদীশ্বর কেহই নাই। ৬। ৭।

যদিচ জৈমিনি কর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন,
যদিচ মণ্ডনের মতন জৈমিনির এক অভিপ্রায়; ত-
থাপি জৈমিনির বাক্য কখনই শ্রদ্ধেয় নহে। এই
যে জগৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—
পুরণবাক্যে এই জগতের প্রলয় স্বীকার করা হইয়া
থাকে। কিন্তু জগদ্বিখ্যাত মহামুনি বেদব্যাস
ঐ সমস্ত পুরাণের আদি স্রষ্টা। ঐ জৈমিনি আ-
বার বেদব্যাসের প্রধান শিষ্য। সুতরাং গুরুপক্ষ-
পাতী জৈমিনি অবশ্যই প্রলয় স্বীকার করিতে বাধ্য
হইবেন। ৮।

গুরোশ্চ শিষ্যস্য চ পক্ষভেদে কথং তয়োঃ
স্যাদ্গুরুশিষ্যভাবঃ। তথাপি যদ্যস্তি স পূর্ব্বপক্ষঃ
সিদ্ধান্তভাবস্তু গুরূক্ত এব ॥ ৯ ॥

আজন্মনঃ স খলু কর্ম্মণি যোজিতাত্মা কুর্ব্বন্ন-
বস্থিত ইহানিশমেব কর্ম্ম। ব্রূতে পরাংশ্চ কুরু-
তাঽবহিতাঃ প্রযত্নাৎ স্বর্গাদিকং সুখমবাপ্স্যথ কিং
বৃথাধ্বে ॥ ১০ ॥

বিপক্ষে বাধকমাহুঃ। গুরোশ্চ শিষ্যস্য চ পক্ষভেদে সতি তয়ো-
র্গুরুশিষ্যভাবঃ কথং স্যাৎ, অঙ্গীকৃত্যাহুঃ, যদি পক্ষভেদোঽস্তি
তথাপি স শিষ্যপক্ষঃ পূর্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তত্বস্তু গুরূক্তে গুরুপ্রতি-
পাদিতে পক্ষ এবেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ স খলু মণ্ডনঃ আজন্মনঃ কর্ম্মণি যোজিতাত্মাঽনিশমিহ
লোকে কর্ম্ম কুর্ব্বন্নেবাবস্থিতঃ, সমাহিতাঃ প্রযত্নাৎ কর্ম্ম কুরুত,
স্বর্গাদিকং সুখং প্রাপ্স্যথ ব্যর্থমার্গে কিমিতি পরাংশ্চ ব্রূতে বং,
॥ ১০ ॥

গুরু এবং শিষ্য পরস্পরের পক্ষ ভিন্ন হইলে
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ কিরূপে থাকিবে?। যদিও পরস্প-
রের পক্ষভেদ থাকে, তথাপি শিষ্যপক্ষ পূর্ব্বপক্ষ,
গুরুপক্ষ সিদ্ধান্ত পক্ষ জানিতে হইবে। ৯।

ঐ মণ্ডন আজন্মকর্ম্মরত হইয়া এই জগতে
অবিরত কর্ম্ম করিয়া অবস্থান করিতেন। অথচ
বলিতেন—তোমরা সমাহিতমন যত্নসহকারে কর্ম্ম
কর? কর্ম্ম করিলে স্বর্গাদি ফল পাইবে। কেন
বৃথাপথে বিচরণ করিতেছ?। ১০।

এবম্বিধেন ক্রিয়তে নিবন্ধনং যদি ত্বদাজ্ঞামবলম্ব্য ভাষ্যকে। ভাষ্যং পরং কর্ম্মপরং স যোক্ষ্যতে মাচ্যাবি মূলাদপি বৃদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ১১ ॥

সন্ন্যাসমপ্যেষ ন বুদ্ধিপূর্ব্বকং ব্যধত্ত বাদে বিজিতো বশো ব্যধাৎ। তস্মান্ ন বিশ্বাসপদং বিভাতি নো মাচীকরোঽনেন নিবন্ধনং গুরো! ॥ ১২ ॥

যঃ শক্নুয়াৎ কর্ম্ম বিধাতুমীপ্সিতং সোঽয়ং ন কর্ম্মাণি বিহাতুমর্হতি। যদ্যস্তি সন্ন্যাসবিধৌ দুরাগ্রহো জাত্যন্ধমূকাদিরমুষ্য গোচরঃ ॥ ১৩ ॥

এবং সদা ভট্টমতানুসারিণো ব্রুবন্ত্যসৌ তন্মতপক্ষপাতবান্। এবং স্থিতে যোগ্যমদো বিধীয়তাং ন নোঽস্তি নির্ব্বন্ধনমত্র কিঞ্চন ॥ ১৪ ॥

তথাচৈবম্বিধেন ত্বদাজ্ঞামবলম্ব্য ভাষ্যকে যদি নিবন্ধনং ক্রিয়তে তর্হি স ভাষ্যং কেবলং কর্ম্মপরং যোক্ষ্যতে তস্মাদ্বৃদ্ধিমিচ্ছতা ত্বয়া মূলাদপি মাচ্যাবি। প্রচ্যুতির্নবিধেয়েত্যর্থঃ উং ॥ ১১ ॥

নম্বিদানীন্তু স্বীকৃতসংন্যাসে ঈদৃং সম্ভাবনা নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ। সংন্যাসমপীতি তস্মান্নোঽস্মাকং বিশ্বাসস্থানং ন বিভাতি, তথা চ হে গুরোঽনেন নিবন্ধনং মাচীকরঃ নৈব কারয় ॥১২॥

ভাট্টমতপক্ষপাতিত্বাদয়ং যোগ্য এবেত্যাহুরীপ্সিতং কর্ম্ম বিধাতুং যঃ শক্নুয়াৎ সোঽয়ং কর্ম্মাণি ত্যক্তুং নার্হতি। যদি সংন্যাসবিধৌ দুরাগ্রহোঽস্তি তর্হ্যমুষ্য সংন্যাসবিধের্জাত্যন্ধাদিভির্বিষয় ইতেবং ভট্টমতানুসারিণো বদন্তি। অসাবপি ভট্টমতপক্ষপাতবান্, এবং স্থিতে যদ্যোগ্যন্তদ্বিধীয়তাং অস্মাকং ত্বত্র কিঞ্চন নির্ব্বন্ধনমাগ্রহো নাস্তীত্যর্থঃ। তথাচোক্তং ভট্টৈঃ, তত্রৈবং শক্যতে বক্তুং যেঽন্যে পঙ্গ্বাদয়ো নরাঃ, গৃহস্থত্বং নশক্যন্তে কর্ত্তুন্তেষাময়ং বিধিঃ, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যং বা পরিব্রাজকতাপি চ। তৈরবশ্যং গৃহীতব্যা তেনাদাবেতদুচ্যতে। ইত্যাদি ইন্দ্রবংশা০ ॥ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

এরূপ কর্ম্মিষ্ঠ মণ্ডন যদি আপনার আজ্ঞা অবলম্বন করিয়া ভবদীয় ভাষ্যের নিবন্ধ প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে মণ্ডন আপনার ভাষ্যকে কর্ম্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ করিয়া যোজনা করিবেন। অতএব আপনি নিজের অভ্যুদয় কামনা করিয়া মূল হইতে পতিত হইবেন না। ১১।

মণ্ডন বুদ্ধিপূর্ব্বক সংন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। বাদে পরাস্ত হইয়াই সংন্যাস গ্রহণ করেন। অতএব মণ্ডন আমাদিগের বিশ্বাস ভাজন নহে। আপনিও ঐ মণ্ডন দ্বারা ভাষ্যের নিবন্ধ প্রস্তুত করাইবেন না। ১২।

যে ব্যক্তি আপনার অভিলষিত কর্ম্ম করিতে সমর্থ, সে ব্যক্তি কখনই কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। যদি চ সংন্যাস কার্য্যে তাঁহার মন্দ অভিসন্ধি আছে সত্য, তথাপি আজন্ম অন্ধ আজন্ম মূক (বোবা) ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা ঐ সংন্যাস বিধির সম্বন্ধ থাকে। ১৩।

যাঁহারা ভট্টমতের অনুগামী, তাঁহারা সর্ব্বদাই কেবল ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া থাকেন। ঐ মণ্ডনও ঐ ভট্টমতের পক্ষপাতী। এরূপ অবস্থায় আপনার যাহা উচিত হয়, তাহা করুন। আমাদের কিন্তু এ বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই। ১৪।

পুরা কিলাস্মাস্থ সুরাপগায়াঃ পারে পরস্মিন্ বিচরৎস্থ সৎস্থ। আকারয়ামাস ভবানশেষান্ ভক্তিং পরিজ্ঞাতুমিবাস্মদীয়াম্॥ ১৫॥

তদা তদাকর্ণ্য সমাকুলেষু নাবার্থমস্মাসু পরিভ্রমৎস্থ। সনন্দনস্ত্বেষ বিয়ত্তটিন্যা ঝরীমভিপ্রস্থিত এব তূর্ণম্॥ ১৬॥

অনন্যসাধারণমস্য ভাবমাচার্য্যবর্য্যে ভগবত্যবেক্ষ্য। তুষ্টা ত্রিবর্ত্মা কনকাম্বুজানি প্রাদুষ্করোতিস্ম পদে পদে চ॥ ১৭॥

পদানি তেষু প্রণিধায় যুস্মৎসকাশমাগাদ্যদয়ং মহাত্মা। ততোঽতিতুষ্টো ভগবাং শ্চকার নাম্নাতমেনং কিল পদ্মপাদম্॥ ১৮॥

স এব যুষ্মচ্চরণারবিন্দসেবাবিনির্ধূতসমস্তভেদঃ। আজানসিদ্ধোঽর্হতি সূত্রভাষ্যে বৃত্তিং বিধাতুং ভগবন্নগাধে॥ ১৯॥

যদ্বাযমানন্দগিরির্যদুগ্রতপঃপ্রসন্না পরমেষ্ঠি-

কেন তর্হি বৃত্তির্ব্বিধেয়া ইত্যপেক্ষায়াং পদ্মপাদেনেতি বক্তুং তদ্‌যোগ্যতামাবিষ্কুর্ব্বতি পুরেতি। সুরাপগায়া দেবনদ্যা গঙ্গায়াঃ॥ ১৫॥

তস্মিন্ কালে তদা কারণমাকর্ণ্য সমাকুলেষু নৌকার্থমিতস্ততঃ পরিভ্রমৎস্থ অস্মাস্থ এষ সনন্দনস্তু বিয়ন্নদ্যা ঝরীমাশু অভিপ্রস্থিত এব॥ ১৬॥

ত্রিবর্ত্মা ত্রিমার্গা গঙ্গা॥ ১৭॥

তেষু তুষ্টয়া ত্রিপথগয়া প্রাদুষ্কৃতেষু বরকমলেষু পদানি সংস্থাপ্য ভবৎসকাশং যতোঽয়ং মহাত্মা ভগবান্ ততোঽতিসন্তুষ্টো ভবাংস্তমেনং নাম্না খলু পদ্মপাদঞ্চকার॥ ১৮॥

আজানসিদ্ধঃ স্বভাবত এব সিদ্ধঃ॥ ১৯॥

যদ্বায়মানন্দগিরিঃ সূত্রভাষ্যে বৃত্তিং বিধাতুমর্হতি, যতো

এক্ষণে কে বৃত্তি করিবে তাহা পদ্মপাদ বলিতে লাগিলেন—পূর্ব্বে যখন আমরা সুরনদী গঙ্গার পরপারে বিচরণ করি, তখন আপনি আমাদিগের ভক্তি জানিবার নিমিত্ত আমাদিগকে আহ্বান করেন। ১৫।

ঐ সময়ে আপনার কথা শুনিয়া আমরা নৌকার নিমিত্ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলে এই সনন্দন আকাশনদী ভাগীরথীর প্রবাহের দিকে গমন করেন। ১৬।

আপনার উপরে সনন্দনের অসীম ভক্তিভাব দেখিয়া দেবী ভাগীরথী সনন্দনের প্রত্যেক পদবিক্ষেপে সুবর্ণময় কমল সৃজন করেন। ১৭।

গঙ্গা তুষ্ট হইয়া যে সকল কনকপদ্ম সৃষ্টি করেন ঐ সমস্ত কনক কমলের উপর পদনিক্ষেপ করিয়া এই মহাত্মা আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হন। তাহাতেই ভগবান্ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া সনন্দনকে পদ্মপাদ বলিয়া আহ্বান করেন। ১৮।

ভগবন্! আপনার চরণারবিন্দ সেবা করিয়া যিনি সমস্ত ভেদ নিরাকরণ করিয়াছেন—স্বাভাবিক সিদ্ধপুরুষ ঐ পদ্মপাদ কেবল আপনার অগাধ সূত্রভাষ্যের বৃত্তি রচনা করিতে সমর্থ। ১৯।

অথবা এই আনন্দগিরি আপনার সূত্রভাষ্যের বৃত্তি করিবার উপযুক্ত পাত্র। কারণ, আনন্দগি-

পত্নী। ভবৎপ্রবন্ধেষু যথাভিসন্ধি ব্যাখ্যান-সামর্থ্যবরন্দিদেশ ॥ ২০ ॥

কর্ম্মৈকতানমতিরেষ কথং গুরো! তে বিশ্বাস পাত্রমবদ্যত বিশ্বরূপপঃ। ভাষ্যস্য পদ্মপদ এব করোতু টীকামিত্যূচিরে রহসি যোগিবরং বিধেয়াঃ ॥ ২১ ॥

অত্রান্তরেঽভ্যর্ণগতঃ স তূর্ণং সনন্দনো বাক্যমুদাজহার। আচার্য্য! হস্তামলকোঽপি কল্পো ভবৎকৃতৌ বার্ত্তিকমেষ কর্ত্তুম্ ॥ ২২ ॥

যতঃ করস্থামলকাবিশেষং জানাতি সিদ্ধান্তমসাবশেষম্। অতো হ্যমুষ্মৈ ভবতৈব পূর্ব্বমদায়ি হস্তামলকাভিধানম্ ॥ ২৩ ॥

বাণীং সমাকর্ণ্য সনন্দনস্য সামিস্মিতং ভাষ্যকৃদাবভাষে। নৈপুণ্যমন্যাদৃশমস্য কিন্তু সমাহিতত্বান্ ন বহিঃ প্রবৃত্তিঃ ॥ ২৪ ॥

অয়ন্তু বাল্যে ন পপাঠ পিত্রা নিয়োজিতঃ সাদর-

যস্তোগ্রতপসা প্রসন্না সরস্বতী ভবদভিপ্রায়ানুসারিব্যাখ্যান-সামর্থ্যবরঃ দিদেশ ॥ ২০ ॥

হে গুরো! কর্ম্মৈকতানমতিরেষ বিশ্বরূপঃ তবকথং বিশ্বাস-পাত্রমবপদ্যত তৎপাত্রভূতোজাতোঽতঃ কর্ম্মৈকতানমতের্ব্বিশ্বরূপস্যাবিশ্বসনীয়ত্বাত্তাষ্যস্য পদ্মপাদ এব টীকাং করোতু ইতি রহসি যোগিবরং শ্রীশঙ্করং শিষ্যা ঊচিরে ইত্যন্ব০ ॥ ২১ ॥

অত্রান্তরে সমীপমাগতঃ সনন্দনঃ শীঘ্রং বাক্যং সমুদাজহার তদাহ হে আচার্য্য! ভবৎকৃতৌ বার্ত্তিকং কর্ত্তুং এষ হস্তামলকোঽপি সমর্থঃ আ০ ॥ ২২ ॥

যতঃ করস্থামলকসদৃশং সর্ব্বং সিদ্ধান্তমেষ জানাতি অত এবামুষ্মৈ ভবতা এব হস্তামলকাভিধানমদায়ি উ০ ॥ ২৩ ॥

সনন্দনস্য বাচং সমাকর্ণ্য বিস্মিতং যথাস্যাত্তথা ভাষ্যকারো জগাদ তদাহাঽস্য হস্তামলকস্য নৈপুণ্যমনুপমং পরন্তু সমাহিতত্বাৎ অস্য বহিঃপ্রবৃত্তির্ন ভবতি ই০ ॥ ২৪ ॥

সমাহিতত্বাদিত্যাদ্যুক্তং বিবৃণোতি। অয়ং তু বাল্যে পিত্রা-

রির উগ্রতপস্যায় ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করেন যে, ভবদীয় প্রবন্ধে আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যাখ্যা করিবার আনন্দগিরির সামর্থ্য হইবে। ২০।

গুরুদেব! বিশ্বরূপ (মণ্ডন) সদা সর্ব্বদা কর্ম্মে রত থাকিতেন, সুতরাং তিনি কিরূপে আপনার বিশ্বাস পাত্র হইলেন? অতএব পদ্মপাদ ভাষ্যের টীকা করুন—শিষ্যগণ নির্জনে গুরুকে এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইল। ২১।

ইতিমধ্যে সনন্দন গুরুদেবের নিকটবর্ত্তী হইয়া শীঘ্র বলিতে লাগিলেন—আচার্য্য! এই হস্তামলক আপনার ভাষ্যের বৃত্তি করিতে সক্ষম। ২২।

ইনি করতলস্থ আমলকীফলের মতন আপনার সমস্ত সিদ্ধান্ত অবগত আছেন। আপনিও পূর্ব্বে ইহাকে 'হস্তামলক' নাম প্রদান করেন। ২৩।

সনন্দনের বাক্য শুনিয়া ভাষ্যকার ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। হস্তামলকের নৈপুণ্য অসাধারণ সত্য, কিন্তু সমাহিত চিত্ত বলিয়া হস্তামলকের বাহ্য বস্তুতে কোন প্রবৃত্তি নাই। ২৪।

হস্তামলকের পিতা যখন বিদ্যারম্ভ করাইয়া

মক্ষরাণি। ন চোপনীতোঽপি গুরোঃ সকাশাদ-ধ্যৈষ্ট বেদান্ পরমার্থনিষ্ঠঃ ॥ ২৫ ॥

বালৈ র্নচিক্রীড় নচান্নমৈচ্ছন্ ন চারুবাচং হ্যবদৎ কদাপি। নিশ্চিত্য ভূতোপহতস্তমেনমানিন্যিরেঽস্মন্নিকটং কদাচিৎ ॥ ২৬ ॥

অস্মানবেক্ষ্যৈব মুহুঃ প্রণম্য কৃতাঞ্জলৌ তিষ্ঠতি বালকেঽস্মিন্। ইমামপূর্ব্বাং প্রকৃতিং বিলোক্য বিসিস্মিয়ে তত্র জনঃ সমেতঃ ॥ ২৭ ॥

কস্ত্বং শিশো! কস্য সুতঃ কুতোবেত্যস্মাভিরাচষ্ট কিলৈষ পৃষ্টঃ। আত্মানমানন্দঘনস্বরূপং বিস্মাপয়ন্ বৃত্তময়ৈর্ব্বচোভিঃ ॥ ২৮ ॥

তদাকদাপ্যশ্রুতিগোচরং তদাকর্ণ্য বাগ্বৈভবমাত্মজস্য। পিতাপ্রপদ্যাস্য পরং প্রহর্ষং সপ্রশ্রয়াং বাচমুবাচ বিজ্ঞঃ ॥ ২৯ ॥

সাদরং নিয়োজিতোঽপ্যক্ষরাণি ন পপাঠ তেনোপনীতোঽপি গুরোঃ সকাশাৎ পরমার্থনিষ্ঠো বেদান্নচাধীতবান্ উ০ ॥ ২৫ ॥

ন চিক্রীড় ক্রীড়াং ন চকার ॥ ২৬ ॥

প্রকৃতিং স্বভাবং তত্র তস্মিন্ স্থানে সমেতঃ সম্মিলিতঃ ॥২৭॥

কস্ত্বং শিশো! কস্য কুতোঽসি গন্তা কিন্নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি। এতন্ময়োক্তং বদ চার্ভক! ত্বং সংপ্রীতয়েপ্রীতিবিবর্ধনোঽসি, ইত্যস্মাভিঃ পৃষ্টঃ পদ্যময়ৈর্ব্বচোভির্ব্বিস্মাপয়ন্নাত্মানমানন্দঘনস্বরূপমাচষ্ট উপজাতি০, ২৮ ॥

তস্মিন্ কালে কদাপ্যশ্রুতিগোচরং পুত্রস্য তদ্বাগ্বৈভবং আকর্ণ্য অস্য পিতা পরং প্রহর্ষং প্রাপ্য বিজ্ঞঃ সপ্রশ্রয়াং বাচমুবাচ বিপ০ ॥ ২৯ ॥

বিদ্যাভ্যাস করিতে নিযুক্ত করেন, তখন হস্তামলক আদর পূর্ব্বক একটী অক্ষরও পাঠ করে নাই। উপনয়ন হইলে গুরুর নিকট হইতে পরমার্থনিষ্ঠ হইয়া হস্তামলক বেদ সকলও অধ্যয়ন করে নাই। ২৫।

বালকদিগের সহিত কখন ক্রীড়া করে নাই—অন্ন ইচ্ছা করিয়া কখন কোন সুমধুর বাক্য বলে নাই—"কোন এক ভূতে ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে" ইহা নিশ্চয় করিয়া কোন সময়ে ইহাকে আমার নিকটে লইয়া আইসে। ২৬।

আমাকে দেখিবামাত্র বারম্বার প্রণাম করে এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এই বালক আমার নিকটে অবস্থান করে। বালকের এই অপূর্ব্ব স্বভাব দেখিয়া ঐ স্থানে সমাগত যাবতীয় লোক বিস্ময় সাগরে মগ্ন হন। ২৭।

"হে বালক! তুমি কে? তুমি কাহার পুত্র? তুমি কোথায় গমন করিবে?" যখন আমি বালককে এই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন ছন্দোবন্ধ বাক্য রচনা দ্বারা আমাদিগকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া "আত্মা আনন্দঘন" বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ২৮।

ঐ সময়ে বালকের বিজ্ঞ পিতা বলিতে লাগিলেন—আমার পুত্র যে এরূপ কথা কহিতে পারে, ইহা আমার কখন কর্ণগোচর হয় নাই। আজি আমার ইহার কথা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদ জন্মিয়াছে। ২৯।

জনৈর্জড়ত্বেন বিনিশ্চিতোঽপি ব্রবীতি যদ্যেষ পরাত্মতত্ত্বম্। প্রজ্ঞোন্নতানামপি দুর্বিভাব্যং কিং বর্ণ্যতেঽর্হন্! ভবতঃ প্রভাবঃ ॥ ৩০ ॥

আজন্মনঃ সংসৃতিপাশমুক্তঃ শিষ্যোঽস্ত্বয়ং বিশ্বগুরোস্তবৈব। প্রফুল্লরাজীববনে বিহারী কথং রমেত ক্ষুরকে মরালঃ ॥ ৩১ ॥

বিজ্ঞাপ্য তস্মিন্নিতি নির্গতেঽসৌ তদাপ্রভৃত্যত্র বসত্যুদারঃ। অশেশবাদাত্মবিলীনচেতাঃ কথং প্রবর্ত্তেত মহাপ্রবন্ধে ॥ ৩২ ॥

তামুদাহরতি জনৈরিতি। প্রজ্ঞয়োন্নতানামপি দুর্ব্বিভাব্যং পরমাত্মতত্ত্বং যদ্যেষ ত্বৎসমীপমাগতো ব্রবীতি তর্হি হেঽর্হন্ ভবতঃ প্রভাবঃ কিং বর্ণ্যতে উ° ॥ ৩০ ॥

তস্মাদাজন্মনো জন্মপ্রভৃতি সংসৃতিপাশমুক্তোঽয়ং বিশ্বগুরোস্তবৈব শিষ্যোঽস্ত্ব যতঃ প্রফুল্লপদ্মবনে বিহারী হংসঃ ক্ষুরকে বনে কথং রমেত ॥ ৩১ ॥

ইতি বিজ্ঞাপ্য তস্মিন্ প্রভাকরে নির্গতে সতি ॥ ৩২ ॥

সকল লোকে ইহাকে জড় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে। তথাপি আমার জড় পুত্র যেরূপ গম্ভীর ভাবে পরমাত্মতত্ত্ব বলিয়াছে, যাঁহারা জ্ঞানবান্ তাঁহারাও কখন মনে তাহা ভাবিতে পারেন না। অতএব হে পূজ্যপাদ! আপনি যে কিরূপ মহাত্মা? আপনার মহিমা কি করিয়া বর্ণন করিব? । ৩০ ।

আমার পুত্র আজন্ম সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত, এক্ষণে এই পুত্র বিশ্বগুরু আপনার শিষ্য হউক। প্রফুল্ল কমলবন বিহারী মরাল কিরূপে তিলক বৃক্ষে রত হইবে? । ৩১ ।

এই কথা বলিয়া হস্তামলকের পিতা প্রভাকর নির্গত হইলে তদবধি হস্তামলক আমার নিকটে বাস করিয়া রহিয়াছে। বাল্যকাল হইতে যেজন আত্মপদার্থে চিত্ত লীন করিয়াছে, সে কি করিয়া মহাপ্রবন্ধে প্রবৃত্ত হইবে? । ৩২ ।

শ্রুত্বেতি পপ্রচ্ছুরমুং বিনেয়াঃ স্বামিন্! বিনৈব শ্রবণাদ্যুপায়ৈঃ। অলব্ধবিজ্ঞানময়ং কথং বা ভবানিদং সাধু বিদাং করোতু ॥ ৩৩ ॥

তানব্রবীৎ সংযমিচক্রবর্ত্তী কশ্চিৎ পুরা যামুনতীরবর্ত্তী। বভূব সিদ্ধঃ কিল সাধুবৃত্তঃ সাংসারিকেভ্যঃ সুতরাং নিবৃত্তঃ ॥ ৩৪ ॥

অয়ং বিজ্ঞানং কথং লব্ধবান্ ইদং ভবান্ সাধু সম্যক্ বোধয়তু ॥ ৩৩ ॥

এবং পৃষ্ট আচার্য্যঃ তস্য প্রাগ্‌ভবীয়ং বৃত্তান্তমুক্তবানিত্যাহ তানিতি ॥ ৩৪ ॥

এই কথার অবসানে বিনীত শিষ্যগণ আচার্য্যকে নিবেদন করিল—"হে প্রভো! শ্রবণাদি উপায় ব্যতীত এ ব্যক্তি কি করিয়া জ্ঞান লাভ করিল? আপনি আমাদিগকে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। ৩৩।

শিষ্যগণের বাক্য শুনিয়া যতিরাজ শঙ্কর হস্তামলকের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিতে ইচ্ছা করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন—পুরাকালে যমুনানদীর তটবর্ত্তী একজন সচ্চরিত্র সিদ্ধ পুরুষ বাস করিত। তাঁহার সাংসারিক সমুদায় বিষয়ে কোন বাসনা ছিল না। ৩৪।

তস্যান্তিকে কাচন বিপ্রকন্যা দ্বিহায়নং জাতু নিবেশ্য বালম্। ক্ষণং প্রতীক্ষস্ব শিশুং দ্বিজেতি স্নাতুং সখীভিঃ সহ নির্জগাম ॥ ৩৫ ॥

অত্রান্তরে দৈববশাৎ স বালশ্চংক্রম্যমাণো নিপপাত নদ্যাম্। মৃতস্তমাদায় শিশুং তদীয়াশ্চক্রন্দুরুচ্চৈঃ পুরতো মহর্ষেঃ ॥ ৩৬ ॥

আক্রোশমাকর্ণ্য মুনিঃ স তেষামত্যন্তখিন্নো নিজযোগভূম্না। প্রাথিক্ষদঙ্গং পৃথুকস্য তস্য স এষ হস্তামলকস্তপস্বী ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদয়ং বেদ বিনোপদেশং শ্রুতীরনন্তাঃ সকলাঃ সম্মৃতীশ্চ। সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি পরং চতত্ত্বমজ্ঞাতমেতেন ন কিঞ্চিদস্তি ॥ ৩৮ ॥

তত্তাদৃগাত্মান বহিঃ প্রবৃত্তৌ নিয়োগমর্হত্যয়মত্র বৃত্তৌ। স মণ্ডনস্ত্বর্হতি বুদ্ধতত্ত্বঃ সবস্বতীসাক্ষিকসর্ব্ববিত্ত্বঃ ॥ ৩৯ ॥

জাতু কদাচিত্তস্য সিদ্ধস্য সমীপে কাচন বিপ্রকন্যা দ্বিবর্ষং বালকং স্থাপ্য হে দ্বিজ! ক্ষণমাত্রং বালং প্রতীক্ষসেত্যুক্ত্বা সখীভিঃসহ স্নাতুং নির্জগাম ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষেঃ পুরতঃ চক্রন্দুরাক্রোশং চক্রুঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্য পৃথুকস্য বালস্যাঙ্গং শরীরং প্রবিবেশ স তপস্বী এষ হস্তামলকঃ ॥ ৩৭ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদয়মুপদেশং বিনৈবানন্তাঃ শ্রুতীঃ সকলাঃ স্মৃতীশ্চ সর্ব্বাণিচ শাস্ত্রাণি পরং চতত্ত্বং জানাতি কিং বহুনাহনেনাজ্ঞাতং কিঞ্চিদপি নাস্তি॥ ৩৮ ॥

তত্তস্মাত্তাদৃগাত্মা অয়ং হস্তামলকো বহিঃ প্রবৃত্তাবত্র ভাষ্যে বৃত্তৌ নিয়োগং নার্হতি স মণ্ডনস্ত্বর্হতি যতো বুদ্ধতত্ত্বঃ সরস্বতীসাক্ষিকং সর্ব্বজ্ঞত্বংচ যস্য সঃ ॥ ৩৯ ॥

কোন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ কন্যা দুই বৎসরের বালককে ঐ সিদ্ধের নিকটে রাখিয়া "হে ব্রাহ্মণ! আপনি ক্ষণকাল এই বালককে রক্ষণাবেক্ষণ করুন" এই কথা বলিয়া সখীদের সহিত স্নান করিতে নির্গত হইল। ৩৫।

ইত্যবসরে ঐ বালক কুটিলভাবে গমন করিতে করিতে দৈবাৎ নদী মধ্যে পতিত হয়। তাহারা ঐ মৃত বালককে গ্রহণ করিয়া মহর্ষির সম্মুখে রোদন করিতে লাগিল। ৩৬।

তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া মহর্ষি অত্যন্ত খেদান্বিত হইলেন। পরে আপনার অসীম যোগশক্তি প্রভাবে যে বালকের দেহে প্রবেশ করেন, সেই বালক এই হস্তামলক তপস্বী। ৩৭।

অতএব হস্তামলক উপদেশ ব্যতীত সমস্ত শ্রুতি, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত শাস্ত্র জানিতে পারিয়াছে। পরমার্থতত্ত্বও এই বালকের জ্বলন্ত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ৩৮।

এই কারণে যাহার এরূপ স্বভাব—যাহার বাহ্য পদার্থে প্রবৃত্তি নাই—সে আমার ভাষ্যের বৃত্তি রচনা করিতে কিছুতেই নিযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানী মণ্ডন আমার বৃত্তি করিবার উপযুক্ত পাত্র। বিশেষতঃ

তত্তাদৃশোত্তুাজ্জ্বলকীর্ত্তিরাশিঃ সমস্তশাস্ত্রার্ণব-পারদর্শী। আসাদিতো ধর্ম্মহিতঃ প্রযত্নাৎ স চেন্ন রোচেত ন দৃশ্যতেঽন্যঃ ॥ ৪০ ॥

অহং বহূনামনভীষ্টকার্য্যং ন কারয়িষ্যে হি মহানিবন্ধে। কিঞ্চাত্র সংশীতিরভূন্মমাতো যদেক-কার্য্যে বহবঃ প্রতীপাঃ ॥ ৪১ ॥

ভবন্নিদেশাদ্ভগবন্! সনন্দনঃ করিষ্যতে ভাষ্য-নিবন্ধমীপ্সিতম্। স ব্রহ্মচর্য্যাদুররীকৃতাশ্রমো-মতিপ্রকর্ষোবিদিতোহি সর্ব্বতঃ ॥ ৪২ ॥

সনন্দনো নন্দয়িতা জনানাং নিবন্ধমেকং বিদ-ধাতু ভাষ্যে। নবার্ত্তিকং তত্তু পরপ্রতিজ্ঞংব্যধাৎ-প্রতিজ্ঞাং সহি নূত্নদীক্ষঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রযত্নাল্লব্ধ এবম্বিধঃ স ন রোচেত চেত্তর্হি তথাবিধোঽন্যো-ন দৃশ্যতে আ০ ॥ ৪০ ॥

নমু ভবদভীষ্টং চেত্তর্হি কারয়িতব্যমিতি তত্রাহ অহমিতি। মহানিবন্ধে বহূনামনভীষ্টং কার্য্যং ন কারয়িষ্যে। কিঞ্চ যত এক-স্মিন্ কার্য্যে বহবঃ প্রতিকূলা অতোঽত্র সংশয়ো মমোৎপন্ন ইত্যর্থঃ উ০ ॥ ৪১ ॥

এবমুক্তা বিনেয়া নদৃশ্যতেঽন্য ইত্যুক্তমসহমানা ঊচুঃ হে ভগবন্! ভবদাজ্ঞাতঃ সনন্দন ঈপ্সিতভাষ্যে নিবন্ধং করিষ্যতি যতঃ স ব্রহ্মচর্য্যাদঙ্গীকৃতাশ্রমো মতেঃ প্রকর্ষোযস্য সর্ব্বতোঽধি-জ্ঞাতশ্চ ॥ বংশ০ ॥ ৪২ ॥

এবমুক্ত আচার্য্য উবাচ জনানাং নন্দয়িতা সনন্দনোভাষ্যে নিবন্ধমেকং বিদধাতু ন তু বার্ত্তিকং তত্তু পরপ্রতিজ্ঞং পরস্য প্র-তিজ্ঞা যস্মিন্ হি যতঃ স্বীকৃতদীক্ষঃ সুরেশ্বরঃ প্রতিজ্ঞাং ব্যধাৎ উপে০ ৪৩

সরস্বতী সাক্ষী থাকিয়া মণ্ডনের সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি বিখ্যাত হইয়াছে। ৩৯।

মণ্ডনের মতন আর কাহারও উজ্জ্বল কীর্ত্তি-কলাপ নাই। তাহার মতন সমস্ত শাস্ত্রার্ণবের পার গামী আর কেহই নহে—আমি অনেক যত্নে ঐ ধার্ম্মিকপ্রবর মণ্ডনকে লাভ করিয়াছি। মণ্ডন যদি সকলের রুচিজনক না হয়, আমি তাহার মতন আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা। ৪০।

আমি আমার মহাপ্রবন্ধে সর্ব্বসাধারণের অরু-চিকর কার্য্য কখনই করাইব না। যখন একটী কার্য্যে সকলেই প্রতিকূল হইয়াছে, তখন এ বি-ষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জানিও। ৪১।

ভগবন্! আপনার আদেশানুসারে সনন্দন ভাষ্যের যথাযোগ্য অভীষ্ট নিবন্ধ রচনা করিবে। ব্রহ্মচর্য্যের পর হইতে সনন্দন আশ্রম অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহার বুদ্ধিমত্তাও চারিদিকে বিখ্যাত হইয়াছে। ৪২।

শিষ্যগণের কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—সর্ব্বজনের আনন্দ দায়ক সনন্দন আমার ভাষ্যের একটী নিবন্ধ রচনা করিলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু বার্ত্তিক করিতে পারিবে না। কারণ, বার্ত্তিক র-চনা করিতে আর একজন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সুরেশ্বর দীক্ষা গ্রহণ করিলেই বার্ত্তিক করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ৪৩।

আদিশ্যেত্থং শিষ্যসঙ্ঘং যতীন্দ্রঃ প্রোবাচেত্থং নূত্নভিক্ষুং রহস্তম্। ভাষ্যে! ভিক্ষো মাকৃথা বার্ত্তিকং ত্বং নেমে শিষ্যাঃ সেহিরে দুর্ব্বিদগ্ধাঃ ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্যন্তে গেহিধর্ম্মেষু দৃষ্ট্বা তৎসংস্কারং সাংপ্রতং শঙ্কমানাঃ। ভাষ্যে কৃত্বা বার্ত্তিকং যোজয়েৎ স ভাষ্যং প্রাহুঃ স্বীয়সিদ্ধান্তশেষং ॥ ৪৫ ॥

নাস্ত্যেবাসাবাশ্রমস্তূর্য্য ইত্থং সিদ্ধান্তোয়ং তাব কো বেদসিদ্ধঃ। দ্বারি দ্বাস্থৈর্বারিতা ভিক্ষমাণাবে শ্যাম্তস্তে ন প্রবেশং লভন্তে ॥ ৪৬ ॥

ইত্যাদ্যান্তাং কিম্বদন্তীং বিদিত্বা তেষাং নাসীৎ প্রত্যয়স্ত্বপ্যনল্পে। স্বাতন্ত্র্যাত্ত্বং গ্রন্থমেকং মহাত্মন্! কৃত্বা মহ্যং দর্শয়াধ্যাত্মনিষ্ঠম্ ॥ ৪৭ ॥

বিদ্বন্! ত্বৎপ্রত্যয়ঃ স্যাদমীষাং শিষ্যাণাং নো-

ইত্থং শিষ্যসঙ্ঘমাদিশ্য যতীন্দ্রোরহসি স্থিতং নূত্নভিক্ষুং সুরেশ্বরং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ প্রোবাচ হে ভিক্ষো! ভাষ্যে ত্বং বার্ত্তিকং মাকৃথাঃ যতো দুর্ব্বিদগ্ধা ইমে শিষ্যা ন সেহিরে॥ইন্দ্র০॥ ॥ ৪৪ ॥

শঙ্কমানৈস্তৈর্যদুক্তং তদ্দর্শয়তি। গেহিধর্ম্মেষু তব তাৎপর্য্যং দীক্ষ্য সাম্প্রতং তৎসংস্কারং শঙ্কমানাঃ প্রাহুঃ ভাষ্যবার্ত্তিকং কৃত্বা স্বীয়সিদ্ধান্তশেষং ভাষ্যং সংযোজয়েৎ সম্ভাবনায়াং লিঙ্ শা০ ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চ তুর্য্যাশ্রমোবেদে সিদ্ধোনাস্ত্যেবেতি মাণ্ডনঃ সিদ্ধান্তো ভিক্ষমাণা দ্বারি দ্বাস্থৈর্ব্বার্য্যমাণাস্তে মণ্ডনস্য বেশ্মান্তঃপ্রবেশং ন লভন্ত ইত্যাদ্যাং কিম্বদন্তীং জনশ্রুতিং বিদিত্বা তেষামনল্পে অক্ষুদ্রেঽপি ত্বয়ি প্রত্যয়ো নাসীত্তর্হি ময়া কিং কর্ত্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ স্বাতন্ত্র্যাত্ত্বমধ্যাত্মনিষ্ঠমেকং গ্রন্থং কৃত্বা মহ্যং দর্শয় ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

হে বিদ্বন্! যথা গ্রন্থসন্দর্শনেন নোঽস্মাকমমীষাং শিষ্যাণাং

এইরূপে শিষ্যদিগকে আদেশ করিয়া যতিবর শঙ্কর নির্জ্জনস্থিত নূতন ভিক্ষুক সুরেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন। হে ভিক্ষুক! তুমি আমার ভাষ্যের বার্ত্তিক করিওনা। কারণ, এই সমস্ত দুর্ম্মতি শিষ্যগণ তুমি বার্ত্তিক করিলে সহ্য করিতে পারিবে না। ৪৪।

গৃহ ধর্ম্মে তোমার তাৎপর্য্য দেখিয়া সম্প্রতি সেই সংস্কার আশঙ্কা করিয়া তাহারা বলিয়াছে। সুরেশ্বর আমার ভাষ্যের বার্ত্তিক করিয়া স্বকীয় সিদ্ধান্তের শেষ প্রয়োগ করিবার সম্ভাবনা। ৪৫।

"তোমার মতে যে চতুর্থ আশ্রম আছে, তাহা বেদ সম্মত নহে। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করিবার জন্য মণ্ডনের দ্বার দেশ গমন করিলে দ্বারপালেরা ঐ সন্যাসীদিগকে নিবারণ করে। তাহাতেই তাহারা মণ্ডনের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই"। ৪৬।

ইত্যাদি জনরব জানিতে পারিয়া তুমি মহান্ ব্যক্তি হইলেও তাহাদের উপরে কিছুই বিশ্বাস নাই। হে মহাত্মন্! এক্ষণে স্বাধীনভাবে আধ্যাত্মিক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাকে দেখাও। ৪৭।

হে পণ্ডিত! স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে এক গন্থ রচনা করিয়া আমাকে দেখাইলে আমার এই সমস্ত শিষ্য বর্গের প্রতীতি হইবে। এই কথা সুরে-

গ্রন্থসন্দর্শনেন। ইত্যুক্তে.নং বার্ত্তিকং সূত্রভাষ্যে-নাভূদ্ধাহেত্যাপ খেদঞ্চ কিঞ্চিৎ ॥ ৪৮ ॥

শিষ্যোক্তিভিঃ শিথিলতাত্মমনোরথোসাবেনং স্বতন্ত্রকৃতিনির্ম্মিতয়েন্যযুঙ্‌ক্ত। নৈষ্কর্ম্মহসিদ্ধি মচিরাদ্বিদধৎ স চেত্থং নায্যামবিন্দত সুরেশ্বর-দেশিকাখ্যাম্ ॥ ৪৯ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিমথ তাং নিরবদ্যযুক্তিং নিষ্কর্ম্ম্য-

প্রত্যয়ঃ স্যাদিতি সুরেশ্বরমুক্ত্বা হাহা সূত্রভাষ্যে বার্ত্তিকং নাভূদিতি কিঞ্চিৎ খেদং পাপ ॥ ৪৮ ॥

এবং শিষ্যোক্তিভিঃ শিথিলিতঃ স্বমনোরথো যস্যাসৌ শ্রীশঙ্কর এনং সুরেশ্বরং স্বতন্ত্রকৃতিনির্ম্মিতয়ে ন্যযুংক্ত, স চ নিযুক্তোঽচিরাদেব নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং বিদধৎ ইত্থং যোগ্যাং সুরেশ্বর-দেশিকাখ্যামবিন্দত ব° ॥ ৪৯ ॥

নিষ্কর্ম্মতত্ত্ববিষয়াঽবগতিঃ প্রধানং যস্যামাদ্যাদন্তপর্য্যন্তং

শ্বরকে বলিয়া "হায়! হায়! আমার ভাষ্যের কোন বার্ত্তিক নাই" ইহার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ খেদও প্রাপ্ত হইলেন। ৪৮।

শিষ্যগণের বচন দ্বারা আপনার মনোরথ শিথিল হইলে শঙ্কর সুরেশ্বরকে স্বতন্ত্র এক গ্রন্থ নির্ম্মাণের জন্য নিযুক্ত করিলেন। সুরেশ্বর নিযুক্ত হইবামাত্র অচিরাৎ নিষ্কর্ম্ম (এক মাত্র আত্ম তত্ত্বের) সিদ্ধি প্রকাশ করিয়া সুরেশ্বর নামক সমুচিত গুরুত্ব পদ লাভ করিলেন। ৪৯।

যে গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, তাহাতে নিষ্কর্ম্ম ব্যক্তিগণের (আত্মজ্ঞানীর) তত্ত্ব বিষয় প্রধান ভাবে অবগত হইতে পারা যায়। তাহাতে যুক্তি সকল অতি সুন্দর; মনোজ্ঞ পদ বন্ধ দ্বারা গ্রন্থের অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে; আচার্য্য শঙ্কর এরূপ

তত্ত্ব বিষয়াবগতিপ্রধানাম্। আদ্যন্তহৃদ্যপদবন্ধবতী মুদারামাদ্যন্তমৈক্ষততরাং পরিতুষ্টচেতাঃ ॥ ৫০ ॥

গ্রন্থং দৃষ্ট্বামোদমানোমুনীন্দ্রস্তং চান্যেভ্যোদর্শয়ামাস হৃদ্যম্। তেষাং চাসীৎপ্রত্যয়স্তদ্বদস্মিন্ যদ্বচ্চান্যস্তত্ত্ব বিন্নাপরোস্তি ॥ ৫১ ॥

যত্রাদ্যাপি শ্রূয়তে মস্করীন্দ্রৈর্নিষ্কর্ম্মাত্মা যত্র নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ। তত্রাম্নায়স্ববৃধে গ্রন্থবর্য্যস্তন্মাহাত্ম্যাৎ সর্ব্বলোকাদৃতোঽভূৎ ॥ ৫২ ॥

মনোজ্ঞপদবন্ধবতীমেবম্ভূতাং তাং পরিতুষ্টচেতা আচার্য্য আদ্যন্তং সম্যগৈক্ষত ॥ ৫০ ॥

যথা যোঽস্মাদন্যঃ স এবং তত্ত্ববিন্নাস্তীতি তথা তেষামস্মিন্ প্রত্যয়নচাসীৎ ॥ শা° ॥ ৫১ ॥

যত্র গ্রন্থে ঽদ্যাপি যতীন্দ্রৈর্নিষ্কর্ম্মাত্মা শ্রূয়তে যত্র নৈষ্কর্ম্ম্যস্য মোক্ষস্য সিদ্ধিঃ তস্মান্নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিনাম্নায়ং গ্রন্থবর্য্যোববৃধে স্মান্মাহাত্ম্যাৎ সর্ব্বলোকৈরাদৃতোঽভূৎ ॥ ৫২ ॥

উদার "নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি" নামক গ্রন্থ খানি আদ্যন্ত দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ৫০।

মুনিবর শঙ্কর ঐ গ্রন্থ খানি দেখিয়া অত্যন্ত প্রমুদিত হইলেন। পরে ঐ মনোহর গ্রন্থ অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে দেখাইলেন। ঐ গ্রন্থ দেখিয়া তাহাদেরও এরূপ প্রত্যয় হইল যে, এরূপ গ্রন্থ কর্ত্তা ভিন্ন ভূতলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আর কেহই নাই। ৫১।

যে গ্রন্থ অদ্যাপি যতীন্দ্রগণ মোক্ষের স্বভাব শ্রবণ করিয়া থাকেন-যে গ্রন্থে মোক্ষের সিদ্ধি সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে অতএব "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি" নামক ঐ গ্রন্থ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ মাহাত্মে সকলেই গ্রন্থখানিকে আদর করিত। ৫২।

আচার্য্যবাক্যেন বিধিৎসিতেঽস্মিন্ বিঘ্নং যদন্যে ব্যধুরুৎসসর্জ। শাপং কৃতেঽস্মিন্ কৃতমপ্যুদারৈঃ শুদ্বার্ত্তিকং ন প্রসরেৎ পৃথিব্যাম্ ॥ ৫৩ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধ্যাখ্যনিবন্ধমেকং কৃত্বাত্মপূজ্যায় নিবেদ্য চোক্ত্বা। বিশ্বাসমুক্ত্বাথ পুনর্ব্বভাষে স বিশ্বরূপো গুরুমাত্মদৈবং ॥ ৫৪ ॥

ন খ্যাতিহেতো র্ন চ লাভহেতো র্নাপ্যর্চনায়ৈ বিহিতঃ প্রবন্ধঃ। নোল্লঙ্ঘনীয়ং বচনং গুরূণাং নোল্লঙ্ঘনে স্যাদ্গুরুশিষ্যভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

পূর্ব্বং গৃহিত্বেঽপি ন তৎস্বভাবো ন বাল্যমন্বেতি হি যৌবনস্থম্। ন যৌবনং বৃদ্ধমুপৈতি তদ্বদ্ ব্রজন্ হি পূর্ব্বস্থিতিমৌজ্‌ঝ্য গচ্ছেৎ ॥ ৫৬ ॥

আচার্য্যৈর্যদ্ভবিষ্যমালক্ষ্য হ্যাহেত্যুক্তং তদ্দর্শয়তি। আচার্য্যবাক্যেনাস্মিন্বার্ত্তিকে বিধাতুমিষ্টে সতি যতোঽন্যে বিঘ্নং ব্যধুরস্মিন্ কৃতেঽস্মান্নিমিত্তাৎ সুরেশ্বরঃ শাপমুৎসসর্জ সূত্রভাষ্যস্থ বার্ত্তিকমুদারৈঃ কৃতমপি পৃথিব্যাং ন প্রসরেৎ ॥ ই০ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বাসঞ্চ প্রাপ্যাচার্য্যেত্যাহ্যুক্ত্বাথ পুনরুবাচ উ০ ॥ ৫৪ ॥

যদুবাচ তদাহ নেতি ॥ ই০ ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য্যান্তে গেহিধর্ম্মেষু দৃষ্টেত্যুক্তং তত্রাহ। পূর্ব্বং গৃহেঽপি তৎস্বভাবো গৃহিস্বভাবো ন ভবামি হি যতো যৌবনস্থং বাল্যং নান্বেতি তথা বৃদ্ধং পুরুষং যৌবনং নোপৈতি তদ্বত্তথা ব্রজন্ গমনং কুর্ব্বন্ পূর্ব্বস্থিতিং পরিত্যক্তৈব গচ্ছেদিত্যর্থঃ উ০ ॥ ৫৬ ॥

আচার্য্যের কথায় বার্ত্তিক করা যুক্তি সঙ্গত হইলেও সকলেই ভাষ্যের বার্ত্তিক নির্ম্মাণে বিঘ্ন করিতে থাকিল। "ভাষ্যের বার্ত্তিক হইলে লোকের বিঘ্ন হইবে" এই নিমিত্ত সুরেশ্বর মনের দুঃখে অভিসম্পাত করিল; "যদি মহৎ লোকেও সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক প্রস্তুত করেন, তথাপি উহা ভূতলে প্রচারিত হইবে না"। ৫৩।

"নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি" নামক এক নিবন্ধ প্রস্তুত করিয়া আপনার পূজ্য আচার্য্যকে তাহা নিবেদন করিল। অনন্তর বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় স্বীয় ইষ্টদেবতা গুরুকে বিশ্বরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

"আমার সুখ্যাতি হইবে, কি আমার অর্থ লাভ হইবে, কি সকলে আমার অর্চনা করিবে" ইহার নিমিত্ত আমি প্রবন্ধ রচনা করি নাই। "কেবল গুরুর বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে নাই বলিয়া আমি যত্ন প্রকাশ করিয়াছি" নতুবা গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিলে গুরুশিষ্যভাব থাকে না। ৫৫।

আমি পূর্ব্বে গৃহী ছিলাম সত্য, কিন্তু গৃহস্থ লোকের যেরূপ স্বভাব থাকা আবশ্যক, আমার সেরূপ ছিল না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন-অগ্রে সকলেই বালক থাকে, কিন্তু যখন ঐ বালক যৌবন কালে পদার্পণ করে, তখন বাল্যকাল আর তাহাকে আক্রমণ কবিতে পারে না—ঐরূপ বৃদ্ধ হইলে যৌবন কখন পুনরায় বৃদ্ধকে স্পর্শ করিতে পারেনা এবং যে ব্যক্তি গমন করিবে, সে যেস্থানে পূর্ব্বে অবস্থান করিয়াছিল, সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়াই গমন করিয়া থাকে। ৫৬।

অহং গৃহী নাত্র বিচারণীয়ং কিং তেন পূর্ব্বং মন এব হেতুঃ। বন্ধে চ মোক্ষে চ মনোবিশুদ্ধো-গৃহী ভবেদ্বাপ্যুত মস্করীবা ॥ ৫৭ ॥

নাস্ত্যেব বেদাশ্রম উত্তমাদিঃ কথঞ্চ তৎপ্রাপ্তি-নিবৃত্তগামী। প্রতিশ্রবৌ নৌ কথমল্পকালৌ ন হি প্রতিজ্ঞা ভগবন্নিরুদ্ধা ॥ ৫৮ ॥

সংভিক্ষমাণা ন লভন্ত এব চেদ্গৃহপ্রবেশং

কিঞ্চাত্রাস্মিল্লোঁকেঽহং গৃহীতি ন বিচারণীয়ং যতস্তে কিম্পূর্ব্বমিহ জন্মান্তরে বা গৃহিণো ন বভূবুরপিত্বাসুরেব। তস্মাৎ গৃহিত্বে যতিত্বে বা মন এব হেতুঃ ন কেবলমেতাবদেবাপিতু বন্ধেচ মোক্ষেচ মন এব হেতুঃ, মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োরিত্যুক্তত্বাৎ তস্মাদ্বিশুদ্ধগৃহী ভবেদ্বা মস্করী বা ভবেদুভ-য়থাপি ন্যূনাধিক্যং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

নাস্ত্যেবাসাবাশ্রমস্তুর্য্য ইত্থমিত্যুক্তং তত্রাহ নাস্ত্যেবেতি। হে উত্তম! আদিরাশ্রমো নাস্ত্যেব চেত্তৎপ্রাপ্তিনিবৃত্তিগামিনৌ নৌ আবয়োঃ প্রতিশ্রবৌ অহং পরাজিতঃ সন্ন্যাসং প্রাপ্স্যামি অহং পরাজিতস্তং হাস্যামি ইত্যেবংরূপৌ কথং স্তস্তত্রাপ্যল্প-কালৌ যদি তূর্য্যাশ্রমো মমাভিমতো নাভূত্তর্হি প্রতিজ্ঞা ময়া নিরুদ্ধাঽভূদিত্যাশয়েনাহ নহীতি ॥ ৫৮ ॥

যচ্চ দ্বারিদ্বাস্থৈরিত্যাদ্যুক্তং তত্রাহ সম্ভিক্ষমাণা ইতি। গু-রুণা ভগবতা প্রবেশনং কথং বিহিতং কথং চ মদ্গৃহে ননূত্তমা

"এ জগতে আমি গৃহী" এবিষয়ে কোন বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, পৃথিবীতে হয় জন্মা-ন্তরে, নয় ইহ জন্মে, এমন কোন লোক জন্ম গ্রহণ করে নাই, বা করে না, যিনি প্রথমে গৃহী ছিলেন না। অতএব গৃহী কি যতি উভয় পক্ষেই মন কারণ। মন বন্ধ মোক্ষ ইহারও কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব বিশুদ্ধ গৃহী হউন, অথবা বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী হউন, কিছুতেই কোন ন্যূনা-তিরেক নাই। ৫৭।

হে সুন্দর! বেদের আদি আশ্রম যদি না থাকে, তবে কি করিয়া তাহার প্রাপ্তি এবং নিবৃত্তি-গামী আমাদের দুই জনের যে দুইটী প্রতিজ্ঞা আছে (অর্থাৎ আমি পরাজিত হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিব এবং আপনি পরাজিত হইলে সন্ন্যাস ত্যাগ করিবেন) এরূপ বলিষ্ঠ গর্ব্বিত বাক্য আছে, তাহা আর এক্ষণে কি করিয়া থাকিবে? থাকিলেও তাহার কাল এত অধিক কি করিয়া হইবে? যদি চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাস) আমার অভি-মত না হয়, তবে আমার প্রতিজ্ঞা করা বৃথা হয় ।৫৮।

আপনি যে বলিয়াছেন "চতুর্থাশ্রম বেদসিদ্ধ নহে ইহা মণ্ডনের সিদ্ধান্ত। ভিক্ষুকেরা মণ্ডনের ভবনে প্রবেশ করিতে পারে নাই" ইত্যাদি বিষয়ে এইমাত্র উত্তর দেখিতেছি, আপনি গুরু হইয়া কি করিয়া পর গৃহে প্রবেশ করিলেন? কি রূপেই বা আমার ভবনে উত্তম ভিক্ষা করিলেন? আমায় বলিয়াছেন "এরূপ জনরব জানিয়া তুমি মহৎ হই-লেও তোমাতে আমার কোন বিশ্বাস নাই" তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, কোন্ ব্যক্তি লো-

গুরুণা প্রবেশনম্। কথং হি ভিক্ষা বিহিতা ননূত্তমা কো নাম লোকস্য মুখাপিধায়কঃ ॥ ৫৯ ॥

তত্ত্বোপদেশাদ্বিদিতাত্মতত্ত্বো ব্যধামহং সন্ন্যসনং কৃতাত্মা। বিরাগভাবান্ন পরাজিতস্ত বাদো হি তত্ত্বস্য বিনির্ণয়ায় ॥ ৬০ ॥

পুরা গৃহস্থেন ময়া প্রবন্ধা নৈয়ায়িকাদৌ বিহিতা মহার্থাঃ। ইতঃ পরং মে হৃদয়ং চিকীর্ষু ত্বদঙ্ঘ্রিসেবাং ন বিলঙ্ঘ্য কিঞ্চিৎ ॥ ৬১ ॥

শ্রদ্ধামদ্বৈতবদ্ধাদরবুধপরিষচ্ছেমুষীসন্নিষণ্ণা মর্বাগ্দুর্বাদিগর্বানলবিপুলতরজ্বালমালাবলীঢ়াম্। সিক্ত্বা সূক্তামৃতৌঘৈরহহ পরিহসন্ জীবয়স্যদ্য

শিক্ষা বিহিতা, যদাপি কিম্বদন্তীত্যাদ্যুক্তং তত্রাপ্যাহ লোকস্য মুখস্যাপিধায়কঃ কো নাম ন কোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

যত্তু সন্ন্যাসমপ্যেবং ন বুদ্ধিপূর্ব্বমিত্যাদ্যুক্তবস্তুস্তত্রাহ। পূর্ব্বং কৃতাত্মা পশ্চাত্তত্ত্বোপদেশাদ্বিদিতাত্মতত্ত্বোঽহং বৈরাগ্যাৎ সন্ন্যসনং ব্যধাং ন তু পরাজিতো হি যস্মাদ্বাদস্তত্ত্ববিনির্ণয়ায় ॥ ৬০ ॥

যত্তু ভাষ্যে কৃত্বেত্যাদি'তত্রাহ পুরেতি। ইতঃ পরং মে হৃদয়ং ত্বদঙ্ঘ্রিসেবাং বিলঙ্ঘ্য ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমিচ্ছু ॥ ৬১ ॥

তথাচৈবং বিধস্য সদগুরোস্তব সেবা কেনাপি কথমপি কর্ত্তুং ন শক্যেত্যাহ। অদ্বৈতে বস্তুনি আদরোযৈস্তথাভূত বুধপরিষচ্ছেমুষ্যাং সন্নিষণ্ণাং অদ্বৈতবদ্ধাদরায়া বুধসমুদায়বুদ্ধিস্তস্যাং সম্যক্ স্থিতামিতিবা অর্ব্বাচীনানাং দুর্ব্বাদিনাং গর্ব্বলক্ষণস্যানলস্য বিপুলতরজ্বালালক্ষণয়া মালয়া বিপুলয়া জ্বালামালয়া ইতিবা অবলীঢ়ামাস্বাদিতাং শ্রদ্ধাং সূক্তামৃতৌঘৈঃ সিক্ত্বাঽহহ অদ্য

কের মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে?। ।৫৯।

আপনি যে বলিয়াছেন "এ ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই" তাহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইবে—আমি পূর্ব্বেই কৃতযত্ন হইয়াছিলাম, পরে তত্ত্ব উপদেশে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়া সংসারের উপর বৈরাগ্য বশতঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি পরাস্ত হইয়া কখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করি নাই। কারণ, বাদ করা কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য।৬০।

পূর্ব্বে আমি যখন গৃহস্থ ছিলাম, তখন নৈয়ায়িক দিগের গ্রন্থে অত্যন্ত অর্থ বিশিষ্ট অনেক গুলিন প্রবন্ধ রচনা করি। কিন্তু এক্ষণে আপনার পাদপদ্মের সেবা লঙ্ঘন করিয়া আমার হৃদয় আর কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহে।৬১।

যে সকল পণ্ডিতগণের অদ্বৈতবস্তুর (পরমাত্মার) উপর আদর বদ্ধ মূল হইয়াছে, সেই সমস্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর বুদ্ধিরূপ আসনে যে শ্রদ্ধা অবস্থান করিতেছে; অর্ব্বাচীন দুষ্ট বাদীগণের গর্ব্বরূপ অনলের গগনস্পর্শী স্ফুলিঙ্গ সমূহ দ্বারা যে শ্রদ্ধা একেবারে দগ্ধ হইয়াছে; আপনি সূক্ত (বেদবাক্য) রূপ অমৃত প্রবাহ দ্বারা সেক করিয়া আজ কি আনন্দের বিষয়! শীঘ্র পরিহাস পূর্ব্বক সেই শ্রদ্ধাকে জীবিত করিয়াছেন। অতএব রণ হইতে উত্তরণ হওয়া যেমন কঠিন, তাহার

সদ্যঃ কো বা সেবাপটুঃ স্যাদ্ব্রণতরণবিধৌ স-দ্গুরো নৈব জানে ॥ ৬২ ॥

ইত্যুক্ত্বোপরতে সুরেশ্বরগুরৌ তেনৈব শারীরকে ন সম্ভাব্যমিহাত্র বার্ত্তিকমিতি প্রৌঢ়ং শুগগ্নিং শনৈঃ। ধীরাগ্র্যঃ শময়ন্ বিয়োগপয়সা দেবেশ্বরেণ ত্রয়ীভাষ্যে কারয়িতুং স বার্ত্তিকযুগং বদ্ধাদরোঽভূন্মুনিঃ ॥ ৬৩ ॥

ভাবানুকারিমৃদুবাক্যনিবেশিতার্থং স্বীয়ৈঃ

সদ্যঃ পরিহসন্ জীবয়সি ততো রণতরণবিধানসদৃশায়ামেবং-ভূতস্য সদ্গুরোস্তব সেবায়াং কো বা পটুঃ স্যাৎ। স্র০ ॥ ৬২ ॥

ইত্যুক্ত্বা সুরেশ্বরগুরাবুপরতে সতি অহহেত্যন্তখেদে তেন সুরেশ্বরেণৈবাত্র শারীরকে বার্ত্তিকং নো সম্ভাবি ইতিপ্রৌঢ়ং শোকাগ্নিং ধীরাগ্র্যং শ্রীশঙ্করো বিবেকপয়সা শনৈঃ শময়ন্ বেদত্রয়ীভাষ্যে সুরেশ্বরেণ বার্ত্তিকদ্বয়ং কারয়িতুং স মুনির্বদ্ধা-দরোঽভূৎ। শা০ ॥ ৬৩ ॥

ভাবানুসারিভির্মৃদুভির্বাক্যৈ র্বিনিবেশিতোঽর্থো যত্র

মতন আপনার সেবা কার্য্যে কাহাকেও নিপুণ দেখি না। ৬২।

এই কথা বলিয়া সুরেশ্বর (মণ্ডন) ক্ষান্ত হইলে ইহা অত্যন্ত খেদের বিষয় যে, (ঐ সুরেশ্বর দ্বারা এই শারীরক সূত্রের ভাষ্যে বার্ত্তিক রচনা কিছু-তেই সম্ভাবিত নহে) এই কারণে ধীরবর শঙ্কর বিবেক সলিল দ্বারা সুরেশ্বরের প্রবল শোকানল নির্ব্বাণ করিয়া ঋক্, যজু ও সাম এই তিনখানি বেদের সুরেশ্বর দ্বারা দুইটি বার্ত্তিক করাইবার জন্য শঙ্কর দৃঢ়রূপে আদর প্রকাশ করেন। ৬৩।

শঙ্কর দেখিলেন—সুরেশ্বর যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ভাবানুযায়ী কোমল বাক্য

পদৈঃ সহ নিরাকৃতপূর্ব্বপক্ষম্। সিদ্ধান্তযুক্তি-বিনিবেশিততৎস্বরূপং দৃষ্ট্বাভিনন্দ্য পরিতোষ-বশাদবোচৎ ॥ ৬৪ ॥

সত্যং যদাত্থ বিনয়িন্! মম যাজুষীয়া শাখা তদন্ত-গতভাষ্যনিবন্ধ ইষ্টঃ। তদ্বার্ত্তিকং মম কৃতে ভবতা প্রণেয়ং সচ্চেষ্টিতং পরহিতৈকফলং প্রসি-দ্ধম্ ॥ ৬৫ ॥

স্বীয়ৈঃ পদৈঃ নিরাকৃতঃ পূর্ব্বপক্ষো যত্র সিদ্ধান্তযুক্তিভি র্বিনি-বেশিতং তস্য সিদ্ধান্তস্য স্বরূপং যত্র তত্তদীয়ং গ্রন্থং দৃষ্ট্বা অভিনন্দ্য স শ্রীশঙ্করঃ পরিতোষবশাদবোচৎ। ব০ ॥ ৬৪ ॥

তদাহ হে বিনয়িন্! ত্বং যদুক্তবান্ অসি তৎসর্ব্বং সত্যমতো মম যাজুষী তৈত্তিরেযী শাখা তস্যা অন্তর্গতো যো ভাষ্যলক্ষণো মমেষ্টোনিবন্ধস্তস্য বার্ত্তিকং মদর্থং ভবতা প্রণেয়ং যতঃ সতা-ঞ্চেষ্টিতং পরহিতৈকফলং প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৫ ॥

সমূহ দ্বারা অর্থ সকল সন্নিবেশিত আছে। স্বকীয় পদ সমূহের সহিত পূর্ব্ব পক্ষ নিরাকরণ করা হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তের স্ব-রূপ সংস্থাপিত হইয়াছে। আচার্য্য, সুরেশ্বরের সুন্দর গ্রন্থ খানি অবলোকন করিয়া ও গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া সন্তোষ বশতঃ বলিতে লাগিলেন। ৬৪।

হে বিনীত! তুমি যাহা বলিয়াছ তৎ সমুদ-য়ই সত্যকথা। অতএব যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় নামে যে শাখা আছে, তাহার উপরে আমার মনঃপূত এক ভাষ্য বা নিবন্ধ আছে। তুমি আমার জন্য ঐ ভাষ্যের বার্ত্তিক প্রণয়ন কর। কারণ, সজ্জনের যে সমস্ত চেষ্টা, চরিত্র বা কার্য্য, তৎসমুদয়েরই ফল কেবল পরের হিত করা মাত্র। ৬৫।

তদ্বত্ত্বদীয়া খলু কাণ্বশাখা মমাপি তত্রাস্তি তদস্তভষ্যম্। তদ্বার্ত্তিকঞ্চাপি বিধেয়মিষ্টং পরোপকারায় সতাং প্রবৃত্তিঃ ॥ ৬৬ ॥

তত্রোভযত্র কুরু বার্ত্তিকমার্ত্তিহারি কীর্ত্তিঞ্চ যাহি জিতকার্ত্তিকচন্দ্রিকাভাম্। মাশঙ্কি পূর্ব্বমিব দুঃশঠবাক্যরোধো মদ্বাক্যমেব শরণং ব্রজ মা বিচারীঃ ॥ ৬৭ ॥

ইত্থং স উক্তো ভগবৎপদেন শ্রীবিশ্বরূপো বিদুষাং বরিষ্ঠঃ। চকার ভষ্যদ্বয়বার্ত্তিকে দ্বে হ্যাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ৬৮ ॥

আজ্ঞা গুরোরনুচরৈর্নহি লঙ্ঘনীয়েত্যুক্ত্বা তয়োর্নিগমশেখরয়োরুদারম্। নির্ম্মায় বার্ত্তিকযুগং নিজদেশিকায় নিঃসীমনিস্তুলনধীরুপদাঞ্চকার ॥ ৬৯ ॥

তদ্বত্ত্বদীয়া খলু যা কাণ্বশাখা তত্রাপি মম তদন্তভাষ্যমস্তি তস্য বার্ত্তিকমপীষ্টম্বিধেয়ং যতঃ সতাম্প্রবৃত্তিঃ পরোপকারায়েত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

আবশ্যকতাবোধনায় পুনরাহ। তত্রোভয়ত্র তাপত্রয়নিবর্হণং বার্ত্তিকং কুরু জিতা কার্ত্তিকচন্দ্রিকায়াঃ আভাযয়া তথাভূতাং কীর্ত্তিঞ্চ প্রাপ্নুহি। নন্ু পূর্ব্ববদধুনাপি বিনেয়বাক্যৈরোধস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কিমর্থং তৎকরণে ময়া দীক্ষা স্বীকার্য্যেতি শঙ্কা ত্বয়া ন কর্ত্তব্যা ইত্যাহ মা শঙ্কীতি কুত ইতি চেত্তত্রাহ মদ্বাক্যমেব শরণমতস্তৎকরণার্থং গচ্ছ বিচারং মা কুরু। ব০ ॥ ৬৭ ॥

ইত্থং ভগবৎপদেন শ্রীশঙ্করেণোক্তো বিদুষাম্বরিষ্ঠঃ স শ্রীসুরেশ্বরো ভাষ্যদ্বয়স্য বার্ত্তিকে দ্বে চকার হি যস্মাদ্গুরূণামাজ্ঞা অবিচারণীয়া এব উ০ ॥ ৬৮ ॥

এতদেব বিবৃণোতি। গুরোরাজ্ঞাঽনুচরৈর্নহিলঙ্ঘনীয়েত্যুক্ত্বা বেদান্তয়োস্তৈত্তিরীয়বৃহদারণ্যসংজ্ঞয়োঃ স্তয়োর্ভাষ্যয়োরুদারং বার্ত্তিকদ্বয়ং নির্ম্মায় সীমারহিতা নিরুপমা ধীর্যস্য স সুরেশ্বরো নিজদেশিকায় উপদাঞ্চকার উপায়নভূতং কৃতবান্ ব০ ॥ ৬৯ ॥

ঐরূপ তোমার ও যে যজুর্ব্বেদের কাণ্বশাখা আছে, তাহাতেও আমার তাহার শেষ ভাষ্য প্রস্তুত করা আছে। তাহার বার্ত্তিক করাও আমার অভিপ্রেত জানিবে। কারণ, সজ্জনের প্রবৃত্তি কেবল পরের উপকারার্থে ই হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

ঐ উভয়ভাষ্যের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক আর আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার তাপনাশী—বার্ত্তিক রচনা কর। শারদীয় শশধরের জ্যোৎস্না অপেক্ষাও নির্ম্মল ও শুভ্র কীর্ত্তি লাভ কর। "পূর্ব্বমত এখনও অন্যান্য শিষ্যগণ নিবারণ করিতে পারে, সুতরাং আপনি কিকারণে আমাকে এরূপ মন্ত্রের দীক্ষা দান করিতেছেন?" এরূপ শঙ্কা করিও না। কারণ, আমার বাক্যই সমুদয় রক্ষা করিবে। অতএব বার্ত্তিক করিবার জন্য গমন কর, এবিষয়ে আর বিচার করিও না ॥ ৬৭ ॥

শঙ্কর যখন সুরেশ্বরকে এই রূপ আদেশ করেন, পণ্ডিতাগ্রণী বিশ্বরূপ দুইটী ভাষ্যের দুইটী বার্ত্তিক রচনা করিলেন। কারণ, কোনকর্ম্মে গুরুর আজ্ঞাবাক্যের বিচার করিবে না ॥ ৬৮ ॥

"যাহারা গুরুর অনুচর—তাহারা কখনই গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেনা" এই কথা বলিয়া তৈত্তিরিয় এবং বৃহদারণ্যক নামক দুই খানি বার্ত্তিক

সনন্দনো নাম গুরোরনুজ্ঞয়া ভাষ্যস্য টীকাং ব্যধিতেরিতঃ পরাম্! যৎপূর্ব্বভাগঃ কিল পঞ্চপাদিকা তচ্ছেষগা বৃত্তিরিতি প্রথীয়সী ॥ ৭০ ॥

ব্যাসর্ষিসূত্রনিচয়স্য বিবেচনায় টীকাভিধং বিজয়ডিণ্ডিমমাত্মকীর্ত্তেঃ। নির্ম্মায় পদ্মচরণো নিরবদ্যযুক্তিস্যূতং প্রবন্ধমকরোদ্‌গুরুদক্ষিণাং সঃ ॥ ৭১ ॥

আলোচয়ন্নথ তদানুগতিং গ্রহাণামূচে সুরেশ্বর-সমাহ্বয়মুপহ্বরে সঃ। পঞ্চৈব যৎসচরণাঃ প্রথিতা ইহস্যুস্তত্রাপি সূত্রযুগলদ্বয়মেব ভূম্না ॥ ৭২ ॥

প্রারব্ধকর্ম্মপরিপাকবশাৎ পুনস্ত্বং বাচস্পতিত্বমধিগম্য বসুন্ধরায়াম্। ভব্যাং বিধাস্যসিতমাং মম ভাষ্যটীকামাভূতসংলয়মধিক্ষিতি সাচ জীয়াৎ ॥ ॥ ৭৩ ॥

সনন্দনো নাম গুরোরনুজ্ঞয়াপ্রেরিতঃ পরাং ভাষ্যস্য টীকাং ব্যধাৎ যস্যাঃ পূর্ব্বভাগঃ পঞ্চপাদিকা তচ্ছেষগা বৃত্তিরিতি প্রথীয়সী প্রখ্যাতা ॥ ৭০ ॥

ব্যাসাখ্যর্ষিসূত্রকদম্বস্য বিবেচনায়াত্মকীর্ত্তে র্বিজয়ডিণ্ডিমং-যতো নিরবদ্যযুক্তিভির্গ্রথিতং টীকাসংজ্ঞং প্রবন্ধং নির্ম্মায় স পদ্মপাদো গুরুদক্ষিণামকরোৎ ব০ ॥ ৭১ ॥

অথানন্তরং সূর্য্যাদিগ্রহাণাং গতিমালোচয়ন্ সুরেশ্বরসমাখ্য-মেকান্তে সঃ শ্রীশঙ্করো বভাষে হে বৎস! ইহ লোকে পঞ্চৈব-চরণাঃ প্রথিতাঃ স্যুরিহ টীকায়ামিতি বা। তত্রাপি বাহুল্যেন সূত্রচতুষ্টয়মেব প্রথিতং স্যাৎ ॥ ৭২ ॥

এবং তদ্দত্তশাপস্য সার্থক্যং প্রদর্শ্য সূত্রভাষ্যবৃত্তিকরণ সং-কল্পস্যাপি তত্ত্বমাহ প্রারব্ধেতি। ভূয়ো বাচস্পতিত্বং প্রাপ্য ভব্যাং মমভাষ্যটীকাং সম্যক্ বিধাস্যসি সনন্দনকৃত টীকাসাম্যং বারয়তি। প্রলয়পর্য্যন্তং ক্ষিতৌ সাচ জীবনং প্রাপ্নুয়াদিতি বর-প্রদানম্ ॥ ৭৩ ॥

রচনা করিয়া অসীমও অনুপমবুদ্ধিসম্পন্ন সুরেশ্বর আপনার শিষ্যকে তাহা উপহার স্বরূপ প্রদান করেন ॥ ৬৯ ॥

সনন্দননামে যে গুরুর একজন শিষ্যছিল, তিনি গুরুর অনুজ্ঞাবচনে আদিষ্ট হইয়া ভাষ্যের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। যে টীকার পূর্ব্বভাগ পঞ্চপাদে সমাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ পঞ্চপাদের শেষে যে বৃত্তিকরা হয় তাহা অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করে ॥ ৭০ ॥

মহামুনি বেদব্যাসের যে সমস্ত সূত্র আছে তাহার বিচার ও বিবেচনা করিবার নিমিত্ত পদ্মপাদ স্বকীয় যশের "বিজয় ডিণ্ডিম" অর্থাৎ (বিজয়বাদ্য) নামক টীকাপ্রবন্ধ রচনা করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহগণের গতি আলোচনা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর সুরেশ্বরকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন। বৎস! এই জগতে পাঁচটী চরণই বিখ্যাত, অথবা এই টীকাতে পাঁচটী চরণ (পঞ্চপাদ) বিখ্যাত আছে। তাহা হইলেও বাহুল্যরূপে চারিটী সূত্র বিখ্যাত হইবে ॥ ৭২ ॥

তুমি তোমার জন্মান্তরীয় কর্ম্মের পরিপাক বশতঃ ভূতলে বাচস্পতি নাম ধারণ করিয়া আমার

ইত্যেবমুক্ত্বাথ যতীশ্বরোঽসাবানন্দগির্য্যাদিমুনীন্ স হুত্বা। কুরুধ্বমদ্বৈতপরান্নিবন্ধানিত্যম্বশান্নির্ম্মমসার্বভৌমঃ ॥ ৭৪ ॥

তে সর্ব্বেঽপ্যনুমতিমাপ্য দেশিকেন্দ্রোরানন্দাচলমুখরা মহানুভাবাঃ। আতেনুর্জ্জগতি যথাস্বমাত্মতত্ত্বাম্ভোজার্কান্ বিশদতরান্ বহূন্ নিবন্ধান্ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্বার্ত্তিকান্তপ্রবর্ত্তনঃ সংক্ষেপশঙ্করজয়ে পূর্ণঃ সর্গস্ত্রয়োদশঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্যেবং সুরেশ্বরমুক্ত্বাঽথানন্তরমসৌ যতীশ্বর আনন্দগির্য্যাদিমুনিনাহূয়াঽদ্বৈতপরান্নিবন্ধান্ কুরুধ্বং ইতি স নির্ম্মমচক্রবর্ত্তী আজ্ঞপ্তবান্ উং ॥ ৭৪ ॥

তে সর্ব্বেঽপ্যানন্দগিরিমুখ্যা মহানুভাবা দেশিকেন্দ্রোরনুমতিমাপ্য স্বমাত্মানমনতিক্রম্য যথামতি আত্মতত্ত্বাম্ভোজার্কান্ বিশদতরান্নিবন্ধানাসমন্তাদ্বিস্তারিতবন্তঃ প্রহর্ষণী ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-
শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারসুহৃধনপতি-
কৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে ত্রয়োদশঃ
সর্গঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যের সুন্দর টীকা রচনা করিবে। সনন্দন অপেক্ষা তোমার টীকা উৎকৃষ্ট হইবে এবং তাহার সহিত তোমার কোন সাদৃশ্য থাকিবেনা। অধিককি, আমি তোমাকে বর দিলাম, প্রলয় কাল পর্য্যন্ত জগতীতলে তোমার টীকা জীবনধারণ করিয়া থাকিবে ॥ ৭৩ ॥

যতিবর শঙ্কর এইরূপে সুরেশ্বরকে উপদেশ দিয়া আনন্দগিরি প্রভৃতি মুনিদিগকে আহ্বান করিয়া মমতা বিহীন ব্যক্তিগণের নরপতি ঐ আচার্য্য শেষে আজ্ঞা করিলেন—“তোমরা অদ্বৈত পূর্ণ কতকগুলি নিবন্ধ রচনা কর?” ॥ ৭৪ ॥

ঐ সকল আনন্দগিরি প্রভৃতি মহানুভাব শিষ্যগণ গুরুদেবের অনুমতি পাইয়া যথাবুদ্ধি আত্মতত্ত্ব রূপ কমলকুসুমের সূর্য্য সদৃশ অত্যন্ত নির্ম্মল নিবন্ধ সকল ক্রমশঃ চারিদিকে বিস্তারিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

অথ চতুর্দ্দশ সর্গঃ

অথাব্জপাৎকর্ত্তুমনাঃ স তীর্থযাত্রামযাচিষ্ট গু-

অথ পদ্মপাদকৃতাং তীর্থযাত্রাং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে। অথানন্তরং স পদ্মপাদস্তীর্থযাত্রাং কর্ত্তুমনা গুরুরনুজ্ঞামযাচিষ্ট

এই পরিচ্ছেদে পদ্মপাদের তীর্থযাত্রা বর্ণিত হইবে। অনন্তর পদ্মপাদ তীর্থযাত্রা করিতে মনন করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। হে

রোরনুজ্ঞাম্। দেয়া গুরো! মে ভগবন্ননুজ্ঞা দেশান্দিদৃক্ষে বহুতীর্থযুক্তান্ ॥ ১ ॥

স ক্ষেত্রবাসো নিকটে গুরো র্যো বাসস্তদীয়াঙ্ঘ্রিজলং চ তীর্থম্। গুরূপদেশেন যদাত্মদৃষ্টিঃ সৈব প্রশস্তাখিলদেবদৃষ্টিঃ ॥ ২ ॥

শুশ্রূষমাণেন গুরোঃ সমীপে স্থেয়ং ন নেয়ং সততোঽন্যদেশে। বিশিষ্য মার্গশ্রমকর্শিতস্য নিদ্রাভিভূত্যা কিমু চিন্তনীয়ম্ ॥ ৩ ॥

দ্বিধা হি সন্ন্যাস উদীরিতোঽয়ং বিবুদ্ধতত্ত্বস্য চ তদ্বুভুৎসোঃ। তত্ত্বং পদার্থৈক্য উদীরিতোঽয়ং যত্নাৎ সমর্থঃ পরিশোধনীয়ঃ ॥ ৪ ॥

যাচ্ঞামেবাহ হে ভগবনগুরো! অনুজ্ঞা দেয়া বহুতীর্থযুক্তান্দেশান্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি উং ॥ ১ ॥

এবং প্রার্থিতো গুরুরুবাচ গুরোর্নিকটে যো বাসঃ স এব ক্ষেত্রবাসঃ ॥ ২ ॥

যস্মাদ্গুরুসমীপে স্থিতস্য দেশান্তরগমনপ্রাপ্যং সমস্তং প্রাপ্তমেবাভূৎ শুশ্রূষমাণেন শিষ্যেণ গুরোঃ সমীপে স্থেয়ং গুরুসমীপাদন্যদেশে নৈব গন্তব্যং যতোঽন্যত্রগমনে সন্ন্যাসধর্ম্মদৌর্লভ্যদুঃখবাহুল্যাদি স্বতিরিচ্যতে ইত্যাশয়েনাহ অতিশয়েন মার্গশ্রমেণ কর্শিতস্য নিদ্রাভিভূত্যা কিমপি ত্বংপদাদিচিন্তনীয়ং ন সম্ভবতি ॥ ৩ ॥

অয়ং সংন্যাসশ্চ দ্বিধা বিদ্বৎসন্ন্যাসোবিবিদিষাসন্ন্যাসশ্চেতি দ্বিপ্রকারক উক্তস্তত্র বিবুদ্ধতত্ত্বস্য বিক্ষেপনিবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তিসুখার্থ আদ্যস্তত্ত্ববুভুৎসোস্তত্ত্বংপদৈক্যে তদর্থোঽয়ং ভবদাদিভিরাশ্রিতো দ্বিতীয় উক্তঃ তস্মাত্তদর্থং ত্বমর্থঃ প্রযত্নাচ্ছোধনীয়ঃ ন তু তদপঘাতকং তীর্থাটনাদি কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

ভগবন্! হে গুরুদেব! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অনুজ্ঞা দান করিবেন। কারণ, এক্ষণে আমার নানাবিধ তীর্থবিশিষ্ট দেশ সকল দর্শন করিতে বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ১ ॥

পদ্মপাদের এই প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া গুরুদেব বলিতে লাগিলেন। গুরুর নিকটে বাস করিলেই সিদ্ধস্থানে বাস করা হয়, গুরুর পাদপ্রক্ষালনের জলই তীর্থজল, গুরুর উপদেশে যদি আত্মজ্ঞান হয় তাহারই নাম প্রশস্ত সমস্ত দেবতত্ত্বজ্ঞান জানিবে ॥ ২ ॥

দেশান্তরে গমন করিয়া যেসমস্ত পাওয়া যায়, গুরুর নিকটে বাস করিলেও ঐ সমস্ত বিদেশ লভ্য বস্তু তাহার অনায়াসে লভ্য হইয়া থাকে। কারণ, শিষ্য সর্ব্বদা গুরুর নিকটেই বাস করিবে—গুরুর নিকট পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গমন করিবেনা। অন্যদেশে গমন করিলে সংন্যাস ধর্ম্মে যে সমস্ত দুঃখ হওয়া উচিত নহে সেই সমস্ত দুঃখ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কারণ, অতিশয় পথশ্রমে কাতর হইলে তাহার হটাৎ নিদ্রাকর্ষণ হয়, নিদ্রাভিভূত হইলে তখন আর "তত্ত্বমসি" বেদবাক্যের ত্বং পদার্থ চিন্তা করা হইতে পারে না ৩

ঐ সংন্যাস দুই প্রকার। বিদ্বৎ সংন্যাস আর বিবিদিষা সংন্যাস। তন্মধ্যে যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার বিক্ষেপশক্তি (মায়া) নিবৃত্তি হইলে জীবন্মুক্তি সুখের নিমিত্ত প্রথম সংন্যাস হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক তাঁহার "তত্ত্বমসি" বেদবাক্যের তৎপদ ও ত্বংপদের ঐক্য

সম্ভাব্যতে ক চ জলং কচ নাস্তি পাথঃ শয্যা স্থলং কচিদিহাস্তি ন চ কচাস্তে। শয্যাস্থলীজলনিরীক্ষণসক্তচেতাঃ পান্থো ন শর্ম্ম লভতে কলুষীকৃতাত্মা ॥ ৫ ॥

জ্বরাতিসারাদি চ রোগজালং বাধেত চেত্তর্হি ন কোঽপ্যুপায়ঃ। স্থাতুঞ্চ গন্তুঞ্চ ন পারয়েত তদা সহায়োঽপি বিমুঞ্চতীমম্ ॥ ৬ ॥

স্নানং প্রভাতে ন চ দেবতার্চ্চনং কচোক্তশৌচং কচবা সমাধয়ঃ। কচাশনং কুত্র চ মিত্রসঙ্গতিঃ পান্থো ন শাকং লভতে ক্ষুধাতুরঃ ॥ ৭ ॥

নাস্ত্যুত্তরং গুরুগিরস্তদপীহ বক্ষ্যে সত্যং যদাহ ভগবান্ গুরুপার্শ্ববাসঃ। শ্রেয়ানিতি প্রথমসংযমিনামনেকান্ দেশানবীক্ষ্য হৃদয়ং ন নিরাকুলং মে॥৮॥

তীর্থযাত্রায়াস্তদভিঘাতকং স্ফুটয়ন্নাহ সম্ভাব্যত ইতি, পাথো জলং ইহ মার্গে। ব০ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ যদি চেজ্জ্বরাতিসারাদিরোগজালং বাধেত তর্হি কোঽপ্যুপায়ো নাস্তি ন পারয়েত নৈব শক্নুয়াৎ উ০ ॥ ৬ ॥

ন চ কচেতি বা মধ্যমণিন্যায়েনোভয়ত্র সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ৭ ॥

এবমুক্তঃ পদ্মপাদ উবাচ। যদ্যপি গুরুবচস উত্তরং নাস্তি তথাপীহোত্তরং বক্ষ্যে এবং প্রতিজ্ঞাং বিধায় যৎ স ক্ষেত্রবাস ইত্যাদ্যুক্তং তত্রাহ সত্যমিতি গুরুসমীপবাসঃ শ্রেয়ানিতি ভগবান্ যদাহ তৎসত্যং তথাপি আদ্যা যে সংযমিনস্তেষামনেকান্ দেশানবীক্ষ্য মে হৃদয়মব্যাকুলং ন ভবতি হে সংযমিনাং প্রথমেতিবা ব০ ॥ ৮ ॥

বিষয়ে জ্ঞান হইয়া থাকে ; যেমন তোমরা তৎ ও ত্বং পদার্থের ঐক্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ। অতএব এই কারণে ত্বং পদার্থের অর্থ যত্ন সহকারে বিশুদ্ধ করিবে, কিন্তু তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া যাহাতে দ্বিতীয় সংন্যাসের ব্যাঘাত ঘটে এরূপ কার্য্য করিতে নাই। ৪।

তীর্থযাত্রা করিলে সন্ন্যাস ধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে,তাহা বলিতেছি। কোন স্থানে জল পাইবে, কোন স্থানে জল দেখিতে পাইবে না। কোন স্থানে ভূমি শয্যা—কোন স্থানে আবার তাহাও পাইবে না। এই রূপে শয্যা,স্থল আর জল দর্শন করিবার জন্য তদ্গতচিত্ত হইলে মনের মালিন্য জন্মে, তাহাতে আর কিছুতেই পান্থ সুখলাভ করিতে পারে না। ৫।

যদি জ্বর অতিসারাদি রোগসমূহ আসিয়া আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহা হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। তখন কোন স্থানে থাকিতেও পারা যায় না—কোন স্থানে যাইব বলিলেও যাওয়া হয় না। অধিকন্তু যদি কেহ সহায় থাকে সেও তখন ঐ পীড়িত সঙ্গীকে পরিত্যাগ করে। ৬।

প্রভাতকালে স্নান হয় না, দেবপূজাও হয় না। সুতরাং শাস্ত্রে যেরূপ শৌচাচারের কথা বলা আছে তাহা হইতেই পারে না, এবং সমাধি সকল অসম্ভাবিত হয়। আবার দৈবাৎ কোন স্থানে আহার পাওয়া যায়, কোন স্থানে মিত্রলাভও হইয়া থাকে। আবার ঐ পথিক ক্ষুধাতুর হইলে স্থানে স্থানে শাকও মিলে না। ৭।

গুরুর কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিতে লাগিল,

সর্ব্বত্র ন কাপি জলং সমস্তি পশ্চাৎ পুরস্তাদথবা বিদিক্ষু। মার্গো হি বিদ্যেত ন সুব্যবস্থঃ সুখেন পুণ্যং কনু লভ্যতেঽধুনা ॥ ৯ ॥

জন্মান্তরার্জ্জিতমঘং ফলদানহেতোর্ব্যাধ্যাত্মনা জনিমুপৈতি ন নো বিবাদঃ। সাধারণাদিহ চ বা পরদেশকে বা কর্ম্ম হ্যভুক্তমনুবর্ত্তত এব জন্তুম্ ॥ ১০ ॥

ইহ স্থিতং বা পরতঃ স্থিতং বা কালো ন মুঞ্চেৎ সময়াগতশ্চেৎ। তদ্দেশগত্যাঽমৃত দেবদত্ত ইত্যাদিকং মোহকৃতং জনানাম্ ॥ ১১ ॥

মন্বাদয়ো মুনিবরাঃ খলু ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মাদি সঙ্কুচিতমাহুরতিপ্রবুদ্ধম্। দেশাদ্যবেক্ষ্য ন তু তৎ-

সম্ভাব্যত ইত্যাদি যদুক্তং তত্রাপ্যাহ সর্ব্বত্রেতি। ন বিদ্যতে সুব্যবস্থা যস্য স যদ্যপ্যেবস্তথাপ্যধুনা সুখেন পুণ্যং কাপি ন লভ্যতেঽতস্তদর্থং দুঃখমপি সোঢব্যমিত্যর্থঃ উঃ ॥ ৯ ॥

যদপি জ্বরাতিসারাদীত্যুক্তং তত্রাপ্যাহ, জন্মান্তরার্জ্জিতং পাপং ফলদানার্থং রোগাত্মনা জন্মোপৈতীত্যত্র অস্মাকং বিবাদোনাস্তি তথাপীহ বা পরদেশকে বা সাধারণাজ্জনিমুপৈতি হি যস্মাদভুক্তং কর্ম্ম জন্তুমনুমর্ত্তত এব বং ॥ ১০ ॥

কালোমৃত্যুঃ স্বসময় আগতশ্চেদিহ স্থিতং পরদেশেস্থিতং বা নৈব মুঞ্চেৎ যত্তু তদ্দেশগমনেন দেবদত্তো মৃতবানিত্যাদিকং জনানাং বচস্তত্ত্ববিবেককৃতমিত্যাহ তদ্দেশগত্যেতি উঃ ॥ ১১ ॥

যত্তু স্নানমিত্যাদ্যুক্তং তত্রাহ, মনুপরাশরাদয়ো মুনিবরাঃ কিল ধর্ম্মশাস্ত্রে দেশাদ্যবেক্ষ্যাতিপ্রসিদ্ধং ধর্ম্মাদিসঙ্কুচিতমাহুস্তথা চ স্মৃতিঃ, দেশকালে তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনম্। উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বাশৌচং সমারভেদিত্যাদ্যা, তথা চ দেশা-

গুরুবাক্যের কোন উত্তর নাই—তথাপি এ বিষয়ে আমি উত্তর করিব। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন "গুরুর নিকটে বাস অতি শ্রেয়স্কর" একথা অত্যন্ত সত্য। তথাপি যাহারা প্রথম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মতন আমারও দেশ সকল না দেখিয়া হৃদয় সুস্থির হইতেছে না। ৮।

যদিচ সকল স্থানেই কি অগ্রে কি পশ্চাতে কি বিদিকে একেবারেই জল পাইবার সম্ভাবনা নাই—যদিচ পথ সকলের কোন শৃঙ্খলা নাই—তথাপি এখন সুখে কোন স্থানে পুণ্য সঞ্চয়ও হইতে পারিবার কথা। সুতরাং তন্নিমিত্ত আমি দুঃখ সহ্য করিব। ৯।

জন্মান্তরে যে পাপরাশি সঞ্চয় করা হইয়াছে, ঐ সকল পাপ ইহ জন্মে, সেই ফল দান করিবার জন্য রোগরূপে জন্মগ্রহণ করে এ বিষয়ে আমাদের কোন বিবাদ বা বিসম্বাদ নাই। তথাপি এই দেশে হউক আর বিদেশে হউক সাধারণতঃ রোগের উৎপত্তি হইয়াই থাকে। কারণ যে কর্ম্মের ভোগ হয় নাই, সেই অভুক্ত কর্ম্ম প্রাণীগণের অনুগমন করিয়া থাকে। ১০।

যখন সময় হইবে তখন স্বদেশে বাস কর, অথবা বিদেশে বাসকর, কাল কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। "তবে দেবদত্ত ঐ দেশে গিয়া মরিয়া গিয়াছে" এ সকল কথা জনগণের অবিবেক বশতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১১।

মনু পরাশর প্রভৃতি মুনিবর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে দেশাদি দর্শন করিয়া অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মকে সঙ্কুচিত

সরণিং গতানাং শৌচাদ্যতিক্রমকৃ প্রভবেদঘং নঃ ॥ ১২ ॥

দৈবেঽনুকূলে বিপিনং গতো বা সমাপ্নুযাদ্বাঞ্ছিতমন্নমেষঃ। হীয়েত নশ্যেদপি বা পুরস্থং তস্মিন্ প্রতীপে তত এব সর্ব্বম্ ॥ ১৩ ॥

গৃহং পরিত্যজ্য বিদেশগো না সুখং সমাগচ্ছতি তীর্থদৃশ্বা। গৃহং গতো যাতি মৃতিং পুরস্তাৎ তদাগমাদত্র চ কিং নিমিত্তম্ ॥ ১৪ ॥

দ্যবেক্ষ্য তেষাং সরণিঙ্গতানামস্মাকং শৌচাদ্যতিক্রমনিমিত্তমঘং ন প্রভবেৎ বং ॥ ১২ ॥

যত্তু ক্বচাশনং পান্থো ন শাকং লভতে ক্ষুধাতুর ইত্যুক্তং তত্রাহ দৈব ইতি, তস্মিন্ দৈবেপ্রতীপে প্রতিকূলেঽতস্তত এব প্রতীপাদনুকূলাদ্বা দৈবাদেব ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ গৃহং পরিত্যজ্য বিদেশগস্তীর্থদৃশ্বা না পুমান্ সুখং যথাস্থাত্তথা সমাগচ্ছতি গৃহেস্থিতস্তদাগমাৎ পূর্ব্বমিহমরণং যাতীত্যত্র চ কিং নিমিত্তং তস্য পরদেশগমনাদেরভাবাৎ উপং ॥ ১৪ ॥

বলিয়াছেন। যথা—"দেশ, কাল, আত্মা, দ্রব্য, দ্রব্যের প্রয়োজন, যুক্তি, অবস্থা, এই সকল জানিয়া শৌচ আরম্ভ করিবেক" এই সকল স্মৃতি শাস্ত্রের বচনানুসারে দেশ, নদ, নদী দর্শন করিয়া সেই সমস্ত মুনিগণের পথগামী হইলে শৌচাদি লঙ্ঘন করিলেও আমাদের কোন পাপ হইতে পারে না। ১২।

দৈব অনুকূল থাকিলে লোকে বনে গমন করিলেও আপনার বাঞ্ছিত অন্ন পাইয়া থাকে। আর ঐ দৈব প্রতিকূল হইলে সমুপস্থিত অন্নপান সমস্ত ক্ষয় ও নাশ প্রাপ্ত হয়। ১৩।

দেশে কালেঽবস্থিতং তদ্বিমুক্তং ব্রহ্মানন্দং পশ্যতাং তত্র তত্র। চিত্তৈকাগ্র্যে বিদ্যমানে সমাধিঃ সর্ব্বত্রাসৌ দুর্ল্লভো নৈব মন্যে ॥ ১৫ ॥

সত্তীর্থসেবামনসঃ প্রসাদিনী দেশস্য বীক্ষা মনসঃ কুতূহলম্। ক্ষিণোত্যনর্থান্ সুজনেন সঙ্গমস্তস্মান্ন কস্মৈ ভ্রমণং বিরোচতে ॥ ১৬ ॥

যত্তু কিমু চিন্তনীয়ং ক্বচবা সমাধয় ইত্যুক্তং তত্রাহ দেশ ইতি, বস্তুতস্তাভ্যাং দেশকালাভ্যাং বিমুক্তং ব্রহ্মানন্দং পশ্যতাং তত্র তত্র দেশে কালে চিত্তৈকাগ্র্যে বিদ্যমানে সতি সর্ব্বত্রাসৌ সমাধির্দুর্লভো নেতিমন্যে শাং ১৫ ॥

কিঞ্চ, সত্তীর্থসেবামনসো বিশোধিনী দেশস্যাপূর্ব্বস্য দর্শনং মনসঃ কুতূহলং সুজনেন সঙ্গোঽনর্থান্নাশয়তি তস্মাদেবম্বিধং ভ্রমণং কস্মৈ বিশেষেণ ন রোচতে উং ॥ ১৬ ॥

তীর্থ দেখিতে বাসনা করিয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে গমন করে এবং পরে সুখে আপন ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার কোন পুরুষ বিদেশে গমন করে নাই, অথচ যে তীর্থ দর্শন উপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিল তাহার পূর্ব্বে গৃহবাস করিয়াও লোকে মরিয়া যাইতেছে, এ বিষয়ের হেতু কি?। ১৪।

যে ব্রহ্মানন্দ কোন দেশে কি কোন কালে অবস্থান করে, অথবা যে ব্রহ্মানন্দ কোন দেশে কি কোন কালে ঘটে না, যে ব্যক্তি এরূপ ব্রহ্মানন্দ দর্শন করে, তাহাদের প্রত্যেক স্থানে চিত্তের একাগ্রতা বিদ্যমান থাকিলে ঐ সমাধি আমি দুর্লভ বলিয়া বিবেচনা করি না। ১৫।

উত্তম তীর্থ সেবা করিলে মন বিশুদ্ধ হয়, দেশ

অটাট্যমানোঽপি বিদেশসঙ্গতিং লভেত বিদ্বান্ বিদ্বদ্ভিসঙ্গতিম্। বুধো বুধানাং খলুমিত্রমীরিতং খলেন মৈত্রী ন চিরায় তিষ্ঠতি ॥ ১৭ ॥

সমীপবাসোঽয়মুদীরিতো গুরোর্ব্বিদেশগো যদ্ধৃতয়েন ধারয়েৎ। সমীপগোঽপ্যেষ ন সংস্থিতোঽন্তিকে ন ভক্তিহীনো যদি ধারয়েদ্ধৃদি ॥ ১৮ ॥

সুজনঃ সুজনেন সঙ্গতঃ পরিপুষ্ণাতি মতিং শনৈঃ শনৈঃ। পরিপুষ্টমতির্বিবেকবান্ শনকৈ র্হেয়গুণং বিমুঞ্চতি ॥ ১৯ ॥

যদ্যাগ্রহোঽস্তি তব তীর্থনিষেবণায়াং বিঘ্নো ময়াত্র ন খলু ক্রিয়তে পুমর্থে। চিত্তস্থিরত্বগতয়ে বিহিতো নিষেধো মাভূদ্বিশেষগমনং ত্বতিদুঃখহেতুঃ ॥ ২০ ॥

যদপি কুত্র চ মিত্রসঙ্গতিরিত্যুক্তং তত্রাপ্যাহ, বিদেশে সম্যগ্ গতিমটমানঃ কুর্ব্বাণোঽপি বিদ্বান্ বিদ্বদ্ভিসঙ্গতিং লভেৎ বুধানাং বুধ এব খলু মিত্রং কথিতং যতো খলেন মৈত্রী চিরায় ন তিষ্ঠতি বংশং ॥ ১৭ ॥

যত্তু গুরোঃ সমীপে স্থেয়মিত্যাদ্যুক্তং তত্রাহ, গুরোঃ সমীপে বাসোঽয়ং কথিতো বিদেশগো যদি হৃদয়েন গুরুং ধারয়েৎ সমীপগোঽপ্যেষ সমীপেন স্থিতো যদি ভক্তিহীনো হৃদি তং ন ধারয়েৎ ॥ ১৮ ॥

সুজনসমাগমোঽপি সুজনস্যৈব ফলতীত্যাহ, সুজনঃ সুজনেন সঙ্গতঃ শনৈস্তৎসঙ্গেন বুদ্ধিং বর্দ্ধয়তি, পরিপুষ্টমতির্বিবেকবান্ সন্ হেয়ং গুণং দুঃখাদি রজআদি বা বিমুঞ্চতি বিং ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তো গুরুরুবাচ যদীতি, অত্র তীর্থসেবারূপে পুরুষার্থে চিত্তস্থৈর্য্যাঽবগতয়ে ময়া নিষেধোবিহিত এবমনুজ্ঞাপ্য শিক্ষণং করোতি অতিদুঃখহেতুর্বিশেষগমনং মাভূৎ বং ॥ ২০ ॥

দর্শনে মনের কৌতূহল জন্মায়; অনর্থ সকল ক্ষয় পাইয়া থাকে, সজ্জনের সহিত সঙ্গ ঘটে; অতএব ভ্রমণ করা সকলেরই রুচিকর কার্য্য। ১৬।

বিদেশে গমন করিয়া বিদ্বান্ বিদ্বানের সহিত সঙ্গলাভ করেন। কারণ, পণ্ডিতগণের পণ্ডিত মিত্র বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। খলের সহিত বন্ধুতা কখন চিরকাল থাকে না। ১৭।

যে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিয়া হৃদয়ে গুরুকে ধারণ করেন, তাহারই নাম গুরুর নিকটে বাস। নতুবা গুরুর সমীপে গমন করিয়াও গুরুর নিকট ভক্তিহীন ভাবে যদি হৃদয়ে গুরুকে না ধারণ করে, তখন নিকটে থাকিয়া ফল কি?। ১৮।

সজ্জন সজ্জনের সহিত মিলিত হইয়া মৃদু মৃদু স্ব স্ব বুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। বুদ্ধি পুষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি জগতে বিবেকী বলিয়া কথিত হন। অনন্তর ক্রমশঃ যে সমস্ত রজঃপ্রভৃতি পরিত্যাজ্য গুণ আছে তাহা পরিত্যাগ করেন। ১৯।

শঙ্কর বলিলেন—যদি তোমার তীর্থসেবা করিতে অত্যন্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে তীর্থসেবারূপ পুরুষার্থ বিষয়ে চিত্তের স্থৈর্য্য অবগত হইবার জন্য আমি তোমাকে নিষেধ করি নাই। কিন্তু বিশেষরূপে গমন করিতে হইলে যাহাতে অত্যন্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাই আমি নিবারণ করিয়াছিলাম। ২০।

নৈকো মার্গো বহুজনপদক্ষেত্রতীর্থানি যাতশ্চৌরাধ্বানং পরিহর সুখং ত্বন্যমার্গেণ যাহি। বিপ্রাগ্র্যাণাং বসতিবিততির্যত্র বস্তব্যমীষন্নো চেৎ সার্দ্ধং পরিচিতজনৈঃ শীঘ্রমুদ্দিষ্টদেশম্ ॥ ২১ ॥

সদ্ভিঃ সঙ্গোবিধেয়ঃ সহি সুখনিচয়ং সূয়তে সজ্জনানামধ্যাত্ম্যোক্যো কথাস্তা ঘটিতবহুরসাঃ শ্রাব্যমাণাঃ প্রশান্তৈঃ। কায়ক্লেশং বিভিদ্যুঃ সততভয়ভিদঃ শ্রান্তবিশ্রান্তবৃক্ষাঃ স্বান্তশ্রোত্রাভিরামাঃ পরিমুষিততৃষঃ ক্ষোভিতক্ষুৎকলঙ্কাঃ ॥ ॥ ২২ ॥

সৎসঙ্গোঽয়ং বহুগুণযুতোঽথৈকদোষেণ দুষ্টো যৎস্বান্তেঽয়ং তপতি চ পরং সূয়তে দুঃখজালম্। খল্বাসঙ্গো বসতিসময়ে শর্ম্মদঃ পূর্ব্বকালে প্রায়োলোকে সততবিমলং নাস্তি নির্দ্দোষমেকম্ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ যতো বহুজনপদক্ষেত্রতীর্থানি গচ্ছতো মে কো মার্গো ন ভবত্যতশ্চৌরাধ্বানং পরিত্যজ সুখং যথাস্যাত্তথা ত্বন্যমার্গেণ গচ্ছ, কিঞ্চ বিপ্রাণাং বসতিবিততির্নিকেতনবিপুলা যত্র তত্র বস্তব্যং তত্রাপীষন্ন তু বহুকালং বিপ্রাণাং বসতিবিতনির্নাস্তি চেৎ পরিচিতজনৈঃ সহোদ্দিষ্টং দেশং শীঘ্রং যাহি মন্দা০ ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ সদ্ভিঃ সঙ্গোবিধেয়ঃ হি যস্মাৎ সৎসঙ্গঃ সজ্জনানাং সুখনিচয়ং জনয়তি কুত ইত্যত আহ যতস্তৈঃ প্রশান্তৈঃ শ্রাব্যমাণা অধ্যাত্ম্যোক্যে কথাঃ কায়ক্লেশং বিভিদ্যুঃ। তাবিশিনষ্টি ঘটিতো বহুরসো যাসু সততং যদ্ভয়ং সংসৃতিলক্ষণং তদ্ভিন্দন্তীতি তথা সততং ভয়ং ভিন্দন্তীতি বা তথা সংসৃতিমার্গে শ্রান্তানাং বিশ্রামবৃক্ষাঃ পুনশ্চ মনঃশ্রোত্রাভিরামাঃ পরিমার্জ্জিতা তৃট্‌বাঞ্ছা পিপাসাচ যাভিঃ ক্ষোভিতঃ ক্ষুল্লক্ষণঃ কলঙ্কো যাভিস্তাঃ স্র০ ॥ ২২

যৎস্বস্থান্তেঽয়ং সঙ্গস্তপতি সন্তাপয়তি চ হেতৌ যতো দুঃখজালং প্রসূয়তে যতো বিয়োগাৎ পূর্ব্বকালে বাসসময়ে সঙ্গঃ সুখদঃ প্রসিদ্ধস্তথা চ লোকে একমপি বস্তু সততবিমলং নির্দ্দোষং প্রায়োনাস্তি ম০ ॥ ২৩ ॥

বহুজনপদ, বহুক্ষেত্র ও বহুতীর্থ স্থানে গমন করিলে অনেকগুলিন পথ দর্শন করিবে। অতএব চোরপথ সকল পরিত্যাগ করা উচিত। কুপথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ দিয়া গমন করিতে হইবে। যে স্থানে ভাল ভাল ব্রাহ্মণগণের বিপুল বাসস্থান আছে,সেই স্থানে থাকিতে হইবে। কিন্তু সেখানেও অধিকক্ষণ বাস করা উচিত নহে। কিন্তু যে স্থানে ব্রাহ্মণগণের বসতি অধিক নাই, সে স্থান হইতে আপনার পরিচিতজনের সহিত সত্বর আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইবে। ২১।

সদ্‌ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করা আবশ্যক। সৎসঙ্গ করিলে সজ্জনের প্রচুর আনন্দ হইয়া থাকে। ঐ সকল শান্তমূর্ত্তি মহাপুরুষেরা নানাবিধ রস পূর্ণ আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের যে সকল কথা শোনাইতেন, সেই সকল কথা গুলি সতত ভয় ভঞ্জন করিয়া শারীরিক কষ্ট নাশ করিয়া থাকে। ঐ সকল আধ্যাত্মিক কথা সংসার পথে সঞ্চরণ করিয়া যাহারা ক্লান্ত হইয়াছেন, তাহাদের বিশ্রামবৃক্ষ। ঐ সকল কথা চিত্ত ও শ্রবণের আনন্দপ্রদ; যাহা দ্বারা ইচ্ছা ও পিপাসা নিবৃত্ত হয় এবং ক্ষুধালক্ষণ কলঙ্ক ঐ আধ্যাত্মিক কথা দ্বারা বিনষ্ট হয় ।২২।

মার্গে যাস্যন্ বহুদিবসান্ পাথসঃ সংগ্রহী স্যাৎ তস্মাদ্দোষো জিগমিষুপদপ্রাপ্তিবিঘ্নস্ততঃ স্যাৎ। প্রপ্যোদ্দিষ্টং বস নিরসনং তত্র কার্য্যস্য সিদ্ধের্মূলা-দ্ভ্রংশোঽভিলষিতপদপ্রপ্ত্যভাবোঽন্যথাহি ॥২৪॥

কিঞ্চ বহুদিবসান্ মার্গে যাস্যন্ জলমাত্রস্যাপি সংগ্রহী ন স্যাদ্যতস্তস্মাৎ সংগ্রহাৎ সর্ব্বস্বহরণরূপোদোষঃ স্যাত্ততস্তস্মাদ্-দোষাদ্গান্তুমিচ্ছোরভিলষিতপদপ্রাপ্তিবিঘ্নঃ স্যাৎ কিঞ্চোদ্দিষ্টং দেশং প্রাপ্য তত্র বস বাসং কুরু অন্যথা মধ্যে বাসে ক্রিয়মাণে কার্য্যস্য নিরসনং বাধঃ সিদ্ধের্মূলাদ্ভ্রংশো ঽভিলষিতপদপ্রাপ্ত্য-ভাবশ্চ স্যাৎ ॥ ২৪ ॥

সদ্ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করিলে অনেক গুণ জন্মায়। কিন্তু উহাতে একটী মাত্র দোষ আছে। সুতরাং সৎসঙ্গে হৃদয়ে একরূপ তাপ হয় ও বিবিধ দুঃখ প্রসূত হইয়া থাকে। সতের সঙ্গ প্রথমে একত্রে বাস করিবার কালে সুখদায়ক এবং বিয়োগ সময়ে অত্যন্ত দুঃখ। জগতে এমন একটীও বস্তু নাই, যাহা চিরকাল অকলঙ্কিত ও নির্দ্দোষ। ২৩।

বহু দিন পর্য্যন্ত পথে গমন করিতে হইলে এক বিন্দু জল সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া উঠে। ঐরূপ সংগ্রহ হইতে সর্ব্বস্ব হরণ রূপ দোষ হয়, এবং যে গমনার্থী তাহার অভিলষিত পদের প্রাপ্তি হয় না, বরং বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। আপনার অভিলষিত দেশ পাইয়া বাস করিয়া থাক, নতুবা মধ্যে এক স্থলে বাস করিলে কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির মূল সমূলে উন্মূলিত হয়, এবং অভিলষিত পদ পাইবার অভাব ঘটে। ২৪।

মার্গে চোরা নিকৃতিবপুষঃ সম্বসেযুঃ সহৈব চ্ছ-ন্নাত্মানো বহুবিধগুণৈঃ সম্পরীক্ষ্যাঃ প্রযত্নাৎ। দেবান্ বস্ত্রং লিখিতমথবা দুর্বিধা নেতুকামা বিশ্বাসো ঽতোঽপরিচিতনৃষু প্রোজ্ঝনীয়ো ন কার্য্যঃ ॥২৫ ॥

মধ্যে মার্গং যোজনাভ্যন্তরে বা তিষ্ঠেয়ুশ্চে-দ্ভিক্ষবস্তেঽভিগম্যাঃ। পূজ্যাঃ পূজ্যাস্তদ্যতিক্রা-ন্তিরুগ্রা শ্রেয়স্কার্য্যং নিষ্ফলীকর্তুমীশাঃ ॥ ২৬ ॥

কিঞ্চ মার্গে মায়য়া সাধুবপুষা বহুগুণৈরাচ্ছাদিতস্বস্বরূপা দুর্ব্বিধাঃ খলাশ্চোরাঃ সহৈব বসেযুঃ তে প্রযত্নাৎ সম্যক্ প-রীক্ষ্য যতস্তে দুষ্টা দেবান্ বস্ত্রং পুস্তকং বা নেতুকামাঃ অতো অপরিচিতনরেষু প্রকর্ষেণ হেয়ো বিশ্বাসঃ কদাপি ন কর্ত্তব্যঃ ॥ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ মার্গস্য মধ্যে ততো বহির্যোজনাভ্যন্তরে বা ভিক্ষবশ্চ তিষ্ঠেযুঃ তর্হি তেঽভিগম্যা যতঃপূজ্যাঃ পূজাযোগ্যাঃ পূজনীয়া যতস্তেষাং ব্যতিক্রান্তিরুগ্রা যতঃ শ্রেয়স্কার্য্যং নিষ্ফলীকর্ত্তুং সমর্থাঃ শালিনী ॥ ২৬ ॥

পথে যাইবার কালে দেখিতে পাইবে, মায়া-দ্বারা সাধুজনের মত শরীর ধারণ করিয়া বহুবিধ গুণদ্বারা আপনাপন স্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া খল ও তস্করেরা একত্রে বাস করিতেছে। তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে। দুর্ম্মতি তস্করেরা পথি-কের নিকটস্থ দেব প্রতিমা, বস্ত্র, পুস্তকাদি লইতে কামনা করিয়া থাকে। অতএব অপরিচিত মান-বের উপর বিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু কদাচ বিশ্বাস করিবে না। ২৫।

পথ মধ্যে অথবা বাহিরে যোজনের অভ্যন্তরে

যদাপদপদং সদা যতিবর! স্থিতং বস্তু তন্মতং ভজ মিতম্পচাম্মনসি মা কৃথাঃ প্রাকৃতান্। কষায়-কলুষাশয়ক্ষতিবিনির্বৃতঃ সম্মতঃ সুখীচর সুখেঽচিরাৎ স্ফুরতি সন্ততানন্দতা ॥ ২৭ ॥

ইত্থং গুরোর্মুখগুহোদিতবাক্সুধাস্তামাপীয় হৃষ্টহৃদয়ঃ স মুনিঃ প্রতস্থে। প্রস্থাপ্য তং গুরু-বরোঽথ সুরেশ্বরাদ্যৈঃ কালং কিয়ন্তমনযৎ সহ শৃঙ্গ-কুধ্রে ॥ ২৮

অধিগম্য তদাত্মযোগশক্তেরনুভাবেন নিবেদ্য চাশ্রবেভ্যঃ। অবলম্বিততারকাপথোঽসাবচিরা-দন্তিকমাসসাদ মাতুঃ ॥ ২৯ ॥

তত্রাতুরাং মাতরমৈক্ষতাঽসৌননাম তস্যাশ্চ-

উপদেশসারমাহ। হে যতিবর! আপদামপদং সর্ব্বানর্থশূন্যং বস্তু যস্মিন্ স্থিতং তন্মতং সদা ভজ মিতম্পচান্ কদর্য্যাননান্যান-পরান্মনসি মা কৃথাঃ পুনশ্চ কষায়েণ কলুষস্যাশয়স্য ক্ষত্যা বিশে-ষেণ নিষ্পন্নং সম্মতং যস্য তথাভূতঃ সুখীচর যতঃ সুখেঽচিরাৎ সন্ততানন্দতা স্ফুরতি পৃ০ ॥ ২৭ ॥

ইত্থং গুরোর্মুখলক্ষণয়া গুহায়া উদিতাং বাক্সুধাস্তামা-পীয় হৃষ্টহৃদয়ঃ স মুনিঃ পদ্মপাদঃ প্রতস্থে তং প্রস্থাপ্য গুরু-বরোঽথানন্তরং সুরেশ্বরাদ্যৈঃ সহ কিয়ন্তং কালং ঋষ্যশৃঙ্গাখ্যে ভূধরেঽনযৎ ব০ ! ২৮ ॥

তদাত্মযোগশক্তেরনুভাবেন মাতুর্বৃত্তান্তমধিগম্যাশ্রবেভ্যো বচনস্থিতেভ্যো যতিভ্যো বিনিবেদ্য তং বৃত্তান্তং বিজ্ঞাপ্য চা-বলম্বিতঃ তারকামার্গো গগনমার্গো যেনাসৌ শ্রীশঙ্করো চিরা-ন্মাতুঃ সমীপমাসসাদ উপে০ ॥ ২৯ ॥

ভিক্ষু সকল বাস করিবেক। তাহাদের সহিত একত্র গমন করিবেক। পূজনীয় ভিক্ষুকদিগকে পূজা করিতে হইবে। তাহাদিগকে উল্লঙ্ঘন ক-রিলে অত্যন্ত ভীষণ পাপ উপস্থিত হয়, এবং ঐ-রূপ অতিক্রম করিলে শ্রেয়স্কর কার্য্যের নিষ্ফল-তাও ঘটে। ২৬।

যে বস্তু সমস্ত আপদ্ নাশ করিয়া থাকে হে যতিবর! তুমি সেই সুস্থির মত সকল ভজনা করিও। যে সমস্ত অন্যান্য কদর্য্য কার্য্য আছে তাহা মনেও করিও না। অঙ্গরাগ দ্বারা কলুষিত আশয়ের ক্ষয় হইলে মনে ২ আহ্লাদিত হইয়া এবং সজ্জনের মতাবলম্বী হইয়া অবাধে সুখী হইও ও অচিরাৎ ব্রহ্মানন্দ প্রকাশ পাইয়া তোমাকে আনন্দিত করুক। ২৭।

এই রূপে গুরুর মুখরূপ গহ্বর হইতে যে বাক্য সুধা উৎপন্ন হইল তাহা কর্ণ দ্বারা পান করিয়া আহ্লাদিতমনে পদ্মপাদ প্রস্থান করিলেন। পদ্মপাদকে পাঠাইয়া গুরুবরশঙ্কর সুরেশ্বর প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত কিছু কাল ঐ শৃঙ্গ পর্ব্বতে অব-স্থান করিলেন। ২৮।

তৎকালে শঙ্কর যোগশক্তির মহিমায় মাতার বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া এবং ঐ কথা আজ্ঞাবহ যতিবর শিষ্যদিগকে জানাইয়া আকাশ পথে সঞ্চ-রণ পূর্ব্বক শীঘ্র মাতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ২৯।

রণৌ কৃতাত্মা। সা ত্বৈনমুদ্বীক্ষ্য শরীরতাপং জহৌ নিদাঘার্ত্ত ইবাম্বুদেন ॥ ৩০ ॥

অসাবসঙ্গোঽপি তদার্দ্রচেতাস্তামাহ মোহান্ধতমোঽপহর্ত্তা। অম্বায়মস্ত্যত্র শুচং জহীহি ব্রবীহি কিং তে করবাণি কৃত্যম্ ॥ ৩১ ॥

দৃষ্ট্বা চিরাৎ পুত্রমনাময়ং সা হৃষ্টান্তরাত্মা নিজগাদ মন্দম্। অস্যাং দশায়াং কুশলী ময়া ত্বং দিষ্ট্যাঽসি দৃষ্টঃ কিমতোঽস্তি কৃত্যম্ ॥ ৩২ ॥

নিদাঘেন গ্রীষ্মসন্তাপেনার্ত্তঃ সন্তপ্তঃ আ০ ॥ ৩০ ॥
হে অম্ব ! অয়ং তব পুত্রোঽস্তি শুচং শোকস্ত্যজ উ০
আময়রহিতং পুত্রং চিরাৎ দৃষ্ট্বা ই০ ॥ ৩২ ॥

ইতঃ পরং পুত্রক ! গাত্রমেতদ্বোঢ়ুং ন শক্নোমি জরাতিশীর্ণম্। সংস্কৃত্য শাস্ত্রোদিতবর্ত্মনা ত্বং সদ্বৃত্ত ! মাং প্রাপয় পুণ্যলোকান্ ॥ ৩৩ ॥

সুতানুগাং সূক্তিমিমাং জনন্যাঃ শ্রুত্বাথ তস্যৈ সুখরূপমেকম্। মায়াময়াশেষবিশেষশূন্যং মানাতিগং স্বপ্রভমপ্রমেয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

আনুষঙ্গিকং কৃত্যমপ্যাহেত ইতি। নমু সতাং বৃত্তমিতি চেত্তত্রাহ হে সদ্বৃত্ত ! ভবাতিতেজস্বিত্বাদেতাবতা সদ্বৃত্ততাভঙ্গোনাস্তীত্যাশয়ঃ উ০ ॥ ৩৩ ॥
এবমুক্তঃ শ্রীশঙ্করোঽস্তভূর্তসর্ব্বলোকসুখং ব্রহ্মানন্দং প্রাপয়িতুং প্রবৃত্ত ইত্যাহ সুতবিষয়াং জনন্যাঃ সূক্তিং শ্রুত্বাঽনন্তরং তস্যৈ সুখরূপমেকং পরং ব্রহ্মোপাদিশদিতি পরেণান্বয়ঃ তদ্বি-

তথায় শঙ্কর মাতাকে অত্যন্ত ব্যথিত দর্শন করিলেন। সংযতচিত্ত হইয়া জননীর চরণ যুগল বন্দনা করিলেন। যে ব্যক্তি গ্রীষ্মতাপে তাপিত সে ব্যক্তি জলধর দর্শনে যেমন শরীর তাপ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহার জননী বহুদিনের পর পুত্র মুখ দর্শনে শরীরের সমস্ত তাপ পরিত্যাগ করিলেন। ৩০।

মোহরূপ গাঢ় তিমিরের দলন কর্ত্তা শঙ্কর সকল পদার্থে বীতস্পৃহ হইলেও কেবল মাতার অবস্থা দর্শনে দয়ালু হইয়া জননীকে বলিলেন। মা ! এই দেখ তোমার পুত্র এই স্থানে উপস্থিত রহিয়াছে, তবে আর শোক করেন কেন ? এখন আপনি বলুন, আমি আপনার কি কার্য্য করিব ? ।৩১।

অনেকদিনের পর পুত্রকে নীরোগ দেখিয়া অহ্লাদিত মনে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় যখন আমি তোমাকে সৌভাগ্যক্রমে নীরোগ দেখিলাম, ইহা হইতে আর আমার কি কার্য্য করিতে হইবে ? ।৩২।

বাছা ! ইহার পর আমি আর নিজ দেহ বহন করিতেও পারি না। কারণ, জরা আসিয়া আমার শরীর জীর্ণ করিয়াছে। এক্ষণে শাস্ত্রে যেরূপ প্রকার বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রোদিত বিধানে সংস্কার করিয়া আমি যাহাতে পবিত্র ধামে গমন করিতে পারি, আমার যাহাতে পরলোকে ভাল হয়, এক্ষণে তাহাই কর্ত্তব্য। ৩৩।

জননীর পুত্র সম্বন্ধে ঐ সমস্ত কথা শুনিয়া শঙ্কর জননীকে পর ব্রহ্মের উপদেশ দিলেন। বলিলেন—ব্রহ্ম সুখ রূপী, এক এবং তাহার দ্বিতীয়

উপাদিশদ্‌ব্রহ্ম পরং সনাতনং ন যত্র হস্তাঙ্ঘ্রি বিভাগকল্পনা। অন্তর্বহিঃ সন্নিহিতং যথাম্বরং নিরাময়ং জন্মতদাদিবর্জ্জিতম্‌ ॥ ৩৫ ॥

সৌম্যাগুণে মে রমতে ন চিত্তং রম্যং বদ ত্বং সগুণং তু দেবম্‌। ন বুদ্ধিমারোহতি তত্ত্বমাত্রং যদেকমস্থূলমনণ্বগোত্রম্‌ ॥ ৩৬ ॥

শিনষ্টি মায়েতি অতএব প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাতীতং তর্হি কথং ভাতীতি চেত্তত্রাহ স্বপ্রভং স্বপ্রকাশং অতএবাপ্রমেয়ং ফলব্যাপ্ত্যভাবাৎ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

এবমুপদিষ্টা জননুবাচ হে সৌম্য! নির্গুণে মে চিত্তং ন রমতে অতো রম্যং সগুণং তু দেবং ত্বং বদ কুতো ন রমতে ইতি চেত্তত্রাহ যদেকং স্থূলত্বাদিনির্মুক্তং তত্ত্বমাত্রং তদ্‌বুদ্ধিং নারোহতি যদনস্মাদিতিবা ॥ ৩৬ ।

নাই--মায়াময় যে সমস্ত অশেষ প্রকার বিশেষ২ বস্তু আছে, ব্রহ্ম তাহাতে লিপ্ত নহেন। তিনি সর্ব্বোন্নত, স্বপ্রকাশ, তাঁহার পরিমাণ নাই; ব্রহ্মই সনাতন, তাঁহাতে হস্ত পদাদির বিভাগ কল্পনা করিতে হয় না; আকাশ যেমন সর্ব্বত্র বিরাজমান, ব্রহ্মও তদ্রূপ অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান, তাঁহার কোন রোগ নাই—তাঁহার উৎপত্তি কি বিনাশ কিছুই নাই। ৩৪। ৩৫।

পুত্রের উপদেশ শুনিয়া বলিলেন, বাছা! আমার চিত্ত নির্গুণ ব্রহ্মে অনুরক্ত নহে, অতএব সগুণ কোন এক রমণীয় দেবতার বিষয় বর্ণনা কর। তুমি বলিয়াছ, তিনি এক, স্থূল নহেন, অণু নহেন, তাঁহার গোত্র নাই—এরূপ পরম তত্ত্ব বুঝিতে আমার বুদ্ধি অক্ষম। ৩৬।

নিশম্য মাতু র্বচনং দয়ালুস্তুষ্টাব ভক্ত্যা মুনি-

এবং মাতুর্ব্বচনং নিশম্য দয়ালুর্মুনিঃ শ্রীশঙ্করার্য্যোঽষ্টমূর্ত্তিং মহাদেবং ভুজঙ্গপ্রয়াতং ভবেদ্‌যৈশ্চতুর্ভিরিত্যুক্তলক্ষণৈর্ভুজঙ্গপ্রয়াতাখ্যৈঃ পদৈর্ভক্ত্যাতুষ্টাব। তথাহি অনাদ্যন্তমাদ্যং পরস্তত্ত্বমর্থং চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেয়ং। হরিব্রহ্মমৃগ্যং পরব্রহ্মরূপং মনোবাগতীতং মহঃ শৈবমীড়ে ॥ ১ ॥

স্বশক্ত্যাদিশক্ত্যন্তসিংহাসনস্থং মনোহারিসর্ব্বাঙ্গরত্নাদিভূষং। জটাচন্দ্রগঙ্গাস্থিসংপর্কমৌলিং পরাশক্তিমিত্রং নমঃ পঞ্চবক্ত্রম্‌ ॥ ২ ॥

শিবেশানতৎপুরুষাঘোরবামাদিভি র্ব্রহ্মভির্হৃন্মুখৈঃ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ। অনৌপম্যষড়্‌ত্রিংশতং তং বিদ্যামতীতং পরং ত্বাং কথং বেত্তি কোবা ॥ ৩ ॥

প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দ্ধং মরুত্বন্মনি শ্রীমহঃশ্যামমর্দ্ধম্‌ গুরুস্ফূর্ত্তিমেকং বপুশ্চৈকমন্তঃ স্মরামি স্মরাপত্তিসংপত্তিহেতুম্‌ ॥ ॥ ৪ ॥

স্বসেবাসমায়াতদেবাসুরেন্দ্রা নমন্মৌলিমন্দারমালাভিষিক্তম্‌। নমস্যামি শম্ভো। পদাম্ভোরুহন্তে ভবাম্ভোধিপোতং ভবানীবিভাব্যম্‌ ॥ ৫ ॥

জননীর বাক্য শুনিয়া শঙ্কর দয়ালু হইয়া ভক্তিভাবে "ভুজঙ্গ প্রয়াত" ছন্দে অষ্ট মূর্ত্তি মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন, মহাদেব তাঁহার স্তবে প্রসন্ন হইয়া আপনার দূত দিগকে শঙ্করের নিকট পাঠাইয়া দিলেন *। ৩৭।

শঙ্করের "ভুজভঙ্গ প্রয়াত" ছন্দে অষ্ট মূর্ত্তি মহাদেবের স্তব করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল। যথা—যে শৈব তেজ অনাদি অন্ত আদি পর, তত্ত্ব অর্থ, চিৎস্বরূপ, এক, চতুর্থ ব্রহ্ম, অপরিমিত শক্তি সম্পন্ন; হরি ও ব্রহ্মা যে তেজের অন্বেষণ করেন, যাহা পরব্রহ্মরূপ, যাহা বাক্য মনের অতীত, আমি সেই শৈব তেজের স্তব করি। ১। যিনি আপনার শক্তি দ্বারা আদ্যা শক্তির অন্ত সিংহাসনে অবস্থিত; যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে

রস্তমূর্ত্তিম্। বৃত্তৈর্ভুজঙ্গোপপদৈঃ প্রসন্নঃ প্রস্থাপয়ামাস সচ স্বদূতান্॥ ৩৭

জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীশনাথ প্রপন্নানুকম্পিন্ বিপন্নার্ত্তিহারিন্। মহঃস্তোমমূর্ত্তে সমস্তৈকবন্ধো নমস্তে নমস্তে পুনস্তে নমোঽস্তু॥ ৬॥

মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব স্মরারে পুরারে যমারে হরেতি। ব্রুবাণঃ স্মরিষ্যামি ভক্ত্যাভবন্তং ততো মে দয়াশীল দেব প্রসীদ॥ ৭॥

বিরূপাক্ষ বিশ্বেশ বিশ্বাধিকেশ ত্রয়ীমূল শম্ভো শিব ত্র্যম্বক ত্বং। প্রসীদ স্মর ত্রাহি পশ্যাবপুষ্য ক্ষমস্বাপ্নুহীতি ক্ষপাহি ক্ষপামঃ॥ ৮॥

ত্বদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্য নেতি প্রসীদ স্মরন্নেবহন্যাস্তু দৈন্যং। ন চেত্তে ভবদ্ভক্তবাৎসল্যহানিস্ততো মে দয়ালো দয়াং সন্নিধেহি॥ ৯॥

অয়ং দানকালঃ ত্বহং দানপাত্রং ভবান্নাথ দাতা ত্বদন্যং ন যাচে। ভবদ্ভক্তিমেব স্থিরান্দেহি মহ্যং কৃপাশীল শম্ভো কৃতার্থো ঽস্মি তস্মাৎ॥ ১০॥

পশুং বেৎসি চেন্মাং ত্বমেবাধিরূঢ়ঃ কলঙ্কীতি বা মূর্দ্ধি ধৎসে ত্বমেব। দ্বিজিহ্বঃ পুনঃ সোঽপি তে কণ্ঠভূষা ত্বদঙ্গীকৃতাঃ শর্ব্ব সর্ব্বেঽপি ধন্যাঃ॥ ১১॥

ন শক্নোমি কর্ত্তুং পরদ্রোহলেশং কথং প্রীয়সে ত্বং ন জানে গিরীশ। তথাহি প্রসন্নোঽসি কস্যাপি কান্তাসুতদ্রোহিণো বা পিতৃদ্রোহিণোবা॥ ১২॥

স্তুতিং ধ্যানমর্চাং যথাবদ্বিধাতুং ভজন্নপ্যজানন্মহেশাবলম্বে। ত্রসন্তং সুতং ত্রাতুমগ্রে মৃকণ্ডো র্যমপ্রাণনির্ব্বাপণং ত্বৎপদাব্জম্॥ ১৩॥

অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গে ভুজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালে ন লাক্ষাৎ। অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং নমন্যে নমন্যে॥ ১৪॥

ইতি স চ মহাদেবঃ স্তুত্যা প্রসন্নঃ স্বদূতান্ প্রেরয়ামাস॥ ৩৭॥

রত্নময় আভরণ সুন্দর রূপে পরিশোভিত; যাঁহার মস্তকে জটা, চন্দ্র, গঙ্গা ও অস্থি বিদ্যমান; যিনি আদ্যাশক্তির বন্ধু-সেই পঞ্চাননকে নমস্কার।২। শিব ঈশান এবং ইঁহাদের অঘোর বাম প্রভৃতি ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তিদ্বারা ও হৃদয় প্রভৃতি ছয়টী অঙ্গদ্বারা উপমা বহির্ভূত যে ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) তত্ত্ববিদ্যা আছে, আপনি ঐ তত্ত্ববিদ্যারও পর পারে অবস্থিত। অতএব আপনাকে কোন্ ব্যক্তি কিরূপে জানিতে পারিবে?।৩। আপনার অর্দ্ধ শরীর প্রবাল সমূহের প্রভার মতন রক্ত বর্ণ, আর অর্দ্ধ শরীর ইন্দ্রমণির মতন নীলবর্ণ। আপনার এক ভাগের অত্যন্ত প্রকাশ--অন্যভাগ কেবল এক শরীর মাত্র; অতএব কামের বিপত্তি কারণ ও সমস্ত ঐশ্বর্য্যের আদি কারণ আপনার ব্রহ্মমূর্ত্তি ও দৃশ্য মূর্ত্তি আমি অন্তরে ধ্যান করি।৪।

আপনার সেবার জন্য দেবেন্দ্র ও অসুরেন্দ্র সকল মস্তক নত করিয়া আপনাকে মন্দার পুষ্পের মালা দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। অতএব হে শম্ভো! আপনার পদপঙ্কজে নমস্কার করি, আপনার পদাম্বুজ ভবসাগরের কর্ণধার এবং ভবানী সদাই ঐপদ ধ্যান করেন।৫। আপনি জগন্নাথ, আমার নাথ, গৌরীপতি,নাথ, বিপন্নের উপর দয়ালু ও বিপন্নগণের পীড়া নাশক। সমস্ত তেজ আপনার মূর্ত্তি, আপনি সমস্তের এক মাত্র বন্ধু; অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার,পুনর্ব্বার আপনাকে নমস্কার।৬। হে মহাদেব! দেবেশ! দেবাদিদেব! স্মরারে! ত্রিপুরারে! যমারে! হে হর! এই কথা বলিতে বলিতে ভক্তিভাবে আপনাকে স্মরণ করিব। অতএব আপনি আমার উপর দয়াবান্ হউন এবং হে দেব! আপনি প্রসন্ন হউন।৭। হে বিরূপাক্ষ! হে বিশ্বেশ! বিশ্বাধিকেশ! ত্রয়ীমূল! শম্ভো! শিব! হে ত্র্যম্বক! "আপনি প্রসন্ন হউন, স্মরণ কর, রক্ষা কর, দেখুন পরিপালন কর, ক্ষমাকর, প্রাপ্ত হও" এই কথা বলিয়া নিশাযাপন করিব।৮। আপনি ভিন্ন দৈন্য গ্রস্তের আর শরণাগত বৎসল কেহই নাই; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন, আমাদিগকে দয়া করিয়া রক্ষা করুন। আমাদের দৈন্য বিনাশ করুন, নচেৎ আপনি যে ভক্তবৎসল, সে নামে কলঙ্ক ঘটিবে। অতএব হে দয়ালো! আমার উপর দয়া প্রকাশ করুন।৯। দয়া দান করিবার এই যথার্থ সময়, আমিও দান করিবার পাত্র--হে নাথ! আপনি দাতা, আমিও আপনাকে ভিন্ন আর কাহার কাছে দয়া ভিক্ষা করিব না। হে দয়াশীল! শম্ভো!

বিলোক্য তান্ শূলপিনাকহস্তান্নৈবানুগচ্ছেয়মিতি ব্রুবন্ত্যাম্। তস্যাং বিসৃজ্যামুনযেন শৈবানন্তোদধো মাধবমাদরেণ ॥ ৩৮ ॥

শূলপিনাকহস্তাংস্তান্ শিবদূতান্ দৃষ্ট্বাঽহমিষ্টাঽহং নৈবানুগচ্ছেয়মিতি ব্রুবন্ত্যাস্তস্যাং জনন্যাং সত্যাং শিবদূতানমুনযেন বিসৃজ্য লক্ষ্মীপতিং স্তুতবান্ ৩৮ ॥

আপনার উপরে যাহাতে আমার স্থির ভক্তি থাকে তাহা আমাকে দান করুন। তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। ১০। আপনি যদি আমাকে পশু বলিয়া বিবেচনা করেন তবে আপনিই তাহাতে আরোহণ করেন, কারণ আপনি পশুপতি ও বৃষ আপনার বাহন। যদি আমাকে কলঙ্কী বলিয়া ঘৃণা করেন, সেই কলঙ্কী (চন্দ্রকে) আপনিই মস্তকে ধারণ করেন। যদি আমাকে দ্বিজিহ্ব অর্থাৎ খল বলিয়া বোধ করেন, তবে সেই দ্বিজিহ্ব (সর্প) আপনার কণ্ঠাভরণ। অতএব হে মহাদেব! আপনার আশ্রিত সমস্ত বস্তুই ধন্য। ১১। হে গিরিশ! আমি পরহিংসার লেশমাত্র করিতে পারিনা, তবে কেন যে আপনি আমার উপরে প্রীত,তাহা আমি জানি না। অথচ যে স্ত্রী পুত্রের কি পিতামাতার হিংসা করে, আপনি তাহার উপরেও প্রসন্ন আছেন।১২। হে মহেশ! আমি কিছুই জানি না, তাহাতেই আপনার স্তব, ধ্যান, অর্চনা করিবার নিমিত্ত আপনার পদাম্বুজ অবলম্বন করিতেছি। তাহার কারণ এই, আপনার পদপঙ্কজ (মৃকণ্ডুমুনির পুত্র যখন ভীত হয়,) তখন যমের প্রাণ বহির্গত করিতে চেষ্টা করে। ১৩। যে দেবতার কণ্ঠ নীলবর্ণ নয়; যাহার অঙ্গে ভুজঙ্গ নাই; যাহার হস্তে নৃকপাল নাই; যাহার ভালে অনল চক্ষু নাই; যাহার মস্তকে চন্দ্রমা নাই; যাহার বাম ভাগে পত্নী নাই; আমি সে দেবতাকে দেবতা বলিয়াই বিবেচনা করি না—দেবতা বলিয়াই বোধ করি না।১৪।

ভুজগাধিপভোগতল্পভাজং কমলাঙ্কস্থলকল্পিতাঙ্ঘ্রিপদ্মম্। অভিবীজিতমাদরেণ নীলাবসুধাভ্যাং চলমানচামরাভ্যাম্ ॥ ৩৯ ॥

বিহিতাঞ্জলিনা নিষেব্যমাণং বিনতানন্দ-

মাধবং বিশিনষ্টি। ভুজগাধিপস্য শেষস্য ভোগাত্মকং দেহাত্মকতল্পং শয্যাং ভজতীতিতথাতং কমলায়া লক্ষ্ম্যা অঙ্কস্থলে উৎসঙ্গস্থলে কল্পিতে স্থাপিতে চরণকমলে যেন তং নীলাবসুধাখ্যাভ্যাং স্বভার্য্যাভ্যাং চলমানাভ্যাং চামরাভ্যাং বীজিতং বসন্ততিলকা ॥ ৩৯ ॥

বিহিতাঞ্জলিনা বিনতানন্দকৃতা গরুড়েন রূপেনাগ্রতো নিষে-

শূল এবং পিনাকধারী শিবদূত দিগকে দর্শন করিয়া নিরানন্দমনে শঙ্করের জননী বলিতে লাগিলেন; আমি শিবদূতগণের সহিত গমন করিব না। তখন শঙ্কর বিনয় পূর্ব্বক শিবদূতদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া আদরের সহিত লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৮।

যিনি সর্পপতি অনন্তের দেহরূপ শয্যায় শয়ান আছেন; যিনি কমলার ক্রোড়ে আপনার দুইখানি পদ কমল অর্পণ করিয়াছেন; যাঁহাকে লীলা এবং বসুধা নামক দুই জন ভার্য্যা চঞ্চল চামর দ্বারা বীজন করিয়া থাকে, বিনতানন্দন গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া রথ লইয়া যাঁহার সম্মুখে সেবা করিয়া থাকে; শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু ও খড়্গ এই পাঁচটী অস্ত্রদেবতা শরীর ধারণ পূর্ব্বক যাঁহার নিকটস্থ স্থান ব্যাপ্ত করিয়াছে; পূজনীয় তমাল বৃক্ষের মতন যাঁহার অঙ্গ কোমল; যিনি মুকুটস্থিত রত্নরা-

কৃতাঽগ্রতো রথেন। ধৃতমূর্ত্তিভিরস্ত্রদেবতাভিঃ পরিতং পঞ্চভিরঞ্চিতোপকণ্ঠম্ ॥ ৪০ ॥

মহনীয়তমালকোমলাঙ্গং মুকুটীরত্নচয়ং মহার্হযন্তম্। শিশিরেতরভানুশীলিতাগ্রং হরিনীলোপলভূধরং হসন্তম্ ॥ ৪১ ॥

তত্তাদৃশং নিজসুতোদিতমম্বুজাক্ষং চিত্তে দধার মৃতিকাল উপাগতেঽপি। চিত্তেন কঞ্জনয়নং হৃদি ভাবয়ন্তী তত্যাজ দেহমবলা কিল যোগিবৎ সা ॥৪২ ॥

ততঃ শরচ্চন্দ্রমরীচিরোচির্বিচিত্রপারিপ্লবকেতনাঢ্যম্। বিমানমাদায় মনোজ্ঞরূপং প্রাদুর্বভূবুঃ কিল বিষ্ণুদূতাঃ ॥ ৪৩ ॥

বৈমানিকাংস্তান্নয়নাভিরামানবেক্ষ্য হৃষ্টা প্রশশংস পুত্রম্। বিমানমারোপ্য বিরাজমানমনায়ি তৈঃ সা বহুমানপূর্ব্বম্ ॥ ৪৪ ॥

ইয়মর্চ্চিরহর্ব্বলক্ষপক্ষান্ ষড়ুদঙ্মাসসমানিলার্কচন্দ্রান্। চপলাবরুণেন্দ্রধাতৃলোকান্ ক্রমশোঽতীত্য পরং পদং প্রপেদে ॥ ৪৫ ॥

বামাণং ধৃতমূর্ত্তিভিঃ পঞ্চভিঃ শঙ্খচক্রগদাধনুঃখড়্গাখ্যাস্ত্রদেবতাভিঃ পরিতোঽঞ্চিতোপকণ্ঠং স্ফুরৎসমীপম ॥ ৪০ ॥

পূজনীয়ং তমালবৎ কোমলমঙ্গং যস্য মুকুটীকৃতং রত্নসমুদায়ং মহার্হয়ন্তং অতএব শিশিরেতরভানুরুষ্ণগুঃ সূর্য্যস্তেন শীলিতাগ্রং শোভিতাগ্রং ইন্দ্রনীলমণিভূধরং হসন্তম্ ॥ ৪১ ॥

তত্তাদৃশং নিজসুতোদিতং কমলনয়নং মাধবং চিত্তেদধার, মৃতিকাল উপাগতে চিত্তেন তং হৃদি ভাবয়ন্তী সাঽবলা যোগিবদ্দেহন্তত্যাজ ব ॥ ৪২ ॥

তৈঃ কম্পমানৈর্ধ্বজৈরাঢ্যম উং ॥ ৪৩ ॥

বিরাজমানং বিমানমারোপ্য সাতৈর্ব্বহুমানপূর্ব্বমানীতা ॥ ॥ ৪৪ ॥

অর্চ্চিরগ্নিরহর্দ্দিনং বলক্ষপক্ষঃ শুক্রপক্ষঃ ষড়ুদঙ্মাসাঃ উত্তরায়ণমাসাঃ সমা সং বৎসরঃ ইয়ং সতী অর্চ্চিরাদাভিমানিদেবতাঃ বায়ুসূর্য্যাচন্দ্র বিদ্যুৎবরুণাদিলোকাংশ্চ ক্রমশোঽতীত্য পরং পদং বৈকুণ্ঠং প্রপেদে বসন্তমালা ॥ ৪৫ ॥

শিকে শোভিত করিয়া থাকেন; সূর্য্য যাহার অগ্রভাগ শোভিত করিয়াছে; যিনি ইন্দ্রনীল মণির পর্ব্বতকে শরীর দ্বারা পরিহাস করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগবান্ চতুর্ভুজ ধারী বিষ্ণুকে স্তব করি। ৩৯। ৪০। ৪১।

পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলনয়ন মাধবকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে হৃদয়ে ঐ মাধব মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে ঐ অবলা যোগীর মতন দেহ ত্যাগ করিলেন। ৪২।

অনন্তর শারদীয় শশধরের কিরণের তুল্য দ্যুতিশালী, বিচিত্র ও চঞ্চল ধ্বজচিহ্নিত বিমান লইয়া মনোজ্ঞ রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুদূত সকল তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৪৩।

নয়নের আনন্দদায়ক ঐ সমস্ত বিমানারূঢ় ব্যক্তি দিগকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিতমনে পুত্রকে প্রশংসা করিলেন। বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে প্রদীপ্ত বিমানে আরোহণ করাইয়া বহুসম্মানের সহিত লইয়া গেল। ৪৪।

শঙ্করের জননী তেজ, দিবস, শুক্লপক্ষ উত্তরা-

স্বয়মেব চিকীর্ষুরেষ মাতুশ্চরমং কর্ম্ম সমাজুহাব বন্ধূন্। কিমিহাস্তি যতেস্তবাধিকারঃ কিতবেত্যেনমমী নিনিন্দুরুচ্চৈঃ ॥ ৪৬ ॥

অনলং বহুধার্থিতাপি তস্মৈ বত নাদত্ত চ বন্ধুতা তদীয়া। অথ কোপপরীবৃতান্তরোঽসাবখিলাংস্তানশপচ্চ নির্ম্মমেন্দ্রঃ ॥ ৪৭ ॥

সঞ্চিত্য কাষ্ঠানি সুশুষ্কবন্তি গৃহোপকণ্ঠে ধৃততোয়পাত্রঃ। স দক্ষিণে দোষ্ণি মমন্থ বহ্নিং দদাহ তাং তেন চ সংযতাত্মা ॥৪৮॥

ন যাচিতা বহ্নিমদুর্যদস্মৈ শশাপ তান্ স্বীয়জনান্ সরোষঃ। ইতঃ পরং বেদবহিষ্কৃতাস্তে দ্বিজা যতীনাং ন ভবেচ্চ ভিক্ষা ॥ ৪৯ ॥

মাতুরন্ত্যং দাহাদি কর্ম্ম স্বয়মেব কর্তুমিচ্ছুঃ বন্ধূন্ সমাহূতবান্ হে যতে! কিতব বঞ্চকাস্মিন্ কর্ম্মণি তবাধিকারঃ কিমস্তি ইত্যেবমমী বন্ধব উচ্চৈর্নিনিন্দুঃ ॥ ৪৬ ॥

ন কেবলং নিন্দামেব কৃতবন্তোঽপিতু বহুধাপ্রার্থিতাপি তদীয়া বন্ধুতা বতেতিখেদে আশ্চর্য্যে বা অগ্নিং নাদত্ত অথানন্তরং কোপব্যাপ্তান্তঃকরণোঽসৌ নির্ম্মমেন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করস্তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূনশপৎ ॥ ৪৭

গৃহসমীপে সুশুষ্কবন্তি কাষ্ঠানি সংচিত্য ধৃতং জলপাত্রং যেন স মাতুর্দ্দক্ষিণে বাহৌ বহ্নিং মমন্থ তেন চ তাং মাতরং সংযতাত্মা দদাহ ॥ ৪৮ ॥

অশপদিত্যুক্তং বিবৃণোতি। যদ্যস্মাদ্যাচিতাবহ্নিমস্মৈ নাদদুস্তস্মাৎ সরোষস্তান্ স্বীয়জনান্ শশাপ, ইতঃপরন্তে দ্বিজা বেদবহিষ্কৃতা ভবন্তু যতীনাং ভিক্ষাচৈষাং গৃহে ন ভবেৎ উপে৹ ॥৪৯॥

য়ণের ছয় মাস ও বৎসর এবং তেজ, দিবস প্রভৃতির অভিমানি দেবতা বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র, ও ব্রহ্ম লোক সকল অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ পরম পদ বৈকুণ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইলেন। ৪৫।

স্বয়ং মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে ইচ্ছা করিয়া শঙ্কর বন্ধুদিগকে আহ্বান করিলেন। "হে শঠ! যতীন্দ্র! তোমার কি এই কর্ম্মে অধিকার আছে?" এই কথা বলিয়া বন্ধুগণ শঙ্করকে যথেষ্ট নিন্দা করিলেন। ৪৬।

শুদ্ধ নিন্দা করা নহে, শঙ্কর ঐ সমস্ত বন্ধুদিগকে মাতার মুখাগ্নির জন্য অনুনয় করিলেও তাঁহারা কেহই শঙ্করের শুভ বাসনায় অগ্নি গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর মমতাশূন্য ব্যক্তি গণের ইন্দ্র স্বরূপ শ্রীশঙ্কর ক্রুদ্ধমনে ঐ সমস্ত বন্ধুদিগকে শাপ দিলেন। ৪৭।

শঙ্কর দেখিলেন—গৃহের সমীপে কাষ্ঠ সকল অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। তখন ঐ কাষ্ঠ সকল সংগ্রহ করিয়া জল পাত্র ধারণ পূর্ব্বক মাতার দক্ষিণ হস্তে অগ্নি মন্থন করিলেন। পরে সংযমী শঙ্কর ঐ মথিত অগ্নিদ্বারা মাতাকে দগ্ধ করিলেন। ৪৮।

শঙ্কর কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও ঐ বন্ধুগণ শঙ্করের উপকারার্থে অগ্নি গ্রহণ করিল না। তাহাতে শঙ্কর আত্মীয় জন দিগকে অভিসম্পাত করেন যে, ইহার পর এইসমস্ত ব্রাহ্মণ বেদ বহিষ্কৃত হউক এবং ইহাদের গৃহে যতিগণ আর কখন ভিক্ষা গ্রহণ করিবেনা। ৪৯।

গৃহোপকণ্ঠেষু চবঃ শ্মশানমদ্যপ্রভৃত্যস্ত্বিতি তান্ শশাপ। অদ্যাপি তদ্দেশভবা ন বেদমধীয়তে নো যমিনাঞ্চ ভিক্ষা ॥ ৫০ ॥

তদাপ্রভৃত্যেব গৃহোপকণ্ঠেষ্বাসীৎ শ্মশানং কিল হন্ত তেষাম্। মহৎসু ধীপূর্ব্বকৃতাপরাধো ভবেৎ পুনঃ কস্য সুখায় লোকে ॥ ৫১ ॥

শান্তঃ পুমানিতি ন পীড়নমস্য কার্য্যং শান্তোঽপি পীড়নবশাৎ ক্রুধমুদ্বহেৎ সঃ। শীতঃ সুখোঽপি মথিতঃ কিল চন্দনদ্রুস্তীব্রাহুতাশজনকো ভবতি ক্ষণেন ॥ ৫২ ॥

যদ্যপ্যশাস্ত্রীয়তয়া বিভাতি তেজস্বিনাং কর্ম্ম তথাপ্যনিন্দ্যম্। বিনিন্দ্যকৃত্যং কিল ভার্গবস্য দদুঃ স্বপুত্রান্ কতিচিদ্‌বৃকায় ॥ ৫৩ ॥

ইতি স্বজননীমসৌ মুনিজনৈরপি প্রার্থিতাং

বো যুষ্মাকং গৃহসমীপে চাদ্যপ্রভৃতি শ্মশানমস্তু ইত্যেবং তান্ শশাপ গ্রন্থকৃদাহাদ্যাপি তদ্দেশভবা বেদাধ্যয়নং ন কুর্ব্বন্তি যতীনাং ভিক্ষা চ নাস্তি উ০ ॥ ৫০ ॥

অত্র বিস্ময়ো ন কার্য্যো যতো মহৎসু বুদ্ধিপূর্ব্বকং কৃতোঽপরাধোঽপি লোকে পুনঃ কস্যাপি সুখায় ন ভবতি ॥৫১॥

মহৎসু বুদ্ধিপূর্ব্বমপরাধো ন কার্য্য ইতি বোধিতমথ শান্তোঽপি ন পীড়নীয় ইত্যাহ। শান্তঃ পুমানিতি বিশ্রম্ভেণাস্য শান্তস্য পীড়নং ন কার্য্যং ইতি ক্রুধং, ক্রোধং তত্র দৃষ্টান্তঃ শীত ইতি। চন্দনদ্রুমস্তীব্রস্যাহুতাশস্যাগ্নের্জ্জনকঃ ॥ ৫২ ॥

নম্বশাস্ত্রীয়মেতৎ কর্ম্ম কিমিত্যাচার্য্যৈরনুষ্ঠিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ। যদ্যপ্যশাস্ত্রীয়তয়াবিভাতি তথাপি তেজস্বিনাং কর্ম্ম নিন্দ্যং ন ভবতি। তদুক্তং ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা, ভার্গবস্য পরশুরামস্য বিনিন্দ্যং কৃত্যং সমাতৃকভ্রাতৃহননরূপং যথা চ কেচিন্ মুনয়ো বৃকায় পুত্রান্ দদুঃ ভৃগুবংশস্য কস্যচিন্ মুনেরপত্যং প্রার্থিতাঃ প্রদানরূপং বিনিন্দ্যং দদুরিতি বা উ০ ॥ ৫৩ ॥

শঙ্কর শাপদিলেন "আজি হইতে তোমাদের গৃহের নিকটে শ্মশান ভূমি জাগরিত হউক"। অদ্যাপি ঐ দেশবাসী ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন করেনা এবং তাহাদের গৃহে যতিগণের ভিক্ষা ও হয়না। ৫০।

তদবধি তাহাদের গৃহ নিকটে ভয়ানক শ্মশান হইল। এবিষয়ে কেহ যেন না বিস্ময়ান্বিত হন। কারণ, মহৎ লোকের উপর যে ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্ব্বক অপরাধ করে, সেই অপরাধ বলুন দেখি জগতে কাহার সুখ বৃদ্ধি করিতে পারে?। ৫১।

"এই ব্যক্তি শান্তমূর্ত্তি—ইহার কোন রাগ নাই" এই বলিয়া কেহ কি শান্ত ব্যক্তির উপর পীড়ন করিবেনা?। কারণ, যে ব্যক্তি শান্ত, তিনি অপরের উপদ্রবে বা উৎপীড়নে ক্রোধ ধারণ করিয়া থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই—চন্দনতরু অত্যন্ত সুশীতল ও সুখকর বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু যখন ঐ চন্দনবৃক্ষ মথিত হয়, তখন ক্ষণকালের মধ্যে ঐ বৃক্ষ অগ্নি উৎপাদন করে। ৫২।

যদ্যপি শঙ্করের এইরূপ শাপ প্রদান করা অত্যন্ত অবিধি এবং শাস্ত্রীয় নিয়মের বহির্ভূত

পুনঃ পতনবর্জ্জিতামতনুসৌখ্যসন্দোহিনীম্। যতি-ক্ষিতিপতির্গতিং বিতমসং স নীত্বা ততস্ততোঽন্যমতশাতনে প্রযততেস্ম পৃথ্বীতলে ॥ ৫৪ ॥

অথ তৎসহায়জলজাঙ্ঘ্র্যুপাগমেচ্ছুরভীপ্সিতেঽত্র বিললম্ব এষকঃ। জলজাঙ্ঘ্রিরপ্যথ পুরা নিজাজ্ঞয়া কৃতবানুদীচ্যবহুতীর্থসেবনম্ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেবং মুনিজনৈরপি প্রার্থিতাং পুনঃ পতনবর্জ্জিতাং অনল্পসৌখ্যস্য সন্দোহিনীং তমোরহিতাং গতিং সোঽসৌ যতিরাজঃ স্বজননীং নীত্বা, পৃথ্বীতলে ততস্ততোঽন্যমতনিবর্হণে প্রযত্নং কৃতবান্ পৃং ॥ ৫৪ ॥

অথ তস্মিন্ অন্যমতশাতনে সহায়স্য পদ্মপাদস্যোপাগমনমিচ্ছুরভিলষিতে তস্মিন্নেব শ্রীশঙ্করো বিলম্বং চক্রে অথ জলজাঙ্ঘ্রিরপি নিজাজ্ঞয়া পূর্ব্বং প্রথমমুদীচ্যবহুতীর্থসেবনং কৃতবান্ মঞ্জুভাষিণী ॥ ৫৫ ॥

কার্য্য, তথাপি তেজস্বীগণের কার্য্য কখনই নিন্দনীয় নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে "ঈশ্বর (প্রভু) দিগের সাহস ও ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যতিক্রম প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অগ্নি যেমন সর্ব্বভোজী বলিয়া অগ্নির কোন দোষ হয়না, তদ্রূপ তেজীয়ান্ ব্যক্তিগণের কোন কার্য্য নিন্দনীয় হয়না"। আর দেখুন, ভৃগুনন্দন পরশুরাম আপনার মাতা ও ভ্রাতা দিগকে বধ করিয়াও নিন্দা ভাজন হন নাই। অনেকগুলিন ঋষি আবার ঐ সমস্ত হতপুত্র দিগকে ব্যাঘ্রের মুখে অর্পণ করিয়া ছিলেন। ৫৩।

এইরূপে মুনিজনের প্রার্থিত, পুনর্বার যাহার কখন পতন হয়না, যাহা অতুল্য ও অনন্ত সুখ সমৃদ্ধিদায়ক, এরূপ তমোবিরহিত গতি, জননীকে পাওয়াইয়া যতিরাজেন্দ্র শঙ্কর ধরাতলে তারপর হইতে কেবল পরমত নিরাকরণ করিতে যত্নবান্ হইলেন ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর শঙ্কর পরমত খণ্ডনের সাহায্যকারী পদ্মপাদের আগমন প্রতীক্ষায় তদ্বিষয়ে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। পরে পদ্মপাদও স্বীয় আজ্ঞানুসারে উত্তরদিকবর্ত্তী বিবিধতীর্থ সেবা করেন। ৫৫।

আসসাদ শনকৈর্দ্দিশং মুনের্যস্য জন্মবসুধা ঘটী স্মৃতা। সা শ্রুতিঃ সকলরোগনাশিনী যোঽপিবজ্জলধিমেকবিন্দুবৎ ॥ ৫৬ ॥

অদ্রাক্ষীৎ সুভগাহিভূষিততনুং শ্রীকালহস্তী-

মুনেরগস্ত্যস্য দিশং দক্ষিণাং বসুধাঘটী অমৃতকুম্ভী যস্য সা প্রসিদ্ধাশ্রুতিঃ শ্রবণং সকলরোগনাশিনী যস্য শ্রুতিরিতি বা পাঠঃ সমুদ্রমেকবিন্দুবদপিবৎ রথো০ ॥ ৫৬ ॥

তস্য দিশি লিঙ্গে সন্নিহিতং শ্রীকালহস্তীশ্বরং মুনিরদ্রাক্ষীত্তং বিশিনষ্টি। সুভগেনাহিনা ভূষিতাতনুর্যস্য, অনিশং চান্দ্রীং কলাং মস্তকে দধানং, করুণারসেনার্দ্রং মনো যস্যাস্তয়া পার্ব্বত্যা

যেমুনির জন্মকালে পৃথিবী অমৃতকুম্ভ হয়, যাঁহার নামমাত্র শ্রবণ করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়, যিনি একবিন্দু জলের মতন সমুদ্র পান করিয়া ছিলেন, পদ্মপাদ ক্রমশঃ সেই অগস্ত্য মুনির দিকে (দক্ষিণ দিকে) গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

শ্বরং লিঙ্গে সন্নিহিতং দধানমনিশং চান্দ্রীং কলাং মস্তকে। পার্ব্বত্যা করুণারসার্দ্রমনসাশ্লিষ্টং প্রমোদাস্পদং দেবৈরিন্দ্রপুরোগমৈর্জ্জয়জয়েত্যাভাষ্যমাণং মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

স্নাত্বা স্বুবর্ণমুখরীসলিলাশয়েঽন্তর্গত্বাপুনঃ প্রণমতিস্ম শিবং ভবান্যা। আনর্চ ভাবকুসুমৈর্ম্মনসা নুনাব স্তুত্বাচ তং পুনরযাচত তীর্থযাত্রাম্ ॥ ৫৮ ॥

আলিঙ্গিতং প্রমোদস্থানমিন্দ্রপ্রমুখৈর্দ্দেবৈর্জ্জয়জয়েত্যাভাষ্যমাণং শা০ ॥ ৫৭ ॥

স্বুবর্ণমুখর্য্যা নদ্যাঃ সলিলাশয়েঽন্তঃ স্নাত্বা পুনর্গত্বা ভবান্যা সহিতং শিবং প্রণমতিস্ম ভাবপুষ্পৈরর্চ্চয়িত্বা মনসা স্তুতিং চকার ব০ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

পদ্মপাদ ঐ দক্ষিণ দিকে শিবলিঙ্গে অধিষ্ঠিত 'শ্রীকালহস্তীশ্বর' শিব দর্শন করেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্বুন্দর সর্প সকল বিরাজিত, তিনি মস্তকে চন্দ্রকলা ধারণ করিতেছেন, করুণারসে আর্দ্রচিত্ত হইয়া পার্ব্বতী যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছে, তিনি একমাত্র আনন্দের আস্পদ, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ "জয় জয়" বলিয়া তাঁহার সম্ভাষণ করিতেছে ॥৫৭ ॥

তথায় স্বুবর্ণমুখরী নামক নদীর মধ্যে গমন পূর্ব্বক স্নান করিয়া পুনর্ব্বার ভবানীসহায় ঐ শিবকে প্রণাম করিলেন। নিজের মনের অভিপ্রায় রূপ পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিলেন, মনো দ্বারা স্তব করিলেন, স্তবকরিয়া পুনরায় মহাদেবের নিকট তীর্থযাত্রা যাচ্ঞা করিলেন ॥ ৫৮ ॥

লব্ধানুজ্ঞাস্তজ্জ্ঞরাট্ কালহস্তিক্ষেত্রাৎ কাঞ্চীক্ষেত্রমাগাৎ পবিত্রম্। সংসারাব্ধিং সন্তিতীর্ষোঃ প্রসিদ্ধং বৃদ্ধাঃপ্রাহুর্যদ্ধি লোকে হ্যমুষ্মিন্ ॥ ৫৯ ॥

তত্রৈকান্ত্যাধীশ্বরং বিশ্বনাথং নত্বা গম্যং স্বীয়ভাগ্যাতিশীত্যা। দেবীং ধামান্তর্গতামন্তকারের্হার্দ্দং রুদ্রস্যেব জিজ্ঞাসমানাম্ ॥ ৬০ ॥

কল্লালেশন্দ্রাক্ ততো নাতিদূরে লক্ষ্মীকান্তং সংবসন্তং পুরাণম্। কারুণ্যার্দ্রস্বান্তমন্তাদিশূন্যং দৃষ্ট্বা দেবং সন্তুতোষৈকভক্ত্যা ॥ ৬১ ॥

স্বীয়ভাগ্যাতিশয়েন প্রাপ্যং ধামান্তর্গতামন্তকস্থারেঃ রুদ্রস্য হার্দ্দং জিজ্ঞাসমানামিব স্থিতাং দেবীং চ নত্বা ॥ ৬০ ॥

ততো ঝটিতি নাতিদূরে সংবসন্তং কল্লালেশাখ্যং লক্ষ্মীকান্তং দেবং দৃষ্ট্বা একভক্ত্যা তুতোষেতি পরেণান্বয়ঃ স্বান্তং মনঃ আদ্যন্তরহিতং আদ্যন্তাদিসর্ব্ববিকারশূন্যং শালিনী ॥৬১॥

জ্ঞানীগণের অধিপতি পদ্মপাদ শিবের নিকট হইতে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কালহস্তী শিবের ক্ষেত্র হইতে পবিত্র কাঞ্চী ক্ষেত্রে গমন করেন। প্রাচীনেরা ঐ কাঞ্চী ক্ষেত্রকে ইহলোকে সংসার সাগর উত্তরাণর্থী ব্যক্তিগণের একমাত্র প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া থাকেন। ৫৯।

কাঞ্চী ক্ষেত্রে সর্ব্ব বিষয়ের অধীশ্বর বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার করিলেন। পরে স্বীয়ভাগ্যের অতিশয্যবশতঃ যে শৈবধাম সকলের প্রার্থনীয়-যে দেবী ভিতরে থাকিয়া কৃতান্ত শত্রু রুদ্রদেবের সৌহার্দ্য

পুণ্ডরীকপুরমাযয়ৌ মুনির্যত্র নৃত্যতি সদাশিবোঽনিশম্। বীক্ষতে প্রকৃতিরাদিমা হৃদা পার্ব্বতীপরিণতিঃ শুচিস্মিতা॥ ৬২॥

তাণ্ডবং মুনিজনোঽত্র বীক্ষতে দিব্যচক্ষুরমলাশয়ো ঽনিশম্। জন্মমৃত্যুভয়ভেদিদর্শনান্নেত্রমানসবিনোদকারকম্॥ ৬৩॥

কিঞ্চাত্র তীর্থমিতি ভিক্ষুগণেন কশ্চিৎ পৃষ্টোঽব্রবীচ্ছিবপদাম্বুজসক্তচিত্তঃ। সংপ্রার্থিতঃ করুণয়াঽস্মরদত্র গঙ্গাং দেবোঽথ সংন্যধিত দিব্যসরিৎসুতীর্থম্॥ ৬৪॥

শিবাজ্ঞয়াঽভূদিতি তীর্থমেতচ্ছিবস্য গঙ্গাং

আদিমা আদ্যাপ্রকৃতিঃ পার্ব্বতীরূপেণ পরিণতা নৃত্যন্তং শিবং সদা বীক্ষতে যথো০॥ ৬২॥

জন্মমৃত্যুভয়ভেদকং দর্শনান্নেত্রমানসবিনোদকারকং তাণ্ডবং দিব্যচক্ষুরমলাশয়ো মুনিজনোঽত্রানিশং বীক্ষতে জন্মমৃত্যুভয় ভেদি যদ্দর্শনং তস্মাদিতি বা॥ ৬৩॥

কিং চাত্র তীর্থমিতি পদ্মপাদাদিভিক্ষুগণেন পৃষ্টঃ কশ্চিচ্ছিবপদাম্বুজসক্তচিত্তোঽব্রবীৎ সংপ্রার্থিতো মহাদেবোঽত্র গঙ্গাং সস্মার অথ স্মরণানন্তরং দিব্যসরিৎসুতীর্থং সন্নিধাপিতবতী ব০॥ ৬৪॥

এতৎ তীর্থং শিবাজ্ঞয়াঽভূদিতি হেতোরেতৎ তীর্থং শিব-

জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন; সেই চিন্তনীয় পরম ধামস্বরূপদেবীকে নমস্কার করিয়া শীঘ্র অনতিদূরবর্ত্তী 'কল্লালেশ' নামক পুরাণ লক্ষ্মীকান্তকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন—কল্লালেশ করুণাদ্বারা সতত আর্দ্রচিত্ত; তাঁহার আদ্যন্ত নাই—একান্ত ভক্তি সহকারে ঐ দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত তখন তুষ্ট হইলেন। ৬০। ৬১।

যে স্থানে সদাশিব নিরন্তর নৃত্য করিতেন; মুনিবর পদ্মপাদ তখন ঐ বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন। যাঁহার মৃদুহাস্য শুভ্রবর্ণ-সেই আদ্যাশক্তি পার্ব্বতীরূপে পরিণত হইয়া হৃদয়ের সহিত নৃত্যকারী ঐ শিবকে যেস্থানে দর্শন করিয়া থাকেন। ৬২।

যে নৃত্য জন্মমৃত্যুর ভয় ভঞ্জন করে; যে নৃত্য দর্শনমাত্র নেত্র ও মনের আনন্দ বর্দ্ধন করে; দিব্য চক্ষু ও নির্ম্মলাশয় মুনিগণ ঐ স্থান বসিয়া দিবানিশি শঙ্করের ঐ মনোহর নৃত্য দর্শন করিতেন। ৬৩।

অপিচ পদ্মপাদ প্রভৃতি ভিক্ষুগণ শিবপদাম্বুজরত কোন এক শিবপরায়ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "এস্থানে কি তীর্থ?" তখন ঐ শৈব বলিলেন—এই স্থানে দেবদেব মহাদেব আরাধিত হইয়া গঙ্গাকে স্মরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবনদী গঙ্গা এই স্থানে এক মহৎ তীর্থ স্থাপন করেন। ৬৪।

এই তীর্থ শিবের আজ্ঞায় উদ্ভূত হয়। অতএব জগতে সকলেই এই তীর্থকে 'শিবগঙ্গা' বলিয়া

প্রবদন্তি লোকে। স্নানাদমুষ্যাং বিধুতোরুপাপাঃ শনৈঃ শনৈস্তাণ্ডবমীক্ষমাণাঃ ॥ ৬৫ ॥

শিবস্য নাট্যশ্রমকর্শিতস্য শ্রমাপনোদায় বিচিন্তয়ন্তী। শিবেতি গঙ্গা পরিণামগাঽভূত্ততোঽথ চৈতৎ প্রথিতং তদাখ্যম্ ॥ ৬৬ ॥

নৃত্যত্তীরহতস্খলজ্জলগতেঃ পর্য্যাপতদ্বিন্দুকং পার্শ্বে স্বাবসতের্বিনোদবশতো যজ্জহ্নুকন্যাপয়ঃ। নৃত্যং তন্বতি ধূর্জটৌ বিগলিতং প্রেঙ্খজ্জটামণ্ডলাত্তেনৈতচ্ছিবজাহ্নবীতি কথয়ন্ত্যন্যে বিপশ্চিজ্জনাঃ ॥ ৬৭ ॥

স্নায়ং স্নায়ং তীর্থবর্য্যেঽত্রনিত্যং বীক্ষং বীক্ষং দেবপাদাব্জযুগ্মম্। শোধং শোধং মানসং মানবোঽসৌ বীক্ষেতেদং তাণ্ডবং শুদ্ধচেতাঃ ॥ ৬৮ ॥

শুদ্ধং মহদ্বর্ণয়িতুং ক্ষমেত পুণ্যং পুরারিঃ স্বয়-

গঙ্গামিতি লোকে প্রবদন্তি তানাহ,অমুষ্যাং গঙ্গায়াং স্নানাদ্বিধূতোরুপাপাঃ শনৈঃ শনৈস্তাণ্ডবমীক্ষমাণাঃ উ° ৬৫ ॥

শিবগঙ্গানাম্নস্তৎ প্রবৃত্তিনিমিত্তমাহ। নাট্যশ্রমকর্শিতস্য শিবস্য শ্রমাপনোদায় বিচিন্তয়ন্তী শিবা পার্ব্বতী গঙ্গেতি পরিণামগাঽভূৎ। ততোঽথবা শিবগঙ্গাখ্যমেতৎ তীর্থং প্রথিতং উপে° ॥ ৬৬ ॥

যজ্জহ্নুকন্যাপয়ো ধূর্জ্জটৌ নৃত্যতি সতি প্রেঙ্খতশ্চলতে জটামণ্ডলাদ্‌গলিতং তেনৈতৎ তীর্থং মন্যে বিপশ্চিজ্জনাঃ শিবজাহ্নবীতি কথয়ন্তি। প্রেঙ্খজ্জটামণ্ডলং বিশিনষ্টি, নৃত্যতা তীরেণ হতস্য স্খলতো জলস্য গতির্যস্মিন্ স্বস্যাবসতের্নিকেতনাৎ পয়ো বিশিনষ্টি পার্শ্বে পতন্তঃ বিন্দুকা বিন্দবো যস্য শা° ॥৬৭॥

তস্মাদস্মিন্ তীর্থবর্য্যে স্নাত্বা দেবপাদাব্জযুগ্মং দৃষ্ট্বা মনঃ শোধয়িত্বাশোধয়িত্বাঽসৌ শুদ্ধচিত্তো মানব ইদং তাণ্ডবং বীক্ষেত শালি° ॥ ৬৮ ॥

এতচ্ছুদ্ধং পুণ্যং বর্ণয়িতুং শিবাতিরিক্তো নক্ষম ইত্যাশয়ে-

থাকে। ধীরে ধীরে শিবনৃত্য দর্শন করিতে করিতে এই গঙ্গাতে স্নান করিলে নানাবিধ ভীষণ পাপ সকল দূরীকৃত হয়। ৬৫।

কেহ কেহ বলেন—নৃত্য করিতে করিতে শিব যখন নৃত্যশ্রমে কাতর হন, তখন শিবের শ্রমাপনোদন চিন্তা করিয়া শিবা (দুর্গা) গঙ্গারূপে পরিণত হন। তাহাতেই এই তীর্থ "শিবগঙ্গা" নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৬৬ ॥

অপরে বলেন--শিব যখন নৃত্য করিয়া নদীর জলকে আঘাত করেন, তাহাতে জলের গতি, জটামণ্ডলে স্খলিত হইয়া ছিল, জলের আবাস স্বরূপ সেই শিবের চঞ্চল জটামণ্ডল হইতে পার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে গঙ্গাজলের বিন্দু সকল শিবকে বিনোদিত করিতে পতিত হয়; তাহাতেই এই "শিবগঙ্গা" তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ৬৭।

অতএব এই মহাতীর্থে প্রতিদিন স্নান করিয়া, শিবের পদপঙ্কজ যুগল প্রতিক্ষণ দর্শন করিয়া, আপনার চিত্ত নিয়ত শুদ্ধ করিয়া, শুদ্ধচেতা মানব এই শিবনৃত্য দর্শন করিবে। ৬৮।

এই শুদ্ধ, মহৎ ও পবিত্র ক্ষেত্র বর্ণনা করিতে

মেব তস্য। নিমজ্য শম্ভুহৃদ্যসরিত্যমুষ্যাং দাক্ষায়ণীনাথমুদীক্ষতে যঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতীরিতঃ শঙ্করযোজিতাত্মা কেনাপি ভিক্ষু র্মুদিতো জগাহে। তীর্থং তদাপ্লুত্য ননাম শম্ভোরঙ্ঘ্রিং জিতাত্মা ভুবনস্য গোপ্তুঃ ॥ ৭০ ॥

রামসেতুগমনায় সংদধে মানসং মুনিরনুত্তমঃ পুনঃ। বর্ত্মনি প্রযতমানসো ব্রজন্ সন্দদর্শ সরিতং কবেরজাম্ ॥ ৭১ ॥

যৎপবিত্রপুলিনস্থলং পয়ঃ সিন্ধুবাসরসিকায় বিষ্ণবে। অভ্যরোচত হিরণ্যবাসসে পদ্মনাভমুখনাভশালিনে ॥ ৭২ ॥

সহ্যপর্ব্বতসুতাতিনির্মলাম্ভোঽভিষিক্তভগবৎপদাম্বুজে। আকলয্য বহুশিষ্যসংবৃতঃ প্রাস্থিতাভিরুচিতস্থলায় সঃ ॥ ৭৩ ॥

গচ্ছন্ গচ্ছন্মার্গমধ্যেঽভিযাতং গেহং ভিক্ষু-

নাহ শুদ্ধমিতি। যঃ অমুষ্যাং শম্ভুহৃদ্যসরিতি নিমজ্যদাক্ষায়ণীনাথং বীক্ষতে তস্য উং ॥ ৬৯ ॥

ইত্যেবং কেনাপি কথিতঃ শঙ্করে যোজিতমন্তঃকরণং যেন স ভিক্ষুঃ পদ্মপাদো মুদিতো জগাহেঽবগাহনং কৃতবান্ ॥ ৭০ ॥

পুনরনুত্তমো মুনিঃ পদ্মপাদো রামসেতুগমনায় মনো দধে, প্রযতং মনো যেন স পথি গচ্ছন্ কবেরজাং কাবেরীং নদীং দদর্শ রথোং ॥ ৭১ ॥

যস্যাঃ পবিত্রপুলিনং স্থলং চ ক্ষীরসমুদ্রবাসরসিকায়াপি ব্যাপকায়াপি হিরণ্যবাসসে পদ্মনাভাদিনাম্না শোভমানায় অভ্যরোচত ॥ ৭২ ॥

সহ্যপর্ব্বতসুতায়া অতিনির্ম্মলেনাম্ভসাঽভিষিক্তে ভগবৎপদাম্বুজে আকলয্য ধ্যাত্বা বহুশিষ্যসংবৃতঃ সঃ অভিরুচিতস্থলায় প্রাস্থিত প্রস্থানং কৃতবান্ রথোং ॥ ৭৩ ॥

কেবল ত্রিপুরারি সক্ষম। অতএব এই "শিবগঙ্গা" তীর্থে নিমগ্ন হইয়া দাক্ষায়ণীর পতিকে দর্শন করিবেক। ৬৯।

এই রূপ কোন ভিক্ষুবরের কথা শুনিয়া পদ্মপাদ, শঙ্করের উপর চিত্ত সংযুক্ত করিয়া প্রমুদিত মনে অবগাহন করিলেন। অনন্তর জিতেন্দ্রিয় মুনিবর ঐ তীর্থে স্নান করিয়া ভুবনপালক শঙ্করের পদে প্রণাম করিলেন। ৭০।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুনি পদ্মপাদ সেতুবন্ধরামেশ্বরে গমন করিবার জন্য মনন করিলেন। সংযতচিত্ত পদ্মপাদ গমন কালে পথমধ্যে কাবেরী নদী দর্শন করেন। ৭১।

যিনি ক্ষীরসমুদ্রে বাস করিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বব্যাপী; সুবর্ণ যাঁহার পরিধেয় বস্ত্র; পদ্মনাভ নামধারী ঐ বিষ্ণুর, তখন কাবেরী নদীর পবিত্র পুলিন ভূমি দেখিতে মনে২ অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। ৭২।

সহ্যপর্ব্বতোদ্ভবা কাবেরী নদীর জল দ্বারা যাঁহার পদারবিন্দ যুগল অভিষিক্ত—সেই ভগবানের পদপঙ্কজ দুইখানি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া বহু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আপনার অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৭৩।

যাইতে যাইতে পথমধ্যে ঐ ভিক্ষু আপনার

র্মাতুলস্যাজগাম। দৃষ্ট্বা শিষ্যৈস্তং চিরেণাভিযাতং মোদং প্রাপন্মাতুলঃ শাস্ত্রবেদী ॥ ৭৪ ॥

শুশ্রাব তং বন্ধুজনঃ সশিষ্যং স্বমাতুলাগারমুপেযিবাংসম্। আগত্য দৃষ্ট্বা চিরমাগতং তং জহর্ষ হর্ষাতিশয়েন সাশ্রুঃ ॥ ৭৫ ॥

রুরোদ কশ্চিন্মুমুদেঽত্র কশ্চিজ্জহাস পূর্ব্বাচরিতং বভাষে। কশ্চিৎ প্রমোদাতিশয়েন কিঞ্চিদ্বচঃস্খলদ্ধীঃ প্রণনাম কশ্চিৎ ॥ ৭৬ ॥

শিষ্যৈঃ সহিতং শালি° ॥ ৭৪ ॥ উ° ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

উচেঽথ তং জ্ঞাতিজনঃ প্রমোদী দৃষ্ট্বা চিরায়াঽক্ষিপথং গতোঽভূঃ। দিদৃক্ষতে ত্বাং জনতাঽতিহার্দাত্তথাপি শক্নোষি ন বীক্ষণায় ॥ ৭৭ ॥

পুত্রাঃ সমিত্রা ন ন বন্ধুবর্গো ন রাজবাধা ন চ চোরভীতিঃ। কৃতার্থতামূলপদং যতিত্বং প্রসূনবন্তং ফলিতং মহান্তম্ ॥ ৭৮ ॥

অথানন্তরং তং দৃষ্ট্বা প্রমোদী জ্ঞাতিজন উচে। যতশ্চিরকালাত্ত্বমক্ষিমার্গং প্রাপ্তোঽতো জনতাঽতিস্নেহাত্ত্বাং দিদৃক্ষতে। তথাপি ত্বং বীক্ষণায় ন শক্নোষি তথাচ স্নেহবাধা তব নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

কিঞ্চ সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তত্বাৎ কৃতার্থতামূলপদং যতিত্বমেবেত্যাহ পুত্রা ইতি। তেষামভাবে তৎকৃতা বাধা নাস্তীত্যর্থঃ। ধনিনামেব বাধান তু নিষ্কিঞ্চনানামিতি সদৃষ্টান্তমাহ পুষ্পবন্তং ফলিতং মহান্তং বৃক্ষমিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রজ্ঞ মাতুল তাঁহাকে শিষ্য সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত প্রমুদিত হইলেন। ৭৪।

বন্ধুগণ শুনিল শিষ্যগণের সহিত মাতুলালয়ে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। তাহারা আসিয়া বহু দিনের পর তাঁহাকে আগত দেখিয়া অতিশয় হর্ষ সহকারে আনন্দাশ্রু পতন পূর্ব্বক আহ্লাদিত হইল। ৭৫।

ঐ স্থানে কেহ রোদন করিতে লাগিল ; কেহ আহ্লাদিত হইল ; কেহ হাসিতে লাগিল ; কেহ পূর্ব্বাবস্থা বর্ণন করিতে লাগিল, কেহ অত্যন্ত আনন্দের সহিত কিছু বলিতে গিয়া স্খলিত বাক্যে প্রণাম করিল। ৭৬।

অনন্তর তাঁহাকে দেখিয়া জ্ঞাতিগণ হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিল ; তুমি অনেক দিনের পর আমাদের দর্শন দিয়াছ। এই সকল লোকে হৃদ্যতা বশতঃ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, তথাপি তুমি ইহাদিগকে দেখা দিতে ইচ্ছা করনা। ৭৭।

কৃতার্থতার মূল পদ সংন্যাস লাভ হইলে আর কোন বিপদ থাকে না। বন্ধুবর্গের সহিত পুত্র বাধা দিতে পারে না—বন্ধুবর্গ বাধা দিতে পরে না—তাহাতে রাজ বাধা কি চৌর ভয় থাকে না। তাহার কারণ এই—সকলেই পুষ্পিত, ফলিত ও শাখাপ্রশাখা যুক্ত মহৎ বৃক্ষের নিকটে আগমন করিয়া তাহার বাধা দিয়া থাকে। তদ্রূপ

শাখোপশাখাঞ্চিতমেব বৃক্ষং বাধন্ত আগত্য ন তদ্বিহীনম্। যথা তথা বা ধনিনং দরিদ্রা বাধন্ত আগত্য দিনে দিনে স্ম ॥ ৭৯ ॥

কুটুম্বরক্ষাগতমানসানাং নায়াতি নিদ্রাপি সুখং ন জাতু। ক দেবতার্চা ক চ তীর্থযাত্রা ক বা নিষেবা মহতাং ভবেন্নঃ ॥ ৮০ ॥

অশ্রৌষ্ম সন্ন্যাসকৃতং ভবন্তং বিপ্রাৎ কুতশ্চিদ্গৃহমাগতান্নঃ। কালোঽত্যগাত্তে বহুরদ্য দৈববান্ তীর্থস্য হেতো র্গৃহমাগতস্ত্বম্ ॥ ৮১ ॥

যথা শকুন্তাঃ পরবর্দ্ধিতান্ দ্রুমান্ সমাশ্রয়ন্তে সুখদাংস্ত্যজন্ত্যপি। পরপ্রক্লৃপ্তান্মঠদেবতাগৃহান্ যতিঃ সমাশ্রিত্য তথোজ্ঝতি ধ্রুবম্ ॥ ৮২ ॥

যথাহি পুষ্পাণ্যভিগম্য ষট্পদাঃ সংগৃহ্য সারং রসমেব ভুঞ্জতে। তথা যতিঃ সারমবাপ্নুবন্ সুখং

শাখোপশাখাভিরঞ্চিতং ব্যাপ্তমলঙ্কৃতং বা তথাতথৈব ॥৭৯॥

কিঞ্চ কুটুম্বরক্ষাগতমানসানামস্মাকং সুখং ন ভবতি। তথা কদাচিন্ নিদ্রাপি নায়াতি তথাচৈবংবিধানাং নঃ ক দেবতার্চাদি ॥ ৮০ ॥

কস্মাচ্চিদ্দেশান্নো গৃহমাগতাৎ কস্মাচ্চিদ্বিপ্রাদিতি বা ইত্যন্ত্ৰং ॥ ৮১ ॥

তীর্থস্য হেতোস্ত্বং গৃহমাগতোঽসি নতু মমতাবশাদ্যতেঃ স্বীয়ত্বেন গৃহপরিগ্রহাভাবাদিত্যাশয়েন সদৃষ্টান্তমাহ। যথা শকুন্তাঃ পক্ষিণঃ পরবর্দ্ধিতান্ বৃক্ষান্ সুখদান্ সমাশ্রয়ন্তে ত্যজন্ত্যপি তথা যতিঃ পরপ্রক্লৃপ্তান্ মঠান্ দেবতাগৃহাংশ্চ সুখদান্ সমাশ্রিত্য ধ্রুবমুজ্ঝত্যপি বা ॥ ৮২ ॥

তত্রাপি তত্তদ্গৃহে যতের্গমনং ভ্রমরবৎ পীড়াকরং ন ভব-

দরিদ্রগণ দিন দিন ধনীর নিকটে আগমন করিয়া তাহাদিগেকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে। ৭৮। ৭৯।

আমরা কুটুম্বদিগের ভরণপোষণের জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকি। সুতরাং তাহাতে আমাদের কখন সুখও হয়না—কখন নিদ্রাও হয়না। অতএব আমাদের দেবপূজা কি করিয়া হইবে? তীর্থযাত্রা কিরূপে ঘটিবে? এবং কি রূপেই বা মহৎ জনের সেবা শুশ্রূষা করা ঘটিবে?। ৮০।

এক দিন আমাদের গৃহে কোন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হন। আমারা তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি যে,আপনি সংন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আপনার বহুদিন অতীত হইল, অদ্য দৈবাৎ তীর্থ দর্শন ছলে আপনি আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। ৮১।

যেরূপ পক্ষি সকল পরকর্ত্তৃক বর্দ্ধিত ও পালিত বৃক্ষ দিগকে আশ্রয় করে ও শেষে পরিত্যাগ করে, সেই মত সংন্যাসী পর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও দেবালয় আশ্রয় করিয়া, তাহাও পরিশেষে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ৮২।

যেরূপ মধুকরেরা নানাবিধ পুষ্পে গমন করিয়া তাহাদের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক কেবল পুষ্পরস

গৃহাদ্গৃহাদোদনমেব ভিক্ষতে ॥ ৮৩ ॥

যতের্ব্বিরজ্যাত্মগতিঃ কলত্রং দেহং গৃহং সংযতমেব সৌখ্যম্। বিরক্তিভাজস্তনয়াঃ স্বশিষ্যাঃ কিমর্থনীয়ং যতিনো মহাত্মন্! ॥ ৮৪ ॥

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরিষ্যতে পুনঃ পুনঃ সন্তনুতে মনোরথান্। দারানভীপ্সুর্যততে দিবানিশং তান্ প্রাপ্য তেভ্যস্তনয়ানভীপ্সতি ॥ ৮৫ ॥

অনাপ্নুবন্ দুঃখমসৌ সুতীব্রং প্রাপ্নোতি চেষ্টেন বিযুজ্যতে পুনঃ। সর্ব্বাত্মনা কামবশস্য দুঃখং তস্মাদ্বিরক্তিঃ পুরুষেণ কার্য্যা ॥ ৮৬ ॥

বিরক্তিমূলং মনসোবিশুদ্ধিং তন্মূলমাহুর্ম্মহতাং

তীত্যাহ তথেতি সুখং যথাস্যাত্তথা ॥ উং ॥ ৮৩ ॥

কিঞ্চ যতেঃ কিমপি প্রার্থনীয়ং নাস্তীত্যাহ যতের্ব্বিরজ্যয়া আত্মাবগতিঃ সৈব ভার্য্যা হে মহাত্মন্! ॥ ৮৪ ॥

কামবশস্য তু দুঃখমেবেত্যাহ মনোরথানামিতিদ্বাভ্যাং। তেভ্যোদারেভ্যঃ ॥ ৮৫ ॥

দারাদীননাপ্নুবন্ দুঃখমেব সুতীব্রং প্রাপ্নোতি পুনরিষ্টেন চ বিযুজ্যতে ॥ ৮৬ ॥

বিরক্তিশ্চ ভবদ্বিধানাং মহতাং সেবয়া শুদ্ধচেতসো ভবতীত্যাহ। মনসোবিশুদ্ধিং বিরক্তের্মূলমাহুঃ তস্যা অপি বিশুদ্ধের্মূলং

পান করিয়া থাকে, সেই মত যতি সার প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে প্রত্যেক গৃহ হইতে কেবল মাত্র অন্ন ভিক্ষা করিয়া থাকেন। ৮৩।

যতির কোন দ্রব্য প্রার্থনীয় নহে—কারণ,তাঁহাদের বৈরাগ্যের সহিত আত্মজ্ঞানই ভার্য্যা—দেহই-গৃহ, সংযত ভাবই পরম, সুখ বৈরাগ্য ধারী স্বীয় শিষ্যগণই পুত্র-অতএব হে মহাত্মন্! যতির আর কোন্ বস্তুর প্রার্থনা করিতে হইবে?। ৮৪।

লোকের কিছুতেই মনোরথ পূর্ণ হয়না,বরং উত্তরোত্তর মনোরথ লাভ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সাংসারিক দুঃখ গ্রস্ত ব্যক্তিগণ ব্যগ্র হয়। দিবানিশি দার পরিগ্রহের জন্য সকলেই যত্নবান্ থাকে। উত্তম রূপে মনোরম পত্নী থাকিলেও আশা নিবৃত্তি হয়না, তখন আবার ঐ পত্নীর নিকটে সুসন্তান পাইতে প্রবৃত্তি জন্মে। অভীষ্ট বস্তু স্ত্রীপুত্রাদি না পাইলে দারুণ দুঃখ পাইতে হয়। যদিচ ভাগ্য ক্রমে ঐ সমস্ত সুখ ঘটিল,তথাপি আবার এক দিন দেখিবে উহারা তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে। কে কাহাকেও ত স্ত্রী পুত্র লইয়া চিরদিন বাস করিতে দেখা যায়না?। অতএব দেখিতেছি যে ব্যক্তি কামরিপুর পরবশ, তাহার সকল প্রকারেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানবান্ পুরুষ মাত্রেরই বৈরাগ্য অবলম্বন করা আবশ্যক। ৮৫। ৮৬।

পণ্ডিতেরা চিত্ত শুদ্ধিকেই বৈরাগ্যের মূল কারণ বলিয়াছেন। সাধু মহাপুরুষগণের সেবা শুশ্রূষা ঐ চিত্তশুদ্ধির মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই কারণে

নিষেবাম্। ভবাদৃশাস্তেন চ দূরদেশে পরোপকারায় রসামটন্তি ॥ ৮৭ ॥

অজ্ঞাতগোত্রা বিদিতাত্মতত্ত্বা লোকস্য দৃষ্ট্যা জড়বদ্বিভান্তঃ। চরন্তি ভূতান্যনুকম্পমানাঃ সন্তো যদৃচ্ছোপনতোপভোগ্যাঃ ॥ ৮৮ ॥

চরন্তি তীর্থান্যপি সংগ্রহীতুং লোকং মহান্তো ননু শুদ্ধভাবাঃ। শুদ্ধাত্মভাবাঃ ক্ষপিতোরুপাপাস্তজ্জুষ্টমন্তো নিগদন্তি তীর্থম্ ॥ ৮৯ ॥

বস্তব্যমত্র কতিচিদ্দিবসানি বিদ্বংস্ত্বদ্দর্শনং বিতনুতে মুদিতাদি ভব্যম্। এষ্যদ্বিয়োগচকিতা জনতেয়মাস্তে দুঃখং গতেঽত্র ভবিতেতি ভবত্যসঙ্গে ॥ ৯০ ।

মহতাং সেবামাহুস্তেন কারণেন চ ভবাদৃশাঃ পরোপকারায় দূরদেশে ভূমিমটন্তি ॥ ৮৭ ॥

যদৃচ্ছয়োপনতং সমীপে প্রাপ্তং ভোগ্যং যেভ্যস্তে ॥ ৮৮ ॥

তীর্থান্যপি লোকসংগ্রহার্থং চরন্তি ন তু স্বশুদ্ধ্যর্থং যতঃ শুদ্ধভাবাঃ যতঃ শুদ্ধাত্মবিদ্যাক্ষপিতোরুপাপাঃ তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি ন্যায়াৎ তথা চৈবংবিধৈস্তৈর্জুষ্টং জলং তীর্থং নিগদন্তি তেষাং তত্র গমনং লোকসংগ্রহার্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

এবং স্তুত্যাঽভিমুখীকৃত্য প্রার্থয়তে। হে বিদ্বন্! অত্র কতিচিদ্ দিবসানি বস্তব্যং যতোভবং শুভং যোগ্যং বা ত্বদ্দর্শনং মুদিতাদি বিতনুতে ইয়ং জনতা তু অসঙ্গে ভবতি ত্বয়ি গতে সত্যত্র দুঃখং ভবিষ্যতীতি বিচার্য্যেবাধুনা এব ভবিষ্যদ্দুঃখেন চকিতা আস্তে বং ॥ ৯০ ॥

আপনাদের তুল্য সাধু পুরুষেরা কেবল পরের উপকারার্থে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ৮৭।

যে সমস্ত সজ্জনের আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, যাঁহাদের কুলশীল অবগত হওয়া যায়না; সাধারণ লোকের চক্ষে যাঁহারা জড় বলিয়া প্রতীয়মান হন; যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহাদের নিকটে উপভোগ্য বস্তু সকল স্বয়ং উপস্থিত হয়; এরূপ সাধুগণ কেবল জীবগণের উপর অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ৮৮।

সাধু মহাপুরুষেরা যে প্রত্যেক তীর্থে গমন করেন, তাহাও লোকদিগের উপকারার্থে। নতুবা তাঁহারা যখন শুদ্ধসত্ত্ব তখন তাঁহাদের আর আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন হইবেনা। পরিশুদ্ধ আত্মবিদ্যা দ্বারা তাঁহাদের যাবতীয় দুরিত রাশি নিরাকৃত হওয়াতে কখনই তীর্থ সেবা মহতের আত্ম-তুষ্টির জন্য নহে। অতএব ঐ মহাপুরুষেরা যে জলে স্নানাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই তীর্থ বলিয়াছেন। ৮৯।

হে বিদ্বন্! এই কারণে এই স্থানে কিছু দিন আপনি অবস্থিতি করুন। আপনার দর্শনে যোগশাস্ত্রোক্ত মুদিতা প্রভৃতি চিত্তভূমি সকল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; "আমি সঙ্গশূন্য হইয়া গমন করিলে এখনই এস্থানে দুঃখ হইবে" এই রূপ বিচার করিয়া এই সমস্ত লোক এখন হইতেই ভবিষ্যৎ-বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় ভীত হইয়াছে। ৯০।

কোশং ক্লেশমলস্য লাস্যগৃহমপ্যুদ্রংহসা-মালয়ং পৈশুন্যস্য নিশান্তমুৎকটমৃষাভাষাবিশেষাশ্রয়ম্। হিংসামাংসলমাশ্রিতা ঘনধনাশংসা নৃশংসা বয়ং বর্জ্যং দুর্জ্জনসঙ্গমং করুণয়া শোধ্যা যতীন্দো! ত্বয়া ॥ ৯১ ॥

অত্র নিবাসং বিধায় বয়ং ত্বয়া সংশোধ্যা ইতি বন্ধবঃ সাক্রোশমাহুঃ। ক্লেশমলস্য কোশং পাত্রমপি চোৎকটরংহসামতিসাহসানামালয়ং পৈশুন্যস্য পরদোষসূচকতায়া নিশান্তমোকঃ নিশান্তস্ত্রিষু শান্তে স্যাৎ ক্লীবং তু ভবনোকসোরিতি মেদিনী। উৎকটমৃষা ভাষণস্য বিশেষেণাশ্রয়ং ভাষাবিশেষাণামিতি বা হিংসয়া মাংসলং ব্যাপ্তং ত্যক্তুং যোগ্যং দুর্জনানাং সঙ্গমোযত্র তথাভূতং গৃহমাশ্রিতাঃ অতএব ঘনীভূতয়া ধনতৃষ্ণয়া ক্রূরাঃ ঘনা দৃঢ়া ধনাশংসা যেষাং ইতি ভিন্নং বাপদং ঘনধনস্যাশংসা যেষামিতি বা সমাসঃ এবংভূতা বয়ং হে যতীন্দো! ত্বয়া করুণয়া শোধ্যা ইত্যর্থঃ শা০ ॥ ৯১ ॥

আমরা আজি যে গৃহকে রমণীয় ও প্রদীপ্ত গৃহ বলিতেছি, বস্তুতঃ ঐ গৃহ ক্লেশরূপ মলিনতার এক মাত্র আধার; উৎকট সাহসের আলয়; পর নিন্দার স্থান; উৎকট মিথ্যাভাষণের বিশেষ আশ্রয়; হিংসাকার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত; দুর্জ্জনের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত। তথাপি আমরা গাঢ় ধনতৃষ্ণা দ্বারা ক্রূরচিত্ত হইয়া অবশ্য পরিহার্য্য গৃহে বাস করিয়া থাকি। অতএব হে যতিবর! আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক এক্ষণে আমাদিগকে শুদ্ধ করুন। ৯১।

সংযুনক্তি বিযুনক্তি দেহিনং দৈবমেব পরমং মনাগপি। ইষ্টসঙ্গতিনিবৃত্তিকালয়ো র্নির্বিকারহৃদয়ো ভবেন্নরঃ ॥ ৯২ ॥

মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধিতস্তৃষার্ত্তঃ ক মেঽন্নদাতেতি বদন্নুপৈতি। যস্তস্য নির্বাপয়িতা ক্ষুধার্ত্তেঃ কস্তস্য পুণ্যং বদিতুং ক্ষমেত ॥ ৯৩ ॥

এবমুক্তঃ পদ্মপাদ উবাচ পরমং ব্রহ্মাদিকং ক্ষুদ্রং স্তম্বাদিকমপি দেহিনং দৈবমেব সংযুনক্তি বিযুনক্তি চ তস্মাদিষ্টসঙ্গতিনিবৃত্তিকালয়োর্নরো নির্বিকারহৃদয়ো ভবেৎ ॥ ৯২ ॥

যত্তু প্রশ্নবন্তং ইত্যাদ্যুক্তং তত্রাহ মধ্যাহ্নকাল ইতি উ০ ৯৩ ॥

এই সমস্ত কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিতে লাগিলেন—কেবল মাত্র দৈব বলে অতি প্রকাণ্ড ব্রহ্মাদি বস্তুর ও অতি ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছাদির সংযোগ ও বিয়োগ ঘটে। অর্থাৎ অদৃষ্টে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়--অদৃষ্টে থাকিলে তৃণ লাভ হয়, আবার অদৃষ্টে থাকিলে কোন বস্তুই ঘটেনা। অতএব মনুষ্য মাত্রেই কি ইষ্ট বস্তুর মিলন কালে, কি ইষ্ট বস্তুর বিয়োগ কালে, সকল সময়েই নির্বিকারচিত্ত হইবেক। ৯২।

"কে আমার অন্নদাতা" এই কথা বলিয়া যদি মধ্যাহ্ন কালে কোন লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন যে ব্যক্তি অতিথির ঐ ক্ষুধা রোগ নষ্ট করেন, তাহারপুণ্য বর্ণন করিতে কেহই সক্ষম নহে।৯৩।

সায়ং প্রাতর্ব্বহ্নিকার্য্যং বিতন্বন্ মজ্জংস্তোয়ে দণ্ডকৃষ্ণাজিনী চ। নিত্যং বর্ণী বেদবাক্যান্যধীয়ন্ ক্ষুধা শীঘ্রং গেহিনো গেহমেতি ॥ ৯৪ ॥

উচ্চৈঃ শাস্ত্রং ভাষমাণোঽপি ভিক্ষুস্তারং মন্ত্রং সংজপন্ বা যতাত্মা। মধ্যেঘস্রং জাঠরাগ্নৌ প্রদীপ্তে দণ্ডী নিত্যং গেহিনো গেহমেতি ॥ ৯৫ ॥

যস্যান্নদানেন নিজং শরীরং পুষ্টং তপোঽয়ং কুরুতে সুতীব্রম্। কর্ত্তুস্তদর্দ্ধং দদতোঽন্নমর্দ্ধ-মিতি স্মৃতিঃ সংবদতেঽনবদ্যা ॥ ৯৬ ॥

পুণ্যং গৃহস্থেন বিচক্ষণেন গৃহেষু সঞ্চেতুমলং প্রয়াসাৎ। বিনাপি তৎকর্তৃ নিষেবণেন তীর্থাদি-সেবা বহুদুঃখসাধ্যা ॥ ৯৭ ॥

কিঞ্চাশ্রমত্রয়োপজীব্যত্বাদপি পুণ্যভাগ্ গৃহস্থ ইত্যাশয়েন ব্রহ্মচারিণস্তদুপজীবকতামাহ সায়মিতি। দণ্ডকৃষ্ণাজিনে অস্য স্ত ইতি তথাভূতো বর্ণী ব্রহ্মচারী নিত্যং বেদবাক্যানি পঠন্ ক্ষুধা ক্ষুধাং প্রাপ্য শীঘ্রং গেহিনো গেহমেতি শালি° ॥ ৯৪ ॥

অথ যতেস্তামাহ উচ্চৈরিতি। তারং প্রণবং ঘস্রস্য দিনস্য মধ্যে ইত্র্যব° ॥ ৯৫ ॥

বানপ্রস্থস্য তামাহ। যস্যান্নদানেন নিজং শরীরং পুষ্টময়ং তপস্বী সুতীব্রং তপঃ কুরুতে তপঃ কর্ত্তুস্তস্য তপসোঽর্দ্ধং তস্যান্নদদতোঽর্দ্ধমিতি স্মৃতিঃ প্রবদতে উ° ॥ ৯৬ ॥

নন্বেবমপি গৃহব্যগ্রস্য গৃহস্থস্য তীর্থাদিসেবাজন্যং পুণ্যং তু দুর্লভমেবেতি চেত্তত্রাহ। বিচক্ষণেন গৃহস্থেন প্রয়াসাদ্বিনাপি প্রয়াসকর্তৃনিষেবণেন পুণ্যং সঞ্চেতুমলং শক্যতে তীর্থাদি-সেবায়াঃ প্রয়াসসাধ্যত্বং প্রসিদ্ধমেবেত্যাহ তীর্থাদীতি ॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু ও বানপ্রস্থ এই তিনটী আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের উপজীব্য। যিনি ব্রহ্মচারী, তিনি সায়ংকালে, কি প্রত্যূষে, অগ্নি কার্য্য বিস্তার করিবেন; জলে নিমগ্ন হইবেন; দণ্ড ধারণ এবং কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম পরিধান করিবেন; বেদ-বাক্য সকল অধ্যয়ন করিবেন; পরে ক্ষুধার্ত্ত হইলে কোন এক গৃহস্থের গৃহে গমন করিবেন। ৯৪।

সংযতচিত্ত যতি, উচ্চস্বরে শাস্ত্রীয় কথা কহিবেন—উচ্চস্বরে মন্ত্র জপ করিবেন—অনন্তর মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে যখন জঠরানল জ্বলিয়া উঠিবে, তখন দণ্ডধারী ঐ যতি, নিত্য ক্ষুধাশান্তির জন্য গৃহস্থের গৃহে গমন করিবেন। ৯৫।

বানপ্রস্থাবলম্বী ঐ তপস্বী যাহার অন্নলাভে আপনার শরীর পরিপুষ্ট করিয়া উৎকট তপস্যা করিয়া থাকেন, ঐ তপস্যাদ্বারা যে ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক ধর্ম্ম আপনার ও অপর অর্দ্ধেক ধর্ম্ম অন্নদাতার। স্মৃতি শাস্ত্রেও এরূপ প্রশস্ত ধর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ৯৬।

বিবিধ প্রয়াস পাইয়া ও তীর্থ সেবা করিয়া অপরে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, বিচক্ষণ গৃহস্থ প্রয়াস না পাইয়াও তাহা গৃহে বসিয়া সঞ্চয় করিতে সক্ষম। কারণ, তীর্থ সেবাদি করিয়া যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহা বহু দুঃখজনক ও কষ্ট-সাধ্য। ৯৭।

গৃহী ধনী ধন্যতমো যতস্তে তত্তোপজীবন্তি ধনং হি সর্ব্বে। চৌর্য্যেণ কশ্চিৎ প্রণয়েন কশ্চিদ্দানেন কশ্চিদ্বলতোঽপি কশ্চিৎ ॥ ৯৮ ॥

সন্তোষয়েদ্বেদবিদং দ্বিজং যঃ সন্তোষয়ত্যেষ স সর্ব্বদেবান্। তদ্বেদবিপ্রে নিবসন্তি দেবা ইতি স্ম সাক্ষাচ্ছ্রুতিরেব বক্তি ॥ ৯৯ ॥

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা বিদিতাখিলার্থা জিতেন্দ্রিয়াঃ সেবিতসর্ব্বতীর্থাঃ। পরোপকারব্রতিনো মহান্ত আয়ান্তি সর্ব্বে গৃহিণো গৃহান্ ॥ ১০০ ॥

গৃহী গৃহস্থোঽপি তদাপ্নুতে ফলং যত্তীর্থসেবানবাপ্যতে জনৈঃ। তত্তত্তীর্থং গৃহমেব কীর্ত্তিতং ধনী বদান্যঃ প্রবসেন্ন কশ্চন ॥ ১০১ ॥

অন্তঃস্থিতা মূষকমুখ্যজীবা বহিঃস্থিতা গো-

ন কেবলং ব্রহ্মচর্য্যাদয় এব গৃহস্থমুপজীবন্ত্যপিতু সর্ব্ব এবেত্যাহ গৃহীতি হি যস্মাৎ ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্চ যো বেদজ্ঞং বিপ্রং সন্তোষয়েৎ সৈষ সর্ব্বান্ দেবান্ সন্তোষয়তি তদ্বেদবিপ্রে বেদবিদি ব্রাহ্মণে ॥ ৯৯ ॥

নতু তথাপি স্বয়মেব প্রবাসং কৃত্বা পুণ্যং কুতো ন সম্পাদনীয়মিতি চেত্তত্রাহ স্বেতি দ্বাভ্যাং ॥ ১০০ ॥

তত্তস্মাত্তস্য গৃহমেব তীর্থং কীর্ত্তিতমতো ধনী বদান্যো দাতা স্যাৎ তু কশ্চনাপি প্রবাসং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

গৃহিণঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বং পুনরুপপাদয়ন্তি অন্তঃস্থিতা ইতি ॥ ১০২॥

গৃহস্থের ধনে কি অন্যে কেবল যে ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি তিনটী আশ্রম রক্ষিত হয় তাহা নহে, কিন্তু সকলেই গৃহস্থের ধন দ্বারা বাঁচিয়া থাকেন। দেখ—কেহ বা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা, কেহ বা দান দ্বারা, কেহ বা প্রণয় দ্বারা, কেহ বা বলপ্রকাশ দ্বারা, ঐ গৃহস্থের ধনে পরিপালিত হয়। ৯৮।

যে গৃহস্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করেন, তিনি সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। ঐ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের শরীরে সমস্ত দেবতা যে বাস করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে সাক্ষাৎ বেদই প্রমাণ জানিবে। ৯৯।

যে সমস্ত লোকে স্বস্ব ধর্ম্ম পরায়ণ—যাহারা সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছেন—যাহারা জিতেন্দ্রিয় —যাহারা সকল তীর্থ সেবা করিয়াছেন—যাহারা পরোপকার ব্রতে একান্ত দীক্ষিত—এরূপ মহৎ ব্যক্তি সকল গৃহস্থের গৃহে আগমন করিয়া থাকেন। ১০০।

তীর্থ সেবা করিয়া লোকে যে ফল প্রাপ্ত হন, গৃহবাসী গৃহস্থও সেই ফল পাইয়া থাকেন। অতএব গৃহস্থের গৃহই তীর্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব ধনবান্ গৃহস্থ মাত্রেরই দাতা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কোন গৃহস্থ প্রবাসে গমন করিবে না। ১০১।

দেখ মূষিক প্রভৃতি কতকগুলিন ক্ষুদ্র জীব গৃহস্থের গৃহে লুকায়িত থাকিয়া জীবন ধারণ করে। গো, মৃগ, পক্ষি প্রভৃতি কতকগুলিন জীব গৃহস্থের বহির্দেশেই প্রতিপালিত হইয়া জীবন ধারণ করে। অতএব সকল জীবের উপজীব্য গৃহস্থ যে সর্ব্ব

মৃগপক্ষিমুখ্যাঃ [illegible] জীবন্তি জীবাঃ সকলোপজীব্য-
স্তস্মাদ্গৃহী সর্ব্ববরো মতো মে ॥ ১০২ ॥

শরীরমূলং পুরুষার্থসাধনং তচ্চান্নমূলং শ্রুতি-
তোঽবগম্যতে। তচ্চান্নমস্মাকমমীষু সংস্থিতং
সর্ব্বং ফলং গেহপতিক্রমাশ্রয়ম্ ॥ ১০৩ ॥

ব্রবীমি ভূয়ঃ শৃণুতাদরেণ বো গৃহাগতং পূজ-
য়তাতুরাতিথিম্। সংপূজিতো যোঽতিথিরুদ্ধ-

কিঞ্চ শরীরং মূলং যস্ত তথাবিধং পুরুষার্থসাধনং তচ্চ শরীরমন্নং মূলং যস্ত তত্তথাভূতমন্নাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্ত ইতি শ্রুতেরবগম্যতে ॥ ১০৩ ॥

এবমুক্ত্বা পুনঃ পরমহিতোপদেশায় সসাধনতামাপাদয়তি ব্রবীমীতি। যুষ্মাকং গৃহানাগতমাতুরমতিথিমাদরেণ পূজয়তে-

---

প্রধান, ইহা আমারও মত জানিবে। ১০২।

আর দেখ—পুরুষার্থ সাধনের শরীরই মূল। শরীর না থাকিলে ধর্ম্মাদির অনুশীলন হয় না। আবার ঐ শরীরের মূল যে কেবল অন্ন, তাহা বেদ হইতেই অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি যথাঃ---"অন্নাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" অন্ন হইতেই এই সমস্ত জীবজন্তু জন্মিয়া থাকে। জগতেও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, অন্নজলে শরীর পুষ্ট না হইলে শরীর দ্বারা কোন কার্য্যই হইত না। অতএব আমাদিগের গৃহপতিরূপ বৃক্ষাশ্রিত ফল সকল, এই গৃহস্থ ব্যক্তিদের উপরেই ন্যস্ত আছে। ১০৩।

আরও আমি পুনর্ব্বার তোমাদিগকে বলি-

রেৎ কুলং নিরাকৃতাৎ কিং ভবতীতি নোচ্যতে ॥ ১০৪ ॥

বিনাভিসন্ধিং কুরুত শ্রুতীরিতং কর্ম্ম দ্বিজা!
নো জগতামধীশ্বরঃ। তুষ্যেদিতি প্রার্থনয়া কৃতেন
স্বান্তস্য শুদ্ধি র্ভবিতাঽচিরেণ বঃ ॥ ১০৫ ॥

ত্যাদরপদমত্রাপ্যনুষঞ্জনীয়ং কিমত ইতি চেত্তত্রাহ সংপূজিতোঽতিথির্ব্বঃ কুলমুদ্ধরেন্নিরাকৃতাত্তস্মাৎ কিম্ভবতীতি চেত্তদত্যন্তমনিষ্টত্বাদস্মাভি র্নোচ্যতে ॥ ১০৪ ॥

কিঞ্চ শ্রুতিচোদিতং নিত্যাদিকর্ম্ম ফলাভিসন্ধিং বিনা কুরুত হে দ্বিজাঃ! জগতামধীশ্বরস্তুষ্যেদিতি প্রার্থনয়াপি নো কুরুত তেন তথাভূতেন নিষ্কারণকর্ম্মণা বোঽন্তঃকরণস্থ শুদ্ধিরচিরাদেব ভবিষ্যতি ॥ ১০৫ ॥

তেছি তোমরা আদর পূর্ব্বক শ্রবণ কর। গৃহাগত আতুর ও অতিথি দিগকে পূজা কর। গৃহাগত আতুর ও অতিথি পূজিত হইলে গৃহস্থের কুল উদ্ধার হয়। কিন্তু উহাদিগকে অন্ন পানে বঞ্চিত করিয়া তাড়াইয়া দিলে যে কি হয়—তাহা আমি বলিতেও চাহি না। ১০৪।

বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল অভিসন্ধি বিনা করিতে হইবে। হে দ্বিজগণ। "ত্রিজগতের অধীশ্বর এই সকল কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইবেন" এরূপ প্রার্থনা করিয়াও কোন কর্ম্ম করিতে নাই। যদি এইরূপে নিষ্কাম হইয়া ও ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কোন কর্ম্ম করা যায়, তবে অচিরাৎ তাহাতে সকলেরই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। ১০৫।

[illegible] সসংভ্রম[illegible]কুচতটীপটীবৎ
পাটীরাগরুনবপঙ্কাঙ্কিতহৃদঃ। [illegible] তথাপ্যেতে পুণ্যা
যতিপতিপদা[illegible]ক্লেশাঃ সদয়হৃদ-
য়াস্তাঃ [illegible]॥ ১০৬॥
সন্দিশ্যৈবং বন্ধুজান্ ভিক্ষুরাজো ভিক্ষাং চক্রে

যদপি ভবাদৃশাইত্যুক্তং তত্রাপ্যাহ। সসংভ্রমং যথা ভবতি তথা শ্লিষ্যন্ত্যো যাঃ সুকণিতিবধূট্যঃ প্রিয়বাদিন্যো বধ্বস্তাসাং কুচতট্যাঃ পটীবদাচরতা পাটীরেণ চন্দনময়েনাগরুবেণাগরু-ময়েন চ নবেন পঙ্কেনাঙ্কিতমন্তর্ব্বহিশ্চান্তঃকরণং যেষাং যদ্যপেবংভূতা এতে বয়ং তথাপি যতিপতেঃ শ্রীশঙ্করস্য পদ-কমলয়োর্ভজনোৎসবেন ক্ষীণাঃ ক্লেশা যেষাং ভজনক্ষণ ইতি বা কালবিশেষোৎসবয়োঃ ক্ষণ ইত্যমরঃ শি০ ॥ ১০৬ ॥
উপসংহরতি সন্দিশ্যেতি শা০ ॥ ১০৭ ॥

এই যে সকল মহাত্মা সাধু পুরুষদিগকে দেখিতেছেন, ইঁহাদিগকে সুকথা রূপ অল্পবয়স্কা বধূগণ সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। এবং ঐসকল কথা-রূপ বধূদিগের কুচতটে পটীর মতন যে নব অগুরু চন্দন আছে,এবং যদিচ এই সমস্ত মহাত্মাগণের ঐ পঙ্কিল অগুরু চন্দনদ্বারা বক্ষঃস্থল ও অন্তঃকরণ অঙ্কিত, তথাপি এই সুবুদ্ধিশালী সজ্জনেরা যতিবর শঙ্করাচার্য্যের পদাম্বুজ যুগলের বন্দনা উৎসবে সর্ব্বদা নিমগ্ন। এবং তাহাতেই সাধুদিগের ক্লেশ সকল ক্ষয় পাইয়াছে—অধিক কি, তাহাতেই হৃদয়ের ছবি সর্ব্বদা সকলের উপর সদয় ভাবে অবস্থিত। ১০৬।
এইরূপে বন্ধুদিগকে উপদেশ দিয়া ভিক্ষু পদ্ম-

[illegible]গেহে। [illegible]মাতুলো [illegible]
কিং [illegible] পুস্তকং শিষ্যহস্তে ॥ ১০৭॥
টীকা বিদ্বন্। [illegible]দেহীতি
প্রোচিবে [illegible]বাংশ্চ। [illegible]কীতাং [illegible]
বুদ্ধিং দৃষ্ট্বাহনন্দীৎ খেদমাপচ্চ কিঞ্চিৎ ॥ ১০৮॥
প্রবন্ধনির্ম্মাণবিচিত্রনৈপুণীং দৃষ্ট্বা প্রমোদং

এবং শ্রুত্বা ভাষ্যগা টীকেতি ব্রুবাণং পদ্মপাদং তং টীকাং দেহীতি মাতুলঃ প্রোবাচ পদ্মপাদো দত্তবাংশ্চ কিঞ্চিৎ খেদং প্রাপৎ ॥ ১০৮ ॥
তস্মৈত্যাদি বিবৃণোতি প্রেতি। বিবেদ প্রাপ খেদমিত্যাদি

পাদ মাতুলের গৃহেই অন্ন ভিক্ষা করিলেন। পরে আহার করিয়া উঠিলে মাতুল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—শিষ্য হস্তে কি একখানি পুস্তক আচ্ছাদিত রহিয়াছে ?। ১০৭।
মাতুলের কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিলেন—হে বিদ্বন্! এই পুস্তক খানি ভাষ্যের টীকা। তাহার কথা শুনিয়া মাতুল বলিলেন ঐ টীকা আমাকে একবার দেখিতে দাও। পদ্মপাদ তাহার কথা প্রমাণে টীকা দেখিতে দিলেন। মাতুল টীকা দেখিলেন পরে তাঁহার বুদ্ধি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ খেদও প্রাপ্ত হইলেন। ১০৮।
মাতুল ভাগিনেয়ের প্রবন্ধ নির্ম্মাণের বিচিত্র

স খিবেদ কিঞ্চিৎ মতান্তরাণাং কিল যুক্তিজা-
লৈর্নিরুত্তরং বন্ধনমালুলোচে ॥ ১০৯ ॥

গুরোর্মতং স্বাভিমতং বিশেষান্নিরাকৃতং তত্র
সমৎসরোঽভূৎ । সাধু র্নিবন্ধোঽয়মিতি ব্রুবাণস্তং
সাভ্যসূয়োঽপি কৃতাভিনন্দঃ ॥ ১১০ ॥

স্ফোটয়তি মতান্তরাণামিতি উ০ ॥ ১০৯ ॥

কিঞ্চ স্বাভিমতং প্রভাকরমতং বিশেষাত্তত্র নিবন্ধে নিরাকৃতমালুলোচে আলোকিতবান্ তত্রেতি পদদ্বয়ং মধ্যমণিন্যায়েনোভয়ত্রাপি সম্বন্ধনীয়ং যতএবমতস্তত্র নিবন্ধে সমৎসরোঽভূৎ সাধুর্নিবন্ধোঽয়মিতি তং ব্রুবাণঃ সাভ্যসূয়োঽপি কৃতাভিনন্দোঽভূৎ ॥ ১১০ ॥

অথ পদ্মপাদ উবাচ । ইমং পুস্তকভারং তবালয়ে ন্যস্য সেতুং গচ্ছামীত্যত্র মে মনোবর্ত্ততে স্থাপনস্য রক্ষার্থত্বাৎ সম্যকৃত্বয়া

নৈপুণ্য দেখিয়া কিঞ্চিৎ প্রমোদ লাভ করিলেন। বিবিধ যুক্তি সমূহ দ্বারা যাবতীয় মত নিরুত্তর হইয়াছে ভাবিয়া খেদান্বিতও হইলেন। ১০৯।

গুরুর অর্থাৎ প্রভাকরের মতই আপনার মত, তাহাও ঐ প্রবন্ধে বিশেষরূপে নিরাকৃত হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। "এই প্রবন্ধ অতি উত্তম হইয়াছে" এই বলিয়া অসূয়াপরবশ হইলেও তখন পদ্মপাদকে অভিনন্দন করিলেন। ১১০।

আমি এই পুস্তকের ভার আপনার গৃহে অর্পণ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করিতে মনন করিতেছে। হে বিদ্বন্! যেরূপ গোগৃহ ই-

সেতুং গচ্ছাম্যালয়ে পুস্তভারং ত্বং ন্যস্যেমং ব-
র্ত্ততে মেঽত্র জীবঃ। বিদ্বন্! যদ্বদ্গোগৃহাদৌ
পরেষাং প্রীতিঃ পূর্ণা নন্তথা পুস্তভারে ॥ ১১১ ॥

ইত্যুক্ত্বা তে মাতুলং মস্করীশঃ শিষ্যৈর্হর্ষ্যন্
নেতুমেষ প্রতস্থে। প্রস্থাতুঃ শ্রীপদ্মপাদস্য জাতং
কষ্টং চৈষ্যৎসূচনায়ৈ নিমিত্তম্ ॥ ১১২ ॥

বামং নেত্রং গন্তুরস্পন্দতৈষ বাহুঃ পুস্ফোরাপি

রক্ষা কার্য্যেত্যাশয়েনাহ হে বিদ্বন্নিতি তবেদং বিদিতমিতি সম্বোধনাশয়ঃ ॥ ১১১ ॥

ভবিষ্যৎসূচনায় কষ্টং নিমিত্তং জাতং ॥ ১১২ ॥

কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ। অস্য গন্তু র্বামং নেত্রমস্পন্দত তথৈব বামো বাহুরপি পুস্ফোর তথা চ বাম উরুরপি হস্ত খেদে

ত্যাদি রক্ষা করিতে সকল গৃহস্থের সম্পূর্ণ প্রীতি হয়, সেই মত আপনিও আমাদের এই পুস্তক ভারে প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার ভাবিয়া রক্ষা করিবেন।১১১।

মাতুলকে এই কথা বলিয়া যতিপতি পদ্মপাদ হৃষ্টচিত্তে শিষ্যগণের সহিত সেতু দর্শনে প্রস্থান করিলেন। পদ্মপাদ যখন প্রস্থান করেন, তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ স্বরূপ কষ্ট হইতে লাগিল। ১১২।

যাইবার সময় তাঁহার বামনেত্র স্পন্দিত হইল, বাম বাহু এবং বাম উরুর স্ফুরণ হইল, সম্মু

বামস্তথোক্তঃ। চুক্ষাবোচ্চৈরেব কশ্চিৎ পুরস্তা-
ত্তৎসর্ব্বং দ্রাক্ সোহগণিত্বা জগাম ॥ ১১৩ ॥

গতেঽত্র মেনে কিল মাতুলস্য গ্রন্থে স্থিতেঽস্মিন্
গুরুপক্ষহানিঃ। দগ্ধেঽত্র জায়েত মহান্ প্রচারো
নোক্ত্যা নিরাকর্ত্তুমপি প্রভুত্বম্ ॥ ১১৪ ॥

পক্ষস্য নাশাদ্গৃহনাশ এব নো বরং গৃহেণৈব
দহামি পুস্তকম্। এবং নিরূপ্য স্বমদধাদ্ধুতাশনং
চুক্রোশ চাগ্নির্দহতীতি মে গৃহম্ ॥ ১১৫ ॥

ঐতিহ্যমাশ্রিত্য বদন্তি চৈবং তদেব মূলং মম-
ভাষণেঽপি। যাবৎকৃতং তাবদিহাস্য কর্ত্তুঃ পাপং
ততঃ স্যাদ্দ্বিগুণং প্রবক্তুঃ ॥ ১১৬ ॥

কশ্চিৎ পুরস্তাদুচ্চৈশ্চুক্ষাব ক্ষুতং কৃতবান্ তৎসর্ব্বং সোঽগণয়িত্বা ঝটিতি জগাম ॥ ১১৩ ॥

অস্মিন্ পদ্মপাদে গতে সতি অত্রাস্মিন্ গ্রন্থে দগ্ধে সতি গুরুপক্ষস্য মহান্ প্রচারঃ নন্থ বাচৈবমতং নিরাকর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ উক্ত্যা নিরাকর্ত্তুং প্রভুত্বং নাস্তি ইদমসঙ্গতমিত্যুক্ত্যাঽপীতি বা উং ॥ ১১৪ ॥

তস্মাৎ স্বগৃহেণ সহৈব পুস্তকং দহামি যতঃ স্বপক্ষনাশাদ্গৃহনাশ এব নোঽস্মাকং বরমিতি স্বমনসি বিচার্য্য গৃহে বহ্নিং স্থাপিতবানগ্নে গৃহমগ্নির্দহতীতি চুক্রোশ ॥ ১১৫ ॥

নন্থ গুপ্তমেব ময়া প্রকাশিতং যতো যাবৎকৃতং তাবদেবেহ কর্ত্তুঃ পাপং স্যাৎ প্রবক্তুস্তু ততঃ কর্ত্তুঃ সকাশাদ্দ্বিগুণং স্যাৎ অপ্রকাশিতপ্রকাশকং কথনং কৃতং দ্বিগুণপাপাবহমিতি বোধনায় প্রশব্দঃ ॥ ১১৬ ॥

একজন যেন উচ্চরবে ক্ষুৎ (হাঁচি) করিতে লাগিল। জ্ঞানবান্ পদ্মপাদ ঐ সমস্ত গণনা না করিয়া শীঘ্র গমন করিলেন। ১১৩।

পদ্মপাদ গমন করিবার পর তাঁহার মাতুল মনে মনে বিবেচনা করিলেন। যদি এই পুস্তক খানি রাখা যায়, তবে আমার গুরুপক্ষের (প্রভাকরের) হানি হয়। কিন্তু যদি এই পুস্তক খানি দগ্ধ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে গুরুপক্ষের অত্যন্ত প্রচার হয়। কথা কহিয়া, কি বাদানুবাদ করিয়া, ভাগিনেয়ের মত নিবারণ করিতেও আমার সামর্থ্য নাই। ১১৪।

"অতএব স্বকীয় গৃহের সহিত পুস্তক খানি দগ্ধ করিব। কারণ, আপনার পক্ষ নাশ অপেক্ষা বরং আমাদের গৃহনাশ হওয়া ভাল।" এইরূপ আপনার মনে বিচার করিয়া গৃহে অগ্নি স্থাপন করিলেন। "অগ্নি আমার গৃহ দগ্ধ করিতেছে" বলিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিলেন। ১১৫।

কোন এক কুকর্ম্ম করিলে যত টুকু পাপ হয়, যে ব্যক্তি আবার ঐ কুকর্ম্মের কথা প্রকাশ করে, তাহার দ্বিগুণতর পাপ হইয়া থাকে। সুতরাং আমি যে ঐ কথা কহিতেছি, এ বিষয়েও ঐ কথা মূল। সাধারণ লোকে ও এইরূপ কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া পাপ কর্ম্মের কথা কহিয়া থাকে। ১১৬।

গচ্ছন্নসৌ ফুল্লমুনের্জগাম তমাশ্রমং যত্র চ রামচন্দ্রঃ। অশ্বত্থমূলে ন্যধিত স্বচাপং স্বয়ং কুশানামুপরি ন্যষীদৎ ॥ ১১৭ ॥

তীর্ত্বা সমুদ্রং জনকাত্মজায়াঃ সংদর্শনোপায়মনীক্ষমাণঃ। বসুন্ধরায়াং প্রবণাঃ প্লবঙ্গা ন বারিরাশৌ প্লবনং ক্ষমন্তে ॥ ১১৮ ॥

সঞ্চিন্তয়ন্নিতি কুশাসনসন্নিবিষ্টো জ্যোতিস্তদৈক্ষত বিদূরগমেব কিঞ্চিৎ। সম্ব্যাপ্নুবজ্জগদিদং সুখশীতলং যৎ সংপ্রার্থনীয়মনিশং মুনিদেবতাভিঃ ॥ ১১৯ ॥

আগচ্ছদাত্মাভিমুখং নিরীক্ষ্য সর্ব্বে তদুত্তস্থুরুদারবীর্য্যাঃ। ততঃ পুমাকারমদৃশ্যতৈতন্মহাপ্রভামণ্ডলমধ্যবর্ত্তি ॥ ১২০ ॥

মধ্যেপ্রভামণ্ডলমৈক্ষতাঞ্চিতং শিবাকৃতিং সর্ব্বতপোময়ং পুনঃ। লোপাদিমুদ্রাসহিতং মহামুনিং প্রাবোধি কুম্ভোদ্ভবমাদরাজ্জনৈঃ ॥ ১২১ ॥

গচ্ছন্নসৌ পদ্মপাদঃ ফুল্লমুনেস্তং প্রসিদ্ধমাশ্রমং জগাম যত্র চ রামচন্দ্রোঽশ্বত্থমূলে চাপং ন্যধিত স্বয়ং কুশানামুপরি ন্যষীদৎ উপবিষ্টবান্ আ০ ॥ ১১৭ ॥

সমুদ্রং তীর্ত্বা জানক্যা যদ্দর্শনং তত্রোপায়মনীক্ষমাণঃ প্লবঙ্গা বানরা ভূমৌ প্রবণাঃ প্লবনশীলা বারিরাশৌ প্লবনং ন ক্ষমন্তে ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কুশাসনসন্নিবিষ্টঃ শ্রীরামচন্দ্রস্তদা বিদূরগমেব কিঞ্চিজ্জ্যোতিরৈক্ষত তদ্বিশিনষ্টি সংব্যাপ্নুবদিতি উ০ ব০ ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥

• এতজ্জ্যোতিঃ উ০ ॥ ১২০ ॥

প্রভামণ্ডলস্য মধ্যে স্ফুরৎ শিবাকৃতি তপোময়ং জ্যোতিরৈক্ষত পুনঃ লোপা আদির্যস্যাস্তথাভূতয়া মুদ্রয়া লোপমুদ্রেতি যাবত্তয়া সহিতং কুম্ভোদ্ভবমগস্ত্যং জনৈঃ সহ প্রাবোধি জনৈঃ করণৈরিতিবা ॥ ১২১ ॥

ফুল্লমুনির যে আশ্রমে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে রামচন্দ্র শরাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং যে আশ্রমে কুশাসনের উপরি উপবেশন করিয়াছিলেন, পদ্মপাদ যাইতে যাইতে ফুল্লমুনির সেই প্রসিদ্ধ আশ্রমে গমন করেন। ১১৭।

বানরেরা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া যে স্থানে অধোবদনে ধরাতলে বসিয়াছিল—"সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া জানকীকে কিরূপে দর্শন করিব?" এই উপায় না দেখিয়া রামচন্দ্র যে স্থানে কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী এক তেজ দর্শন করেন যে, ঐ জ্যোতি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে—সুখদায়ক ও সুশীতল ঐ জ্যোতির মুনি ও দেবতাগণ সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ১১৮। ১১৯।

ঐ তেজ সকলের সম্মুখে আসিতে দেখিয়া বলবীর্য্যসম্পন্ন তাহারা সকলেই শীঘ্র উত্থিত হইল। অনন্তর মহাপ্রভামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পুরুষাকৃতি এক তেজঃ পুঞ্জ দৃষ্ট হইল। ১২০।

প্রভা মণ্ডলের মধ্যে সকলে প্রদীপ্ত এবং শিবাকৃতি ও তপোময় এক জ্যোতি পুনরায় দর্শন করিল। অনন্তর সকলে লোপামুদ্রাপত্নীর সহিত মহামুনি

অগস্ত্যদৃশ্বা রঘুনন্দনস্ততঃ সখেদমন্তঃকরণো-ত্থমত্যজৎ। প্রায়ো মহদ্দর্শনমেব দেহিনাং ক্ষিণোতি খেদং রবিবন্মহাতমঃ ॥১২২॥

সভার্য্যমর্ঘ্যাদিভিরর্চয়িত্বা রামস্তদঙ্ঘ্রিং শিরসা ননাম। তূষ্ণীং মুহূর্ত্তব্যসনার্ণবস্থো ধৃতিং সমাস্থায় পুনর্ব্বভাষে ॥ ১২৩ ॥

দৃষ্ট্বা ভবন্তং পিতৃবৎপ্রমোদে যস্মামগা দুঃখমহা-র্ণবস্থম্। মন্যে মমাত্মানমবাপ্তকামং বংশো মহান্মে তপনাৎপ্রবৃত্তঃ ॥ ১২৪ ॥

ন তত্র মাদৃগ্ জনিতা ন জাতঃ পদচ্যুতোঽহং প্রথমং সভার্য্যঃ। সলক্ষ্মণোঽরণ্যমুপাগতশ্চ মারীচ-মায়ানিহতান্তরঙ্গঃ ॥ ১২৫ ॥

তথাপি ভার্য্যামহৃত চ্ছলেন স রাবণো রাক্ষস-

অগস্ত্যদৃশ্বা অগস্ত্যং দৃষ্টবান্ ততোদর্শনানন্তরং অন্তঃকর-ণোত্থং খেদমত্যজৎ ॥ ১২২ ॥

দুঃখসাগরস্থো মুহূর্ত্তং তূষ্ণীভূত্বা ধৃতিং সমাস্থায় পুনরুবাচ ॥ ॥ ১২৩ ॥

পিতৃবত্তবন্তং দৃষ্ট্বা প্রমোদে যস্মাদ্দুঃখমহার্ণবস্থং মাং ত্বমগাঃ আগতবানসি অহমাত্মানং প্রাপ্তকামং মন্যে এবং মুনিমভিমুখী-কৃত্য স্বদুঃখমাবেদয়তি মে মহান্ বংশস্তপনাদাদিত্যাৎ প্রবৃত্তঃ ন তত্রেতি পরেণান্বয়ঃ ইং০ ॥ ১২৪ ॥

তস্মিন্ বংশে মম সদৃশো নোৎপৎস্যতে নাপ্যজনিষ্ট কুত ইতি চেদেবংবিধত্বান্ মমেত্যাহ আদৌ সভার্য্যঃ পদাদ্রাজ্যাৎ প্রচ্যুতস্তত্রাপ্যযোধ্যায়াং ন স্থিতঃ কিন্তু সলক্ষ্মণোবনমুপা-গতঃ তত্রাপি মারীচমায়য়া নিহতান্তঃকরণঃ উ০ ॥ ১২৫ ॥

আগস্ত্যকে আদর পূর্ব্বক দর্শন করিল। ১২১।

অগস্ত্য মুনিকে দর্শন করিয়া রামচন্দ্র অন্তঃ-করণের সমস্ত খেদ ত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্রের দুঃখ ত্যাগ করিবার কারণ এই, সূর্য্য যেরূপ গাঢ় তিমির ধ্বংস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহৎ ব্যক্তির দর্শনমাত্র দেহীগণের প্রায়ই সমস্ত খেদ অপহৃত হয়। ১২২।

রামচন্দ্র পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা ভার্য্যার সহিত অগ্যস্ত মুনির অর্চনা করিয়া পরে প্রণত মস্তকে তাঁহার চরণে পতিত হন। মুহূর্ত্তকাল বিপদ্ স-মুদ্রে নিমগ্ন থাকিয়া মৌন অবলম্বন করেন, এবং ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন। ১২৩।

পিতৃ তুল্য আপনাকে দর্শন করিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি। কারণ, আপনি আমাকে দুঃখার্ণবে মগ্ন জানিয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছেন। আমার বিবেচনা হইতেছে—(আমি জন্মগ্রহণ করিয়াও কখন পূর্ণমনোরথ হইব না) এই কারণে আমার মহান্ বংশ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ১২৪।

সেই বংশে আমার মতন কেহ জন্মিবে না এবং কেহ কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। নতুবা আমি ভার্য্যার সহিত এরূপ রাজ্য হইতে চ্যুত হইলাম কেন? রাজ্যচ্যুত হইয়া ও নিস্তার নাই—অযো-ধ্যানগরেও থাকিতে পারি নাই—লক্ষ্মণের সহিত বনে আগমন করি। পরে মারীচ রাক্ষসের মায়ায়

পুঙ্গবো মে। সা চাধুনাঽশোকবনে সমাস্তে কৃশা বিয়োগাৎ স্বতএব তন্বী ॥ ১২৬ ॥

তীর্ত্বা সমুদ্রং বিনিহত্য দুষ্টং বলেন সীতাং মহতা হরামি। যথা তথোপায়মুদাহর ত্বং ন মে ত্বদন্যোঽস্তি হিতোপদেষ্টা ॥ ১২৭ ॥

ইতীরিতো বাচমুবাচ বিদ্বাত্মা রাম! শোকস্য বশং গতোঽভূঃ। বংশদ্বয়ে সন্তি নৃপা মহান্তঃ সম্প্রাপ্য দুঃখং পরিমুক্তদুঃখাঃ ॥ ১২৮ ॥

ত্বমগ্রণী দাশরথে! ধনুর্ভৃতাং তবানুজস্যাপি সমো ন লক্ষ্যতে। প্লবঙ্গমানামধিপস্য কোটিশো মামুঞ্চ মামুঞ্চ বচো বিনাথবৎ ॥ ১২৯ ॥

সহায়সম্পত্তিরিয়ং তবাস্তি হিতোপদেষ্টাঽপ্যহমস্মি কশ্চিৎ। বারাং নিধিঃ কিং কুরুতে তবায়ং স্মরাধুনা গোষ্পদমাত্রমেনম্ ॥ ১৩০ ॥

তত্রাপি রাক্ষসপুঙ্গবো রাবণো মে ভার্য্যাং ছলেনাহৃত তন্বী কৃশাঙ্গী ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥

যদুক্তং ন তত্র মাদৃগিতি তত্রাহ ত্বমিতি। তস্মাদ্বিনাথবদনাথবদ্দীনং বচো মা মুঞ্চ মা মুঞ্চেতি সংভ্রমে বীপ্সা। ১২৯ ॥

জলানাং নিধিঃ সমুদ্রঃ ॥ ১৩০ ॥

অন্তরঙ্গ নিহত হয়। তাহাতেও দুঃখের অবসান হয় নাই, রাক্ষসপতি রাবণ ছলপূর্ব্বক আমার ভার্য্যা জানকীকে হরণ করে। স্বাভাবিক কৃশাঙ্গী সেই জানকী এক্ষণে আমার বিয়োগে আরও কৃশতনু হইয়া এক্ষণে রাবণের অশোক বনে বাস করিতেছে ॥ ১২৫। ১২৬।

এক্ষণে যে উপায়ে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, দুষ্ট রাবণকে বধ করিয়া, মহৎ বল প্রকাশ পূর্ব্বক সীতাকে উদ্ধার করিতে পারি; আপনি এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। আপনি ভিন্ন আমার আর কোন হিতোপদেশক জগতে নাই। ১২৭।

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সুধীবর অগস্ত্য মুনি বলিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র! তুমি ইহার জন্য শোকের বশতাপন্ন হইও না। উভয় বংশেই এমন অনেক উদার চেতা নৃপতি সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—যাঁহারা প্রথমে দুঃখ পাইয়া পরিশেষে দুঃখ হইতে মুক্ত হন। ১২৮।

হে দাশরথে! ধনুর্ধারী যত বীর পুরুষ আছে তুমি সকলের অগ্রগণ্য। তোমার অনুজ লক্ষ্মণের তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কাহাকেও দেখা যায় না। কোটী কোটী বানরের অধিপতি সুগ্রীব, তোমার অধীনতা বহন করিতেছে। অতএব অনাথের মতন এরূপ বাক্য আর কখন প্রয়োগ করিও না—আর কখন মুখে আনিও না। ১২৯।

এই সমস্ত তোমার সহায় সম্পত্তি রহিয়াছে। আমিও তোমার এক জন হিতোপদেশক রহিয়াছি। তবে আর এই সমুদ্র তোমার কি করিবে?

পুরেব চার্ব্বব্ধিমহং পিবামি শুষ্কেঽত্র তেন প্রতিযাহি লঙ্কাম্। এবং ময়া কীর্ত্তিরুপার্জ্জিতা স্যাদ্বদ্ধে তু বার্দ্ধৌ তব সার্জ্জিতা স্যাৎ ॥ ১৩১ ॥

সেতুং বার্দ্ধৌ বন্ধয়িত্বা জহি ত্বং দুষ্টং চৌর্য্যাদ্যেন সীতা হৃতাসীৎ। প্রাপ্নোষি ত্বং কীর্ত্তিমাচন্দ্রতারং তেনাত্রাব্ধিং বন্ধয় ত্বং কপীন্দ্রৈঃ ॥১৩২ ॥

ইত্থং যত্র প্রেরিতোঽগস্ত্যবাচা সেতুং রামো বন্ধয়ামাস বার্দ্ধৌ তুঙ্গৈঃ শৃঙ্গৈর্ব্বানরৈস্তেন গত্বা তং হত্বাজৌ জানকীমানিনায় ॥ ১৩৩ ॥

তত্তাদৃক্ষে তত্র তীর্থে স ভিক্ষুঃ স্নাত্বা ভক্ত্যা রামনাথং প্রণম্য। তত্র শ্রদ্ধোৎপত্তয়ে মানুষাণাং শিষ্যেভ্যস্তদ্বৈভবং সম্যগূচে ॥ ১৩৪ ॥

তন্মাহাত্ম্যং বর্ণয়ন্তং মুনিং তং পপ্রচ্ছৈনং কশ্চিদেবং বিপশ্চিৎ। রামেশাখ্যা কিং সমাসোপপন্না পৃষ্টস্ত্রেধাবোচদেবং সমাসম্ ॥ ১৩৫ ॥

চারুঃ সুন্দরশ্চাসাবব্ধিশ্চ তং চারু যথাস্যাত্তথেতি বা তেন পানেনাস্মিন্ সমুদ্রে শুষ্কে সতি সা কীর্ত্তিঃ ॥ ১৩১ ॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ সমুদ্রে সেতুং বন্ধয়িত্বা দুষ্টং জহি যেন চৌর্য্যাৎ সীতা হৃতা আসীৎ শালি° ॥ ১৩২ ॥

তুঙ্গৈরুচ্ছ্রিতৈস্তেন সেতুনা তং রাবণং আজৌ সংগ্রামে ১৩৩ ॥ ১৩৪ ॥

কেন সমাসেনোপপন্না ॥ ১৩৫ ॥

তুমি এক্ষণে এই সমুদ্রকে গোষ্পদ মাত্র বোধ করিয়া কার্য্য কর। ১৩০।

আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি পূর্ব্বে যেমন এক বার উত্তমরূপে এই সমুদ্র পান করিয়াছিলাম তাহাও করিতে পারি। সমুদ্র শুষ্ক হইলে তুমি সহজে লঙ্কায় গমন কর। এই রূপে সমুদ্র পান করিয়া আমি কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলাম। কিন্তু সমুদ্র বন্ধন করিতে পারিলে তুমি আবার ঐরূপ কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ১৩১।

যে ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা সীতাকে হরণ করিয়াছে, তুমি সেতু বন্ধন করিয়া সেই দুষ্ট দশাননকে বধ কর। যতকাল জগতে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততকাল তোমার এই অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে। অতএব এক্ষণে কপীন্দ্রগণের দ্বারা সমুদ্রে সেতু বন্ধন করাও। ১৩২।

এই রূপে অগস্ত্য মুনির বচনের বশবর্ত্তী হইয়া রামচন্দ্র সমুদ্রে বানরগণ দ্বারা ও অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ দ্বারা সেতু বন্ধন করাইয়াছিলেন—এবং সেই সেতু দ্বারা লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া যে স্থানে জানকীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। এরূপ মহাতীর্থে ভিক্ষু পদ্মপাদ স্নান করিয়া ভক্তিভাবে রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তথায় মানবগণের শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য শিষ্যদিগের নিকটে রামচন্দ্রের বৈভবের কথা বর্ণন করেন। ১৩৩।১৩৪।

যখন পদ্মপাদ সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মাহাত্ম্য

রবুর্ব্বহস্তৎপুরুষং পরং জগৌ শিরো বহুব্রীহি-
সমাসমেরয়ৎ। রামেশ্বরে নামনি কর্ম্মধারয়ং পরং
সমাহুঃ স্ম সুরেশ্বরাদয়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

এবং নিশ্চিত্যোদিতং তৎসমাসং শ্রুত্বা তত্রত্যো
বুধো যোহভ্যনন্দৎ। অম্ভোজাঙ্ঘ্রিস্তৈরথ স্তূয়মানঃ
কঞ্চিৎ কালং তত্র যো গীড়নৈষীৎ॥ ১৩৭ ॥

রামস্যেশ ইতি তৎপুরুষং কেবলং শ্রীরামচন্দ্রো জগৌ শিবস্তু রাম ঈশো যস্যেতি বহুব্রীহিসমাসং কেবলমুক্তবান্ ইন্দ্রাদয়স্তু রামশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি কর্ম্মধারয়ং পরং সমাহুঃ স্ম উং ॥ ১৩৬ ॥

তস্যা রামেশাখ্যায়াঃ সমাসং তত্রত্যো বিপশ্চিৎসমুদায়ঃ যোগীট্ যোগীশঃ শালিং ॥ ১৩৭ ॥

বর্ণনা করেন, তখন কোন এক জন বিদ্বান্ শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করে—"রামেশ" এই পদটী কোন্ সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে? শিষ্যের এই কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিলেন—"রামেশ" এই পদটী তিন প্রকার সমাস দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। ১৩৫।

রামচন্দ্র "রামেশ" এই পদে "রামস্য ঈশঃ" রামের ঈশ্বর অর্থাৎ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস স্বীকার করিয়াছেন। মহাদেব "রামেশ" এইপদে "রাম ঈশো যস্য" রাম যাহার ঈশ্বর—এইরূপে কেবল বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ "রামেশ" এই পদে "রামশ্চাসৌ ঈশশ্চেতি" যিনি রাম তিনি ঈশ্বর—এইরূপে কর্ম্মধারয় সমাস স্বীকার করিয়াছেন। ১৩৬।

তস্মাদার্য্যঃ প্রস্থিতোহভূৎ সশিষ্যঃ তীর্থস্নানো-
পাত্তচিত্তামলত্বঃ॥ পশ্যন্ দেশান্ মাতুলীয়ং জগাহে
গেহং দাহং তস্য পুত্রেন সার্দ্ধম্॥ ১৩৮ ॥

শ্রুত্বা কিঞ্চিৎখেদমাপেদিবাংসং মত্বা মত্বা ধৈর্য্য-
মাপে দিবাংসম্। শ্রাবং শ্রাবং মাতুলেযস্য তীব্রং
দাহং গেহস্যানুকম্পাং ব্যধত্ত ॥ ১৩৯ ॥

স্নানেনোপাত্তং চিত্তনির্ম্মলত্বং যেন স তস্য গৃহস্য পুস্তকেন সহ দাহং শ্রুত্বেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

মত্বা মত্বা পদার্থস্বরূপং জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা ধৈর্য্যমাপ্নুবন্তং মাতুলসম্বন্ধিনো গেহস্য তীব্রং দাহং শ্রুত্বা শ্রুত্বা করুণাং বিহিতবান্ তং মাতুলঃ আহেতি শেষঃ এবম্ভূতো পদ্মপাদো বিশ্বস্তেত্যেবমাদিপ্রকারেণ ব্রুবন্তং মাতুলং ইতি বা সম্বন্ধঃ ইং০ ॥ ১৩৯ ॥

ঐ স্থানের যে পণ্ডিত পদ্মপাদকে "রামেশ" এই পদের সমাসের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তিনি পদ্মপাদের নির্দ্ধারিত এই সমাস বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং পদ্মপাদের অভিনন্দনা করিলেন। অনন্তর যোগিরাজ পদ্মপাদ শিষ্যগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কাল সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে কাল যাপন করিলেন। ১৩৭।

আর্য্য পদ্মপাদ ঐ তীর্থে স্নান করিয়া চিত্তের নির্ম্মলতা লাভ পূর্ব্বক শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ঐ তীর্থ হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় নানাবিধ দেশ দেখিতে দেখিতে পুনর্ব্বার মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুস্তকের সহিত গৃহ দগ্ধ হওয়াতে মাতুল কিঞ্চিৎ খেদান্বিত হই-

বিশ্বস্য মাং নিহিতবানসি পুস্তভারং তং চাদহ-
চ্চু তরহঃ পতিতঃ প্রমাদাৎ। তাবন্ন মে সদন-
দাহকৃতোঽনুতাপো যাবাংস্তু পুস্তকবিনাশকৃতো
মম স্যাৎ ॥ ১৪০॥

ইত্থং ব্রুবন্তং তমথো ন্যগাদীৎ পুস্তং গতং বুদ্ধি-
রবস্থিতা মে। উক্ত্বা সমারব্ধ পুনশ্চ টীকাং কর্ত্তুং
স ধীরো যতিবৃন্দবন্দ্যঃ ॥ ১৪১ ॥

দৃষ্ট্বা বুদ্ধিং মাতুলস্তস্য ভূয়ো ভীতঃ প্রাস্যন্তো-
জনে তন্মনোহরম্। কিঞ্চিৎ ত্বন্যং পূর্ব্ববন্ন ক্ষ-
মীষ্ট টীকাং কর্ত্তুং কেচিদেবং ব্রুবন্তি ॥ ১৪২ ॥

অত্রান্তরেঽন্যৈর্নিজবচ্চরদ্ভিঃ স্বৈস্তীর্থযাত্রাং
দয়িতৈঃ সতীর্থ্যৈঃ। অর্থাদুপেত্যাশ্রমতঃ কনিষ্ঠৈ-
র্জ্ঞাতঃ সখেদৈঃ স মুনিঃ সমৈক্ষি ॥ ১৪৩ ॥

নিহিতবানসি স্থাপিতবানসি বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। তং চ প্রমাদাৎ পতিতো হুতাশোঽদহৎ বং ॥ ১৪০ ॥

ন্যগাদীদুক্তবান্ টীকাং কর্ত্তুমারম্ভং কৃতবান্ ইং০ ॥ ১৪১ ॥

প্রাস্যৎ প্রাক্ষিপৎ ন ক্ষমীষ্ট সমর্থো নাভূৎ শালিং ॥ ১৪২ ॥

অত্রান্তরে স্বয়ং তীর্থযাত্রাং চরদ্ভির্দয়িতৈঃ স্বীয়ৈঃ সতীর্থ্যৈরাশ্রমাৎ কনিষ্ঠৈর্যদৃচ্ছযোপেত্য জ্ঞাতঃ সখেদৈঃ স মুনিঃ সমৈক্ষি সংদৃষ্টঃ ইং০ ॥ ১৪৩ ॥

য়াছেন শুনিয়া—পরে পদার্থের স্বরূপ জানিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছেন মানিয়া—এবং মাতুলগৃহের ভীষণ দাহ কাণ্ড শ্রবণ করিয়া—পদ্মপাদ করুণা প্রকাশ করিলেন। ১৩৮। ১৩৯।

মাতুল তাঁহাকে বলিলেন—তুমি বিশ্বাসের সহিত পুস্তকভার আমাতে স্থাপন করিয়াছ। কিন্তু প্রমাদ বশতঃ পতিত হইয়া অনলে ঐ পুস্তক সকল দগ্ধ করিয়াছে। দেখ পুস্তকের বিনাশ হওয়াতে আমার যেরূপ অনুতাপ হইয়াছে, সেরূপ অনুতাপ আমার গৃহ দাহ হওয়াতেও হয় নাই। ১৪০।

মাতুলের এই কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিলেন "পুস্তক নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ, এখনও আমার সেই রূপ বুদ্ধি আছে।" এই কথা বলিয়া যতিপূজ্য পণ্ডিত পদ্মপাদ পুনরায় টীকা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪১।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—মাতুল পদ্মপাদের বুদ্ধি দেখিয়া পুনর্বার ভীত-হইলেন। অবশেষে ভোজনকালে যাহাতে মনোবৃত্তি হরণ করে, এমন এক বিষাক্ত দ্রব্য খাদ্যসামগ্রীতে নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই তিনি পূর্ব্বমত টীকা করিতে আর সমর্থ হন নাই ॥১৪২॥

ইত্যবসরে পদ্মপাদের মতন আর কতক গুলিন লোকে স্বীয় প্রিয়শিষ্য গণের সহিত তীর্থ-যাত্রা উপলক্ষে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিল এবং খিন্নমনে মুনিকে দেখিতে লাগিল। ১৪৩।

দৃষ্ট্বা পদ্মাঙ্ঘ্রিং ক্রমাত্তে প্রণেমুস্তৎপাদাম্ভোজী-রেণুং দধানাঃ। অন্যোন্যং প্রাগাদধুস্তে ততশ্চা-নেকানেহোঽযোগজৈক্যান্নমাংসি ॥ ১৪৪ ॥

বাণীনির্জ্জিতপন্নগেশ্বরগুরুপ্রাচেতসা চেতসা বিভ্রাণা চরণং মুনের্ব্বিরচিতব্যাপল্লবং পল্লবম্। ধুন্বন্তং প্রভয়া নিবারিততমাশঙ্কাপদং কামদং রেজে-ঽন্তেবসতাং সমষ্টিরসুহৃত্তত্যাহিতাত্যাহিতা ॥ ১৪৫ ॥

শুশ্রাব সাঽন্তেবসতাং সমষ্টিঃ স্বদেশকীয়াং সু-খদাং সুবার্তাম্। অর্থাৎ সমীপাগততঃ কুতশ্চিদ্ দ্বিজেন্দ্রতঃ সেবিতসর্ব্বতীর্থাৎ ॥ ১৪৬ ॥

অথ গুরুবরমনবেক্ষ্য নিতান্তং ব্যথিতহৃদো মুনিবর্য্যবিনেয়াঃ। কথমপি বিদিততদীয়সুবার্তাঃ সমধিগতাঃ কিল কেরলদেশান্ ॥ ১৪৭ ॥

অনেককালাযোগজন্যাদৈক্যাৎ ঝটিতি অন্যোন্যং নমাংসি নমস্কারান্ দদুরাদদুশ্চ শালি০ ॥ ১৪৪ ॥

বাণ্যা নির্জ্জিতাঃ শেষগুরুবাল্মীকাদযো যয়া সা চেতসা মুনেঃ শ্রীশঙ্করস্য চরণং বিভ্রাণা রেজে চরণং বিশিনষ্টি, বিরচিতব্যং ভবিতব্যমাপল্লবং পল্লববৎ ধুন্বন্তং প্রভয়া নিবারিততমমতি-শয়েন নিবারিতমাশঙ্কানাং পদমাশ্চর্য্যভূতমজ্ঞানং যেন পুনশ্চ কামদং পুরুষার্থচতুষ্টয়প্রদং শিষ্যাণাং সমষ্টিং বিশিনষ্টি। অসু-হৃতাং প্রাণহৃতাং ক্ষুৎপিপাসাদীনাং তত্যা পঙ্ক্ত্যা নিমিত্তভূত-য়া আহিতং স্বীকৃতমত্যাহিতং জীবনাপেক্ষং কর্ম্ম যয়া সা অত্যা-হিতং মহাভীতৌ জীবনাপেক্ষকর্ম্মণীতি মেদিনী শা০ ॥ ১৪৫ ॥

সান্তেবসতাং সমষ্টিঃ কুতশ্চিদ্দেশাদর্থাৎ সমীপমাগতাৎ সেবিতসর্ব্বতীর্থাদ্দ্বিজাৎ স্বদেশকীয়াং সুসুখদাং সুবার্ত্তাং শুশ্রাব ইং০ ॥ ১৪৬ ॥

অথানন্তরং গুরুবরং শ্রীশঙ্করমনবেক্ষ্যাত্যন্তং ব্যথিতং হৃদোযাং কথমপি বিদিতা ভগবৎপাদাঃ কেরলেষু সন্তীতি গুরুসম্বন্ধিনী বার্ত্তা যৈস্তে মুনিবর্য্যশিষ্যাঃ কেরলাখ্যদেশাৎ সং-প্রাপ্তাঃ। নবমে ভবতি শুরাবুপচিত্রা ॥ ১৪৭ ॥

ক্রমশঃ তাঁহারা পদ্মপাদকে দেখিয়া তাঁহার পাদ-পদ্মের রেণু ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল। বহুকাল পর্য্যন্ত যোগ কার্য্যের জন্য একতা থাকাতে শীঘ্র পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার দান করিল এবং নমস্কার গ্রহণ করিল। ১৪৪।

তৎকালে কতকগুলি শিষ্য সমষ্টি স্ব স্ব বাক্য দ্বারা পরাজ, বৃহস্পতি এবং বাল্মীকিকে পরাজয় করিয়া এবং প্রাণহারী ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা যে জীবন নষ্ট হয় তাহা স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎ বিপদ্ রূপ পল্লবের কম্পন কর্ত্তা এবং প্রভাদ্বারা শঙ্কাস্পদ অজ্ঞানের নিবারক ও ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চারি প্রকার পুরুষার্থ দাতা মুনিবর শঙ্করের চরণ ধারণ পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিল ॥১৪৫ ॥

একজন ব্রাহ্মণ দেশ হইতে অত্যন্ত নিকটে আসিয়াছেন এবং তিনি সকলতীর্থ সেবা করিয়া-ছেন। পরে ঐ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শিষ্য সকল স্বদেশীয় সুখময় সম্বাদ সকল শুনিতে লাগিল ॥ ১৪৬ ॥

অনন্তর মুনিবরের শিষ্য গণ গুরুবর শঙ্করকে দেখিতে না পাইয়া ব্যথিত-মনে "গুরুদেব কে-রল দেশে অবস্থান করিতেছেন" [illegible]

বি[illegible] [illegible]হুরূপমিদং [illegible]বিশং [illegible]-

[illegible]কোঽপি ভবান্ বিভাত্যনেকঃ ॥ ১৫২ ॥

ইতিদেবমভিষ্টু বিশিষ্টস্তুতিভিতোঽসৌ [illegible]

সন্নিবিষ্টঃ । চিরকালবিয়োগদীনচিত্তৈঃ শিরসা-

শিষ্যগণৈরথো ববন্দে ॥ ১৫৩ ॥

গুরুণা কুশলানুযোগপূর্ব্বং সদয়ং শিষ্যগণেষু

সান্ত্বিতেষু । [illegible]দীনমনাঃ [illegible]-

[illegible]দিকং স পদ্মপাদঃ ॥ ১৫৪ ॥

ভগবন্নভিগম্য রঙ্গনাথং পথি পদ্মাক্ষ[illegible] নিব-

র্ত্তমানঃ । বহুধা বিহিতানুনীতিনীতো বত পূর্ব্বা-

শ্রমমাতুলেন গেহে ॥ ১৫৫ ॥

অহমস্য পুরোভিদাবদেন্দোরপি পূর্ব্বাশ্রমবাস-

নানুবন্ধাৎ । অপঠং ভবদীয়ভাষ্যটীকামজয়[illegible]

কৃতানুযোগমেনম্ ॥ ১৫৬ ॥

ন কেবলমেতাবদেবাপি তু স্বয়মেকোঽপি ভবান্ বহু-

রূপমিদং বিশ্বং প্রবিশ্যানেকো বিভাতীতি সদৃষ্টান্তমাহ । বিবি-

ধেষু জলাশয়েষু যথা সূর্য্যঃ প্রতিবিম্বিতস্বভাবস্তথাশয়েষু

প্রতিবিম্বিতস্বভাবঃ সোঽয়ং ভবানিত্যন্বয়ঃ । তথা চ শ্রুতিঃ

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপোভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্ ।

উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপোদেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোঽয়মাত্মা

ইতি ॥ ১৫২ ॥

ববন্দ ইতি কর্ম্মণি লিট্ তে তং শিরসাবন্দিরে ইত্যর্থঃ

॥ ১৫৩ ॥

কুশলিনো ভবন্ত ইতি কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বকং সদয়ং যথাস্যাত্তথা

সান্ত্বিতেষু শিষ্যগণেষু মধ্যে স পদ্মপাদোঽজহদ্গদ্গদিকং যথা-

স্যাত্তথাঽবাদীৎ ॥ ১৫৪ ॥

পূর্ব্বাশ্রমমাতুলেন স্বগেহং প্রতি বহুধা বিহিতানুনয়েন

নীতো বতেত্যস্তখেদে ॥ ১৫৫ ॥

ভেদবাদীন্দোরপ্যস্যাগ্রে মম মাতুলোঽয়মিতি পূর্ব্ববাসনা-

কেবল ইহা নহে—আপনি এক হইয়াও বহু রূপী জগতে প্রবেশ করিয়া বহুরূপীর মতন প্রকাশমান আছেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই—সূর্য্য যেমন এক হইয়াও নানাবিধ জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক বলিয়া কথিত হয়, আপনিও তদ্রূপ ॥১৫২ ॥

এইরূপ বিশিষ্ট স্তববাক্যে শঙ্কর বিষ্ণুকে স্তব করিয়া বিষ্ণুর গৃহ সন্নিধানে বাস করিয়া রহিলেন। তদনন্তর শিষ্যগণ বহুদিন গুরুর বিরহে ক্ষুণ্ণ চিত্ত হইয়া মস্তক দ্বারা শঙ্করের বন্দনা করিল ॥১৫৩ ॥

"তোমাদের কুশল ত ?" এইরূপ কুশল প্রশ্নে শঙ্কর সদয় ভাবে শিষ্য দিগকে সান্ত্বনা করিলে পদ্মপাদ ক্ষুণ্ণমনে গদ্গদস্বরে মৃদু২ বলিতে লাগিল ॥ ১৫৪ ॥

ভগবন্ ! আমি রঙ্গনাথের নিকট গমন করিয়া যখন ফিরিয়া আসি, তখন আমার পূর্ব্বাশ্রমের মাতুল অনুনয় ও বিনয় করিয়া আমাকে বিষ্ণুর নিকটে লইয়া যান ॥ ১৫৫ ।

আমার মাতুল দ্বৈতবাদী দিগের একজন অগ্রগণ্য ইনি আমার মাতুল এইরূপ পূর্ব্ব বাসনার প্রভাবে আমি আপনার ভাষ্যের টীকা পাঠ করি।

দগ্ধমুদ্রমুখমুদ্রিণমন্ত্রৈ র্বর্ত্ততর্কগুরুকাপিলতন্ত্রৈঃ। বর্ম্মিতো নিগমসারসুধাক্তৈ র্মাতুলং জয়কয়ং তব সূক্তৈঃ ॥ ১৫৭ ॥

খড়্গাখড়্গিবিহারকল্পিতরুজং কাণাদসেনামুখে শস্ত্রাশস্ত্রিকৃতং শ্রমঞ্চ বিষমং পক্ষৎপদানাং পদম্। যষ্টাযষ্টিভবঞ্চ কাপিলমনে খেদং মুনে! তাবকৈঃ সূক্তৈ র্যৌক্তিকবংশমৌক্তিকময়ৈ র্নাপদ্যতে বর্ম্মিতঃ ॥ ১৫৮ ॥

অথ গূঢ়হৃদো যথাপুরং মামভিনন্দ্যাহিতসৎক্রিয়স্য তস্য। অধিসম্মনিধায় ভাষ্যটীকামহমন্যায়মশঙ্কিতো নিশায়াম্ ॥ ১৫৯ ॥

সুবন্ধাদং ভবদীয়ভাষ্যটীকামপঠং অস্যাং টীকায়াং কৃতোঽনুযোগশ্চোদ্যমো যেন তমজয়ম্ ব০ ॥ ১৫৬ ॥

অজয়মিত্যনেনপ্রাপ্তং গর্ব্বং বারয়তি। তব সূক্তৈর্বর্ম্মতুল্যৈ রক্ষিতস্তমজয়ং ন তু স্বসামর্থ্যেনেতিভাবঃ তানি বিশিনষ্টি। দগ্ধা তপ্তা চক্রাদিমুদ্রা যেষাং তেষাং মুখপিধায়কমন্ত্রৈঃ পুনশ্চ ধর্ত্তানি গৌতমাদিশাস্ত্রাণি যৈর্ব্বেদসারলক্ষণসুধাশ্রিতৈঃ স্বা০ ॥ ১৫৭ ॥

কিঞ্চ হে মুনে! যৌক্তিকলক্ষণবংশমৌক্তিকময়ৈস্তব সূক্তৈর্বর্ম্মিতঃ কবচৈরিব রক্ষিতঃ কাণাদসেনামুখে খড়্গাখড়্গিবিহারেণ কল্পিতাং রুজং নাপদ্যতে, তথা অক্ষপাদানাং গৌতমানাং পদে শস্ত্রাশস্ত্রিকৃতং শ্রমঞ্চ নাপদ্যতে। তথা কাপিলসৈন্যে যষ্টাযষ্টি ভবং খেদঞ্চ নাপদ্যতে শা০ ॥ ১৫৮ ॥

অথ পরাজয়ানন্তরং যথাপুরং মামভিনন্দ্য সম্পাদিতসৎক্রিয়স্য গূঢ়হৃদয়স্যাস্য সদ্মনি ভাষ্যটীকাং নিধায়াহমশঙ্কিত আয়ং গতবান্ নিশায়ামিত্যস্য পরেণান্বয়ঃ ব০ ॥ ১৫৯ ॥

তাহার পর "ঐ টীকাতে কি আছে?" বারম্বার এইরূপ অনুযোগ করাতে আমি তাঁহাকে জয় করি ॥ ১৫৬।

আমি যে মাতুলকে জয় করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার কোন ক্ষমতা নাই, যুদ্ধকালে বর্ম্ম (সাঁজোয়া) যেরূপ দেহরক্ষা করে, আমিও তদ্রূপ আপনার সূক্ত (সুবচন) ধর্ম্ম আচ্ছাদন করিয়া মাতুলকে জয় করিতে পারিয়াছি। যাহাদের চক্রমুদ্রা প্রভৃতি মুদ্রা সকল দগ্ধ হইয়াছে, আপনার সূক্ত, তাহাদের মুখ আচ্ছাদন করিবার মন্ত্র স্বরূপ। গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শন ও কপিল মুনি প্রণীত সাংখ্য দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র সকল আপনার বাক্যে পরাস্ত হইয়াছে। বেদান্তের সাররূপ অমৃত দ্বারা আপনার বাক্য মিশ্রিত—সুতরাং এরূপ বাক্যরূপ বর্ম্ম আচ্ছাদন করিয়া কেন মাতুলকে জয় করিতে পারিব না? ॥ ১৫৭।

স্বাতি নক্ষত্রে বংশে (বাঁশ) জল পড়িলে তাহাতে মুক্তা হয়। যে ব্যক্তি যুক্তি যুক্ত ও বংশ মুক্তাদ্বারা খচিত আপনার সূক্ত (সুবচন) দ্বারা বর্মিত, সেব্যক্তি কণাদের সেনা সম্মুখে খড়্গ যুদ্ধের পীড়া জানিতে পারে না, অক্ষপাদ গৌতম দর্শনের শস্ত্র প্রহারের শ্রম অনুভব করে না, কপিল সৈন্যের নিকটে যষ্টি প্রহারের খেদ ও তাহার পাইতে হয় না ॥ ১৫৮।

তাঁহাকে পরাজয় করা হইলে তিনি পূর্ব্বমত আমার অভিনন্দনা করিয়া আমাকে যথেষ্ট অর্চনা করেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভাব কিছুই জানিতে পারি নাই। তখন আমি তাঁহার গৃহে ভাষ্যের টীকা রাখিয়া নিঃশঙ্কমনে গমন করি ॥১৫৯॥

যুগপর্য্যয়নৃত্যদুগ্রফালজ্বলনজ্বালকরাবকীলজালঃ। দহনোঽধিনিশীথমস্য ধাম্না বত টীকামপি ভস্মসাদকার্ষীৎ ॥ ১৬০ ॥

অদহৎ স্বগৃহং স্বয়ং হুতাশে বিমতং গ্রন্থমসৌ বিদগ্ধুকামঃ। মতিমান্দ্যকরং গরঞ্চ ভৈক্ষে ব্যধিতাস্যেতি বিজৃম্ভতে স্ম বার্ত্তা ॥ ১৬১ ॥

অধুনা ধিষণা যথাপুরং নো বিধুনা নাবিশয়ং প্রসাদমেতি। বিষমা পুনরীদৃশী দশা নঃ কিমু যুক্তা ভবদঙ্ঘ্রিকিঙ্করাণাম্ ॥ ১৬২ ॥

গুরুবর! তব যা ভাষ্যবরেণ্যে ব্যরচি ময়া ললিতা কিল বৃত্তিঃ। নিরতিশয়োজ্জ্বলযুক্তিযুতা সা পথি কিল হা বিননাশ কৃশানৌ ॥ ১৬৩ ॥

প্রযতেঽহং পুনরেব যদা তাং প্রবিধাতুং বহুধা কৃতযত্নঃ। ন যথা পূর্ব্বমুপক্রমতে তাং পটুযুক্তীর্ভগবন্! মম বুদ্ধিঃ ॥ ১৬৪ ॥

নিশায়ামধিনিশীথমর্দ্ধরাত্রাবগ্নিরস্য ধাম্না সহ টীকামপি ভস্মসাদকার্ষীৎ। দহনং বিশিনষ্টি যুগপর্য্যয়ে প্রলয়ে নৃত্যত উগ্রস্য মহারুদ্রস্য ফালে ললাটে যো জ্বলনো বহ্নিস্তস্য শিখাবত্তয়ঙ্করং শিখাজালং যস্য সঃ ॥ ১৬০ ॥

ইত্যেবমস্য বার্ত্তা বিজৃম্ভতে স্ম বিলাসং প্রাপ ॥ ১৬১ ॥

গরপ্রভাবশ্চ জাত ইত্যাহ। অধুনা নো বুদ্ধিঃ দৈবেন যথাপুরা সংশয়রহিতং প্রসাদং নাপ্নোতি। বিষমা পুনরীদৃশী দশা ভবদঙ্ঘ্রিকিঙ্করাণামস্মাকং কিমু যুক্তাঽপিতু নৈব যুক্তেত্যর্থঃ ॥ ১৬২ ॥

অতিদুঃখিতঃ সাক্রোশং পুনরাহ গুরুবরেতি উপচিত্রা ॥ ১৬৩ ॥

নন্বু পুনস্তথৈব রচনীয়েত্যাশঙ্ক্যাহ। যদা বহুধাকৃতপ্রযত্নস্তাং বিধাতুমহং প্রযতে হে ভগবন্! তদা যথাপূর্ব্বং তাং পটুযুক্তীর্মম বুদ্ধিঃ নোপক্রমতে ॥ ১৬৪ ॥

পরে প্রলয়কালে নৃত্যপরায়ণ মহাদেবের ললাটে বহ্নির শিখার মতন ভয়ঙ্কর স্ফুলিঙ্গযুক্ত বহ্নি উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমার মাতুলের গৃহের সহিত টীকা দগ্ধ করে ॥ ১৬০ ॥

তখন এইরূপ জনশ্রুতিও শুনিতে পাওয়া গেল "আমার দুর্ম্মতি মাতুল স্বীয় মতবিরোধী গ্রন্থ খানি দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বয়ং গৃহ দগ্ধ করেন। এবং যে বস্তু খাইলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়, আহারের সময় আমাকে ঐরূপ বস্তুও প্রদান করেন" ।১৬১ ॥

এক্ষণে বিষের কার্য্য আমার দেহে ঘটিয়াছে, পূর্ব্বমত আমার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি নাই—দৈববলে আমার বুদ্ধি, আর সংশয় রহিত প্রসাদগুণ পাইতেছে না। আমরা আপনার চরণের কিঙ্কর—অতএব আমাদের এরূপ বিষম দুর্দ্দশা হওয়া কি উচিত? । ১৬২ ।

গুরুদেব! আমি আপনার বরণীয় ভাষ্যে যে সুন্দরবৃত্তি রচনা করিয়াছিলাম—নিরতিশয় উজ্জ্বল যুক্তিসঙ্গত সেই রচিত বৃত্তি (টীকা) হায়! পথমধ্যে অনলে নষ্ট হইয়াছে। ১৬৩।

ভগবন্! আমি এক্ষণে অনেক যত্ন করিয়া

কৃপাপারাবারং তব চরণকোণাগ্রমরণং গতা দীনা দূনাঃ কতি কতি ন সর্ব্বেশ্বরপদম্। গুরো! মন্তু র্নন্তুঃ ক ইব মম পাপাংশ ইতি চেন্মৃষা মাভাষিষ্ঠাঃ পদকমলচিন্তাবধিরসৌ ॥ ১৬৫ ॥

ইতিবাদিনমেনমার্য্যপাদঃ করুণাপূরকরম্বিতান্তরঙ্গঃ। অমৃতাব্ধিসখৈরপাস্তমোহৈর্ব্বচনৈঃ সান্ত্বয়তি স্ম বন্ধবন্ধৈঃ ॥ ১৬৬ ॥

বিষমো বত কর্ম্মণাং বিপাকো বিষমোহোপম দুর্নিবার এষঃ। বিদিতঃ প্রথমং ময়াঽয়মর্থঃ কথিতশ্চাঙ্গ সুরেশদেশিকায় ॥ ১৬৭ ॥

পূর্ব্বং শৃঙ্গক্ষ্মাধরে মৎসমীপে প্রেম্না যাঽসৌ বাচিতা পঞ্চপাদী। সা মে চিত্তান্ নাপয়াত্যদ্য শোকো যাতাচ্ছীঘ্রং তাং লিখেত্যাখ্যদার্য্যঃ ॥ ১৬৮ ॥

কৃপাসমুদ্রং তব চরণকোণাগ্রং অরণং শরণং যেষামস্তি তে পূর্ব্বং দীনা অপি দূনাঃ খিন্না অপি সর্ব্বেশ্বরপদং কে কে ন প্রাপ্তা অপি তু সর্ব্বেঽপিপ্রাপ্তাঃ। হে গুরো! নমনং গুরোঃ! কর্ত্তুর্মম ক ইব মন্তুরপরাধঃ মন্তুঃ পুংস্যপরাধেঽপি মনুষ্যেঽপি প্রজাপতাবিতি মেদিনী। পাপাংশ ইতি চেৎ তর্হ্যসৌ পাপাংশো গুরুপদকমলচিন্তনমেবাবধির্যস্যেতি মৃষা মাভাষিষ্ঠাঃ শি০ ॥ ১৬৫ ॥

করুণাপূরকেণাশ্লিষ্টং অন্তরঙ্গং যস্য স আর্য্যপাদঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইত্যেবং বাদিনমেনং পদ্মপাদং পীযূষসমুদ্রতুল্যৈরপাস্তো-

নিরাকৃতো মোহো যৈর্ব্বন্ধুঃ সুন্দরো বন্ধনং গ্রন্থনং যেষাং তৈর্ব্বচোভিঃ সান্ত্বয়তি স্ম বসন্তমালিকা ॥ ১৬৬ ॥

বতেতিখেদে বিষজন্মমোহতুল্যশ্চাসৌ দুর্নিবারশ্চৈষ কর্ম্মণাং বিপাকঃ বিষমোঽস্তি প্রথমমেবঽময়ায়মর্থো জ্ঞাত সুরেশ্বরাচার্য্যায় কথিতশ্চ ॥ ১৬৭ ॥

অতোঽদ্য তে শোকো যাতাৎ অপগচ্ছতু শীঘ্রং তাং লিখে ত্যার্য্যঃ শ্রীশঙ্করো অবোচৎ শালি০ ॥ ১৬৮ ॥

পুনর্ব্বার সেরূপ বৃত্তি রচনা করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বমত আমার বুদ্ধি আর সূক্ষ্মযুক্তি সকল সংগ্রহ করিতে পারে না কেন?। ১৬৪।

আপনার চরণ কোণের অগ্রভাগ দয়ার সমুদ্র স্বরূপ, তাহাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। তথাপি আমরা পূর্ব্বে দীন হইয়াও (খিন্ন হইয়াও) কেন সর্ব্বৈশ্বর্য্য পদপ্রাপ্ত হইলাম?। গুরুদেব! আমি যখন আপনার কাছে প্রণত—তখন আমার অপরাধ কি?। যদি বলেন—আমার কোন পাপের অংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই এই রূপ দুর্দ্দশা। "কিন্তু তাহা হইলে গুরুর পাদপদ্ম চিন্তা যাহার সীমা—সেরূপ কোন পাপাংশ ঘটিয়াছে"—আপনি এরূপ মিথ্যা কথা কদাচ বলিবেন না। ১৬৫।

পদ্মপাদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া আর্য্যপাদ শঙ্কর করুণাপূর্ণ হৃদয়ে অমৃত সমুদ্রের তুল্য ও সুন্দর রচনা বিশিষ্ট বাক্য সমূহদ্বারা পদ্মপাদকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ১৬৬।

বিষজাত মোহের তুল্য অনিবার্য্য এই কর্ম্মবিপাক যে অত্যন্ত বিষম—এই অর্থ আমি প্রথমেই জানিতে পারি—পরে সুরেশ্বরাচার্য্যকে প্রকাশ করি। ১৬৭।

"পূর্ব্বে শৃঙ্গ পর্ব্বতে আমার নিকটে আদরের সহিত তুমি যে পঞ্চপাদী (গ্রন্থবিশেষ) প্রকাশ কর,

আশ্বাস্যেত্থং জলজচরণং ভাষ্যকৃৎ পঞ্চপাদী-
মাচখ্যৌ তাং কৃতিমুপহিতাং পূর্ব্বযৈবানুপূর্ব্ব্যা।
নৈতচ্চিত্রং পরমপুরুষে ব্যাহতজ্ঞানশক্তৌ তস্মিন্
মূলে ত্রিভুবনগুরৌ সর্ব্ববিদ্যাপ্রবৃত্তেঃ ॥ ১৬৯ ॥

প্রসভং স বিলিখ্য পঞ্চপাদীং পরমানন্দভরেণ পদ্মপাদঃ। উদতিষ্ঠদতিষ্ঠদভ্যরৌদীৎ পুনরুদ্গায়তি তু স্ম নৃত্যতি স্ম ॥ ১৭০ ॥

কবিতাকুশলোঽথ কেরলক্ষ্মাকমনঃ কশ্চন রাজশেখরাখ্যঃ। মুনিবর্য্যমমুং মুদং বিতেনে নিজকোটীরনিঘৃষ্টপান্নখাগ্র্যম্ ॥ ১৭১ ॥

প্রথতে কিমু নাটকত্রয়ী সেত্যমুনা সংযমিনা ততো নিযুক্তঃ। অয়মুত্তরমাদদে প্রমাদাদনলে সাহুতিতামুপাগতেতি ॥১৭২ ॥

অমুনা প্রকারেণ পদ্মপাদমাশ্বাস্য ভাষ্যকারস্তাং পঞ্চপাদীং কৃতিং পূর্ব্বয়ৈবানুপূর্ব্ব্যা যুক্তামাচখ্যৌ চিত্রং মন্বানান্ প্রত্যাহ। অব্যাহতা জ্ঞানশক্তির্যস্য তস্মিং স্ত্রিভুবনগুরৌ সর্ব্ববিদ্যাপ্রবৃত্তে র্মূলে মহাপুরুষে তৎচিত্রং ন ভবতি মং০ ॥ ১৬৯ ॥

স পদ্মপাদঃ প্রসভং হঠেন পঞ্চপাদীং বিলেখ্য পরমানন্দাতিশয়েনোদতিষ্ঠদূর্দ্ধমতিষ্ঠৎ পুনঃ সমমতিষ্ঠৎ পুনরভ্যরৌদীদানন্দাশ্রূণ্যমুঞ্চৎ পুনরুদ্গায়তি স্ম তু পুনর্নৃত্যতি স্ম বসন্তমালি০ ॥ ১৭০ ॥

কমনো রঞ্জকঃ নিজকোটীরৈঃ কিরীটসম্বন্ধিরত্নৈর্নিঘৃষ্টং পাদনখাগ্র্যং যস্য সঃ তাদৃশং অমুং মুনিং মুদং বিতেনে বি০॥১৭১

এবং প্রসাদিতেনামুনা সংযমিনা সা নাটকত্রয়ী প্রথতে ইতি ততো নিযুক্তঃ প্রমাদাদগ্নৌ সাহুতিতামুপাগতেতীদমুত্তরমুপাদদে ॥ ১৭২ ॥

তাহা আমার চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। অতএব অদ্য তোমার শোক নষ্ট হউক—শীঘ্র সেই টীকা লেখ।" এই কথা বলিয়া আর্য্যপাদ শঙ্কর, পদ্মপাদকে উপদেশ দিলেন। ১৬৮।

ভাষ্যকার শঙ্কর এইরূপে পদ্মপাদকে আশ্বাসিত করিয়া পূর্ব্বমত আনুপূর্ব্বিক সেই পঞ্চপাদী (গ্রন্থ) প্রকাশ করিলেন। শঙ্করের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে—কারণ যাঁহার জ্ঞানশক্তি কখনই ব্যাহত হয় না—যিনি সমস্ত বিদ্যা প্রবৃত্তির মূল—সেই ত্রিভুবন গুরু পরমপুরুষ শঙ্করে ইহা বিচিত্র নহে। ১৬৯।

পদ্মপাদ পরম আনন্দের সহিত সবেগে সেই পঞ্চপাদী (গ্রন্থ) লিখিয়া লইয়া উত্থিত হইলেন—অবস্থান করিলেন—রোদন করিলেন—পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে গান করিলেন এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৭০।

অনন্তর কবিতাকুশল রাজশেখর নামক কেরলাধিপতি, আপনার কিরীটের রত্নরাশি দ্বারা গুরুর পদনখের অগ্রভাগ সকল রঞ্জিত করিয়া মুনিবর শঙ্করের হর্ষ বিস্তার করিলেন। ১৭১।

কেরলপতির বিনয়ে ও নম্রতায় প্রসন্ন হইয়া সংযমী শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—"সেই তিন খানি নাটক আছে ত?"। শঙ্করের এই কথা

মুখতঃ পঠিতাং মুনীন্দুনা তাং বিলিখন্নেষ বিসিস্ময়েঽথ ভূপঃ। বদ কিঙ্করবাণি কিঙ্করোঽহং বরদেতি প্রণমন্ ব্যজিজ্ঞিপচ্চ ॥ ১৭৩॥

নৃপকালটিনামকাগ্রহারাদ্দ্বিজকর্ম্মানধিকারিণোঽদ্য শপ্তাঃ। ভবতাপি তথৈব তে বিধেয়া বত পাপা ইতি দেশিকোঽশিষত্তম্ ॥ ১৭৪ ॥

তাং নাটকত্রয়ীং হে বরদ! কিঙ্করোঽহং কিং করবাণীতি প্রণমন্ বিজ্ঞাপিতবান্ ॥ ১৭৩ ॥

এবং রাজশেখরেণ বিজ্ঞাপিতো দেশিকঃ শ্রীশঙ্করো নৃপকালটিনামকোঽগ্রহারো যেষান্তে দ্বিজকর্ম্মানধিকারিণ ইতি অদ্যেদানীং শপ্তা ভবতাপি তথৈব বিধেয়াঃ যতঃ পাপা ইতি রাজানমশিষৎ ১৭৪ ॥

শুনিয়া ভূপতি উত্তর দিলেন প্রমাদক্রমে তিন খানি নাটক অনলে দগ্ধ হইয়াছে। ১৭২।

মুনিবর শঙ্কর পুনর্ব্বার মুখ দিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ভূপতি ঐ পঠিত নাটক তিন খানি লিখিয়া লইয়া বিস্মিত হইলেন। "হে বরদ! এক্ষণে এই কিঙ্কর আপনার কি করিবে" ভূপতি প্রণাম পূর্ব্বক এই কথা জানাইলেন। ১৭৩।

রাজ শেখরের এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন। নৃপকালটি নামক অগ্রহারে (ব্রাহ্মণ বাসস্থানে) ব্রাহ্মণের আচার ও কর্ম্মে অনধিকারী সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে অদ্য আমি অভিসম্পাত করিয়াছি। আপনিও সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে সেই রূপ শাপ প্রদান করিবেন। শঙ্কর এই কথা বলিয়া রাজশেখরকে উপদেশ দিলেন। ১৭৪।

পদ্মাঙ্ঘ্রেঃ প্রতিপদ্য নষ্টবিবৃতিং তুষ্টে পুনঃ কেরলক্ষ্মাপালো, যতিসার্বভৌমসবিধং প্রাপ্য প্রণম্যাঞ্জসা। লব্ধা তস্য মুখাৎ স্বনাটকবরাণ্যানন্দপাথোনিধৌ মজ্জংস্তৎপদপদ্মযুগ্মমনিশং ধ্যায়ন্ প্রতস্থে পুরীম্ ॥ ১৭৫ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তৎতীর্থযাত্রাটনার্থকঃ।
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোঽজনি চতুর্দ্দশঃ ॥ ১৪ ॥

উপসংহরতি। পদ্মপাদে নষ্টবিবৃতিং প্রতিপদ্য তুষ্টে সতি পুনঃ কেরলভূপালো যতিসার্ব্বভৌমস্য সবিধং সমীপং প্রাপ্যাঞ্জসা ঝটিতি প্রণম্য তস্য মুখাৎ স্বনাটকবরাণি লব্ধানন্দজলধৌ মজ্জংস্তস্য চরণকমলযুগ্মমনিশং ধ্যায়ন্ পুরীং প্রতস্থে শাং ॥ ১৭৫ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ শ্রীপাদশিষ্য দত্তবংশাবতংস রামকুমারসূনুধনপতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

পদ্মপাদ তখন মুনিবর শঙ্করের প্রসাদে নষ্ট বিবৃতি (টীকা) পুনর্ব্বার লাভ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কেরল ভূপতি, যতিরাজ শঙ্করের নিকটে যাইয়া শীঘ্র প্রণাম করিলেন। পরে তাঁহার মুখ হইতে আপনার উৎকৃষ্ট তিন খানি নাটক লাভ করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন তিনি শঙ্করের দুই খানি পাদপদ্ম বারম্বার ধ্যান করিতে করিতে আপনার রাজধানীতে প্রস্থান করেন। ১৭৫।

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥

——

অথ শিষ্যবরৈর্বৃতঃ সহস্রৈরনুযাতঃ স সুধন্বনা চ রাজ্ঞা। ককুভোবিজিগীষুরেষ সর্ব্বাঃ প্রথমং সেতুমুদারধীঃ প্রতস্থে ॥ ১ ॥

অভবৎ কিল তস্য তত্র শাক্তৈর্গিরিজার্চাকপটান্ মধুপ্রসক্তৈঃ। নিকটস্থবিতীর্ণভূরিমোদস্ফুটরিত্থৎপটুযুক্তিমান্ বিবাদঃ ॥ ২ ॥

নিবৃত্তিং কুর্ব্বিতি প্রার্থিতোমধ্যার্জুনেশো লিঙ্গাগ্রাৎ সাবয়বরূপেণ নিষ্ক্রম্য মেঘবৎগম্ভীরয়া গিরা দক্ষিণহস্তমুদ্যম্য সত্যমদ্বৈতং সত্যমদ্বৈতং সত্যমদ্বৈতমিতি ত্রিরুক্ত্বা লিঙ্গাগ্রে অন্তর্দধে। পশ্যতাং নরাণাং মহদদ্ভুতমাসীৎ তত্তত্রাশ্চ তদ্দেশস্থিতাঃ শ্রীশঙ্করমেব সদ্গুরুং কৃত্বোমাগণপতীশার্কাচ্যুতার্চাপরাঃ প্রাতঃস্নানাদিবিশুদ্ধাঃ পঞ্চযজ্ঞপরায়ণাঃ শ্রুতিসঙ্কাদিতাচারগাঃ শুদ্ধাদ্বৈতপরায়ণা বভূবুঃ। এবং তচ্ছেশস্থানদ্বৈতবাদিনঃ কৃত্বা প্রমথৈঃ শঙ্কর ইব শিষ্যসমেতো রামেশ্বরং প্রতিজগামেতি ॥ ১ ॥

অথ দিগ্বিজয়কৌতুকং সপরিকরং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে। অথানন্তরং পদ্মপাদহস্তামলকসমিৎপাণিচিদ্বিলাস জ্ঞানকন্দবিষ্ণুগুপ্ত--শুদ্ধকীর্ত্তি-ভানু-মরীচি--কৃষ্ণদর্শন-বুদ্ধিবিরিঞ্চি-পাদশুদ্ধান্তানন্দগিরিপ্রমুখৈঃ সহস্রৈঃ শিষ্যবরৈর্বৃতঃ সুধন্বনা রাজ্ঞা চানুয়াতঃ সর্ব্বাদিশোবিজিগীষুঃ সৈষ উদারধীঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ প্রথমং সেতুং প্রতিপ্রতস্থে বসন্তমালিকা ॥ অত্র প্রাচীনানুরোধেন মধ্যার্জ্জুনং প্রাপ্য ততঃ সর্ব্বাঃ ককুভোবিজিগীষুঃ প্রথমং সেতুং প্রতিপ্রতস্থ ইতি ব্যাখ্যেয়ং তথাপি শ্রীশঙ্করাচার্য্যো মধ্যার্জুনং নাম শিবাবির্ভূতস্থলবিশেষং প্রাপ। মধ্যার্জুনেশানমদৃষ্টপূর্ব্বং বিদ্যাদিভিঃ পূজিতপাদপদ্মম্। বুদ্ধ্যোপচারৈরভজৎ পরেশং নিষ্পাপতাং প্রাপ কলৈকপাত্রম্। তত্র কিল ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ সদাশিবমেবমব্রবীৎ স্বামিন্মধ্যার্জুন! সর্ব্বোপনিষদর্থোঽসি সর্ব্বজ্ঞোঽসি তস্মান্নিগমাদি তাৎপর্য্যগোচরং দ্বৈতমদ্বৈতং বেতি সংশয়স্য সর্ব্বেষাং পশ্যতাং

ও আনন্দগিরি প্রভৃতি সহস্র ২ শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া,ও সুধন্বা রাজার অগ্রসর হইয়া ও সকল দিক্ জয় করিতে মনন করিয়া—প্রথমে সেতুবন্ধে প্রস্থান করেন। ১ ॥

এই স্থানে কালীপূজার ছল করিয়া যাহারা মদ্যপান করিত, সেই সমস্ত শাক্তদিগের সহিত আচার্য্যের প্রথমে বিবাদ হয়। এমনই বিবাদ হইল যে, বিবাদের যুক্তি দ্বারা নিকটস্থ লোক সকল ভূরি আমোদে মত্ত হয়। এবং পটু যুক্তি সকল, বিবাদে পরিস্ফূর্ত্ত হইতে লাগিল *। ২।

এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের কৌতুক, সবিস্তারে বর্ণিত হইবে। তজ্জন্য তাহার উপক্রম করা হইতেছে। অনন্তর উদারমতি আচার্য্য শঙ্কর, পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎপাণি, চিদ্বিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্ত্তি, ভানুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, বুদ্ধিবিরিঞ্চি, পাদশুদ্ধান্ত

* এই বিষয়ে প্রাচীনদের মত আছে যে শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয় করিতেযাত্রা করিয়া প্রথমে (যে স্থানে মধ্যার্জ্জুন নামে শিব আবির্ভূত হন) সেই স্থানে গমন করেন। আচার্য্য, মধ্যার্জ্জুন শিবকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। কালী, তারা, মহাবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা সকল মধ্যার্জ্জুনের পদ্মপাদ পূজা করিতেছে। তখন তিনি জ্ঞানরূপ উপচার দ্বারা পরেশকে ভজনা করিলেন। ভজনা করিয়া নিষ্পাপ হন ও সকল কলের পরাকাষ্ঠা জানিতে পারেন। ঐ স্থানে আচার্য্য সদাশিবকে এইরূপ বলিলেন—

তত্র কিল তস্য শাক্তৈর্বিবাদোঽভবত্তান্ বিশিনষ্টি। ঘিরি-ঝার্চাকপটান্ মধুপ্রসক্তৈর্বিবাদং বিশিনষ্টি। নিকটস্থেষু বিতীর্ণোদন্তো বহুমোদো যাভিস্তাশ্চতাঃ স্ফুটং যথাস্যাত্তথারিস্থাস্ত্যঃ স্ফুরন্ত্যো যাঃ পট্বাশ্চতুরাযুক্তযস্তদ্বান্ পদেতিকচিৎপাঠঃ।২। তথাহি তত্রস্থা গুরুশেখরং যতিবরং মূর্দ্ধাঽভিবাদ্যোচিরে স্বামিন্নস্মদিদং মতং শৃণু সিতং চিত্তং পরং পাবনং,আদ্যাশক্তিরশেষকার্য্যজননী শম্ভোর্গুণেভ্যঃ পরা যন্মায়াবশতো মহৎপ্রমুখরং সর্ব্বং জগজ্জায়তে॥ ১॥

তস্যা বাগাদ্যগম্যত্বাৎ সেবাঽযোগ্যত্বহেতুতঃ। তদংশায়া ভবান্যাস্ত পাদসেবাপরা বয়ম্॥ ২॥

স্বর্ণনির্ম্মিততৎপাদৈর্বদ্ধগ্রীবাঃ সুবাহবঃ। জীবন্মুক্তির্যতো বিদ্যোপাসকানাং ফলং শ্রুতম্॥ ৩॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ৪॥

তস্মাৎ কটাক্ষলেশেন মুক্তিদাত্রী মুমুক্ষুভিঃ। সেবনীয়া প্রযত্নেন প্রকৃতিঃ পুরুষরূপিণী॥ ৫॥

প্রকৃতিশ্চেশ্বরশ্চেতি শ্রুতিতস্তদভিন্নতা। সদেবেত্যাদি বাক্যানি তৎপরাণি মতানি তু॥ ৬॥

অকারাদের্যথোৎপত্তিঃ প্রণবস্যস্য সংমতা। তচ্ছক্তীনাং ভবানীলক্ষ্যাদিকানাং তথাস্তি সা॥ ৭॥

"প্রভো! মধ্যার্জ্জুন! আপনি সমস্ত উপনিষদের অর্থ স্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ। অতএব বেদ কি বেদান্তাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গোচর ব্রহ্ম দ্বৈত কি অদ্বৈত? এ বিষয়ে সকলের সংশয় হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা আপনাকে দেখিতেছে, তাহাদের ঐ সংশয় ছেদন করুন।" শঙ্করের এই প্রার্থনা বাক্য শুনিয়া "মধ্যার্জ্জুন ঈশ্বর" লিঙ্গের অগ্র হইতে মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া মেঘের মতন গম্ভীর বাক্যে দক্ষিণহস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক "অদ্বৈত মত সত্য, অদ্বৈতমত সত্য, অদ্বৈতমত সত্য" এই কথা তিনবার বলিয়া লিঙ্গের অগ্রে পুনরায় অন্তর্দ্ধান হন। যে সমস্ত লোক দেখিতেছিল,তাহাদের তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। ঐ দেশে যে সমস্ত আচার্য্যের ভক্ত ছিল, তাহারা শঙ্করকে সৎগুরু মানিয়া উমা, গণপতি, শিব সূর্য্য ও বিষ্ণু এই পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে লাগিল। পরে প্রাতঃস্নানাদি দ্বারা বিশুদ্ধ মনে ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ইত্যাদি পঞ্চ যজ্ঞ করিতে রত হইল। অবশেষে বেদোক্ত আচারে নিমগ্ন থাকিয়া তাহারা শুদ্ধভাবে অদ্বৈত ব্রহ্মের উপসনা করিতে লাগিল। এইরূপে শঙ্কর ঐ দেশস্থ সকলকে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া শিবপারিষদের সহিত মহাদেবের মতন আপনার শিষ্য সকল সঙ্গে লইয়া রামেশ্বরশিবদর্শনে গমন করেন।

শাক্তদিগের অভিপ্রায় এই—তদ্দেশীয় লোকে গুরুশেখর যতিবর শঙ্করকে মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়া বলিতে লাগিল। প্রভো! আমাদিগের পরিশুদ্ধ মত শ্রবণ করুন। আমাদের মতে চিত্ত অত্যন্ত পবিত্র হয়। যিনি আদ্যাশক্তি, যিনি সমস্ত কার্য্যের কারণ, যিনি মহাদেবের গুণ সমষ্টি হইতেও ভিন্ন বা নির্লিপ্ত, যাঁহার মায়া দ্বারা মহৎ, পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি সমস্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।১। সেই আদ্যাশক্তি বাক্য মনের অগোচর, সুতরাং তাঁহাকে সেবা করিতে পারা যায় না। অতএব আদ্যাশক্তির অংশ স্বরূপ ভবানীর আমরা পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকি।২। ভবানীর স্বর্ণ নির্ম্মিত চরণ সকল দ্বারা যাহাদের গ্রীবা (ঘাড়) পাণ ও বাহু সকল বদ্ধ, অথবা যাহাদের গ্রীবাদেশে তাঁহার কর সকল বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম জীবন্মুক্তি। কারণ, যাহারা বিদ্যারউপাসক, তাহাদের এইরূপ ফল শোনা গিয়াছে। যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয় জানে, সেই ব্যক্তি অবিদ্যার সহিত মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত (মোক্ষ) লাভ করে।৩।৪। অতএব যিনি কটাক্ষ লেশে মুক্তিদান করেন, সেই পুরুষ রূপিণী প্রকৃতিকে মোক্ষার্থীগণ সর্ব্বদা সেবা করিবেক।৫। বেদবাক্যে প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই উভয়ের অভিন্নতা আছে। "সদেব সৌম্যেদম্" ইত্যাদি বেদবাক্য সকল, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অভেদ বাচক।৬। প্রণবের মধ্যে যেমন অ, উ, ম (ওঁ) থাকে, সেই মত আদ্যাশক্তির শক্তি স্বরূপ ভবানী, লক্ষ্মী ইত্যাদি শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে।৬। সমস্ত বেদের এই গূঢ় তাৎপর্য্য যে, চন্দ্রের যেমন চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না), সেই মত যিনি কারণ-যিনি প্রভু-সেই রুদ্রের রুদ্রা, উদ্বোধকারিণী ও স্বাধীনবল্লভা শক্তি আছে। হে যতিবর! যাঁহার ঐ

সিদ্ধান্তঃ সর্ব্বদেবানাং কারণস্য প্রভোঃ পরা। চন্দ্রস্য চন্দ্রিকা বন্দ্যা রুদ্রোদ্বোধকরূপিণী ॥ ৮ ॥

স্বাধীনবল্লভেত্যুক্তাশক্তীরুদ্রস্য ভো যতে!। সৈবাস্তীয়ং ভবানীতি নিশ্চয়েন যুতা বয়ম্ ॥ ৯ ॥

নিরবদ্যৈর্ভবদ্ভিশ্চ কৃত্বা তচ্চিহ্নধারণম্। সৈবোপাস্যা সর্ব্বমাতা মুক্তিদা পরমেশ্বরী ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্যবরো মহেশঃ সম্প্রাহ তান্ সত্যমিদং তথাপি। শ্রেষ্ঠস্য জ্ঞানাৎ পুরুষস্য মুক্তেঃ সম্প্রোদিতত্বাৎ সকলেঽপি শাস্ত্রে ॥ ১১ ॥

আত্মানমাত্মনা ধ্যাত্বা মুক্তো ভবতি নান্যথা। তমেবেত্যাদি বাক্যানি প্রমাণান্যত্র কোটিশঃ ॥ ১২ ॥

অজামিত্যাদিমন্ত্রেঽস্যাস্বরূপমভিধায় বৈ। ততস্তত্ত্বং পরেশস্য মুক্ত্যর্থং সম্প্রকাশিতম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চাপিসাঙ্খ্যৈঃ প্রকৃতেঃ পরস্য বিকারহীনস্য সুবোধতঃ সা। উক্তাত ঈশস্য সুখৈকধাম্নো জ্ঞানাদ্বিমুক্তিঃ পরমস্য ভূয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ঐক্যং চোক্তং ব্রহ্মণা জ্ঞানিনোঽপি ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মৈব নান্যোঽস্তি কশ্চিৎ। ব্রহ্মেত্যাদৌ বেদবাক্যে তদেব জ্ঞানং সম্যক্ সাধনীয়ং ভবদ্ভিঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা রূপা ভবানী যা প্রোক্তা সাদ্বৈতবেদিনী। তস্যাঃ সংসেবনাদাশু চিত্তশুদ্ধির্বিজায়তে ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ কুঙ্কুমপুণ্ড্রাদি পরিত্যজ্য তথৈব চ। হৈমপাদাদি চিহ্নানি বিদ্যায়াং রতিমাগতাঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মাহমিতি রূপায়াং মুক্তা ভবথ নান্যথা। এবমুক্তাস্ত্যক্তচিহ্নাঃ সর্ব্ব এব পরং গুরুম্ ॥ ১৮ ॥

স্নানসন্ধ্যাপরাঃ পঞ্চপূজাদিনিরতাস্তথা। শুদ্ধাদ্বৈতকৃতশ্রদ্ধাঃ সচ্ছিষ্যত্বমুপাগতাঃ ॥ ১৯ ॥

মহালক্ষ্ম্যা ভক্তা পরমপুরুষং শঙ্করমথো সমেত্যো চূর্ণত্বা নিখিলফলদা সর্ব্বজননী। মহালক্ষ্মীরাদ্যাপ্রকৃতিরসদিত্যাদি নিগদৈঃ সদেবেতি শ্রুত্যা পরমপুরুষস্যামলতনোঃ ॥ ২০ ॥

শক্তি আছে তাঁহার নাম ভবানী। আমরাও ইহা নিশ্চয় করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকি। ৮। ৯। যিনি সকলের জননী, যিনি মুক্তিদায়িনী, যিনি পরমেশ্বরী, আপনারা নির্দোষ হইয়া চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উপাসনা করুন। ১০।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন। আপনারা যাহা বলিলেন এ সমুদয়ই সত্য। তথাপি প্রকৃতি ও (পুরুষের) মধ্যে পুরুষশ্রেষ্ঠ। এবং সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠের (পুরুষের) জ্ঞান হইলে মুক্তি হইয়াথাকে। ১১। আত্ম দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই লোকে মুক্ত হয়, আর কিছুতেই হয় না। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমতি" কোটি কোটি বেদবাক্য সকল এ বিষয়ে প্রমাণ জানিবে। ১২। "অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাম্" এই বেদমন্ত্রে অজার (প্রকৃতির) স্বরূপ বলিয়া অনন্তর মুক্তির নিমিত্ত পরমেশ্বরের তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩। অপিচ সাংখ্য মতাবলম্বীরা বলেন যে, পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তিনি নির্ব্বিকার—তিনি ঈশ্বর, তিনি একমাত্র সুখস্বরূপ, ঐ নির্ব্বিকার পুরুষকে জানিতে পারিলেই মুক্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির যথার্থ জ্ঞান হয়, সেব্যক্তি ব্রহ্মপদার্থের সহিত অভিন্ন। "যে ব্রহ্ম জানিয়াছে সে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই" ইত্যাদি বেদবাক্যেতে যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আছে, আপনারা সকলেই তাহার সাধনা করুন। ১৫। আপনারা বিদ্যারূপিণী ভবানীর কথা যে বলিয়াছেন তাহা দ্বৈত বোধক। তবে ভবানীর জ্ঞান হইলে আশু চিত্ত শুদ্ধি হয় বটে। ১৬। অতএব কুঙ্কুমপুণ্ড্রাদি চিহ্ন সকল ও হৈমপাদ প্রভৃতি চিহ্ন সকল ত্যাগ করিয়া "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞানে অনুরক্ত হইয়া আপনারা মুক্ত হউন। আর কিছুতেই মুক্তি হয় না। এই কথা শুনিয়া সকলেই চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিল। তাঁহারা পরমগুরু শঙ্করকে প্রণাম করিয়া স্নান সন্ধ্যা করিতে লাগিল পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে লাগিল—পরিশেষে শুদ্ধ অদ্বৈত বিদ্যার উপর শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক শঙ্করের প্রধান শিষ্য হইল। ১৭। ১৮। ১৯।

অনন্তর মহালক্ষ্মীর ভক্তগণ পরম পুরুষ শঙ্করের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল। "অসদেব সদেব" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা নির্ম্মল শরীর পরম পুরুষ পরমেশ্বরের আদ্যাশক্তি মহালক্ষ্মী উক্ত হইয়াছেন। তিনি সকল ফলদান করেন এবং তিনি সকলের আদিকারণ। ২০।

ব্রহ্মাদয়োঽ জায়ন্তে যস্যা যস্যাং পরেশিতুঃ। অপ্যন্তর্ভাব এবাস্তি সৈব সেব্যা মুমুক্ষুভিঃ॥ ২১॥

লক্ষ্ম্যাঃ সমারাধনতৎপরাণাং পদ্মাক্ষমালাভিরলঙ্কৃতানাম্। যাস্থোশ্চ কঞ্জাঙ্কবিভূষিতানাং সুকুঙ্কুমেনাঙ্কিতমস্তকানাম্॥ ২২॥

হস্তস্থিতা মুক্তিরতোভবদ্ভিরুপাসনীয়া সকলেশ্বরেশ্বরী। ইত্যুক্ত আহাদ্ভুতমেতদুক্তং মতং ভবদ্ভিঃ শৃণুতাপি তত্ত্বম্॥ ২৩॥

স্রষ্টাপরাত্মা ন তু কশ্চিদন্য একোঽদ্বিতীয়ঃ সদসৎস্বরূপঃ। তত্ত্বং স আত্মেতি নিবোধিতঃ শ্রুতাবানন্দরূপঃ স তু বর্ত্ততে সদা॥ ২৪॥

প্রকৃতেস্তদধীনায়া মোচকত্বং ন সঙ্গতম্। অহং ব্রহ্মেতি যো ধ্যাতা তস্য মুক্তিঃ করেস্থিতা॥ ২৫॥

অনিত্যোপাসকানাং তু লোকবাপ্তিস্তথাবিধা। অতো যূয়ং পরিত্যজ্য পদ্মকুঙ্কুমধারণম্॥ ২৬॥

শুদ্ধামদ্বৈতবিদ্যাং বৈ সমাশ্রিত্য সুলাঘবঃ। মুক্তাভবিষ্যথে-ত্যুক্তাঃ শিষ্যতাং সমুপাগতাঃ॥ ২৭॥

তত আগত্য চাচার্য্যং শারদোপাসনেরতাঃ। পুস্তপুণ্ড্রক-চিহ্নেন যুক্তা নত্বা বভাষিরে॥ ২৮॥

স্বামিন্! বেদস্য নিত্যত্বাচ্ছারদা নিত্যরূপিণী। কারণং সর্ব্বলোকানাং পরাৎপরতরা মতা॥ ২৯॥

জগৎকর্ত্রীতি নিত্যাবাগিতি চ শ্রুতিবাক্যতঃ। সৈবাত্র-ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদি শব্দজালৈরুদাহৃতা॥ ৩০॥

গুণাতীতস্বরূপা চ সেব্যাসর্ব্বৈর্মুমুক্ষুভিঃ। বাগুপাসন-মেবাতঃ কুরুধ্বং সুপ্রযত্নতঃ॥ ৩১॥

নাবেদেত্যাদিবাক্যেন বেদার্থজ্ঞানবর্জ্জিতঃ। তং পরং বাক্স্বরূপং না ন বেদেতি প্রকাশনাৎ॥ ৩২॥

বাক্স্বরূপানুসন্ধানং সর্ব্বদা নিশ্চয়েনহি। বেদার্থজ্ঞান-পূর্ব্বং বৈ প্রকর্ত্তব্যং দ্বিজাতিনা॥ ৩৩॥

ইত্যুক্তো ভগবানাহ কণ্ঠতাল্বাদিসঙ্গমাৎ। সমুদ্ভূতস্য বেদস্য নিত্যতা কথমুচ্যতে॥ ৩৪॥

যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের উৎপত্তি—যাহাতে পরমেশ্বরের অন্তর্ভাব আছে, মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই সেবা করিবেন। ২১। যাঁহারা মহালক্ষ্মীর আরাধনায় একান্ত তৎপর—যাঁহারা পদ্মাক্ষমালা দ্বারা অলঙ্কৃত—যাঁহাদের হস্তে পদ্মচিহ্ন বিভূষিত, কুঙ্কুম দ্বারা যাঁহাদের মস্তক চিহ্নিত হইয়াথাকে—তাঁহাদের মুক্তি করতলস্থিত জানিবেন। অতএব আপনারা সকলেই সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী সেই মহালক্ষ্মীকে উপাসনা করুন।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—আপনারা অতি আশ্চর্য্য মত বলিয়াছেন। এক্ষণে যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, তাহা আপনারা সকলেই শ্রবণ করুন। ২২। ২৩। পরমাত্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা, আর কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নহে। তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি সৎ ও অসৎ, তিনি তত্ত্ব, তিনি আত্মা বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন। সেই পরমাত্মা আনন্দরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ২৪। প্রকৃতি ঐ পরমাত্মার অধীন, সুতরাং প্রকৃতির মুক্তি দান করিবার সঙ্গতি নাই। তবে "আমি ব্রহ্ম" এই বলিয়া যে ধ্যান করে, তাহার মুক্তি করস্থিত জানিবেক। ২৫। যাহারা অনিত্য দেবতার উপাসক, তাহাদের পরলোকাদি গমনও অনিত্য। অতএব আপনারা পদ্ম, কুঙ্কুম চিহ্ন সকল ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতবিদ্যা অবলম্বন করুন। তাহা হইলেই আপনারা মুক্ত হইতে পারিবেন। শঙ্করের এই কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহার শিষ্য হইল। ২৬। ২৭।

অনন্তর কতকগুলি সরস্বতীর উপাসক শঙ্করের নিকটে আসিয়া পুস্তক ও পুণ্ড্র (ফোঁটা) চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া শঙ্করকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। ২৮। প্রভো! বেদ নিত্য বলিয়া সরস্বতীও নিত্য। তিনি সকলে লোকের কারণ, তিনি পরাৎপর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৯। তিনি জগতের কর্ত্রী, "বাক্য নিত্য" এই বেদ বাক্য দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাদি শব্দে কেবল সরস্বতীই উল্লিখিত হইয়াছেন।৩০। তিনি গুণাতীত, সকল মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ সরস্বতীর সেবা করিবেক। অতএব আপনারা সযত্নে বাক্যের উপাসনা করুন। ৩১। "নাবেদ" ইত্যাদি বেদ বাক্য দ্বারা যে ব্যক্তি বেদ কি বেদের অর্থ জানে না, সে ব্যক্তি বাক্য স্বরূপ পরমাত্মাকেও জানিতে পারে না। বেদের এইরূপ মর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা বেদার্থের জ্ঞান-পূর্ব্বক নিশ্চয়ই বাক্যের স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেক। ৩২। ৩৩

এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন—কণ্ঠতালু ইত্যাদির

বর্ণমাত্রস্ত নিত্যত্বং বর্ণানাং সন্ততেরুত। নান্যঃ সর্ব্বলয়ে তেষাং লয়সম্ভবহেতুতঃ ॥ ৩৫ ॥

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা ইতি জন্যত্বদর্শনাৎ। যজ্জন্যং তদনিত্যং চেতি প্রমাণান্ন চান্ত্যমঃ ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষিভ্যোরবিঃ প্রাহ সৃষ্টিকালেঽখিলপ্রভুঃ। যুগান্তে প্রলয়ং যাতং বেদমঙ্গসমন্বিতম্ ॥ ৩৭ ॥

ইত্যুক্তং সূর্য্যসিদ্ধান্তে বেদরাশেঃ প্রবর্ত্তনম্। গতস্য প্রলয়ং সূর্য্যাৎ শারদানিত্যতা কুতঃ ॥ ৩৮ ॥

অনিত্যত্বেঽপি বেদানাং ব্রহ্মণোনিত্যতা মতা। নিত্যা সা শারদাঽতশ্চেন্নৈব রম্যমিদন্তপঃ ॥ ৩৯ ॥

আদ্যস্য জীবস্য চতুর্ম্মুখস্য নিত্যত্বশূন্যস্য মুখে স্থিতায়াঃ। অনিত্যতা যা খলু শারদায়া ন সংশয়ো বুদ্ধিমতোঽস্তি কশ্চিৎ ॥ ৪০ ॥

প্রকৃতিঃ পরমা সরস্বতী মহদাদেঃ সকলস্য কারণং সা। ইতি চেন্ন সমঞ্জসং যতোবৈ পরমাত্মব্যতিরেকিণো মৃষাত্বম্॥ ৪১ ॥

বাগাদ্যতীতঃ পরএব ভূমা সদাদিবোধ্যঃ প্রকৃতির্ন বাচ্যা। সদাদিশব্দৈরত এব তস্য জ্ঞানং সুসম্যক্‌পরিসাধনীয়ম্ ॥ ৪২ ॥

জ্ঞাত্বা তমেব খলু মুক্তিপদং প্রয়াতি মার্গো নচান্য ইতি বেদ উদাজহার। তদ্ধাম্বয়ে সততমেব রতা ভবন্তঃ স্নানাদিকর্ম্ম-পরমার্পণবুদ্ধিমন্তঃ ॥ ৪৩ ॥

কুর্ব্বন্ননেকদুরিতান্যপহায় দূরং শুদ্ধিঙ্গতাঃ সুখঘনস্য বিবোধতো বৈ। মুক্তা ভবিষ্যথ কদাপি নচান্যথা হীত্যুক্তা বভূবুরখিলা যমিনঃ সুশিষ্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

বামাচারাঃ সমেত্যাহুস্ততোজ্ঞানবতাং বরম্। সম্বিৎস্বরূপম-জ্ঞায় বৃথাবেষধরো ভবান্ ॥ ৪৫ ॥

নিরতোঽদ্বৈতবিজ্ঞানে বন্ধ্যাপুত্রসমে যতঃ। লয়েঽপি ভেদ-সত্তাতোঽদ্বৈতং নৈব কদাচন ॥ ৪৬ ॥

যোগে বেদ বাক্য উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহার নিত্যতা কি রূপে হইবে? ৩৪। আর এক কথা-বর্ণ মাত্র নিত্য কি বর্ণ সমূহ নিত্য? বর্ণ মাত্র নিত্য হইতে পারে না। কারণ, যখন সকল পদার্থের লয় হইবে, তখন লয় হইবার কারণ থাকাতে একটী বর্ণ থাকিবে, ইহা অযৌক্তিক কথা। "যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ" বেদ সকল যাঁহার নিঃশ্বাস। এই বচন দ্বারা বেদ জন্য পদার্থ। যে বস্তু জন্য, সেবস্তু অনিত্য--এরূপ প্রমাণে শেষ পক্ষটীও বলা যাইবে না। অখিল পদার্থের সৃষ্টি কর্ত্তা ভগবান্ সূর্য্য (যুগের শেষ সময়ে শিক্ষা কল্পাদি ষড়ঙ্গ সমন্বিত বেদ লয়প্রাপ্ত হইবেক,) মহর্ষি দিগকেইহা বলিয়া ছিলেন। ৩৭। এইরূপে সমস্ত বেদের উৎপত্তি সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। বেদরাশি লয় প্রাপ্ত হইলে সূর্য্য হইতে পুনর্ব্বার তাহাদের প্রবর্ত্তন হয়। অতএব সরস্বতীর কিরূপে নিত্যতা হইবে? । ৩৮। দেবতাগণ অনিত্য হইলেও ব্রহ্ম নিত্য এবং শারদা দেবী নিত্য। অতএব আপনাদের এরূপ তপস্যা রমণীয় নহে।৩৯। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সকলের আদি জীব এবং তিনি অনিত্য। সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মুখে শারদা দেবী অবস্থিত, অতএব ঐ শারদা যে অনিত্য এ বিষয়ে বুদ্ধিমানের কাছে আর কোন সন্দেহ নাই।৪০।

যিনি পরম প্রকৃতি সরস্বতী; তিনিই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির কারণ। একথাতেও সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। কারণ, পরমাত্মা ব্যতীত সকল পদার্থ বৃথা। ৪১। যিনি পরমাত্মা, যিনি সর্ব্বময়, তিনি বাক্যমনের অগোচর, তিনি সৎ। প্রকৃতি কখন ওরূপ হইতে পারে না। "সদেব" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরমাত্মারই জ্ঞানসাধনা করা আবশ্যক। ৪২। "সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই লোকে মুক্তি পদ হইয়া থাকে। তিনি ভিন্ন আর কোন পথ নাই" বেদে ইহাই উদাহৃত হইয়াছে। আপনারা এক্ষণে স্নানাদি কার্য্যের সকল ফল তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তদ্গতচিত্তে শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মে রত হউন। ৪৩। আপনারা যে সমস্ত পাপ কার্য্য করিয়াছেন, সেই সকল দূরে ত্যাগ করিয়া সুখঘন পরমাত্মার জ্ঞানে শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইবেন। আর কিছুতেই মুক্তি হইবার উপায় নাই। এই কথা বলিবার পর তাঁহারা সকলেই সংযমী শঙ্করের শিষ্য হইলেন। ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর বামাচারী কতক গুলিন লোক আসিয়া জ্ঞানিবর শঙ্করকে বলিল। জ্ঞানের স্বরূপ না জানিয়া আপনি বৃথা সংন্যাসবেশ ধারণ করিয়াছেন। ৪৫। বন্ধ্যা নারীর পুত্রের মতন অনিত্য অদ্বৈত বিজ্ঞানে অনুরক্ত হইয়াছেন। প্রলয়কালেও যখন ভেদজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তখন কিছুতেই অদ্বৈতজ্ঞান

ঈশ্বরেঽপি বিমর্শোবৈ পৃথগেবাস্তি সর্ব্বদা। যয়া বিনা পরেশস্য ক্রিয়া স্বল্পাপি দুর্লভা ॥ ৪৭ ॥

সা শক্তিরস্তীহ সদা স্বতন্ত্রা জগদ্বিধাত্রী চ শিবস্য বীজম্। বিদ্যাত্মিকা তত্র রতিঙ্গতানাং মুক্তিঃ করস্থা কিল নেতরেষাম্ ॥ ৪৮ ॥

বিমর্শসংজ্ঞমব্যক্তং ব্রহ্ম ভৃগ্বাদয়ো জগুঃ। তৎপরাসত্ত্বতোঽন্যাস্তত্তো যদ্যত্তু তদ্বশম্ ॥ ৪৯ ॥

তস্যাঃ সেবানিরতমনসাং নো নিষেধেঽধিকারো নাস্ত্যেবৈবং বিহিতকরণে সিদ্ধতামাগতানাম্। নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধো ভৃগ্বাদীনামমলমনসাং ন প্রবৃত্তির্হি মানম্ ॥ ৫০ ॥

তস্মাদ্ভবন্তোঽপি বিহায় সর্ব্বং বিদ্যাং পরামাশ্রয়তাত্মমুক্ত্যৈ। ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ নৈবং বদেতি শ্রুত্যাদিবিরোধকালে ॥ ৫১ ॥

আত্মাতিরিক্তস্য নিষেধএব কৃতস্তদানীং ন বিমর্শলেশঃ। নহ্যস্তি সত্যত্বমনাত্মনো নো মুক্তিস্ত্বনিত্যপ্রকৃতেরুপাস্ত্যা ॥ ৫২ ॥

মায়াভিরিন্দ্রঃ পুরুরূপ ঈয়ত ইত্যেবমস্যা বহুরূপতা কৃতা। তস্মাচ্চিদাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ প্রভুর্জ্ঞেয়োঽস্তি মোক্ষায় মুমুক্ষুভি র্মুদা ॥ ৫৩ ॥

ঈশানো ভূতভব্যস্যেত্যাদিকশ্রুতিবোধিতে। অকিঞ্চিৎকর ইত্যুক্তি র্মৌঢ্যাদেব নচান্যথা ॥ ৫৪ ॥

কলঞ্জাদনশীলানাং সুরাপানাদি কুর্ব্বতাম্। ব্রাহ্মণ্যং নাস্তি যুষ্মাকং কুরুতাতো বিনিষ্কৃতিম্ ॥ ৫৫ ॥

ভৃগুণা তাড়িতো বিষ্ণুঃ কুম্ভজেন সরিৎপতিঃ। পীতঃ কথং ন ভবতামস্তি শক্তিস্তথাবিধা ॥ ৫৬ ॥

হইতে পারেনা ।৪৬। ঈশ্বরেতেও জ্ঞান পৃথক্ ভাবে সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। যিনি ব্যতীত পরমেশ্বরেরও কোন শক্তি ঘটেনা, সেই শক্তি স্বাধীন ভাবে সদা বিদ্যমান। তিনি জগতের আদি কারণ, তিনি শিবের বীজমন্ত্র, তিনিই বিদ্যাস্বরূপিণী। যাহারা তাঁহার উপর অনুরক্ত, তাহাদের মুক্তি করতলস্থিত। অপরের মুক্তি কিছুতেই সম্ভাবনা নাই ।৪৭।৪৮। ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মকে বিমর্শ (জ্ঞান) স্বরূপ ও অব্যক্ত বলিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ ব্রহ্ম সত্ত্ব গুণের আধিক্য বশতঃ পরাশক্তি রূপে কথিত হইয়াছেন। (অন্য আর যাহা কিছু আছে) তৎসমুদয়ই ঐ শক্তির বশবর্ত্তী। ৪৯। আমরা ঐ শক্তির সর্ব্বদা সেবা করিয়া থাকি। আমাদের নিষেধকার্য্যে কোন অধিকার নাই। আমরা বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমাদের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। ত্রিগুণাতীত পথে আমরা সদা বিচরণ করিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের কোন বিধি নিষেধ নাই। শুদ্ধচিত্ত ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রবৃত্তি কখনই প্রমাণ হইতে পারে না। ৫০। অতএব আপনারাও স্ব স্ব মুক্তির জন্য ঐ পরাবিদ্যা অবলম্বন করুন।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন, একথা কদাচ বলিও না। কারণ, "যত্র" ইত্যাদি বেদবাক্যের জ্ঞান হইবার কালে আত্ম ভিন্ন সমুদয় পদার্থের নিষেধ করা হইয়াছে। অতএব সে স্থানে অন্য কোন শক্তির লেশ নাই, কি কোন সত্বের কথা নাই। আত্মশূন্য অনিত্য প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা মুক্তিও হইতে পারে না। ৫১। ৫২।

"মায়াভিরিন্দ্রঃ পুরুরূপ ঈয়তে" মায়া বশতঃ ইন্দ্র বহুরূপী হন, ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা শক্তির অনেক প্রকার রূপ শোনা যাইতেছে। অতএব যিনি চিদাত্মা, তিনি প্রকৃতিরও পর বলিয়া কথিত। সুতরাং মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ মোক্ষের জন্য সেই প্রভু পরমাত্মাকে ধ্যান করিবেন। ৫৩। "ঈশানো ভূতভব্যস্য" তিনি ভূত-ও ভবিষ্যতের ঈশ্বর। ইত্যাদি বেদ বাক্য দ্বারা অপরের উপাসনা করিলে যে মুক্তি হয়, তাহা বলা অকিঞ্চৎকর মাত্র। কেবল মূর্খতা বশতঃ লোকে ঐ কথা বলিয়া থাকে। নতুবা পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিলে মুক্তি হয়না ॥ ৫৪ বিষলিপ্ত ধনুকদ্বারা হত হরিণ মাংসের নাম কলঞ্জ। যাহারা ঐ কলঞ্জাদি ভক্ষণ করেন, যাহারা সুরাপানাদি অবৈধ কার্য্য করেন, তাহাদের যেমন ব্রাহ্মণ্য থাকে না; তদ্রূপ আপনাদেরও ব্রাহ্মণ্য নাই। সুতরাং যাহাতে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহার উপায় করুন। ৫৫। ভৃগুমুনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করেন, অগস্ত্যমুনি সমুদ্র পান করেন, কৈ আপনাদের সেরূপ শক্তি নাই কেন ?। ৫৬। আপনারা ব্রাহ্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট

স হি যুক্তিভরৈর্ব্বিধায় শাক্তান্ প্রতি বাখ্যা-হরণেঽপি তানশক্তান্। দ্বিজজাতিবহিষ্কৃতাননার্য্যানকরোল্লোকহিতায় কর্ম্মসেতুম্ ॥ ৩ ॥

অভিপূজ্য স তত্র রামনাথং সহ পাণ্ড্যৈঃ স্ববশেবিধায় চোলান্। দ্রবিড়াংশ্চ ততো জগাম কাঞ্চীং নগরীং হস্তিগিরের্নিতম্বকাঞ্চীম্ ॥ ৪ ॥

তস্মাদ্বিমূঢ়তাস্ত্যক্ত্বা ভ্রষ্টৈর্ব্রাহ্মণজাতিতঃ। প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠেয়মিত্যুক্তাস্তে পরং গুরুম্ ॥ ৫৭ ॥

নত্বা প্রায়শ্চিত্তমেবাশু কৃত্বা শুদ্ধাদ্বৈতে সংরতাঃ সাধুবৃত্তাঃ। সৎকর্ম্মস্থাঃ পঞ্চপূজাপরাস্তে জাতাঃ শিষ্যাঃ সর্ব্বসন্দেহদীনাঃ ॥ ॥ ৫৮ ॥

এতৎসর্ব্বং সংগ্রহেণ দর্শয়তি। সহি শ্রীশঙ্করস্তান্ শাক্তান্ প্রতিবাগ্যাহরণেঽপি যুক্ত্যতিশয়ৈরশক্তান্বিধায় কর্ম্মসেতুমকরোৎ। তান্বিশিনষ্টিদ্বিজেতি। আচার্য্যস্তু বিজয়োঽপি ন স্বখ্যাত্যাদ্যর্থমিত্যাহ লোকহিতায়েতি ॥ ৩ ॥

এবং সেতুং প্রতি প্রস্থিতেন তত্র প্রস্থানে তুলাভবানীনিকটস্থানাং পরাজয়ং সংক্ষেপেণ প্রদর্শ্য রামেশ্বরপ্রান্তদেশস্থানাং তং সংগ্রহেণ বর্ণয়িতুমাহাভিপূজ্যেতি। রামেশ্বরং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণাভিপূজ্য পাণ্ড্যৈঃ সহ চোলান্দেশবিশেষান্ দ্রবিড়াংশ্চ বশে বিধায় ততো হস্তিসংজ্ঞকস্য পর্ব্বতস্য কটিমেখলাভূতাং কাঞ্চীং নগরীং জগাম ॥ ৪ ॥

ইদমত্রাবধেয়ং। রামেশ্বরং রামকৃতপ্রতিষ্ঠং কামেশ্বরীভূষিতবামভাগং, মহেন্দ্রনীলোজ্জ্বলমৃৎকিরীটং ভীমেশ্বরং ত্বামিহ পূজয়ামি ॥ ১ ॥

ইতি গঙ্গাজলৈঃ শুদ্ধৈরর্চয়ামাস শঙ্করঃ। সুবিল্বৈঃ পঙ্কজৈঃ পুষ্পৈর্ব্বন্যৈর্ব্বন্যফলৈস্তথা ॥ ২ ॥

যে সমস্ত শাক্তগণ প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইল,আচার্য্য শঙ্কর, ব্রাহ্মণ জাতি হইতে বহিষ্কৃত, ও অনার্য্য সেই সমস্ত শাক্তদিগকে অকাট্য যুক্তি দ্বারা আপনার বশে আনিয়া কর্ম্ম পদ্ধতির উপর সেতু (আল) বাঁধিলেন। ৩।

এইরূপে আচার্য্য যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকট প্রস্থান করেন, তৎকালে 'তুলাভবানীর' নিকটবর্ত্তী সকলকে যে পরাজয় করেন, তাহা সংক্ষেপে একরূপ দেখান হইয়াছে। এক্ষণে রামেশ্বরশিবের প্রান্তদেশস্থ লোকদিগকে কিরূপে পরাজয় করিলেন, তাহা বলা যাইতেছে। শঙ্কর ঐ স্থানে রামেশ্বরশিবের অর্চ্চনা করিয়া পাণ্ড্য দেশীয় লোকদিগের শহিত চোল দেশীয় ও দ্রবিড় দেশীয় লোকদিগকে পরাজয় করিয়া, হস্তিনামক পর্ব্বতের নিতম্বের কাঞ্চী (চন্দ্রহার) স্বরূপ কাঞ্চী নগরীতে গমন করেন * । ৪।

হইয়াছেন, এক্ষণে মূর্খতা ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করুন। এই কথা শুনিয়া পরম গুরু শঙ্করকে নমস্কার করিয়া শীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। নির্ম্মল অদ্বৈত মতে অনুরক্ত হইয়া সজ্জনের মতন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া তাহারা সমস্ত সন্দেহ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক শঙ্করের শিষ্য হইলেন। ৫৭। ৫৮।

* রাম যে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন, দেবী কামেশ্বরী যাঁহার বামভাগে বিরাজমান, ইন্দ্রকান্ত মণির মতন উজ্জ্বল কিরীট যাঁহার মস্তকে শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, সেই রামেশ্বর শিবের আমি অর্চ্চনা করিতেছি। ১। এইরূপে শঙ্কর নির্ম্মল গঙ্গাজল, বিল্বদল, কমল ও অন্যান্য বন্য পুষ্প ফল দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।২।

তত্র মাসদ্বয়ং বাসং কৃতবত্যার্য্য আগতাঃ। অদ্বৈতদ্রোহিণঃ শৈবা লিঙ্গাঙ্কিতভুজদ্বয়াঃ ॥ ২ ॥

কালে শূলাঙ্কিতা রৌদ্রা ভক্তা লিঙ্গেন চিহ্নিতাঃ। ডমর্ব্বঙ্কধরা বাহুদ্বয়ে তুগ্রাস্তথা হৃদি ॥ ৪ ॥

শূলং শিরসি লিঙ্গং চ ধারিণো জঙ্গমাস্তথা। ললাটে হৃদয়েনাভৌ বাহ্বোঃ শূলেন চিহ্নিতাঃ ॥ ৫ ॥

শঙ্করং পাশুপতা নত্বা প্রোচুঃ কারণমীশ্বরঃ। শিবোঽতশ্চিহ্নসংযুক্তৈঃঃ সেবনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬ ॥

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্। ঊর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ ॥ ৭ ॥

দ্যোমূর্দ্ধানং যস্য বেদাবদন্তি খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃত্তাশ্চ বেদাস্তং মুমুক্ষু র্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

ইত্যাদিবচনৈরুক্তৈঃ শিবে ভক্তিমতাং যতে!। তস্য লোকে ভবেদ্বাসঃ শিবচিহ্নাঙ্কিতাত্মনাম্ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ কারণচিন্তায়াং শম্ভুরাকাশমধ্যগঃ। প্রোক্তস্তথামরৈঃ পৃষ্টঃ কস্ত্বমিত্যাহ শঙ্করঃ॥ ১০ ॥

অহমেকঃ পুরা দেবা আসং মত্তো নচাপরঃ: ইদানীমহমেবাস্মি সদ্বয়ো জগদীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

ইতি তস্মাচ্ছিবঃ কর্ত্তা সামান্যৈরপ্যুদীরিতঃ। সদ্ব্রহ্মাদ্যাদিকৈঃ শব্দৈরুপাদানতয়া প্রভুঃ ॥ ১২ ॥

বাসুদেবঃ পুরা হ্যাসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। ইত্যত্র বাসুদেবাখ্যোমহাদেব ইতীরিতঃ ॥ ১৩ ॥

বসত্যস্মিন্ জগৎসর্ব্বং বাসুস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ। স চাসৌ দেব ইত্যুক্তো জগৎকর্ত্তা মহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

শং সুখং জীবনং যোঽসৌ করোত্যস্য স শঙ্করঃ। পালকো বিষ্ণুরাখ্যাতঃ স নাসীৎ প্রাকৃতং লয়ম্ ॥ ১৫ ॥

পাল্যস্যাভাবতোঽস্ত্যত্র প্রমাণং কৃষ্ণভাষিতম্। রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মীত্যেবং শিবরহস্যকে ॥ ১৬ ॥

মহাদেবস্য বাক্যানি মুনিং দুর্ব্বাসসং প্রতি। সাবধানতয়া তানি শ্রোতব্যানি যতীশ্বর! ॥ ১৭ ॥

ঐ স্থানে আর্য্য শঙ্কর দুই মাস বাস করিবার পর অদ্বৈত মতের পরম শত্রু কতকগুলিন শৈব, বাহুযুগলে শিবলিঙ্গের চিহ্ন ধারণ করিয়া উপস্থিত হন। ৩। শৈবদিগের ললাটে শূলের চিহ্ন, রুদ্র-উপাসক ভক্ত শৈবদিগের সর্ব্বাঙ্গে শিবলিঙ্গের চিহ্ন, ভুজদ্বয়ে ও হৃদয়ে ডমরুর চিহ্ন, মস্তকে শূল ও লিঙ্গের চিহ্ন, ললাটে, হৃদয়ে, নাভিতে ও বাহুদ্বয়ে শূলচিহ্ন।

তখন শৈবগণ শঙ্করকে নমস্কার করিয়া বলিল—"ঈশ্বর শিবই জগতের কারণ" অতএব তাঁহার চিহ্ন ধারণ করিয়া যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে। ৩। ৪। ৫। ৬। যিনি ঋত ও সত্য, যিনি পরব্রহ্ম, যিনি কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ পুরুষ, যিনি ঊর্দ্ধরেতা, যিনি ত্রিলোচন, সেই বিশ্বরূপ শিবকে নমস্কার। ৭। সমস্ত বেদ, স্বর্গকে যাঁহার মস্তক, আকাশকে নাভি, চন্দ্র সূর্য্যকে দুইটী চক্ষু, দশদিক্‌কে দুইটী কর্ণ, বিবৃত বেদ সকলকে যাঁহার বাক্য বলিয়া থাকে; আমি মোক্ষার্থী হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলাম। ৮। হে যতিবর! এই সকল বাক্য দ্বারা যাঁহারা শিবের উপর ভক্তিমান্ ও শিবচিহ্ন সর্ব্বদা ধারণ করেন, তাঁহাদের শিবলোকে বাস হইয়া থাকে। ৯। অপিচ যখন জগতের কারণের চিন্তা হয়, তখন দেবতারা আকাশের মধ্যবর্ত্তী শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কে?। তখন মহাদেব বলিলেন—হে দেবগণ! আমি পুরাকালে এক ছিলাম, আমা ভিন্ন অপর আর কেহই নাই। এক্ষণে আমি দুই হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছি। অতএব শিব যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ইহা সাধারণ লোকেও বলিয়া থাকে। তিনি সৎ-তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দ দ্বারা—তিনি জগতের উপাদান (মূল) কারণ। পূর্ব্বে কেবল বাসুদেব বিদ্যমান ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না। এই স্থানে বাসুদেব শব্দে মহাদেব কথিত হইয়াছেন। ১০। ১১। ১২। ১৩। সমস্ত জগৎ যাহাতে বাস করে তাহার নাম বাসু। সেই বাসু নামক দেবতাকে বাসুদেব কহে। সুতরাং বাসুদেব শব্দে জগতের কর্ত্তা মহেশ্বর। ১৪।

যিনি এই জগতের শং অর্থাৎ সুখ উৎপাদন করেন তাঁহার নাম শঙ্কর। তিনিই জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণু বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যেবস্তুকে পালন করিতে হইবে, তাহার অভাবে প্রকৃতির লয় হয়না। এবিষয়ে কৃষ্ণের বাক্য প্রমাণ। "আমি একাদশরুদ্রের মধ্যে শঙ্কর" শিবরহস্য গ্রন্থে দুর্বাসা মুনির প্রতি এই সমস্ত মহাদেবের বাক্য প্রমাণ জানিবেন

অহমেকাক্ষরঃ কর্ত্তা পরাৎপরতরঃ শিবঃ। সদাত্মা ব্রহ্মবিষ্ণ্বোশ্চ লোকানামাদিকারণম্॥ ১৮॥

পুরাণঃ পূর্ব্বগঃ পূর্ব্বজ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠোঽহমদ্বয়ঃ। মদিচ্ছারূপিণী শক্তি র্জগৎসংহারকারিণী॥ ১৯॥

লুপ্তা মধ্যেব সা সৃষ্টা পুনঃ সৃষ্টৌ মযাঽনঘ!। সা মহত্তত্ত্বমুৎপাদ্য ত্রিগুণাঙ্কুরকারণম্॥ ২০॥

অহঙ্কারং সমুৎপাদ্য ত্রৈগুণ্যং পূর্ব্বতত্ত্বতঃ। গুণত্রয়াত্মিকান্ কৃত্বা রুদ্রানেকাদশাঽব্যয়ান্॥ ২১॥

রাজসং সৃষ্টিকর্ত্তারং কারয়ামাস সাদরম্। সাত্ত্বিকান্ পালনপরান্ তামসান্ প্রলয়েশ্বরান্॥ ২২॥

ক্রমাদবর্ণসংজাতমূর্ণাচ্চ মবর্ণতঃ। তেষু মুখ্যতয়া ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ইতিত্রিধা॥ ২৩॥

অন্যে তদনুবৃত্তিস্থা এবমেকাদশেশ্বরাঃ। তেষাং বিভূতয়ঃ সর্ব্বে দেবা লোকাশ্চরাচরাঃ॥ ২৪॥

পৃথক্ পৃথঙ্নামগতাস্তিত্তৎকর্ম্মানুসারতঃ। তে সর্ব্বে প্রলয়ে ব্রহ্মতেজস্যেব লয়ং গতাঃ॥ ২৫॥

রাজসে রক্তবর্ণে চ সতু ব্রহ্মা সমস্তভৃৎ। কৃষ্ণো নারায়ণস্যৈব তেজস্যন্তোঽভবৎ পুরা॥ ২৬॥

রুদ্রস্য শুক্লবর্ণে তু ন্যস্তো নারায়ণঃ স্বয়ম্। স তু রুদ্রঃ প্রকৃত্যন্তর্গতঃ শুক্লেন তেজসা॥ ২৭॥

মদিচ্ছা শুক্লবর্ণা সা মষ্যেব বিলয়ং গতা। অতোঽহম্যনন্তঃ সর্ব্বার্থবেদৈরপি ন গোচরঃ॥ ২৮॥

বেত্তি কশ্চিন্ন মন্মায়াং জন্মস্থিতিলয়াবহাম্। অতো রুদ্রার্চ্চনপরা রুদ্রসূক্তজপাশ্রিতাঃ॥ ২৯॥

পঞ্চাক্ষরীজপপরা রুদ্রাক্ষাভরণৈর্যুতাঃ। ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গাঃ সদাধ্যানপরায়ণাঃ॥ ৩০॥

ঈশ্বরং রুদ্রমব্যক্তং ব্যক্তরূপজগল্লয়ে। যেঽর্চ্চয়ন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তেষাং মুক্তিঃ করে স্থিতা॥ ৩১॥

অতস্ত্বম্ভূতিরুদ্রাক্ষধারণং কুরু সর্ব্বদা। কুরু নিত্যং মহাদেবপূজনং ভক্তিসংযুতঃ। দুর্ব্বাসসে মুনীন্দ্রায় হ্যেবমুক্ত্বা সদাশিবঃ॥ ৩২॥

হে যতিবর! আপনি সাবধানে ঐ সমস্তকথা শ্রবণ করুন।১৫।১৬।১৭। "আমি একাক্ষর কর্ত্তা, আমি পরাৎপর শিব। আমি সকলের আত্মা, আমি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ও সমস্ত লোকের আদি কারণ।১৮। আমি পুরাতন, আমি সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী, আমি সকলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আমার দ্বিতীয় নাই।।১৯। আমার ইচ্ছারূপিণী শক্তি জগৎসংহার করিয়া থাকে, শেষে আমাতেই লীন হয়। পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি।২০। সেই শক্তি ত্রিগুণের অঙ্কুর স্বরূপ মহত্তত্ত্ব উৎপাদন ও ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার উৎপাদন করিয়া পূর্ব্ব তত্ত্ব হইতে অব্যয়, গুণত্রয়যুক্ত একাদশ রুদ্র সৃষ্টি করিয়া, আদরের সহিত রাজসগুণযুক্ত সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি করেন। সত্ত্বগুণযুক্ত পালক ও তমোগুণ যুক্ত লয়কারকদিগের সৃষ্টি করেন।২১।২২। ক্রমশঃ অ, উ, ম অর্থাৎ (ওঁ) এই তিনবর্ণ হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জনের উৎপত্তি হয়। একাদশ রুদ্র ঐ তিনজনের অনুগামী। সকল দেবতা ও স্থাবর জঙ্গম সমস্ত লোক, ঐ সকলের ঐশ্বর্য্য স্বরূপ জানিবেন ২৩।২৪ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করেন এবং প্রলয় উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে ব্রাহ্মতেজে লীন হইয়া থাকেন।২৫। রজোগুণ রক্তবর্ণ, ব্রহ্মা ঐগুণে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণ পূর্ব্বে নারায়ণেরই তেজে অন্তগত হন।২৬। নারায়ণ স্বয়ং রুদ্রের শুক্লবর্ণ তেজে লীন হন। সেই রুদ্র শুক্লবর্ণ তেজের সহিত প্রকৃতির মধ্যে লীন হন।২৭। আমার ইচ্ছা শুক্লবর্ণ, পরে ঐ ইচ্ছা আমাতেই লীনহয়। অতএব আমি অনন্ত, সকল বেদেও আমার মহিমা জানেনা।২৮।

সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারিণী আমার ইচ্ছাকে কেহই জানেনা। অতএব যাহারা রুদ্রপূজা, রুদ্রসূক্তজপ, পঞ্চাক্ষরীজপ, রুদ্রাক্ষের আভরণ, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন ও সর্ব্বদা ধ্যানমগ্ন হইয়া (প্রকাশরূপ জগতের লয় কালে) অব্যক্ত রুদ্র দেবের অর্চ্চনা করে, তাহাদের মুক্তি করস্থিত।২৯।৩০।৩১। অতএব আপনি সর্ব্বদা বিভূতি বিভূষিত হউনও রুদ্রাক্ষ ধারণকরুন।ভক্তিভাবে সর্ব্বদা মহাদেবের পূজা করুন। মুনিবর দুর্ব্বাসামুনিকে সদাশিব এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন।" তদবধি মুনিবর

অন্তর্দধে তদাচারশক্তোঽভূন্মুনিসত্তমঃ। ইত্যতঃ পরমাত্মাসৌ সেবনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ॥ ৩৩॥

নারায়ণোঽকাময়তাঽদ্বিতীয়ঃ প্রজাঃ সৃজামীতি ততো মহান্তি। ভূতান্যজায়ন্ত তথা বিধাতা প্রজাপতিশ্চাপি জনিং প্রয়াতৌ॥ ৩৪॥

অত্রাপি নারায়ণশব্দবাচ্যো মহেশ এবাস্তি যতস্তু নারম্। ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণ্বাদিনৃণাং সমূহঃ স্থানং তদস্যাখিলবুদ্ধিগস্তু॥ ৩৫॥

অস্যৈবাংশা বিশ্বদেবাঃ প্রমাণং ত্বস্মিন্নর্থে বেদ এবাস্তি গোঽসৌ। যে ভূম্যাদৌ সন্তি রুদ্রা নতিস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽস্যৈবমাহাত্মিযত্নাৎ॥ ৩৬॥

কারণত্বেন জ্যেষ্ঠত্বং তথা প্রাহ কনিষ্ঠতাম্। কার্য্যাত্মনা যতো জাতাস্ত্রিদেবা ইতি চ শ্রুতিঃ॥ ৩৭॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যো গুহায়াং নিহিতং প্রভুম্। বেদেত্যাদিশ্রুতি প্রোক্তস্ততো দেবমহেশ্বরঃ॥ ৩৮॥

নির্গুণোঽপ্যেষ এবেশশ্চিন্তয়িত্বা চিরং পুরা। সৃজামীত্যাত্মনস্তেজঃ সূর্য্যাকারেণ সৃষ্টবান্॥ ৩৯॥

মনশ্চন্দ্রং তথা সত্বং ভৌমং সৌমং তু বাঙ্ময়ম্। সুখজ্ঞানময়ং দেবগুরুং শুক্রময়ং সিতম্॥ ৪০॥

ক্লেশাত্মকং শনিঞ্চৈবং চকার পরমেশ্বরঃ। সূর্য্যাদিমণ্ডলানীশতেজসা ভান্তি ন স্বতঃ॥ ৪১॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ৪২॥

ইতি শ্রুতেস্ততো দেবা নারায়ণপদাস্পদাৎ। ব্রহ্মা প্রজাপতি র্বিষ্ণুঃ প্রজাপালনকৃৎ তথা॥ ৪৩॥

আসীন্ নারায়ণঃ পূর্ব্বং নেশানো ন বিধিস্তথা। ইতি শ্রুতৌ বিষ্ণুরুক্ত ঈশানো ন মহেশ্বরঃ॥ ৪৪॥

সর্ব্বাভাবেঽপি নাভাবঃ পরেশস্য কদাচন। জগৎকারণভূতস্য বেদবাক্যপ্রমাণতঃ॥ ৪৫॥

কর্ম্মণা জায়তে লোকঃ কর্ম্মণৈব হি লীয়তে। ইতি বাক্যাজ্জগদ্বীজং কর্ম্মৈবাস্ত্বিতি নোচিতম্॥ ৪৬॥

দুর্ব্বাসা সদাচার সম্পন্ন হইলেন। অতএব যাঁহারা মোক্ষার্থী, তাঁহারা পরমাত্মা সদাশিবকে সর্ব্বদা আরাধনা করিবেন। ৩২। ৩৩। অদ্বিতীয় নারায়ণ কামনা করিলেন যে, আমি প্রজা সকল সৃষ্টি করি। কামনামাত্র মহৎ প্রাণিসকল উৎপন্ন হইল। পরে বিধাতা এবং প্রজাপতি উৎপন্ন হন। ৩৪। এ স্থানেও নারায়ণ শব্দে মহেশ্বর। কারণ, নার শব্দে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু ইত্যাদি দেব ও নরগণ এবং অয়ন শব্দে বুদ্ধিগত এই জগৎ। এই উভয়ে মিলিয়া নারায়ণ হইয়াছে। ৩৫। সমস্ত দেবতা সেই নারায়ণের অংশ স্বরূপ। এ বিষয়ে বেদ প্রমাণ আছে। "ভূতলে যে সকল রুদ্র আছে তাহাদিগকে প্রণাম" অতিযত্নে বেদ বাক্যদ্বারা একথা স্থির করা হইয়াছে। ৩৬। বেদদ্বারা আরও প্রমাণ হইয়াছে যে, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতা কারণ রূপে জ্যেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে কনিষ্ঠ। ৩৭। যেব্যক্তি "গুহাস্থিত, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ স্বরূপ প্রভুকে জানে" ইত্যাদি বেদবচনেও মহাদেব কথিত হইয়াছেন। ৩৮। ঐ ঈশ্বর নির্গুণ হইলেও পূর্ব্বে চিন্তাকরিয়া ছিলেন যে, আমি সৃষ্টি করিব। তাহাতেই তিনি আপনার তেজ সূর্য্যরূপে প্রথমে সৃষ্টি করেন। ৩৯। পরমেশ্বর, মন হইতে চন্দ্র, সত্ব (বল) হইতে ভৌম (মঙ্গল) বাক্য হইতে সৌম্য (বুধ) এবং শুক্লবর্ণ দেবগুরু শুক্রাচার্য্য, সুখ ও জ্ঞান হইতে এবং শনিকে ক্লেশপ্রদ করিয়া সৃষ্টি করেন। পরমেশ্বরের তেজে সূর্য্যাদি মণ্ডল প্রদীপ্ত হয়। তাহাদের স্বতঃ দীপ্ত হইবার কোন শক্তি নাই। ৪০। ৪১। পরমেশ্বরের নিকট সূর্য্যচন্দ্র নক্ষত্র ও বিদ্যুৎ কাহারও প্রভা নাই। অতএব সে প্রভার কাছে এই অগ্নির দীপ্তি অতি সামান্যমাত্র। তিনি দীপ্তিশালী হইলে এইজগতের দীপ্তি হয় ও তাঁহার প্রভাদ্বারা এই জগতের প্রভা হয়। ৪২। এই বেদ বচনে নারায়ণ পদাভিষিক্ত দেবতা হইতেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ও প্রজাপালক বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়। ৪৩। পূর্ব্বে কেবল নারায়ণ ছিলেন, ঈশান কি বিধি কেহই ছিলেননা। এই বেদবাক্যে ঈশানশব্দে বিষ্ণু কিন্তু মহেশ্বর নহে। ৪৪। সকল বস্তুর অভাব হইলেও জগতের কারণ স্বরূপ পরমেশ্বরের কখন অভাব হয়না। বেদবচনের প্রামাণ্যে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। "কর্ম্মবশতঃ

ঈশং বিনা জড়ং কর্ম্ম ফলদানে ক্ষমং নহি। ব্রহ্মাভাব-বিদোনিন্দা বেদ উক্তা ততো ন সঃ ॥ ৪৭ ॥

অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততোবিদুঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি তস্মাজ্জগৎকর্ত্তুর্ম্মহেশস্য পরাত্মনঃ। উপাসনং তথা তস্য চিহ্নানাং ধারণং সুসৎ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্যবরো বভাষে সৃষ্টিং স্থিতিং প্রলয়ং চৈক-এব। ব্রহ্মাদিরূপেণ করোতি দেবো বেদার্থ এবোঽভিমতো মমাপি ॥ ১ ॥

মূলহীনং তু লিঙ্গাদে র্ধারণং ত্যাজ্যমেবহি। সর্ব্বদেবময়-স্যাস্য তাপঃ শ্রেয়স্করো নহি ॥ ২ ।

নাভেরূর্ধ্বং সোমপাস্ত নাভ্যধস্তাদসোমপাঃ। দেবাস্তি-ষ্ঠন্তি বিপ্রেন্দ্রে বেদবেদাঙ্গপারগে ॥ ৩ ॥

শিখাশিরোললাটং চ কর্ণৌ ঘ্রাণং কপোলকম্। জিহ্বায়াং চ তথাচৌষ্ঠৌ চিবুকং কণ্ঠমেব চ ॥ ৪ ॥

অংসদ্বয়ং ভুজদ্বন্দ্বং বাহুহস্তযুগং তথা। বক্ষোনাভিঃ কটি র্লিঙ্গং বৃষণং চোরুজানুকম্ ॥ ৫ ॥

গুল্ফৌ পাদৌ সমাশ্রিত্য মদাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। পিতরো মুনয়শ্চৈব স্নানাদ্যাহারমিশ্রিতৈঃ ॥ ৬ ॥

নিত্যাদিকর্ম্মভিস্তৃপ্তা ভবামো নাত্র সংশয়ঃ। ইত্যেবং প্রোক্তবান্ ব্রহ্মাঽরুণকেতুং প্রতীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

শ্রুতিস্তথোচে সকলাহি দেবা বসন্তি দেহে খলু ভূসুরস্য। ততোঽস্য তাপে তু কৃতে সুরাস্তে পলায় সংযান্তি শরীরতোঽস্য ॥ ৮ ॥

এনং শপ্ত্বা পলায়ন্তে দেবাঃ শীর্ষাদিবাসিনঃ। পতিতোঽয়ং ভবত্যেব শূদ্রবচ্চিতিকাষ্ঠবৎ ॥ ৯ ॥

ব্যাধিং বিনা কর্ম্মযোগ্যে বিপ্রাঙ্গে চিহ্নমীক্ষ্য চ। লোকে-শ্বরং ভানুমীক্ষেদথবা হ্রদমাবিশেৎ ॥ ১০ ॥

ইত্যাদিবাক্যানি বহূনি সন্তি যোজ্যামিতীয়ং শ্রুতিরেব সা-ক্ষাৎ। উপাসনং ভেদযুতং বিনিন্দ্যং ক্রূতে তথান্যা শ্রুতিরেব-মাহ ॥ ১১ ॥

এই জগতের উৎপত্তি ও কর্ম্মবশতঃই জগতের লয়।" এই বাক্যে জগতের বীজ, কর্ম্ম হইতে পারে। কিন্তু একথাও বলা উচিত নহে। কারণ, ঈশ্বর ভিন্ন সকল কর্ম্ম জড়, জড়কর্ম্ম কখন শুভাশুভ ফল দিতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মার অভাব জানে, বেদে তাহার অত্যন্ত নিন্দা উক্ত হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বর অসৎ হইয়াও সৎ। যখন ব্রহ্ম অসৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই যদি এরূপ জানা যায়—তখনই ব্রহ্ম আছেন, এরূপ জানা যায়। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮।

অতএব জগৎ কর্ত্তা পরমাত্মা মহেশের উপাসনা এবং তাঁহার চিহ্ন সকল ধারণ করা অতি ভাল। ৪৯।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন, দেব পরমাত্মা ব্রহ্মাদিরূপে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, বেদের এরূপ অর্থ আমারও অভিমত। ১। কিন্তু লিঙ্গাদি ধারণ করিবার কোন মূল নাই, সুতরাং উহা ত্যাগ করা উচিত। যিনি সর্ব্বদেবময়, তাহাকে তাপ দিলে মঙ্গল হয় না। ২। বেদ বেদাঙ্গের পারগামী ব্রাহ্মণগণের (বিশেষতঃ নাভির ঊর্দ্ধে সোম-পায়ী দেবতা ও নাভির অধোদেশে যাঁহারা সোমরস পান করেন না) এরূপ দেবতা সকল বাস করেন শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাগণ শিখা, মস্তক, ললাট, কর্ণ, নাসিকা, কপোল, (গাল), জিহ্বা, ওষ্ঠ, চিবুক (দাড়ি), কণ্ঠ, দুই স্কন্ধ, দুই বাহু, দুই করতল, বক্ষঃস্থল, নাভি, কটিদেশ, লিঙ্গ, বৃষণ (অণ্ডকোশ) উরু, জানু (হাঁটু) গুল্ফ (গুড়মুড়ো) দুই পদ এই সমস্ত স্থান আশ্রয় করিয়া বাস করেন। পিতৃগণ, ঋষিগণ, স্নান, পূজা, আহারাদি নিত্যকর্ম্মে তৃপ্ত হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোন আর সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর ব্রহ্ম অরুণকেতুর প্রতি এই কথা বলিয়াছিলেন। ৪। ৫। ৬। ৭। এ বিষয়ে বেদ-বচন আছে—ব্রাহ্মণের দেহে দেবতা সকল বসতি করেন। ঐ ব্রাহ্মণের শরীর হইতে ঐ দেবতাগণ পলাইয়া যান। ৮। ব্রাহ্মণের মস্তক প্রভৃতি অবয়বে যে সকল দেবতা বাস করেন, তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে শাপ দিয়া পলায়ন করেন। তখন ব্রাহ্মণ শূদ্রের মত ও চিতার কাষ্ঠের মতন পতিত হইয়া থাকেন। ৯। ব্যাধি বিনা কর্ম্মের উপযুক্ত ব্রাহ্মণের দেহে চিহ্ন দেখিয়া লোকেশ্বর সূর্য্য দর্শন করিবে, অথবা হ্রদে প্রবেশ করিবেক। ১০। চিহ্নাদি ধারণ বিষয়ে ইত্যাদি অনেক বাক্য

লোকান্ হি সর্ব্বান্ খলু কর্ম্মণা চিতান্নিত্যত্বহীনানবলোক্য ভূসুরঃ। নির্ব্বেদমায়ায় কৃতে ন লভ্যতে মোক্ষোঽত আত্মজ্ঞমনন্যমানসঃ॥ ১২॥

বেদার্থজ্ঞং ব্রহ্মবোধায় গচ্ছেদিত্যেবং তস্মাদ্বিমোক্ষায় বোধ্যম্। ব্রহ্মৈবান্যচ্চিহ্নসংধারণং তু ব্যর্থং মুক্তিঃ কেবলং জ্ঞানতোঽস্তি॥ ১৩॥

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগানুগতেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ ১৪॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥১৫॥

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ১৬॥

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥ ১৭॥

তস্মাদুপশ্রিত্য পরাত্মবিদ্যাং প্রাপ্তাং গুরোরেব কৃপাকটাক্ষাৎ। অভেদবাদামৃতপানতৃপ্তো ভবেতি সংশ্রুত্য গুরোর্ম্মুখাজ্জাৎ॥ ১৮॥

বিদ্বেষনীরনামা বৈ কশ্চিল্লিঙ্গভৃদগ্রণীঃ। উবাচ পরমপ্রীতঃ স্বামিনং পরমং গুরুম্॥ ১৯॥

স্বামিংস্ত্বমেব শরণং মম সর্ব্বদাসি সংসারসর্পবিষদষ্টতনুং নয়াশু। মামদ্য যুষ্মদতিনির্ম্মলবেদবাক্যৈর্নষ্টা ভিদাস্মি শিব এব জগৎপিতাহম্॥ ২০॥

মহাদেবস্য পূজায়াঃ ফলং ত্বমসি সত্তম!। অদ্বৈতামৃতদাতা ত্বং রুদ্রাদপ্যুত্তমোত্তমঃ॥ ২১॥

ইত্যেবং স্তুতিপাত্রস্তং স্তুত্বা নত্বা মুহুর্ম্মুহুঃ। পীত্বা পাদোদকং সম্যক্ তদুক্তাচারতৎপরঃ॥ ২২॥

স্বকুলগ্রামদেশস্থান্ সর্ব্বানদ্বৈতবর্ত্তিনঃ। কৃত্বা গুরুং নমস্কৃত্য সুখমাস স শঙ্করম্॥ ২৩॥

আছে। অধিক কি এই বেদই সাক্ষাৎ প্রমাণ রহিয়াছে। ভেদযুক্ত উপাসনা নিন্দনীয়, তাহা অন্য বেদবচনে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে।১১। কর্ম্মসঞ্চিত অনিত্য লোক সকল দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইবেন। “কোন কার্য্য দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না” অতএব একমনে বেদের অর্থজ্ঞ আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মণের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত গমন করিবেক। অতএব মোক্ষের জন্য ব্রহ্মকেই জানিবেক। অন্য চিহ্ন ধারণ করা বৃথা, মুক্তি কেবল জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়।১২।১৩। যাহাকে কিছুতেই দেখা যায় না, যিনি গূঢ়ভাবে গুহার মধ্যে অবস্থিত, যিনি গহ্বরের ইষ্ট ও যিনি পুরাতন, সুধীজন অধ্যাত্মযোগে ঐ পরমাত্মদেবতাকে জানিয়া হর্ষ ও শোক ত্যাগ করেন।১৪। উপদেশ কি মেধাশক্তি দ্বারা অথবা বিবিধ শাস্ত্র দ্বারা আত্ম লাভ হয় না। তবে ঐ আত্মা যাহাকে বরণ করে তাহারই আত্ম লাভ হয় এবং তাহারই আত্মা স্বীয় শরীর আবরণ করিয়া রাখে।১৫। নশ্বর শরীরে আত্ম অবস্থান করে না। আত্মার শরীর নাই, তিনি মহান্, তিনি বিভু, ধীর ব্যক্তি আত্মাকে এইরূপ ভাবিয়া শোক করেন না।১৬। মানবেরা যৎকালে চর্ম্মের মতন আকাশ বেষ্টন করিবে, তখন দেবকে না জানিয়া দুঃখের অন্ত হইবেক।১৭। অতএব গুরুর কৃপাকটাক্ষ হইতে যে আত্মবিদ্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত মতরূপ অমৃতপানে তৃপ্ত হও।

বিদ্বেষনীর নামক এক জন প্রধান শৈব, গুরুর মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রভু পরম গুরু শঙ্করকে বলিল।১৮ ১৯। হে প্রভো! আপনি সর্ব্বদাই আমার রক্ষক। সংসাররূপ সর্পবিষে আমার শরীর জ্বলিত, এক্ষণে আপনি অদ্য আমাকে শান্ত করুন। আপনার নির্ম্মল বেদবাক্য দ্বারা আমার ভেদ জ্ঞান নষ্ট হইল। এক্ষণে আমি জগৎ পিতা শিব তুল্য হইয়াছি।২০। হে জ্ঞানিবর! আপনিই মহাদেবের পূজার ফল। আপনি অদ্বৈতরূপ অমৃতদান করিয়াছেন, আপনি রুদ্র হইতেও অত্যুত্তম।২১। এই রূপে স্তবপাত্র শঙ্করকে স্তব করিয়া ও বারম্বার নমস্কার করিয়া তাঁহার পাদোদক পান করিয়া সম্যক্‌রূপে অদ্বৈতমতের আচারে তৎপর হইল।২২। তিনি আপনার কুল, গ্রাম ও দেশস্থ সকলকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া গুরুবর শঙ্করকে নমস্কার পূর্ব্বক ঐ স্থানে সুখে বাস করিয়া রহিলেন।২৩।

ততোঽন্যে ভূতিরুদ্রাক্ষধারিণো লিঙ্গচিহ্নিতাঃ। প্রোচুর্বিপক্ষশূলাদ্যা দৃষ্ট্বা স্বামিনমদ্ভুতম্ ॥ ২৪ ॥

মায়াবেষধরঃ কস্মাৎ প্রামাণিকমতাদমুম্। ভ্রষ্টং কৃত্বাঽধুনা-গন্তং প্রবৃত্তোঽত্যন্তবঞ্চকঃ ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মণ্যাদুত্তমং প্রোক্তং বৈষ্ণব্যং মুনিসত্তম!। বৈষ্ণব্যাদধিকং শৈব্যমিত্যাজঃ প্রাহ নারদম্ ॥ ২৬ ॥

তস্মাদারূঢ়পতনং কিমর্থং ভবতা কৃতম্। নমস্ত ইতি বেদেন স্তুতঃ সম্যঙ্ মহেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ। সর্ব্বব্যাপী স ভগবাং স্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥২৮ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতর্য্যায়ুঃ সূক্ষমুক্ত্বোপসংহৃতম্। ততস্তেনাপি সর্ব্বাত্মা শিব এব নিরূপিতঃ ॥ ২৯ ॥

পত্ন্যৌ তে হ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পার্শ্বেঽহোরাত্রকে মতে। ইতি বাক্যদ্বয়েনাপি শিব এব নিরূপিতঃ ॥ ৩০ ॥

গঙ্গা হ্রীঃ পার্বতী লক্ষ্মীস্তৎপতিঃ শিব ঈরিতঃ। স্কান্দে চ যামলে চৈব তদ্বাক্যাদি মুনে! শৃণু ॥ ৩১ ॥

হিমাগ্রাদপতন্ মৌলৌ গঙ্গা রুদ্রস্য বেগতঃ। তদীয়ভার-সম্ভ্রান্তো হ্যবাদীত্তাং সদাশিবঃ ॥ ৩২ ॥

হ্রীমতী ভব নাত্যুচ্চৈ বর্ত্ত সম্প্রাপ্য মামিহ। পুরুষং পুরুষশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিকারণম্ ॥ ৩৩ ॥

সা তং নত্বা মহাদেবং তদাপ্রভৃতি ভক্তিতঃ। হ্রিয়া তং যাগু মিলিতা হ্রীরিতি প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

তস্যাঙ্কমধুনারূঢ়া শক্তি র্মাহেশ্বরী পরা। মহালক্ষ্মীরিতি খ্যাতা শ্যামা সর্ব্বমনোহরা ॥ ৩৫ ॥

তস্যাস্তেজঃকণাজ্জাতা লক্ষ্মীবাকোটয়ঃ পুরা। শিবতেজঃসমুদ্ভূতা হরিব্রহ্মাদিকোটয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ক্রিয়ন্তে পুনরেবৈতে তত্রতত্র লয়ানুগাঃ। ইতি তস্মাচ্ছিবৈস্যৈব তৎপতিত্বং সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর আর কতকগুলিন লোকে বিভূতি ও রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ এবং শিবলিঙ্গের চিহ্ন ধারণ, তৎপরে বিপক্ষদিগকে বধ করিবার জন্য শূল প্রভৃতি ধারণ পূর্ব্বক অদ্ভুত শঙ্করকে দেখিয়া বলিতে লাগিল। ২৪। প্রামাণিক মত হইতে এই মত ভ্রষ্ট করিয়া, ও মায়া বেশ ধরিয়া, অতিশয় বঞ্চকের মতন এক্ষণে তুমি কোথায় যাইতেছ? এবং তোমার নাম কি?। ২৫। "হে মুনিবর! ব্রাহ্ম মত হইতে বৈষ্ণবমত অতি উত্তম, বৈষ্ণব মত অপেক্ষা শৈবমত অধিক উত্তম" একথা বিষ্ণু নারদকে বলিয়াছিলেন। ২৬। অতএব যাহাতে পতন আছে, আপনি কেন তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন?।" বেদে 'নমস্তে' বলিয়া মহাদেবের স্তব করা হইয়াছে" আপনি উত্তমরূপে মহাদেবের স্তব করেন নাই কেন?। ২৭ মহাদেবের সকলদিকে মুখ, সকলদিকে মস্তক ও সকল দিকে গ্রীবা। তিনি সকল জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থান করেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী অতএব ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বগত। ২৮। এইরূপে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাঁহার সূক্ষ্ম আয়ু বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব একারণেও শিব সকলের আত্মা বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ২৯। শিবের লজ্জা আর আর লক্ষ্মী দুই পত্নী, এবং দিবা আর রাত্রি, উভয় পার্শ্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই দুইটী বাক্যদ্বারা কেবল শিবকেই নিরূপণ করা হইয়াছে। ৩০। গঙ্গা হ্রী (লজ্জা) পার্ব্বতী লক্ষ্মী-এই উভয়ের পতি শিবই কথিত হইয়াছেন। হেমুনে! স্কন্দপুরাণে আর যামলে এই সম্বন্ধে অনেক কথা আছে শ্রবণ করুন। ৩১। রুদ্রের বেগে হিমালয়ের অগ্রহইতে গঙ্গা তাঁহার মস্তকে পতিত হয়। গঙ্গার ভারে ব্যস্ত হইয়া সদাশিব গঙ্গাকে বলিলেন। আমিপুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এবং আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির কারণ, আমাকে পাইয়া তুমি লজ্জাবতী হইও আর শরীরের ভার একটু লঘু করিও। ৩২।৩৩। তদবধি গঙ্গা ভক্তিভাবে মহাদেবকে নমস্কার করিয়া লজ্জায় শীঘ্র তাঁহাতে মিলিত হইলেন। একারণে পণ্ডিতেরা গঙ্গাকে হ্রী বলিতেন। ৩৪। সম্প্রতি পরাৎপরা মাহেশ্বরী শক্তী মহেশ্বরীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছেন। তাহাতেই শ্যামবর্ণা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মহালক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়। ৩৫। ঐ মহালক্ষ্মীর তেজকণা দ্বারা কোটি কোটি লক্ষ্মী সরস্বতীর জন্ম হয়। এবং শৈবতেজে কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়। ৩৬। সর্ব্বত্রই লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণকে লয়ের অনুগত হইয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করেন। অতএব এই সমস্ত কারণে

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশো দক্ষিণে পার্শ্বকে দিনং রাত্রিতা বামে ভাগে দেব্যা মতা যতঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্যামবর্ণাপি চাথর্ববেদে সর্বাত্মরূপতাম্। নিত্যানিত্যোহমিত্যাদিনাহ যত্ত সুরান্ শিবঃ ॥ ৩৯ ॥

জগৎকারণভূতত্বং তথা শিবহৃদয়কে। ধ্যেয়ত্বাদিকমাখ্যাতং শিবস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

ধ্যেয়ত্বে তব সাক্ষিণো মুনিগণা জ্ঞানপ্রদত্বে গুরো বেদ্যত্বে নিগমাঃ স্বভক্তবিষতক্ষান্তৌ কৃতাস্থাদরঃ। নিত্যত্বে ভগবন্! পিতামহশিরঃপ্রগ্রুন্দমাদ্যন্তয়োঃ শূন্যত্বে চ বরাহহংসবপুষৌ পদ্মাক্ষপদ্মাসনৌ ॥ ৪১ ॥

এবং শ্রুতিষু সর্বত্র জগৎকারণমীশ্বরঃ। রুদ্র উক্ত ইতিজ্ঞেয়ং ন চৈবান্যো বিবেকিভিঃ ॥ ৪২ ॥

তৎপুলিঙ্গাদিকরুদ্রাক্ষবিভূত্যাদিকধারণাৎ। পীঠাদ্যর্চনয়া চৈব রুদ্রাধ্যায়জপেন চ ॥ ৪৩ ॥

সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি শিবরূপতাম্। রুদ্রকাণ্ডেহয়মর্থোহি সম্যক্তেন নিরূপিতঃ ॥ ৪৪ ॥

স্তেয়ং কৃত্বা গুরুদারাংশ্চ গত্বা সুরাং পীত্বা ব্রহ্মহত্যাং কৃত্বা। ভস্মচ্ছন্নো ভস্মশয্যাশয়ানো রুদ্রাধ্যায়ী মুচ্যতে সর্বপাপৈঃ ॥ ৪৫ ॥

কোটিজন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ শিবে ভক্তিঃ প্রজায়তে। বহুনাত্র কিমুক্তেন যস্য ভক্তিঃ শিবে দৃঢ়া ॥ ৪৬ ॥

মহাপাপৌঘপাপৌঘকোটিগ্রস্তোহপি মুচ্যতে। ইত্যুক্তং শিবগীতাসু পুনস্তত্র চ কীর্তিতম্ ॥ ৪৭ ॥

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং পারং যাতথ যেন বৈ। মুনয়স্তৎপ্রবক্ষ্যামি ব্রতং পাশুপতাভিধম্ ॥ ৪৮ ॥

কৃত্বা তু বিরজাং দীক্ষাং ভূতিরুদ্রাক্ষধারণম্। জপন্ত বেদসারাখ্যং শিবনামসহস্রকম্ ॥ ৪৯ ॥

সন্ত্যজ্য তেন মর্ত্যত্বং শৈবীং তনুমবাপ্স্যথ। ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ॥ ৫০ ॥

নিশ্চয় মহাদেবই তাঁহাদের পতি। ৩৭। মহাদেবের নির্মল স্ফটিকতুল্য দক্ষিণ পার্শ্বে দিন, এবং দেবীর বামভাগে শ্যামবর্ণ রাত্রি কথিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ শিব, অথর্ব বেদে "আমি নিত্য আমি অনিত্য" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আপনার দেবগণকে (শিব যে সকলের আত্মা) তাহা বলিয়াছেন। ৩৯। ঐরূপ শিবহৃদয়গ্রন্থে, পরমাত্মরূপী শিবের, জগৎকারণ ও সকলের ধ্যেয়, তাহাও কথিত হইয়াছে। ৪০। "হে ভগবন্! আপনাকে যে ধ্যান করিতে হয় তদ্বিষয়ে মুনিগণ সাক্ষী, জ্ঞানপ্রদানে আপনি গুরুদেব, আপনি যে জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে আপনি নিগমশাস্ত্র। যাহারা আপনার ভক্ত তাহাদিগকে যদি কেহ কুমন্ত্র শিক্ষা দেয়, আপনি তদ্বিষয়ে যম। আপনি যে নিত্য ঐ বিষয়ে ব্রহ্মার মস্তকস্থিত মালা সকল প্রমাণ। আপনি যখন আদ্যন্ত শূন্য, তখন বরাহশরীরধারী কমলাক্ষ কৃষ্ণ এবং হংসশরীর ধারী পদ্মাসন ব্রহ্মা"। ৪১। এইরূপ বেদে সকল স্থানে জগৎকারণ রুদ্রই ঈশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যাহারা বিবেকী তাহারা রুদ্রকে ঈশ্বর বলিয়া জানিবেন। আর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। ৪২। ত্রিপুণ্ড্রাদি, রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি প্রভৃতি ধারণ, পীঠাদির অর্চনা ও রুদ্রাধ্যায়জপ ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা সকলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবসাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে। রুদ্রকাণ্ডে এই অর্থই উত্তমরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। ৪৩। চৌর্য্যবৃত্তি, গুরুদারগমন, সুরাপান ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর, ভস্মশয্যায় শয়ন ও রুদ্রাধ্যায়পাঠ করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৪৪। কোটিজন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিলে শিবে ভক্তি জন্মায়। "এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যাহার শিবে দৃঢ়ভক্তি আছে, সেব্যক্তি যদি কোটি কোটি পাপ করিয়া থাকে, তথাপি সে মুক্ত হয়" শিবগীতায় একথা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। শিবগীতায় আর একস্থানে আছে, হেমুনিগণ! তোমরা যেরূপে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের পারে যাইতে পার, আমি সেই পাশুপত ব্রত বলিব। ৪৫।৪৬।৪৭।৪৮। তোমরা বিরজা দীক্ষা, বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ ধারণ, জপ, বেদসার শিবের সহস্র নাম করিয়া এই মানব দেহ পরিত্যাগ পূর্বক শৈব শরীর লাভ করিবে। "অনন্তর জগতের মঙ্গলকর ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া, তোমাদের নয়নগোচর হইয়া, তোমাদিগকে কৈবল্য দান করিবেন"। এইকথা জাবালশ্রুতি উপনিষদেও নিরূপিত

তদ্বতাং [illegible] [illegible] ইতি কাল্যা-
গ্নিরুদ্রোপনিষদ্যপি নিরূপিতম্ ॥ ৫১ ॥

অবশ্যং ব্রাহ্মণৈর্ধার্য্যা বিভূতিরিতি বিস্তৃতম্। অতো বিভূতি-
মাহাত্ম্যং কেন বক্তুং সুশক্যতে ॥ ৫২ ॥

শীর্ষে কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চ বাহ্বো রুদ্রাক্ষধারণাৎ। নীলকণ্ঠো ভবে-
ন্মর্ত্ত্যো ব্রাহ্মণশ্চেৎ পরাৎপরঃ ॥ ৫৩ ॥

ইত্যগস্ত্যস্য সংপ্রোক্তং সংহিতায়াং যতীশ্বর!। অতপ্তাঙ্গতনু-
র্নৈব তদ্ধামৈতীতি মানতঃ ॥ ৫৪ ॥

লিঙ্গাঙ্কনমবশ্যং বৈ কর্ত্তব্যং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ। ইত্যুক্ত
আহ নৈবাত্র বহ্নিতাপো বিবক্ষিতঃ ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু কৃচ্ছ্রাদিকং তাপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণৈঃ কৃশঃ। ইত্যুক্তে
নারদীয়েন বিরোধাদ্‌বৃহতাস্তথা ॥ ৫৬ ॥

লিঙ্গাঙ্কিততনুং দৃষ্ট্বা শঙ্খচক্রাঙ্কিতং তথা। স্নানমেব
তদা কার্য্যমথবা সূর্য্যমীক্ষয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

পতিতং তপ্তলিঙ্গাঢ্যং চক্রাঙ্কিতমথাপি বা। বাঙ্মাত্রেণাপি
নার্চ্চেত পাষণ্ডাচারতৎপরম্ ॥ ৫৮ ॥

শূদ্রবৎ স পরিত্যাজ্যো জীবচ্ছবসমাকৃতিঃ। [illegible] চ
হব্যঞ্চ কব্যঞ্চাপি বৃথা ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥

তদ্দর্শনাৎ পরিত্যাজ্যমন্নং মন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। অপি
শূদ্রেক্ষণাদ্‌ভুঞ্জে লিঙ্গচক্রাঙ্কিতং বিনা ॥ ৬০

অপি চেন্নিগমাচাররতো বেদাঙ্গতৎপরঃ। লিঙ্গচক্রাঙ্ক-
মাত্রেণ স সদ্যঃ পতিতো ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

ইত্যুক্তং হি বৃহন্নারদীয়ে কিঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্। মার্কণ্ডেয়-
পুরাণে বৈ শ্রোতব্যং তৎসমাহিতৈঃ ॥ ৬২ ॥

ব্রাহ্মণানাং চ গায়ত্র্যাঃ সম্বাদোঽভূন্মহান্ পুরা। অতস্তয়া-
ভিসংশপ্তাঃ পাষণ্ডাশ্চৈব দৈবতাঃ ॥ ৬৩ ॥

বেদোক্তকর্ম্মহীনাশ্চ তান্ত্রিকাচারতৎপরাঃ। যূয়ং কলৌ
ভবস্তেবমিতি তানাহ সা রুষা ৬৪ ॥

অতঃ কলিযুগে প্রাপ্তে ভবিষ্যন্তি দ্বিজাধমাঃ। বেদার্থহীনাঃ
পাষণ্ডা লিঙ্গচক্রাদিচিহ্নিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

হইয়াছে। ৪৯। ৫০। ১। অতএব ব্রাহ্মণেরা অবশ্য বিভূতি ধারণ করিবেক। কোন্ ব্যক্তি জগদ্‌ব্যাপী শিবের বিভূতি-মাহাত্ম্য বলিতে পারে?। ২। "মস্তকে, কণ্ঠে, দুই কর্ণে, দুই হস্তে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে, যে কোন মানব শিব হয় এবং ব্রাহ্মণ হইলে তিনি ঐ রুদ্রাক্ষ ধারণে পরাৎপর হন" হে যতীশ্বর! এ কথা অগস্ত্য সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিভূতি ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিয়া আত্মশরীর উপতপ্ত করে নাই, সে ব্যক্তি শিব পদ প্রাপ্ত হন না" এই প্রমাণে যাহারা মোক্ষার্থী অবশ্য তাহারা লিঙ্গ চিহ্ন ধারণ করিবে।

এই কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন। আপনারা যে পূর্ব্বে তাপের কথা বলিয়াছেন, এস্থানে তাপ শব্দে বহ্নি তাপ নয়। কিন্তু কৃচ্ছ্র প্রভৃতি তাপ এবং কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ দ্বারা কৃশ হইতে হইবে। এই বৃহন্নারদীয় বচনের বিরোধ হয়। যথা—"লিঙ্গ চিহ্নিত বা শঙ্খ চক্রাদি চিহ্নিত শরীর দেখিলে তৎকালে স্নান করিবে, অথবা সূর্য্য দর্শন করিবে। পতিত, ও তপ্ত লিঙ্গযুক্ত ও চক্র চিহ্নিত ব্যক্তিকে কথা বারাও অর্চনা করিবে না। পাষণ্ডের আচার তৎপর ঐ ব্যক্তিকে শূদ্রের মতন ত্যাগ করিবে। জীবিত শবের মতন ঐ ব্যক্তি অস্পৃশ্য। ঐ ব্যক্তিকে হব্য কব্য যাহা দেওয়া যাইবে তৎসমুদায়ই বৃথা হয়। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। মন্ত্রপূত অন্ন চক্রচিহ্নিত ব্যক্তির দর্শনে পরিত্যাগ করিবে। যদি শূদ্রও দর্শন করে তথাপি ঐ অন্ন ভক্ষণ করিবে, কিন্তু লিঙ্গ চক্রচিহ্নিত ব্যক্তি দর্শন করিলে ঐ অন্ন ভক্ষণ করিবে না। যদি কোন ব্যক্তি বেদাচাররত ও বেদাঙ্গ তৎপর হয়, সে ব্যক্তি লিঙ্গ চক্র চিহ্ন মাত্রে সদ্য পতিত হয়।" এই কথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যাহা কথিত হইয়াছে, আপনারা সমাহিত মনে তাহা শ্রবণ করুন। ৬০। ৬১। ৬২। পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের ও গায়ত্রীর একটী বিবাদ হইয়াছিল। সেই বিবাদে গায়ত্রী ব্রাহ্মণদিগকে শাপ দেন। তাহাতে দেবতাগণ পাষণ্ড হয়, বেদোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তান্ত্রিক আচারে রত হয়। গায়ত্রী ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা কলিকালে ঐ রূপ অকার্য্য করিতেই জন্মিবে"। ৬৩। ৬৪। এই কারণে কলিকাল উপস্থিত হইলে দ্বিজাধম সকল, বেদের অর্থ হীন, লিঙ্গচক্রাদি চিহ্নিত, পাষণ্ড

জ্ঞানকর্ম্মপথাদ্‌ভ্রষ্টাঃ কামক্রোধাদিপীড়িতাঃ। দুরাত্মানঃ সত্যধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ শাপভাগিনঃ ॥ ৬৬ ॥

কলৌ ত্রিংশৎসহস্রাব্দে পুনর্নষ্টা ভবন্তি তে। নিঃশেষতাং গতাঃ পশ্চাদদ্বৈতার্থানুচিন্তকাঃ ॥ ৬৭ ॥

সত্যধর্ম্মপরা ভূয়ো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। ইতি তস্মান্ন কর্ত্তব্যং লিঙ্গাদে র্ধারণং নরৈঃ ॥ ৬৮ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। ইতি সত্যাদিলক্ষ্যস্তোপাস্যগোচরতা মতা ॥ ৬৯ ॥

ততো ব্রহ্মাবতারস্য শিবস্তোপাসনং শ্রুতৌ। প্রোক্তং তস্য নিরাসো নো কর্ত্তুং কেনাপি শক্যতে ॥ ৭০ ॥

ভূতিরুদ্রাক্ষয়োশ্চাপি কর্ত্তব্যং ধারণং নরৈঃ। কিন্তু লিঙ্গাদিচিহ্নানাং ধারণে মানশূন্যতা ॥ ৭১ ॥

ততঃ প্রোবাচ ভক্তাগ্রগণ্যস্তং পরমং গুরুম্। অসমর্থাঃ পুরা দেবাস্ত্রিপুরাসুরনাশনে ॥ ৭২ ॥

ইষুং তে কল্পয়ামাসুরগ্নিবিষ্ণুবিচন্দ্রকৈঃ। আদাবগ্নিঃ শশী মধ্যে বিষ্ণুরন্তে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥

ততো বিচারয়ামাসুঃ ক ইষুং ধারয়িষ্যতি। রুদ্রো ধারয়িতা কেচিৎ প্রোচুস্তত্র দিবৌকসঃ ॥ ৭৪ ॥

যতো রুদ্রস্য বহ্ন্যাদিতেজঃ সকলমেব হি। তস্য নেত্রেঽগ্নিচন্দ্রৌ স্তো বিষ্ণুস্তদ্দেহজঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৫ ॥

সাত্ত্বিকাংশাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাদ্ভারো ন তস্য বৈ। ইতি দেবা-বিচার্য্যাশু প্রার্থয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥ ৭৬ ॥

সোঽব্রবীদ্বরমিচ্ছামি দেবাঃ কমিতি চাব্রুবন্। সোবাচাহং পশূনাং বৈ প্রধানঃ স্যাং পতিঃ কিল ॥ ৭৭ ॥

উচুর্দ্দেবা বয়ং সর্ব্বে পশবঃ পদ্মজাদয়ঃ। ত্বমেকঃ পতিরস্মাকমিত্যুক্ত্বা তে সদাশিবম্ ॥ ৭৮ ॥

লিঙ্গশূলাদিচিহ্নানি ধারয়ামাসুরীশ্বরঃ। ততো জ্যাং বাসুকিং কৃত্বা মেরুং কৃত্বা ধনু র্ধরাম্ ॥ ৭৯ ॥

রথং চন্দ্র রবীচক্রে বেদানশ্বান্ বিধায় চ। ব্রহ্মাণং সারথিং কৃত্বা স্তূয়মানঃ শিবোঽমরৈঃ ॥ ৮০ ॥

জ্ঞান কর্ম্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট, কাম ও ক্রোধাদি কর্ত্তৃক পীড়িত, দুরাত্মা, সত্য ধর্ম্ম বর্জিত ও শাপভাগী হইবে। ৬৫ । ৬৬। কলির তিন সহস্র বৎসর গত হইলে পুনর্ব্বার তাহারা নষ্ট হইবে। পশ্চাৎ অদ্বৈত মতের অর্থচিন্তক ব্রাহ্মণ সকল একেবারে নিঃশেষ হইবে। ৬৭। পুনর্ব্বার সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া যে তাহারা জন্ম গ্রহণ করিবে, ইহাতে আর সংশয় নাই। অতএব মনুষ্যগণ কখনই লিঙ্গাদি ধারণ করিবে না। ৬৮। "যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য সকল যে স্থান হইতে নিবৃত্ত হয়" ইত্যাদি বেদ বাক্যে সত্য পদার্থের লক্ষ্য পরমাত্মা যে উপাস্য নহে, তাহা কথিত হইয়াছে। ৬৯। অতএব ব্রহ্মাবতার শিবের উপাসনা বেদে উক্ত হইয়াছে। কেহই তাহার নিরাস করিতে পারে না। ৭০। মানবেরা বিভূতি ও রুদ্রাক্ষের ধারণ করিবে, কিন্তু লিঙ্গাদি চিহ্ন ধারণ করিবার কোন প্রমাণ নাই। ৭১।

অনন্তর ভক্তের অগ্রগণ্য একজন, পরমগুরু শঙ্করাচার্য্যকে বলিতে লাগিল। পুরাকালে দেবতাগণ ত্রিপুরাসুর বিনাশে অক্ষম হইয়া বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র দ্বারা একটী বাণ সৃজন করেন। প্রথমে অগ্নি, মধ্যে চন্দ্র ও শেষে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৭২। ৭৩। তারার পর দেবতারা বিচার করিল, এ বাণ কে ধারণ করিবে? তন্মধ্যে কোন কোন দেবতা বলিলেন, রুদ্র বাণ ধারণ করিবেন। ৭৪। কারণ, বহ্নি প্রভৃতি সমস্ত তেজই রুদ্রের অংশ। অগ্নি ও চন্দ্র রুদ্রের দুইটী চক্ষু এবং বিষ্ণু তাঁহার দেহোৎপন্ন। ৭৫। রুদ্র সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব বাণ ধরিতে তাঁহার কোন ভারবোধ হইবেনা। দেবগণ এইরূপ বিচার করিয়া শীঘ্র মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিল। ৭৬। শিব বলিলেন, আমি একটী বর ইচ্ছাকরি। দেবগণ বলিল, কিবর ইচ্ছা করেন; মহাদেব বলিলেন-আমি যেন পশুদিগের প্রধান পতি হই। দেবগণ বলিল,-ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা পশু এবং আপনি একমাত্র আমাদের পতি। এই বলিয়া দেবগণ লিঙ্গ শূলাদি চিহ্ন সকল ধারণ করিল। অনন্তর পরমেশ্বর শিব, বাসুকিকে জ্যা (ধনুকের ছিলে) সুমেরুকে ধনু, পৃথ্বিবীকে রথ, চন্দ্রসূর্য্যকে দুইচক্র, বেদ সকলকে অশ্ব, ও ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া, অমরবৃন্দকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ঐ বাণদ্বারা দৈত্য সকল দগ্ধ করিয়াছিলেন।

বাণেন তেন তান্ দৈত্যান্ দদাহ পরমেশ্বরঃ। তস্মাল্লিঙ্গাদি চিহ্নানাং ধারণং যুক্তমেব হি। ৮১ ॥

দর্শনাচ্চ তথা লোকে সেব্যসেবকয়োর্মুনে। অস্মাভিঃ সেবকৈশ্চিহ্নং সেব্যস্য পরমেশিতুঃ। ৮২ ॥

অবশ্যমেব সংগ্রাহ্যমিত্যুক্তঃ প্রাহ তং গুরুঃ। মানহীনমিদং বাক্যং যতো দেবাদিষু কচিৎ। ৮৩ ॥

লিঙ্গাদের্ধারণং নৈব প্রসিদ্ধং কিন্তু তেষু বৈ। ভূত্যাদিধারণং কিঞ্চ কৈবল্যোপনিষদ্বচঃ। ৮৪ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহীত্যেবং ব্রূতে নৈব শূলাদিচিহ্নং। জ্ঞানস্যাঙ্গং তেন মাস্ত্যেব তস্য জ্ঞানেপ্সূনাং ধারণং ভোঃ! কদাপি। ৮৫ ॥

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে কোঽপি মুক্ত্যা ইত্যাদ্যৈর্বৈর্বেদবাক্যেষু মুক্তোঃ। নান্যোবার্থো দেহসন্তাপনেন নিন্দা তস্য শ্রূয়মাণা হি শাস্ত্রে। ৮৬ ॥

লোকে রাজ্ঞশ্ছত্রচিহ্নং নরস্য দৃষ্টং শূলাদের্হি সন্ধারণং চেৎ। যুষ্মাকং কোঽপ্যাগ্রহস্তর্হি লৌহং স্বীকর্ত্তব্যং তেন তস্মার এব। ৮৭।

কিং চাস্য ভক্তেন ভুজাদিভূষণং সর্পাদিকং ধার্য্যমনন্যচেতসা। পরন্তু নৈতৎ খলু পূজ্যতে নরে সর্পভ্রমেণাপি ভয়েন কম্পিনি। ৮৮ ॥

তস্মাদিমাং পামরবুদ্ধিমাশু বিহায় চিহ্নঞ্চ সমর্প্য কর্ম। বেদোক্তমীশে পরজীবয়োশ্চৈক্যস্যানুসন্ধানমনন্যচিত্তঃ। ৮৯ ॥

কুর্ব্বন্নিঃবাধেন পরস্য তস্যাজ্ঞানস্য নাশেন ভবিষ্যসি ত্বম্। মুক্তো ন চান্যেন যথা কদাপীত্যুক্তঃ স আচার্য্যবরং প্রণম্য। ৯০।

চিহ্নানি সন্ত্যজ্য সপুত্রবান্ধবঃ শিষ্যো বভূবাদ্বয়বাদতৎপরঃ। তথৈব চান্যেঽপি গুরোঃ প্রসাদতো বভূবুরদ্বৈতপরাঃ সুখার্থিনঃ। ৯১ ॥

অনন্তশয়নং নাম প্রদেশং প্রাপ্তবাংস্ততঃ। দেবস্য দর্শনং কৃত্বা মাসমাস স তত্র বৈ। ৯২ ॥

অতএব লিঙ্গাদি চিহ্নধারণ অতিশয় আবশ্যক ৭৭।৭৮।৭৯।৮০।৮১। হেমুনির! জগতেও দেখাযায়যে, সেব্যসেবকের এক রূপচিহ্ন থাকে। অতএব আমরা সেবক হইয়া সেবনীয় পরমেশ্বরের চিহ্ন গ্রহণ করিব।

এইকথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন। আপনাদের এবাক্যে কোন প্রমাণ নাই। যে হেতু দেবতাগণ যে কখন লিঙ্গাদি ধারণ করিয়াছিলেন তাহা অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহারা যে বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতেন তাহা প্রসিদ্ধ। তদ্ব্যতীত কৈবল্য উপনিষদে এই রূপ লেখা আছে যে "শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যান যোগে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। অতএব শূলাদি চিহ্ন কখন জ্ঞানের অঙ্গ নহে। এইকারণে জ্ঞানার্থী গণের বিভূত্যাদি ধারণ কখন কর্ত্তব্য নহে" ৮২।৮৩।৮৪।৮৫। "জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর কোন পথ নাই" ইত্যাদি বেদবাক্যাবলি মোক্ষার্থীর দেহসন্তাপে কোন ফলোদয় হয়না, বরং ঐরূপকার্য্যে শাস্ত্রে নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে। ৮৬। জগতে যদি কোন রাজাকে ছত্রচিহ্ন ত্যাগ করিয়া শূলাদি ধারণ করিতে দেখা যায়, তবে আপনাদেরও অবশ্য কোন বিশেষ আগ্রহ থাকাতে লৌহ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু শূলের লৌহ ধারণ করিলে তাহাতে অবশ্যই ভার হইবে। ৮৭। অপিচ যেব্যক্তি শিবের ভক্ত, সেব্যক্তি অনন্যমনে নিজহস্তে শিবচিহ্ন সর্প ধারণ করিবেক। পরন্তু সর্পভ্রমে ভয় হেতু যেমানব কম্পিত হয়, তাহাকে কেহ পূজা করেনা। ৮৮। অতএব এই পামর বুদ্ধি ও চিহ্নত্যাগ করিয়া বেদোক্ত কর্ম্ম সকল পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া অনন্যমনে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য অনুসন্ধান কর। পরমাত্মবোধ হইলে এবং অজ্ঞান নাশ হইলে তুমি মুক্ত হইবে। অন্যআর কোন রূপে কখন তুমি মুক্ত হইতে পারিবেনা। এইকথা শুনিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া পুত্রবান্ধবের সহিত চিহ্ন সকল ত্যাগ করিয়া অদ্বৈত মতে নিতান্ত রত হইয়া শিষ্য হইল। তদ্রূপ অন্যান্য সকলেই গুরুর প্রসাদে অদ্বৈত মতাবলম্বী হইয়া সুখী হইল ৮৯। ৯০। ৯১।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য অনন্তশয়ন নামক প্রদেশে গমন করিলেন। তথায় দেবতাকে দর্শন করিয়া তিনি এক মাস বাস করিয়া রহিলেন। ঐ স্থানে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস ও কর্ম্মহীন ছয় প্রকার বৈষ্ণব ছিল। শঙ্কর তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের লক্ষণ কি বল? প্রথমে ভক্তগণ শঙ্করকে বলিল, বাসুদেব তিনি পরমেশ্বর এবং সর্ব্বজ্ঞ।

ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ। বৈখানসাঃ কর্ম্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ। ৯৩ ॥

তানাহ শঙ্করাচার্য্যঃ কিং বো লক্ষণমুচ্যতাং। ভক্তাঃ প্রথমমাহুস্তং সর্ব্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ। ৯৪ ॥

বাসুদেবঃ স রামাদ্যানবতারান্ বিভর্ত্ত্যজঃ। তদুপাস্ত্যা বয়ং মুক্তাঃ প্রাপ্স্যামস্তৎসলোকতাম্। ৯৫ ॥

ইতি বুদ্ধ্যা বয়ং সর্ব্বে কৌণ্ডিন্যমুনিনা প্রভোঃ। প্রসাদিতস্ত বেবায়ামনন্তস্য সদা রতাঃ। ৯৬ ॥

আচারো দ্বিবিধোঽস্মাকং ক্রিয়াজ্ঞানবিভেদতঃ। কর্ম্মঠা ব্রহ্মগুপ্তাদ্যা বিষ্ণুশর্ম্মাদয়ো বয়ম্। ৯৭ ॥

জ্ঞানিনোঽত্রৈব তিষ্ঠাম ইত্যুক্তো জ্ঞানলক্ষণম্। পপ্রচ্ছ বিষ্ণুশর্ম্মাঽপ প্রাহ তেষু বিচক্ষণঃ। ৯৮ ॥

অনন্তভগবৎপাদকমলং শরণং পরম্। ইতি তূষ্ণীং স্থিতির্জ্ঞানং যতো নৈব তদাজ্ঞয়া। ৯৯ ॥

ত্রিণা তৃণাদিসঞ্চারো ভবতীত্যুক্ত আহ তম্। জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ কর্ম্মণা জায়তে দ্বিজঃ। ১০০ ॥

নিত্যং সন্ধ্যামুপাসীত প্রত্যবায়স্তথা ভবেৎ। প্রাতরাদিষু কালেষু হ্যগ্নিহোত্রাদিকং বুধঃ। ১০১ ॥

কুর্ব্বন্ বৈ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে। ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যানি নিত্যং কর্ম্ম স্তবন্তি হি। ১০২ ॥

অতঃ সর্ব্বৈঃ শ্রুতিপ্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম সর্ব্বদা। বৈধস্য তস্য সংত্যাগাদ্ দুঃখভাগিতি মনুর্জগৌ। ১০৩ ॥

জীবন্ কর্ম্মপরিত্যাগং যঃ করোতি নরাধমঃ। স মূঢ়ো নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্। ১০৪।

যতীনামপি কর্ম্মাস্তি স্নানদেবার্চ্চনাদিকম্। ব্রাহ্মণ্যহানিরেবাতো ভ্রষ্টানাং স্বীয়কর্ম্মতঃ। ১০৫ ॥

অব্দৈঃ কতিপয়ৈরেবং স্থিতিরিত্যুক্ত আহ তম্। বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভো! সপ্তমঃ পুরুষো ময়া সমঃ। ১০৬ ॥

কিঞ্চিৎকর্ম্মপরস্তস্য পিতাঽভূদিতি বৈ শ্রুতম্। বাল্যে মযেতি সংপ্রোক্তঃ প্রাহ দূরং ব্রজাঽধুনা। ১০৭ ॥

শ্রীরাম, কূর্ম্ম, মৎস্য ইত্যাদি অবতার ধারণ করেন। তাঁহার উপাসনা দ্বারা আমরা মুক্ত হইয়া তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইব। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। কৌণ্ডিন্য মুনি যাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, আমরা সেই বুদ্ধিতে সেই অনন্ত প্রভুর সেবাতে একান্তরত হইয়াছি। ৯৬। আমাদের মত আবার দুই প্রকার। যথা—জ্ঞান ও কার্য্য। ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি কর্ম্মশীল—বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতি আমরা জ্ঞানকার্য্যের অনুশীলন করিয়া এই স্থানেই বাস করিয়া থাকি। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর জ্ঞানের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর উঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত বিষ্ণু শর্ম্মা বলিতে লাগিলেন। অনন্ত ভগবানের পাদকমল পরম শরণ, এই বুদ্ধি লইয়া মৌন ধারণ পূর্ব্বক অবস্থানের নাম জ্ঞান। কারণ, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত একগাছি তৃণ পর্য্যন্তও সঞ্চরণ করিতে পারেনা। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর তাঁহাকে বলিলেন, জন্ম দ্বারা শূদ্র হয় এবং কর্ম্ম দ্বারা দ্বিজ হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যা উপাসনা করিবেক। না করিলে প্রত্যবায় হয়। প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে অগ্নিহোত্রাদি যাগ করিলে মানবে বুধ হয়, ব্রাহ্মণে করিলে বিদ্বান্ হয়, পরে সমস্ত শুভ ফললাভ করে। ইত্যাদি বেদবাক্য সকল নিত্য কর্ম্মকাণ্ডকে স্তব করিয়া থাকে। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০। ১০১। ১০২। অতএব সকলেরই সর্ব্বদা বেদোক্ত কর্ম্ম করা উচিত। মনু বলিয়াছেন, ঐ বৈধ কর্ম্ম না করিলে দুঃখ লাভ হয়। ১০৩। যে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। ১০৪। যতিদিগেরও স্নান ও অর্চ্চনা ইত্যাদি কর্ম্ম আছে। ঐ সকল যতি যদি কর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে তাহার ব্রাহ্মণ্য ক্ষয় হয়। কতিপয় বৎসর এইরূপে অবস্থিতি করিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু শর্ম্মা শঙ্করকে বলিল। প্রভো! আমার তুল্য সপ্তম পুরুষ, ও আমার পিতা কিঞ্চিৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, ইহা আমি বাল্যকালে শুনিয়াছি। এই কথার অবসানে শঙ্কর বলিলেন, তুমি এখনই দূর হও। এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আপনার সমীপস্থ সবদি-

এবমুক্তঃ সতু ক্লেশাপুরিতঃ সগণস্তদা। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ ক্ষমস্বেত্যাহ তং গুরুম্। ১০৮॥

দৃষ্ট্বা তং শরণং প্রাপ্তং প্রাহ শিষ্যান্ দয়ানিধিঃ। প্রায়শ্চিত্ত-বিধানার্থং তেঽপি কুর্য্যুস্তথৈব হি। ১০৯॥

প্রায়শ্চিত্তেন সংশুদ্ধা বিষ্ণুশর্ম্মাদয়োঽপি তে। কর্ম্মনিষ্ঠা-স্তমাচার্য্যং প্রোচুস্ত্বৎকৃপয়া প্রভো!। ১১০॥

ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধিরস্মাকং জাতা মুক্তিঃ কথং ভবেৎ। ইত্যুক্ত আহ পরমো গুরুঃ করুণয়ান্বিতঃ। ১১১॥

ব্রাহ্মণাচারদেবাঃ স্মারীশো বিষ্ণুর্দিনেশ্বরঃ। উমা গণপতি শ্চৈব তেষাং পূজাপরা নরাঃ। ১১২॥

ব্রহ্মার্পণধিয়া কামাংস্ত্যক্ত্বা কর্ম্ম চরন্তি বৈ। এবং কৃতে নিত্যকর্ম্মণ্যমলে মনসি প্রভো!। ১১৩॥

জীবস্য চ ভিদাভাবো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। মূলাজ্ঞানস্য তৎ তস্মান্ নিবৃত্তির্জ্ঞানকারণম্। ১১৪॥

তেন ভগ্নে লিঙ্গদেহে মুক্তির্ভবতি নান্যথা। ইত্যাদিষ্টো বিষ্ণুশর্ম্মা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তম্। ১১৫॥

সগণঃ কারয়ামাস নিত্যং কর্ম্ম গুরুং স্মরন্। স্মার্ত্তাচারপরি-শ্রান্তঃ পঞ্চপূজাবিশারদঃ। ১১৬॥

ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা কুর্ব্বন্ চন্দনেন চ সুব্রতঃ। স্নাত্বা মৃত্তিকয়া-চোর্দ্ধপুণ্ড্রংকুর্ব্বন্ প্রযত্নতঃ। ১১৭॥

এবং তেষু নিরতেষু ব্রহ্মগুপ্তাদয়স্ততঃ। সমাগত্য প্রণম্যো-চুঃ স্বামিন্! স্মার্ত্তেন বর্ত্মনা। ১১৮॥

কুর্ব্বন্তো বয়মাচার্য্য! কর্ম্মব্রহ্মার্পণং ধিয়া। কৃত্বা বয়ং বসা-মোঽত্রেত্যুক্তঃ স প্রাহ তান্ গুরুঃ। ১১৯॥

ইতঃ পরং পঞ্চপূজাতৎপরাঃ শুদ্ধমানসাঃ। ভেদবাসনয়া মুক্তা ভবন্তঃ স্বাত্মবোধতঃ। ১২০॥

লিঙ্গদেহেন নির্ম্মুক্তাঃ সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্। প্রাপ্নুবন্তীতি সংপ্রোক্তা নত্বা তং স্বস্থমানসাঃ। ১২১॥

বভূবুরথ তং প্রাহ সমাগত্য পরং গুরুম্। কশ্চিদ্ভাগবতো বিপ্রঃ স্বামিন্! শৃণু মতং মম। ১২২॥

ব্যাহারে তৎকালে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ১০৫। ১০৬। ১০৭। ১০৮। তখন দয়ানিধি গুরুদেব বিষ্ণুশর্ম্মাকে শরণাগত দেখিয়া বলিলেন, তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য ঐ রূপ কার্য্য করিতেন। ১০৯। ঐ সকল বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইয়া আচার্য্যকে বলিল, প্রভো! আপনার কৃপায় আমাদিগের মুক্তি কি রূপে হইবে?। তখন পরম গুরু শঙ্কর দয়ালু হইয়া বলিলেন, মহাদেব, বিষ্ণু, সূর্য্য, দুর্গা এবং গণপতি এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণদিগের আচারের দেবতা। সকল মানবে ঐ সকল দেবতার পূজা পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মপদার্থে সকল বস্তু অর্পণ করিবার মানসে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবেক। এইরূপে নিত্য কর্ম্ম করিলে নির্ম্মল মনে নিঃসন্দেহ জীবের অভাব হইয়া থাকে। মূল অর্থাৎ আদি অজ্ঞানের তাহা হইতে নিবৃত্তি হইলেই জ্ঞান জন্মায়। ঐ জ্ঞান কারণ দ্বারা লিঙ্গদেহ ভগ্ন হইলেই মুক্তি হয়, আর কিছুতেই হইতে পারেনা। এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুশর্ম্মা তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত আচারে পরিশ্রান্ত হইয়া পঞ্চদেবের নিত্য পূজা করিতে লাগিল। ভস্ম এবং চন্দন দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র (তিলক) করিতে লাগিল উত্তম ব্রত পরায়ণ হইল ও স্নানান্তে যত্ন সহকারে মৃত্তিকা দ্বারা উর্দ্ধতিলক চিহ্ন করিল। সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে এইরূপে গুরু স্মরণ পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিখ্যাত হইল। ১১০—১১৭।

অনন্তর তাহারা নিরস্ত হইল ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল "প্রভো! আচার্য্য! আমরা স্মৃতি শাস্ত্রমতে (যে সকল কর্ম্ম পরমব্রহ্মে অর্পণ করিতে হয়) সেই সকল কর্ম্ম বুদ্ধি পূর্ব্বক এইস্থানে বাস করিয়া রহিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া গুরু শঙ্কর তাহাদিকে বলিলেন "ইহার পর যাহারা পঞ্চদেবতার পূজায় তৎপর হইবে—যাহারা নির্ম্মলচিত্ত যাহাদের ভেদবুদ্ধি দূর হইয়াছে—যাহারা আত্মজ্ঞান হেতু লিঙ্গ দেহ হইতে চ্যুত হইয়াছে—এরূপ লোকে অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ

সর্ব্ববেদেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্। তৎফলং নর আপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনম্। ১২৩॥

ইত্যাদিবচনাদ্বিষ্ণোঃ কীর্ত্তনেঽহর্নিশং রতঃ। শঙ্খচক্রাদি সংচিহ্নৈঃ চিহ্নিতস্তুলসীগলঃ। ১২৪॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রী বসাম্যত্র মুক্তির্ম্মম করে স্থিতা। ইত্যুক্ত আহ মা চক্রাদ্যঙ্কনস্ত বিনিন্দনাৎ। ১২৫॥

কিঞ্চ মূর্ত্তি র্ভগবতশ্চতুর্দ্ধা বর্ত্ততে শৃণু। পরৈকাকাশরূপা স্যাদ্ বচসামপ্যগোচরা। ১২৬॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যেভ্যো দ্বিতীয়া ব্যূহসংজ্ঞিকা। ১২৭॥

সর্ব্বলোকাত্মিকা তস্য বিষ্ণোশ্চিহ্নস্য ধারণম্। সমর্থশ্চেৎ কুরুষ্বাশু তপ্তেনৈকেন বা দৃঢ়ম্। ১২৮॥

শীর্ষাদিপাদপর্য্যন্তং দেহমঙ্কয় নাশতঃ। তস্য সেৎস্যতি তে বৈষ্ণবত্বং যদ্দুর্লভং নৃণাম্। ১২৯॥

বিভূতিমূর্ত্তয়স্তস্য মৎস্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। তপ্তলোহময়ীস্তি র্বৈ তাভিরঙ্কয় দেহকম্। ১৩০॥

কিমর্থং জড়শঙ্খাদেঃ কর্ত্তব্যং চিহ্নধারণম্। বিষ্ণুবল্লোহচক্রাদের্দ্ধারণং কুরু বা সদা। ১৩১॥

অর্চ্চা মূর্ত্তেঃ শিলাময্যাঃ স্বরূপেণাথ বাঙ্কয়। শরীরং মূঢ়! তস্মাত্তং কর্ত্তব্যং চিহ্নধারণম্। ১৩২॥

পাইয়া থাকে" এই কথা শুনিয়া তাহারা গুরুকে প্রণাম করিল এবং সুস্থচিত্ত হইল।

অনন্তর কোন এক ভাগবত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আসিয়া পরম গুরুকে বলিল। "প্রভো! আপনি আমার মত শ্রবণ করুন। সকল বেদে যত পুণ্য আছে, সকল তীর্থে যত ফল আছে, মনুষ্য এক বিষ্ণুকে স্তব করিলে সেই সকল ফল পাইয়া থাকে। ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনে আমি বিষ্ণুর গুণকীর্ত্তনে অহরহ আসক্ত। শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন দ্বারা সমস্ত দেহ চিহ্নিত করিয়াছি। গলদেশে তুলসীর মালা ধারণ করিয়াছি। ঊর্দ্ধদিকে তিলক কাটিয়া এইস্থানে বাস করিয়া থাকি। মুক্তি আমার করতলে জানিবেন।"

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন "চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিলে কখনই মুক্তি হইতে পারেনা। অপিচ ভগবানের মূর্ত্তি চারি প্রকার শ্রবণ কর। "বাক্য সকল যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত যে স্থান হইতে নিবৃত্ত হয়" এই সকল বেদবাক্য দ্বারা তিনি পর, তিনি এক, তিনি আকাশরূপী, বাক্যদ্বারাও তাঁহার মহিমা প্রকাশ করা যায় না। এই চারি প্রকার তাঁহার মূর্ত্তি। ব্যূহসংজ্ঞক দ্বিতীয় মূর্ত্তি। সর্ব্বলোকময়ী তৃতীয় মূর্ত্তি—চতুর্থ মূর্ত্তি চিহ্নধরেণ। যদি সমর্থ হইয়া থাক তবে শীঘ্র সেই বিষ্ণুর চিহ্ন সকল ধারণ কর। তুমি মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ ছয় চিহ্ন দ্বারা অথবা একমাত্র চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত কর। সেই চিহ্নরূপে উত্তপ্ত বিশিষ্ট দেহের নাশ হইলে (যাহা অপর মানবের একান্ত দুর্লভ) তোমার সেই বৈষ্ণবপদ লাভ হইবে।১২৮।১২৯। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তুমি উত্তপ্ত লৌহময় সেই সমস্ত বিভবমূর্ত্তি দ্বারা দেহ চিহ্নিত কর। কি নিমিত্ত জড় শঙ্খচক্রাদি দেহ দ্বারা ধারণ করিবে? অথবা বিষ্ণুর মতন সর্ব্বদা লৌহময় চক্রাদি ধারণ কর। হে মূঢ়! তুমি শিলাময়ী মূর্ত্তির অর্চনা কর, অথবা স্বরূপে আপনার দেহ চিহ্নিত কর। অতএব (বিষ্ণুর চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে) এইরূপ পাষণ্ডবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আপনার কর্ম্ম সকল আশ্রয় কর। কর্ম্ম ফল সকল পরমেশ্বরে সমর্পণ কর। অনন্তর ঐ কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এক অদ্বৈতমতাবলম্বী গুরু অবলম্বন কর। গুরুর উপদেশে তোমার কর্ম্মবন্ধ সকল নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তুমিও মুক্ত হইবে। "মুক্তির নিমিত্ত অন্য আর কোন পথ নাই" এই কথা বেদে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। অতএব যাহারা মোক্ষার্থী, যাহারা নির্ম্মল চিত্ত তাহাদের (কিরূপে জ্ঞান হয়) এবিষয়ে যত্ন করা আবশ্যক।"

এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ যতিবরকে সম্যক্ রূপে প্রণাম করিয়া বলিল—"অনেক পুণ্যে আপনার শ্রীচরণকমলের দর্শন হইয়াছে। অতএব আপনি আমাকে কৃতার্থ করুন।"

বিষ্ণোরিতি বিহায়াশু পাষণ্ডমতিমাশ্রয়। স্বকর্ম্মাণি ফলং তেষাং সমর্প্য পরেশ্বরে। ১৩৩ ॥

তেন শুদ্ধস্ততোঽদ্বৈতবাদিনং গুরুমাশ্রয়। তস্যোপদেশতো নষ্টকর্ম্মবন্ধো বিমোক্ষ্যসি। ১৩৪ ॥

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে মুক্তয়ে হীত্যুক্তশ্রুত্যা তেন বোধেহতিমন্নঃ। কার্য্যো মোক্ষাকাঙ্ক্ষিভিঃ শুদ্ধচিত্তৈরিত্যুক্তোঽসৌ বিপ্রদেবো যতীশম্। ১৩৫ ॥

সম্যঙ্‌নত্বা প্রাহ পুণ্যৈরনেকৈঃ স ত্বৎপাদাম্ভোজয়োর্দর্শনং মে। জাতং তস্মাদ্ মাং কৃতার্থং কুরুষ্বেবেবং তেন প্রার্থিতোঽসৌ বভাষে ॥ ১৩৬ ॥

ভো! বিপ্রদেবাশু বিহায় চিহ্নকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ খলু কামহীনঃ। ব্রহ্মাঽহমস্মীতি বিভাবয় ত্বং মুক্তো ভবিষ্যস্ত্ববোধতোঽদ্ধা ॥১৩৭॥

পুনরন্যো গুরুং প্রাহ শার্ঙ্গপাণিরিতি শ্রুতঃ। নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ পুনঃ ॥ ১৩৮ ॥

তপ্ত মুদ্রাদিকৈঃ শঙ্খচক্রকাদ্যৈঃ সুচিহ্নিতঃ। সংসারবন্ধনান্মুক্তো বৈকুণ্ঠং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥ ১৩৯ ॥

গমিষ্যামি ততস্তত্র তথাভূতা বসন্তি তৎ। চিহ্নস্য ধারণে মানং পুরাণং শৃণু ভো মুনে! ॥ ১৪০ ॥

যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রা যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালাঃ। যে বামলাটফলকে লসদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি ॥ ১৪১ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ নৈবং শ্রুতেরভাবাৎ কথনীয়মত্র। অতপ্তদেহো ন সমশ্নুতে হয়ং বিমোক্ষমেষা শ্রুতিরস্তি মানম্ ॥ ১৪২ ॥

নৈবং যতঃ পাতকধ্বংসনার্থং মহত্তপঃ কৃচ্ছ্রমুখং স্বকর্ম্ম। যদ্বাথবা ধ্যানমধীশ্বরস্য প্রোক্তং শ্রুতৌ চিহ্নমতো ন কার্য্যম্ ॥ ১৪৩ ॥

ব্রাহ্মণের এইরূপ প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণবর। তুমি শীঘ্র চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামমনে কর্ম্ম কর। "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করিতে থাক, তাহা হইলে জ্ঞান যোগে তুমি শীঘ্র মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।"

তখন অন্য এক জন শার্ঙ্গপাণি নামক বৈষ্ণব আসিয়া এবং "নমো নারায়ণায়" এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে গুরুবর শঙ্করকে বলিল "আমি বিষ্ণুর মুদ্রাদি এবং শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন দ্বারা সুচিহ্নিত হইয়াছি। আমি এক জন পরম বৈষ্ণব। অতএব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিব। কারণ আমার মতন অনেক বৈষ্ণব তথায় বসতি করিয়া থাকেন।" অতএব হে মুনিবর! চিহ্ন ধারণ বিষয়ে যে পুরাণ প্রমাণ আছে তাহা আপনি শ্রবণ করুন। "যে সকল মানব বাহুমূলে শঙ্খচক্র চিহ্ন ধারণ করে, যাহারা গলদেশে তুলসী, পদ্ম এবং অক্ষমালা ধারণ করে, যাহাদের ললাটদেশে ঊর্দ্ধভাগে তিলক শোভা পায়, সেই সকল বৈষ্ণবেরা শীঘ্র ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।"

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন "এবিষয়ে বেদের কোন প্রমাণ নাই বলিয়া কখন এরূপ কথা বলিওনা। যে ব্যক্তি দেহ তাপিত করে নাই, সে ব্যক্তি যে মোক্ষলাভ করিতে একান্ত অপারগ, এবিষয়ে বেদ প্রমাণ আছে। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা হইতেই পারেনা। যেহেতু পাপ ধ্বংসের নিমিত্ত বেদে কেবল কষ্টদায়ক তপস্যা প্রভৃতি মহৎ স্বস্ব কর্ম্ম এবং প্রভুর ধ্যান মাত্র কথিত হইয়াছে। অতএব কিছুতেই চিহ্ন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। "যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি কেবল মোক্ষ ভোগ করেন" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা মোক্ষের কারণ কেবল জ্ঞান। "পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন অন্য যত কিছু কর্ম্ম করিবে তাহাতেই আবার সংসার লাভ হয়। বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি পুরাণেতে যত্ন পূর্ব্বক তপ্ত শঙ্খচক্রাদি ধারণের নিষেধ দেখা যায়। (চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া আমি হরির সমান হইব) এসমস্ত কেবল মনে ২ রাজ্য ভোগ মাত্র। শূদ্র যেমন শিখা যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিলেও ব্রাহ্মণ হয়না, তদ্রূপ এখানেও

ব্রহ্মজ্ঞো যঃ সোঽহমুক্তে মোক্ষমিত্যাদের্বাক্যায়োক্তস্য হেতুর্বিবোধঃ। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে বিশন্তীত্যাদে বাক্যাদমুতঃ পুনঃস্থিতিঃ স্যাৎ ॥ ১৪৪ ॥

পুরাণেষু বৃহন্নারদীয়াদিষু নিষেধনম্। দৃশ্যতে তপ্তশঙ্খাদের্ধারণস্য প্রযত্নতঃ ॥ ১৪৫ ॥

চিহ্নানাং ধারণেনাঽহং ভবিষ্যামি হরেঃ সমঃ। ইত্যেতত্তু অযোরাজ্যমাত্রং শূদ্রো যথা নহি ॥ ১৪৬ ॥

শিখাযজ্ঞোপবীতাদিধারণাদেব স দ্বিজঃ। ব্রহ্মাত্মবোধতত্ত্বমাত্তৎপ্রাপ্তিঃ শ্রুতিমানতঃ ॥ ১৪৭ ॥

তস্মাৎ ব্রহ্মাহমিত্যেবং চিন্তনং সর্ব্বদা কুরু। তেন নষ্টে ভিদাগন্ধে জীব এব পরঃ শিবঃ ॥ ১৪৮ ॥

শিবঃ শিবোঽহমস্মীতিবাদিনং যঞ্চ কঞ্চন। স্বাত্মনা সহ তাদাত্ম্যভাগিনং কুরুতে ভৃশম্ ॥ ১৪৯ ॥

ইত্যুক্তং শিবগীতাস্বিত্যুক্তো বৈষ্ণব আহ তম্। নমস্কৃত্য কৃতার্থোঽহং স্বামিং স্তদুপদেশতঃ ॥ ১৫০ ॥

অধুনাঽদ্বৈতনিষ্ঠোঽহং ভবিষ্যামীতি সোঽব্রবীৎ। ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ তং প্রাহ গুরুসত্তমঃ ॥ ১৫১ ॥

মুক্তো ভবেতি সোঽপ্যুক্তঃ স্মার্ত্তাচারেষু তৎপরঃ। পঞ্চপূজারতোনিত্যং স্বদেশস্থান্ জনানপি ॥ ১৫২ ॥

তথাকরোত্ততঃ পাঞ্চরাত্রাগমসুদীক্ষিতঃ। আহ ভগবৎপ্রতিষ্ঠাদিমূলভূতোঽস্মদাগমঃ ॥ ১৫৩ ॥

তস্মাদ্গতেঽয়মাচারো বিপ্রৈঃ কার্য্যোঽখিলৈরপি। ইত্যুক্তঃ শ্রীগুরুঃ প্রাহ যদি বেদাবিরুদ্ধতা ॥ ১৫৪ ॥

অস্ত্যাগমে তদা তস্যাচারো গ্রাহ্যো ন চান্যথা। অন্যমন্ত্রাগ্রহে তত্র বৈষ্ণবত্বং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫৫ ॥

গায়ত্র্যা উপদেশস্তু ব্রাহ্মণ্যায়াস্তি সর্ব্বদা। এবং চ বৈষ্ণবত্বস্য ভঙ্গ এব সমাগতঃ ॥ ১৫৬ ॥

তদভাবে ন বিপ্রত্বং বিষ্ণুমন্ত্রশতৈরপি। বৈষ্ণবত্বং কুতোঽস্ত্যস্যাঃ সত্ত্বে ননু হরেরিয়ম্ ॥ ১৫৭ ॥

শক্তিঃ শঙ্খাদিবস্তুস্য শ্রবণাদিতি চেত্তদা। রুদ্রস্য শক্তিরেবাস্তু চন্দ্রশেখরতাদিকম্ ॥ ১৫৮ ॥

শ্রূয়তেঽস্যা যতঃ পঞ্চমুখত্বাদ্যং চ দেহগম্। অস্তু বা সর্ব্বসংপূজ্যা শুভদা পরমেশ্বরী ॥ ১৫৯ ॥

ঐরূপ আমি। অতএব ব্রহ্মাত্মবোধ হইলেই মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব বেদ প্রমাণে "আমি ব্রহ্ম" এই রূপ সর্ব্বদা চিন্তা কর। ঐরূপ চিন্তা দ্বারা ভেদ বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যাইলে যে জীব সেই শিব। "আমি শিব আমি শিব যে ব্যক্তি এই কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, তখন সে ব্যক্তি আত্মার সহিত তাহাকে একাত্মা করিতে সক্ষম। এই সমস্ত কথা শিবগীতাতে উত্তমরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"প্রভো! আমি আপনার উপদেশে কৃতার্থ হইলাম। সম্প্রতি আমি অদ্বৈত মতে সাতিশয় যত্নবান্ হইব।" এই কথা বলিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। গুরুবর তাহাকে বলিল "তুমি মুক্ত হও"। গুরুর এই কথা শুনিয়া সর্ব্বদা পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে লাগিল এবং স্বদেশীয় সকল মানবকেই অদ্বৈতমতাবলম্বী করিল। ১৩০—১৫২।

অনন্তর পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে দীক্ষিত এক জন আসিয়া বলিল, আমাদের শাস্ত্র ভগবানের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মূলীভূত। অতএব হে যতিবর! সমস্ত ব্রাহ্মণের আমাদের শাস্ত্রোক্ত আচার অবলম্বন করা আবশ্যক। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন "যদি তোমাদের আগমে বেদের সহিত কোন না বিরোধ ঘটে, তবে অবশ্যই তোমাদের আচার গ্রাহ্য। বেদ বিরুদ্ধ হইলে কিছুতেই তোমাদের আচার গ্রাহ্য হইতে পারেনা। যদি তোমাদের শাস্ত্রে অন্য মন্ত্রের ভাব গ্রহণ না হয়, তবে বৈষ্ণবত্ব হইতে পারে। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য গায়ত্রীর উপদেশ সর্ব্ব প্রকারে হইয়া থাকে। তাহা হইলে বৈষ্ণবত্ব কি রূপে সম্ভাবিত?। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণত্বের উপদেশ থাকাতে বৈষ্ণবত্ব হইতেই পারেনা। ব্রাহ্মণত্বের অভাব হইলে বিপ্রত্ব হয়না। শত শত বিষ্ণুমন্ত্র

ননু সূর্য্যে স্থিতত্বাত্তাং প্রাধান্যন্তেজসো যতঃ। নিরূপ্যতে ততো বিষ্ণোঃ শক্তিরেব যতো হরিঃ ॥ ১৬০ ॥

ভানুমণ্ডলবর্ত্তীতি বর্ণ্যতে তত্র তত্র হ। পঞ্চাস্যতাপি নো তস্মিন্ বহুরূপে বিরুধ্যতে ॥ ১৬১ ॥

ইতিচেন্ন যতস্তস্যাঃ সমুৎপত্তি র্নিরূপিতা। ব্যাহৃতিভ্যঃ কিলাসাস্থ প্রণবাৎ সা মহেশ্বরাৎ ॥ ১৬২ ॥

অস্য প্রোক্তাঽত এতস্য শক্তি র্নান্যস্য কস্যচিৎ। নারায়ণঃ শ্রুতৌ প্রোক্তঃ স্বরকর্ত্তা মহেশ্বরঃ ॥ ১৬৩ ॥

যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ১৬৪ ॥

অষ্টমূর্ত্তিমহেশস্য মূর্ত্তিরাদিত্য ঈরিতঃ। তস্মাত্তস্যৈব শক্তিঃ সা পঞ্চচক্রাদিসংযুতা ॥ ১৬৫ ॥

বৈষ্ণবেন ত্বযৈবয়ো শিবমূর্ত্তি র্বিভাবসুঃ। সেব্যাঽতো ব্রাহ্মণত্বস্য হানিরেব তবাগতা ॥ ১৬৬ ॥

তদভাবোঽস্তু কা হানি র্বৈষ্ণবোঽস্মীতি চেত্তদা। ভ্রষ্টোঽসি ভাষণাযোগ্যো জীবন্নেব মৃতোঽসি ভোঃ! ॥ ১৬৭ ॥

ততস্তু মাধবঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবঃ প্রাহ তং গুরুম্। তপ্তশঙ্খাদিকং ধার্য্য লোকং প্রাপ্নোতি বৈষ্ণবম্ ॥ ১৬৮ ॥

পাঞ্চরাত্রাগমে প্রোক্তমিত্যেবং তস্য মানতা। অনুক্ত্যা-নাশমায়াতীত্যুক্তঃ প্রাহ পরো গুরুঃ ॥ ১৬৯ ॥

আগমাদ্যুক্তআচারো গ্রাহ্যো বেদানুকূলতঃ। বিরোধে তস্য ন গ্রাহ্য উক্তং চেদং স্ফুটং কিল ॥ ১৭০ ॥

অতীন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞানে প্রমাণং শ্রুতিরেব হি। শ্রুত্যাচার-মৃতে হ্যগ্রাহ্যসাগমানাং প্রসজ্যতে ॥ ১৭১ ॥

অতো বেদবিরুদ্ধং যত্র ন মানং কদাচন। অতো ব্রাহ্মণ্য-সিদ্ধ্যর্থং স্বকর্ম্মনিরতো ভব ॥ ১৭২ ॥

তেন সম্যগ্বিশুদ্ধঃ সন্ তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি। মুক্তিস্তস্মাৎ-চাস্মাদত্রার্থে ত্বং শ্রুতিং শৃণু ॥ ১৭৩ ॥

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সংপশ্যন্ ব্রহ্ম-পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা ॥ ১৭৪ ॥

দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব ঘটেনা। অতএব গায়ত্রী থাকিলে কিরূপে বৈষ্ণবত্ব ঘটিবে?; "শঙ্খচক্রাদি বিশিষ্ট হরির কথা শাস্ত্রে আছে অতএব ইহা হরির শক্তি" এরূপ স্বীকার করিলে চন্দ্র-শেখরত্ব প্রভৃতি রুদ্রের শক্তি হউক। কারণ, এইরূপ শোনা যায় যে, দেহস্থিত পঞ্চমুখত্বই রুদ্রশক্তি অথবা সকলের পূজ্য শুভদায়িনী রুদ্রশক্তি হউক। কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! সূর্য্যে যে তেজ আছে, রুদ্রশক্তিতে ঐ তেজের প্রাধান্য নিরূ-পিত হয়। সুতরাং সে তেজও বিষ্ণুর শক্তি। যেহেতু সকল শাস্ত্রে হরি, সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। "বহুরূপী পদার্থে পঞ্চমুখত্ব বিরুদ্ধ নহে" একথাও বলা যাইতে পারে না। কারণ, ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি ব্যাহৃতি হইতে সেই শক্তির উৎপত্তি নির্ণিত হইয়াছে। ঐ ব্যাহৃতি সমুদয়ের মধ্যস্থিত প্রণব হইতে ঐ শক্তি এবং মহেশ্বর হইতে বিষ্ণুর শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এ শক্তি কেবল মহেশ্বরের —অন্য আর কাহারও নহে। বেদে স্বরককর্ত্তা মহেশ্বর, নারা-য়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন,। বেদাদিতে যে স্বর উক্ত হই-য়াছে, বেদান্তে যে স্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, প্রকৃতিলীন এই স্বরের যে পরগামী তাহার নাম মহেশ্বর। অষ্টমূর্ত্তিধারী মহাদেবের 'সূর্য্য' একটি মূর্ত্তি। রুদ্রের পঞ্চমুখত্ব প্রভৃতি যুক্তিযুক্ত শক্তি সকল ঐ আদিত্য হইতে উৎপন্ন। তুমি বৈষ্ণব তুমি কখন মহাদেবের আদিত্যমূর্ত্তি সেবা করিও না। সেবা করিলে তোমার ব্রাহ্মণত্বের হানি উপস্থিত হইবে। "ব্রাহ্মণ-ত্বের হানি হউক তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি একজন বৈষ্ণব" এই কথা বলিলে মুনিবর, তুমি একজন ভ্রষ্ট। কথা কহিবার অযোগ্যপাত্র এবং তুমি বাঁচিয়া থাকিয়াও তুমি মরিয়া রহিয়াছ।"

অনন্তর মাধব নামে একজন বৈষ্ণব আসিয়া শঙ্কর গুরুকে বলিল "পাঞ্চরাত্র আগমে (আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে) কথিত হইয়াছে যে, তপ্ত শঙ্খাদি ধারণ করিয়া লোকে বৈষ্ণব লোক পাইয়া থাকে। এই রূপে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়।

তস্মাৎ পাষণ্ডচিহ্নানি বিহায়াঽদ্বৈতনিষ্ঠতা। সম্পাদ্যা মোক্ষসিদ্ধ্যর্থমিত্যুক্তঃ স চ মাধবঃ ॥ ১৭৫ ॥

স্বকুলগ্রামদেশস্থৈঃ সহাঽদ্বৈতপরঃ সদা। সন্ধ্যাগ্নিহোত্রমুখ্যানি কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি শুদ্ধতাম্ ॥ ১৭৬ ॥

প্রাপ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপ্রসাদাত্তত আগতঃ। বৈখানসমতাচারো ব্যাসদাস ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৭৭ ॥

উবাচ ভো যতে! ব্রহ্মাপি মৎপক্ষনিবারণে। ন সমর্থো যতো দেবঃ পরো নারায়ণো মম ॥ ১৭৮ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধামেত্যাদিবেদেন বোধিতা। নারায়ণপদস্যৈব শ্রেষ্ঠতা মুনিসত্তম! ॥ ১৭৯ ॥

তথা নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে রুদ্র এব চ। ইত্যাদিশ্রুতিভিস্তস্য কারণত্বমুদীরিতম্ ॥ ১৮০ ॥

তস্মাৎ সেব্যঃ সদৈবায়মন্তর্যামী পরেশ্বরঃ। লক্ষণং তস্য ভক্তস্য প্রোক্তং বৈখানসে মতে ॥ ১৮১ ॥

শঙ্খচক্রপবিত্রাঙ্গ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ইতি প্রভো!। ইত্যুক্তঃ প্রাহ বিষ্ণুস্তু পালকো বাথ ব্রহ্ম বা ॥ ১৮২ ॥

অস্তু তত্র বিবাদঃ কঃ পদস্য বৃদ্ধিবর্জ্জিতম্। লভ্যতে তত্ত্ববোধেন নৈব ত্বন্যেন হেতুনা ॥ ১৮৩ ॥

যদি ত্বং বিষ্ণুভক্তোঽসি তদা তৎপ্রীতয়ে কুরু। কর্ম্ম নৈব তু তৎসাম্যং চক্রাদীনাং বিধারণম্ ॥ ১৮৪ ॥

তাহা না করিয়া আপনার বাক্য শুনিলে সেই শাস্ত্রের নাশ হইয়া যায়।" এই কথা শুনিয়া পরমগুরু শঙ্কর বলিতে লাগিলেন "বেদের অনুকূল আগমোক্ত আচারাদি অবশ্য গ্রাহ্য। বেদের বিরোধ ঘটাইয়া যদি অপর শাস্ত্রের আচার গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বেদবিরুদ্ধ ও অগ্রাহ্য। একথা আমি পূর্ব্বে স্পষ্টরূপে বলিয়াছি জানিবে। ১৫৩-১৭০। অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান করিতে হইলে বেদই প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদোক্ত আচার ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রের আচারাদি সমুদায় অগ্রাহ্য জানিবে। অতএব যে সমুদায় বেদবিরুদ্ধ, তৎসমুদয় কখনই প্রামাণিক নহে। অতএব ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত স্বকর্ম্ম পরায়ণ হও। স্বকর্ম্ম দ্বারা সম্যক্‌রূপে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, আর কিছুতেই মুক্তি হয়না। এ বিষয়ে তুমি বেদ শ্রবণ কর। "সকল ভূতে আত্ম দর্শন এবং আত্মাতে সকল ভূত দর্শন করিয়া পরমব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে, অন্য আর কোন কারণে হইতে পারেনা।" অতএব মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত পাষণ্ড চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিলে অদ্বৈতনিষ্ঠা হইয়া থাকে" এই কথা শুনিয়া মাধব, আপনার কুল, গ্রাম ও দেশস্থ লোকদিগের সহিত অদ্বৈতমতাবলম্বী হইয়া সর্ব্বদা সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্ম সকল করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রসাদে শুদ্ধতা লাভ করিল।

অনন্তর ব্যাসদাস নামে একজন বিখ্যাত লোক বৈখানসমতের আচারাদি গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল— "হে যতিবর! ব্রহ্মাও আমার পক্ষ নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। নারায়ণ আমার পরম দেবতা। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা নারায়ণ পদের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। হেমুনিবর! নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা এবং রুদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সমস্ত শ্রুতি দ্বারা নারায়ণ সমস্ত বস্তুর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অতএব অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সেবা করা উচিত। বৈখানসমতে সেই ভক্তের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। হে প্রভো! শঙ্খচক্র দ্বারা তিনি পবিত্রদেহ এবং তিনি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হইবেন। এইকথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন বিষ্ণু পালক হউন অথবা ব্রহ্ম পালক হউন, তাহাতে আর বিবাদ কি?। তত্ত্বজ্ঞান হইলে যে পদলাভ করা যায়, তাহার আর ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। কিন্তু অন্য কোন কারণে ঐ পদ লাভ হয়না। যদি তুমি বিষ্ণুভক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত কর্ম্ম কর। চক্রাদি ধারণ করিলে কিছুতেই কর্ম্মের সমান ফল হয়না। প্রমাণের অভাববশতঃ বেদ বিরুদ্ধ আগমশাস্ত্রে কোন প্রমাণ হয়না। বরং সর্ব্বপ্রকারে ব্রাহ্মণ্যের নাশ হইয়াথাকে।" এই কথা শুনিয়া ব্যাসদাস তাঁহাকে বলিল "হে মুনিবর! পূর্ব্বযুগে দত্তাত্রেয় নামে একজন পরম যোগী পঞ্চমুদ্রা ধারণ করিয়া বাস করি-

প্রমাণাভাবতো বেদবিরুদ্ধে নৈব মানতা। আগমে বিপ্রতানাশো নোচেৎ স্যাদেব সর্ব্বথা ॥ ১৮৫ ॥

ইত্যুক্ত আহ তং ব্যাসদাসঃ পূর্ব্বযুগে মুনে!। দত্তাত্রেয়ঃ পরো যোগী পঞ্চমুদ্রাবিমুদ্রিতঃ ॥ ১৮৬ ॥

আসীত্তস্মান্ মহদ্ভিঃ স্বীকৃতো মার্গো মুমুক্ষুভিঃ। গ্রাহ্যঃ কিঞ্চ পুরাণেষু চক্রাদে র্ধারণং শ্রুতম্ ॥ ১৮৭ ॥

অন্যথা বৈষ্ণবত্বস্য হানিরেব সমাপতেৎ। তস্মাদ্ভগবতশ্চিহ্নং ধার্য্যমিত্যুদিতো গুরুঃ ॥ ১৮৮ ॥

উবাচ ভো! বিবেকস্তে কিমু বাচ্যোঽতিবালকাঃ। অপি জানন্তি মুদ্রাভিরঙ্কনে ন প্রয়োজনম্ ॥ ১৮৯ ॥

দত্তাত্রেয়স্য নৈবাস্তি যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। মুদ্রয়াঽঙ্কিতদেহো দত্তাত্রেয়োঽস্তীতি কেনচিৎ ॥ ১৯০ ॥

শ্রুতং নৈব ততো মূঢ়বুদ্ধিং ত্যক্ত্বা সুখীভব। পুরাণেষু শ্রুতং চিহ্নধারণং স্থিতি নোচিতম্ ॥ ১৯১ ॥

প্রহ্লাদস্য বিভীষণস্য গজরাজস্য ধ্রুবস্যানিলের্দ্রৌপদ্যা ব্রজবাসিনাঞ্চ খলু কশ্চক্রাঙ্কনং য়েঽকরোৎ। তস্মান্মূঢ়মতিং বিহায় সকলং পাষণ্ডচিহ্নং ত্যজ ব্রহ্মাস্মীতি বিভাবনেন সুসুখং গচ্ছাশু মোক্ষং পদম্। ১৯২ ॥

অবশ্যং চেৎত্বয়া কার্য্যং চিহ্নানাং ধারণং তদা। কপোলয়োর্গলে চৈব শেষেণ গরুড়েন চ। ১৯৩ ॥

অঙ্কনং কুরু কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রধানে ভুজদ্বয়ে। কপোলদ্বিতয়ে চৈব জ্ঞানেন্দ্রিয়সমীপগে। ১৯৪ ॥

চিহ্নিতে পশুবদ্ধর্ত্তুং যোগ্যো ভব বিবন্ধনঃ। তথাচৈবংবিধস্যাত্র বৈষ্ণবস্য স্বকর্ম্মণ্য। ১৯৫ ॥

হীনস্য শুভ্রবস্ত্রাণাং ধারণন্ত্ববশিষ্যতে। ন তু কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদীত্যুক্ত সম্প্রাহ সো গুরুম্। ১৯৬ ॥

স্বামিংস্তব প্রসাদেন সবিবেকোঽস্মি নাঙ্কিতঃ। কিন্তু মে গুরুরেবাসি তথেতি ভগবন্! শ্রুতম্। ১৯৭ ॥

তেন। মোক্ষার্থী মহৎ ব্যক্তিগণ যে পথ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই গ্রাহ্য জানিবেন। অপিচ পুরাণাদি শাস্ত্রে চক্রাদি চিহ্ন ধারণের কথা উক্ত হইয়াছে। তাহার অন্যথা হইলে বৈষ্ণবত্বের ব্যাঘাত ঘটে অতএব ভগবানের চিহ্ন ধারণ করা একান্ত আবশ্যক।" এই কথা শুনিয়া গুরু বলিলেন "তোমার বিবেকের কথা আর কি বলিব? বালকেরা পর্য্যন্ত তোমার বিবেকের কথা জানিতে পারিয়াছে। পরম যোগী তত্ত্বদর্শী দত্তাত্রেয়ের মুদ্রাদ্বারা চিহ্ন ধারণের কোন প্রয়োজন নাই। দত্তাত্রেয় মুনি যে মুদ্রাদ্বারা চিহ্নিত শরীরে বাস করিতেন,' একথা কেহ শ্রবণ করে নাই। অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সুখী হও। পুরাণমধ্যে চিহ্ন ধারণের কথা শোনা হইয়াছে, একথা বলাও অনুচিত। প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, ধ্রুব, বায়ুসুত হনুমান্, দ্রৌপদী, এবং ব্রজবাসীদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল? । অতএব মূঢ়মতি বিসর্জন দিয়া সমস্ত পাষণ্ডচিহ্ন ত্যাগ কর। "আমি ব্রহ্ম হইতেছি" এইরূপ চিন্তা দ্বারা পরমসুখে শীঘ্র মোক্ষপদ প্রাপ্ত হও। যদি অবশ্যই তোমার চিহ্নাদি ধারণ করিতে হয়, তবে দুই গণ্ডস্থলে, গলদেশে, অনন্তসর্প এবং গরুড়দ্বারা চিহ্ন ধারণ কর। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রধান, দুই হস্ত, দুই গণ্ডস্থল, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমীপস্থ করিয়া চিহ্নিত হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পশুর মতন তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হও। অপিচ এবম্বিধ বৈষ্ণবের যদি কোন স্বীয় কর্ম্ম না থাকে, তখন তাহার কেবল শুক্লবস্ত্রধারণ করা অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তখন অবশিষ্ট থাকিল না। ১৫৩—১৯৬।

এইকথা শুনিয়া ব্যাসদাস গুরুকে বলিল—"প্রভো! আমি আপনার প্রসাদে চিহ্ন ধারণ না করিয়া বিবেক লাভ করিলাম! হে ভগবন্! আপনি যে আমার গুরু, তাহাও আমি শুনিয়াছি। যতিশেখর! যাহাতে আমার শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে তাহার উপায় করুন।" এই কথা নিবেদন করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবেশন করিল। তখন তাহাকে ঈষৎ নম্র দেখিয়া করুণানিধি আচার্য্য শঙ্কর হাসিয়া

ততঃ শুদ্ধাবয়হং মাং কুরু ত্বং যতিশেখর।। ইতি বিজ্ঞাপ্য তং ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ। ১৯৮॥

কৃতাঞ্জলিং সমাসীনমীষন্নম্রং বিলোক্য সঃ। করুণানিধিরাচার্য্যঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ। ১৯৯॥

ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী মুক্তোঽহমিতি ভাবয়। তস্মিন্ বিধাবশক্তস্ত্বং বাক্যমেতদুদীরয়। ২০০॥

ইত্যভ্যাসপরিত্যক্তদ্বন্দ্বৈণষড়ূর্ম্মিকঃ। বিদিত্বা পরমাত্মানং মুক্তো ভবসি নান্যথা। ২০১॥

ইতি সংবোধিতঃ শিষ্যঃ কৃতার্থোঽহমিতীরয়ন্। ব্রহ্মাহমিতি সংজল্পন্ যযৌ স্বকুলসংযুতঃ। ২০২॥

তত আচার্য্যমাগত্য নামতীর্থোহি বৈষ্ণবঃ। কর্ম্মহীন ইদং প্রাহ ভোঃ স্বামিন্! শৃণু মে মতম্। ২০৩॥

শেষেণাপ্যপ্রকম্প্যং বৈ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। ইত্যাদেশাদ্যতো মোক্ষং গুরুরেব প্রযচ্ছতি। ২০৪॥

তদানীং ভগবন্তং স গুরুঃ প্রার্থয়তে প্রভো!। মচ্ছিষ্যং নিজপাদারবিন্দং প্রাপয় সোঽপ্যথ। ২০৫॥

এবমুক্তঃ করোত্যেব তথৈব জগদীশ্বরঃ। তস্মান্ মম পুনর্জন্মহেত্বভাবো যতীশ্বর!। ২০৬॥

জীবন্মুক্তোঽহমেবং বৈ ভবন্তোঽপি মুমুক্ষবঃ। কর্ম্মহীনাঃ সুরেশং তং বিষ্ণুং সর্ব্বময়ং প্রভুম্। ২০৭॥

সমালম্ব্যাঞ্জসা মুক্তা ভবিষ্যন্তীতি নিশ্চয়ঃ। এবমুক্তো গুরুঃ প্রাহ সত্যমুক্তং ত্বয়া মতম্। ২০৮॥

কর্ম্মভ্রষ্টো ভবান্ জীবন্ মুক্ত এব ন সংশয়ঃ। নিন্দ্যানিন্দ্যবিহীনঃ সন্ প্রবৃত্তোঽসি পিশাচবৎ। ২০৯॥

বেদোক্তসর্ব্বকর্ম্মাণি কৃত্বা তেষাং ফলার্পণম্। কর্ত্তব্যং ব্রহ্মণীত্যেবং জ্ঞানমার্গোঽয়মীরিতঃ। ২১০॥

ফলার্থং কর্ম্মকরণং কর্ম্মমার্গোঽস্তি তদ্‌দ্বিধা। ভ্রষ্টস্ত্বং দণ্ডনীয়োঽসি বিষ্ণুভক্তোঽপি নো ভবান্। ২১১॥

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে। ন জহতি ন চ হন্তি কঞ্চিদুচ্চৈঃ সিতমনসন্তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্। ।২১২॥

বলিতে লাগিলেন। (আমি ব্রহ্ম সংসারী নয়, আমি মুক্ত) এইরূপ ভাবনা কর। যদি ঐরূপ কার্য্যে অসমর্থ হইয়া থাক, তবে এইবাক্য উচ্চারণ কর। এইরূপে অভ্যাসদ্বারা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বাসনা এবং কাম ক্রোধাদি ছয়টী ভবসাগরের তরঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলে পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়া মুক্ত হইবে। আর অন্য কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারা যায় না।" আচার্য্যের এই কথার অবসান হইলে শিষ্য তখন "আমি কৃতার্থ হইলাম" এই কথা বলিয়া "আমিব্রহ্ম" এই কথা জল্পনা করিতে ২ আপনার কুলে মিলিত হইল। ১৯৭—২০২।

অনন্তর নামতীর্থ নামে একজন কর্ম্মহীন বৈষ্ণব আচার্য্যের নিকটে আসিয়া বলিল—"প্রভো আপনি আমার মত শ্রবণ করুন। সহস্রমুখে ফণিপতি অনন্ত আমার মত খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে। "এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়" এইরূপ শাস্ত্রীয় উপদেশ থাকাতে কেবল গুরু মোক্ষদান করিতে পারেন। তখন গুরু ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে, হে প্রভো! আমার শিষ্যকে আপনার পাদপদ্ম অর্পণ করুন। জগদীশ্বর বিষ্ণু গুরুর এই কথা শুনিয়া আপনার চরণ কমল শিষ্যকে দান করিয়া থাকেন। অতএব হে যতিরাজ! আমার আর পুনর্জ্জন্ম হইবার কোন কারণ দেখি না। আমি যেরূপ জীবন্মুক্ত, এইরূপ আপনারাও মোক্ষার্থী এবং কর্ম্মহীন হইয়া সুরপতি, সর্ব্বময় সেই প্রভু বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া শীঘ্র যে মুক্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—"তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। তুমি কর্ম্মহীন হইয়া যে জীবন্মুক্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু কি নিন্দনীয়, কি প্রশংসনীয় কোনরূপ কার্য্য না করাতে তুমি পিশাচের মতন প্রবৃত্ত হইয়াছ। অগ্রে যে সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্ম আছে, সেই সমুদয় সমাপন করিয়া আরব্ধ কর্ম্মের ফল পরব্রহ্মে অর্পণ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা এইরূপে জ্ঞানমার্গ বলিয়া

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে তেঽনুলঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে। আজ্ঞাভঙ্গী মম দ্রোহী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ। ২১৩॥

আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্রোহী স যাতি নরকং সদা। ইত্যাদি-বচনেভ্যোঽস্তঃ কর্ম্মত্যাগো ন শস্যতে। ২১৪॥

ব্রাহ্মণঃ কর্ম্ম কুর্বীতেত্যাদিবাক্যান্ন কর্ম্মণঃ। ত্যাগো দেবান্তরত্যাগো ব্রাহ্মণানাং ন চাস্তি হি। ২১৫॥

অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনামিতিবাক্যাত্ততস্ত ভীঃ। ব্রহ্মচার্য্যাদিকৈঃ সর্ব্বৈঃ কর্ম্ম ত্যক্তুং ন শক্যতে। ২১৬॥

সন্ধ্যাত্রয়াতিক্রমদোষশান্তিঃ কৃচ্ছ্রত্রয়েণাস্তি ততো দ্বিজত্বম্। তত্ত্যাগতো নৈব ন কর্ম্মণেতিশ্রুতিস্তু সন্ন্যাসমমুষ্যবক্তি। ২১৭॥

ইত্যুক্তো হসৌ নামতীর্থঃ প্রণামৈঃ প্রীতং কৃত্বা কর্ম্মশীলো বভূব। এবং সর্ব্বে খণ্ডনং স্বস্ব পক্ষস্য শ্রুত্বা তে নিষ্কৃতিং সংবিদায়। ২১৮॥

শুদ্ধাদ্বৈতান্বয়িনঃ সত্রিপুণ্ড্রা বেদপ্রোক্তাচারনিষ্ঠা বভূবুঃ। তস্মাৎ সুব্রহ্মণ্যসংজ্ঞং কুমারস্থানং প্রাপ শ্রীগুরুঃ পঞ্চঘস্রৈঃ। ২১৯॥

স্নাত্বা কুমারধারায়াং নদ্যাং শিষ্যসমন্বিতঃ। ভক্ত্যা সংপূজয়ামাস ষণ্মুখং শেষরূপিণম্। ২২০॥

কাষায়বস্ত্রদণ্ডাঢ্যঃ কমণ্ডলুলসৎকরঃ। ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গো বভৌ রুদ্র ইব স্বয়ম্। ২২১॥

নানাদেশস্থবিপ্রৌঘাঃ সুব্রহ্মণ্যং সমাগতাঃ। দৃষ্ট্বা তং শঙ্করাচার্য্যমিদমূচুঃ সুবিস্মিতাঃ। ২২২॥

দ্বিজা বয়ং ব্রহ্মকুলোদ্ভবাঃ প্রভো! মনুপ্রভৃত্যুক্তসুকর্ম্মতৎপরাঃ। হিরণ্যগর্ভার্চনলব্ধমানসপ্রশুদ্ধয়ঃ স্থৈর্য্যমুপাগতাস্তথা। ২২৩॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধারপৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ২২৪॥

থাকেন। প্রথমতঃ কোন ফলের নিমিত্ত কর্ম্ম করা—দ্বিতীয়তঃ ঐ কর্ম্মফল পরব্রহ্মে অর্পণ করা—কর্ম্মের পথ এই দুই প্রকার। তুমি যখন সেই কর্ম্মমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ, সুতরাং তুমি দণ্ডনীয়। আর এক্ষণে জানিলাম যে, তুমি বিষ্ণুভক্ত নও। যে ব্যক্তি আপনার বর্ণোচিত ধর্ম্ম কার্য্য হইতে বিচলিত হয় না কি শত্রুপক্ষ, কি মিত্র পক্ষ, উভয়পক্ষে যিনি সমদর্শী—যিনি কাহাকে ত্যাগ করেন না—কিম্বা কাহাকে হিংসা করেন না—সেই নির্ম্মলচেতাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিও। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন— "শ্রুতি এবং স্মৃতি এই দুইটী আমার আজ্ঞা। যে ব্যক্তি ঐ দুটী আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রবৃত্ত হন, সেই আজ্ঞা ভঙ্গকারক ও হিংসাকারক ব্যক্তি আমার ভক্ত হইলেও কদাচ বৈষ্ণব নহে। আমার আজ্ঞাচ্ছেদী এবং হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বদা নরকে বাস করিয়া থাকে।" ইত্যাদি বচন শাস্ত্রীয় বচন অপেক্ষা কিছুতেই প্রশস্ত নহে। "ব্রাহ্মণ কর্ম্ম করিবেক" ইত্যাদি বাক্যে ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মত্যাগ, দেবান্তর ত্যাগ করিতে নাই। "দ্বিজাতিগণের অগ্নিই দেবতা" ইত্যাদি বাক্যে ভয় পাওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলের কর্ম্মত্যাগ করা উচিত নহে। ত্রৈকালিক সন্ধ্যা না করিলে যে দোষ হয়, সেই দোষ শান্তির নিমিত্ত তিনটি চান্দ্রায়ণ ব্রত করা আবশ্যক। তাহা হইলে দ্বিজাতিগণের দ্বিজত্ব থাকে। কৃচ্ছ্রব্রত ত্যাগ করিলে কিছুতেই দ্বিজত্ব থাকে না। "কর্ম্মদ্বারা নহে—এক মাত্র ত্যাগ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি নয়" ইত্যাদি বেদবাক্য কেবল উহার সংন্যাস ধর্ম্ম বলিয়া দিতেছে। শঙ্করের এইবাক্য শুনিয়া ঐ নামতীর্থ তখন প্রণাম করিয়া শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং আপনি তদবধি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। নামতীর্থের মতন অন্যান্য সকলেই স্ব স্ব মত খণ্ডন শুনিয়া তাহারা নিষ্কৃতি পাইয়া তিলক কাটিতে লাগিল, শুদ্ধ অদ্বৈতমতাবলম্বী হইল এবং সকলেই বেদোক্ত আচারে আস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীগুরু শঙ্কর কুমার প্রতিষ্ঠিত সুব্রহ্মণ্য দেশে পাঁচদিনে উপস্থিত হইলেন। ২০৩—২১৯।

তথায় শিষ্য সমভিব্যাহারে কুমারধারা নদীতে স্নান করিয়া ভক্তি সহকারে অনন্তরূপী কার্ত্তিকেয়কে অর্চ্চনা করিলেন।

ইত্যাদিমন্ত্রাৎ সকলস্য কর্তা ব্রহ্মা তথা পালক এষ এব। লয়স্য কর্তা নিখিলোত্তমশ্চ সর্ব্বাধিকানন্দক রূপ উক্তঃ। ২২৫ ॥

স এব সৃষ্ট্বা নিখিলং জগৎপ্রভুঃ প্রবিশ্য সর্ব্বাত্মতয়া স্থিতো বৈ। তদৈক্ষতেত্যাদি বচোভিরীরিতঃ করোতি বিষ্ণুঞ্চ শিবং ভুজাভ্যাম্। ২২৬ ॥

তদীয়ভক্তাঃ কিল জ্ঞাননিষ্ঠাঃ কর্ম্মস্থিতাঃ কূর্চ্চকমণ্ডলু-শ্রিতাঃ। বয়ং যতিং বীক্ষ্য ভবন্তমদ্য জাতাঃ কৃতার্থাঃ শৃণু ভো-স্তথাপি। ২২৭ ॥

বচোঽস্মদীয়ং ভগবন্! প্রয়োজনং কিমস্য ভেদেন যতশ্চতু-র্ম্মুখাৎ। জনিং গতো জীবগণঃ স্বকর্ম্মণা পুনঃ পুনঃ সংসৃতি-মেতি দুঃখদাম্। ২২৮ ॥

ততো লয়ে ব্রহ্মণ এব কুক্ষৌ লয়ং প্রযাত্যেষ লয়স্য কালে। মোক্ষোঽন্যথা ব্রহ্মবিদেষ যাতি পরং পদং ব্রহ্মণ এব লোকম্। ২২৯

তস্মাদ্ ভবান্ দণ্ডকমণ্ডলুশ্রিতস্তল্লোকযোগ্যো যতিশেখরো গুরুঃ। ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ শঙ্করো ব্রহ্মাদিভূতানি যতো ভবন্তি তম্। ২৩০ ॥

জ্ঞাত্বা বিমুক্তির্ভবতীতি হি শ্রুতৌ প্রোক্তং ততস্তস্য বিবোধ-কারণম্। বেদান্তবাক্যশ্রবণাদিকং সদা কার্য্যং বিমোক্ষো হি লয়ো ন কীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩১ ॥

সুষুপ্তিতুল্যো ন চ লভ্যতে পরঃ কার্য্যস্য হি ব্রহ্মণ এব সেবনাৎ। শ্রুত্যৈবমাচার্য্যমুখাদ্বিহায় তে চিহ্নানি শুদ্ধাত্মবি-বোধতৎপরাঃ ॥ ২৩২ ॥

শিষ্যা বভূবুস্তত আগতাস্তং প্রোচু র্গুরুং বহ্নিমতানুবর্ত্তিনঃ। স্বামিন্! বয়ং বহ্নিপরা যতো বৈ মন্ত্রেণ দেবোঽয়মমুদীরিতো-ঽস্তি ॥ ২৩৩ ॥

তৎকালে শঙ্কর কষায়বসন পরিধান, দণ্ডধারণ, হস্তে কমণ্ডলু ধারণ, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিলেপন করিয়া সাক্ষাৎ মহাদেবের মতন শোভা পাইলেন। নানা দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ, সুব্রহ্মণ্য দেশে আগমন করিয়া ও শঙ্করকে দর্শন করিয়া বিস্ময়সহকারে বলিতে লাগিলেন। "আমরা ব্রহ্ম কুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণ, মনু-প্রভৃতি মহর্ষিগণ যেরূপ সদাচার ও সৎকর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন আমরা সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। হিরণ্য গর্ভের (ব্রহ্মার) পূজা করিয়া আমাদের চিত্ত শুদ্ধি লাভ হইয়াছে। আমাদের মনে কোন অধৈর্য্যের কারণ নাই। "হিরণ্যগর্ভ সকলের অগ্রে বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্চভূতের তিনিই একমাত্র পতি ছিলেন। তিনিই স্বর্গ এবং এই পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আমরা হোমদ্বারা আর কোন্ দেব-তাকে সন্তুষ্ট করিব?" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মা সকল পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়কর্ত্তা। তিনি সকল পদার্থের উত্তম, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আনন্দরূপ উক্ত হইয়াছেন। "তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি" ইত্যাদি বেদবচন দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, তিনিই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাত্মরূপে সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করেন। এবং তিনি আপনার বাহুযুগলদ্বারা বিষ্ণু এবং শিব সৃজন করিয়া থাকেন। আমরা সেই হিরণ্য-গর্ভের ভক্ত, আমরা জ্ঞানবান্ এবং কর্ম্মিষ্ঠ। আমরা ভ্রূযুগলের মধ্যে কমণ্ডলু চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকি। আপনি যতি, আপ-নাকে দেখিয়া অদ্য আমরা নিশ্চিত কৃতার্থ হইয়াছি। তথাপি আপনি আমার বচন শ্রবন করুন। ভগবন্! অভেদে প্রয়োজন কি?। কারণ এই জীবগণ চতুর্মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এবং স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বারম্বার এই দুঃখদায়ক সংসারে যাতা-য়াত করিয়া থাকে। অনন্তর লয় হইলে ঐ প্রলয়কালে (মোক্ষ) ব্রহ্মার কুক্ষিদেশে লয় পাইয়া থাকে। অন্যথা এই ব্রহ্মজ্ঞানী পরমপদ ব্রহ্মলোক পাইয়া থাকে। ২২০—২২৯। অতএব আপনি যখন দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিয়াছেন, তখন, আপনিও সেই ব্রহ্মলোকের যোগ্যপাত্র। আপনি যতিগণের অগ্রগণ্য ও আপনি সকলের গুরু।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। বেদে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মাদি ভূত সকলে যাহা হইতে উৎপন্ন হই-

অগ্নিরগ্রে প্রথমো দেবতানাং সম্পাতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ। যজমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দেহক্ষয়ে তং হবিরাগচ্ছ তংনঃ ॥ ২৩৪ ॥

ততশ্চ বিস্ফুলিঙ্গাত্মমণেঃ শকলধারণম্। কৃত্বা মুক্তা ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বহ্ন্যুপাসকাঃ ॥ ২৩৫ ॥

অগ্নি র্দেবো দ্বিজাতীনামিতিবাক্যাদ্যতীশ্বর !। অগ্নি র্দেবো নচান্যোঽস্তি কিঞ্চ পাপহরঃ শ্রুতঃ। ২৩৬ ॥

উদ্দীপ্যস্ব জাতবেদোঽপঘ্নন্ নির্ঋতিং মম। পশূংশ্চ মহ্যমাবহ জীবনঞ্চ দিশো দিশ। ২৩৭ ॥

অতঃ সর্ব্বৈ র্দ্বিজৈরগ্নিরেব সেব্যঃ প্রযত্নতঃ। কৃতকৃত্যা ভবন্ত্বাত্তবন্তোঽপ্যস্য সেবয়া ॥ ২৩৮ ॥

ইত্যুক্ত আহ দেবানামবমো বহ্নিরীরিতঃ। পরমো বিষ্ণুরাখ্যাতো দেবাস্তন্মধ্যগাঃ স্মৃতাঃ। ২৩৯ ॥

তথাচাগ্নিঃ সুরাণাং বৈভাগদঃ কর্ম্মদেবতা। অগ্নিকারণবাক্যানি ভূতাত্মাগ্নিপরাণি তু। ২৪০ ॥

তস্মাদ্যূয়ং বহ্ন্যধীনং হি কর্ম কুর্ব্বন্তোঽস্মিন্ বিষ্ণুমারাধয়ন্তঃ। শুদ্ধাদ্বৈতে তৎপরা যান্তথাঽদ্ধা মুক্তিঃ প্রোক্তা এবমাচার্য্যবর্য্যৈঃ ॥২৪১ ॥

নত্বা সর্ব্বে স্বীকৃতাদ্বৈতনিষ্ঠাঃ স্বস্থা জাতাস্তে সুহোত্রাদ্যোঽন্তে। তত্রাথাগত্যাহুরাচার্য্যবর্য্যং ভক্তা ভানো র্মণ্ডিতা রক্তপুষ্পৈঃ। ২৪২ ॥

দিবাকরাদয়ঃ পূর্ণমণ্ডলাকারমাশ্রিতাঃ। তিলকং শৃণু ভোঃ! স্বামিন্নস্মদীয়ং মতং ধ্রুবম্। ২৪৩ ॥

সূর্য্যঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ শ্রুত্যা তস্মাৎ সোঽস্তি ব্রহ্মাদিরূপঃ। সৃষ্টিস্থিত্যাদেঃ স হেতুশ্চ তস্মাদাদিত্যোঽসৌ ব্রহ্ম চেত্যাহ বেদঃ ॥ ২৪৪ ॥

ঔঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য ইতি বেদে মন্ত্রঃ শ্রুতঃ। সূর্য্যস্যোপাসকা রক্তচন্দনাশ্রিতমস্তকাঃ ॥ ২৪৫ ॥

তস্মালালঙ্কৃতগ্রীবাঃ ষড়্বিধাঃ সূর্য্যসেবকাঃ। উদ্যন্তং মণ্ডলং কেচিৎ কারণং ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ২৪৬ ॥

রাছে, তাহাকে জানিতে পারিলেই মুক্তি হয়।” অতএব তাহাকে জানিবার কারণ, বেদান্তবাক্যের শ্রবণাদিদ্বারাই ঘটিয়া থাকে। বেদান্ত বাক্যের শ্রবণাদি করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। কারণ, যে মোক্ষ, সে পদার্থ লয় নহে। ঘটপটাদির মতন জড় বস্তু ব্রহ্মাকে সেবা করিলে সুষুপ্তি তুল্য পরব্রহ্ম লাভ করা যায়না।” আচার্য্যের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া তাহারা চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিল। পরে শুদ্ধাত্ম তত্ত্বের জ্ঞান কার্য্যে তৎপর থাকিয়া তাঁহার শিষ্য হইল।

অনন্তর বহ্নিমতাবলম্বী কতকগুলিন্ লোক আসিয়া ঐ গুরুকে বলিল। “প্রভো! আমরা বহ্নিমন্ত্রের উপাসক। যেহেতু বেদমন্ত্র দ্বারা বহ্নি এইরূপে উক্ত হইয়াছেন। যথা— “অগ্নি দেবতাদিগের প্রথম ছিলেন, বিষ্ণু সম্পাতদিগের উত্তম ছিলেন। আপনারা দুজনে (দেহক্ষয় হইবার সময়ে) দেবতাদিগকে লইয়া যজমানের উদ্দেশে আমাদের ঘৃত গ্রহণ করুন।” অনন্তর স্ফুলিঙ্গবিহীন আত্মমণির খণ্ড ধারণ করিয়া বহ্নির উপাসক ব্রাহ্মণেরা মুক্ত হইবেন। হে যতিবর! “অগ্নি দ্বিজগণের দেবতা” এই বেদবাক্য প্রমাণে অগ্নিই দেবতা, অন্য কেহ দেবতা নহে। অপিচ অগ্নি,পাপহারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। হে অগ্নে! আপনি উদ্দীপ্ত হউন। আমার অলক্ষ্মী নাশ করিয়া আমার উদ্দেশে পশু সকল দান করুন এবং আমার জীবন দান করুন। অতএব সকল ব্রাহ্মণে যত্নপূর্ব্বক অগ্নির উপাসনা করিবেন। আপনারাও ইহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হউন।”

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—“বহ্নি দেবতাদিগের মধ্যে অধম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। দেবতাগণ তাঁহার মধ্যস্থিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অগ্নি কর্ম্মের দেবতা এবং দেবতাগণের ভাগ প্রদান করেন। যে সমস্ত বাক্য অগ্নির কারণতা প্রকাশ করিতেছে সে সমস্ত বাক্য ভৌতিক অগ্নির পোষকমাত্র। অতএব বহ্নির অধীন যে সকল কার্য্য আছে, তোমরা সেই সমস্ত কার্য্য

উদয়াস্তাকাশমধ্যস্থমীশরূপেণ কেচন। জগল্লয়স্ত চেদ্ভূতলে নৈবোপক্রমোঽপি চ ॥ ২৪৭ ॥

উপসংহারকেণেতি বিনিশ্চিত্য ভজন্তি তম্। কেচিৎ কেচিত্তু বিষ্ণ্বাত্মকত্বেনাস্তময়ে প্রভোঃ ॥ ২৪৮ ॥

বিশ্বপালকমেতস্মাদেব স্বষ্ট্যাদিকারণম্। ত্রিমূর্ত্ত্যাত্মতয়া কালত্রয়ে বিশ্বস্ত সেবকাঃ ॥ ২৪৯ ॥

কেচিদন্যেতু তন্মণ্ডলেক্ষণব্রতধারিণঃ। হিরণ্যশ্মশ্রুকেশাদিযুক্তং তন্মণ্ডলে স্থিতম্ ॥ ২৫০ ॥

ভজন্তি কিঞ্চ তত্রৈকদেশিনস্ত তদীক্ষণম্। কৃত্বা সংপূজ্য পাদ্যাদ্যৈরন্নমশ্নন্তি নান্যথা ॥ ২৫১ ॥

কেচিত্তু তপ্তলোহেন ভালে ভুজদ্বয়ে তথা। বক্ষঃস্থলে চ চিহ্নানি মণ্ডলস্ত বিধায় তে ॥ ২৫২ ॥

অনুক্ষণং মনস্তেবং ধ্যানস্থঃ সন্ত্যপাসকাঃ। সর্ব্বৈরেতৈ রুপাস্তোঽয়মুক্তমন্ত্রো যতীশ্বর ! ॥ ২৫৩ ॥

শ্রুতয়ঃ সন্তি সূর্য্যস্ত মণ্ডলস্তুতিপ্রতিপাদিকাঃ। বহ্ব্যঃ পুরুষসূক্তেঽপি ভাস্করেব নিরূপিতঃ ॥ ২৫৪ ॥

সর্ব্ববেদনিরূপ্যত্বাৎ পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্। ইত্যাদিকমন্ত্রস্ত পুরুষশব্দোঽপি তৎপরঃ ॥ ২৫৫ ॥

অরুণঃ সূর্য্যভানূ চ চন্দ্রস্তপন এব চ। মিত্রো হিরণ্যরেতাশ্চ রব্যর্য্যমগভস্তয়ঃ ॥ ২৫৬ ॥

বিষ্ণুর্দ্দিবাকরশ্চেতি সংপ্রোক্তাদিত্যমধ্যগঃ। বিষ্ণুরুক্তস্ততো বিষ্ণুঃ স এবাস্তি নচাপরঃ ॥ ২৫৭ ॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। ইতি কৃষ্ণেন সংপ্রোক্তং কিঞ্চ ব্রহ্মাদিকা বিভোঃ ॥ ২৫৮ ॥

সূর্য্যাদেব সমুৎপন্নাস্তস্মাৎ সর্ব্বে মুমুক্ষুভিঃ। অয়মেব সমারাধ্য ইতি প্রোক্তঃ পরো গুরুঃ ॥ ২৫৯ ॥

করিয়া এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া শুদ্ধ ও অদ্বৈতব্রহ্মে তৎপর হইলে অসংশয় মুক্তি পাইবে। আচার্য্যগণও এইরূপ মুক্তির লক্ষণ করিয়াছেন।" অনন্তর সকলে আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া অদ্বৈতমত স্বীকার করিয়া লইল, এবং তাহাতে আসক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে গমন করিল।

অনন্তর সুহোত্র প্রভৃতি কতকগুলিন্ লোক তথায় আসিয়া আচার্য্য শঙ্করকে বলিল। আমরা সূর্য্যের ভক্ত, রক্তপুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছি। দিবাকর প্রভৃতি পূর্ণমণ্ডলের আকার আশ্রয় করিয়া থাকি। হে প্রভো! এক্ষণে আপনি আমাদের প্রধান মত শ্রবণ করুন। "সূর্য্য সকলের চক্ষুঃ স্বরূপ বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। ঐ সূর্য্য ব্রহ্মাদিরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। সূর্য্য সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু। "তাঁহা হইতে আদিত্য এবং আদিত্যই ব্রহ্ম" বেদ স্বয়ং এই কথা স্পষ্ট বলিয়া দিতেছি। ২৩০—২৪৪।

"শ্রীঘৃণি, সূর্য্য, আদিত্য" এই প্রকার মন্ত্র বেদে শ্রবণ করা হইয়াছে। সূর্য্যের উপাসক সকল মস্তকে রক্ত চন্দন লেপন করিবে, রক্তপুষ্পের মাল্য দ্বারা গলদেশ ভূষিত করিবেক। সূর্য্যের উপাসক ছয় প্রকার। কেহ সূর্য্য মণ্ডলকে উদিত দেখিয়া তাহাকে ব্রহ্মরূপে ভজনা করিবেক। তিনিই জগতের লয়ের কারণ। (তাহা দ্বারাই আবার জগতের প্রথম উপক্রম হইয়া থাকে। ঐ আকাশ সঞ্চারী সূর্য্যদেব জগতের উপসংহার করিয়া থাকেন।) ইহা নিশ্চয় করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকে। কেহবা বিষ্ণুরূপে প্রভুর আগমন কালে বিশ্বপালক ভজনা করিবেক। তাহা হইতে সৃষ্টিলয়ের কারণ হয়। তাঁহাকেই ত্রিমূর্ত্তিরূপে ত্রিকালে সকলে আরাধনা করিয়া থাকে। অপরে সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষু নিক্ষেপ করাকে পরম ব্রত বলেন। ঐ ব্রত ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণময় শ্মশ্রু (দাড়ি) ও কেশ যুক্ত, সূর্য্যমণ্ডলস্থিত দেবতাকে ভজনা করিয়া থাকে। অপিচ সূর্য্যমণ্ডলের এক দেশাবলম্বী সূর্য্যে নয়ন সমর্পণ করিয়া, পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া অন্ন ভোজন করিবেক। কিন্তু অন্য কোন রূপে অন্ন খাইবে না। কেহবা তপ্ত লৌহ দ্বারা ললাটে দুই বাহুতে, ও বক্ষঃস্থলে মণ্ডলের চিহ্ন করিয়া, অনুক্ষণ মনে মনে ঐ রূপ ধ্যান করিয়া উপাসক হইয়া থাকেন। হে যতিবর! এই সমস্ত প্রকরণ দ্বারা সূর্য্যকে উপাসনা করিবেক।

উবাচ শৃণু ত্বং মূঢ়! দিবাকর! বচো মম। চন্দ্রমা মনসো-জাতঃ সূর্য্যস্তস্য তু চক্ষুষঃ ॥ ২৬০ ॥

ইতি বেদেন জন্যত্বং যস্যোক্তং তদনিত্যকং। তর্কসিদ্ধান্ততোঽনিত্যো ব্রহ্মতা কথমাগতা ॥ ২৬১ ॥

সূর্য্যনিষ্ঠপরব্রহ্মবোধিকাঃ শ্রুতয়স্তু তাঃ। জগদীশাজ্ঞয়া সূর্য্যো ভ্রমতীতি শ্রুতং স্ফুটম্ ॥ ২৬২ ॥

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ২৬৩ ॥

ন যত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ২৬৪ ॥

ইতি শ্রুত্যা পরেশস্য ভাসা ভানং প্রকীর্ত্তিতম্। সূর্য্যাদেস্তু তথা প্রোক্তা জ্যোতিঃশাস্ত্রেঽপ্যনিত্যতা। ২৬৫ ॥

সৃষ্টিঃ সরোজাসনবাসরাদৌ বিয়চ্চরাণাং বিলয়স্তদন্তে। আদ্যন্তকালঃ স চ কল্প উক্তঃ কল্পদ্বয়ং তদ্দিবসং বিরিঞ্চেঃ। ২৬৬ ॥

এবম্ভূতস্য সূর্য্যস্য জনকত্বং ময়েরিতম্। ব্রহ্মাধিকস্তস্মাত্তে বিদ্যা মত্যন্তশোভনা। ২৬৭ ॥

তস্মাদেকঃ পরাত্মৈব সূর্য্যাদ্যৈ র্নিগমৈঃ স্তুতঃ। ততঃ পাষণ্ডচিহ্নানি বিহায়াচারতৎপরাঃ। ২৬৮ ॥

শুদ্ধাদ্বৈতস্য বোধেন মুক্তা ভবথ ভো দ্বিজাঃ।। ইত্যুক্তাস্তেগুরুং নত্বা সর্ব্বে তচ্ছিষ্যতাং গতাঃ। ২৬৯ ॥

ততস্তত্র গতৈ র্বিপ্রৈঃ সর্ব্বৈরপি যতীশ্বরঃ। সভাজিতো যযৌ তস্মাদ্বায়োরাশাং জয়েচ্ছয়া। ২৭০ ॥

শিষ্যেষু ত্রিসহস্রেষু কেচিত্তং শঙ্খপূরণৈঃ। কেচিদ্বাদ্যবিশেষৈশ্চ কেচিত্তালৈঃ শুভোক্তিভিঃ। ২৭১ ॥

কেচিদ্ঘণ্টানিনাদৈশ্চ করতালৈশ্চ কেচন। কেচিদ্ব্যজনবাতৈশ্চ পিচ্ছবাতৈশ্চ কেচন। ২৭২ ॥

সমর্চ্চয়ন্তি সংস্তুত্যসুখদুঃখং যতীশ্বরম্। তত্তদ্দেশগতা বিপ্রা দৃষ্ট্বা তচ্ছিষ্যতাং গতাঃ। ২৭৩ ॥

এই কথা শুনিয়া পরম গুরু শঙ্কর বলিলেন। হে মূর্খ! দিবাকর! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। "চন্দ্র তাঁহার মন হইতে জন্মিয়াছে, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু হইতে জন্মিয়াছে।" এই বেদবাক্য দ্বারা যাহার জন্যতা বলা হইয়াছে, তাহা অনিত্য। তর্ক করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা অনিত্য বিষয়ে কিরূপে ব্রহ্মভাব প্রতিপন্ন হইবে? ঐ সকলকে শ্রুতি আছে, তাহা সূর্য্যনিষ্ঠ পরম ব্রহ্মের প্রতিপাদক। তবে জগদীশ্বরের আজ্ঞাক্রমে সূর্য্য দেব যে ভ্রমণ করেন, ইহাই বেদে স্পষ্ট আছে। পরমেশ্বরের নিকট হইতে ভয় পাইয়া বিধাতা পবিত্র করেন, সূর্য্য ভয় পাইয়া উদিত হন, অগ্নি এবং ইন্দ্র তাঁহার নিকটে ভয় পাইতে থাকেন। এবং পঞ্চম যম ভয় পাইয়া ধাবমান হন। যে স্থানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা কি এই সমস্ত বিদ্যুৎ দীপ্তি ধারণ করে না, সে স্থানে এ অগ্নি কিরূপে প্রদীপ্ত হইবে? তাঁহার প্রকাশে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, তাঁহারই তেজে এই জগৎ জ্যোতির্ম্ময়।" এই সমস্ত বেদ দ্বারা পরমেশ্বরের প্রকাশে সকলের প্রকাশ কথিত হইয়াছে। জ্যোতিঃশাস্ত্রে

সূর্য্যের মন্ত্র পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলের কিরূপে স্তব করিতে হয়, সেই স্তুতি প্রতিপাদক অনেক শ্রুতি আছে। পুরুষসূক্ত মন্ত্রেও সূর্য্য নিরূপিত হইয়াছেন। সকল বেদেই নিরূপিত হইয়াছে যে, সেই পুরুষ কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ। ইত্যাদি রুদ্রমন্ত্রস্থ পুরুষশব্দে সূর্য্যকে বুঝাইয়া থাকে। অরুণ, সূর্য্য, ভানু, চন্দ্র, তপন, মিত্র, হিরণ্যরেতা, রাত্রি, অর্য্যমা, গভস্তি, বিষ্ণু, দিবাকর এই সমস্তই পুরুষ শব্দের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে যে আদিত্য শব্দ উক্ত হইয়াছে, সেই আদিত্য শব্দের মধ্য গত বিষ্ণু উক্ত হইয়াছেন। অতএব সেই আদিত্যই বিষ্ণু, অপর আর কেহই নহে। আদিত্যদিগের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্ক পদার্থের মধ্যে আমি অংশুমান, এই কথা কৃষ্ণ বলিয়াছেন। অপিচ ব্রহ্মাদি দেবগণ, বিষ্ণু সূর্য্য হইতে সমুৎপন্ন। অতএব মোক্ষার্থী সকলে এই সূর্য্য দেবকে আরাধনা করিবেক।"

এবং প্রতিদিনং গত্বা তত্রতত্রাগতান্ দ্বিজান্। কুমতস্থান্ পরানন্দভাজঃ কৃত্বা শুভোক্তিভিঃ। ২৭৪ ॥

পুরং গণবরং প্রাপ গণপত্যাশ্রমং শুভম্। তত্র নদ্যাং হি কৌমুদ্যাং স্নাত্বা বিঘ্নেশমব্যয়ম্। ২৭৫ ॥

সংপূজ্য যতিরাট্ তত্র মাসমাস সহানুগৈঃ। পদ্মপাদ-মুখাঃ শিষ্যাঃ পঞ্চপূজাপরায়ণাঃ। ২৭৬ ॥

দিগ্গজা ইতি বিখ্যাতাঃ পরবিদ্যাপ্রভেদিনঃ। পরপক্ষহরো-চ্ছ্যুক্তবচসঃ প্রৌঢ়বাদিনঃ। ২৭৭ ॥

তদ্বাক্যং শিরসা গৃহ্য শিষ্যোঽন্যঃ পুরজিদ্বলে। নিরতঃ সর্ব্ব-শিষ্যাণাং পাকাদিষু চ কর্ম্মসু। ২৭৮ ॥

সূর্য্যাদির যে প্রকাশের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা অনিত্য। পদ্মাসন ব্রহ্মার দিবসের প্রথমে সৃষ্টি, এবং দিনান্তে—আকাশ সঞ্চারী দেবগণের বিলয়। এই আদ্যন্ত কালকে কল্প বলে, ঐ রূপ ইহকল্পে ব্রহ্মার এক দিন। এবম্বিধ সূর্য্য, ব্রহ্মাদির জনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব তোমার বিদ্যা অতি-সুন্দর দেখিতেছি। যেহেতু সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র, সূর্য্য স্থিত পরমাত্মাকে স্তব করিয়াছে জানিবে। হে দ্বিজগণ! এক্ষণে তোমরা পাষণ্ড চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিয়া আচার পরায়ণ হও, নির্ম্মল অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলেই মুক্ত হইবে।”

সূর্য্য মতাবলম্বী সকলেই আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইল। তার পর ঐ স্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই যতীশ্বর শঙ্করকে অর্চনা করিতে লাগিল। তখন আচার্য্য জয়ার্থী হইয়া বায়ু কোণে গমন করিলেন।

সুখ দুঃখ বিহীন যতিরাজ শঙ্করকে তাঁহার তিন সহস্র শিষ্যের মধ্যে কেহবা শঙ্খ বাজাইয়া, কেহবা বাদ্য বিশেষ দ্বারা, কেহ বা তাল দিয়া, কেহ বা সুমধুর বচনে, কেহ বা ঘণ্টার নিনাদে, কেহ বা করতালি দিয়া, কেহ বা ব্যজন দ্বারা বীজন করিয়া, কেহ বা ময়ুর পুচ্ছ দ্বারা সমীরণ করিয়া অর্চনা করিতে লাগিল। তত্তৎ দেশবাসী বিপ্রগণ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হইল। এইরূপ প্রতিদিন গমন করিয়া তত্তৎস্থানে

সমর্চ্চয়ন্ গুরুং ভিক্ষাং দত্বা তস্মৈ পরাত্মনে। পদ্মপাদ-স্তদন্যেষাং শিষ্যাণাং ষড্রসৈ র্যুতম্। ২৭৯ ॥

অদদত্তোজনং নিত্যং ব্রহ্মার্পণমিতি স্মরন্। সায়ন্তনে গুরুং শিষ্যাস্তমাচার্য্যশিরোমণিম্। ২৮০ ॥

দ্বিষড়্ধা তং নমস্কৃত্য ঢক্কাতালকরাঃ শিবম্। জবন্তো নৃত্যমাচক্রুঃ পরেশং সচ্চিদদ্বয়ম্। ২৮১ ॥

প্রপূর্ণং ব্রহ্মাহং নিখিলজনকং বুদ্ধিনিহিতং সচিদানন্দং সত্যং সকল জগদাধারমমলম্। অগম্যং বাগাদ্যৈঃ স্থজিতকরণৈ-র্জ্জাতমনঘৈঃ সুনির্ব্বাণং লব্ধ্বা যদিহ ন পুনঃ সংসৃতিরয়ঃ। ২৮২ ॥

জয়ন্ত এবং বহুধা সুনৃত্যং কুর্ব্বন্ত আচার্য্যসমীপসংস্থাঃ। প্রাপ্তিং গতাস্তস্য্ কৃপারচিত্তা হর্ষেণ যুক্তা নিখিলা বিনেয়াঃ। ২৮৩ ॥

সমাগত কুমতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে শুভ বচনে নিত্যানন্দ সুখ ভোগ করাইয়া গণপতির আশ্রম সমম্বিত এক শুভগণবরপুর প্রাপ্ত হইলেন। সেই কৌমুদী নদীতে স্নান করিয়া অব্যয় বিঘ্নপতিকে পূজা করিয়া যতিরাট্ অনুচর বর্গের সহিত তথায় একমাস অবস্থান করিলেন। পদ্মপদাদি শিষ্যগণ পঞ্চ দেবতার পূজা পরায়ণ হইল, দিগ্গজ বলিয়া বিখ্যাত হইল, বিপক্ষগণের শাস্ত্র সকল খণ্ডন করিতে লাগিল, পরপক্ষ হরণ করিবার উপ-যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, অহঙ্কার পূর্ব্বক বাদ করিতে লাগিল। অন্য আর একজন শিষ্য তাঁহার বাক্য মস্তক দ্বারা ধারণ করিয়া শিবপক্ষে এবং সমস্ত শিষ্যদিগের পাকাদিকার্য্যে আসক্ত রহিল, এবং গুরুকে সমুচিত অর্চনা করিতে লাগিল। পদ্মপাদ সেই পরমাত্মা গুরুকে ভিক্ষা ও অন্যান্য শিষ্য দিগকে ষড়্রস যুক্ত আহার দান করিলেন। ঐ সকল কার্য্যেও পদ্ম-পাদের ব্রহ্মার্পণ স্মরণ করা নিত্য অভ্যাস ছিল। সায়ংকালে শিষ্যগণ আচার্য্য শিরোমণি গুরু দেবকে দ্বাদশবার প্রণাম করিয়া ঢক্কার তাল দিতে দিতে সচ্চিদানন্দ ও অদ্বিতীয় পরমে-শ্বরকে স্তব করিতে ২ নৃত্য করিতে লাগিল। ২৪৫—২৮১।

যিনি সমস্ত বস্তুর কারণ, যিনি বুদ্ধিতে নিহিত, যিনি সচ্চি-

এবমানন্দসন্তুষ্টমাচার্য্যং সেবকানপি। তৎপত্তনদ্বিজা লক্ষ্য কিমেতদিতি চাব্রুবন্ । ২৮৩ ॥

অহি যুয়ন্মতং সম্যগিব ভাতি হি পশ্যতাম্। আকাশবন্নিরালম্বমদ্বয়ং ব্রহ্ম কেবলম্ ॥ ২৮৫ ॥

মনোবাগাদিবৃত্তীনামগোচরতরং পরম্। কথমজ্ঞোপিবধায় যোগ্যং ভাসতমীদৃশম্ । ২৮৬ ।

তত্ত্যজ্যাস্মন্মতং সম্যগাচরন্ত শুভাপ্তয়ে। গাণপত্যমিতি খ্যাতং ষড়্‌ভির্ভেদৈঃ সমন্বিতম্ । ২৮৭ ।

সমস্তে বেদতাৎপর্য্যেস্তদেব হি সমীরিতম্। তদাচরধ্বমত্যন্তশান্তিদং মোক্ষদং নৃণাম্ । ২৮৮ ॥

তুণ্ডৈকদন্তচিহ্নাভ্যাং চিহ্নিতং শক্তিসংযুতম্। মহাগণপতিং যস্তু সদা ধ্যায়ত্যনন্যধীঃ । ২৮৯ ॥

তন্মূলমন্ত্রপঠনপরঃ সন্ ব্রাহ্মণোত্তমঃ। যো :বর্ত্ততে স এবাত্র মোক্ষভাগ্ ভবতি ধ্রুবম্ । ২৯০ ॥

যোঽয়ং বরতরা চ চন্দ্রকলয়ান্বিতো জগদ্‌বয়া বিশ্বোৎপত্তিবিপত্তিসংস্থিতিকরোঽস্মিন্ বিশিষ্টার্থদঃ। ইত্যেবং গণনায়কঃ খলু জগৎস্রষ্ট্র্যাদিকর্ত্তেষিতো মুক্তঃ চৈতন্যজালিকত বিশ্বয়েঽপ্যস্মিন্ স্থিতে হীশ্বরে । ২৯১ ॥

আসীদ্ গণপতিস্ত্বেক ইতি শ্রুত্যা প্রকীর্ত্তিতঃ। ব্রহ্মাদিকগণেশোঽয়ং তস্মাদখিলকারণম্ । ২৯২ ॥

তন্মায়য়া বিরচিতা ব্রহ্মাদ্যা জগদীশ্বরাঃ। ইত্যুক্ত আহ ভো মূঢ়! গজাস্যঃ কারণং কথম্ । ২৯৩ ॥

কিঞ্চ রুদ্রসুতত্বেন প্রসিদ্ধঃ কারণং পিতুঃ। কথং ভবেদতো ব্রহ্ম কারণং শ্রুতিমানতঃ । ২৯৪ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমিত্যাদিবাক্যতত্ত্বসমীরিতম্। বাক্যং ব্রহ্মপরং নেয়মিত্যুক্তো গিরিজাসুতঃ । ২৯৫ ॥

উবাচ পুনরাচার্য্যং সত্যমেতদ্বচোঽস্ত তে। তথাপ্যনেন শূন্যোঽয়ং পুমান্ দেবস্য সন্নিধৌ । ২৯৬ ॥

দানন্দ, যিনি সকল জগতের আধার, যিনি নির্ম্মল, যিনি বাক্য মনের অগোচর, জিতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ যাঁহাকে—জানিতে পারেন, যে নির্বাণ করিলে আর এই জগতে সংসার যাতনা পাইতে হয় না, আমি সেই—পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। আচার্য্যের নিকটস্থ উদারচেতা সমস্ত ছাত্রগণ এই কথা বারম্বার বলিতে ২ ও উত্তম নৃত্য করিতে ২ শ্রান্ত হইয়া অবস্থান করিল।

ঐ নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা এইরূপে আচার্য্যকে এবং তাঁহার সেবকদিগকে আনন্দিত দেখিয়া বলিতে লাগিল। "একি?—যাহারাই দেখিবে, তাহারাই বলিবে, তোমাদের শাস্ত্রীয় মত ভাল নহে। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম কেবল আকাশের মতন নিরালম্ব। সেই পরব্রহ্ম বাক্য মনের অগোচর। অতএব অজ্ঞদিগকে উপদেশ দিবার জন্য কিরূপে এরূপ মত যোগ্য হইবে? অতএব ঐ মত ত্যাগ করিয়া মঙ্গলপ্রাপ্তির জন্য আমাদের মত অবলম্বন করুন। গাণপত্য আমাদের মত। ইহাতে ছয় প্রকার ভেদ আছে। সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য ইহাতে ন্যস্ত আছে। সকল মানবের শান্তি ও মোক্ষদায়ক—এই মত অবলম্বন করুন। গণপতি তুণ্ড ও একদন্ত দ্বারা চিহ্নিত। স্বয়ং মহাশক্তি সমন্বিত। যেব্যক্তি এরূপ দেবতাকে একমনে ধ্যান করে—যে ব্রাহ্মণ তাঁহার মূলমন্ত্র পাঠ করে—সেই ব্রাহ্মণ অবলীলাক্রমে মোক্ষ পাইয়া থাকে। ২৮২—২৯০।

প্রদীপ্ত ভূষণা প্রিয়তমা চন্দ্রকলা দ্বারা যিনি পরিব্যাপ্ত—যিনি বিশ্বের উৎপত্তি, বিপত্তি ও অবস্থিতি কারক—যিনি বিঘ্নবিনাশন—যিনি ভক্তের অভিমত অর্থ পূরণ করেন—এইরূপে গণপতির ধ্যান করিতে হইবে। তিনিই জগতের সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্তা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। একথা নিতান্ত অলীক নহে। কারণ ব্রহ্মাদি দেবগণের লয় হইলেও—এই ঈশ্বর থাকিলেও—একমাত্র গণপতি বিদ্যমান ছিলেন। এ কথা বেদেও কথিত হইয়াছে। ইনি ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ও ঈশ্বর—অতএব অখিলবস্তুর কারণ। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহার মায়াবলে নির্ম্মিত হইয়াছেন।

গজং যোগ্যঃ কথং ভূয়াৎ যেষ্টত্ত যতিপুঙ্গব!। ইত্যুক্তঃ শ্রীমদাচার্য্যঃ প্রাহ মূঢ়মতে! শৃণু। ২৯৭ ॥

ব্রাহ্মণস্য কুলে জন্ম শিখাদেশ্চ বিধারণম্। বেদোক্তকর্ম-নিষ্ঠত্বং বিপ্রত্বং সমুদাহৃতম্। ২৯৮ ॥

এতাবতা ভবেদ্বিপ্রঃ কৃতকৃত্যস্ততোহস্ত তু। পাষণ্ডমাত্র-মেবাস্তি তত্তচ্চিহ্নস্য ধারণম্। ২৯৯ ॥

বেদেন হি বিরুদ্ধং যৎ পুরাণেষু চ নিন্দিতম্। ন তৎকার্য্যং প্রবৃত্তেন মোক্ষস্বার্থবিবেকিনা। ৩০০ ॥

কিঞ্চ হেমনিভে চক্রে মূলাধারে চতুর্দ্দলে। গণেশোহস্তি তথা চক্রে স্বাধিষ্ঠানকসংজ্ঞকে। ৩০১ ॥

ষড়্‌দলে বিদ্রুমাকারে ব্রহ্মাস্তি মণিপূরকে। দ্বিগুণ দশ-সংযুক্তে নীলবর্ণে স্থিতো হরিঃ। ৩০২ ॥

দ্বিষড়্‌ভিস্ত দলৈর্যুক্তেঽনাহতে পিঙ্গলে স্থিতঃ। রুদ্রো ভূতপতি দেবো জীবাত্মা ধূম্রবর্ণকে। ৩০৩ ॥

বিশুদ্ধে ষাষ্টতি যুক্তে দলৈরাজ্ঞাভিধে তথা। সহস্রদল-সংযুক্তে চক্রে কর্পূরবর্ণকে। ৩০৪ ॥

পরমাত্মা স্থিতস্তম্মাদ্দেহে এব ব্যবস্থিতঃ। গণেশস্তস্য চিহ্নেন ন প্রয়োজনমণ্বপি। ৩০৫ ॥

তথা চাজ্ঞাভিধে চক্রে সর্ব্বগোহপি ব্যবস্থিতঃ। সর্ব্বান্ সংপ্রেরয়িত্বা হি স্বয়ং সাক্ষী হি নির্গুণঃ। ৩০৬ ॥

সচ্চিদানন্দরূপোহসৌ সর্ব্বাতীতোঽখিলোত্তমঃ। সম্যগ্বে-দেষু সংপ্রোক্তস্তং পরেশং বিচিন্তয়। ৩০৭ ॥

মুক্তো ভবিষ্যসীত্যুক্তঃ সগণঃ শিষ্যতাং গতঃ। ত্যক্তচিহ্নো-গুরোস্তস্য শঙ্করস্য মহাত্মনঃ। ৩০৮ ॥

গণপূজাপরো নিত্যং শঙ্করস্য পরায়ণঃ। গুরুশুশ্রূষণালক্তঃ সমভূদ্গিরিজাসুতঃ। ৯ ॥

আগতস্ত্যক্তো হরিদ্রা গণপতিমতবাদী গুরুং বং জগাদ ব্রহ্মাদীনাং গণানামধিপতিমমরেশোপদেষ্টাদিকানাম্। আদে-ষ্টারং কবীনাং সলিলজপতিং জ্যেষ্ঠরাজং পরেশং ধ্যায়ে-মেত্যাদিবেদো বদতি যতিপতে! সর্ব্বকার্য্যেষু পূজ্যম্। ৩১০ ॥

এইকথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—রে মূঢ়! গজানন জগতের কারণ কিরূপে হইবে?। অপিচ গণপতি মহাদেবের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুত্র কিরূপে পিতার কারণ হইবে?। অতএব বেদ প্রমাণে ব্রহ্মই জগতের আদিকারণ। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তুমি যাহা বলিয়াছ তৎসমুদয় বাক্য পরম ব্রহ্মে পরিণত করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া গিরিজাসুত পুনরায় আচার্য্যকে বলিল—আপনার একথা সত্য। হে যতিবর! তথাপি ভক্তলোকে চিহ্ন ধারণ করিয়া কিরূপে আপনার অভীষ্ট দেবতার নিকটে গমন করিতে পারিবে?।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—হে মূঢ়! তুমি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, শিখা প্রভৃতি ধারণ, বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণত্ব থাকে। তাহাতেই ব্রাহ্মণ কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। অতএব পাষণ্ড সমান তত্তৎ চিহ্ন ত্যাগ করিবেক। যে ব্রাহ্মণ মোক্ষের অর্থ জানিতে উদ্যত, সে ব্যক্তি কদাচ বেদবিরুদ্ধ ও পুরাণ নিন্দিত কার্য্য করিবে না। কিঞ্চ স্বর্ণবর্ণ চতুর্দ্দল মূলাধার চক্রে গণেশ আছেন। বিদ্রুমাকার ষড়দলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে ব্রহ্মা বাস করেন। নীলবর্ণ দশদল মণিপূরকচক্রে বিষ্ণু অবস্থান করেন। পিঙ্গলবর্ণ দ্বাদশ দল অনাহতচক্রে ভূতপতি রুদ্রদেব বাস করেন। ধূম্রবর্ণ ষোড়শ দল শুদ্ধচক্রে জীবাত্মা অবস্থান করেন। এবং কর্পূরবর্ণ সহস্রদল আজ্ঞাচক্রে পরমাত্মা অবস্থিতি করেন। অতএব দেহের মধ্যেই গণপতি যখন অবস্থান করেন, তখন চিহ্ন ধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর যিনি সর্ব্বব্যাপী, তথন সাক্ষী, নির্গুণ, সচ্চিদানন্দরূপী, সর্ব্বাতীত, অখিলাশ্রয় পরমাত্মা তিনি আজ্ঞাচক্রেই অবস্থান করেন। একথা বেদেও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই পরেশনাথের চিন্তা কর। তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে।

তস্মাদ্দেবাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সংপূজ্যোঽয়ং গণেশ্বরঃ। ধ্যানমন্ত্র তু সংপ্রোক্তং স্কান্দে সম্যগ্‌যতীশ্বর।। ৩১১ ॥

পীতাম্বরধরং দেবং পীতযজ্ঞোপবীতিনম্। চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং হরিদ্রাভবরাননম্। ৩১২ ॥

পাশাঙ্কুশধরং দেবং দণ্ডাভয়করাম্বুজম্। এবং যঃ পূজয়েদেবং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ। ৩১৩ ॥

জগৎকারণমেবায়ং ব্রহ্মাদ্যা অংশরূপিণঃ। অস্মাদেব সমুৎপন্নাস্তস্মাৎ সর্ব্বপিতামহম্ ॥ ৩১৪ ॥

বিঘ্নেশানং ভবন্তোঽপি ভজন্ত জগদীশ্বরম্। তুণ্ডাকারেণ লোলেনৈকদন্তাকারকেণ চ। ৩১৫ ॥

সন্তপ্তেনাঙ্কিতস্তৈব মুক্তিরস্তি তুজন্মনে। ইত্যুক্ত আহ সর্ব্বজ্ঞো গুরুস্তং করুণানিধিঃ। ৩১৬ ॥

অয়ে ত্বং পরমাত্মৈব জগৎকর্ত্তা ত্বয়েরিতঃ। গণাধিপতিশব্দেন সর্ব্বনামা মহেশ্বরঃ। ২১৭ ॥

অংশাংশিনোরভেদেন রুদ্রপুত্রোঽপি চ স্বয়ম্। সম্ভবত্যেব সর্ব্বাত্মা সর্ব্ববিঘ্ননিবারকঃ। ৩১৮ ॥

উপাসনীয় এবায়ং নিখিলৈরন্ত সর্ব্বদঃ। কিঞ্চ বিপ্রৈর্গণেশাদ্যাঃ পঞ্চ পূজ্যা মুমুক্ষুভিঃ। ৩১৯ ॥

কিন্তু তুণ্ডাদিচিহ্নস্ত ধারণং সন্নিরুদ্ধ্যতে। বেদেন চ পুরাণেন তস্মাচ্চিহ্নং বিহায় ভোঃ ।। ৩২০ ॥

পঞ্চপূজাদিসম্পন্নোঽদ্বৈতনিষ্ঠো বিমোক্ষ্যসে। এবমুক্তো গুরুং নত্বা দ্বিবট্‌ধা তৎকটাক্ষতঃ। ৩২১ ॥

পবিত্রতাং গতো ধ্যায়ংস্তমেব পরমং গুরুম্। পঞ্চপূজাদিকং কুর্ব্বন্ সুখমাপাঽমিতং দ্বিজঃ। ৩২২ ॥

ততো গণকুমারাখ্যো নিরস্তেঽস্তঃ সমাগতঃ। আচার্য্যমাহ হেরম্বসুতস্তং পরমং গুরুম্। ২২৩ ॥

এইকথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ চিহ্ন সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিষ্য সমভিব্যাহারে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হয়। ঐ গিরিজাসুত পঞ্চদেবতার পূজা পঞ্চ যজ্ঞ করিতে মনন করে, এবং গুরুর সেবা শুশ্রূষা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

তখন অন্য আর একজন গাণপত্য আসিয়া বলিল—আমি হরিদ্রাবর্ণ গণপতির মতবাদী। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ও অন্যান্য সমুদয় পদার্থের কারণ। আমরা সেই জ্যেষ্ঠরাজ পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকি। হে যতিবর! বেদেও তাঁহাকে সকল কার্য্যে সর্ব্বপূজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। অতএব সকল দেবতা এই গণপতির পূজা করিবেক। হে যতিবর! স্কন্দপুরাণে এই গণপতির যেরূপ ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি পীতাম্বর পরিধান করিয়া থাকেন—পীতবর্ণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন—তিনি চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, তাঁহার মুখ হরিদ্রাবর্ণ—যে ব্যক্তি পাশ, অঙ্কুশ, অভয় পদ্মধারী ঐ গণপতির ধ্যান করে, সে ব্যক্তি যে মুক্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। ২৯১—৩১৩।

ইনিই জগৎকারণ—তাঁহার অংশরূপী ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব আপনারাও সকলের পিতামহ,জগদীশ্বর ঐ বিঘ্নপতিকে ভজনা করুন। যে ব্যক্তি আপনার দুই হস্তে তুণ্ডাকার এবং দন্তাকার তপ্ত লৌহ দ্বারা অঙ্কিত হয়, তাহার মুক্তি অবধারিত।

এই কথা শুনিয়া দয়াময় আচার্য্য বলিলেন—তুমি যে বলিয়াছ পরমাত্মা জগৎকর্ত্তা, একথা নিতান্ত সত্য। গণপতি শব্দ দ্বারা সর্ব্বময় মহেশ্বরকে বুঝাইতেছে। অংশ ও অংশী ইহারা উভয়েই অভিন্ন। সুতরাং রুদ্র পুত্র গণপতিও স্বয়ং পরমাত্মার অংশ স্বরূপ হইয়া সর্ব্বময় বা সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন হইবে, ইহা বিচিত্র নয়। সকলে তাঁহার উপাসনা করুক, বা তিনি সর্ব্বদান করুন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু বেদও পুরাণের বিরুদ্ধ হওয়াতে তিনি তুণ্ড কি দন্তাদি চিহ্ন ধারণ করিবে না। অতএব চিহ্নত্যাগ করিয়া পঞ্চ দেবতার পূজা বা পঞ্চ যজ্ঞ করিলেই মুক্ত হইবে।

মহাগণপতেস্ত্বেকং হরিদ্রাগণপস্য চ। উচ্ছিষ্টগণপস্যৈকং নবনীতগণেশিতুঃ ॥ ৩২৪ ॥

মতমেকং তথা স্বর্ণগণপস্যৈকমীরিতম্। সন্তানগণপস্যৈকমাগমে শৈবসংজ্ঞকে। ৩২৫ ॥

উচ্ছিষ্টগণপস্যাহমুপাসনপরায়ণঃ। উচ্ছিষ্টঃ গণপঃ প্রোক্তো বামাঙ্কেনাবলম্বনাৎ। ৩২৬ ॥

চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং পাশাঙ্কুশগদাভয়ম্। শুণ্ডাগ্রতীব্রমধুকং গণনাথমহং ভজে। ৩২৭ ॥

মহাপীঠনিষণ্ণকং বামাঙ্কগন্নিসংস্থিতাম্। দেবীমালিঙ্গ্য চুম্বংস্পৃশংস্তুণ্ডেন বৈ ভগম্। ৩২৮ ॥

ইতি ধ্যানং হি সংপ্রোক্তং তথাত্মৈক্যং তু চিন্তনম্। জীবেশযোরিবৈক্যন্ত তযোস্ত যতিনায়ক ॥ ৩২৯ ॥

কুঙ্কুমাঙ্কিতফালোঽহং ভক্তো মার্গবরে স্থিতঃ। ইচ্ছাধীনানি কর্ম্মাণি কৃতাদেবং ভজেৎ সদা। ৩৩০ ॥

এতৎসমং মতং নাস্তীত্যেবং মত্বাতিহৃষ্টধীঃ। সম্পন্নোঽস্মি যতে! কিঞ্চ ধর্ম্মোঽস্ত্যস্মিন্ মতে নৃণাম্। ৩৩১ ॥

সর্ব্বেষামেক এবৈকজাতিস্ত্রাণামথৈব হি। সমস্তা যোষিতস্ত্বেকাং জাতাবৈব বিয়োগতঃ। ৩৩২ ॥

সংযোগতশ্চ নো দোষঃ কশ্চিদস্তি যতীশ্বর!। অয়মেব পতি র্ম্মা ইতি নাস্তি নিয়ামকঃ। ৩৩৩ ॥

অন্যোঽন্যসঙ্গজানন্দ প্রাপ্তিরেষবিমুক্তিতা। আনন্দাত্মা গণেশোঽহং তদংশাঃ পদ্মজাদয়ঃ। ৩৩৪ ॥

অংশাংশিনোরভেদস্ত বেদে সম্যক্ প্রকীর্ত্তিতঃ। গণেভ্যো গণপেভ্যশ্চ নম ইত্যাদিনা বচে ॥ ৩৩৫ ॥

এইকথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ বার বার শঙ্করকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কটাক্ষে পবিত্র হইল। শঙ্করকে পরম গুরু ভাবিয়া ধ্যান করিতে লাগিল—পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া অপরিমিত সুখ লাভ করিল।

ঐ গণকুমার নিরস্ত হইলে অন্য একজন হেরম্বসুত নামক গণপতী মতাবলম্বী তথায় উপস্থিত হইল। সে আসিয়া বলিল—মহাপতির, হরিদ্রাগণ পতির, উচ্ছিষ্টগণপতির, নবনীতগণপতির-স্বর্ণগণপতির, এবং সন্তানগণপতির, এক একটি মত আছে। এই সকল মত শৈব আগমে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমি উচ্ছিষ্টগণপতির উপাসনা করিয়া থাকি। উচ্ছিষ্টগণপতি বাম অঙ্কে অবস্থান করেন। যিনি চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, পাশ অঙ্কুশ, গদা ও অভয় ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার শুণ্ডের অগ্রে তীব্র মধু অবস্থিত, আমি সেই গণপতির ভজনা করি। তিনি মহাপীঠের উপর অবস্থিতি করেন—বামাঙ্কে দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করেন—শুণ্ড দ্বারা ভগস্পর্শ করেন—এইরূপে তাঁহার ধ্যান কথিত হইয়াছে—অতএব তাঁহার ধ্যান করা আবশ্যক। জীব ও পরমাত্মার যেমন ঐক্য ভাবিতে হয়, তদ্রূপ দেবী ও গণপতির ঐক্য চিন্তা করিবেক। আমি ভক্ত, সুতরাং ললাটে কুঙ্কুমের চিহ্ন ধারণ করিয়াছি। আমি এই পথে অবস্থান করিয়া থাকি। ইচ্ছাধীন কার্য্য করিয়া সর্ব্বদা পতিকে ভজনা করিবেক। ইহার তুল্য আর মত নাই—ইহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়াছি। হে যতিবর! এই মতে যেরূপ ধর্ম্ম আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। জগতে এক জাতি বলিয়া সকল মানবেই এক। তদ্রূপ সকল স্ত্রী জাতিও এক। পুরুষদের, কি স্ত্রীলোকদের, সংযোগ কি বিয়োগ, কোন দোষ নাই। যতিরাজ! 'এই আমার পতি' এরূপ কোন নিয়ম নাই। যে কোন স্ত্রীর সহিত, যে কোন পুরুষের পরস্পর সঙ্গজন্য আনন্দের নাম মুক্তি। গণপতি আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার অংশ স্বরূপ। অংশ ও অংশীর অভেদ বেদে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। গণেভ্যো নমঃ গণপতিভ্যো নমঃ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঐক্য দেখা যায়। রুদ্রও গণপতির অংশ স্বরূপ। হে মুনিবর! গণপতি ভিন্ন আর কেহই নাই। 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া' ইত্যাদি বেদ বাক্য দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, কর্ম্ম কখনই মোক্ষের কারণ নয়।

রুদ্রস্তু গণপাস্ত্বৈব নত্বক্তো মুনিপুঙ্গব!। ন কর্ম্মণেতি হি শ্রুত্যা কর্ম্ম নো মোক্ষকারণম্ ৩৩৬॥

কিন্তু ত্যাগঃ সহিষ্ণুত্বমুখৈর্যুক্তঃ সমীরিতঃ। দ্বন্দ্বতা পুণ্যপাপাদাবপ্যস্তি হি মতে মম। ৩৩৭॥

অনুকূলমিদং তস্মাদেব দেব! মুমুক্ষুভিঃ। সেব্যমিত্যুক্ত আচার্য্যস্তমুবাচ যতীশ্বরঃ। ৩৩৮॥

সুরাং নৈব পিবেন্নৈব পরভার্য্যাং সমাপ্নুয়াৎ। ইত্যাদি বহুভির্ব্বেদবেচাভি র্নিন্দিতং মতে। ৩৩৯॥

গৃহ্যতে যত্র তত্ত্যাজ্যং দূরতঃ সুখকাঙ্ক্ষিভিঃ। ন কর্ম্মণেত্যাদিকা তু শ্রুতিস্তত্ত্ববিদো যতেঃ। ৩৪০॥

সর্ব্বপাপবিহীনস্তু ব্রূতে মোক্ষং ন পাপিনঃ। সুরাপানপরস্যাথ পরদাররতস্য চ। ৩৪১॥

সুরাপানাদিনা মুক্তিং প্রাপ্স্যাম ইতি জল্পনম্। দুঃখদং দৌষ্টামেবাস্তি ত্যক্ত্বা তস্মাদিদং মতম্। ৩৪২॥

বিপ্রাণাং বাক্যতস্তেষাং প্রসাদেন বিনিষ্কৃতিম্। বিধায় মোক্ষমার্গস্থাঃ পঞ্চপূজাপরায়ণাঃ। ৩৪৩॥

পঞ্চযজ্ঞাদিনিরতা মূলাধারাদিচক্রকে। সংধ্যায়ন্তো গণেশাদীনজপামন্ত্রতৎপরাঃ। ৩৪৪॥

তদ্দেবধ্যানতো মুক্তাঃ ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ। এবমুক্তাস্তথা চক্রু র্হেরম্বসুতপূর্ব্বকাঃ। ৩৪৫॥

আগত্যাথ গুরুং প্রোচুরবশিষ্টাস্ত্রয়োঽপি তে। স্বামিন্নেতজ্জগৎ সর্ব্বং গণপত্যাত্মনা বয়ম্। ৩৪৬॥

চিন্তয়ামো বিমোক্ষায় পূজ্যং সর্ব্বৈঃ শুভার্থিভিঃ। তস্মাদ্দূষিতবন্তো বৈ কথমেতন্মতত্রয়ম্। ৩৪৭॥

ভবন্ত ইতি সংপ্রোক্তস্তানাহ যতিপুঙ্গবঃ। মূঢা যূয়ং ততঃ শাস্ত্রতত্ত্বং শৃণুত নিশ্চিতম্। ৩৪৮॥

পুরুষাধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেরাদৌ মহানভূৎ। ততোঽহঙ্কার উৎপন্নস্ত্রিগুণাত্মা স এব হি। ৩৪৯॥

রুদ্রবিষ্ণ্বাদিরূপোঽভূত্তত্র রুদ্রস্য সূনবঃ। গণেশশ্চ কুমারশ্চ ভৈরবশ্চেতি বিশ্রুতাঃ। ৩৫০॥

স্বস্বাধিকারনির্ব্বাহে তৎপরাঃ পূজ্যতাং গতাঃ। তস্মাদ্বিপ্রৈর্গণেশাদ্যাস্তত্তচ্চক্রেষু সংস্থিতাঃ। ৩৫১॥

চিন্তনীয়াঃ প্রযত্নেন তদশক্তৌ তু দেবতাঃ। পঞ্চ পূজ্যা মহেশাদ্যা ইত্যুক্তাস্তে পরং গুরুম্। ৩৫২॥

বীরভদ্রাদয়ো নত্বা ত্যক্তচিহ্নাঃ সুশিষ্যতাম্। গতাস্তে পঞ্চপূজাদিরতা অদ্বৈতবাদিনা॥ ৩৫৩॥

কিন্তু সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ দ্বারা ত্যাগ করিলেই মোক্ষ হয়। আমার মতে সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, পাপ পুণ্য ইত্যাদি সমুদয়ই বিদ্যমান আছে। এই সমুদয় আমার অনুকূল, অতএব মোক্ষার্থীগণ ইহার সেবা করিবেক।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—'সুরাপান করিবে না—পরস্ত্রীগমন করিবেনা—'ইত্যাদি বেদ বচন দ্বারা যেমতে এরূপ নিন্দিত বিষয় গ্রহণ করিবার কথা আছে, সুখার্থী পণ্ডিতগণ তাহা দূরে ত্যাগ করিবেক। 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া' ইত্যাদি বেদবাক্য, কেবল তত্ত্বজ্ঞানী, সর্ব্ব পাপশূন্য যতির, মোক্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু পাপী, সুরাপায়ী বা পরদার রত ব্যক্তির মোক্ষ প্রকাশ করে না 'আমি সুরাপান কি পরদার গমন করিয়াও মুক্তি পাইব' ইত্যাদি দুঃখদায়ক দুষ্টমত ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণগণের বাক্যানুসারে, তাঁহাদের প্রসাদে, নিষ্কৃতি পাইয়া মোক্ষপথে সঞ্চরণ কর—পঞ্চদেবতার পূজা কর—পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর—জপ না করিয়া মূলাধার প্রভৃতি ষট্‌চক্রে গণেশাদি দেবতাদিগকে ধ্যান কর—ও মন্ত্র মাত্র ধ্যান কর—। তাহা হইলে তোমরা তত্তৎ দেবগণের ধ্যানে অনায়াসে যে মুক্ত হইবে, তাহাতে আর দ্বিরুক্তি নাই। এই কথা শুনিয়া হেরম্বসুত প্রভৃতি উক্ত মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আচার্য্যের বচনে তত্তৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। ৩১৪—৩৪৫।

অনন্তর অবশিষ্ট তিনজন আসিয়া আচার্য্যকে বলিল—প্রভো! এই সমুদয় জগৎ গণপতি হইতে সম্ভূত হইয়াছে। মঙ্গলার্থী পণ্ডিতগণের পূজনীয় সেই গণপতিকে মোক্ষ পাইবার জন্য আমরা ধ্যান করিয়া থাকি। অতএব আপনি কিরূপে এই তিনটী মত দূষিত করিলেন?।

এই কথা শুনিয়া যতিরাজ তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা মূর্খ, অতএব শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব যথার্থরূপে শ্রবণ কর। প্রথমে পুরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি। মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, এইজন্য তিনিই ত্রিগুণাত্মা। তিনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপী। তন্মধ্যে গণেশ, কার্ত্তিকের, ভৈরব

স্বরধাম স তত্র কারয়িত্বা পরবিদ্যাচরণানুসারি চিত্রম্। অপবার্য্য চ তান্ত্রিকানতানীদ্ভগবত্যাঃ শ্রুতিসম্মতাং সপর্য্যাম্ ॥ ৫ ॥

নিজপাদসরোজসেবনার্থে বিনয়েন স্বয়মাগতা-নথান্ধ্রান্। অনুগৃহ্য স বেঙ্কটাচলেশং প্রণিপত্যাপ বিদর্ভরাজধানীম্ ॥ ৬ ॥

তদেতৎ সংক্ষিপ্যোক্তং স্বরধ ইত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

তত্র কাঞ্চ্যাং পরবিদ্যাচরণানুসারি চিত্রং দেবমন্দিরং কারয়িত্বা তান্ত্রিকাংশ্চ বিনিবার্য্য শ্রুতিসংমতাং ভগবত্যাঃ পূজাং স শ্রীশঙ্করাচার্য্যো বিস্তারিতবানিত্যর্থঃ। অত্রেদম-বধেয়ং পরমগুরুঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যো যত্র কিল মহাদেবঃ স্বকীয় পৃথিবীমূর্ত্ত্যাবির্ভূতলিঙ্গরূপেণাম্বরেশ ইতি প্রসিদ্ধ্যা বর্ত্ততে তস্মিন্ কাঞ্চীনগরে মাসমাত্রং স্থিত্বা শঙ্করপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বকং শিবকাঞ্চীতিপ-ট্টণং নির্ম্মায় তৎপ্রাক্ আবির্ভূতবিষ্ণুং বরদরাজানং সমাশ্রিত্য তত্র বিষ্ণু কাঞ্চীতিপট্টণং নির্ম্মায় তৎসেবার্থং ব্রাহ্মণাদীননেক ভক্তজনান্ সম্পাদ্য তানপি শুদ্ধাদ্বৈতবৃত্তীনেব সর্ব্ববেদান্ততাৎপ-র্য্যনিষ্ঠাংশ্চকার ততস্তদ্দেশবাসিনঃ সর্ব্বে তাম্রপর্ণীতটাদাগত্য প-রমগুরুং নত্বোচুঃ হে স্বামিন্নস্মিংল্লোকে দেহাদিভেদস্য প্রত্যক্ষ-ত্বাৎ পরলোকেঽপি তত্তৎকর্ম্মণা তত্তদুপাসনয়া চ তত্তল্লোকপ্রাপ্তি-শ্রবণাচ্চ ভেদ এব সত্যবস্তুতীতি পৃষ্টঃ আচার্য্য উবাচ ভো দ্বিজাঃ! পরমাত্মতত্ত্বমবিদিত্বেদমুক্তং ভবদ্ভিঃ যত্র ত্বস্য সর্ব্ব-মাত্মৈবাভূত্তৎকেন কং পশ্যেদিত্যাদিশ্রুতিভিস্তত্ত্বজ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-পাপপঞ্জরস্য মুক্তিদশায়াং ভেদাভাবপ্রতিপাদনাত্তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যাদিশ্রুতাৎপর্য্যেণ জগৎকর্ত্তুর্ব্রহ্মণ এব জীব-রূপেণ জগদন্তঃপ্রবেশাবগমাচ্চ কিঞ্চ কতি দেবা ইত্যুপক্রম্য ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি দেবানেকতামভিধায়া-ঽন্তর্ভাবক্রমেণ একোদেব ইতি প্রাণ ইতি চ ব্রহ্মণ এবানেকত্বং প্রদর্শিতম্। বহুস্যাং প্রজায়েয়েত্যাদি শ্রুত্যা চ ভোক্তৃভোগ্যা-ত্মকসকলস্যাপি প্রপঞ্চস্য পরমাত্মরূপতা প্রতিপাদিতা। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সকলবিবর্ত্তাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম মুমুক্ষু-ভিরুপাসনীয়ং। তস্মাদ্ভবন্তোঽপি জীবপরমাত্মভেদং চ বিহায় শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্মোপাসনয়া মুক্তা ভবথেতি সম্যগুপদিষ্টাঃ কাঞ্চী-তাম্রপর্ণীদেশবাসিনঃ শুদ্ধাদ্বৈতবিদ্যাশ্রিতা বভূবুরিতি ॥ ৫ ॥

এতদেব সংগ্রহেণাহ অথ নিজপাদসরোজসেবনার্থং বিনয়েন স্বয়মাগতান্ আন্ধ্রদেশীয়ানমুগৃহ্য স বেঙ্কটাচলেশং প্রণিপত্য বিদর্ভরাজধানীং প্রাপ ॥ ৬ ॥

---

* ঐ কাঞ্চীনগরীতে পরবিদ্যার যেরূপ চরণ, তদনুযায়ী বিচিত্র এক দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তান্ত্রিকব্যক্তি দিগকে নিবারণ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর, ভগবতীর বেদোক্ত পূজা বিস্তার করিলেন। ৫।

শঙ্করের পাদপদ্ম সেবা করিবার জন্য বিনয়

ইহারাই রুদ্রের পুত্র। স্ব স্ব অধিকার নির্ব্বাহ করিতে তৎপর হ-ইয়া তাঁহারা পূজার পাত্র হইয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মণেরা সযত্নে পূর্ব্বোক্ত মূলাধারাদিচক্রে অবস্থিত গণেশাদি দেবতাদিগকে অবশ্য ধ্যান করিবেক। যদি তাহাতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে শিব প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার পূজা করিবেক।

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া বীরভদ্রাদি ব্রাহ্মণগণ পরম গুরু শঙ্করকে নমস্কার করিয়া সমস্ত চিহ্ন বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার শিষ্য হইল। পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়া উঠিল। ৩৪৬—৩৫৩।

* যেস্থানে মহাদেব স্বকীয় পৃথিবী মূর্ত্তি দ্বারা আবির্ভূত হইয়া 'অম্বরেশ' শিবলিঙ্গরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া বিরাজমান আ ছেন, আচার্য্য শঙ্কর সেই কাঞ্চীনগরীতে একমাস কাল অব স্থিতি করিয়া এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে বরদরাজার কাছে যাইয়া যে স্থানে বিষ্ণু আবির্ভূত ছিলেন, তথায় 'বিষ্ণুকাঞ্চী' এই নামে এক দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সেবার জন্য অনেক ভক্ত ব্রাহ্মণ দিগকে তথায় নিযুক্ত করিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণ দিগকে নির্ম্মল অদ্বৈত মতে দীক্ষিত এবং সমুদয় বেদান্তের তাৎপর্য্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিলেন।

অভিগম্য স ভক্তিপূর্ব্বমন্তাং কৃতপূজঃ ক্রথকেশিকেশ্বরেণ। নিজশিষ্যনিরস্তদুষ্টবুদ্ধীন্ ব্যদধাত্তৈরবতন্ত্রসাবলম্বান্ ॥ ৭ ॥

অথ কেশিকেশ্বরেণ ভক্তিপূর্ব্বমভিগম্যান্তাং বিদর্ভরাজধান্যাং কৃতপূজঃ স ভৈরবতন্ত্রেণ সাবলম্বানবলম্বসহিতান্নিজশিষ্যৈ র্নিরস্তা দুষ্টবুদ্ধির্যেষাং তথাভূতান্ ব্যদধাৎ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বক স্বয়ং সমাগত আন্ধ্র দেশীয় ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর 'বেঙ্কটাচলেশ' শিবকে প্রণিপাত করিয়া বিদর্ভরাজধানীতে গমন করেন ॥ ৬ ॥

বিদর্ভপতি ঐ রাজধানীতে ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করকে পূজা করেন। ঐ দেববাসী যাহারা ভৈরব তন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিল, আচার্য্য শঙ্কর নিজ শিষ্য সমূহদ্বারা তাহাদের দুষ্ট বুদ্ধি নিরস্ত করেন। ৭।

অনন্তর তদ্দেশবাসী সকলে তাম্রপর্ণী তট হইতে আগমন করিয়া পরমগুরু আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রভো! এই জগতে দেহাদির ভেদ প্রত্যক্ষ। পরলোকেও যে যে যেমন কর্ম্ম করে—যেমন উপাসনা করে—সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই লোক পাইয়া থাকে। যখন এরূপ শাস্ত্রে শোনা যাইতেছে, তখন ভেদসত্যবৎ বুঝিতে হইবে।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—হে দ্বিজগণ! তোমরা পরমতত্ত্ব না জানিয়া এই কথা বলিয়াছ। "সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ" (অর্থাৎ সকলই আত্মা, তখন কিরূপে কে কাহাকে দেখিবে।) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানরূপ অনলে যখন পাপ পঞ্জর দগ্ধ হয় তখন মুক্তি দশা উপস্থিত। ঐ অবস্থায় কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রা-

অভিবাদ্য বিদর্ভরাজবাদীন্দ্র কর্ণাটবসুন্ধরামিযাসুম্। ভগবন্! বহুভিঃ কপালিজালৈঃ সহি দেশো ভবতামগম্যরূপঃ ॥ ৮ ॥

অথ কর্ণাটভূমিং গন্তুমিচ্ছুমভিবাদ্য বিদর্ভরাড়ুক্তবান্ হে ভগবন্! সহি দেশো বহুভিঃ কাপালিকৈ র্ভবতামগম্যরূপঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর শঙ্কর যখন কর্ণাটদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন বিদর্ভরাজ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—ভগবন্! সে দেশে অনেক কাপালিক বসতি করে। তাহাদের দ্বারা আপনাদের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা। ৮।

বিশৎ তিনি যে বস্তু সৃষ্টি করেন, পরে তাহাতেই প্রবেশ করেন। 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' এই জীবাত্মা দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া আমি নাম ও রূপ প্রকাশ করিব। ইত্যাদি শাস্ত্র তাৎপর্য্য দ্বারা জগৎ কর্ত্তা যে পরব্রহ্ম, তিনিই জীবরূপে জগতের মধ্যে প্রবেশ করেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। অপিচ 'কতি দেবাঃ' কত দেবতা আছে—বেদের এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রা' তিনটি দেবতা--তিনশত দেবতা—কিম্বা তিন সহস্র দেবতা এই রূপে দেবের বহুত্ব বলিয়া "একো দেব ইতি প্রাণ ইতি" দেবতা এক—তিনি প্রাণস্বরূপ। ইহা দ্বারা ব্রহ্মেরই বহুত্ব দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বহুত্ব ঐ একত্বের অন্তবর্ত্তী জানিবে। 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি—ইত্যাদি বেদবচনে ভোক্তা ও ভোগ্য স্বরূপ এই নিখিল জগতের পরমাত্মা যে মূল কারণ—জগৎ যে আত্মময়—তাহাই কথিত হইয়াছে। অতএব যিনি সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, যিনি সকল বস্তুর আধার—সেই ব্রহ্মকে মোক্ষার্থীগণ উপাসনা করিবেক। অতএব তোমরাও জীবাত্মা বা পরমাত্মার ভেদ-

নহি তে ভগবদ্‌যশঃ সহন্তে নিহিতেৰ্ষ্যাঃ শ্রুতিষু ব্রবীম্যতোঽহম্। অহিতে' জগতাং সমুৎসহন্তে মহতেষু প্রতিপক্ষতাং বহন্তে ॥ ৯ ॥

ইতি বাদিনি ভূমিপে সুধন্বা যতিরাজং নিজগাবধিজ্যধন্বা। ময়ি তিষ্ঠতি কিং ভয়ং পরেভ্যস্তব ভক্তে যতিনাথ! পামরেভ্যঃ ॥ ১০ ॥

যতস্তে কাপালিকাঃ ভগবদ্‌যশো ন সহন্তে যতশ্চ শ্রুতিষু নিহিতা স্থাপিতা ঈর্ষ্যা যৈস্তেবতশ্চ জগতামহিতে সমুৎসহন্তে সমাগুৎসাহ যুক্তা ভবন্তি যতশ্চ মহৎসু প্রতিপক্ষতামুদ্বহন্তে স্বীকুর্ব্বন্ত্যত এবমহং ব্রবীমি ॥ ৯ ॥

ইত্যেবং বিদর্ভাধিপে বদতি সতি অধিজ্যধন্বা সুধন্বা যতিরাজং বভাষে হে যতিনাথ! ময়ি তব ভক্তে তিষ্ঠতি পামরেভ্যঃ পরেভ্যস্তব কিমপি ভয়ং নাস্তি ॥ ১০ ॥

তাহারা আপনার যশ সহ্য করিতে পারেনা। বেদের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ ঈর্ষ্যা। জগতের অমঙ্গল করিতে তাহাদের নিতান্ত উৎসাহ আছে। তাহারা কেবল মহৎ লোকের সহিত বিবাদ মাত্রই করিয়া থাকে। এই কারণে আমি আপনাকে এই কথা বলিলাম। ৯।

বিদর্ভপতির এই কথা শুনিয়া সগুণধন্মুর্ধারণ করিয়া মহারাজ সুধন্বা যতিরাজকে বলিলেন। হে যতিরাজ! আমি আপনার ভক্ত, আমি যখন বিদ্যমান আছি, তখন পামর শত্রুপক্ষ হইতে ভয়ের আশঙ্কা কি?। ১০।

দেবতাভেদ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া মুক্ত হইবেক। আচার্য্যের এইরূপ সদুপদেশে কাঞ্চী এবং তাম্রপর্ণী দেশবাসী সকলেই শুদ্ধ অদ্বৈত বিদ্যা আশ্রয় করিল।

অথ তীর্থকরাগ্রণীঃ প্রতস্থে কিল কাপালিকজালকং বিজেতুম্। নিশময্য তমাগতং সমাগাৎ ক্রকচো নাম কপালিদেশিকাগ্র্যঃ ॥ ১১ ॥

পিতৃকাননভস্মনানুহংপিপ্তঃ করসংপ্রাপ্তকরোটিরাত্তশূলঃ। সহিতো বহুভিঃ স্বতুল্যবেশৈঃ স ইতি স্মাহ মহামনাঃ স্বগর্বঃ ॥ ১২ ॥

ভসিতং ধৃতমিত্যদস্তু যুক্তং শুচি সন্ত্যজ্য শিরঃ কপালমেতৎ। বহথা হ্যশুচি খর্পরং কিমর্থং ন কথঙ্কারমুপাস্যতে কপালী ॥ ১৩ ॥

অথ শাস্ত্রকরাগ্রণীঃ কাপালিকজালকং বিজেতুং স উজ্জয়ন্যাখ্যপুরং প্রতস্থে ॥ ১১ ॥

শ্মশানভস্মনা লিপ্তাঙ্গঃ করসংপ্রাপ্তমনুষ্যশিরঃকপালঃ ॥ ১২ ॥

যদ্ভস্ম ধৃতমিতীদন্তু যুক্তং পরন্তু শুচি শিরঃকপালমেতৎপরিত্যজ্যাপবিত্রং মৃন্ময়খর্পরং কিমর্থং বহসি কথঙ্কারং কথং কপালী ভৈরবো ভবদ্ভির্নোপাস্যতে ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শাস্ত্রকারদিগের অগ্রগণ্য আচার্য্য শঙ্কর, কাপালিককুল জয় করিতে উজ্জয়িনীদেশে গমন করেন। তাঁহাকে আসিতে শুনিয়া ক্রকচনামে একজন কাপালিকমতের গুরু তথায় উপস্থিত হন। ১১।

শ্মশানের ভস্মদ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত, এক হস্তে নৃকপাল এবং তাহার অপর হস্তে শূল। আপনার তুল্য বেশধারী কতকগুলিন শিষ্য লইয়া উদারচেতা ক্রকচ সগর্বে আচার্য্যকে বলিল। ১২।

তুমি যে ভস্মধারণ করিয়াছ, ইহা উপযুক্ত

নরশীর্ষকুশেশয়ৈরক্তা রুধিরাক্তৈর্মধুনা চ ভৈরবার্চাম্। উময়া সময়া সরোরুহাক্ষ্যা কথমশ্লিষ্টবপুর্মুদং প্রযায়াৎ ॥ ১৪ ॥

ইতি জল্পতি ভৈরবাগমানাং হৃদয়ং কাপুরুষেতি তং বিনিন্দ্য। নিরবাসয়দাত্মবিৎসমাজাৎ পুরুষৈঃ স্বৈরধিকারিভিঃ সুধন্বা ॥ ১৫ ॥

রুধিরাক্তৈর্নরশিরোলক্ষণকমলৈর্মদ্যেন চ ভৈরবার্চামকৃত্বা। কপালী ভৈরবঃ স্বসমানয়া কমলাক্ষ্যা উময়া অশ্লিষ্টবপুর্মুদং কথং প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥

ইত্যেবং ক্রকচে ভৈরবাগমানাং হৃদয়ং জল্পতি সতি হে কুৎসিতপুরুষেতি তং বিনিন্দ্য স্বীয়ৈরধিকারিভিঃ সুধন্বা আত্মবিদাং সমাজাদ্বহিশ্চকার ॥ ১৫ ॥

বটে, কিন্তু পরম পবিত্র নৃকপাল ত্যাগ করিয়া অপবিত্র মৃণ্ময় খর্পর (খাবরা) বহন করিতেছ কেন? এবং তোমরা আমাদের গুরু ভৈরবের উপাসনা কর না কেন?। ১৩।

রুধির সংযুক্ত নরমুণ্ডরূপ কমল—এবং মদ্য দ্বারা তোমরা ভৈরবের অর্চ্চনা কর না কেন?। কমলনেত্রা ও আপনার অনুরূপ উমাদ্বারা যদি ভৈরব আলিঙ্গিত দেহ না হন,তবে তাঁহার সন্তোষ হইবে কেন?। ১৪।

ক্রকচ এইরূপে কাপালিকদিগের শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করেন। তখন রাজা সুধন্বা 'হে কাপুরুষ!' এইরূপে তাহাকে নিন্দা করিয়া আপনার অনুচর বর্গ দ্বারা তত্ত্ববিৎ সমাজ হইতে তাহাকে দূর করিয়া দেন। ১৫।

ভ্রুকুটীকুটিলাননশ্চলোষ্ঠঃ শিতমুদ্যম্য পরশ্বধং স মূর্খঃ। ভবতাং ন শিরাংসি চেদ্বিভিন্দ্যাং ক্রকচো নাহমিতি ব্রুবন্নয়াসীৎ ॥ ১৬ ॥

কুপিতানি কপালিনাং কুলানি প্রলয়াম্ভোধরভীকরারবাণি। অমুনা প্রহিতান্যতিপ্রগল্ভ্যান্যভিযাতানি সমুদ্যতায়ুধানি ॥ ১৭ ॥

অথ বিপ্রকুলং ভয়াকুলং তদ্দ্রুতমালোক্য মহারথঃ সুধন্বা। কুপিতঃ কবচী রথী নিষঙ্গী ধনুরাদায় যযৌ শরান্ বিমুঞ্চন্ ॥ ১৮ ॥

শিতং পরশ্বধমুদ্যম্য ভবতাং শিরাংসি ন বিভিন্দ্যাং চেত্তর্হি ক্রকচো নাহমিতি ব্রুবন্নয়াসীৎ ॥ ১৬ ॥

প্রলয়াম্ভোধরবদ্ভয়ঙ্করঃ শব্দো যেষাং অমুনা ক্রকচেন প্রেষিতানি অপ্রগণিতানি কপালিনাং কুলানি কুপিতানি সমুদ্যতায়ুধানি অভিযাতানি ॥ ১৭ ॥

অথ তেষামভিগমনানন্তরং তদ্বিপ্রকুলং ভয়েন ব্যাকুলমালোক্য ঝটিতি কুপিতঃ সুধন্বা ধনুরাদায় বাণান্ বিমুঞ্চন্ যযৌ ॥ ১৮ ॥

তখন মূর্খ ক্রকচের মুখ ভ্রূকুটি দ্বারা ভীষণ হইল—ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল—তখন শাণিত কুঠার তুলিয়া লইয়া 'যদি আমি তোমাদের মুণ্ডচ্ছেদ না করি তবে আমি ক্রকচই নয়' এই কথা বলিয়া গমন করেন। ১৬।

ঐ সময়ে কাপালিককুল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—প্রলয়কালীন মেঘের মতন তাহারা ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল—ক্রকচ তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিল, তাহারা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দলে দলে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৭।

অবনীভৃতি যোধয়ত্যরীংস্ত্বয়ৈকত্র ততোঽন্যতো নিযুক্তাঃ। ক্রকচেন বধায় ভূসুরাণাং দ্রুতমাসেদুরুদায়ুধাঃ সহস্রম্ ॥ ১৯ ॥

অবলোক্য কপালিসঙ্ঘমারাচ্ছমনানীকনিকাশমাপতন্তম্। ব্যথিতাঃ প্রতিপেদিরে শরণ্যং শরণং শঙ্করযোগিনং দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥ ২০ ॥

অসিতোমরপট্টিশত্রিশূলৈঃ প্রজিঘাংসূন্ ভৃশমুদ্ধিতাট্টহাসান্। যতিরাট্ স চকার ভস্মসাত্তান্নিজহুঙ্কারভুবাঽগ্নিনা ক্ষণেন ॥ ২১ ॥

নৃপতিশ্চ শরৈঃ সুবর্ণপুঙ্খৈর্বিনিকৃত্তৈঃ প্রতিপক্ষবক্ত্রপদ্মৈঃ। রণরঙ্গভুবং সহস্রসঙ্খ্যৈঃ সমলঙ্কৃত্য মুদাঽগমন্ মুনীন্দ্রম্ ॥ ২২ ॥

তদনু ক্রকচো হতান্ স্বকীয়ানরুজাংশ্চ দ্বিজপুঙ্গবানুদীক্ষ্য। অতিমাত্রবিদূয়মানচেতা যতিরাজস্য সমীপমাপ ভূয়ঃ ॥ ২৩ ॥

ত্বরয়া তানরীনেকত্র ভূমিপে সুধন্বনি যোধয়তি সতি অন্যতো ব্রাহ্মণানাং বধায় ক্রকচেন নিযুক্তাঃ সহস্রসংখ্যা উদায়ুধা দ্রুতমাসেদুঃ আযযুঃ ॥ ১৯ ॥

যতিসৈন্যসমীপমাপতন্তং কপালিসঙ্ঘং দূরাদবলোক্য ব্যথিতা ভূসুরেন্দ্রাঃ শরণ্যং শরণযোগ্যং শ্রীশঙ্করং যোগিনং শরণং প্রপেদিরে ॥ ২০ ॥

নিজহুঙ্কারপ্রসূতেন বহ্নিনা ॥ ২১ ॥

নৃপতিশ্চ সুবর্ণপুঙ্খৈঃ শরৈর্বিচ্ছিন্নৈঃ প্রতিপক্ষাণাং মুখপদ্মৈঃ সহস্রসঙ্খ্যৈঃ রণভূমিং সমলঙ্কৃত্য মুদা মুনীন্দ্রমগমৎ ॥ ২২ ॥

অতিমাত্রমত্যন্তং বিদূয়মানং পীড্যমানং চিত্তং যস্য সঃ ॥ ২৩ ॥

অনন্তর রাজা সুধন্বা ব্রাহ্মণদিগকে ভয়কম্পিত দেখিয়া শীঘ্র কুপিত হইয়া উঠেন। রথারোহণে, কবচ ও ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক শরক্ষেপ করিতে করিতে গমন করেন। ১৮।

রাজা সুধন্বা ত্বরাপূর্ব্বক একস্থানে শত্রুগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে ক্রকচ ব্রাহ্মণকুল বধ করিতে সহস্রসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন, তাহারাও সশস্ত্রে শীঘ্র উপস্থিত হইল। ১৯।

দূর হইতে কাপালিকদিগকে যতি সৈন্যের সমীপে আগত দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ ব্যথিত হইয়া, শরণাগত বৎসল শঙ্করের শরণাপন্ন হইল। ২০।

খড়্গ, তোমর, পট্টিশ ও ত্রিশূল লইয়া যাহারা যতি সৈন্য বধ করিতে আসিয়াছিল—যাহারা বারংবার অট্টহাস্য বিস্তার করিতেছিল—যতিপতি শঙ্কর নিজহুঙ্কার সমুত্থিত অনলদ্বারা ক্ষণকালের মধ্যে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিলেন। ২১।

রাজা সুধন্বা সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল দ্বারা সহস্র সংখ্যক শত্রুগণের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। ঐ ছিন্ন মুখপদ্মদ্বারা রণভূমি অলঙ্কৃত করিয়া, রাজা সহর্ষে শঙ্করের নিকটে গমন করেন। ২২।

তদনন্তর ক্রকচ দেখিলেন—আপনার পক্ষের

কুমতাশ্রয়! পশ্য মে প্রভাবং ফলমাপ্স্যস্য ধুনৈব কর্ম্মণোঽস্য। ইতি হস্ততলে দধৎ কপালং ক্ষণমধ্যায়দসৌ নিমীল্য নেত্রে॥২৪॥

সুরয়া পরিপূরিতং কপালং ঝটিতি ধ্যায়তি ভৈরবাগমজ্ঞে। স নিপীয় তদর্ধমর্ধমস্যা নিদধার স্মরতিস্ম ভৈরবঞ্চ॥২৫॥

অথ মর্ত্ত্যশিরঃকপালমালী জ্বলনজ্বালজটাছটস্ত্রিশূলী। বিকটপ্রকটাট্টহাসশালী পুরতঃ প্রাদুরভূন্ মহাকপালী॥২৬॥

তব ভক্তজনদ্রুহং দৃশা দেবেতি কপালিনা নিযুক্তঃ। কথমাত্মনি মেঽপরাধ্যসীতি ক্রকচস্যৈব শিরো জহার রুষ্টঃ॥২৭॥

অসৌ ক্রকচো নেত্রে নিমীল্য ক্ষণমাত্রং ধ্যানং কৃতবান্॥২৪॥

ভৈরবাগমজ্ঞে ক্রকচে ধ্যায়তি সতি সুরয়া মদ্যেন কপালং পরিপূর্ণমভূৎ। তস্যাঃ সুরায়া অর্ধং স ক্রকচঃ সম্যক্ পীত্বা তস্যাঃ সুরায়া অর্ধং নিদধার স্থাপয়ামাস চ পুন র্ভৈরবং স্মরতিস্ম॥২৫॥

অথ ভৈরবস্বরূপস্মরণানন্তরং বহ্নিজ্বালাসদৃশানাং জটানাং ছটা সমূহো যস্য স মহাকপালী ভৈরবঃ॥২৬॥

হে দেব! তব ভক্তজনদ্রুহং দৃষ্ট্বা সংহরেতি কপালিনা ক্রকচেন নিযুক্তো ভৈরবস্তত্ত্ববিদো মমাত্মস্বরূপমদবতারস্বরূপ্য কথং মমাত্মনি শ্রীশঙ্করে অপরাধ্যসীতি রুষ্টস্তস্যৈব শিরো জহার॥২৭॥

সকল লোক হত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণপক্ষের সকলেই নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতেছে। তখন ক্রকচ অত্যন্ত উপতপ্ত মনে পুনরায় যতিরাজের কাছে উপস্থিত হইল। ২৩।

হে কুমতাবলম্বিন্! তুই আমার ক্ষমতা দর্শন কর? তুই যে কর্ম্ম করিয়াছিস্ এখনই তাহার ফল পাইবি। এই কথা বলিয়া করতলে নৃকপাল রাখিয়া নেত্রদ্বয় মুদিত করিয়া ক্ষণকাল ধ্যান করিতে লাগিল। ২৪।

ভৈরব শাস্ত্রজ্ঞ ক্রকচ ধ্যান করিলে পর মদ্যদ্বারা নৃকপাল পরিপূর্ণ হইল। পরে, আপনি ঐ সুরার অর্দ্ধপান করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ রাখিয়া দিল। শেষে পুনর্ব্বার ভৈরবের স্মরণ করিল। ২৫।

ভৈরবের স্বরূপ স্মরণ করিবার পর মহাকপালী ভৈরব স্বয়ং তাহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি নরকপালের মালা গলদেশে ধারণ করিয়াছেন—অনলশিখার মতন প্রদীপ্ত জটাভার লম্বমান-হস্তে ত্রিশূল—বিকট অট্টহাস্য বিস্তার করিতে২ দেখা দিলেন। ২৬।

'হে দেব! এইব্যক্তি আপনার ভক্তের উপর হিংসা করিতেছে, আপনি কৃপাকটাক্ষে ইহাকে বধ করুন।' কপালী ক্রকচ এই কথা বলিলে —এই ব্যক্তি আমার আত্মা, এই ব্যক্তি আমার অবতার স্বরূপ—অতএব শঙ্করের উপর তুমি কেন অপরাধ প্রকাশ করিলে? এই কথা বলিয়া সক্রোধে শেষে তাহারই মস্তকচ্ছেদন করেন। ২৭।

যতিনামৃষভেণ সংস্তুতঃ সময়মন্তর্ধিমবাপ দেববর্য্যঃ। অখিলেঽপি খিলে কুলে খলানামমুমানর্চুরলং দ্বিজাঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ২৮॥

খলানামখিলেঽপি কুলে খিলে উচ্ছিন্নে সতি প্রহৃষ্টাঃ দ্বিজা অমুং শ্রীশঙ্করমানর্চুঃ। অত্রেদমবধেয়ঃ॥ ২৮॥

সংহারভৈরবং নত্বা সমাসীনঃ কিলাব্রবীৎ। স্বামিন্! বেদেষু শাস্ত্রেষু পুরাণেষু চ কর্ম্ম যৎ॥ ১॥

প্রতিপাদিতমস্তীহ তৎ কর্ত্তব্যং হি ধর্ম্মতঃ। বিপ্রাণাং কর্ম্মণা ধর্ম্মঃ সাধ্যঃ স্যাদিতি মে মতম্॥ ২॥

ধর্ম্মেণ সর্ব্বপাপৌঘো নাশং যাতি শুচিব্রতাৎ। পাপসজ্যে তথা নষ্টে মনঃশুদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ৩॥

শুদ্ধে মনসি সর্ব্বাত্মসাক্ষাৎকারো ভবত্যলম। এবং সদসি সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাং ময়েরিতং॥ ৪॥

* যতিবর শঙ্কর ভৈরবের স্তব করিলেন—তখন দেবপতি ভৈরব শীঘ্র অন্তর্দ্ধান হইলেন। অখিল খলগণ উৎসন্ন হইলে দ্বিজগণ হৃষ্ট হইয়া শঙ্করের অর্চনা করেন। ২৮।

* এই স্থানে এইরূপ মত আছে। যথা—শঙ্করাচার্য্য সংহারভৈরবকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন—প্রভো! সমস্ত বেদে, সমস্ত পুরাণশাস্ত্রে যে কর্ম্ম করিতে হইবে, ধর্ম্মত সেই কর্ম্মই করা উচিত। ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্মসংগ্রহ করিবেক, ইহাই আমার মত। ধর্ম্মদ্বারা সকল পাপক্ষয় হয়—পবিত্র ব্রতদ্বারা পাপরাশি নষ্ট হইলে চিত্ত শুদ্ধি হয়। পরে নির্ম্মল অন্তঃকরণে সকলেরই আত্মসাক্ষাৎকার হয়। আমি সকল ব্রাহ্মণগণের সভাতে আপনার ভক্তকে এই কথা বলিয়াছি। আমার শিষ্যগণ তাহাকে বলেন যে,

মত্তক্তঃ সহ শাপাদিদুষ্টযুক্তিপরম্পরাম্। প্রত্যুক্তোচিতমিত্যুগ্রো মচ্ছিষ্যৈস্তাড়িতঃ সতু॥ ৫॥

অকরোদাগতং ত্বাং তু মন্ত্রবীজপরায়ণম্। ইতঃ পরং ত্বমেবৈতৎসত্যাসত্যং বিবেচয়॥ ৬॥

ইত্যুক্তো ভৈরবঃ প্রাহ বিপ্রদণ্ডার্থমাগতঃ। শঙ্করস্তু সদাপূজ্যঃ সর্ব্ববেদপদার্থভাক্॥ ৭॥

ভবৎকৃতং হি যৎকর্ম্ম ময়াপি চ কৃতং হি তৎ। তেষাং কাপালিকানাং তু ব্রাহ্মণ্যাচারতাং কুরু॥ ৮॥

বিকলে তু কলৌ প্রাপ্তে তেষাং বৃত্তির্যথেপ্সিতা। বভূব মন্ত্রবদ্ধোঽহং প্রত্যক্ষোঽস্মি ন ধর্ম্মতঃ॥ ৯॥

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবঃ কাপালিকমতানুগাঃ। তদ্বাক্যশ্রবণাদ্ভীতাঃ পরিব্রাট্‌কুলশেখরম্॥ ১০॥

নত্বা দ্বাদশধা সর্ব্বে বটুকাদ্যাঃ সুবিস্মিতাঃ। স্বামিন্! মূঢ়া বয়ং যস্মাৎ পালয়াস্মাংশ্চ সাদরম্॥ ১১॥

এবমালাপিনো দৃষ্ট্বা করুণাপূর্ণবিগ্রহঃ। আজ্ঞাপয়ামাস যতিঃ শিষ্যাংস্তেষাং বিশোধনে॥ ১২॥

এইরূপ দুষ্ট যুক্তি অবলম্বন করিও না—ইহাতে শাপগ্রস্ত হইবে। এইকথা বলিয়া যখন আমার শিষ্যগণ তাহাকে তাড়না করে, তখন আপনাকে উপস্থিত দেখিয়া আপনাকে মন্ত্র দ্বারা তুষ্ট করে। অতঃপর এবিষয়ে আপনিই সত্য মিথ্যা বিচার করুন। ১—৬।

এইকথা শুনিয়া ভৈরব বলিলেন—ব্রাহ্মণদিগকে দণ্ডদিবার জন্য শঙ্কর আগমন করিয়াছেন। এই শঙ্কর সকলের পূজ্য ও সকল বেদের সার পদার্থ। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, আমিও সেই কার্য্য করিয়াছি। এই সকল কাপালিকদিগের যাহাতে ব্রাহ্মণ্য থাকে—যাহাতে ব্রাহ্মণাচার রক্ষা পায়, এক্ষণে তুমি তাহাই সম্পন্ন কর। কলিকালে ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা হইবে। এই কারণে আমি মন্ত্রবদ্ধ হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছি, কিন্তু ধর্ম্মত নহে। এই কথা বলিয়া ভৈরব অন্তর্দ্ধান হইলেন। কাপালিকমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই বাক্য শুনিয়া ভীত হয়। যতিপতি শঙ্করকে দ্বাদশ বার প্রণাম করিয়া সকল ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিল—প্রভো! আমরা অত্যন্ত মূঢ়, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাহারা সমাদরে এই কথা বলিতে

পদ্মপাদমুখাঃ শিষ্যাশ্চক্রুস্তান্ ব্রাহ্মণাধ্বগান্। প্রাতঃস্নানরতান্নিত্যং সন্ধ্যাকর্ম্মদৃঢ়ব্রতান্॥ ১৩॥

পঞ্চপূজাপঞ্চযজ্ঞপরান্নিশ্চলমানসান্। পরং গুরুং সমাশ্রিত্য তেঽপি সচ্ছিষ্যতাং গতাঃ॥ ১৪॥

তত্রাগত্য ততঃ কশ্চিৎ কপালী দারুণাকৃতিঃ। প্রাহেদং ন্যূনতা চেৎ কাপালিকানাং মতে তদা॥ ১৫॥

ফলং কিমপি নান্যত্র বিদ্যতে বটুকাদয়ঃ। বভূবুঃ স্বমতভ্রষ্টা যত্তু তত্রাস্তি দূষণম্॥ ১৬॥

মহদ্‌ব্রাহ্মণজাতিত্বং ন মে জাত্যা প্রয়োজনম্। কিঞ্চ দেহস্য সর্ব্বস্য ভৌতিকত্বান্ন কস্যচিৎ॥ ১৭॥

বক্তুং হি শক্যতে জাতিস্তস্মাৎ সঙ্কল্পিতাত্বিয়ম্। জাতির্নাতঃ প্রমাণং তৎকিন্তু জাতিদ্বয়ং মতম্॥ ১৮

স্ত্রীজাতিরেকা নরজাতিরন্যা তত্রাপি শ্রেষ্ঠত্বমুপাগতাদ্যা। প্রাকট্যমানন্দ উপৈতি যস্যাঃ সংযোগতোঽতো ন বিচার ইষ্টঃ ১৯॥

গম্যা হীয়ং নৈব গম্যেয়মস্তি গচ্ছেন্নাসাবস্যভার্য্যামিতীদম্। বাক্যং নাঙ্গীকুর্ম্মহে দোষভাবাদ্যস্মাৎ সর্ব্বাঃ স্বীয়তামাব্রজন্তি॥ ২০॥

আনন্দার্থং চর্ম্মণশ্চর্ম্মযোগং কুর্ব্বন্ জীবঃ কাপ্নুয়াৎ কং হ্যনর্থম্। জীবস্যাসৌ মোক্ষ এবাস্তি তৃপ্তিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টানন্দতো দর্শিতাঽতঃ॥ ২১॥

আনন্দো যো ব্যক্তিমায়াতি সঙ্গাত্তদ্রূপোঽসৌ ভৈরবো দেহপাতে। তস্য প্রাপ্তি র্মোক্ষ ইত্যেবতত্ত্বমিত্যুক্তং শ্রীশঙ্করাচার্য্য আহ॥২২॥

উক্তং ভোঃ! কাপালিকেদং সুসম্যক্ সত্যং বাচ্যং কস্য পুত্রী ত্বদীয়া। মাতেত্যুক্তঃ প্রাহ কাপালিকোঽসৌ স্বামিন্! মাতা দীক্ষিতস্যাস্তি পুত্রী॥ ২৩॥

লাগিল। তখন শঙ্কর দয়ার্দ্রমনে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে—তাহাদিগকে পবিত্র করিতে—আপনার প্রিয় শিষ্যদিগকে আজ্ঞা করেন। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ পথের পথিক—প্রাতঃস্নানরত—নিত্য সন্ধ্যা বন্দনা ও দৃঢ়ব্রত, পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চ যজ্ঞ পরায়ণ—ও নির্ম্মলচিত্ত করেন। তাহারাও পরমগুরুর আশ্রয় পাইয়া তাঁহার ভক্ত শিষ্য হয়। ৭—১৪।

অনন্তর এক ভীষণাকৃতি কপালী তথায় আসিয়া বলিল—যদি কাপালিকদের মতে কিছু ত্রুটী থাকে, তবে আর অন্য কোন স্থানেও কিছু ফল নাই। ব্রাহ্মণগণ স্বমতভ্রষ্ট হইয়াছে—ইহাতে ব্রাহ্মণ জাতি মহৎ বলিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, তাহাও বৃথা। আমার জাতিতে কোন প্রয়োজন নাই। অপিচ সকলেরই দেহ যখন পাঞ্চভৌতিক, তখন জাতি কিরূপ? ইহা কেহই বলিতে পারে না। অতএব লোকের কল্পিত জাতি কিছুতেই প্রমাণ নহে। কিন্তু জগতে দুটি জাতি আছে,স্ত্রীজাতি আর পুরুষ জাতি। তন্মধ্যে স্ত্রীজাতি শ্রেষ্ঠ। কারণ স্ত্রীর সংযোগে আনন্দ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অতএব অমুকস্ত্রীর কাছে যাইতে আছে,অমুকের কাছে যাইতে নাই,এরূপ বিচারকরা বৃথা। যদি কেহ অন্য স্ত্রীর কাছে গমন করে, আমরা তাহাতে কোন দোষ স্বীকার করিব না। কারণ, সকল রমণী, সঙ্গ কালে আপনার মত হইয়া থাকে। জীব, আনন্দের নিমিত্ত চর্ম্মের চর্ম্মযোগ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার অমঙ্গল বা পাপ কি?। জীবের তাহাই মোক্ষ, কারণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দ হইতে তৃপ্তি দর্শিত হইয়াছে। স্ত্রীসঙ্গ হইতে যেরূপ আনন্দের প্রকাশ হয়,ঐ ভৈরব ঐরূপ আনন্দময়। দেহের বিনাশে তাহাকে পাইলেই মোক্ষ লাভ হইল। এই আমাদের শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব।

এই কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন—হে কাপালিক! তোমার বাক্য অত্যন্ত সত্য। কিন্তু তোমার মাতা কাহার কন্যা?। এই কথা শুনিয়া কাপালিক বলিল—প্রভো! আমার মাতা দীক্ষিতের কন্যা। শঙ্কর বলিলেন—তোমার পিতার কিরূপে দীক্ষিত নাম হইল?। কাপালিক বলিল—হে যতিবর! আমার পিতা এক প্রকাণ্ডতাল বৃক্ষের সুরা প্রত্যহ আহরণ করিতেন, তাহার রসাস্বাদনেও তিনি সবিশেষ জ্ঞানবান্ ছিলেন।

দীক্ষিতত্বমিহমাগতঃ কুতস্ত্বৎ পিতুঃ স তু জগাদ ভো যতে!।
হালমুখ্যতরুগাঃ সুরামসাবাহরন্ন রসে বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানবানপি ন চ স্বয়ং সতাং পাতুমিচ্ছতি পরন্ধ বিক্রয়ে।
শীলবানত ইমং সদা জনো দীক্ষিতং বদতি তস্য পুত্রিকা ॥ ২৫ ॥

মাতৃতামুপগতা মমাত্মনো দেহমর্প্য সুখসাগরে জনান্।
আগতান্ খলু নরান্ সাদকরোৎ সংপ্লুতান্ সুসুখলব্ধয়ে
যতে! ॥ ২৬! ॥

উন্মত্তভৈরবসমাখ্যমিমং বিবোধ তস্যাঃ সুতং মম পিতাপি
সুরাকরোঽভূৎ। তৎসন্নিধৌ স্থিতিমপীহ সুরা লভন্তে নো মদ্য-
গন্ধবিমুখা হি পলায়িতাস্তে ॥ ২৭ ॥

তস্মাদেবং সৎকুলেঽহং প্রসূতঃ সম্যক্ পূজ্যোঽহং হং
ভবদ্ভিঃ সুভক্ত্যা। ইত্যুক্তো হসৌ প্রাহ কাপালিক! ত্বং
গচ্ছেতস্মাৎ স্বেচ্ছয়া সঞ্চরাশু ॥ ২৮ ॥

ব্রাহ্মণান্ ননু সুদুষ্টমতস্তান্ দণ্ডিতুমহমাগত এব।
নেতরানত ইতোঽয়মভাষ্যো দূর আশু করণীয় ইতীত্থম্ ॥ ২৯ ॥

প্রোদিতা যতিবরেণ বিনেয়া গৃহ্য তস্য বচনং শিরসা তে।
প্রাত্যজন্ খলমমুং সুবিদূরং শঙ্করঃ তু তত দূরত ঈক্ষে ॥ ৩০ ॥

চার্ব্বাক ইত্থং হৃদবোবিচারং মূর্খৈর্জনৈর্ব্ব্যাপ্তমিদং সমস্তম্। দেহাদাতীদাত্মবিবোধিভিস্তৎসঙ্গাদগতা মূঢ়তমত্বমন্যে ॥ ৩১ ॥

দুষ্টা মতির্নো ভবিতাপি তস্মাত্তথাপি তেষামরমগ্রচারী।
সন্ন্যাসবানস্তি তু কশ্চিদেষ বিবেকযুক্তো যদি চেত্তদগ্রে
॥ ৩২ ॥

স্থাস্যামি নো চেদহমেমি শীঘ্রমেবং বিচার্য্যাস্য সভাং প্রবিশ্য। উবাচ তত্ত্বং বিদিতং ভবাস্তি তদা বিমুক্তের্ব্বদ
লক্ষণং ত্বম ॥ ৩৩ ॥

আদৌ বিবেকো মম বুদ্ধ্যতাময়ং কায়াত্মদেহস্য তদাদিরূপিণঃ। জীবস্য মোক্ষো বিলয়ো ন চেতরস্তস্যাগমং মূঢ়ধিয়ো
বদন্তি ভোঃ! ॥ ৩৪

স্বয়ং তাহা পান করিতে ইচ্ছা করিতেন না, কিন্তু বিক্রয় করিতে অভ্যাস ছিল—এই কারণে সর্ব্বদা তাঁহাকে দীক্ষিত বলিত। তাঁহার কন্যা আমার মাতা ছিলেন। তিনি আমার দেহ উৎপাদন করিয়া সমাগত মানবদিগকে সুখসাগরে নিমগ্ন করেন এবং সুখলাভ প্রত্যাশায় তাহাদিগকে আপ্লুত করেন। হে যতিরাজ! তাঁহার পুত্রের নাম উন্মত্ত ভৈরব, আমার পিতার নাম সুরাকর ছিল। দেবগণ আমার পিতার সন্নিধানে অবস্থান করিতেন, এবং দেবগণ মদ্যগন্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতেন না। অতএব আমি এইরূপ সদ্বংশে জন্মিয়াছি, আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক তোমাদের পূজা করা আবশ্যক।” এইকথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র গমন কর, ইচ্ছাক্রমে সঞ্চারণ কর।

‘যাহারা কুমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ, তাহাদিগকে দণ্ডদান করিতেই আমি আসিয়াছি, অপরাপর ব্যক্তিদিগকে দণ্ডদিতে আসি নাই। অতএব এস্থান হইতে তোমরা ইহাকে শীঘ্র দূর করিয়া দিবে, এবং ইহার সহিত আলাপ করিও না।’

যতিবরের বিনীত শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া মস্তকদ্বারা ঐ বাক্য গ্রহণ করিয়া ঐ খলকে দূরে তাড়াইয়া দিল।

‘আমি শঙ্করকে দূর হইতে দেখিব’ এই বিবেচনা করিয়া একজন চার্ব্বাক বিচার করিল। দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ বোধ করিয়া কতকগুলিন মূর্খ লোক এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে। কতকগুলিন লোকে ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া মূর্খতম হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতেছি আমাদেরও দুষ্টবুদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহাতেও ক্ষতি বোধ করি না। কিন্তু উহাদের অগ্রসর এই ব্যক্তিকে সংন্যাসী দেখিতেছি। যদি এই ব্যক্তি বিবেকী হয়, তবে ইহার সম্মুখে থাকিব, নচেৎ আমি শীঘ্র যাইব। এইরূপ বিচার করিয়া শঙ্করের সভাতে প্রবেশপূর্ব্বক বলিল। “যদি তোমার তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, তবে মুক্তির লক্ষণ কি তাহা বল? অগ্রে আমার বিবেক শ্রবণ কর। জীবের আত্মদেহ শরীর, শরীরই জীবের রূপ। ঐ জীবের মোক্ষ হইয়া থাকে, অন্য কোন লয় হয় না। মূঢ়গণ অন্য প্রকার লয় বলিয়া থাকে। নদী সকল একবার সমুদ্রে লয় পাইলে যদি পুনরায় তাহাদের আগমন হয়, তবে একবার মরণ পাইলে

লয়ং গতানাং সরিতাং সমুদ্রে যদ্যাগমঃ স্থানমরণং গতানাম্। স স্যাদতো মোক্ষ ইয়ং মৃতির্হি শ্রাদ্ধাদিকং কর্ম্ম তৃ তে যে ॥ ৩৫ ॥

তৃপ্তিস্তুনেনেতি মৃতিং গতানাং তেষাং বিবেকঃ কিমু বাচনীয়ঃ। কিঞ্চ প্রজল্পন্তি পরোঽস্তি লোকঃ স্বর্গস্তথান্যো নরকোঽস্তি ঘোরঃ ॥ ৩৬ ॥

পুণ্যেন পাপেন চ যান্তি তত্র ক্ষয়াত্তয়োর্ম্মর্ত্ত্যমিমং বিশন্তি। তেষাং মতন্তৎ সুতরামমানং যতস্থিহৈবাস্ত্যভয়ানুভূতিঃ ॥ ৩৭ ॥

স্বর্গী ভোক্তা কথ্যতেঽসৌ সুখস্য যো বা ভুংক্তে ক্লেশমেষোঽদ্বিতীয়ঃ। তস্মাদ্যুক্তা কল্পনা নো পরোক্ষে প্রত্যক্ষেণৈবানুভূতিং গতেঽস্তি ॥ ৩৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়েষু ভূতেষু নষ্টেষু পরলোকগঃ। কো বা জীবস্তু ভেদেঽপি ঘটাকাশবদস্তু তু। ৩৯ ॥

গমনং রূপহীনত্বান্নৈব সম্ভবতি কচিৎ। তস্মাদস্মন্মতং সম্যগিত্যুক্তঃ প্রাহ শঙ্করঃ। ৪০ ॥

শ্রুতিবহির্মিদং মতং যতোঽতো ন চ সম্যক্ শৃণু মে মতং তৎস্বম্। স তু দেহমুখাদ্বিভিন্ন আত্মা পরমাত্মা পরিপঠ্যতে বিমুক্তঃ। ৪১ ॥

বিবুদ্ধঃ পরাত্মাঽপ্রবোধাদ্বিমুক্তঃ পরিজ্ঞানতো দেহপাতাদ্বিমুক্তিঃ। ত্বদীয়েয়মুক্তি র্ভ্রমাদেব নূনং শ্রুতি র্জ্ঞানমাত্রাদ্ধি মুক্তিং জগাদ। ৪২ ॥

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। ইত্যাদ্যাস্তিশ্রুতিঃ সাক্ষাত্তদ্বাক্যং ন প্রমেতি চেৎ। ৪৩ ॥

ভবদ্বাক্যং কথং মানং কুৎসিতং কিল বহ্নিনা। স্থূলে দগ্ধেঽপি দেহেঽস্মিল্লিঙ্গযুক্তো ব্রজত্যমুম্। ৪৪ ॥

জ্যোতিষ্টোমাদিকং বাক্যং মানমত্র দৃঢ়ং স্মৃতম্। জলৌকাজন্তু তুল্যোঽয়ং জীবঃ প্রোক্তস্তথা শ্রুতৌ। ৪৫ ॥

তাহাদের পুনর্ব্বার ঐ মোক্ষ হয়। মোক্ষে আর মরণে কোন প্রভেদ নাই। যাহারা শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করে, ঐ কর্ম্ম দ্বারা তৃপ্তি হয়। এইরূপে তাহারা একবার মরণ পাইলে যে তাহাদের বিবেক হইবে, ইহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?। অপিচ কেহ ২ বলিয়া থাকেন—পরলোক আছে—স্বর্গ আছে—অত্যন্ত ঘোর নরক আছে। পুণ্য কার্য্য করিলে স্বর্গে গমন করা যায়—পাপ কার্য্য করিলে ঘোর নরকে গমন হইয়া থাকে—ঐ পাপ পুণ্যের ক্ষয় হইলে এই মর্ত্ত্য লোকে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু যাহারা এই মত স্বীকার করে, তাহাদের কথা অপ্রমাণ। কারণ, ইহ লোকেই স্বর্গ অনুভব হইয়া থাকে। যিনি সুখের ভোক্তা, তিনিই স্বর্গ লাভ করেন, অথবা যিনি ক্লেশ ভোগ করেন, তিনিই স্বর্গপ্রাপ্ত?। যে স্থানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অনুভব হয়, সে স্থানে পরোক্ষ বিষয়ে এরূপ কল্পনা করা উচিত নহে। দেহ, ইন্দ্রিয় সকল, ও পঞ্চভূত নষ্ট হইলে কে পরলোকে গমন করে?। জীবের ভেদ স্বীকার করিলেও রূপবিহীন বলিয়া ঘটাকাশের মতন কোন স্থানে গমন সম্ভাবিত নহে। অতএব ইহাই আমাদের উত্তম মত জানিবে।” ৩৫—৪০।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—তুমি যে মতের কথা বলিলে, এমত বেদ বহির্ভূত। অতএব এক্ষণে তুমি আমার মত সম্যক্ রূপে শ্রবণ কর। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রভৃতি স্থান হইতে আত্মা বিভিন্ন। পরমাত্মাকে চিরমুক্ত—পরমাত্মা চিরবদ্ধ—পরমাত্মাকে না জানিলে মুক্তি হয় না, জানিতে পারিলে দেহ ক্ষয় হইলেই মুক্তি হইবে। তুমি যে মুক্তির কথা বলিলে, ইহা অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক। জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তি হয় ইহা বেদের মত। জ্ঞানাগ্নিদ্বারা যাহাদের কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়াছে, তাহারাই সনাতন ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। এই সকল বেদই সাক্ষাৎ প্রমাণ। নচেৎ বেদ বাক্য অপ্রমাণ হইলে তোমার কুবাক্য কিরূপে সপ্রমাণ হইবে?। দেখ—বহ্নি দ্বারা এই স্থূল দেহ দগ্ধ হইলেও লিঙ্গ যুক্ত হইয়া আত্মলাক

দেহাদ্দেহান্তরং যাতি পরলোকং স গচ্ছতি। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তস্য পুত্রাদিনা খলু। ৪৬।

তৎপ্রেতত্ববিমুক্ত্যর্থং পুণ্যলোকস্য চাপ্তয়ে। গয়াদৌ পিণ্ডদানং চ কর্ত্তব্যং তস্য মুক্তয়ে। ৪৭।

ইত্যর্থস্তু পুরাণাদৌ বহুধা সংপ্রদর্শিতঃ। তস্মাৎ সপ্তদশাংশং স লিঙ্গং স্বাত্মতয়া গতঃ। ৪৮।

পরত্র পক্ষিবদ্যাতি সিদ্ধান্তোঽয়মুদীরিতঃ। মূঢ! চার্বাক! তস্মাৎ ত্বমিতস্তূষ্ণীং ব্রজাধুনা। ৪৯।

ইত্যুক্তো বেষভাষাদি ত্যক্ত্বা গুরুপদদ্বয়ম্। নত্বা তৎপুস্তভারস্য ভরণোদ্যমযুতোঽভবৎ। ৫০।

ততঃ সৌগতঃ শঙ্করং পীনকায়ঃ প্রণম্যাহ লোকা ইমে মূঢভাবাৎ। সদা কর্ম্মশীলা যতো ভৌতিকস্য বিশুদ্ধির্নচ স্নানদানাদিনাস্তি। ৫১।

সদা নির্ম্মলো দেহপাতাদ্বিমুক্তস্তু জীবো পুনর্জ্জায়তেঽস্যাবৃণেন। প্রজল্পন্তি মূর্খা ধনন্ত্বদ্ধি দেহাদ্যদৃষ্টেন লভ্যং ততো নাস্তি ভীতিঃ। ৫২।

দেহান্তে বা ঋণাভাবাদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ইতি বাক্যস্য মানত্বাদ্দেহপুষ্টিঃ সদৈবহি। ৫৩।

কর্ত্তব্যা বুদ্ধিযুক্তেন তৎ কৃত্বা তত্রতত্র চ। সর্ব্বভক্ষণশীলস্য সুখস্যাবাপ্তিরাশ্রিতঃ। ৫৪।

বিমোক্ষস্তেতি সংপ্রোক্তঃ শঙ্করঃ প্রাহ সৌগতম্। বৃথা তে জল্পনং যস্মাৎ পরলোকগমাদিকম্। ৫৫।

শ্রুতিস্মৃতীতিহাসাদৌ প্রোক্তং ভোগায় কর্ম্মণঃ। তস্মাদৃণাদিকং কর্ত্তুঃ পুনর্জন্ম সুনিশ্চিতম্। ৫৬।

তথাচাজ্ঞানবুদ্ধিং ত্বং পাপদিগ্ধাং বিহায় বৈ। সন্মার্গস্থো ভবেদানীমিত্যুক্তঃ পুনরাহ সঃ। ৫৭।

হয়। এ বিষয়ে জ্যোতিষ্টোমাদি বাক্যই দৃঢ় প্রমাণ জানিবে। বেদে এই জীবকে জলৌকা (জোঁক) জন্তুর তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে—ঐ জীব পরলোকে গমন করে। তাহার পুত্রাদি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবে, তাহার প্রেতত্ব পরিহার ও পুণ্যলোক প্রাপ্তির জন্য গয়াদি তীর্থে পিণ্ড দান করিবেক। এই সকল কার্য্য করিলে তাহার মুক্তি হয়। পুরাণাদি শাস্ত্রেও সবিস্তারে ইহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ঐ জীব, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত দশ প্রকার লিঙ্গ, আত্মরূপে প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গশরীর প্রাপ্ত হইয়া পক্ষীর মতন পরলোকে গমন করে। ইহাই মুক্তির সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে। হে মূঢ়! চার্ব্বাক! তুমি এক্ষণে মৌনধারী হইয়া গমন কর।

এই কথা শুনিয়া চার্ব্বাক বেশ ও ভাষা সকল ত্যাগ করিয়া শঙ্করের চরণযুগলে পতিত হইয়া নমস্কার করে, এবং আচার্য্যের পুস্তকের ভার লইতে সমুদ্যত হয়। ৪০—৫০।

অনন্তর একজন স্থূলকায় সৌগত (বৌদ্ধবিশেষ) শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল। এই সমস্ত লোক কেবল মূঢ়তাবশতঃ সর্ব্বদা কর্ম্মের অনুশীলন করে। কারণ, ভৌতিকশরীরের স্নানাদি দ্বারা কিছুতেই শুদ্ধি হইতে পারে না। মূর্খেরা বলিয়া থাকে—জীব সর্ব্বদা নির্ম্মল, দেহ পতন হইলেই জীবের মুক্তি হয়। পুনর্ব্বার ঋণ শোধের নিমিত্ত জীবের উৎপত্তি হয়। দেহাদির অদৃষ্টে ধন লাভ হয়। অতএব কোন ভয়ের কারণ নাই। দেহের অন্ত হইল—ধনাগমের সময় আসিল না। কাহার অদৃষ্টে জুটিল—কাহার ভাগ্যে ফলিল না। এই কারণে বলিতেছি, ঋণ করিয়াও যদি ঘৃত খাইতে হয়, তাহাও করিবে। এই বচনের প্রামাণ্যে সর্ব্বদাই দেহ পুষ্টি রাখা আবশ্যক। যে বুদ্ধিমান্ হইবে, সেই দেহ পুষ্টি করিবে। সকল বিষয়ে, সকল কার্য্যে, দেহ রক্ষার্থে ঋণাদি করিয়া সকল বস্তু ভক্ষণ করিতে পারিলেই সকল সুখ লাভ করা হইল। এইরূপে সুখলাভ হইলে তুমিও মুক্ত হইতে পারিবে।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর সৌগতকে বলিলেন—তোমার জল্পনা সমুদয় বৃথা। কারণ, স্বস্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার

সুগতাখ্যো মুনিঃ সর্ব্বাং ভুবং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতঃ। বিচার্য্য জগতঃ সত্ত্বং প্রাণ্যুপাসনতৎপরঃ। ৫৮ ॥

কালে মদুপদেশস্য করুণাবিষ্টমানসঃ। ইদমাহ স ধর্ম্মোঽস্তি পরঃ প্রাণ্যবিহিংসনম্। ৫৯ ॥

তথাবিধেন ধর্ম্মেণ কপালস্য বিবর্ত্তনাৎ। মুক্তো ভবিষ্যসীত্যুক্তস্তদারভ্যাহমপ্যয়ম্। ৬০ ॥

তৎপাদযুগলধ্যানী শিরসা গৃহ্য তদ্বচঃ। দয়াপরোঽস্মি সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু সর্ব্বদা। ৬১ ॥

যস্মাৎ ধর্ম্মোঽতো নচান্যোঽস্তি সারস্তস্মাদ্ ধর্ম্মস্থানমেতন্মতং মে। সর্ব্বৈরঙ্গীকার্য্যমিত্যেবমুক্তো ভূয়ঃ প্রাহাচার্য্য ইত্থং মহাত্মা। ৬২ ॥

কিং ত্বং জল্পসি দুষ্ট! সৌগত! কথং ধর্ম্মোঽস্ত্যহিংসাপরো যাগীয়স্য হি হিংসনস্য নিগমে ধর্ম্মত্বমুক্তং স্ফুটম্। অগ্নিষ্টোমমুখে ক্রতৌ খলু পশোঃ স্বর্গপ্রদং হিংসনং শ্রুত্যাচাররতৈরুপেয়মপরে পাষণ্ডিনো বিস্ফুটম্। ৬৩ ॥

বেদনিন্দাপরা যে তু তদাচারবিবর্জ্জিতাঃ। তে সর্ব্বে নরকং যান্তি যদ্যপি ব্রহ্মবীর্য্যজাঃ। ৬৪ ॥

ইত্যেবং মনুনোক্তত্বাত্তদাচাররতাঃ কিল। পচ্যন্তে নরকে ঘোরে যাবদব্রহ্মলয়ো ভবেৎ। ৬৫ ॥

তস্মাদ্ বিপ্রাদিবর্ণানাং বেদাদিষু নিরূপিতঃ। আচারঃ পরমং মানং যস্য তন্নাস্তি সোঽধমঃ। ৬৬ ॥

ইত্যুক্তোঽসৌ সৌগতো মানশূন্যো নত্বাচার্য্যং পদ্মপাদাদিকানাম্। তচ্ছিষ্যাণাং পাদুকাবাহকোঽভূত্তেষামুচ্ছিষ্টাদনেনাতিপুষ্টঃ। ৬৭ ॥

কৌপীনমাত্রধারী তু কশ্চিৎ ক্ষপণকঃ স্মৃতঃ। স একস্মিন্ করে ধৃত্বা গোলযন্ত্রং দ্বিতীয়কে। ৬৮ ॥

তুরীযন্ত্রং সমাদায় সমাগত্যাহ শঙ্করম্। স্বামিন্! শৃণু বিচিত্রং মে মতং পরমশোভনম্। ৬৯ ॥

পূর্ণঃ সময়নামাহং সূর্য্যং কালপ্রবর্ত্তকম্। বদ্ধা যন্ত্রাভ্যাং স্বযন্ত্রাভ্যাং সময়জ্ঞানতঃ শুভম্। ৭০ ॥

অশুভং চ ত্রিলোক্যা যল্লভ্যং তদ্বচ্মি সংস্ফুটম্। কিঞ্চ কালঃ পরো দেবো মৎপক্ষস্য বিচালনে। ৭১ ॥

অন্য শ্রুতিতে, স্মৃতিতে, পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই পরলোকাদির কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব যেব্যক্তি ঋণাদি কার্য্য করে,তাহার পুনর্জ্জন্ম সুনিশ্চিত। অপিচ তুমি পাপলিপ্ত অজ্ঞানবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধু সেবিত পদ্ধতি অবলম্বন কর। এই কথা শুনিয়া পুনরায় সৌগত বলিতে লাগিল। সুগত নামে কোন এক মুনি সমস্ত পৃথিবী দর্শন করিয়া বিস্মিত হন। জগতের প্রাণীগণ বিচার করিয়া তিনি প্রাণীর উপাসনা করিতে তৎপর হন। পরে আমাকে উপদেশ দিবার কালে করুণাপূর্ণ মনে ইহা বলিলেন—প্রাণীদিগকে হিংসা না করাই পরম ধর্ম্ম। তথাবিধ ধর্ম্ম দ্বারা কপালের ফল ফিরিয়া যায়, তাহাতে তুমিও মুক্ত হইবে। এই কথা যখন তিনি আমাকে বলিলেন, আমিও তদবধি তাঁহার চরণযুগল ধ্যান করিয়া থাকি। মস্তকদ্বারা তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা সকল জীবে দয়াবান্ হইয়াছি। ইহার মতন আর সার ধর্ম্ম নাই, এই কারণে 'অহিংসা' যে পরম ধর্ম্মের আস্পদ, আমারও ইহা মত। সকল লোকে এরূপ ধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এই ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া মহাত্মা শঙ্কর পুনয়ায় তাহাকে বলিলেন হে দুষ্ট! সৌগত! তুমি কি বলিতেছ? অহিংসা কিরূপে পরম ধর্ম্ম হইল?। বরং যাগাদি কার্য্যে হিংসা করিলে পরম ধর্ম্ম হইয়া থাকে। অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যাগাদি কার্য্যে পশুহিংসা করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। যাহারা বেদোক্ত আচার অবলম্বন করেন, তাহারাই যজ্ঞীয় পশুবধ স্বীকার করেন। বেদোক্ত আচার বিহীন ব্যক্তি মাত্রেই পাষণ্ড। যাহারা বেদনিন্দা করে,

পরেশোঽপি সমর্থো নেত্যুক্তস্তং প্রাহ শঙ্করঃ। সম্যগুক্তং ত্বয়া ত্বং যৎকালচিত্তং চ বেদ্ম্যহম্। ৭২ ॥

তস্মান্ মদাশ্রয়স্তিষ্ঠ পরীক্ষাকাল আগতে। ত্বাং পৃচ্ছামীতি সংপ্রোক্তস্তথৈবাঙ্গীচকার সঃ। ৭৩ ॥

কৌপীনমাত্রসন্ধারী জৈনস্তু তত আগতঃ। মলেন দিগ্ধসর্ব্বাঙ্গঃ সদার্হন্নম ইত্যসৌ। ৭৪ ॥

উচ্চরন্নসকৃচ্চোচ্চৈঃ শূন্যাঙ্কঃ শূন্যপুণ্ড্রকঃ। বিন্দুপুণ্ড্রসমেতশ্চ শিষ্যৈঃ সর্ব্বভয়ঙ্করঃ। ৭৫ ॥

পিশাচবৎ সমাগত্য প্রাহ শ্রীশঙ্করং গুরুম্। জিনো দেবোঽস্তি সর্ব্বেষাং মুক্তিদঃ প্রাণিনাং হৃদি। ৭৬ ॥

জীবত্মনা স্থিতঃ সোঽহস্তিজ্ঞানমাত্রেণ সর্ব্বদা। মুক্তস্বাত্তস্য দেহস্য পাতাত্তু সমনন্তরম্। ৭৭ ॥

জীবঃ শুদ্ধঃ স দৈবাস্তি মলপিণ্ডস্তু দেহকঃ। স্নানাদিকর্ম্মণা নৈব শুদ্ধিং যাতি কদাচন। ৭৮ ॥

তস্মাৎ স্নানাদিকং নৈব প্রকর্ত্তব্যং বৃথা যতঃ। ইত্যুক্তোঽসৌ জগাদেদং মৈবং ভো জৈন! দুর্ম্মতে! । ৭৯ ॥

জীবস্য দেহত্রিতয়ং হি বিদ্যতে স্থূলশ্চ সূক্ষ্মশ্চ তথৈব কারণম্। তেষাং ক্রমাজ্জাতু লয়ো ভবেদ্যদা স্যাৎ সচ্চিদানন্দবপুস্তদা ত্বয়ম্। ৮০ ॥

ভিন্নোঽহমীশাদিতিনীরবিদ্যা বদ্ধস্ত্বয়া ভেদধিয়া বিমুক্তঃ। এবং বিমোক্ষস্য সুদুর্লভস্য দেহস্য পাতান্ন সমাপ্তিসম্ভবঃ। ৮১ ॥

যাহারা বেদোক্ত আচার বা অনুষ্ঠান বর্জ্জিত, তাহারা সকলে ব্রহ্মবীর্য্যে উৎপন্ন হইলেও নরকে যাইবে। মনু এই কথা স্পষ্ট বলাতে সকলেরই বেদোক্ত আচারে রত থাকিতে হইবে। নতুবা যতদিন না ব্রহ্মার লয় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঘোর নরকে পচিতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের বেদাদি শাস্ত্রে যে আচার নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই পরম প্রমাণ। যে ব্যক্তি ঐ বেদোক্ত আচার শূন্য, সে ব্যক্তি অধম।

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ঐ সৌগত অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিল। আচার্য্যের পদ্মপদাদি যে সকল সাধু শিষ্য ছিল, তাহাদের পাদুকা বহন করিতে লাগিল এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাইয়া শরীর ধারণ করিতে লাগিল। ৫১—৬৭।

তৎকালে একজন ক্ষপণক কৌপীন মাত্র পরিধান করিয়া তথায় উপস্থিত হয়। তাহার এক হস্তে গোলাকার যন্ত্র এবং দ্বিতীয় হস্তে অন্য একটি তুরীযন্ত্র আছে। সে আসিয়া শঙ্করকে বলিল—প্রভো! আমার বিচিত্র এবং পরম রমণীয় মত শ্রবণ করুন। আমি পূর্ণ, আমরা নাম সময়। কাল প্রবর্ত্তক সূর্য্য দেবকে এই দুটি যন্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া সময় জ্ঞানে ত্রিভুবনের যাহা শুভাশুভ, আমি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। কালই পরম দেবতা। আমার এই পক্ষ বা এই মত খণ্ডন করিতে পরমেশ্বরও সমর্থ নহেন।

ক্ষপণকের এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—তুমি যথার্থ বলিয়াছ। তুমি যে কাল অবগত আছে, আমিও তাহাকে জানি। অতএব তুমি আমার আশ্রয়ে কিছুকাল অবস্থান কর। পরীক্ষার কাল আসিলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। শঙ্করের এই কথায় ক্ষপণক অঙ্গীকৃত হইয়া বাস করিল।

অনন্তর একজন জৈন কৌপীন বসন পরিধান করিয়া তথায় উপস্থিত হয়। তাহার সর্ব্বাঙ্গ মলদ্বারা পরিলিপ্ত। 'হে অর্হন্! নমঃ' এইকথা বারম্বার মুখ দিয়া বলিতেছে। তাহার কোন চিহ্ন নাই—তাহার কোন পুণ্ড্রক নাই—কেবল বিন্দু পুণ্ড্র ধারণ করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্ব প্রাণীর ভয়াবহ দেহ দেখাইয়া পিশাচের মতন আসিয়া শঙ্করকে বলিল। জিন দেব সকলের মুক্তিদায়ক, তিনি সকলের হৃদয়ে জীবাত্মারূপে অবস্থান করেন। ঐ জীব জ্ঞানমাত্রে সর্ব্বদা মুক্ত। এই দেহের পতন হইবামাত্র জীব নির্ম্মল ভাবে সদা বিদ্যমান থাকে। মলপিণ্ড দেহ কদাচ স্নানাদি কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ হয় না। এই কারণে বৃথা স্নানাদিকার্য্য কথনই কর্ত্তব্য নহে।

জৈনের এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—হে মূঢ়! জৈন!

এবং শ্রুত্বা শিষ্যযুক্তঃ স জৈনো ভাষাবেষাদ্যৈর্ব্বিমুক্তো গুরূণাম্। নিত্যং ধান্যাকর্ষণে সংপ্রযুক্তঃ পদ্মাজ্‌ঘ্র্যাদ্যৈরেষ-জাতো বণিগ্‌বৈ। ৮২ ॥

বৌদ্ধস্ততস্তং শবলাখ্য এত্য প্রোবাচ বোধস্তব ভো! নিরর্থঃ। নরস্য শৃঙ্গেণ সমো হ্যভেদঃ সর্ব্বোত্তমঃ সন্ কিমতঃ প্রবৃত্তঃ। ৮৩ ॥

দৃষ্টং ফলং ত্বং পরিহায় দূরমদৃষ্টমাকাঙ্ক্ষসি দৃষ্টদ্রোহী। তত্রাপি তেনৈব ফলং পরোক্ষে শূন্যং পরোক্ষং ন ফলায় কল্প্যম্। ৮৪ ॥

তুমি একথা কখন বলিও না। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকার শরীর আছে। ঐ তিন প্রকার শরীরের ক্রমানুয়ে,অর্থাৎ স্থূল শরীরসূক্ষ্ম শরীরে—সূক্ষ্ম শরীর কারণ শরীরে লীন হইবে, তখন ঐ জীব সচ্চিদানন্দ শরীর ধারণ করিবে। 'আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন' এইবুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জীব ঐঅবিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা সদা আবদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞান হইলে জীবের মুক্তি হয়। মোক্ষ যখন এরূপ সুদুর্লভ ও কঠিন,তখন কেবলমাত্র দেহপাত হইলে মোক্ষলাভ হইবে, এরূপ আশা অকিঞ্চিৎকর। জৈন এই রূপ কথা শুনিয়া সমস্ত শিষ্যবর্গের সহিত পুরাতন বেশ ও ভাষা সকল পরিত্যাগ করিল। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ, গুরুদিগের ধান্য কর্ষণ করিবার নিমিত্ত ঐ জৈনকে নিযুক্ত করেন। তাহাতে জৈন ক্রমশঃ বণিক্ হইয়া উঠে।

অনন্তর শবল নামে একজন বৌদ্ধ, শঙ্করের নিকটে আসিয়া বলিল। হে যতিশ্রেষ্ঠ! তোমার যাবতীয় জ্ঞান বৃথা হইয়াছে। মনুষ্যের শৃঙ্গ যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ জীবাত্মা আর পারমাত্মার অভেদ অসম্ভাবিত ব্যাপার। আপনি সর্ব্বপ্রধান হইয়া কি কারণে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যে ফল দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ) তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া অদৃষ্ট (অপ্রত্যক্ষ) ফল কামনা করাতে আপনি দৃষ্ট ফলের বিরোধী হইয়াছেন। অপ্রত্যক্ষবিষয়ে ফল কল্পনা করা বৃথা। অপ্রত্যক্ষ বিষয় শূন্য জানিবেন,

নির্জীবত্বাচ্চাপ্যপার্থং মতন্তু একোঽপ্যাত্মা চেতনো মে মতে তু। ভূত্বাঽনেকঃ প্রেরকো হৃন্মুখানাং নিত্যংমুক্তো দ্বৈতশূন্যঃ সুখাত্মা। ৮৫ ॥

কর্ত্তা ভোক্তা হ্যহং পরানন্দরূপো মন্বানঃ স্বাভীষ্টমস্যাস্তি যাবৎ। তাবৎ ক্রীড়ন্নেষু দেহেষু পশ্চাদ্দেহং ত্যক্ত্বা মুক্ত ইত্যুক্ত আহ। ৮৬ ॥

সত্যশৌচপরো যস্ত দেবতাতিথিপূজনম্। স যাতি ব্রহ্মণো লোকং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ৮৭॥

অগ্নিষ্টোমং দেবতাপ্রীতিদক্ষেৎ কুর্য্যাদস্মাদিন্দ্রলোকং স যাতি। সত্যাখ্যং সৎপৌণ্ডরীকাৎ প্রয়াতি তত্তদ্দেবোপাসকাস্তৎ তমেব। ৮৮ ॥

ফলের নিমিত্ত তাঁহার কল্পনা করা অবিধি। অধিকন্তু আপনার এই মত নির্জীব ও নিস্তেজ বলিয়া পরিত্যাজ্য। কিন্তু আমার মতে আত্মা চেতন, এক হইয়াও অনেক—তিনিই হৃদয় প্রভৃতি স্থানের প্রেরক। আত্মা নিত্যমুক্ত, অদ্বৈত ও সুখ স্বরূপ। 'আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, আমি পরম আনন্দ স্বরূপ' এইরূপ বিবেচনা করিয়া যে সময়ে ইহার আপনার অভীষ্ট বর্ত্তমান থাকে, তখনই এই সমস্ত দেহে ক্রীড়াকরে—পশ্চাৎ দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়। ৬৮—৮৬।

বৌদ্ধের এই সকল কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি সত্য ও শৌচ পরায়ণ, যে ব্যক্তি দেবতা ও অতিথি পূজা করে, সেই ব্যক্তি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বসতি করে। যে জন দেবতাদিগের প্রীতিকারক অগ্নিষ্টোম যাগ করে, সেজন ইন্দ্রলোকে গমন করে। পরে বিষ্ণুলোক হইতে সত্যলোকে গমন করা যায়। যে যেদেবতার উপাসক, সে সেই দেবলোকে গমন করে। "যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যে তনু অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই ভক্তের আমি সেইরূপ শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি।" ইত্যাদি বচন দ্বারা জীবের পরলোকে গমনাদি সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র দেহ ক্ষয় হইলেই মুক্তি হইতে পারে না। "যেজন সকল ভূতে আত্মদর্শন

যো যো যাং যং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যা-চলাং শ্রদ্ধাস্তামেব বিদধাম্যহম্।৮৯॥

ইত্যাদিবচনাদস্য পরলোকগমাদিকম্। সিদ্ধং তস্মান্ন-দেহস্য পাতমাত্রাদ্বিমুচ্যতে। ৯০॥

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা। ৯১॥

ইত্যাদিশ্রুত্যা জ্ঞানেন বিনা মোক্ষো ন লভ্যতে। ইত্যুক্ত মত আত্মানং পরং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে। ৯২॥

কল্পিতাং জীবতাং হিত্বা সর্ব্বানর্থপ্রদায়িনীম্। সচ্চিদা-নন্দরূপেণ মুক্তিরুক্তা সদাস্থিতিঃ। ৯৩॥

তস্মাত্ত্বং গূঢ়তাং ত্যক্ত্বা ভব স্বস্থ ইতীরিতঃ! পরংগুরুং নম-স্কৃত্য তদ্যশঃস্তবতৎপরঃ। ৯৪॥

বন্দিমাগধসূতানাং বেষধারী বভূব হ। তস্মাচ্ছিষ্য-যুতঃ প্রাহ প্রোদ্যদ্দিনকরপ্রভঃ। ৯৫॥

অনুমল্লপুরন্তত্র দিনানামেকবিংশতিম্। স্থিত্বা তত্র স্থিতান্ বীক্ষ্য তানুবাচ পরো গুরুঃ। ৯৬।

প্রভাতমুখকালে স্বং কৃত্যং বদত ভো দ্বিজাঃ!। এবমুক্তা নমস্কৃত্য প্রোচুস্তে পুরবাসিনঃ। ৯৭॥

মল্লাসুরহরঃ স্বামিন্! মল্লারীতি প্রসিদ্ধতাম্। লোকে প্রাপ্তঃ পরেশো যস্তস্য মূর্ত্তিরিমে বয়ম্। ৯৮॥

সংপূজ্যানুদিনং ভক্ত্যা শুনস্তদ্বাহনস্য চ। বেষভাষাদি-সংযুক্তা কণ্ঠে যুতবরাটিকাঃ।

নিঃশঙ্কাস্ত্রিষু কালেষু নাট্যবাদ্যাদিভিঃ প্রভুম্। মল্লারিং সুপ্রসন্নং তং কৃত্বা বাসং প্রকুর্ম্মহে। ১০০॥

করে, কিম্বা আত্মার উপর সকল ভূত দর্শন করে, সেই পরমব্রহ্ম পাইয়া থাকে। অন্য আর কোন কারণে পরমব্রহ্ম পাওয়া যায় না।" ইত্যাদি বেদ বচনে জ্ঞান ব্যতীত যে মোক্ষ হয় না, তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্তি হয়। সমস্ত অশুভদায়ক কল্পিত জীবভাব ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দরূপেই অবিনশ্বর মুক্তি কথিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি মূঢ়তা ত্যাগ করিয়া সুস্থ হও। শঙ্করের গভীর বচনবিন্যাস শুনিয়া বৌদ্ধ পরমগুরু শঙ্করকে প্রণাম করিল—শঙ্করের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির স্তব করিতে লাগিল। শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কেহ বন্দী, কেহ মাগধ, কেহ বা সূত অর্থাৎ সকলেই আচার্য্যের স্তুতিপাঠক হইল।

নবোদিত রবিসদৃশ তেজস্বী আচার্য্য শঙ্কর, শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া কর্ণাট দেশ হইতে মল্লপুরে গমন করেন। তথায় তিন সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন। অনন্তর যে সকল লোক ঐ দেশে বাস করিত, তাহাদিগকে দেখিয়া পরমগুরু শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! তোমাদিগের ত্রৈকালিক কার্য্য বল?।

এই কথা শুনিয়া ঐ পুরবাসী সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিল। প্রভো! পরমেশ্বর মল্লাসুরকে বধ করিয়া জগতে 'মল্লারি' নামে বিখ্যাত হন। আমরা সকলেই প্রতিদিন তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকি। ভক্তিপূর্ব্বক প্রভুর বাহন কুক্কুরের সেবা করিয়া থাকি। আমাদের সেইরূপ বেশ ও ভাষা, কণ্ঠে সেই মত কপর্দ্দক ধারণ করিয়াছি। আমরা তিনকালে নাট্য, বাদ্য ও গীত দ্বারা আমাদের প্রভু 'মল্লারি' কে সুপ্রসন্ন করিয়া নির্ভয়ে বাস করিয়া থাকি। 'সকল বস্তু তাঁহার কটাক্ষপ্রসূত' এই বোধ করিয়া আমরা সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ সুখসাগরে অবগাহন করিয়া থাকি। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বস্তু নিচয় তাঁহার গর্ভগত ভাবিয়া সর্ব্বদা ধ্যান করি, কিন্তু সুখবাসনা বোধে কখনই চিন্তা করি না। অপিচ বেদে তাঁহার এবং তাঁহার বাহনের সর্ব্বময় রূপ কথিত হইয়াছে। ইহারই নাম পরমতত্ত্ব। অন্য কোন বিষয়ে আর আমাদের ইচ্ছা হয়না। এই হেতু আপনিও শিষ্যগণ লইয়া এই বেদোক্ত আচার গ্রহণ করুন। বেদে আছে—"শ্বভ্যোনমঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ" কুকুর এবং কুকুরপতিদিগকে নমস্কার। তোমাদিগকে আমরা উপযুক্ত বরাটক দান করিব।

তৎকটাক্ষজনিতে হি সর্ব্বদা বর্দ্ধমানসুখসাগরপ্লুতাঃ। তস্য গর্ভগমিদং নু নিত্যদা চিন্তয়াম ন সুখেচ্ছয়া যুতাঃ। ১০১ ॥

কিঞ্চ দেবস্য সার্বাত্ম্যং প্রোক্তং তদ্বাহনস্য চ। তদ্বিদ্ধি তত্ত্বমেবাতো তদ্বেষাদিকধারণম্। ১০২ ॥

ইচ্ছা ন জায়তেঽত্র ততএব ভবানপি। বেদোক্তমিমমাচারং সশিষ্যঃ স্বীকরোতু বৈ। ১০৩ ॥

শ্রুতিরাহ নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ। বরাটকানি দাস্যামো যোগ্যানীত্যুক্ত আহ তান্। ১০৪ ॥

একোঽদ্বিতীয়ঃ খলু সর্ব্বসাক্ষী স্বমায়য়া সর্ব্বজগদ্বিধাতা। সদাদিশ্রুত্যাভিহিতঃ পরেশো যদ্গর্ভজা রুদ্রবিরিঞ্চিমুখ্যাঃ। ১০৫ ॥

যথা বীরভদ্রাদিকৈরংশভূতৈ র্লয়ঃ সাধ্যতে কাপি রুদ্রস্য নৈব। যথাপ্যস্তি তেষাং বিবোধাদ্বিমুক্তিস্তথা ব্রহ্মণোঽংশস্য রুদ্রস্য বোধাৎ। ১০৬ ॥

কিঞ্চৈকাদশরুদ্রাণামিয়ং স্তুতিরুদাহৃতা। তদংশানাং কথং সা স্যাদেকস্য বহুতা তথা। ১০৭ ॥

যস্য স্পৃষ্ট্বা মৃদা স্নানং বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতম্। তস্য বেষাদিচিহ্নস্য ধারণং বহুদোষদম্। ১০৮ ॥

এবং বংশপ্রবৃত্ত্যাহি শ্ববেধাদিবিধারণম্। নিত্যাদিকর্ম্ম সংত্যাগস্ত্রিকালং নাট্যসক্ততা। ১০৯ ॥

চরিতং ভবতাং সর্ব্বং ব্রাহ্মণ্যস্য বিঘাতকম্। তস্মান্নিরীক্ষণেনাপি সুখস্য ভবতাং কিল। ১১০ ॥

সূর্য্যাবলোকনং শাস্ত্রে চোদিতং মৌনমেব তু। কর্ত্তব্যমিতি সংপ্রোক্তা ন্যপতন্ গুরুসন্নিধৌ। ১১১ ॥

কৃত্তমূলা যথা বৃক্ষা রাজ্ঞো মূলেঽপরাধিনঃ। তানবেক্ষ্য দয়াযুক্তস্তিষ্ঠধ্বমিতি সোঽব্রবীৎ। ১১২ ॥

অথাজ্ঞয়া গুরোঃ শিষ্যাঃ পদ্মপাদমুখাঃ খলু। তচ্ছিরোমুণ্ডনং নদ্যামযুতস্নানমেব চ। ১১৩ ॥

তাহাদের এইকথা শুনিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে বলিলেন। "সদেব সোম্যেদমেক একাগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বেদ বচনদ্বারা 'পরেশ' শব্দে যিনি এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বসাক্ষী, এবং আপনার মায়া দ্বারা সর্ব জগতের বিধাতা, তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। রুদ্র, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ তাঁহারই গর্ভজাত। যেরূপ রুদ্রের অংশ স্বরূপ বীরভদ্রাদি বীরগণের ক্ষমতায় লয় হইয়া থাকে, কিন্তু কখন রুদ্রের লয় হয় না। তদ্রূপ রুদ্রের অংশ স্বরূপ বীরভদ্রাদিকে জানিলে যেমন মুক্তি হয়, পরব্রহ্মের অংশ রুদ্রকে জানিলেও সেই মত মুক্তি হয়। আর একাদশ রুদ্রের এইরূপ স্তুতি কথিত হইয়াছে। তাঁহার অংশস্বরূপ বীরভদ্রাদির কিরূপে সেই স্তব সম্ভাবিত ? একের বহুত্বই বা কিরূপে ঘটিবে ?। যাহাকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণদের মৃত্তিকাদ্বারা স্নান করিতে হয়, তাহার বেশ কি চিহ্ন ধারণ করিলে যে বহুদোষ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপে বংশ ক্রমাগত প্রবৃত্তি হইতে কুকুরের বেশ কিম্বা চিহ্নাদি ধারণ, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগ, ত্রৈকালিক নাট্য, গীত, বাদ্য কার্য্যে আসক্তি, তোমাদের এই সমস্ত চরিত্র ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব তোমাদের মুখাবলোকন মাত্র সূর্য্য দর্শন করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রে বলিয়াছে। অথবা মৌন অবলম্বন করিবেক।

অনন্তর বৃক্ষদিগের মূলচ্ছেদ করিলে তাহারা যেমন ভূতলে পতিত হয়, অপরাধী সকল যেমন রাজার পাদতলে পতিত হয় ; তদ্রূপ আচার্য্যের কথা শুনিয়া তাহারাও গুরু সন্নিধানে নিপতিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া শঙ্কর দয়াপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন— তোমরা অবস্থান কর। অনন্তর গুরুর আজ্ঞা পাইয়া পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ প্রথমে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন, নদীতে অযুত স্নান, পরে মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক মুণ্ডন, এবং পুনরায় মৃত্তিকাদ্বারা শতস্নান, এবং উপযুক্ত অন্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ্য পথের পথিক করেন। তদবধি তাহারাও পরমগুরুকে নমস্কার করিয়া সৎ শিষ্য হইল। শৌচ, স্নানাদি

মৃদাহথ মুণ্ডনং ভূয়ঃ শতস্নানং মৃদা তথা। যোগ্যং চ কারয়িত্বাস্যং প্রায়শ্চিত্তমতন্দ্রিতাঃ। ১১৪॥

ব্রাহ্মণ্যমার্গগাংশ্চক্রুস্তাংস্তেহপি তু পরং গুরুম্। নত্বা সচ্ছিষ্যতাং যাতাঃ শৌচস্নানাদিতৎপরাঃ। ১১৫॥

পঞ্চপূজারতা জাতাঃ শাস্ত্রাধ্যয়নসংরতাঃ। শ্রীশঙ্করপ্রসাদেন মুক্তিভাজনতাং গতাঃ। ১১৬॥

তস্মাৎ পুরাৎ পশ্চিমমার্গগামী মরুন্ধসংজ্ঞং পুরমাপ শিষ্যৈঃ। ঢক্কাদিবাদ্যানুচলৎকরৌঘৈ র্বিচিত্রবন্দ্যাদিবহুপ্রপদ্যৈঃ। ১১৭॥

তত্র পুর্য্যাং বিচিত্রং বৈ বিশ্বক্‌সেনস্য গোপুরম্। তৎপূর্ব্বতঃ প্রপাশালাং বিপুলাং তত্র কল্পনাম্। ১১৮॥

গৃহাদীনামসৌ কৃত্বা সম্যগদর্ভাসনস্থিতঃ। মনোন্মন্যভিধাঙ্গুষ্ঠমাত্রলক্ষ্যং পরং প্রভুম্। ১১৯॥

সম্পূর্ণমণ্ডলাকারমাত্মানং সংনিরীক্ষ্য সঃ। পীযূষবিন্দুসন্দোহপানতৃপ্তাঙ্গ এব হি। ১২০॥

কুণ্ডলিনীং পুনর্মূলাধারং নীত্বা তদীশ্বরম্। স্তুত্বা গণপতিং তত্র চিরমাস সুখং গুরুঃ। ১২১॥

তত্রত্যাঃ স্বামিনং নত্বা বিশ্বক্‌সেনপরায়ণাঃ। শঙ্খচক্রবিরাজদ্ভুজদণ্ডাঃ স্তোত্রপাণয়ঃ। ১২২॥

ঊচুরস্মন্মতং সুষ্ঠু বিশ্বক্‌সেনাধিদৈবতম্। পুণ্যদং স তু বৈকুণ্ঠে সেনাপতিরুদাহৃতঃ। ১২৩॥

তস্য ভক্ত্যা বয়ং নাস্তি ভয়ং নো যমরাজতঃ। দেহপাতাদুর্টেস্তস্য চোদিতেন যথা কিল। ১২৪॥

বৈকুণ্ঠ এব গন্তব্য ইত্যুক্তঃ প্রাহ সো গুরুঃ। মৈবং নারায়ণস্যৈষো বিশ্বক্‌সেনঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১২৫॥

ভক্তস্তথৈবেশভক্তা বৈকুণ্ঠে সন্ত্যনেকশঃ। তদ্ভক্তা অপি সম্পূজ্যাস্তদ্ভক্তৈরিত্যনুজ্ঞয়া। ১২৬॥

কথং তেষামুপাস্যত্বং স্বাতন্ত্র্যেণ ভবেৎ কিল। প্রমাণাভাবতস্তস্মাৎ সগুণত্বাৎ স এব হি॥ ১২৭॥

কার্য্য, পঞ্চ দেবতার পূজা, ও শাস্ত্রের অধ্যয়নে সর্ব্বদা রত থাকিত। অধিক কি মহাত্মা শঙ্করের প্রসাদে তাহারা শেষে মুক্তিভাজন হইল।

আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ লইয়া ঐ পুরের পশ্চিম পথে গমন করিয়া 'মরুন্ধ' নগরে উপস্থিত হন। শিষ্যগণের হস্তে ঢক্কা বাদ্য বর্ত্তমান ছিল। তদ্দ্বারা শিষ্যগণের হস্ত সকল কাঁপিতেছিল। তাহাতেই শিষ্যগণ স্তুতিপাঠক প্রভৃতির মতন বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ঐ নগরে 'বিশ্বক্‌সেনের' পুরদ্বার অতি রমণীয়। আচার্য্য তাহার পূর্ব্বদিকে এক প্রকাণ্ড পান্থশালা ও নানাবিধ গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া কুশাসনে উপবেশন করেন। অনন্তর 'মনোন্মনি' নামক, অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থানে লক্ষ্য, পরিপূর্ণ মণ্ডলাকৃতি, পরম প্রভু আত্মাকে দর্শন করিয়া সুধাবিন্দু প্রবাহপানে পরিতৃপ্ত হন। পরে কুণ্ডলিনীমে মূলাধারচক্রে লইয়া তাহার ঈশ্বরকে এবং গণপতিকে স্তব করিয়া শঙ্কর তথায় কিছুকাল বাস করেন। তথায় 'বিশ্বক্‌সেন' দেবতা ভক্ত তদ্দেশীয় লোকে শঙ্করকে নমস্কার করিয়া, বাহুতে শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিল। পরে আচার্য্যকে বলিল—আমাদের মত অতি সুন্দর। বিশ্বক্‌সেন আমাদের দেবতা। তিনি পুণ্য দান করেন, বৈকুণ্ঠে তিনি সেনাপতিরূপে কথিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার ভক্ত, আমাদের যমের নিকটেও ভয়ের সম্ভাবনা নাই। দেহের অপায় হইলে তাঁহার সৈন্যগণ আসিয়া সঙ্গে করিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন। তোমরা একথা বলিতে পার না। বিশ্বক্‌সেন নারায়ণের একজন ভক্ত। বৈকুণ্ঠে এইরূপ ঈশ্বরের ভক্ত অনেক আছে। তাহাদের ভক্তগণ তাহাদের অনুজ্ঞায় তাহাদের ভক্তদিগকে পূজা করিবেক। তবে কিরূপে স্বাধীন ভাবে তাহাদিগকে উপাসনা করা যাইতে

তল্লোকপ্রেপ্সুভিঃ সেব্যঃ পারম্পর্য্যেণ মুক্তিদঃ। নারায়ণস্ত-মেকং তু ধ্যাতুঃ প্রত্যগভেদতঃ ॥ ১২৮ ॥

মুক্তিঃ সাক্ষাদতো যূয়ং যদি চেন্ মুক্তিকাঙ্ক্ষিণঃ। তদাঽদ্বয়মখণ্ডং তং গুরুশাস্ত্রোপদেশতঃ। ১২৯ ॥

ধ্যাত্বা সম্যক্ প্রযত্নেন মুক্তা ভবথ মাচিরম্। ইত্যুক্তাস্ত্যক্ত-লিঙ্গাস্তে প্রণম্য শিরসা গুরুম্ ॥ ১৩০ ॥

তদুপদেশেন সংপ্রাপ্য বিদ্যাং স্মৃত্যাদিদর্শিতে। কর্ম্মাদৌ সু-রতাঃ সর্ব্বে বভূবুঃ সাধুবৃত্তয়ঃ। ১৩১।

ততঃ সমাগত্য তু মন্মথস্য ভক্তা নমস্কৃত্য গুরুং সমূচুঃ। শৃণ্বস্মদীয়ং মতমদ্ভুতং ত্বং যো মন্মথঃ সর্ব্বহৃদি স্থিতঃ সঃ। ১৩২ ॥

স্বর্গাদিকর্ত্তাঽত উপাসনীয়ঃ সর্ব্বার্থিভিঃ সর্ব্বনুতঃ পরাত্মা। সুবর্ত্তুলাকারবিভূষণাভ্যাং বশীকৃতং যেন হৃদিস্থিতাভ্যাম্। ১৩৩।

কান্তাকদম্বেন তদীয়দর্শনস্পর্শনাভ্যাং বহুসৌখ্যদাভ্যাম্। কামাত্মনঃ পূর্ণসুখস্য লব্ধি র্মোক্ষোঽস্ত্যতো যূয়মপীহতস্য ১৩৪।

সমুৎসবে পঞ্চশরস্য চিহ্নং ধৃত্বা হ্যনস্তেন সুখেন যুক্তাঃ। যত্নেন মুক্তা ভবথেতি সোক্তঃ প্রোবাচ মৈবং বদতাপ্র-মাণম্। ১৩৫।

কমলজপ্রমুখা জগতঃ স্মৃতা উদয়পালনসংযমনে রতাঃ। ন চ হরেঃ সুত এষ হি পালকো ন চ সুতে সবিতু র্হি তথা প্রভা। ১৩৬।

স্ত্রীণাং তৎসঙ্গিনাং সঙ্গং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ। ইত্যেবং প্রতিষেধস্য সত্ত্বাদ্দুষ্টং ভবন্মতম্। ১৩৭ ॥

পারে ?। বিশেষত এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। যাহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিতে বাসনা করে, তাহারা সেই সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিবেক। পরম্পরা সম্বন্ধে সেই নারায়ণকে প্রত্যেক বস্তুগত ভাবিয়া অভেদ ধ্যান করে, তাহারই সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এতএব তোমরা যদি মুক্তি কামনা করিয়া থাক, তাহা হইলে গুরু এবং শাস্ত্রোপদেশে সেই অদ্বিতীয়, অখণ্ড পরমেশ্বরের সম্যক্রূপে যত্নসহকারে ধ্যান করিলে শীঘ্র মুক্ত হইতে পারিবে।

আচার্য্যের এই বাক্য শুনিয়া তাহারা চিহ্ন সকল ত্যাগ করিল। অনন্তর মস্তকদ্বারা গুরুকে প্রণাম করিয়া, গুরুর উপ-দেশে বিদ্যা লাভ করিয়া, স্মৃতি কিম্বা পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত বিহিত কার্য্যে অত্যন্ত আসক্ত হইল। এইরূপে তাহারা সকলেই ক্রমশঃ সাধু হইয়া উঠে। ৮৭—১৩১।

অনন্তর কতকগুলিন কামদেবের ভক্ত আসিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিল। আমাদের অদ্ভুত মত শ্রবণ করুন। যে মন্মথ সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তিনিই স্বর্গাদি কর্ত্তা। অতএব যাহারা সকলবস্তু কামনা করে, তাহারা সর্ব্বজনের পূজ্য—পর-মাত্মা সেই কামদেবকে উপাসনা করিবেক। যে মন্মথ কামিনী-গণের হৃদয় স্থিত বর্ত্তুলাকার দুটি ভূষণদ্বারা এই জগৎ বশীভূত করিয়াছেন। সেই ইচ্ছাময়—পূর্ণসুখরূপী মন্মথের লাভ হই লেই মোক্ষ লাভ হয়। অতএব আপনারাও মন্মথের উৎসবে পঞ্চশরের চিহ্ন ধারণ করিয়া অনন্তসুখে লিপ্ত থাকিয়া যত্নপূর্ব্বক মুক্ত হইবেন।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন। তো-মরা কদাচ এরূপ অপ্রামাণিক কথা মুখ দিয়া বলিও না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইহাঁরাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের কারণ। যেমন বিষ্ণুর পুত্র অনঙ্গ কদাচ পালক নয়, তদ্রূপ সূর্য্যের পুত্রে প্রভা কখনই সঙ্গত হয় না। স্ত্রীগণের এবং যাহারা স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহাদের সঙ্গ দূরে ত্যাগ করিবেক। এইরূপ যখন নিষেধ দেখা যাইতেছে, তখন তোমাদের মত ভাল নহে। অপিচ মন্মথ যে মোক্ষদান করিবেন, তাহার শক্তি কোথায় ?। বরং অবিরুদ্ধ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বর্ত্তমান থাকাতে প্রদ্যুম্নই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তা।

শঙ্করের এই বাক্য শুনিয়া ক্রৌঞ্চবিৎ সকলেই তাঁহাকে

কিঞ্চানঙ্গস্য মোক্ষাদিদাতৃত্বে শক্ততা কুতঃ। প্রদ্যুম্নস্য চ কর্তৃত্বং সৃষ্ট্যাদের্ন বিরোধতঃ। ১৩৮॥

প্রত্যক্ষাদেরিতি শ্রুত্বা নত্বা ক্রৌঞ্চবিদাদয়ঃ। ত্যক্তচিহ্না বভূবুস্তে পঞ্চপূজাদি তৎপরাঃ। ১৯॥

তস্মাদুদক্পথায়াস্তং পুরং মাগধমদ্ভুতম্। কুবেরোপাসকাস্তত্র কুবেরপ্রমুখাঃ স্থিতাঃ। ১৪০॥

নবনিধ্যাত্মসৌবর্ণপদকাবলিশোভিতাঃ। উচুর্নবনিধীশত্বাৎ সর্ব্বাধিকধনঃ কিল। ১৪১॥

কুবেরস্তস্য ভক্তানামস্মাকং ন দরিদ্রতা, ততো নঃ পূর্ণ আনন্দো ব্রহ্মরূপোঽস্তি ভো যতে!। ১৪২॥

কর্ম্মণোঽপ্যর্থমূলত্বাত্তৎপতেঃ সেবনং বরম্। মোক্ষাদ্যাকাঙ্ক্ষিভিঃ সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যং সুপ্রযত্নতঃ। ১৪৩॥

কিঞ্চ ব্রহ্মাদিকানাং স ধনদানেন পালকঃ। তস্মাৎ সমগ্রলোকানাং স্বাম্যরং সেব্যতাং গতঃ। ১৪৪॥

তস্য সেবাকরী কাচিদ্যক্ষিণী সুরসুন্দরী। মহদৈশ্বর্য্যলাভস্তৎসেবনাদপি জায়তে। ১৪৫॥

তস্মাত্তদন্যসেবাং যে কুর্ব্বন্তি মনুজাদয়ঃ। মোক্ষাদ্যাকাঙ্ক্ষিণস্তে তু মন্দা ভাগ্যবিবর্জ্জিতাঃ। ১৪৬॥

তস্মাৎ ভবন্তোঽপি কুবেরসেবাং কুর্ব্বন্তু মোক্ষার্থমনন্যচিত্তাঃ। ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ যুষ্মন্মতং প্রমাণেন বিহীনমেব। ১৪৭॥

স্বামী কুবেরোঽস্য পরোধনস্য তথাপি কশ্চিন্নহি তেন তৃপ্তঃ। লোভেন যুক্তস্য কুতোঽস্তি তৃপ্তিরতোঽস্য ধর্ম্মোঽপি ন বিদ্যতেঽণুঃ। ১৪৮॥

মোক্ষস্য বার্ত্তা স্মৃতিদূরগাস্তি তস্মাৎ পরিত্যাজ্যমনর্থরূপম্। দ্রব্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুভিঃ সংসেব্যং ন যস্যাস্তি পুনর্ব্বিয়োগঃ। ১৪৯॥

প্রণাম করিল—সমস্ত চিহ্ন ত্যাগ করিল—শেষে পঞ্চ দেবতার পূজা এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

ঐ স্থান হইতে উত্তর পথে গিয়া আচার্য্য পরমরমণীয় মাগধ দেশে উপস্থিত হন। তথায় কুবের দেবতার উপাসক কুবেরাদি কতকগুলিন লোক বাস করিত। নব নিধিময় সুবর্ণপদক দ্বারা বিভূষিত হইয়া তাহারা আচার্য্যকে বলিল। কুবের নবনিধি সমূহের ঈশ্বর, এবং তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনবান্ আমরা সেই কুবেরের ভক্ত, সুতরাং আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ হইবার সম্ভাবনা নাই। হে যতিরাজ! সেই কারণে আমাদের ব্রহ্মরূপ পূর্ণ আনন্দ নিয়তই বিদ্যমান। সংসারে সকল কর্ম্ম অর্থমূলক, এই কারণে অর্থপতির সেবা আবশ্যক। মোক্ষপ্রার্থী সকলেই যত্নপূর্ব্বক অর্থপতি কুবেরের সেবা করিবেক। আমাদের প্রভু কুবের ধনদানে ব্রহ্মাদিদেবগণের পালন করেন। কুবের সকল লোকের স্বামী, সুতরাং তাঁহারই সেবা করা আবশ্যক। একজন সুরসুন্দরী যক্ষপত্নী কুবেরের সেবা করিত। তাহাতে সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়। অতএব যে সকল মানব মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া কুবের ভিন্ন অন্যদেবতার উপাসনা করে, তাহারা মূঢ়মতি এবং সৌভাগ্যবর্জ্জিত জানিবেন। সুতরাং আপনারাও মোক্ষের নিমিত্ত একমনে ঐ কুবেরের উপাসনা করুন।

তাহাদের এই বচন শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন। তোমাদের বাক্য অপ্রমাণ। কুবের অর্থের প্রধান স্বামী হইলেইও তথাপি তাহাদ্বারা কেহই তৃপ্ত নহে। যে ব্যক্তি লোভী, তাহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই। এবং তাহার অণুমাত্র ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কুবেরের উপাসনা করিলে যে মোক্ষ হইবে, সে কথা সুদূর পরাহত। অতএব অনর্থ বিষয় পরিত্যাগ করিবেক। যে বস্তু একবার পাইলে আর তাহার বিয়োগ হয় না, মোক্ষার্থী সাধুগণ যত্নসহকারে সেই দ্রব্যেরই সেবা করিবেক। মহাজনেরা বলেন—"অর্থকে অনর্থরূপে সর্ব্বদা ভাবনা করিবেক। সত্য ২ অর্থে অণুমাত্র সুখের আশঙ্কা নাই। অধিক কি যাহারা ধনাঢ্য, তাহাদের পুত্রের নিকটেও শঙ্কা ঘটিয়া থাকে। এই নীতি সকল স্থানে নিহিত আছে জানিবে।" এই বচনে যদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় হউক, তথাপি

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি যতঃ সুখলেশঃ সত্যম্। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্র এষা বিহিতা নীতিঃ। ১৫০।

ইত্যুক্তে নমু ধর্ম্মোঽপি তৎসাধ্য ইতি চেত্তথা। অস্তু নাম কুবেরস্তু সেব্যো নৈব ধনার্থিনা। ১৫১ ॥

যতঃ প্রাক্ সুকৃতাদেব ধনভাজো জনা মতাঃ। ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভোঽস্তি বিষ্ণু র্লক্ষ্মীপতি র্হরঃ। ১৫২ ॥

হিরণ্যবীর্য্য ইন্দ্রস্তু সুবর্ণাচলসংস্থিতঃ। এবং বিধা ধনেনাস্য জীবন্তীত্যতিসাহসম্। ১৫৩ ॥

মহন্নিন্দার্থকং বাক্যং নৈববাচ্যমিতঃ পরং। চিহ্নানি সংপরিত্যজ্য স্নানসন্ধ্যাদিতৎপরাঃ। ১৫৪ ॥

অদ্বৈতবিদ্যয়া যুক্তাঃ পঞ্চপূজারতাঃ সদা। ভবতেত্যুদিতাঃ সর্ব্বে গুরুপাদাম্বুজে রতাঃ।১৫৫ ॥

ত্যক্তচিহ্না বভূবুস্তে পঞ্চপূজাদিতৎপরাঃ। ইন্দ্রভক্তাস্ততো নত্বা তমূচুঃ পরমং গুরুম্। ১৫৬ ॥

ইন্দ্রঃ স্বামিন্! দেবগন্ধর্ব্বযক্ষৈঃ সর্ব্বেশঃ সর্গাদি কর্ত্তা সুসেব্যঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এবেতি বেদে তত্তচ্ছব্দৈ র্বাচ্য এবৈব নান্যঃ। ১৫৭ ॥

সর্ব্বেশত্বং সর্ব্বদাতৃত্বমস্য বেদে প্রোক্তং বামনশ্চানুজোঽস্য। রত্নং সর্ব্বং তদ্গৃহে চামৃতাদ্যং দেবাঃ সর্ব্বে যস্য কুর্ব্বন্তি সেবাম্। ১৫৮ ॥

সর্ব্বস্যাত্মা নির্ব্বিশেষঃ পরাত্মা সর্ব্বাতীতঃ শিক্ষকোঽসৌ যতীনাম্। প্রায়চ্ছত্তান্ স্বার্থহীনান্ বৃকেভ্যস্তস্মাদিন্দ্রঃ সেবনীয়ো ভবদ্ভিঃ। ১৫৯ ॥

শ্রেয়স্কামৈরিত্যসৌ প্রোক্ত আহ নৈবং বাচ্যং ব্রহ্মশব্দাদিবদ্ধি। পূর্ণৈশ্বর্য্যে সচ্চিদানন্দরূপ ইন্দ্রঃ শব্দো নৈব বজ্রাদিযুক্তঃ। ১৬০ ॥

সদেবেত্যাদিবাক্যেষু পরং ব্রহ্ম নিরূপিতম্। কারণং জগতো যস্মাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসম্ভবঃ। ১৬১ ॥

ধনার্থী হইয়া কথনই কুবেরের উপাসনা করিবে না। কারণ, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকিলে সকলেই ধনাঢ্য হয়। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ, বিষ্ণু লক্ষ্মীপতি, শিব হিরণ্যবীর্য্য—এবং ইন্দ্র সুবর্ণাচল স্থিত। ব্রহ্মাদি দেবগণও যে, কুবেরের ধনে বাঁচিয়া থাকেন, এ অতিশয় সাহস বাক্য। অতঃপর তোমরা মহৎ লোকের নিন্দাকারক বাক্য আর বলিওনা। এক্ষণে তোমরা সকলে চিহ্ন সকল ত্যাগ কর, স্নান, সন্ধ্যা বন্দনা করিতে থাক, সর্ব্বদা অদ্বৈতবিদ্যার অনুশীলন কর, এবং পঞ্চ দেবতার পূজা কর। এইকথা শুনিয়া তাহারা সকলেই গুরুপাদপদ্মে রত হইল—চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

অনন্তর কতকগুলিন ইন্দ্রের উপাসক তথায় আসিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিল। হে প্রভো! ইন্দ্র সকলের ঈশ্বর এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা। দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। ইন্দ্রই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। বেদে তত্তৎ শব্দ দ্বারা ইন্দ্রকেই বুঝিতে হইবে, অন্য কাহাকে নহে। বেদে কথিত হইয়াছে, ইন্দ্র সকলের ঈশ্বর এবং সর্ব্বদাতা। অধিক কি, বামন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইন্দ্রের গৃহে সমস্ত রত্ন বর্ত্তমান, অমৃতও ইন্দ্রের ভবনে বিরাজমান। সকল দেবতা ইন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন। ইন্দ্র সকলের আত্মা, নির্বিশেষ, পরমাত্মা, সর্ব্বাতীত, এবং তিনি যতিদিগের শিক্ষক। ইন্দ্র বৃকদের (ক্ষুদ্রব্যাঘ্র) উদ্দেশে স্বার্থহীন ঐ সকল লোককে দান করেন। অতএব আপনারাও মোক্ষার্থী হইয়া ইন্দ্রের উপাসনা করিবেন। ১৩২—১৫৯।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে বলিলেন। ব্রহ্মাদিশব্দের মতন ইন্দ্রশব্দ কথনই হইতে পারে না। ইন্দ্রশব্দ যথন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য বিষয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়, তথন বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে কথনই বুঝাইতে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমেক একাগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বেদ বাক্যে পরব্রহ্মকেই জগতের কারণ ব-

ব্রহ্মণস্ত্বিন্দ্রবহ্ন্যাদিদেবাদীনাং সমুদ্ভবঃ। ইন্দ্রঃ স্রষ্টেতি চেদন্যে লোকপালাঃ কুতো নহি। ১৬২ ॥

সর্ব্বদাতৃত্বমপ্যস্য সাপেক্ষং সর্ব্বজন্তুবৎ। সুধাপানেন ব্রহ্মত্বে তদানস্থ্যং প্রসজ্যতে। ১৬৩ ॥

একমেবেতি বেদোহি ব্যর্থঃ স্যাত্তু তথাসতি। সহস্র-কালযুগস্য ব্রহ্মণো দিবসস্য বৈ। ১৬৪ ॥

চতুর্দ্দশাংশসঞ্জীবী কথং স্যাৎ পরমেশ্বরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বলয়ে শিষ্টং সদাদিপ্রতিপাদিতম্। ১৬৫ ॥

জগৎকারণমেষ্টব্যং শ্রুতিরূপাৎ প্রমাণতঃ। ভদ্রহর্য্যাদিভিঃ শুদ্ধাদ্বৈতবিদ্যামুপাশ্রিতৈঃ। ১৬৬ ॥

এবমুক্তা গুরুং নত্বা স্মার্ত্তকর্ম্মপরায়ণাঃ। বভূবুঃ পঞ্চপূজাদিতৎপরাঃ শিষ্যতাং গতাঃ। ১৬৭ ॥

তস্মাদ্যমপ্রস্থপুরং প্রয়াতস্তত্র স্থিতো মাসমথাগতা যে। যমস্য ভক্তা মহিষাস্যতপ্তলোহাঙ্কিতা বাহুষু নৃত্যমানাঃ। ১৬৮ ॥

নত্বোচিরে কিঙ্করসংজ্ঞকাদ্যা লয়স্য হেতুর্যম এব তস্মাৎ। সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তাপি স এব নূনং তত্তস্তদীয়াঃ খলু মুক্তিভাজঃ। ১৬৯

যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞো যচ্ছত্যগ্নিদূতো অলঙ্কৃতঃ। ১৭০ ॥

ইত্যেবং যজ্ঞভোক্তৃত্বং শ্রুতৌ প্রোক্তং যমস্য হি। তস্মাদয়ং পরং ব্রহ্ম সৃষ্ট্যুৎপত্ত্যাদিকারণম্। ১৭১ ॥

তস্য মূর্ত্তি র্দ্বিধা জ্ঞেয়া শুক্লকৃষ্ণবিভেদতঃ। যচ্ছুক্লং তৎ পরং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ শুক্লরূপিণী। ১৭২ ॥

যা মূর্ত্তিঃ সা পরং ব্রহ্ম তস্মান্নির্গুণতো যমাৎ। মহত্তত্ত্বাদিসম্ভূতিদ্বারা রুদ্রো যমস্য হ। ১৭৩ ॥

জাতোঽবতার এতস্মাৎ কৃষ্ণবর্ণো যমঃ কিল। বিষ্ণুনামা সমুৎপন্নস্তস্য নাভিসরোজকে। ১৭৪ ॥

লিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের উৎপত্তি। ব্রহ্মা হইতেই আবার ইন্দ্র, বহ্নি প্রভৃতি দেবগণের জন্ম। আর এক কথা—ইন্দ্রই যদি জগতের স্রষ্টা হয়, তবে অন্যান্য দিক্‌পাল সকল কেন সৃজন কর্ত্তা হইবে না?। সর্ব্ব জন্তু শব্দ যেমন সাপেক্ষ, সর্ব্বদাতা শব্দও সেইরূপ আপেক্ষিক। সুধাপান করিয়া যদি ব্রহ্মপদ লাভ হয়, তবে অনবস্থা দোষ ঘটে। তাহা হইলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই শ্রুতি বৃথা হয়। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার একদিবসের পরিমাণ সহস্রযুগ। তবে পরমেশ্বর কিরূপে ব্রহ্মার একদিনের চতুর্দ্দশ ভাগ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন?। অতএব সকল বস্তু লয় পাইলে 'সৎ' 'চিৎ' ইত্যাদি দ্বারা প্রতিপাদিত ব্রহ্মকে বেদপ্রমাণে জগতের কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। নির্ম্মল অদ্বৈত বিদ্যা যাহারা অবলম্বন করিয়াছেন, সেই ভদ্রহরি প্রভৃতি সকলেই বেদোক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়া থাকেন।

শঙ্করের এই বচন শুনিয়া তাহারা গুরুকে নমস্কার করিয়া স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে আসক্ত হইল। পঞ্চদেবতার পূজা এবং পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সকলেই আচার্য্যের শিষ্য হইল।

শঙ্কর ঐ স্থান হইতে যমপ্রস্থ পুরে গমন করেন। তথায় একমাস অবস্থান করেন। অনন্তর কতকগুলিন যমের ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের বাহুতে মহিষ এবং তপ্ত লৌহের চিহ্ন আছে। সর্ব্বদাই নৃত্য করিতে উদ্যত। কিঙ্কর প্রভৃতি ঐ সকল লোক আসিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিল। যমই লয়ের কারণ এবং যমই সৃষ্টি স্থিতির কর্ত্তা। অতএব যাহারা যমের উপাসনা করিবে, নিশ্চয় তাহারা মুক্তি লাভ করিবেক। "যমের উদ্দেশে সোম রস উৎপাদন কর, যমের উদ্দেশে হবি দান কর, (অগ্নি, যে যজ্ঞের দূত) সেই অগ্নিদূত যজ্ঞ অলঙ্কৃত হইয়া যমের উদ্দেশে নানাবিধ বস্তু দান করিয়া থাকে।" এই বেদবচনে যম যে যজ্ঞভোক্তা, তাহাই দর্শিত হইয়াছে। অতএব যমই পরমব্রহ্ম—যমই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই প্রকার যমের মূর্ত্তি। "যচ্ছুক্লং

রক্তবর্ণো বিধিস্তস্মাদষ্টৌ দিক্‌পতয়োঽভবন্। গ্রহাঃ সূর্য্যাদয়ঃ সর্ব্বং জগজ্জজ্ঞে চরাচরম্। ১৭৫ ॥

এবং কৃত্বা স শিক্ষার্থং দক্ষিণাশাধিপালকঃ। দণ্ডপাণির্ম্মহানীশো মহিষারূঢ় আভবৎ। ১৭৬ ॥

ইন্দ্রাদীনাং নিজাংশানাং মধ্যে তদ্বদ্বিলক্ষ্যতে। ভস্মনান্তর্গতাঙ্গারবৎ স সত্যাদিরূপকঃ। ১৭৭ ॥

তস্মাৎ বিশুদ্ধবুদ্ধাদিরূপঃ সর্ব্বস্য কারণম্। তস্যাংশঃ সগুণো নৈব নির্গুণোপাসনে প্রভুঃ। ১৭৮ ॥

কশ্চিত্তস্মাদ্বয়ং নীলবর্ণস্যোপাসনং সদা। কুর্ম্মস্তেন যতো নাশং মূলাজ্ঞানং প্রপদ্যতে। ১৭৯ ॥

তস্মিন্নষ্টে যমঃ সর্ব্বমিতি বোধো বিজায়তে। ততঃ শুক্লযমস্যাদিরূপো মোক্ষো ভবত্যতঃ। ১৮০ ॥

যূয়ং মোক্ষার্থিনঃ সর্ব্বে কুরুতানন্যচেতসঃ। তদীয়োপাসনং তস্য মুক্তিং প্রাপ্স্যথ বোধতঃ। ১৮১ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ নৈবং বাচ্যং বিরুদ্ধং শ্রুতিতো ভবদ্ভিঃ। পুরা পিতুঃ শাপবশাদ্ধি কশ্চিদ্দ্বিজঃ পুরং প্রাপ্য যমস্য গেহম্। ১৮২

স নাচিকেতা অবসৎ ত্রিরাত্রমন্নং বিনা তং হ্যতিথিং স্বকান্ত্যা। যুক্তং যমঃ প্রেক্ষ্য সুবেপমানঃ প্রোবাচ ভূদেবমতীব নম্রঃ। ১৮৩

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসী গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্! স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব। ১৮৪ ॥

ইত্যেবং তু যমেনাসৌ নমঃপূর্ব্বমুদীরিতঃ। নচিকেতা উবাচৈনং বচনং সুমনোহরম্। ১৮৫ ॥

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথাস্যাদ্বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো॥ ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে। ১৮৬ ॥

তৎপরং ব্রহ্ম” এইরূপ শ্রুতি থাকাতে যমের শুক্লবর্ণ মূর্ত্তি পরম ব্রহ্ম। ঐ নির্গুণ যম হইতে যমের মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দ্বারা রুদ্রাবতার উৎপন্ন হয়। এইজন্য যম কৃষ্ণবর্ণ। যমের নাভিসরোজে বিষ্ণু উৎপন্ন হন। রক্তবর্ণ ব্রহ্মা এবং অষ্টদিক্‌পাল যম হইতে উৎপন্ন হয়। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ সকল, অধিক কি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব যম হইতে সৃষ্ট হয়। তিনি শিক্ষাদিবার নিমিত্ত এই সকল সৃজন করিয়া দণ্ড হস্তে করিয়া এবং মহিষে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকের পালক হন। ভস্মের অন্তর্গত অঙ্গারকে যেমন জানিতে পারা যায়, তদ্রূপ মহেশ্বর যম আপনার অংশস্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্যে লক্ষিত হন। তিনিই সত্যস্বরূপ। অতএব তিনি বিশুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য, মুক্তস্বভাব, তিনি সকল পদার্থের কারণ। তাঁহার অংশ সগুণ, কেহ কখন নির্গুণের উপাসনা করিতে সক্ষম নহে। এই কারণে আমরাও কৃষ্ণবর্ণ যমের সর্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকি। এই সগুণ যমের উপাসনা করিলে মূল অজ্ঞান নষ্ট হয়। অজ্ঞান নাশ হইলে ‘যমই সর্ব্বময়’ এই জ্ঞান জন্মায়। অনন্তর শুক্লবর্ণ যমের রূপাতীত আকৃতির নাম মোক্ষ। আপনারা সকলেই মোক্ষার্থী, সুতরাং অনন্যমনে যমের উপাসনা করুন। পরে তাহার জ্ঞান হইলে মুক্তি লাভ করিবেন। ১৬০—১৮১।

যমোপাসকদিগের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে বলিলেন। তোমরা এরূপ শ্রুতিবিরুদ্ধ বাক্য কদাচ বলিও না। এ বিষয়ে আমি তোমাদিগকে কঠোপনিষদের প্রমাণ দেখাইতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে নচিকেতা নামে কোন একজন ব্রাহ্মণ তনয় পিতার কাছে অভিশপ্ত হইয়া যমপুরে গমন করিয়া যমের গৃহে তিন রাত্রি বাস করেন। যম দেখিলেন—একজন ব্রাহ্মণ তিন রাত্রি আমার গৃহে অনাহারে বাস করিতেছেন, অথচ শরীরের লাবণ্য কিছুমাত্র লোপ পায় নাই। তখন যম কাঁপিতে ২ অত্যন্ত নম্রভাবে ভূদেবকে বলিলেন। “হে ব্রাহ্মণ! তুমি তিন রাত্রি আমার গৃহে বাস করিয়াছ। তুমি আমার অতিথি হইয়াছ, অথচ কোন খাদ্য

যম উবাচ। যথা পুরস্তাত্তবতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণি র্মৎ-প্রসৃষ্টঃ। সুখং রাত্রীঃ শয়ীতা বীতমন্যুস্ত্বাং দর্শিবান্ মৃত্যু-মুখাৎ প্রমুক্তম্। ১৮৭ ॥

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গ-লোকে। ১৮৮ ॥

নচিকেতা উবাচ। স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো! প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্। স্বর্গলোকাদমৃতত্বং ভজন্তে এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ। ১৮৯ ॥

এবমুক্ত উবাচাগ্নেঃ স্বরূপং যম আদরাৎ। নচিকেতা-স্ততঃ প্রাহ মৃত্যুং বুদ্ধিমতাম্বরঃ। ১৯০ ॥

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়কঃ। ১৯১ ॥

এবমুক্তো যমস্তস্য লোভমুৎপাদয়ন্ বহু। ধনাদিনা বরস্তাস্য গোপ্যতামভিলক্ষ্য সঃ। ১৯২ ॥

অথৈনং লোভনির্মুক্তং বিদ্যার্থিনমকল্মষম্। দৃষ্ট্বা প্রাহ যমস্তত্ত্বং সুগোপ্যমধিকারিণে। ১৯৩ ॥

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যো-মিত্যেতৎ ॥ ১৯৪ ॥

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবস্থিতম্। মহান্তং বিভুমা-ত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ১৯৫ ॥

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যু র্যস্যোপ-সেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ। ১৯৬ ॥

ইত্যাদিনোপদিষ্টঃ স কৃতার্থো গৃহমাগমৎ। ইতি শ্রুতৌ যমেনৈব মৃত্যু র্ব্রহ্মোপসেচনম্। ১৯৭ ॥

প্রোক্তং ন চ স্বয়ং স্বস্য ভক্ষ্যং ভবিতুমর্হতি। ততো যমাৎ পরং ব্রহ্ম কারণং সর্ব্ববস্তুনঃ। ১৯৮ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিরূপেণ সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ। উপসেচন- লি-ঙ্গানাং ধারণেন বিমুক্ততা। ১৯৯ ॥

পাও নাই। তুমি যখন অতিথি, তখন তোমাকে নমস্কার। হে ব্রাহ্মণ! তুমি অনশনে আমার গৃহে বাস করিয়া আমার যে অপরাধ হইয়াছে, সেই অপরাধের পরিবর্ত্তে আমার যেন মঙ্গল হয়। যদ্যপি তুমি অনুগ্রহ করিলে আমার সম্পূর্ণ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, তথাপি অত্যন্ত প্রসন্নতার জন্য অনশনে তিনরাত্রি উপবাস করাতে আমিও তিনরাত্রির জন্য তিনটি বিশেষ অভিপ্রেত বর দিতে ইচ্ছা করিতেছি। যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার নিকট হইতে তিনটি বর প্রার্থনা করিতে পার।" যম প্রণাম পুরঃসর এই কথা বলিলে নচিকেতা তাঁহাকে সুমধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। "যদি আপনি আমাকে তিনটি বর দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে (আমার পুত্র যমকে পাইয়া কি করিবে) এই রূপ সঙ্কল্প যেন পিতার উপ-শান্ত হয়। আমার পিতা গৌতমের আমার উপরে যে রোষ আছে, তাহা যেন নিবৃত্ত হয়। হে যম! যখন আপনি আ-মাকে গৃহে পাঠাইয়া দিবেন, তখন আমার পিতা যেন আ-মাকে জানিতে পারেন যে, আমার সেই পুত্র গৃহে আসিয়াছে। এবিষয়ে যেন তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি লাভ হয়। এই আমার প্রয়োজন। তিনটি বরের মধ্যে আমি এই প্রথম বর প্রার্থনা করি। কারণ, ইহাতে পিতার পরিতোষ হইবে।"

যম বলিলেন—"পূর্ব্বে যেমন তোমার পিতা তোমার উপরে স্নেহযুক্ত ছিলেন, সেই রূপ এক্ষণেও তোমার পিতা স্নেহযুক্ত হই-বেন। অরুণের পুত্র উদ্দালক যেমন পূর্ব্বে আমার অনুজ্ঞা পাইয়া তিনরাত্রি প্রসন্নমনে সুখে শয়ন করিয়াছিল। সেইরূপ তুমি যখন মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া সুখে বাস করিবে, তখন তোমার পিতা পূর্ব্বমত প্রতীতি লাভ করিয়া ক্রোধশূন্য হইয়া তোমাকেও দেখিতে পাইবেন।"

নচিকেতা বলিল—"স্বর্গে রোগ শোকাদি নিমিত্ত কোন ভয় নাই। হে মৃত্যো! ইহলোকে যেমন আপ-

ইত্যুক্তিরববোধাল্লো ভবতাং সাহসান্বিকা। মার্কণ্ডেয়ে শৃণু প্রোক্তং পুরাণে ভক্তবৎসলঃ। ২০০ ॥

মহাদেবো যমং পীড্য স্বভক্তপরিপালনম্। অকরোৎ কিঞ্চ পাপাত্মা সুন্দরাখ্যো বভূব হ। ২০১ ॥

জাগরণং তু কৃতং তে ন ধনলোভাৎ কদাচন। শিবরাত্রৌ ততো দূতৈ র্যমস্যাকৃষ্যতাং গতে। ২০২ ॥

জীবেহন্ত তত আগত্য শিবদূতৈঃ সুতাড়িতাঃ। পরিত্যজ্য গতা যাম্যাঃ শিবলোকং স সুন্দরঃ। ২০৩ ॥

নীতঃ শৈবৈ র্হি ভক্তানামগ্রগণ্যো বভূব হ। অজামিলোঽপি কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণানাং বিহায় তু। ২০৪ ॥

নীচস্ত্রীসঙ্গতঃ পুত্রান্ পঞ্চ প্রাপ্য কনিষ্ঠকম্। নারায়ণং ব্রুবন্ প্রাণাং স্ত্যজন্ যাম্যৈঃ প্রপীড়িতঃ।২০৫ ॥

বিষ্ণুদূতৈস্তদাগত্য রক্ষিতস্তে তু কিঙ্করাঃ। যমস্ত ভগ্নসঙ্কল্পা-স্তন্মন্দিরমথো যযুঃ। ২০৬ ॥

তস্মাদ্যূয়ং পরিত্যজ্য চিহ্নান্তৈস্তত্তৎপরাঃ। বৈদিকং কর্ম্ম কুর্ব্বস্তঃ শুদ্ধাস্তেন ততঃ পরম্। ২০৭ ॥

নাকে দেখিলেই লোকে ভীত হয়, স্বর্গে সেরূপ জরাদি জনিত কোন ভয় নাই। যেব্যক্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা এই উভয় উত্তীর্ণ হইয়া শোক অতিক্রম করিয়াছে, সুমানস, দুঃখবর্জ্জিত সেই ব্যক্তিই স্বর্গ লোকে আনন্দিত হইয়া থাকে।" আরো বলিলেন—এরূপ মহাগুণ বিশিষ্ট স্বর্গলোকের প্রাপ্তি সাধন স্বর্গীয় অগ্নি। হে যম! আপনি সেই স্বর্গীয় অগ্নিকে স্মরণ করিতেছেন? আমি স্বর্গপ্রার্থী, আমি শ্রদ্ধালু, আপনি আমাকে তাহার বিষয় বলুন। যে অগ্নি আহরণ করিলে স্বর্গ ফল হয়, সেই সকল যজমানেরা যে অগ্নিদ্বারা অমরত্ব (দেবত্ব) পাইয়া থাকে। আমি দ্বিতীয় বর দ্বারা এই অগ্নি বিজ্ঞান প্রার্থনা করি।"

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ কেবল মাত্র বিধি ও নিষেধ দ্বারা নিবদ্ধ। যদি এই বিধি নিষেধের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে তাহাতে বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বে দুটি বর দ্বারা যে বস্তু সূচিত হইয়াছে, তাহাতে আত্মতত্ত্বের কোন বিষয় নাই—এবং তাহাতে যথার্থ আত্মজ্ঞানের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব যাবতীয় বিধি ওনিষেধাত্মক বিষয় আছে; আত্মাতে ক্রিয়া কি কোন কারকের ফল অর্পিত আছে; এই কারণে সংসারের বীজ অজ্ঞান স্বাভাবিক। ঐ অজ্ঞান নিবৃত্তি পাইলে এক মাত্র ব্রহ্ম জ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে কোন ক্রিয়া কি কোন কারকের ফল আরোপ করিতে হয় না। জগতে ব্রহ্মজ্ঞান আত্যন্তিক মুক্তির কারণ। এই কারণে দুইটি বর পাইলেও কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন। আত্ম-জ্ঞান না হইলে অভীষ্ট পূরণ হইবে না। তাহাতেই নচিকেতা পুনর্ব্বার তৃতীয় বর প্রার্থনা করিবার জন্য বলিলেন।

"কেহ কেহ বলেন—মনুষ্য প্রেত হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত একপ্রকার আত্মা থাকে। অপরে বলেন—আত্মা এরূপ নহে, অন্য একরূপ। আমরা প্রত্যক্ষ কি অনুমান দ্বারা কিছুতেই ইহার নির্ণয় করিতে পারি না। পরম পুরুষার্থ কেবল মাত্র বিজ্ঞানের অধীন। অতএব আপনি আমাকে এরূপে শিক্ষাদিন, যাহাতে আমি এই ব্রহ্ম বিদ্যা জানিতে পারি। এক্ষণে তিনটি বরের মধ্যে আমার এই তৃতীয় বর অবশিষ্ট আছে।"

যম নচিকেতার এই বাক্য শুনিয়া ধনাদি দ্বারা নচিকেতার লোভ উৎপাদন করিলেন। পরে যম বিবেচনা করিলেন—এব্যক্তি যে বর প্রার্থনা করিতেছে, তাহা অত্যন্ত গোপনীয়। অনন্তর দেখিলেন—এব্যক্তি নিষ্পাপ শরীর, কোন লোভ নাই, কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছে। তখন নচিকেতাকে যথার্থ অধিকারী দেখিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন।

"সমস্ত বেদ বিভাগ না করিয়া এক ভাবে যে বস্তু প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। যে বস্তু পাইবার জন্য সমস্ত তপস্যার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যে বস্তু পাইতে ইচ্ছা করিয়া গুরুকুলে বাস ইত্যাদি ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন। তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সংক্ষেপতঃ আমি তাহাই তোমাকে বলিতেছি। সে বস্তু আর কিছুই নয়—কেবল [illegible] 'ওঙ্কার' জানিবে।

গুরূপদেশতো জ্ঞানং লব্ধ্বা শান্তিং গমিষ্যথ। ইত্যুক্তাস্তং প্রণম্যাশু বভূবুস্তে তথৈব হি। ২০৮॥

তস্মাৎ প্রাপ প্রয়াগাখ্যং স্থলং পুণ্যবিবর্ধনম্। গঙ্গায়া যমুনায়াশ্চ সরস্বত্যাশ্চ সঙ্গমম্। ২০৯॥

তত্র স্থিতে গুরৌ পাশচিহ্না বরুণসেবকাঃ। সমাগতাস্তথা বায়ুপাসকা ধ্বজচিহ্নিতাঃ। ২১০॥

ভূমিদেবস্ত সেবায়াং রতাঃ পূর্ণাঙ্কধারিণঃ। তীর্থস্তোপাসকা বিন্দুচিহ্নাশ্চৈব সমাগতাঃ।২১১॥

তত্রাদ্যানাং গুরুঃ প্রাহ গুরুং তীর্থপতিস্তদা। শ্রোতব্যং মন্মতং চিত্রং পুণ্যদং যতিশেখর!। ২১২॥

সর্ব্বোত্তমো জীবনহেতুরস্ত দেবাদিবন্দ্যো বরুণঃ সুসেব্যঃ। তং প্রাণাথস্তবদৎ সমীরঃ সর্ব্বস্ত হি প্রাণ উপাসনীয়ঃ। ২১৩॥

মুনিস্ততোঽনস্ত উবাচ চৈনং সর্ব্বোত্তমা ভূমিরুপাসনীয়া। নত্বা ততো জীবনদো জগাদ তীর্থং সুসেব্যং সকলৈঃ সুখাশৈঃ। ২১৪॥

ইহা জানিলে শোক ক্ষয় হয়। আত্মার শরীর নাই—আত্মা স্বীয়রূপে আকাশ তুল্য। তথাপি বিনশ্বর মনুষ্য কীটপতঙ্গাদি শরীরে আত্মা অবস্থিতি করে। আত্মা নিত্য ও অধিকারী, তিনি মহান্—তিনি সর্ব্বব্যাপী। 'অয়মহম্' সেই আত্মাই আমি, এইরূপ জানিয়া ধীমান্ ব্যক্তি শোকাকুল হন না। বস্তুতঃ এরূপ অবস্থায় এরূপ আত্মজ্ঞানীর শোকোৎপত্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে আত্মার ব্রহ্ম ও ক্ষত্র, এই দুটি সকল ধর্ম্ম ধারণ করিলেও কেবল ওদন (অন্ন) স্বরূপ হয়। সর্ব্ব বিনাশক মৃত্যু যে আত্মার উপসেচন অর্থাৎ সেককারী (প্রক্ষালনার্থ জল)। যে ব্যক্তি নীচ—যাহার কোন সাধনা নাই—সে কি করিয়া জানিতে পারিবে যে, আত্মা অমুকস্থানে বিদ্যমান আছে। সেই প্রাকৃত মনুষ্য মনে করিয়া থাকে, কে আর যথোক্ত সাধন বিহীন ব্যক্তির মতন সেই আত্মবস্তু জানিতে পারিবে?।"

এইরূপে যম কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নচিকেতা কৃতার্থ হন। পরে আপনার গৃহে গমন করেন। দেখ—কঠোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় বল্লীর এই প্রকরণে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, যম ব্রহ্মের উপসেচন। কেহ কখন স্বয়ং আপনার ভক্ষ্যের বিনাশক হইতে ইচ্ছা করে না। অতএব পরব্রহ্ম কেবল যমের নহে—অন্যান্য সকল পদার্থেরই কারণ। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যত্নপূর্ব্বক পরব্রহ্মের সেবা করিয়া থাকেন। উপসেচন (সেবক) স্বরূপ যমের চিহ্নাদি ধারণ করিলে যে মুক্তি হয়, ইহা তোমাদের অজ্ঞানের কথা। তাহাতেই সাহস ভরে এই কথা বলিয়াছ।

মার্কণ্ডের পুরাণে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। "ভক্তবৎসল মহাদেব যমকে পীড়ন করিয়া আপনার ভক্তগণের রক্ষা করিয়াছিলেন। অপিচ সুন্দর নামে একজন পাপিষ্ঠ ধনলালসায় কোন সময় শিবরাত্রির দিনে জাগরণ করিয়াছিল। পরে যমদূতেরা আসিয়া তাহার জীবাত্মাকে বাঁধিয়া যখন গমন করে, তৎকালে শিবদূত সকল আসিয়া যমদূতদিগকে যথেষ্ট তাড়না করে। তাহাতে তাহারা সুন্দরের জীব ফেলিয়া পলায়ন করে। শিবদূতেরা সুন্দরকে শিবলোকে লইয়া যায়। তদবধি সুন্দর একজন ভক্তদিগের অগ্রগণ্য হয়।"

অজামিল নামে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের আচার, ধর্ম্ম, কার্য্য সকল একবারে পরিত্যাগ করে। নীচ স্ত্রীসংসর্গে তাহার পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হয়। মরিবার সময় কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। তখন যমদূতগণ তথায় আসিয়া তাহাকে অত্যন্ত পীড়ন করে। ঐ সময় বিষ্ণুদূত সকল আসিয়া অজামিলকে রক্ষা করে। যম কিঙ্করেরা ভগ্নমনোরথ হইয়া শেষে স্ব স্ব স্থানে গমন করে। অতএব তোমরা চিহ্ন সকল ত্যাগকর—অদ্বৈত ব্রহ্মের অনুষ্ঠানে রত হও বৈদিক যত কার্য্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে।

তচ্চ ত্রিবেণীতি প্রথামুপেতং পাপাপহং যস্য হি বিন্দুমাত্রম্। কেচিত্তু তদ্দর্শনতো বিমুক্তিং বদন্তি সর্ব্বোত্তমতা ততোঽস্য। ২১৫॥

অম্ব! ত্বদ্দর্শনান্মুক্তি র্ন জানে স্নানজং ফলম্। নারদেনোক্তমেতদ্ধি কিঞ্চ সর্ব্বাত্মকং জলম্। ১৬॥

আপো বৈ স্ত্যরিদং সর্ব্বমিত্যাদিশ্রুতিবাক্যতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মকত্বেন ব্রহ্মত্বেঽস্ত্যেতদেব হি। ২১৭॥

মোক্ষার্থিভি র্ভবদ্ভিস্তু সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ। ইত্যেব মুক্ত আহেদং শঙ্করঃ পরমো গুরুঃ। ২১৮॥

উপাসনা সুখজননী ন কার্য্যগা হ্যনিত্যতাঙ্গসকলকার্য্যগা মতা। জলস্য সর্ব্বপরমতা তু যোদিতা শ্রুতৌ তু সা ক্ষিতিমুখরাদ্যপেক্ষয়া। ২১৯॥

মুক্তিরতো যুষ্মাকমলভ্যা নাস্তি বিমোক্ষেঽনিত্যগুসেবা। সাধনমাত্মজ্ঞানমতঃ সংসাধ্যমলং মোহং পরিহায়। ২২০॥

বিশ্বসুখাতিক্রান্তমমেয়ং প্রাপ্য বিমুক্তা আভবথাদ্ধা। তে শ্রুতবন্তঃ শ্রীগুরুশিষ্যাস্ত্যক্তনিজাঙ্কাঃ সম্প্রতি জাতাঃ। ২২১॥

অনন্তর গুরুর উপদেশে জ্ঞান লাভ করিয়া শেষে শান্তি নিকেতনে গমন করিবে। তাহারা আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং শীঘ্র উক্ত কার্য্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল। ১৮২—২০৮।

অনন্তর গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতীর যে স্থানে সঙ্গম হইয়াছে, আচার্য্য সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগ তীর্থে গমন করেন। তথায় কিছু দিন অবস্থান করিলে পাশচিহ্নধারী বরুণের উপাসক—ধ্বজচিহ্নধারী বায়ুর উপাসক—পূর্ণ চিহ্নধারী ব্রাহ্মণের উপাসক এবং বিন্দুচিহ্নধারী তীর্থের উপাসক কতকগুলিন লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে বরুণের উপাসক তীর্থপতি, শঙ্করকে বলিল। হে যতিরাজ! আপনি আমার রমণীয় মত শ্রবণ করুন। বরুণ সকলের শ্রেষ্ঠ এবং জগতের সমস্তজীবের জীবন দাতা। দেবগণ ইঁহার বন্দনা করেন। অতএব সকলেরই বরুণের আরাধনা করা উচিত। প্রাণনাথ নামে একজন শঙ্করকে বলিল—সমীরণ সকলেরই প্রাণ, সুতরাং বায়ুর উপাসনা বিধেয়। অনন্ত নামে একজন বলিল—সকলের শ্রেষ্ঠ ভূমির উপাসনা করা আবশ্যক। জীবনদ বলিল, যাহারা সুখাভিলাষী, তাহারা যেন তীর্থ সেবা করে। তাহার মধ্যে বিখ্যাত এই 'ত্রিবেণী' তীর্থ, তাহার বিন্দুমাত্র। তথাপি এই ত্রিবেণীতীর্থ দেখিবামাত্র পাপক্ষয় হয় এবং মুক্তিলাভ ঘটে। অতএব ত্রিবেণী সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ। নারদ বলিয়াছেন—'হে মাতঃ! আপনার দর্শনে যখন মুক্তি ঘটে, তখন আপনার জলে স্নান করিলে যে কি হয়, তাহা জানি না। বিশেষতঃ বেদে আছে—'আপো বৈ স্ত্যরিদং সর্ব্বম্' এই সমস্ত জগৎ জলময়। যদি জল সর্ব্বময় হইল, তবে জলই ব্রহ্ম। এই কারণে আপনারা মোক্ষকামনা করিয়া যত্নপূর্ব্বক এই জলেরই উপাসনা করিবেন।

তাহাদের এই সকল বাক্য শুনিয়া পরমগুরু শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। কার্য্যগত উপাসনা কখন সুখোৎপাদন করিতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছে, তাহা কেবল ক্ষিতি, তেজ ইত্যাদি হইতেই জলের শ্রেষ্ঠতা। অতএব তোমাদেরও মুক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে। তবে মোক্ষের আরাধনা করিতে হইলে অনিত্য বস্তুর সেবা করা উচিত বটে। এক্ষণে একেবারে মোহত্যাগ করিয়া যাহাতে আত্মজ্ঞান হয়, তাহার সাধনা করিতে হইবে। পৃথিবীতে যত সুখ আছে, আত্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আত্মজ্ঞানের পরিমাণ নাই—অমেয় আত্মজ্ঞান পাইয়া তোমরা শীঘ্র মুক্ত হইবে। তাহারা শঙ্করের বাক্য শুনিয়া গাত্রের চিহ্ন সকল ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি গুরুদেবের শিষ্য হইল।

অনন্তর একজন শূন্যবাদী গুরুকে নমস্কার করিয়া বলিল। আমি পথে আসিতে এক অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিয়াছি। আপনি তাহা সাবধানে শ্রবণ করুন। মৃগতৃষ্ণার জলে স্নান করিয়া, আকাশপুষ্পের মালা পরিয়া, এবং শশশৃঙ্গের ধনু ধারণ করিয়া একজন বন্ধ্যার পুত্র গমন করিতেছে। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র দেব ভাবে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া হে যতিরাজ! আপনার কাছে দ্রুত আসিয়াছি।

শূন্যবাদী ততো নত্বা গুরুং প্রোবাচ শঙ্করম্। কিঞ্চ দৃষ্টং ময়া মার্গে সাবধানমনাঃ শৃণু। ২২২ ॥

মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। সুখং বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ। ২২৩ ॥

তং দৃষ্ট্বা দেবভাবেন প্রণম্য শিরসা ভৃশম্। আগতোঽস্মি যতিশ্রেষ্ঠ! তবাস্তিকমহং দ্রুতম্। ২২৪ ॥

তাহা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—হে পণ্ডিতবর! তোমার নাম কি? সে বলিল, হে প্রভো! আমার নাম নিরালম্বন। আমার পিতার নাম ক্লৃপ্ত। তিনিই এই মতের বক্তা। তাহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন। শূন্য বলিয়া তোমার মত নিন্দনীয়। শূন্য পদার্থের কখন ব্রহ্মভাব থাকিতে পারে না। 'তমেবভান্তম্' তাহার প্রকাশে সকল পদার্থের প্রকাশ হয়। এই রূপ শ্রুতি থাকিতে তোমার বচন অগ্রাহ্য। অতএব মূঢ়তা ত্যাগ করিয়া তুমি অদ্বৈতবিদ্যা আশ্রয় করিয়া সুখীহও। এই কথা শুনিয়া সে পুনর্ব্বার আচার্য্যকে বলিল। 'খং ব্রহ্ম' বেদে আছে আকাশই ব্রহ্ম। সকল ভূত অপেক্ষা আকাশ প্রধান। আকাশই সকলের আশ্রয়। সকল বস্তু তাহার পশ্চাৎ অন্তগত হয়। ইত্যাদি বেদ বচনে শূন্য বস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অপিচ বেদান্তে আছে—'আকাশস্তলিঙ্গাৎ' তাহার লিঙ্গ হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। বেদান্তদর্শনের এই বাক্যে আকাশের ব্রহ্মভাব নিশ্চিত হইয়াছে। অতএব আপনার এমত স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

তাহাদের কথা শুনিয়া গুরুবর বলিলেন। হে মূঢ়তম! তুমি কদাচ আকাশকে সগুণ বলিতে পার না। এই কারণে কি আকাশের কি পবনের কোন মতে ব্রহ্মভাব থাকে না। যে পর কার্য্যকে হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বেদে সেই পরকার্য্য রূপে বিদ্যমান। আকাশ উভয় বিরোধী। অতঃপর এই শব্দ দ্বারা কেবল আকাশকে বুঝিতে হইবে। বেদে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম আকাশাদি সকল পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম আনন্দ ও বিজ্ঞান স্বরূপ। তিনি ভিন্ন জগতে আর কোন বস্তু নাই—তিনিই অদ্বৈত। পুরাকালে শৈবলী ভূপতি পরিণামে দোষ থাকা প্রযুক্ত শালাবত্য মত দূষিত করিয়া কিরূপে পরব্রহ্মকে দোযান্বিত করিলেন?।

ইত্যুক্ত আহ ভো বিদ্বত্তর! ত্বন্নাম কিং স্মৃতম্। স তু প্রোবাচ ভোঃ স্বামিন্! নিরালম্বনসংজ্ঞকঃ। ২২৫ ॥

অহং পিতা মদীয়স্তু ক্লৃপ্তনামেতি বিশ্রুতঃ। মন্মতস্য প্রবক্তেতি শ্রুত্বা প্রাহ পরো গুরুঃ। ২২৬ ॥

শূন্যমাত্তে মতং নিন্দ্যং শূন্যস্য ব্রহ্মতা ন চ। তমেব ভান্তমিত্যাদিশ্রুতেস্তস্মাদ্বিমূঢ়তাম্। ২২৭ ॥

বিহায়াদ্বৈতবিদ্যাং ত্বং সমাশ্রিত্য সুখী ভব। ইত্যুক্তস্তং পুনঃ প্রাহ খং ব্রহ্মেতি শ্রুতীরিতম্। ২২৮ ॥

আচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণে শূন্যবাদী অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া শঙ্করকে পুনরায় বলিল। আমি আপনাদের দর্শনে পরম পবিত্র হইয়াছি। অতঃপর আপনি আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন। আমি যাহাতে মুক্ত হইতে পারি, তাহার বিষয় উপদেশ করুন।

তখন আচার্য্য তাহার কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। আকাশ আত্ম স্বরূপ। তোমার হৃদয়ে যে আত্মা আছে, তুমি সম্যক্ রূপে তাহার উপাসনা কর। তাহাতেই তোমার মোক্ষ হইবে। তখন শূন্যবাদী আচার্য্যবরের শিষ্য হইল।

অনন্তর একজন বরাহ মন্ত্রের উপাসক আসিয়া ভক্তিভাবে আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিল। হে যতিবর! আপনি আমার সুন্দর মত শ্রবণ করুন। প্রথমে এই পৃথিবী যখন প্রলয়কালের জলে লীন ছিল, তখন আদি বরাহ (বিষ্ণু) দংষ্ট্রাদ্বারা এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। আপনারা সেই আদি বরাহের দংষ্ট্রাচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক সংযুক্ত মনে তাঁহার ভজনা করুন।

আচার্য্য তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন। একথা কখন বলিতে পার না। ব্রাহ্মণ যত্ন পূর্ব্বক কেবল একমাত্র তপস্যা করিবেক। যদি বেদোক্ত চিহ্ন ধারণ করিতে আগ্রহ না থাকে, তবে আপনার শরীরে মৎস্য কূর্ম্মাদি চিহ্ন ধারণ কর। বেদোক্ত কার্য্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের আর কোন কার্য্য বিধেয় নহে। যদি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, তবে সহর্ষে শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি রূপ ভজনা কর। কোন চিহ্ন ধারণ করিতে

আকাশঃ সর্ব্বভূতেভ্যো জ্যায়ান্ সোঽস্তি পরায়ণম্। তং প্রত্যোবাস্তমায়ান্তীত্যেবং হি শ্রুতিরব্রবীৎ। ২২৯॥

কিঞ্চ বেদান্ত আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি তস্য সা। নিশ্চিতা ব্রহ্মতা তস্মাৎ স্বীকর্ত্তব্যমিদং মতম্। ২৩০॥

ইত্যুক্তোঽসৌ গুরুবর আহ নৈবং মূঢ়তমাঽঙ্গ কদাপি। বাচাং পং যৎ সগুণমতো নাস্য ব্রহ্মত্বং ন তু পবনস্য। ২৩১॥

হেতুঃ প্রোক্তং খলু পরকার্য্যং সন্দেহসাবুভয়বিবোধী। আকাশোঽতঃ পরমিহ বোধ্যঃ শব্দেনৈতেন নতু খমেতৎ। ২৩২॥

জ্যায়স্ত্বং যস্য খাদিভ্যঃ শ্রুত্যা সম্যগুদীরিতম্। তদ ব্রহ্মানন্দবিজ্ঞানং সন্মাত্রং দ্বৈতবর্জ্জিতম্। ২৩৩॥

অন্তবত্ত্বেন দোষেণ শালাবত্যমতং পুরা। নিন্দিত্বা শৈবলী-রাজ্ঞা দোষযুক্তং কথং বদেৎ। ২৩৪॥

এবমসৌ শ্রবণাদতিহৃষ্টঃ প্রাহ গুরুং পরমং পুনরিত্থম্। দর্শনতো ভবতামহমেষঃ পাবনতামুপযাত ইতস্থম্। ২৩৫॥

ব্রহ্মোপদেশং কুরু যেন মুক্তঃ স্যামিত্যসৌ প্রোক্ত উবাচ ভূয়ঃ। আকাশ আত্মানমুপাস্ব সম্যক্ হৃদিস্থিতং তেন তবাঽস্তু মোক্ষঃ। ২৩৬॥

ইত্যুক্ত আচার্য্যবরস্য শিষ্যো বভূব তং শঙ্করদেশিকে-ন্দ্রম্। প্রাহাগতো ভক্ত ইদং বরাহে নত্বা যতে! মে শৃণু সুন্দরং মতম্। ২৩৭॥

প্রলয়াম্ভসি লীনাদিবরাহেণোদ্ধৃতা মহী। যেন তং মুক্তি-সিদ্ধ্যর্থং ভজধ্বং যুক্তচেতসঃ। ২৩৮॥

দংষ্ট্রাঙ্কিতভুজাঃ সর্ব্ব ইত্যুক্তঃ প্রাহ তং গুরুঃ। নৈবং হি ব্রাহ্মণেনৈকং তপঃ কার্য্যং প্রযত্নতঃ। ২৩৯॥

বেদোক্তে যদি চিহ্নানাং ধারণেঽস্তি দুরাগ্রহঃ। তদাঙ্কৈঃ কূর্ম্মমৎস্যাদেরঙ্কনীয়ং শরীরকম্। ২৪০॥

পারিবে না। ব্রাহ্মণ যদি সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য পরিত্যাগ করে, তবে সে ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয়। অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া চিহ্ন সকল পরিত্যাগ কর। পরে কুলোচিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। তাহাতে যখন তোমার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইবে, তখনই মুক্তিলাভ করিবে। জ্ঞানলাভ না হইলে মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

আদি বরাহের উপাসক গুরুর মুখ হইতে এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। অবশেষে একজন পরম তপস্বী হইয়া শঙ্করের শিষ্য হইল।

অনন্তর কামকর্ম্মা নামে একজন মনুলোকের উপাসক তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে শঙ্করকে নমস্কার করিয়া বলিল। এই জগতে যে লোক সমূহ আছে, তিনিই সকলের পরমেশ্বর। আপনারা মোক্ষার্থী, আপনারা একমনে সেই মনুর উপাসনা করিবেন। সত্যলোকের নাম মুক্তি, তাহারই সেবা করিতে হয়। নচেৎ আর কিছুতেই মুক্তি হয় না।

তাহার এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন। হে মূঢ়তম! যে বস্তু মিথ্যা, যে বস্তু অনিত্য, তাহার সেবা করিলে সত্য স্বরূপ মুক্তি লাভ হইতে পারে না। এই কথার অবসানে সে ব্যক্তি গুরুকে নমস্কার করিয়া অদ্বৈত পথ অবলম্বন করিল।

অনন্তর গুণাবলম্বী কতকগুলিন লোক আসিয়া পরমগুরু শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল। হে প্রভো! গুণসমষ্টি জগতের কারণরূপে উক্ত হইয়াছে। ঐ গুণরাশি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। আমরা সেই গুণসমষ্টির সেবা করিয়া থাকি। আমরা তাহাতেই কৃতার্থ, আমরা তাহাতেই সর্ব্বপূজ্য। গুণ সকল সর্ব্বময়, অতএব আপনারাও ঐ গুণরাশির সেবা করুন।

তাহাদের কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন। মোক্ষলাভের জন্য, অন্য পদার্থের উপাসনা অত্যন্ত অবিধি। তাহারাও আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া দুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈত মত অবলম্বন করিল। পরে শীঘ্র আচার্য্যের শিষ্য পদে অধিরূঢ় হইল।

অনন্তর একজন সাংখ্যমতাবলম্বী প্রকৃতিবাদী আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিল। প্রকৃতি জগতের উপাদান (মূল) কারণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। হে যতিরাজ! মনু, পরাশর প্রভৃতি

বেদোক্তকর্ম্মণোঽন্যেন বিপ্রস্যার্থো ন কশ্চন। সগুণং ব্রহ্ম সংসেব্যমিতি চেৎ সেব্যতাং মুদা। ২৪১॥

শিববিষ্ণ্বাদিরূপং তৎ সন্ত্যক্ত্বা চিহ্নধারণম্। বিপ্রসন্ত্যক্তসন্ধ্যাদিকর্ম্মা দণ্ড্যং সমর্হতি। ২৪২॥

তস্মান্ মূঢ়মতিং ত্যক্ত্বা লিঙ্গশূন্যঃ কুলোচিতম্। কুরু কর্ম্মৈব তেন ত্বং শুদ্ধো মুক্তিং গমিষ্যসি। ২৪৩॥

জ্ঞানলাভেন সোঽপ্যুক্তো জ্ঞানং প্রাপ্য গুরোর্ম্মুখাৎ। বভূব লক্ষণাখ্যোঽস্য শিষ্যঃ পরমতাপনঃ। ২৪৪॥

ততোঽন্যঃ কামকর্ম্মাখ্যোঃ মনুলোকস্যসেবকঃ। আগত্যৈতং নমস্কৃত্য প্রোবাচ পরমং গুরুম্। ২৪৫॥

লোকানাং সঙ্ঘ এবাস্তি পরেশোঽস্তো মুমুক্ষুভিঃ। সেবনীয়ো ভবত্তি দৈর্ব্বে স এবানন্যবুদ্ধিভিঃ। ২৪৬॥

সত্যলোকাত্মিকা মুক্তিস্তৎসেবাতো ন চান্যথা। ইত্যুক্তঃ প্রাহ ভো মূঢ়তম! নানিত্যসেবয়া। ২৪৭॥

অনৃতভূতয়া মুক্তিঃ সত্যরূপা ন লভ্যতে। ইত্যুক্তোঽসৌ গুরুং নত্বাঽদ্বৈতবৃত্ত্যাশ্রিতোঽভবৎ। ২৪৮॥

ততস্তং গুণসেবায়াং তৎপরাঃ পরমং গুরুম্। নত্বোচুর্হি গুণাঃ স্বামিন্! কারণং জগতাং মতাঃ। ২৪৯॥

ব্রহ্মাদীনাং হি কর্ত্তারস্তেষাং সেবাপরা বয়ম্। কৃতার্থাঃ সর্ব্বসংপূজ্যাস্তেষাং সর্ব্বময়ত্বতঃ। ২৫০॥

ভবাস্তুরপি তে সেব্যা ইত্যুক্তঃ প্রাহসো গুরুঃ। জন্যোপাসনগতাত্ত্বময়ুক্তং মোক্ষসিদ্ধয়ে। ২৫১॥

ইত্যুক্তাঃ কুমতিং ত্যক্ত্বা শুদ্ধাদ্বৈতপরায়ণাঃ। তথৈব শিষ্যতাং যাতাস্ততঃ কশ্চিৎ সমাগতঃ। ২৫২॥

সাঙ্খ্যঃ প্রধানবাদী তং নত্বোবাচ পরং গুরুম্। উপাদানং প্রধানস্তু কারণং জগতঃ স্মৃতম্। ২৫৩॥

স্মৃতিঃ প্রমাণমস্মাকং মন্বাদিস্মৃতিবিদ্যতে! গুণসাম্যং প্রধানং স্যান্ মহত্তত্ত্বাদিকারণম্। ২৫ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তভাবঞ্চ জগত্যেকং পরাৎপরম্। তদুপাসনমাত্রেণ মুক্তিঃ সন্নিহিতা নৃণাম্। ২৫৫॥

স্মৃতি শাস্ত্রের মতন এবিষয়েও স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণ। সত্ব, রজ, তম এইগুণত্রয়ের সমতার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারাদির কারণ। তিনি অবক্ত হইয়াও ব্যক্ত হন। জগতে প্রকৃতিই এক এবং পরাৎপর। এই প্রকৃতির উপাসনা মাত্র মনুষ্যগণের মুক্তি সহজ ও নিকটবর্ত্তী হয়। আমাদের মতে এই সকল বিষয় স্পষ্ট আছে। অতএব আপনারাও এইমত অবলম্বন করুন।

তাহার এইকথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন। হে সাংখ্যসেবক! তুমি একথা বলিতে পার না। কারণ তোমার মতে বেদ, বিরোধী আছে। যে স্মৃতি বেদের অনুকূল, তাহারই প্রামাণ্য থাকে। নতুবা অন্যকোন রূপে প্রামাণ্য হয় না। বেদের মধ্যে প্রকৃতি কি প্রধান ইত্যাদি শব্দের কোন উল্লেখ নাই। তাহাতে প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না। বেদে পরমেশ্বরকে ঈক্ষিতা (দ্রষ্টা) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে (ঈক্ষিতা) ইত্যাদি কোন কথার উল্লেখ নাই। যাহার ঈক্ষণ শক্তি নাই সে জড়। সুতরাং প্রকৃতি জড়পদার্থ হইল। বেদব্যাস এইরূপ সূত্র করিয়াছেন। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" অশব্দ অর্থাৎ প্রকৃতি জগতের কারণ নহে। কারণ, যে জগতের কারণ হইবে, সে ঈক্ষিতা অর্থাৎ দ্রষ্টা হইবে। অতএব "স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন, যেন আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য থাকাতে প্রকৃতি জগতের কারণ নহে। কিন্তু যিনি পরব্রহ্ম, তিনি সৎস্বরূপ। অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতমতে নিষ্ঠা বা আস্থা প্রকাশ কর।

আচার্য্যের কথা শুনিয়া সাংখ্যমতাবলম্বী ব্যক্তি বলিল। "অশব্দ" শব্দে যে প্রধান বা প্রকৃতি, এ বিষয়ে শ্রুতি আছে। যথা—"যিনি—অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য, অগন্ধ, অনাদি ও মহত্তত্ত্বের পর, তাহাকে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু মুখ হইতে মুক্তি লাভ হয়।" এই বেদবচনে 'অব্যক্ত' এই শব্দ থাকাতে প্রকৃতিকে বুঝাইয়াছে।

ইত্যাদি স্মর্য্যতে তস্মাৎ স্বীকর্ত্তব্যমিদং মতম্। ইত্যুক্ত আহ ভোঃ সাংখ্য! নৈবং বেদবিরোধতঃ। ২৫৬ ॥

স্মৃতে র্বেদানুকূলায়াঃ প্রামাণ্যং হি ন চান্যথা। অশব্দত্বাৎ প্রধানস্য জগতঃ কারণং নহি। ২৫৭ ॥

বেদোক্তস্যেক্ষিতৃত্বস্যাভাবাদস্য জড়স্য বৈ। নাশব্দমীক্ষিতে-রিত্যত্র আচার্য্যৈ রুদীরিতম্। ২৫৮ ॥

তস্মাৎ স এবেত্যাদি শ্রুতি বাক্যান্ন কারণম্। প্রধানং কিন্তু চৈতন্যং পরং ব্রহ্ম সদাত্মকম্। ২৫৯ ॥

অতো মূঢমতিং ত্যক্ত্বাঽদ্বৈতনিষ্ঠো ভবাধুনা। ইত্যুক্তঃ প্রাহ নাশব্দং প্রধানং শ্রুতিরস্তি হি। ২৬০ ॥

অচিন্ত্যমব্যক্তমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। ২৬১ ॥

ইত্যব্যক্তেন শব্দেন প্রধানং প্রতিপাদিতম্। ইতি শ্রুত্বা গুরুঃ প্রাহ প্রাজ্ঞঃ প্রকরণাদিনা। ২৬২ ॥

উক্তশব্দেন সংপ্রোক্তঃ কিঞ্চ জ্ঞানং ন সংভবেৎ। গুণসাম্য-সুসেবাতঃ সত্ত্বস্যোদ্রেকরূপকম্। ২৬৩ ॥

তস্মাদেতন্মতং ত্যক্ত্বাঽদ্বৈতবিদ্যাং সমাশ্রিতঃ। সুখী ভবেতি সংপ্রোক্তঃ সাংখ্যোঽসৌ শিষ্যতাং গতঃ। ২৬৪ ॥

ততোঽন্যস্তং নমস্কৃত্য কাপিলো যোগবিত্তমঃ। প্রাহ প্রামাণিকং যোগান্ মুক্তিরস্তীতি মে মতম্। ২৬৫ ॥

বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ। অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য। ২৬৬ ॥

হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্। অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তং অমৃতং ব্রহ্মযোনিম্। ২৬৭ ॥

তাহার কথা শুনিয়া বিজ্ঞ গুরুদেব বলিতে লাগিলেন। তখন প্রকরণাদি দ্বারা 'অব্যক্ত' শব্দে ঐ কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির উপাসনা করিলে জ্ঞান জন্মে না। কারণ সত্ত্ব-গুণই মুক্তির আদিলক্ষণ। অতএব এই মত ত্যাগ করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্ম বিদ্যা অবলম্বন করিয়া সুখী হও। আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্যের শিষ্য হইল।

অনন্তর একজন কপিলমতের অনুচর যোগবিৎ পণ্ডিত আসিয়া বলিল। আপনি আমার প্রামাণিক বাক্য শ্রবণ করুন। যোগ হইতে মুক্তি হয়, ইহাই আমার মত। নির্জ্জন-দেশে সুখে আসনে উপবেশন করিতে হইবে। পবিত্র হইতে হইবে এবং নিজ শরীরে সমগ্র গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিতে হইবে, সংন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সকল রোধ করিয়া ভক্তিভাবে গুরুকে প্রণাম করিবেক। পরে যিনি হৃদয়ে অবস্থান করেন—যিনি হৃদয়ের পুণ্ডরীক—যিনি বিরজ, বিশুদ্ধ, তাঁহাকে মধ্যে ধ্যান করিবেক। যিনি নির্ম্মল, যিনি অশোক, অচিন্তনীয়, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, শিব, শান্ত, অমৃত ব্রহ্মযোনি—যিনি আদি মধ্য ও অন্তবিহীন, যিনি এক, বিভু, চিদানন্দ, অরূপ, অদ্ভুত, যিনি উমাসহায়, পরমেশ্বর, প্রভু, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ ও প্রশান্ত এরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করিলে যোগী তিমিরের পরগামী সমস্ত সাক্ষী স্বরূপ ভূতযোনি প্রাপ্ত হন। ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনে আমার মতের প্রামাণ্য হইতেছে।

অপিচ আগমে যথাবিধি জপবিদ্যা কথিত হইয়াছে। ষট্-চক্রের ভেদ করিবার কথা বলা হইয়াছে। অতএব হে আ-চার্য্য! যাহারা মোক্ষপ্রার্থী, তাহারা যত্নসহকারে আমার মত গ্রহণ করিবেন।

তাহার এইকথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। হে যোগবিৎ পণ্ডিত! তুমি একথা বলিতে পার না। সমস্ত বেদে 'দহর' নামক বিদ্যাকে মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। তুমি যে যোগের কথা বলিলে, তাহা কখন মো-ক্ষের কারণ হইতে পারে না। অজপা বিদ্যার মূলমন্ত্র হইতে 'সোঽহম্' এই অর্থ নিশ্চয় হইয়া থাকে। তাহাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ না থাকিলে কিরূপে যোগ হইবে?। যে ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান এবং সকল বস্তু আত্মার উপরে অবস্থিত দর্শন করে, সেই ব্যক্তি পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। অন্য

অনাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্। উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্। ২৬৮

ধ্যাত্বা মুনি র্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ। ইত্যাদিবাক্যৈ নিগমেষু সংস্থৈঃ প্রমাণতাং যাতি মতং মদীয়ম্। ২৬৯ ॥

কিঞ্চাগমেষু সংপ্রোক্তা জপবিদ্যা বিধানতঃ। ভেদনং চক্রষট্কস্য তথা প্রোক্তমতো মতম্। ২৭০ ॥

মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষিভিরাচার্য্য! সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ। ইত্যুক্ত আহ নৈবং ভো বেদে দহরসংজ্ঞিকা। ২৭১।

বিদোক্তা ন ত্বদুক্তোঽয়ং যোগো মোক্ষস্য কারণম্। ২৭২ ॥

অজপামূলমন্ত্রস্য সোঽহমিত্যর্থনিশ্চয়াৎ। জীবেশয়ো র্ভিদাগর্ব্বাভাবাদ্যোগঃ কথং ভবেৎ। ২৭৩ ॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা। ১৭৪ ॥

ইত্যাদিশ্রুতিভি র্মার্গো জ্ঞানাদন্যো নিষিধ্যতে। ষট্চক্রভেদনাদ্যোঽয়ং মুক্তেঃ কিঞ্চ শ্রুতি র্জ্জগৌ। ২৭৫ ॥

শান্ত্যাদিযুক্ত আত্মানং পশ্যেদাত্মনি কেবলম্। অধিকারী শুদ্ধচিত্তঃ শ্রবণাদ্যৈঃ সুসাধনৈঃ। ১৭৬ ॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে। ২৭৭ ॥

ইত্যাদিভিঃ শ্রৌতবচোভিরেষ যোগো ভবৎপ্রোক্তঃ উপেক্ষণীয়ঃ। ইত্যুক্ত আচার্য্যমুবাচ ভূয়ো যতেঽপরিজ্ঞানবশাদ্‌ ব্রবীষি। ২৭৮ ॥

অজ্ঞাত্বা খেচরীং মুদ্রাং ব্রহ্মজ্ঞোঽহমিতি দ্বিজঃ। যো বদেত্তস্য জিহ্বায়াং ছেদং কুর্ব্বীত শাসনম্। ২৭৯ ॥

নদীত্রিতয়সংযোগং ত্রিকূটাখ্যমিতি দ্বিজঃ। ব্রহ্মাহমিতি যো ব্রূতে তজ্জিহ্বাচ্ছেদমাচরেৎ। ২৮০ ॥

কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ইত্যাদি শ্রুতি বচনে জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই মোক্ষ লাভ হয় না, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। আর ষট্চক্র ভেদ করিলে যে মুক্তি হয়, তাহা মুক্তির পথ নয়। কারণ, একমাত্র জ্ঞান সঞ্চার হইলেই মুক্তি হয়। বিশেষতঃ বেদে উক্ত হইয়াছে—শম দম, তিতিক্ষা ইত্যাদি গুণযুক্ত হইয়া কেবল আত্মার উপরে আত্মদর্শন করিবেক। পরে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনপ্রকার সাধনদ্বারা চিত্তমালিন্য ক্ষয় পাইলে বেদান্ত শাস্ত্রের অধিকারী হয়। বেদান্তশাস্ত্রের জ্ঞান হইলে যখন সমস্তবস্তুর অর্থ নিশ্চয় করিতে পারা যায়, পরে যখন যতিগণ সংন্যাস যোগে নির্ম্মলচিত্ত হন, তখন তাঁহারা ব্রহ্মলোকে থাকিয়া পরম অন্তকালে পরামৃত হইতে পরিমুক্ত হন। এই সকল বেদবাক্য দ্বারা তুমি যে যোগের কথা বলিয়াছ, তাহা উপেক্ষিত হইল।

আচার্য্যের এইকথা শুনিয়া যোগবিৎ পুনরায় বলিল। হে যতিরাজ! আপনি অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ কথা বলিতেছেন। যে ব্রাহ্মণ খেচরী মুদ্রা না জানিয়া 'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী' এই কথা বলিবেন, তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করিবার নিয়ম আছে। যে ব্রাহ্মণ ত্রিকূট নামে তিনটি নদীর সংযোগ এবং 'অহং ব্রহ্ম' এই কথা বলেন, তাঁহারও জিহ্বাচ্ছেদন করিবেক। যে ব্রাহ্মণ শৃঙ্গাটক (সকল পথ) না জানিয়া 'অহং ব্রহ্ম' এই কথা বলেন, তাঁহারও জিহ্বাচ্ছেদন করিবেক। যে ব্রাহ্মণ পূর্ণমণ্ডল পথে মনোন্মনীর স্বরূপ না জানিয়া 'অহং ব্রহ্ম' এই কথা বলেন,তাঁহার জিহ্বার ছেদন করিবেক। যে ব্রাহ্মণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের বাসস্থান জানে না, অথচ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারও জিহ্বাচ্ছেদ করিবেক। নীচ, উন্মত্ত লোকে যাহার নিন্দা করিয়া থাকে, যে ব্রাহ্মণ সেই তিনটি অবস্থা না জানেন, তাঁহার মস্তক অধঃপতিত হয়। লয়বিৎ লোকে পরমব্রহ্ম পাইয়া থাকেন, অন্য কোনপথে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। হঠযোগবিৎ লোকে পরমস্থান, পরম সনাতন ব্রহ্ম পাইয়া থাকেন। যখন এই সকল শাস্ত্র রহিয়াছে, তখন যাহারা মোক্ষাভিলাষী, তাহারা সকলেই যত্নপূর্ব্বক এই যোগ শাস্ত্র অবলম্বন করিবেন।

অবিদিত্বা দ্বিজো যস্তু শৃঙ্গাটকমতঃপরি। ব্রহ্মাঽহমিতি যো ব্রূতে তজ্জিহ্বাচ্ছেদমাচরেৎ। ২৮১ ॥

মনোন্মন্যাঃ স্বরূপং হি পূর্ণমণ্ডলমার্গতঃ। অবিদিত্বাঽব্রবীদ্ ব্রহ্মেত্যস্য জিহ্বাং হি সন্ছিনেৎ। ২৮২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রস্য পুংসঃ স্থানজ্ঞানং বিনা দ্বিজঃ। ব্রহ্মাঽস্মীত্যুচ্যতে যেন তস্য জিহ্বাং হি সন্ছিনেৎ। ২৮৩ ॥

অবস্থাত্রিতয়স্থানং নীচোন্মত্তবিগর্হিতম্। অজ্ঞাত্বা ব্রহ্ম যো ব্রূতে শিরস্তস্য পতত্যধঃ। ২৮৪ ॥

লয়বিৎ পরমং যাতি ব্রহ্ম নান্যেন বর্ত্মনা। হঠবিৎ পরমং স্থানং যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্। ২৮৫ ॥

ইত্যাদিবচনৈ র্যোগঃ সর্ব্বদা মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ। ভবদ্ভিরতিযত্নেন স্বীকর্ত্তব্য ইতীরিতঃ। ২৮৬ ॥

গুরুরাহ বৃথৈব ত্বং জল্পস্যজ্ঞানমোহিতঃ। অষ্টাঙ্গযোগজা-মুক্তি র্ন তু কিন্তু বিশুদ্ধিদঃ। ২৮৭ ॥

ঐকাগ্র্যদস্তথা শ্রৌতো বিরুদ্ধো বেদতোন হি। খেচর্য্যা-দিকমুদ্রায়া বিজ্ঞানেন বিনা নহি। ২৮৮ ॥

মুক্তিরিত্যুক্তিরত্যন্তসাহসাদেব নান্যথা। ব্রহ্মজ্ঞানাদ্যতো মুক্তিং বেদো বদতি নান্যতঃ। ২৮৯ ॥

তাহার এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। তুমি অজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া বৃথা এই কথা বলিতেছ। অষ্টাঙ্গ যোগে মুক্তি হয় না। তবে অষ্টাঙ্গযোগ জানিলে বিশুদ্ধি এবং চিত্তের একাগ্রতা হয়। বেদবচনে বেদোক্ত কার্য্য কখনই বিরুদ্ধ নহে। আর তুমি যে বলিয়াছ, খেচরী প্রভৃতি মুদ্রা জ্ঞান না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, কিম্বা মুক্তি হয় না, একথা কেবল তোমার সাহস মাত্র। কারণ, বেদে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। আর কিছুতেই মুক্তি হয় না। এই কারণে বিবেকী পুরুষ বেদোক্ত কার্য্যে একান্ত নিষ্ঠা দেখা-ইবেন। বিশুদ্ধচেতা হইয়া বৈরাগ্য যুক্ত হইতে হইবে, শম দম তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া গুরুর মুখ হইতে

তস্মাচ্ছ্রুতিপ্রোদিতকর্ম্মনিষ্ঠো বিশুদ্ধচিত্তঃ পুরুষো-বিবেকী। বৈরাগ্যবান্ শান্তিদমাদিযুক্তো মুমুক্ষুরাত্মানমজং। ২৯০

গুরো র্মুখাত্তত্ত্বমসীতিবাক্যং শ্রুত্বা বিচার্য্যাত্মগতিং সু-সম্যক্। সচ্চিৎসুখং ভেদবিহীনমদ্ধা বিজ্ঞায় মুক্তো ভব-তীতি সোক্তঃ। ২৯১ ॥

নত্বা গুরোঃ পাদযুগং সুভক্ত্যা শিষ্যো বভূবাথ পরাণুবাদম্। সমাশ্রিতা ধীরশিবাদয়োঽন্যে সমাগতাঃ প্রোচুরিদং যতী-শম্। ২৯২ ॥

কর্ত্তা পরেশো যদুদীরিতোঽস্তি সৃষ্টৌ স ভূম্যাদ্যণূন্‌কাযু-নক্তি। নিত্যান্ লয়ে তান্ বিযুনক্তি চৈষো ভূম্যাদিভি র্লোক গুরুঃ স লোকান্। ২৯৩ ॥

'তত্ত্বমসি' বেদবাক্য শুনিয়া ও আত্মগতি সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া ভেদশূন্য সচ্চিদানন্দ, অজ, আত্মাকে জানিয়া মোক্ষার্থী ব্যক্তি মুক্ত হয়। ২০৯—২৯১।

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ভক্তিভাবে গুরুর পদযুগলে প্রণাম করিয়া শঙ্করের শিষ্য হইল। পরে ঐ ভাবে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

অনন্তর ধীরশিব প্রভৃতি কতকগুলিন পরমাণুবাদী আসিয়া যতীশ্বর শঙ্করকে বলিল। শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে জগতের কর্ত্তা বলা হইয়াছে। সেই পরমেশ্বর যখন সৃষ্টিকালে পার্থিব, তৈ-জস প্রভৃতি নিত্য পরমাণু প্রয়োগ করেন, তাহাতেই জগতের সৃষ্টি হয়। আবার যখন প্রলয়কালে ঐ সকল নিত্য পরমাণুকে বিযুক্ত করা হয়, তখনই জগতের ধ্বংস হয়। সেই পরমেশ্বর ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লোক-গুরু হইয়াছেন। তিনি সমস্ত জগৎ এবং এবং বিবিধ জীব জন্তু সৃজন করিয়া, তিনি স্বয়ং নিত্য ও পরিপূর্ণ হইয়া সাক্ষীর মতন অবস্থান করেন।

তাহাদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিতে লাগি-লেন। তুমি এরূপ বেদ বিরুদ্ধ বাক্য বলিও না। কিসে বেদের বিরোধ হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। বেদে পরমাত্মা

দ্বিধায় সৃষ্ট্বা বিবিধাংশ্চ জীবানাস্তে স্বয়ং সাক্ষিবদেব পূর্ণঃ। ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ নৈবং শ্রুতে র্বিরোধাচ্ছৃণু তদ্বিরোধং। ২৯৪ ॥

পরাত্মনঃ খাদিকসর্গ উক্তঃ শ্রুতৌ কথং তেষু তু নিত্যতাঽস্তঃ। পরেশ একঃ খলু নিত্যরূপো জন্তুং জগৎ সর্ব্বমনিত্যমেব। ২৯৫ ॥

জগদীশাদজন্যত্বং কেষুচিদ্যদি বর্ত্ততে। তস্য তত্ত্বং ন বক্তব্যং সর্ব্বস্রাজনকত্বতঃ। ২৯৬ ॥

অধীত্য গৌতমীং বিদ্যাং শ্রাগালীং যোনিমাবিশেৎ। ইত্যাদিবচনাত্তাং তু বিহায়াঽদ্বৈতমাশ্রিতাঃ। ২৯৭ ॥

মুক্তা বভথ শুদ্ধাত্মবিজ্ঞানাদ্ গুরুভক্তিজাৎ। ইত্যুক্তাস্তে বভূবু র্বৈ শিষ্যা ধীরশিবাদয়ঃ। ২৯৮ ॥

প্রাতঃ স্নাত্বা ত্রিবেণ্যাং হি গুরুঃ শিষ্যসমন্বিতঃ। প্রাগ্মার্গাৎ প্রাপ্য পক্ষার্ধাৎ কাশীং কাশীশসংযুতাম্। ২৯৯ ॥

স্তুতিভিঃ করতালৈশ্চ শঙ্খাদিনিনদৈস্তথা। চিত্রমাসীত্তত্র মাসত্রিতয়ং সংস্থিতে গুরৌ। ৩০০ ॥

স্বামিনং কেচিদাগত্য নত্বা তং কর্ম্মবাদিনঃ। প্রোচু র্ব্বিশ্বস্য সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মণো ভবতি প্রভো!। ৩০১ ॥

রম্যেণ কর্ম্মণা রম্যাং যোনিং বিপ্রাদিকস্তু বৈ। পাপেন কর্ম্মণা পাপাং শূদ্রাদেস্তাং ব্রজন্তি হি। ৩০২ ॥

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ইত্যাদিকৈ র্ব্বচোভি র্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মযত্নতঃ। ৩০৩ ॥

কার্য্যং সুখস্য সংপ্রাপ্তি র্মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে। ইত্যুক্তঃ প্রাহ নৈবং যস্তৈতৎকর্ম্মেতি হি শ্রুতিঃ। ৩০৪ ॥

ব্রহ্মকার্য্যং জগদ্ ব্রূতে ধ্যেয়ং তৎকারণং তথা। ইত্যুপক্রম্য সংব্রূতে শম্ভুরাকাশমধ্যগঃ। ৩০৫ ॥

শতং চ সত্যমিত্যাদি শ্রুতিশ্চাস্তি বিবোধিকা। ব্রহ্মণঃ সূক্ষ্মস্থূলাপি বিশ্বকারণরূপিণঃ। ৩০৬ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞ এবেশঃ কারণং জগতো মতম্। নৈব কর্ম্ম জড়ত্বাদ্যে মন্দাস্তেঽথাশ্রয়ন্তি তৎ। ৩০৭ ॥

হইতে আকাশ, ভূমি, জল ইত্যাদি পদার্থের সৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছে। তবে কিরূপে আকাশ, ভূমি প্রভৃতি পদার্থ নিত্য হইবে? এই কারণে বুঝিতে হইবে, কেবল একমাত্র পরমাত্মা নিত্য, আর জন্য সমস্ত জগৎ অনিত্য। কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাইবে না যে, পরমাত্মা জন্য পদার্থ, কিম্বা পরমাত্মা হইতে সমুদয় পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই। যদি কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাও যে, পরমাত্মা কোন পদার্থের স্রষ্টা নহে, তবে সে শাস্ত্র মিথ্যা এবং সে কথা আর কদাচ বলিও না। ‘পরমাত্মা সকল পদার্থের স্রষ্টা বা কারণ নহে’ এই রূপ বোধ করিয়া গৌতমীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শৃগাল যোনি প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন স্পষ্ট প্রমাণ থাকাতে এখনই গৌতমের মত ত্যাগ কর। পরে অদ্বৈত বিদ্যা আশ্রয় করিলে গুরুর উপর ভক্তি জন্মিবে। গুরু ভক্তি হইতে যে শুদ্ধ আত্মজ্ঞান হইবে, তাহাতে তোমরা শীঘ্র মুক্ত হইতে পারিবে।

ধীরশিব প্রভৃতি পরমাণুবাদীগণ আচার্য্যের এইরূপ স্থললিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার শিষ্য হইল।

আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ত্রিবেণীতে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া পূর্ব্বপথ দিয়া সাতদিনে কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের রাজধানী কাশী নগরীতে গমন করেন। কেহ স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ করতালী দিতেছে—কেহ বা শঙ্খ ধ্বনি করিতেছে। এই রূপে দেখিলেন, কাশীর সমুদয় স্থান আনন্দে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বত্র অদ্ভুত। তথায় শঙ্করগুরু সশিষ্যে তিন মাস অবস্থান করেন।

তৎকালে কতকগুলি কর্ম্মবাদী লোক আগমন করিয়া বলিতে লাগিল। প্রভো! এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়, কেবল কর্ম্ম হইতে সম্পন্ন হয়। উত্তম কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণাদি কুলে জন্ম হয়, এবং পাপকর্ম্ম করিলে শূদ্রাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। জনকাদি মহাত্মাগণ কেবল

ইত্যুক্তাস্তে পরাং বিদ্যামাশ্রিতাঃ শিষ্যতাং গতাঃ। ততো বাভরণাখ্যস্তং শিষ্যৈঃ সহ সমাগতঃ। ৩০৮॥

নত্বোবাচ স চন্দ্রোঽসৌ সর্বলোকপ্রকাশকঃ। বেদাদি-পালকঃ পূর্ণিমাদৌ পূজ্যঃ প্রযত্নতঃ। ৩০৯॥

তদুপাসনয়া মুক্তিরিত্যুক্তঃ প্রাহ নাস্তি সঃ। অনিত্যোপাস-নালভ্যো নিত্যো মোক্ষঃ কদাচন। ৩১০॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং কর্ম্ম কৃত্বা চন্দ্রস্য মণ্ডলম্। প্রাপ্য ভূয়োঽস্য লোকস্য প্রাপ্তিরুক্তা পরাত্মনা। ৩১১॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে। ৩১২॥

এব দেবান্নমিত্যুক্তং শ্রুতৌ তস্মান্ন মুক্ততা। অন্নত্বাস্তু সুসেব্যতঃ কিন্তু তল্লোকসংস্থিতিঃ। ৩১৩॥

তস্মান্মূঢ়মতিং ত্যক্ত্বা শুদ্ধাদ্বৈতং সমাশ্রিতঃ। মুক্তো ভবেতি সংপ্রোক্তঃ সচ্ছিষ্যোঽসৌ বভূব হ। ৩১৪॥

ততো ভৌমাদিকানাং যে গ্রহাণাং সমুপাসকাঃ। নমস্কৃত্যোচুরাচার্য্যং শঙ্করং তে কৃপানিধিম্। ৩১৫॥

ভৌমাদিকস্য সেবাতো মুক্তি র্বেদে প্রচোদিতা। তস্মান্ মুমুক্ষুভিঃ সেব্যা এত এব প্রযত্নতঃ। ৩১৬॥

ইত্যুক্ত আহ লোকানাং গ্রহপীড়ানিবৃত্তয়ে। সেবা প্রোক্তা ন মুক্ত্যর্থং সা তু চেতনবোধতঃ। ৩১৭॥

সদেবেত্যাদিভি র্বাক্যৈ র্বেদে সম্যগুদীরিতা। ইতি শ্রুত্বাঽথ তে সর্ব্বে গতাঃ শিষ্যত্বমাদরাৎ।

ততঃ ক্ষপণকো নত্বা গুরুমাহ প্রভো! ময়া। ত্বদাশ্রয়েন ষণ্মাসঃ কালো নীতস্ততো মতম্। ৩১৯॥

মদীয়ং শৃণু কালোঽয়ং পরং ব্রহ্ম সুসেব্যতাম্। মুক্ত্যর্থমিতি সংপ্রোক্তঃ প্রাহ কালস্য জন্ম হি। ৩২০॥

সংবৎসরোঽজায়ত কাল এষ ইতি শ্রুতিঃ প্রাহ ততঃ কুবুদ্ধিম্। বিহায় শুদ্ধাদ্বয়মাশ্রিতস্ত্বং মুক্তো ভবেত্যুক্ত ইমং মুনীশম্। ৩২১॥

সমস্তসর্ব্বজ্ঞশিরোঽবতংসং নত্বাঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি সংরতোঽভূৎ। ততঃ পিতৃণাং সমুপাসকাস্তং সমাগতাঃ প্রাহুরিদং যতীশং। ৩২২॥

কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল শাস্ত্র বাক্য জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে। অতএব যাঁহারা মোক্ষাভিলাষী, তাঁহারা সযত্নে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কর্ম্ম করিলে সুখপ্রাপ্তি হইবে, সেই সুখলাভের নাম মোক্ষ।

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন। তোমরা কদাচ একথা বলিতে পার না। "তস্যৈতৎ কর্ম্ম" এই জগৎ পরমাত্মার কার্য্য। এই শ্রুতিবাক্যে প্রমাণ হইতেছে যে, এই জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য। জগতের যিনি কারণ, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে। এইরূপে উপক্রম করিয়া বেদে কথিত হইয়াছে যে, তিনি শম্ভু—তিনি আকাশমধ্যগামী—তিনি শত সত্য। ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছে। বেদে সবিশেষে নিরূপিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ। পরমব্রহ্মের স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব উভয় বিষয়ে শ্রুতি বচন জাগরূক আছে। এই কারণে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কর্ম্ম অনিত্য—কর্ম্ম জড়—সুতরাং কর্ম্ম জগতের কারণ নহে। তবে যাহারা মূর্খ, তাহারাই কর্ম্ম স্বীকার করে।

কর্ম্মবাদীগণ আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন করিল এবং আচার্য্যের শিষ্য হইল।

অনন্তর বাভরণ নামে এক ব্যক্তি শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। আসিয়া শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল। এই চন্দ্র সকল লোকের প্রকাশক—দেবাদির পালক—পূর্ণিমাদি তীর্থে যত্নপূর্ব্বক চন্দ্রের পূজা করিবেক। চন্দ্রের উপাসনা করিলেই মুক্তি হয়।

শঙ্কর তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন। অনিত্য বস্তুর উপাসনা করিয়া কদাচ নিত্য মোক্ষ হয় না। ইষ্টাপূর্ত্তাদির যাগ করিলে চন্দ্রমণ্ডলে বাস হয়। পুনর্ব্বার এই লোকে

অগ্নিষ্বাত্তাদয়শ্চন্দ্রমণ্ডলোপরিবাসিনঃ। নিত্যমুক্তাস্ত্রয়স্তেষু মূর্ত্তিহীনাঃ সমূর্ত্তয়ঃ। ৩২৩ ॥

চত্বারঃ সেবনং তেষাং ধর্ম্মাদিফলদং স্মৃতম্। মুক্তিদঞ্চৈব সংপ্রোক্তঃ প্রাহ তান্ পরমো গুরুঃ। ২২৬ ॥

নৈবং নেত্যাদিবেদো হি কর্ম্ম মুক্তে র্ন সাধনম্। ইতি ব্রূতে পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যাত্মজ্ঞ ইত্যপি। ৩২৭ ॥

তস্মাৎ কর্ম্মাণি সংত্যজ্য শুদ্ধচিত্তঃ পরেশ্বরম্। শ্রুত্বা গুরুমুখাৎ সম্যক্ বিচার্য্য স্থবিমুচ্যতে। ৩২৮ ॥

ইতি শ্রুত্বাঽথ তে সর্ব্বে সত্যশর্ম্মাদয়ো গুরুম্। নত্বা তদুপদেশেন সঙ্গতাঃ কৃতকৃত্যতাম্। ২২৯ ॥

শব্দপাদাভিধঃ কশ্চিৎ কুব্জলীচস্তথৈব চ। সমাগত্যোচতু র্নত্বা যতীশং পরমং গুরুম্। ৩৩০ ॥

আসিতে হয়। পরমেশ্বর এই সকল লোক প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ, ছয় মাসে দক্ষিণায়ন। যোগী তথায় চন্দ্রের জ্যোতি পাইয়া নিবৃত্ত হন। বেদে উক্ত হইয়াছে, চন্দ্র দেবতাদিগের অন্ন। ঐ অন্নের সেবা করিলে মুক্তি হয় না। কিন্তু চন্দ্রের উপাসনা করিলে চন্দ্রলোকে বসতি হয়। অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতবিদ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিবে।

চন্দ্রমতাবলম্বী পুরুষ আচার্য্যের একজন সৎশিষ্য হইল। ২৯২—৩১৪।

অনন্তর কতকগুলিন মঙ্গলাদি গ্রহগণের উপাসক আসিয়া দয়ানিধি আচার্য্য শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল। মঙ্গলাদি গ্রহগণের উপাসনা করিলে মুক্তি হয়,ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে। অতএব মোক্ষপ্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেই যত্ন পূর্ব্বক এই সকল গ্রহগণের উপাসনা করিবেক।

আচার্য্য তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন। সকল লোকের গ্রহপীড়া শান্তির জন্য গ্রহসেবা আবশ্যক বটে, কিন্তু মুক্তির জন্য গ্রহসেবা আবশ্যক নহে। "সদেব সৌম্যেদং" ইত্যাদি বেদবাক্যে চৈতন্য বোধে সম্যক্‌রূপে মুক্তির ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাহারা আচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আদর পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন করিল এবং অবিলম্বে তাঁহার শিষ্যপদে আরূঢ় হইল। ৩১৫—৩১৮।

অনন্তর একজন ক্ষপণক নমস্কার করিয়া গুরুকে বলিল। হে প্রভো! আমি আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছি। অতএব আপনি আমার মত শ্রবণ করুন। এই কারণ পরমব্রহ্ম। মুক্তির জন্য আপনারা এই কালের উপাসনা করুন।

তাহার কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন। কালেরও জন্ম আছে। দেখ বেদে আছে—'সম্বৎসরোঽজায়ত' পরমাত্মা হইতে এই সম্বৎসর কাল উৎপন্ন হইল। অতএব কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন কর। তাহা হইলে তোমার অনায়াসে মুক্তি হইবে।

তখন কালবাদী সর্ব্বজ্ঞদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য শঙ্করকে প্রণাম করিয়া ঐ মত অবলম্বন করিল। পরে অদ্বৈতব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে একান্ত রত হইল।

অনন্তর কতকগুলিন পিতৃলোকের উপাসক উপস্থিত হইয়া যতীশ্বর শঙ্করকে নিবেদন করিল। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃলোকেরা চন্দ্রমণ্ডলের উপরে বাস করেন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। তন্মধ্যে তিন জন মূর্ত্তি বিহীন—চারি জন মূর্ত্তিধারী। এই সকল পিতৃলোকের সেবা কিম্বা উপাসনা করিলে পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। অধিকন্তু মুক্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব যত্ন করিয়া পিতৃলোকের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ সত্যবাদী এবং পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করেন, তাহারও মুক্তি অবধারিত। চান্দ্রমাসের পরিমাণে অমাবস্যা তিথিতে পিতৃলোকের মধ্যাহ্ন কাল হয়। ঐ কালে পিতৃলোকের পরিতুষ্টির জন্য শ্রাদ্ধ করিবেক।

তাহাদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া পরম গুরু শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। তোমরা এ কথা আর বলিও না। কারণ, বেদে আছে 'ন' অর্থাৎ কর্ম্ম কখনই মুক্তির উপায় হইতে পারেনা। যে ব্যক্তি আত্ম তত্ত্ব জানিয়াছে, তাহার পক্ষেই পরমব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে

যত্র নারায়ণঃ শেতে স সেব্যঃ শেষ ঈশ্বরঃ। গরুড়োঽথ বিমোক্ষায় তস্য বাহনতাং গতঃ। ৩৩১ ॥

ইত্যুক্ত আহ চেদেবং নারায়ণসুসেবনম্। কর্ত্তব্যং তেন শুদ্ধান্তঃকরণো গুরুমুখাৎ পরম্। ৩৩২ ॥

শ্রুত্বা বিচার্য্য বিজ্ঞায় ততো মুক্তিং গমিষ্যথঃ। ইত্যুক্তৌ তৌ গুরুং নত্বা সচ্ছিষ্যত্বমুপাগতৌ। ৩৩৩ ॥

চিরকীর্ত্তিমুখাঃ সিদ্ধোপাসকাস্তত আগতাঃ। প্রণম্যোচু র্ব্বয়ং মন্ত্রান্ লুব্ধ্বা সিদ্ধোপদেশতঃ। ৩৩৪ ॥

কৃতকৃত্যাস্ততো যূয়ং ভবথৈতন্মতানুগাঃ। শ্রীশৈলাদিকশৈলেষু প্রাপ্য মন্ত্রাদিকান্ শুভান্। ৩৩৫ ॥

সত্যনাথাদয়ঃ সিদ্ধাঃ কৃতার্থাশ্চিরজীবিনঃ। তেষাং সমুপদেশেন তথাভূতা বয়ং স্থিতাঃ। ৩৩৬ ॥

বিচিত্রাঞ্জনমুখ্যাভি র্ব্বিদ্যাভিঃ সর্ব্ববেদিনঃ। তস্মাদস্মন্মতং ভেত্তুং ন শক্যং কেন বিদ্যতে। ৩৩৭ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ ফল্গুফলেপ্সুভি র্ভাষণমপ্যযুক্তম্। বিচিত্রবেশৈ র্হি ক্রিয়ানিহার্থো দোষাপ্তিরেবাস্তি পরস্বলাভাৎ। ৩৩৮ ॥

তথা চিরজীবনতঃ ফলং নো দেহো যতো দুঃখময়োঽস্তি সর্ব্বদা। তস্মাদ্বিশুদ্ধৈঃ কিল সাধনীয়ো দেহস্য ত্যাগেন বিমুক্ত্যুপায়ঃ। ৩৩৯ ॥

শ্রুত্বাঽথ তে শিষ্যবরা বভূবু র্গন্ধর্ব্বভক্তাস্তত উচুরার্য্যম্। বিশ্বাবসূপাসনতো হি নাদবিজ্ঞানতো বিন্দুকলাবিবোধাৎ ৩৪০ ॥

গুরুর মুখ হইতে পরমাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবেক। পরে তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিলে মুক্তি লাভ ঘটে।

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া পিতৃলোকের উপাসক সত্যশর্ম্মা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ গুরুকে নমস্কার করিয়া পরে গুরুর উপদেশে সকলেই কৃতকৃতার্থ হইল।

অনন্তর শঙ্খপাদ, কুঞ্জলীঢ় নামে কোন দুই জন লোক আসিয়া যতীশ্বর পরমগুরুকে নিবেদন করিল। যাহার উপর নারায়ণ শয়ন করেন, সেই ঈশ্বর শেষ (অনন্ত) দেবের উপাসনা করিবেক। গরুড়, মুক্তি কামনা করিয়া তাঁহর বাহন হইয়া ছিলেন।

এই দুইজনের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন। যদি তোমাদের এইরূপ বাসনাই হইয়া থাকে, তবে নারায়ণের উপাসনা করিবে। তাহাদ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইবে। শেষে গুরুমুখ হইতে পরমতত্ত্ব শুনিয়া—তাহার বিচার করিয়া—তাহার জ্ঞান হইলে পরে মুক্তি লাভ হইবেক।

গুরুর এই কথা শুনিয়া তাহারা দুই জনে গুরুকে নমস্কার করিয়া আচার্য্যের শিষ্য হইল।

অনন্তর চিরকীর্ত্তি প্রভৃতি কতকগুলিন সিদ্ধ মন্ত্রের উপাসক তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণাম পুরঃসর নিবেদন করিল। আমরা মন্ত্র লাভ করিয়া সিদ্ধের উপদেশে কৃতকার্য্য হইয়াছি। অতএব আপনারা এই মতের অনুসরণ করুন। শ্রীশৈলেশ প্রভৃতি পর্ব্বতে শুভমন্ত্র পাইয়া সত্যনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণ কৃতার্থ এবং চিরজীবী হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপদেশে আমরাও তদ্রূপ হইয়া বসতি করিতেছি। বিচিত্রাঞ্জন প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যা আছে, আমরা ঐ বিদ্যাপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি। অতএব আমাদের ঐ মত খণ্ডন করিতে পারে, এমন লোক কেহই নাই।

তাহাদের ঐ কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন। যাহারা আপাতরম্য ফল কামনা করে—যাহারা বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইয়া থাকে—তাহাদের সহিত আলাপ করিতে নাই। তাহাতে কোন ফলোদয় নাই। বরং পরস্ব লাভ হইলে তাহাতে সম্পূর্ণ দোষের সম্ভাবনা। আর চিরজীবনেও বিশেষ কোন ফল নাই। এই দেহ সর্ব্বদা দুঃখের আধার। অতএব যাহারা বিশুদ্ধ—তাহারাই ঈশ্বর সাধনা করিবার উপযুক্ত পাত্র। দেহের পরিত্যাগই একমাত্র মুক্তির উপায়।

আচার্য্যের এই বাক্য শুনিয়া তাহারা সকলেই শিষ্য হইল।

অনন্তর গন্ধর্ব্বের উপাসক কতকগুলিন লোক আসিয়া আর্য্য শঙ্করকে নিবেদন করিল। বিশ্বাবসুর উপাসনা দ্বারা-

কৃতকৃত্যা বয়ং যূয়ং যতো মুক্ত্যভিলাষিণঃ। শ্রমং গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায়াং কুরুধ্বং সর্ব্বদৈব হি। ৩৪১ ॥

ইত্যুক্তঃ শ্রীগুরুঃ প্রাহ নৈবং বেদবিরোধতঃ। তত্র শব্দাদ্যতীতত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতম্। ৩৪২ ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। ৩৪৩ ॥

ইতি স্মৃতৌ তথা প্রোক্তঃ পরঃ শব্দাদ্যগোচরঃ। নাদবিন্দুকলাতীতং যস্তং বেদ স বেদবিৎ। ৩৪৪ ॥

ইতি তস্মাদ্ভবন্তোঽপি ব্রহ্ম নাদাদ্যগোচরম্। ভজধ্বং তেন মুক্তিং তু গমিষ্যথ ন সংশয়ঃ। ৩৪৫ ॥

ইত্যুক্তাঃ শিষ্যতাং যাতাস্ততো বৈতালসেবকাঃ। চিতাভস্মানুলিপ্তাঙ্গা ভূতসেবারতাস্তথা। ৩৪৬ ॥

বভাষিরে গুরুং নত্বা স্বামিন্! ভূতাদ্যুপাসকাঃ। সর্ব্বলোকবশীকারে সমর্থা ইতি তদ্বচঃ। ৩৪৭ ॥

শ্রুত্বোবাচ যতীশস্তান্ন যুক্তং ভবতাং মতম্। ব্রাহ্মণানাং ন সংপ্রোক্তা যতো ভূতাদ্যুপাসনা। ৩৪৮ ॥

অপসর্পন্তু যে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। ৩৪৯ ॥

ইত্যাদিবচনাত্তস্মাদ্ ভ্রষ্টাচারং বিহায় তম্। স্ববর্ণোচিতকর্ম্মাণি কুরুতাদ্বৈতমাশ্রিতাঃ। ৩৫০ ॥

স্বকর্ম্মহীনা ন গতিং লভন্তে শ্রুত্বেদমাচার্য্যবরং প্রণম্য

নাদবিজ্ঞান দ্বারা-বিন্দুকলার বোধ দ্বারা—আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। অতএব আপনারা মুক্তিপ্রার্থী হইয়া গন্ধর্ব্ববিদ্যায় নিয়ত পরিশ্রম করুন।

এই কথা শুনিয়া শ্রীগুরু শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। যখন বেদের সহিত এমতের ঐক্য নাই—তখন একথা অগ্রাহ্য। বেদে ব্রহ্মকে শব্দাতীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, নিত্য অনাদি, অনন্ত, মহত্তত্ত্বের পর, ধ্রুব, এইরূপ ব্রহ্ম জানিলে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে—পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর। যেজন নাদ ও বিন্দুকলার অতীত পরব্রহ্মকে জানিতে পারে, সেই যথার্থ বেদজ্ঞ। এই কারণে তোমরাও নাদাদির অগোচর ব্রহ্ম ভজনা কর। তাহাতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। এবিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

শঙ্করের এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই আচার্য্যের শিষ্য হইল।

অনন্তর বেতালের উপাসক কতকগুলিন লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে চিতার ভস্ম বিলিপ্ত রহিয়াছে। সর্ব্বদাই ভূতপ্রেতাদির সেবায় আসক্ত। তখন তাহারা গুরুকে নমস্কার করিয়া বলিল। প্রভো! যাহারা ভূত-বেতালাদির উপাসক, তাহারা ইচ্ছা করিলেই ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে।

তাহাদের বাক্য শুনিয়া যতিরাজ শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। তোমাদের মত অত্যন্ত অনুপযুক্ত। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের ভূতাদির উপাসনা একেবারে নিষিদ্ধ। "যে সকল ভূত ভূতলে অবস্থিতি করে, তাহারা এখনই গমন করুক। যে সকল ভূত বিঘ্ন উৎপাদন করে, শিবের আজ্ঞায় তাহারা বিনষ্ট হউক।" যখন এই সকল শাস্ত্রীয় বচন রহিয়াছে, তখন তোমাদের বাক্য অশ্রদ্ধেয়। এরূপ ভ্রষ্টাচার ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার, কার্য্য সকল গ্রহণ কর। অদ্বৈতমতে আস্থা প্রকাশ কর। যাহারা স্ব স্ব বর্ণোচিত কার্য্য করে না, তাহাদের সদ্গতি হয় না।

আচার্য্যের এই বাক্য শুনিয়া তাহারা ভক্তিভাবে আচার্য্যকে প্রণাম করিল। আপনার বর্ণোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া আচার্য্যের শিষ্য হইল। ৩১৯—৩৫১।

যতিরাডথ তেষু তেষু দেশেষ্বিতি পাষণ্ডপরান্ দ্বিজান্ বিমথ্নন্। অপরান্তমহার্ণবোপকণ্ঠং প্রতিপেদে প্রতিবাদিদর্পহন্তা ॥ ২৮ ॥

বিললাস চলত্তরঙ্গহস্তৈ র্নদরাজোঽভিনয়ন্নিগূঢ়মর্থম্। অবধীরিতদুন্দুভিস্বনেন প্রতিবাদীব মহান্ মহারবেণ ॥ ৩০ ॥

বহুলভ্রমবানয়ং জড়াত্মা সুমনোভি র্মথিতশ্চ পূর্ব্বমেব। ইতি সিন্ধুমুপেক্ষ্য স ক্ষমাবানিব গোকর্ণমুদারধীঃ প্রতস্থে ॥ ৩১ ॥

অবগাহ্য সরিৎপতিং স তত্র প্রিয়মাসাদ্য তুষারশৈলপুত্র্যাঃ। স্তবসত্তমমদ্ভুতার্থচিত্রং রচয়ামাস ভুজঙ্গবৃত্তরম্যম্ ॥ ৩২ ॥

স্বকর্ম্মশীলাঃ কিল পঞ্চপূজাপরায়ণাঃ শিষ্যবরা বভূবুঃ। ৬৫১ ॥ ২৮ ॥

তদেতৎ সর্ব্বং সংক্ষিপ্যাহ যতিরাডিতি। অপরান্তমহার্ণবোপকণ্ঠং পশ্চিমসমুদ্রসমীপম্। ২৯ ॥

চলদ্ভিস্তরঙ্গাত্মকৈ র্হস্তৈস্তথাঽবধীরিতস্তিরস্কৃতো দুন্দুভিস্বনো যেন তথভূতেন মহতা শব্দেন নিগূঢ়মর্থমভিনয়ন্ প্রকটয়ন মহান্নদরাজঃ সমুদ্রঃ প্রতিবাদিবদ্বিললাস বিশুশুভে। ৩০ ॥

আচার্য্যৈস্তর্হি কিমিত্যুপেক্ষিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ বহুলেতি, প্রতিবাদিতুল্যোঽপি বহুলাবর্ত্তলক্ষণভ্রমবান্ জড়াত্মা পুনশ্চ দেবলক্ষণৈঃ সংস্কৃতচিত্তৈঃ পণ্ডিতৈঃ পুরৈব মথিতশ্চেতি হেতোঃ সমুদ্রমুপেক্ষ্য স শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ ক্ষমাবানিবোদারধী গোকর্ণং প্রতস্থে ইব শব্দ উৎপ্রেক্ষার্থকঃ। ৩১ ॥

স শ্রীশঙ্করস্তত্র সরিৎপতিং সমুদ্রমবগাহ্য হিমাচলসুতায়াঃ পার্ব্বত্যাঃ প্রিয়ং মহাদেবমাসাদ্য চতুর্ভি র্যকারৈ র্ভুজঙ্গ প্রয়াতবৃত্তৈরম্যমদ্ভুতৈরর্থৈ র্বিচিত্রং স্তবসত্তমং রচয়ামাস ॥ ৩২ ॥

অনন্তর যতিরাজ শঙ্কর সেই সেই দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ পাষণ্ড ও পাষণ্ড-আচার অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে মন্থন করিয়া প্রতিবাদীগণের দর্প ক্ষয় করিবার বাসনায় পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

বাদীকে দেখিলে প্রতিবাদী যেরূপ হস্ত বাড়াইয়া সম্ভাষণ করে এবং গম্ভীর স্বরে কথাবার্ত্তা কয়, সমুদ্রও তদ্রূপ তরঙ্গরূপ চঞ্চল হস্ত বাড়াইয়া গম্ভীর রবে দুন্দুভি ধ্বনি পরাস্ত করিয়া, নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিল। ৩০।

ভ্রমান্বিত, পণ্ডিত কর্ত্তৃক পরাস্ত, জড়মতিকে দেখিলে পণ্ডিত লোকে যেমন উপেক্ষা করেন, সেইরূপ বিবিধ ভ্রম (ঘূর্ণি) যুক্ত, দেবগণ কর্ত্তৃক মথিত, জড়াত্মা সমুদ্রকে দেখিয়া শঙ্কর তাহাকে ক্ষমা করিয়াই যেন গোকর্ণ দেশে গমন করেন। বাস্তবিক জড়কে দেখিয়া পণ্ডিতের তাহার উপরে ক্ষমা প্রকাশ করা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। ৩১।

আচার্য্য শঙ্কর তথায় সরিৎপতি সমুদ্রের জলে অবগাহন করিয়া পার্ব্বতীপতি মহাদেবকে দর্শন করেন। অনন্তর বিবিধ অদ্ভুত অর্থযুক্ত 'ভুজঙ্গ প্রয়াত' ছন্দে মহাদেবের এক উৎকৃষ্ট স্তব করেন। ৩২।

তদনন্তরমাগমান্তবিদ্যাং প্রণতেভ্যঃ প্রতিপাদয়ন্তমেনম্। হরদত্তসমাহ্বয়োঽধিগম্য স্বগুরুং সঙ্গিরতেস্ম নীলকণ্ঠম্ ॥ ৩৩ ॥

ভগবন্নিহ শঙ্করাভিধানো যতিরাগত্য জিগীষুরার্য্যপাদান্। স্ববশীকৃতভট্টমণ্ডনাদিঃ সহ শিষ্যৈর্গিরিশালয়ে সমাস্তে ॥ ৩৪ ॥

ইতি তদ্বচনং নিশম্য সম্যগ্ গ্রথিতানেকনিবন্ধরত্নহারঃ। শিবতত্পরসূত্রভাষ্যকর্ত্তা প্রহসন্ বাচমুবাচ শৈববর্য্যঃ ॥ ৩৫ ॥

সরিতাং পতিমেষ শোষয়েদ্বা সবিতারং বিয়তঃ প্রপাতয়েদ্বা। পটবৎ সুরবর্ত্ম বেষ্টয়েদ্বা বিজয়ে নৈব তথাপি মে সমর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পরপক্ষতমিস্রচণ্ডদর্কৈ র্মম তর্কৈর্ব্বহুধা বিশী-

স্তবসত্তমরচনানন্তরং বেদান্তবিদ্যাং নম্রীভূতেভ্যো বিনেয়েভ্যঃ প্রতিপাদয়ন্তমেনং শ্রীশঙ্করং হরদত্তসমাখ্যোঽধিগম্য স্বগুরুং নীলকণ্ঠং প্রোক্তবান্ যৎ প্রোক্তবান্ তদুদাহরতি। হে ভগবন্! শঙ্করাখ্যো যতিরার্য্যপাদান্ ভবতো বিজিগীষুরিহাগত্য শিষ্যৈঃ সহ শিবালয়ে সমাস্তে তস্যোপেক্ষণীয়ত্বং বারয়তি স্ববশীকৃতা ভট্টপাদমণ্ডনমিশ্রাদয়ো যেন সঃ। ৩৪ ॥

ইতি তস্য হরদত্তস্য বচনং শ্রুত্বা সম্যগ্ গ্রথিতানেকনিবন্ধলক্ষণৈ রত্নৈ র্হারো যেন পুরশ্চ শিবতৎপরস্যাথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদিসূত্রাণাং ভাষ্যস্য কর্ত্তা স শৈববর্য্যঃ প্রহসন্ বাচমুবাচ ॥ ৩৫ ॥

বাচমেব সগর্ব্বামুদাহরতি। যদ্যেষ যতিঃ সমুদ্রং শোষয়েৎ যদি বা গগনাৎ সবিতারং সূর্য্যং প্রপাতয়েৎ যদি বা পটবদাকাশং বেষ্টয়েত্তথাপি মে বিজয়ে সমর্থো নৈব ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

পরপক্ষলক্ষণান্ধকারাণাং নিবারণে স্ফুরদ্ভিঃ সূর্য্যৈ র্মম তর্কৈ

উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিবার পর যখন আচার্য্য আপনার বিনীত ও নম্র শিষ্যদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন, তখন হরদত্ত নামে কোন এক ব্যক্তি আপনার গুরু নীলকণ্ঠকে শঙ্করের কথা ব্যক্ত করেন। ৩৩ ॥

হে ভগবন্! শঙ্কর নামে একজন যতীশ্বর আপনাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়া শিষ্য সমভিব্যাহারে, শিবালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না। কারণ, এই যতিবর, ভট্টপাদ, মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতদিগকে বাদে পরাস্ত করিয়া বশীভুত করিয়াছেন। ৩৪।

শৈব নীলকণ্ঠ অনেক প্রবন্ধরূপ রত্ন দ্বারা উত্তমরূপে হার গ্রথিত করেন। ব্যাসপ্রণীত 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি বেদান্ত সূত্র সমূহের 'শিব তৎপর' নামে এক ভাষ্য প্রস্তুত করেন। তাহাতেই হরদত্তের বাক্য শুনিয়া সহাস্যে ও সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন। ৩৫।

"যদি এই ব্যক্তি নদীপতি সমুদ্রকেও শুষ্ক করেন—আকাশ হইতে সূর্য্যকেও অধঃপতিত করেন—অথবা পটের মতন আকাশকেও সহজে বেষ্টন করেন—তথাপি কেহ কখনই আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না"। ৩৬।

"বাদিগণের যে সমস্ত মতরূপ অন্ধকার আছে,

র্য্যমাণম্। আধুনৈব মতং নিজং স পন্ডস্থিতি জন্নদ্বিতসাদনয়কোপঃ॥ ৩৭॥

সিতভূতিতরঙ্গিতাখিলাঙ্গৈঃ স্ফুটরুদ্রাক্ষ-কলাপকত্রকণ্ঠৈঃ। পরিবীতমধীতশৈবশাস্ত্রৈ র্মুনি-রায়ান্তমমুন্দদর্শ শিষ্যৈঃ॥ ৩৮॥

অধিগত্য মহর্ষিসন্নিকর্ষং কবিরাত্তিষ্ঠবদাত্ম-পক্ষমেষঃ। শুকতাতকৃতাত্মশাস্ত্রতঃ প্রাক্‌কপি-লাচার্য্য ইবাত্মশাস্ত্রমস্থা॥ ৩৯॥

ভগবন্! ক্ষণমাত্রমীক্ষ্যতাং তৎ প্রথমং তু স্ফুর-দুক্তিপাটবং মে। ইতি দেশিকপুঙ্গবং নিবার্য্য ব্যবদত্তেন সুরেশ্বরঃ সুধীশঃ॥ ৪০॥

রধুনৈবাহনেকধা বিশীর্য্যমাণং নিজং মতং স যতিঃ ইতি জন্নন্ননন্নকোপো নীলকণ্ঠো নির্গতবান্॥ ৩৭॥

শ্বেতভূত্যা ব্যাপ্তঅঙ্গানি যেষাং পুনশ্চ স্ফুটরুদ্রাক্ষাণাং সমূহেন বক্ত্রাঃ কমনীয়াঃ কণ্ঠা যেষাং তথাভূতৈরধীতশৈব-শাস্ত্রৈঃ শিষ্যৈঃ পরিবেষ্টিতমায়ান্তমমুং নীলকণ্ঠং মুনিঃ শ্রীশঙ্করো দদর্শ॥ ৩৮॥

মহর্ষেঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্য সন্নিকর্ষং সমীপং প্রাপ্যৈষঃ কবি-র্নীলকণ্ঠ আত্মপক্ষমাত্তিষ্ঠবৎ সম্যক্ স্থাপিতবান্ তত্রোপ-মানমাহ। শুকস্য তাতেন শ্রীবেদব্যাসেন কৃতাদাত্মপ্রতিপাদকা-চ্ছান্ত্রাচ্ছারীরকমীমাংসাসংজ্ঞকাৎ প্রাক্ যথা কপিলাচার্য্যঃ সাক্ষাৎ স্বশাস্ত্রং স্থাপিতবান্ তদ্বৎ॥ ৩৯॥

তদানীং স্বগুরুং নিবার্য্য সুরেশ্বরো বিবাদং কৃতবানিত্যাহ হে ভগবন্! ক্ষণমাত্রং প্রথমম্মমৈতৎ স্ফুরদুক্তিপাটবমীক্ষ্যতা-মিতি দেশিকপুঙ্গবং নিবার্য্য সুধীনামীশঃ সুরেশ্বরস্তেন নীল-কণ্ঠেন ব্যবদৎ॥ ৪০॥

সেই সমস্ত তিমির দলনে আমার শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তর্ক প্রদীপ্ত সূর্য্য সদৃশ। আমার এরূপ তর্কের কাছে যতির মত একবারে শতধা খণ্ডিত হইবে। তখন যতি আমাকে জানিতে পারিবেন।” এই কথা বলিয়া অত্যন্ত কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক নীলকণ্ঠ নির্গত হইল। ৩৭।

নীলকণ্ঠের শিষ্যগণ শ্বেতবর্ণ ভস্মদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়াছে। উজ্জ্বল রুদ্রাক্ষ মালা গল-দেশে ধারণ করাতে কণ্ঠদেশ অতিশয় রমণীয় হইয়াছে। সকলেই শৈবমতের পারগামী এবং কৃতবিদ্য ছাত্র। শঙ্কর এইরূপ উপযুক্ত শিষ্য সমূহে বেষ্টিত হইয়া নীলকণ্ঠকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন।৩৮।

পুরাকালে শুকদেবের পিতা বেদব্যাস কৃত প্রতিপাদক শারীরক শাস্ত্র থাকিলেও মহর্ষি কপিলাচার্য্য যেরূপ আপনার পক্ষ সম-র্থন করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ এই পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের নিকটে আসিয়া স্বকীয় পক্ষ সংস্থাপন করিলেন। ৩৯।

“হে ভগবন্! আপনি ক্ষণকাল আমার প্রথমত প্রদীপ্ত বাক্‌চাতুর্য্য অবলোকন করুন।” নীলকণ্ঠের উদ্দেশে এই কথা কহিয়া এবং নিজ গুরু শঙ্করকে নিবারণ করিয়া সুধীবর সুরেশ্বর নীলকণ্ঠের সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। ৪০।

সুমতে ! তব কৌশলম্বিজানে স্বয়মেবৈষ মুনিঃ প্রতিব্রবীতু । ইতি তং বিনিবর্ত্য নীলকণ্ঠো যতিকণ্ঠীরবসম্মুখস্তদাসীৎ ॥ ৪১ ॥

পরপক্ষবিসাবলীমরালৈর্বচনৈস্তস্য মতং চখণ্ড দণ্ডী । অথ নীলগলঃ স্বপক্ষরক্ষাং জহদদ্বৈতমপাকরিষ্ণুরূচে ॥ ৪২ ॥

বিবদমানং সুরেশ্বরং প্রতি নীলকণ্ঠো যদুক্তবাংস্তদাহ হে সুমতে ! তব কুশলতাং বিজানেঽতঃ স্বয়মেবৈষ মুনিঃ প্রতিব্রবীতু ইতি তং সুরেশ্বরং বিনিবর্ত্য তদা যতিসিংহসম্মুখ আসীৎ ॥ ৪১ ॥

ততঃ পরপক্ষলক্ষণবিসাবলীভক্ষণে হংসৈর্বচনৈস্তস্য সম্যক্ স্থাপিতং মতমসৌ শ্রীশঙ্করশ্চখণ্ড খণ্ডিতবান্ । অথানন্তরং নীলকণ্ঠঃ স্বপক্ষরক্ষাত্যাজয়দ্বৈতমতমিরাকর্তুমিচ্ছুরুবাচ ॥ ৪২ ॥

হে সুমতে ! আমি তোমার বুদ্ধিকৌশল অবগত আছি । অতএব শঙ্কর মুনি স্বয়ং প্রত্যুত্তর দিতে অগ্রসর হউন । এই কথা বলিয়া সুরেশ্বরকে নিবারণ করেন । পরে যতিরাজ শঙ্করের সম্মুখীন হন । ৪১ ।

দণ্ডী শঙ্করাচার্য্য প্রতিবাদীগণের মতরূপ মৃণাল ভক্ষণ করিতে বচনরূপ হংস নিযুক্ত করিলেন । তাহাতেই নীলকণ্ঠের সংস্থাপিত মত সকল খণ্ডন করেন । অনন্তর নীলকণ্ঠ স্বপক্ষ রক্ষা করা দুরূহ ভাবিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হন, এবং অদ্বৈতমত নিরাকরণ করিবার বাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন । ৪২ ।

প্রশমিন্ ! তত্ত্বমসীতি বচস্ত্রয়ীকৈঃ কথিতোঽর্থঃ স ন যুজ্যতে ত্বদিষ্টঃ । অভিদা তিমিরপ্রকাশয়োঃ কিং ঘটতে হন্ত বিরুদ্ধধর্মবত্ত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥

রবিতৎপ্রতিবিম্বয়োরিবাভিদবধৈতামিত্যপিত-

যদূচে তদাহ যড়্ভিঃ । হে প্রশমিন্ !* তত্ত্বমস্যাদিবেদত্রয়ীমস্তকৈ র্জীবেশ্বরাভেদলক্ষণো যত্ত্বদিষ্টোঽর্থঃ কথিতঃ স ন যুজ্যতে কিং তমঃপ্রকাশয়োরভেদো ঘটতে নৈব যুজ্যতে তত্র হেতু র্বিরুদ্ধধর্মবত্ত্বাত্তথা চ জীবেশ্বরাভেদো ন ভবতি বিরুদ্ধধর্মবত্ত্বাত্তমঃপ্রকাশয়োরিবেতি যুক্তিবিরোধাত্ত্বদিষ্টোঽর্থো বেদান্তৈর্নৈব কথিত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

ননু রবিতৎপ্রতিবিম্বয়ো র্ব্যভিচারশ্চাঞ্চল্যাচাঞ্চল্যাদিবিরুদ্ধধর্মবত্ত্বেঽপ্যভেদাভাবাভাবস্য সত্ত্বাত্তথা চ বিরুদ্ধধর্ময়ো-

---

হে শমধন শঙ্কর ! 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা জীব এবং ঈশ্বরের অভেদ রূপ অর্থ যে আপনার অভিপ্রেত হইয়াছে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে । কারণ, তিমির এবং আলোকের কদাচ অভেদ ঘটিতে পারে না । তম এবং প্রকাশ যেরূপ উভয়ে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ জীব ঈশ্বরের গুণ বিরুদ্ধ । সুতরাং আপনি যে অর্থ মনোনীত করিয়াছেন, বেদান্ত দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে না । ৪৩ ।

সূর্য্য এবং সূর্য্য প্রতিবিম্বের মতন বাস্তবিক অভেদ হয়, একথাও বলিতে পারেন না । কারণ, ব্যোমশিব প্রভৃতি গুরুগণের মতে দর্পণে যে বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা মিথ্যা । প্রতিবিম্ব মিথ্যা

ষতো ন বাচ্যম্। মুকুরে প্রতিবিম্বিতস্য মিথ্যা-ত্বগতে র্ব্যোমশিবাদিদেশিকোক্ত্যা ॥ ৪৪ ॥

মুকুরস্থমুখস্য বিম্ববস্তুাড়িদয়া পার্শ্বগলোক-লোকনেন। প্রতিবিম্বিতমাননং মৃষা স্যাদিতি ভাবৎকমতানুগোক্তিকশ্চ ॥ ৪৫ ॥

রপি তয়ো রবিতৎপ্রতিবিম্বয়োরিবাভেদো যুজ্যতামিত্যা শঙ্ক্য পরিহরতি। রবিতৎপ্রতিবিম্বয়োরিব তত্ত্বতোঽস্তিদাভেদো ঘটতামিত্যপি ন বাচ্যং তত্র হেতু র্ব্যোমশিবাদিদেশিকোক্ত্যা দর্পণে প্রতিবিম্বিতস্য মিথ্যাত্ত্ব্যাবগতেস্তথা চ মিথ্যাত্বেন বাধাস্য প্রতিবিম্বস্যাভেদযোগাভাবা অভাবেন ব্যভিচারা-ভাবাত্তদ্দৃষ্টান্তেন জীবেশ্বরয়োরভেদো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ ভবদীয়মতানুগাপ্যুক্তিরপ্যস্তীত্যাহ। বিম্বমুখান্ মুকুরস্য মুখস্য ভেদেন সমীপস্থলোকাবলোকনেন হেতুনা প্রতিবিম্বিতং মুখং মৃষা স্যাদিতি ভবদীয়মতানুগোক্তিকশ্চ-শ্চার্থেকঃ ॥ ৪৫ ॥

হইলে অভেদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না—সুতরাং সেই দৃষ্টান্তে জীব এবং ঈশ্বরের অভেদও ঘটে না। ৪৪।

প্রতিবিম্ব মুখ হইতে দর্পণস্থ মুখের ভেদ স্বীকার করা হইয়া থাকে। সেই কারণে সমীপ-বর্ত্তী লোকদিগের সাক্ষাৎকার হয়। ইহাতেই প্রতিবিম্বিত মুখ মিথ্যা বলিয়া বোধ করিতে হইবে। আপনিও আপনার মতে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ৪৫।

ন চ মায়িকজীবনিষ্ঠমৌঢ্যেশ্বরসার্ব্বজ্ঞবিরুদ্ধ-ধর্ম্মবাধাৎ। উভয়োরপি চিৎস্বরূপতায়া অবি-শেষাদভিদৈব বাস্তবীতি ॥ ৪৬ ॥

নহি মানশতৈঃ স্থিতস্য বাধাঽপরথ দত্তজলা-

নহু জীবনিষ্ঠমৌঢ্যস্যেশ্বরসার্ব্বজ্ঞস্য চ বিরুদ্ধধর্ম্মস্য মায়িক-ত্বেন বাধাদুভয়োরপি চৈতন্যস্বরূপতায়া অবিশেষাদ্বাস্তবো-ঽভেদ এবেত্যাশঙ্ক্য পরিহারং প্রতিজানীতে নচেতি ॥ ৪৬ ॥

তত্র হেতুমাহ। হি যস্মাৎ প্রমাণশতৈঃ স্থিতস্য বিরুদ্ধধর্ম্মস্য বাধো ন সংভবতি বাধাভাবেন মায়িকত্বমপ্যস্য নাস্তীতি ভাবঃ। বিপক্ষে বাধকমাহ অপরথেতি। মানশতৈঃ স্থিতস্যাপি বাধা-ঙ্গীকারে ভেদো দত্তজলাঞ্জলিঃ স্যাৎ তত্র যুক্তিমাহ। বিপরীত

জীবে যে মূঢ়তা গুণ আছে এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি আছে, এই উভয় গুণ পরস্প-রের বিরোধী মায়াবশতঃ যদি উভয়ের উভয় শক্তির বাধ হয়, তবে উভয়ের চৈতন্য শক্তি এক হইল। তাহাতেও আপনি জীব ও ঈশ্বরের অভেদ বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। ৪৬।

যে বস্তু বিদ্যমান আছে, শত সহস্র প্রমাণ দ্বারাও তাহার অন্যথা করিতে পারা যায় না। তাহা স্বীকার করিলে ভেদ পদার্থের উপর জলা-ঞ্জলি দান করিতে হয়। তাহার যুক্তি এই—অশ্বত্ব ও গোত্ব ইহারা পরস্পর বিপরীত পদার্থ, যদি অশ্বত্ব ও গোত্বের অন্যথা হয়, তবে অশ্ব

গুলি র্ভিদা স্যাৎ। বিপরীতহয়ত্বগোত্বয়াধাত্মর-পশ্বোর্নিজরূপকৈক্যমুক্ত্যা ॥ ৪৭ ॥

যদি মানগতস্য হানমিষ্টং ন ভবেত্তর্হি ন চেশ্বরোঽহমস্মি। ইতি মানগতস্য জীবসর্ব্বেশ্বর-ভেদস্য ন হানমপ্যভীষ্টম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি যুক্তিশতৈঃ স নীলকণ্ঠঃ কবিরক্ষোভয়দ-দ্বিতীয়পক্ষম্। নিগমান্তবচঃ প্রকাশ্যমানং কলভঃ পদ্মবনং যথা প্রফুল্লম্ ॥ ৪৯ ॥

যোরশ্বত্বগোত্বয়োর্ব্বাধাদশ্বপশ্বোঃ স্বরূপৈক্যমেবেতি যুক্ত্যে-ত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

যদি প্রত্যক্ষাদিমানাবগতস্য হানমিষ্টং ন ভবেত্তর্হি ন চেশ্বরোঽহমস্মীতি প্রত্যক্ষপ্রমাণাবগতস্য জীবসর্ব্বেশ্বরভেদস্য হানমপ্যভীষ্টং ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যেবং যুক্তিশতৈঃ স কবি নীলকণ্ঠো বেদান্তবচোভিঃ প্রকাশ্যমানমদ্বৈতপক্ষমক্ষোভয়ৎ যথা প্রফুল্লং সরোজবনং হস্তিপোতঃ ক্ষোভয়তি তদ্বৎ ॥ ৪৯ ॥

এবং পশু—এই উভয়ের স্বরূপ এক হইয়া উঠে। ৪৭।

যেবস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যথার্থরূপে অব-গত হইয়াছে তাহার অন্যথা হওয়া যদি আপনার অভিপ্রেত না হয়, তবে আমি ঈশ্বর নয়, এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা, জীব এবং ঈশ্বর ভেদের অন্যথা হওয়াও যুক্তিসঙ্গত নহে। ৪৮।

যেরূপ করিশাবক প্রফুল্লকমল বনে গিয়া তাহাকে দলিতকরে, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বেদান্ত-বাক্যে বিরাজমান অদ্বৈত পক্ষ ও তদ্রূপ খণ্ডন করিলেন। ৪৯।

অথ নীলগলোক্তদোষজালো ভগবানেবমুবোচ-দস্ত কামম্। শৃণু তত্ত্বমসীতি সম্প্রদায়শ্রুতি-বাক্যস্য পরাবরেঽভিসন্ধিম্ ॥ ৫০ ॥

নমু বাচ্যগতা বিরুদ্ধতাধীরিহ সোঽয়মিতি-বদ্বিরোধহানে। অবিরোধি তু বাচ্যমাদদৈক্যং

অথ তদুক্তাদ্বৈতপক্ষক্ষোভানন্তরং নীলকণ্ঠেনোক্তং দোষ-জালং যস্মৈ স ভগবাঞ্ছঙ্করাচার্য্য উবাচ এবং ত্বদুক্তং যথেষ্ট-মস্ত তথাপি তত্ত্বমসীতি সম্প্রদায় শ্রুতিবাক্যস্য পরাবরে অভি-প্রায়ং শৃণু পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে যস্মাত্তথাভূতেঽখণ্ডৈকরসে যদ্বা কার্য্যোপাধিকো জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বর ইত্যুক্তত্বাৎ কারণাভিন্নে কার্য্যে ॥ ৫০ ॥

ইহ তত্ত্বমসিবাক্যে সোঽয়মিতিবদ্বিরুদ্ধতাবুদ্ধি র্নমু বাচ্য-গতা ন তু লক্ষ্যগতা তথা চ ভাগলক্ষণয়া তস্য বিরোধস্য হানে সতি অবিরোধি বাচ্যং চৈতন্যমাত্রং তু স্বীকুর্ব্বতস্তত্ত্বমিতি

নীলকণ্ঠের উক্ত দোষ সকল নিজ পক্ষে ন্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতে লাগিলেন। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। তথাপি 'তত্ত্বমসি' এই বেদবাক্যের এক অখণ্ড আত্মবিষয়ে যে অভিসন্ধি আছে, তাহা শ্রবণ কর। ৫০।

'তত্ত্বমসি' বেদান্তবাক্যে 'সোঽয়ং দেবদত্ত' ইহার মতন আপাতত বিরুদ্ধ বুদ্ধি হয় সত্য। কিন্তু সে বুদ্ধি যখন বাচ্যগত হয় তখনই দোষ, লক্ষ্যগত হইলে দোষ হয় না। ভাগ লক্ষণাদ্বারা বিরোধের ক্ষয় হইলে অবিরোধী বাচ্যার্থ অর্থাৎ চৈতন্যমাত্রে স্বীকার করিলে 'তৎ ত্বম' এই দুটি

পদযুগ্মং স্ফুটমাহ কো বিরোধঃ ॥ ৫১ ॥

যদিহোক্তমতিপ্রসঞ্জনং ভো! ন ভবেন্নোহি গবাশ্বয়ো প্রমাণম্। অভিদাঘটকং তয়ো র্যতঃ স্যাদুভয়ো র্লক্ষণয়া ভিদানুভূতিঃ ॥ ৫২ ॥

নমু মৌঢ্যসমস্তবিত্ত্বধর্ম্মান্বিতজীবেশ্বররূপ তোঽতিরিক্তম্। উভয়োঃ পরিনিষ্ঠিতং স্বরূপং বত নাস্ত্যেব যতোঽত্র লক্ষণা স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

ইতি চেন্ন সমীক্ষ্যমাণজীবেশ্বররূপস্য চ কল্পিতত্বযুক্ত্যা। তদধিষ্ঠিতসত্যবস্তুনোঽদ্ধা নিয়মেসদাভ্যুপেয়তায়াঃ ॥ ৫৪ ॥

পদদ্বয়মৈক্যং স্ফুটমাহাঽতঃ কোঽপি বিরোধো নাস্তি ৫১ ॥

যত্ত্বপরথেত্যাদ্যুক্তং তত্রাহ যদিতি। ইহ এবমুচ্যমানে যোঽতিপ্রসঙ্গস্ত্বয়োক্তঃ স ন ভবেৎ হি যস্মাৎ গবাশ্বয়োরভেদঘটকং প্রমাণং নাস্তি যতঃ প্রমাণাত্তয়ো র্গবাশ্বয়োরুভয়োর্ভাগলক্ষণয়াঽভেদানুভবঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

নীলকণ্ঠঃ শঙ্কতে। নমু মৌঢ্যধর্ম্মান্বিতজীবস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বধর্ম্মযুক্তেশ্বরস্বরূপাচ্চাতিরিক্তমুভয়োর্জীবেশ্বরয়োঃ পরিনিষ্ঠিতং স্বরূপং খলু নাস্ত্যেব যতস্তথাভূতস্বরূপসত্ত্বাদত্র স্বরূপে লক্ষণা স্যাৎ যদ্বাত্র তত্ত্বমসিবাক্যে ॥ ৫৩ ॥

পরিহরতীতিচেন্ন তত্র হেতুমাহ। মৌঢ্যাদিবিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্টং জীবাদিস্বরূপং কল্পিতং দৃশ্যত্বাচ্ছুক্তিরূপ্যাদিবদিতি পরিদৃশ্যমানজীবেশ্বরস্বরূপস্য কল্পিতত্বযুক্ত্যা তেন স্বরূপেণাধিষ্ঠিতস্য তদধিষ্ঠানস্য সত্যস্য বস্তুনঃ সদা নিয়মেনৈব সাক্ষাদভ্যুপগন্তব্যত্বাদদ্ধেত্যস্য পূর্ব্বপদেন বা সম্বন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

পদ অভিন্ন হয়। অতএব তথায় কোন বিরোধের সম্ভাবনা হইতে পারে না। ৫১।

আমি যে কথা বলিতেছিলাম, একথা বলিলে যে অতি প্রসঙ্গ দোষ (অর্থাৎ যাহাতে লক্ষণ যাওয়া উচিত নয় তাহাতেও লক্ষণ যাওয়া) ঘটিবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। গো এবং অশ্ব এই উভয়ের অভেদ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বস্তুত এমন কোন প্রমাণ দেখা যায় না যাহাতে ভাগ লক্ষণাদ্বারা গো এবং অশ্বের অভেদ অনুভব হয়। ৫২।

মূঢ়তাগুণ যুক্ত জীব এবং সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি যুক্ত ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের কোন চিহ্নিত বিশেষ স্বরূপ নাই। যদি উভয়ের ঐরূপ থাকিত, এই রূপ স্বরূপে অথবা 'তত্ত্ব মসি' বাক্যে লক্ষণা হইতে পারিত। ৫৩।

ভগবান্ শঙ্কর খণ্ডন করিতে লাগিলেন—শুক্তিতে রজত বুদ্ধি হইবার কারণ, কেবল সকলেরই ইহা দৃশ্য। সেই রূপ মূঢ়তাগুণ যুক্ত জীবের স্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞতাগুণ যুক্ত ঈশ্বরের স্বরূপ দৃশ্যত্ব হেতু কল্পিত হইয়াছে। কল্পনা যুক্তি অনুসারে কেবল জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। ঈশ্বরের যে প্রকার স্বরূপ, সেই স্বরূপ দ্বারা যখন অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন অধিষ্ঠান স্বরূপ সত্য বস্তু চিরকাল এক নিয়মে অবশ্য সকলে জানিতে পারিবে। অতএব তোমার বাক্য আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ৫৪।

ভবতাপি তথা হি দৃশ্যদেহাদ্যহমস্তস্য জড়ত্বমভ্যুপেয়ম্। পরিশিষ্টমুপেয়মেকরূপং ননু কিঞ্চিদ্ধি তদেব তস্য রূপম্॥ ৫৫॥

জগতোহসত এবমেব যুক্ত্যা ত্বনিরূপ্যত্বত এব কল্পিতত্বাৎ। তদধিষ্ঠিতভূতরূপমেষ্যম্ননু কিঞ্চিদ্ধি তদীশ্বরস্য সত্যম্॥ ৫৬॥

তদিহ শ্রুতিগোভয়স্বরূপে নিরুপাধৌ ন হি মৌঢ্যসর্ব্ববিত্ত্বে। ন জপাকুসুমাত্তলোহিতিম্নঃ স্ফটিকে স্যান্নিরুপাধিকে প্রসক্তিঃ। ৫৭।

অপি ভেদধিয়ো যথার্থতায়াং ন ভয়ং ভেদদৃশঃ

নম্বভ্যুপগন্তব্যং ভবন্তি র্ম্ময়াতু নাভ্যুপগম্যত ইত্যাশঙ্ক্যাদৌ সমীক্ষ্যমাণজীবস্বরূপাধিষ্ঠানমভ্যুপেয়মেবেত্যাহ ভবতাপীতি। হি যস্মাত্তবতাহপি দৃশ্যস্য দেহাদেরহমস্তস্য জড়ত্বমভ্যুপেয়ং তস্য জীবস্য পরিশিষ্টং তদেব কিঞ্চিৎ সত্যং রূপং স্বীকর্ত্তব্যমেব॥ ৫৫॥

তথেশ্বরস্বরূপমপীত্যাহ। অসতো জগতো ব্যুত্থিতং প্রতি বিমতং কল্পিতমনিরূপ্যত্বাদ্রজ্জুরগবদিত্যেবমেব যুক্ত্যা কল্পিতত্বাৎ কিঞ্চিদ্ধি তৎ সত্যমীশ্বরস্য জগদধিষ্ঠানভূতং রূপমেষ্যমবশ্যমঙ্গীকার্য্যমিত্যর্থঃ॥ ৫৬॥

তত্তস্মাদিহ শ্রুতিগম্যে নিরুপাধাবুভয়স্বরূপে মৌঢ্যসর্ব্ববিত্ত্বে নৈব স্তঃ তত্র দৃষ্টান্তমাহ জপাপুষ্পাৎ প্রাপ্তস্য লোহিতিম্নো নিরুপাধিকে স্ফটিকে প্রসক্তি র্নহি স্যাত্তদ্বৎ॥ ৫৭॥

অপিচ ভেদধিয়ো যথার্থতায়াং ভেদদৃশঃ পুরুষস্য মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি য উদরমন্তরং কুরুতেহথ তস্য ভয়ং ভবতীত্যাদি শ্রুতি র্ভয়ং ন ব্রবীতু ন ব্রুয়াৎ। হি যস্মাদনর্থসম্বন্ধো বিপরীতদর্শিনঃ স্যাৎ যতশ্চ ভিদাধা র্ভেদ-

আর দেখ, যে দেহ সকলের প্রত্যক্ষ—যে দেহ পরিণামে 'অহম্, এই বুদ্ধিতে পরিণত হয়—সে দেহ জড়, ইহা আপনাকেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে জীবের অবশিষ্ট যাহা এক রূপ বস্তু রহিল, সেই কিঞ্চিৎ মাত্র বস্তু ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবেন। ৫৫।

এই অনিত্য জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। এই বিষয়ে অযথার্থ মত কল্পিত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্প যেমন নিশ্চিত হয় না বলিয়া কল্পিত, এখানেও সেই রূপ জানিবে। এই রূপ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর হইতে জগতের কল্পনা করা হয়। তবে ঈশ্বর যে প্রকার সত্য বস্তু, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভূত হয়। সুতরাং জগতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতরূপ সকলের অঙ্গীকার করিতে হইবে। ৫৬।

অতএব এই বেদোক্ত নিরুপাধি (বিশেষণ রহিত) জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপে উভয়ের মূঢ়তা ও সর্ব্বজ্ঞতা গুণ থাকিতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত এই—জবাপুষ্পের সন্নিধানে থাকিয়া যদি স্ফটিকমণি লৌহিত্যগুণ প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার নিরুপাধি স্ফটিক পদার্থে কখনই লৌহিত্য হইতে পারেনা। ৫৭।

আর দেখ—ভেদবুদ্ধি যদি যথার্থ হয়, তবে ভেদদর্শী পুরুষের বেদোক্ত ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

শ্রুতি র্ব্রবীতু। বিপরীতদৃশো হ্যনর্থযোগো ন ভিদাধীর্ব্বিপরীতধার্য্যতঃ স্যাৎ ॥ ৫৮ ॥

অভিদা শ্রুতিগাঽপ্যতাত্ত্বিকী চেৎ পুরুষার্থ-শ্রবণং ন তদ্গতৌ স্যাৎ। অশিবোঽহ মিতি ভ্রমস্য শাস্ত্রাদ্বিধুমানত্বগতেরিবাস্তি বাধঃ ॥ ৫৯ ॥

তদবাধিতকল্পনাক্ষতির্নো শ্রুতিসিদ্ধাত্মপরৈ-ক্যবুদ্ধিবাধঃ। নিগমাৎ প্রবলং বিলোক্যতে মাকরণং যেন তদীরিতস্য বাধঃ ॥ ৬০ ॥

ঋষিভি র্ব্বহুধা পরাত্মতত্ত্বং পুরুষার্থস্য চ তত্ত্ব-

বুদ্ধি র্বিপরীতধী র্নস্যাত্তথা চোক্তশ্রুত্যা ভেদদর্শিনো ভয়স্যোক্ত্যাদনর্থযোগস্য চ বিপরীতদর্শিন এব যুক্তত্বাদ্ ভেদধী র্বিপরীত ধীরেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

এবং ভেদদৃশঃ শ্রুতয়াঽন্যথানুপপত্ত্যা ভেদবুদ্ধের্বিপরীত-ধীত্বমুপবর্ণ্য তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইতি শ্রুত্যা ভেদজ্ঞানে শ্রুতপুরুষার্থান্যথানুপপত্ত্যা ভেদস্য তাত্ত্বিকত্বমাবিষ্করোতি। অভিদা অভেদঃ শ্রুতিগাপ্যতাত্ত্বিকী

অযথার্থা চেত্তর্হি তদ্গতৌ তস্যা অভিদায়া গতৌ জ্ঞানে পুরু-ষার্থস্য শ্রবণং ন স্যাৎ। যত্তু যদি মানগতস্তেত্যাদি তত্রাহ অশি-বোঽহমিতি ভ্রমস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধচন্দ্রগতপ্রাদেশমানত্ববুদ্ধেরিব শাস্ত্রাদ্বাধোঽস্তি তথাচ ন চেশ্বরোঽহমস্মীতি বুদ্ধের্ভ্রমঃ শাস্ত্রেণ বাধ্যমানত্বাদবিধুমানত্ববুদ্ধিবত্তস্য বাধে ন চাভেদ এব শ্রুতি-গম্যো বাস্তব ইতি ভাবঃ। যত্ত এবনতস্তদবাধিতকল্পনায়াঃ ক্ষতিঃ ক্ষয়ো ন তু শ্রুতিসিদ্ধাত্মপরৈক্যবুদ্ধিবাধো হতস্তদবাধি-তত্বকল্পনাক্ষতে র্হেতো র্নোক্তবুদ্ধিবাধ ইতি পাঠান্তরে ব্যাখ্যেয়ং কুতো নাস্তীতি বদন্তং প্রত্যাহ নিগমাৎ প্রবলং প্রমাকরণং কিং বিলোক্যতে যেন নিগমোক্তস্যাত্মপরৈক্যস্য বাধ স্যাৎ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

নীলকণ্ঠ আহ। ঋষিভিঃ কপিলাদিভি র্ব্বহুধা পরাত্মতত্ত্বমথ পুরুষার্থস্য চ তত্ত্বমপ্যুক্তং তদপাস্য এক এব নিরূপিত

অর্থাৎ "মৃত্যোঃ স মৃত্যু মাপ্নোতি" অথ তস্য ভয়ং ভবতি, ইত্যাদি বেদোক্ত ভয় সম্ভাবিত নহে। কারণ. যে ব্যক্তি বিপরীত দর্শন করে, তাহারই অনর্থ ঘটিয়া থাকে। তাহাতেই ভেদ-বুদ্ধি বিপরীত বুদ্ধি হয়না। ৫৮।

বেদে যে অভেদ আছে, তাহা যদি অযথার্থ হয়, তবে অভেদ জ্ঞান হইতে পুরুষার্থের শ্রবণ হয়না। আর দেখ—চন্দ্র দর্শন করিলে চন্দ্রকে এক বিতস্তি পরিমিত বলিয়া যে বুদ্ধি হয়, শাস্ত্র দ্বারা সে বুদ্ধির অন্যথা হইয়া থাকে। 'অহং অশিবঃ' আমি ঈশ্বর নয়—এবুদ্ধি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইলেও তাহা ভ্রম জ্ঞান মাত্র। শাস্ত্র দ্বারা এরূপ ভ্রম জ্ঞানের অবশ্য বৈপরীত্য ঘটিবে। ৫৯।

যদি এরূপ হইল—তবে ইহাতে যথার্থ কল্প-নার অন্যথা হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতি সিদ্ধ পরমা-ত্মার ঐক্য বুদ্ধির ক্ষয় হয় না। যে প্রমাণ দ্বারা বেদোক্ত পরমাত্মার অভেদবুদ্ধির বাধ হয়, সেই বেদ বা নিগম অপেক্ষা অন্য প্রমাণ কি কখন প্রবল হইতে পারে ? । ৬০।

নীলকণ্ঠ বলিলেন—কপিলাচার্য্য প্রভৃতি ঋষি-গণ নানাবিধ উপায়ে পরমাত্মতত্ত্ব এবং পুরুষার্থ তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি তাঁহাদের কথায় অবহেলা করিয়া এক মাত্র তত্ত্ব নিরূপণ

মপ্যথোক্তম্। তদপাস্য নিরূপিতপ্রকারো ভবতাহসৌ কথমেক এব ধার্য্যঃ ॥ ৬১ ॥

প্রবলশ্রুতিমানতো বিরোধে বলহীনতিস্মৃতি

প্রকারো ভবতা কথং ধার্য্যো বহূনামনুসরণস্য ন্যায্যত্বাৎ ॥ ৬১ ॥

পরিহরতি। প্রবলশ্রুতিপ্রমাণেন বিরোধে সতি বলহীনাঃ স্মৃতিবাচ এব নাঙ্গীকর্ত্তব্যা ইতি নয়বলাৎ বেদত্রয়ীবিরুদ্ধমৃষীণাং বচনং প্রমাত্বং ন প্রাপ্নুয়াৎ। তথা চ প্রমাণলক্ষণস্থো জৈমিনিন্যায়ঃ বিরধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানমিতি ঔডুম্বরী স্পৃষ্ট্বোদগায়েদিতি শ্রুতে বিরুদ্ধাপি সর্ব্বা বেষ্টয়িতব্যেতি স্মৃতিস্মানং নং বেতিবিষয়ে অষ্টকাদিস্মৃতিবন্মানমিতি পূর্ব্বপক্ষে রাদ্ধান্তস্তু পূর্ব্বপক্ষমপনুদতি শ্রুতিবিরোধে

করিয়াছেন। আপনার বাক্য কিরূপে ধার্য্য হইবে? সকলেই যে পথের অনুসরণ করিয়াছে, তাহার অনুসরণ করাই ন্যায্য। ৬১।

ভগবান্ শঙ্কর পরিহার করিলেন—"প্রবলশ্রুতি প্রমাণ দ্বারা বিরোধ উপস্থিত হইলেও বলহীন স্মৃতিবাক্য কিছুতেই স্বীকার্য্য নহে।" এইরূপ ন্যায় থাকাতে ঋষিবাক্য, বেদ কিংবা বেদান্তের বিরুদ্ধ হইলে তাহা কখন প্রামাণিক নহে। জৈমিনি, মীমংসাদর্শনে প্রমাণ লক্ষণ স্থলে সূত্র করিয়ছেন। 'বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্'। অর্থাৎ বেদের বিরোধ হইলে স্মৃতির প্রামাণ্যে আদর প্রকাশ করিবে না। কিন্তু যদি বিরোধ না থাকে অর্থাৎ স্মৃতি যদি মূল শ্রুতির অনুগামিনী হয়, তবেই তাহার প্রামাণ্য থাকে।

বাচ এব নেয়াঃ। ইতি নীতিবলাত্ত্রয়ীবিরুদ্ধং ন ঋষাণাং বচনং প্রমাত্বমীয়াৎ ॥ ৬২ ॥

নন্বু যুক্তিযুতং মহর্ষিবাক্যং শ্রুতিবদ্গ্রাহ্যতমং পরং তথাহি। প্রতিদেহমসৌ বিভিন্ন আত্মা সুখদুঃখাদিবিচিত্রতাবলোকাৎ ॥ ৬৩ ॥

যদি চাত্মন একতা তদানীমতিদুঃখী যুবরাজসৌখ্যমীয়াৎ। অমুকঃ সসুখোহমুকস্তু দুঃখী-

স্মৃতেঃ প্রামাণম্যনপেক্ষমনাদরণীয়ং স্যাদ্ধি যস্মাদসতি বিরোধে মূলশ্রুত্যনুমাপকতয়া স্মৃতিরপি মানমিতি ন্যায়ার্থঃ। এবঞ্চবেদবিরুদ্ধবচসাং বহূনামপ্যনুসরণমন্যায্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

এবমুক্তো নীলকণ্ঠঃ শঙ্কতে চতুর্ভিঃ। নন্বু যুক্তিযুক্তং মহর্ষিবাক্যম্পরং কেবলং গ্রাহ্যতমং ন তু ত্যাজ্যং যুক্তিযুক্তত্বমেব দর্শয়িতুমাহ তথাহীতি ॥ ৬৩ ॥

বিপক্ষে দোষমাহ। যদিচাত্মন একতা স্যাত্তদানীমতিদুঃখী

এইরূপে যে সকল ঋষিদের বেদ বাক্যের সহিত ঐক্য নাই, তাহাদের অনুসরণ করা অবিধি।৬২।

নীলকণ্ঠ বলিলেন—যদি মহর্ষি গণের বাক্য যুক্তি সঙ্গত হয়, তাহা অতিশয় গ্রহণ করিবে, কিন্তু ত্যাগ করিবে না। তাঁহারা বলেন—আত্মা প্রত্যেক দেহে বিভিন্ন, কারণ—সকলেরই সুখদুঃখের তারতম্য দেখা যায়। ৬৩।

যদি আত্মা এক হয়, তবে অতিদুঃখী ও তৎকালে যৌবরাজ্য লাভ করিবার আনন্দ পাইতে

ত্যনুভূতি র্ন ভবেত্তয়োরভেদাৎ ॥ ৬৪ ॥

অয়মেব বিদন্বিতশ্চ কর্ত্তা নহি কর্ত্তৃত্বমচেতনস্য দৃষ্টম্। অতএব ভুজে র্ভবেৎ স কর্ত্তা পরভোক্তৃত্বমতিপ্রসঙ্গদুষ্টম্ ॥ ৬৫ ॥

পুরুষার্থ ইহৈব দুঃখনাশঃ সকলস্যাপি সুখস্য দুঃখযুক্তেঃ। অতিহেয়তয়া পুমর্থতাঽতো বিষপৃক্তান্নবদিত্যভেদ্যযুক্তেঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি চেন্ন সুখাদিচিত্রতায়া মনসো ধর্ম্মতয়াত্মভেদকত্বম্। ন কথঞ্চন যুজ্যতে পুনঃ সা ঘটয়েৎ প্রত্যুত মানসীয়ভেদম্ ॥ ৬৭ ॥

চিতিযোগবিশেষ এব দেহে কৃতিমত্তাঘটকো-

যুবরাজসৌখ্যং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চামুকঃ সুখী অমুকস্তু দুঃখীত্যনুভবো ন স্যাত্তয়োরভেদাৎ ॥ ৬৪ ॥

কিঞ্চাত্মনোঽকর্ত্তৃত্বমচেতনস্যান্তঃকরণাদেঃ কর্ত্তৃত্বমিতি ভবন্মতমপ্যযুক্তমিত্যাশয়েনাহ। অয়মেব জ্ঞানান্বিতঃ কর্ত্তা হি যস্মাদচেতনস্য কর্ত্তৃত্বং ন দৃষ্টং অতএব ভুজেরপি স আত্মা কর্ত্তা ভবেদ্যতঃ কর্ত্তুরন্যস্য ভোক্তৃত্বং দেবদত্তকৃতকর্ম্মফলভোক্তৃত্বং যজ্ঞদত্তস্য স্যাদিত্যতিপ্রসঙ্গেন দুষ্টম্ ॥ ৬৫ ॥

কিঞ্চ মোক্ষোঽপি ভবদভিমতোঽযুক্ত ইত্যাশয়েনাহ। ইহলোকে বেদে বা পুরুষার্থোঽপোয দুঃখনাশ এব ন তু সুখাপ্তিস্তত্রাভেদ্যাং যুক্তিমাহ সর্ব্বস্যাপি সুখস্য দুঃখসংযুক্তত্বাদ্ধেয়ত্বেন বিষপৃক্তান্নবৎ পুরুষার্থত্বং নাস্তীত্যভেদ্যায়া যুক্তে র্হেতোঃ সুখং চায়ং প্রয়োগঃ বিমতং ন পুরুষার্থঃ দুঃখসংযুক্তত্বাৎ বিষসম্পৃক্তান্নবৎ ॥ ৬৬ ॥

পরিহরতি ইতি চেন্নেতি। তত্র সুখদুঃখাদিচিত্রতাবলোকনাদিহেতোঃ পক্ষবৃত্তিত্বেনাত্মভেদকত্বাভাবং হেতুমাহ সুখাদিচিত্রতায়াঃ মনসোধর্ম্মত্বেনাত্মভেদকত্বং কথঞ্চিদপি ন যুজ্যতে প্রত্যুত সা চিত্রতা মানসীয়ং মনোনিষ্ঠং ভেদং ঘটয়েৎ তস্যা মনোধর্ম্মত্বে তু কামসংকল্প ইত্যাদি শ্রুতিমানমিতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

অথ নহীত্যাদি যদুক্তং তত্রাহ। চৈতন্যযোগবিশেষ এব

পারে। সুখী দুঃখী এক হইলে অমুক সুখী, কি অমুক দুঃখী, এরূপ অনুভব হইতে পারে না। ৬৪।

জ্ঞানান্বিত আত্মারই কর্ত্তৃত্বশক্তি থাকে, কিন্তু অচেতন অন্তঃকরণাদির কর্ত্তৃত্ব কখন দেখা যায় না। অতএব আত্মাই ভুজ্ ধাতুর কর্ত্তা অর্থাৎ আত্মাই সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। যে কর্ত্তা নয় তাহার ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলে, দেবদত্ত যে কর্ম্ম ফল ভোগ করিবে, যজ্ঞদত্তের পক্ষে সেই কর্ম্ম ফল ভোগ করা সম্ভব। ৬৫।

ইহলোকে অথবা বেদে দুঃখ নাশের নাম পরম পুরুষার্থ, কিন্তু সুখ প্রাপ্তির নাম পরম পুরুষার্থ নহে। আপনি তাহার অভেদ্য যুক্তি দেখুন—সকল সুখ দুঃখ যুক্ত হইলে তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। পরিত্যাজ্য হইলে পুরুষার্থ ঘটিতে পারেনা। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন—বিষসংযুক্ত অন্ন দেখিলে কে আদর করিয়া তাহা ভক্ষণ করে? । ৬৬।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—আপনি একথা বলিতে পারেন না। সুখ দুঃখাদির তারতম্য যে সকল দর্শন করা যায়, এ সমস্তই মনের ধর্ম্ম। অমুকের সুখ—অমুকের দুঃখ—ইত্যাদি প্রভেদ আত্মার নয়। বরং সুখ দুঃখাদির বৈচিত্র্য, মানসিক ভেদ ঘটাইয়া থাকে। ৬৭।

হ্যপ্যচেতনে স্যাৎ। তদভাবত এব কর্ত্তৃতা স্যান্ন তৃণাদেরিতি কল্পনং বরম্ ॥ ৬৮ ॥

বিষয়োত্থসুখস্য দুঃখযুক্তে হ্যপ্যলয়ং ব্রহ্মসুখং ন দুঃখযুক্তম্। পুরুষার্থতয়া তদেব গম্যং ন পুনস্তুচ্ছকদুঃখনাশমাত্রম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি যুক্তিশতোপবৃংহিতার্থৈর্বচনৈঃ শ্রুত্যবরোধসৌবিদল্লৈঃ। যতিরাত্মমতং প্রসাধ্য শৈবং পরকৃন্দর্শনদারুণৈরজৈষীৎ ॥ ৭০ ॥

বিজিতো যতিভৃভৃতাস শৈবঃ সহ গর্ব্বেণ বিসৃজ্য চ স্বভাষ্যম্। শরণং প্রতিপেদিবান্ মহর্ষিং হরদত্তপ্রমুখৈঃ সহাত্মশিষ্যৈঃ ॥ ৭১ ॥

যমিনামৃষভেণ নীলকণ্ঠং জিতমাকর্ণ্য মনীষিধুর্য্যবর্য্যম্। সহসোদয়নাদয়ঃ কবীন্দ্রাঃ পরমদ্বৈতমুষশ্চকম্পিরেস্ম ॥ ৭২ ॥

দেহদ্বয়েঽচেতনেঽপি কর্ত্তৃত্বঘটকঃ স্যাৎ তস্য চিতিযোগবিশেষস্যাভাবাদেব তৃণাদেঃ কর্ত্তৃতা ন স্যাদিতি কল্পনমেব শ্রুত্যনুকূলত্বাচ্ছ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

যদপি পুরুষার্থ ইত্যাদি তত্রাপ্যাহ। বিষয়োত্থসুখস্য দুঃখযুক্তেঽপি নাশরহিতং ব্রহ্মসুখং ন দুঃখযুক্তং আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইত্যাদিশ্রুতেস্তস্মাত্তদেব পুরুষার্থতয়াঽবগম্যং নতু তুচ্ছকং দুঃখনাশমাত্রং স্বার্থে তদ্ধিতঃ ॥ ৬৯ ॥

ইত্যেবং যুক্তিশতৈরুপবৃংহিতোঽর্থো যেষাং তৈঃ পুনশ্চ সৌবিদল্লাঃ কঞ্চুকিন ইত্যমরাচ্ছ্রুত্যনুরোধকং কঞ্চুকবদ্ভির্ব্বচনৈর্যতিঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ স্বীয়মদ্বৈতমতং প্রসাধ্য পরকৃচ্ছাস্ত্র দারুণৈস্তথাভূতৈঃ বচনৈঃ শৈবং মতমজৈষীৎ নিরাকরণেন জিতবান্ ॥ ৭০ ॥

যতিরাজেন বিজিতঃ স শৈবো নীলকণ্ঠো গর্ব্বেণ সহ স্বভাষ্যং বিসৃজ্য চ পুনর্হরদত্তপ্রমুখৈরাত্মশিষ্যৈঃ সহ মহর্ষিং শরণং প্রাপ্তবান্ ॥ ৭১ ॥

পরমত্যন্তঞ্চকম্পিরে স্মেতি পাদপূরণে ॥ ৭২ ॥

সুখী কিম্বা দুঃখীর দেহ অচেতন। উভয় দেহ অচেতন হইলেও চৈতন্যবিশেষের সংযোগে কেবল কর্ত্তৃত্ব শক্তি জন্মায়। "চৈতন্য বিশেষের যোগ না থাকিলে তৃণাদির কর্ত্তৃত্ব থাকে না" এরূপ বেদানুকূল কল্পনা করাও বরং ভাল। ৬৮।

বিষয় জাত সুখ সকল দুঃখ যুক্ত হইলেও নাশরহিত ও নিত্য ব্রহ্মসুখ কখন দুঃখ সংযুক্ত হইতে পারে না এ বিষয়ে বেদ বাক্য স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সেই ব্রহ্মসুখ পুরুষার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তুচ্ছ দুঃখনাশ হইলে কখন পুরুষার্থ হয় না। ৬৯।

এই রূপে শত শত যুক্তি বর্দ্ধিত, অর্থ সংযুক্ত, ও বেদের অনুরোধ রূপ কঞ্চুক (সাঁজোয়া) সংশ্লিষ্ট বাক্য সমূহ দ্বারা শঙ্করাচার্য্য স্বীয় অদ্বৈতমত সংস্থাপন করিয়া, অপর শাস্ত্রের দারুণ বচন দ্বারা শৈবমত নিরাকরণ করিয়া জয় করিলেন। ৭০।

শৈব নীলকণ্ঠ যতিরাজ শঙ্কর কর্ত্তৃক বাদে পরাস্ত হইয়া যেমন গর্ব্ব পরিত্যাগ করিল, অমনি ঐ সঙ্গে স্বীয়রচিত ভাষ্যও বিসর্জ্জন দিল। অনন্তর হরদত্ত প্রভৃতি প্রধান শিষ্য গণের সহিত শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন। ৭১।

পণ্ডিতবর শৈবনীলকণ্ঠ যতীশ্বর শঙ্কর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন শুনিয়া অদ্বৈতমতের বিদ্বেষী

বিষয়েষু বিতত্য নৈজভাষ্যাণ্যথ সৌরাষ্ট্র-মুখেষু তত্র তত্র। বহুধা বিবুধৈঃ প্রশস্যমানো ভগবান্ দ্বারবতীং পুরীং বিবেশ ॥৭৩॥

ভুজয়োরতিতপ্তশঙ্খচক্রাকৃতিলোহাহতসংভৃতব্রণাঙ্কাঃ। শরদণ্ডসহোদরোর্ধ্বপুণ্ড্রাস্তুলসী-পর্ণসনাথকর্ণদেশাঃ ॥ ৭৪ ॥

অথ সৌরাষ্ট্রাদিষু তত্র তত্র দেশেষু স্বীয়ভাষ্যাণি প্রসার্য্য বিবুধৈঃ সুপণ্ডিতৈর্দেবৈশ্চ বহুধা স্তূয়মানো ভগবান্ শঙ্করো দ্বারবতীং পুরীং বিবেশ ॥ ৭৩ ॥

ভুজয়োরতিতপ্তেন শঙ্খচক্রাকৃতিলোহেনাহতেষু তাড়িতেষ্বয়বেষু সংভৃতানি সমাসাদিতানি ব্রণানামঙ্কানি যৈঃ পুনশ্চ শরদণ্ডসদৃশং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং যেষাং পুনশ্চ তুলসীপত্রৈঃ সনাথঃ কর্ণদেশো যেষাস্তে শতশঃ পাঞ্চরাত্রাঃ সমবেত্যামৃতং মোক্ষং পঞ্চভিদাবিদাং জীবেশ্বরভেদো জীবানাং পরস্পরভেদো জীবানামচিতাং ভেদ ঈশ্বরস্যাচিতাং ভেদশ্চিতাঞ্চ পরস্পর-

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তৎকালে মনে২ ভয়ে কম্পিত হইলেন।৭২।

অনন্তর শঙ্কর ঐসকল সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে আপনার ভাষ্য মহিমা বিস্তৃত করিয়া পণ্ডিত ও দেবগণ কর্ত্তৃক সাদরে অর্চিত হইয়া দ্বারকা নগরীতে গমন করেন। ৭৩।

তথায় কতকগুলিন পঞ্চরাত্র (বৈষ্ণবসম্প্রদায়) বাস করিত। তাহাদের হস্তে উত্তপ্ত শঙ্খ চক্রাকৃতি লৌহদ্বারা ব্রণচিহ্ন বিরাজমান। ললাট দেশে শরের মতন প্রশস্ত তিলক অঙ্কিত। তাহার কর্ণদেশে তুলসীপত্র অর্পণ করিয়াছে। তাহারা আসিয়া বলিল—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, প্রত্যেকজীবের পরস্পর ভেদ, চৈতন্য শূন্য প্রত্যেক

শতশঃ সমবেত্য পাঞ্চরাত্রাস্ত্বমৃতং পঞ্চভিদা-বিদাং বদন্তঃ। মুনিশিষ্যবরৈরতিপ্রগল্‌ভৈর্মৃগরাজৈরিব কুঞ্জরাঃ প্রভগ্নাঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি বৈষ্ণবশৈবশাক্তসৌরপ্রমুখানাত্মবশংবদান্ স্বিধায়। অতিবেলবচোঝরীভিরস্তপ্রতিবাদ্যুজ্জয়িনীং পুরীময়াসীৎ ॥ ৭৬ ॥

সপদি প্রতিনাদিতঃ পয়োদস্বনশঙ্কাকুলগেহকে-

ভেদ ইত্যেবং পঞ্চবিধভেদবিদাং বদন্তঃ প্রগল্‌ভৈর্মুনিশিষ্যবরৈঃ সিংহৈরিভা ইব প্রভগ্না ইতি দ্বয়োরর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

ইত্যেবং শৈবপ্রভৃতীনাত্মবশংবদস্তীতি তথাবিধান্ বিধায়াতিক্রান্তবেলাভির্ব্বচোঝরীভির্নিরস্তাঃ প্রতিবাদিনো যেন স উজ্জয়িনীং পুরীং প্রাপ্তবান্ ॥ ৭৬ ॥

পয়োদস্বনশঙ্কয়া মেঘশব্দশঙ্কয়া আকুলৈর্গেহে মন্দিরাদৌ কেকিভির্ময়ূরসমুদায়ৈঃ তৎক্ষণে প্রতিনাদিতঃ পুনশ্চ

জীবের ভেদ, ঈশ্বর এবং চিৎশক্তি শূন্য পদার্থ সমূহের ভেদ, এবং চেতন পদার্থ মাত্রেরই ভেদ আছে। যাহারা এই পাঁচ প্রকার ভেদ স্বীকার করেন তাহাদেরই মুক্তি হয়। সিংহ সকল যেরূপ হস্তীযূথ দলন করে,আচার্য্যের প্রবল শিষ্যগণ তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিল। ৭৪। ৭৫।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এইরূপে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌরদিগকে আত্মবশে আনিয়া এবং অতি প্রবল বচন প্রবাহে প্রতিবাদিদিগকে নিরস্ত করিয়া, উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

কিজালৈঃ। শশভৃন্মুকুটার্হণামৃদঙ্গধ্বনিরশ্রূয়ত তত্র মূর্চ্ছিতাশঃ ॥ ৭৭ ॥

মকরধ্বজবিদ্বিষাপ্তিবিদ্বান্ শ্রমহৃৎপুষ্পসুগন্ধিমন্দমরুদ্ভিঃ। অগরূত্তবধূপধূপিতাশঃ স মহাকালনিবেশনং বিবেশ ॥ ৭৮ ॥

ভগবানভিবন্দ্য চন্দ্রমৌলিং মুনিবৃন্দৈরভিবন্দ্যপাদপদ্মঃ। শ্রমহারিণি মণ্ডপে মনোজ্ঞে স বিশশ্রাম বিসৃত্বরপ্রভাবঃ ॥ ৭৯ ॥

ব্যাপ্তা দিশো যেন তথাভূতশ্চন্দ্রশেখরস্য মহাকালাখ্যশিবস্যোজ্জ্বলসদ্বন্ধিমৃদঙ্গানাং ধ্বনিস্তত্রোজ্জয়িন্যামশ্রূয়ত ॥ ৭৭ ॥

মকরধ্বজবিদ্বিষঃ কামবিদ্বিষঃ শিবস্য প্রাপ্তিং জানাতীতি তথাভূতঃ স মহাকালমন্দিরং বিবেশ। তদ্বিশিনষ্টি পুষ্পসুগন্ধিমন্দবায়ুভিঃ শ্রমহৃৎ পুনশ্চাগরূত্তবধূপেন ধূপিতা আশা যত্র তৎ ॥ ৭৮ ॥

মুনিসঙ্ঘৈরভিবন্দ্যপাদপদ্মঃ বিসৃত্বরঃ প্রসরণশীলঃ প্রভাবো যস্য স ভগবান্ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরং মহাকালেশ্বরমভিবন্দ্য শ্রমহারিণি মনোজ্ঞে মণ্ডপে বিশ্রামং কৃতবান্ ॥ ৭৯ ॥

তথায় মহাকাল মহাদেবের অর্চ্চনাকালে গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিল। গৃহরুদ্ধ ময়ূর সকল মেঘধ্বনি বিবেচনা করিয়া ব্যাকুল ভাবে প্রতিশব্দ করিতে লাগিল। তাহার শব্দে দিক্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ৭৭।

শঙ্কর এইরূপ শব্দ শুনিয়া ব্যাকুল হইলেন না। বরং কিরূপে শিব প্রাপ্তি হয়, তাহার উপায় জানিতেন বলিয়া মহাকালের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে পুষ্পগন্ধবাহী সমীরণ, সকলের শ্রম নাশ করিতেছে। অগুরু ও ধূপের গন্ধ তাহার চারিপার্শ্ব আমোদিত করিতেছে। ৭৮।

কথয়ে কথয়াঽস্মদীয়বার্ত্তামিহ সৌম্যেতি স ভট্টভাস্করায়। বিসসর্জ্জ বশম্বদাগ্রগণ্যং মুনিরভ্যর্ণগতং সনন্দনার্য্যম্ ॥ ৮০ ॥

অভিরূপকুলাবতংসভূতং বহুধাব্যাকৃতসর্ব্ববেদরাশিম্। তমযত্ননিরস্তদুঃসপত্নপ্রতিপদ্যোথমুবাচ বাবদূকঃ ॥ ৮১ ॥

বিশ্রম্য সৎ কৃতবাংস্তদাহ। ইহাস্যাং পুর্য্যাং ভট্টভাস্করায় কথয়েঽস্মদীয়বার্ত্তাং হে সৌম্য! কথয়েত্যুক্ত্বা স মুনির্ব্বশংবদাগ্রগণ্যং শিষ্যাগ্রগণ্যং সমীপগতং পদ্মপাদার্য্যং বিসসর্জ ॥ ৮০ ॥

বাবদূকোঽতিবক্তা সনন্দনার্য্যাস্তং প্রতিপদ্যোবাচ তং বিশিনষ্টি। অভিরূপকুলস্য বুধগণস্যাবতংসভূতং অভিরূপো বুধে রম্য ইতি মেদিনী। বহুধা ব্যাখ্যাতো বেদরাশির্যেন অযত্নেন নিরস্তা দুঃসপত্না যেন তং ॥ ৮১ ॥

তৎকালে সমাগত মুনিগণ শঙ্করের দিগন্তব্যাপী মহিমা জানিয়া তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিতে লাগিল। পরে আচার্য্য মহাকাল শিবের চরণ বন্দনা করিয়া শ্রমহারী মনোজ্ঞ মণ্ডপে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। ৭৯।

বিশ্রাম করিবার পর পদ্মপাদকে ডাকিয়া বলিলেন—“হে সৌম্য! এই পুরীতে ভাস্কর পণ্ডিত বাস করেন। তুমি তাহার নিকটে গিয়া আমাদের আগমন বার্ত্তা প্রকাশ কর।” এই কথা বলিয়া বশম্বদের অগ্রগণ্য শিষ্যবর পদ্মপাদকে বিসর্জ্জন দিলেন। ৮০।

ভাস্করাচার্য্য পণ্ডিত কুলের আভরণ। স্বয়ং

জয়তিস্ম দিগন্তগীতকীর্ত্তির্ভগবান্‌শঙ্করযোগিচক্রবর্ত্তী। প্রথয়ন্ পরমদ্বিতীয়তত্ত্বং শময়ংস্তৎপরিপন্থিবাদিদর্পম্ ॥ ৮২ ॥

স জগাদ বুধাগ্রণীর্ভবন্তং কুমতোৎপ্রেক্ষিতসূত্রবৃত্তিজালম্। অভিভূয় বয়ং ত্রয়ীশিখানাং সমবাদিস্ম পরাবরেঽভিসন্ধিম্ ॥ ৮৩ ॥

তদিদং পরিগৃহ্যতাং মনীষিন্! মনসালোচ্য নিরস্য দুর্ম্মতং স্বম্। অথবাঽস্মদুদগ্রতর্কবজ্রপ্রতিঘাতাৎ পরিরক্ষ্যতাং স্বপক্ষঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি তামবহেলপূর্ববর্ণাং গিরমাকর্ণ্য তদা স লব্ধবর্ণঃ। যশসাং নিধিরীষদাত্তরোষস্তমুবাচ প্রহসন্ যতীন্দ্রশিষ্যং ॥ ৮৫ ॥

যদুবাচ তদাহ। যঃ দিগন্তগীতকীর্ত্তির্ভগবাংশ্চ শঙ্করযোগিচক্রবর্ত্তী পরমাদ্বৈততত্ত্বং প্রথয়ং তস্য পরিপন্থিনাং বাদিনাং গর্ব্বং শময়ন্ জয়তিস্ম স বুধাগ্রণী র্ভবন্তং জগাদেতি পরে ণান্বয়ঃ ॥ ৮২ ॥

যদভাষে তদাহ। কুৎসিতং মতং যেষাংস্তৈঃ কুমতৈরুৎপ্রেক্ষিতং সূত্রবৃত্তিজালমভিভূয় বেদান্তানাং পরাবরে ব্রহ্মাভিন্নে প্রতীচি তাৎপর্য্যমবাদিস্ম ॥ ৮৩ ॥

তত্তস্মাদিদমস্মদীয়ং মতং মনসালোচ্য স্বীয়ং মতং বিহায় পরিগৃহ্যতাং যতো হে মনীষিন্! অথবা স্বমতে দুরাগ্রহশ্চেত্তর্হি অস্মদীয়োদগ্রতর্কলক্ষণবজ্রপ্রতিঘাতাৎ স্বপক্ষঃ পরিরক্ষ্যতাং ৮৪ ॥

ইত্যেবমবজ্ঞাপূর্ব্বিকা বর্ণা যস্যাং তাং গিরিমাকর্ণ্য স লব্ধবর্ণোবিচক্ষণো যশসান্নিধিরীষৎপ্রাপ্তরোষো ভট্টভাস্করঃ প্রহসং স্তং যতীন্দ্রশিষ্যমুবাচ ॥ ৮৫ ॥

কতবার বেদরাশির অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অনায়াসে বিবাদী শত্রুদিগকে বাদে পরাস্ত করিয়াছেন। বক্তা সনন্দন তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন। ৮১।

শঙ্কর নামে একজন যতিরাজ জগতে অবস্থান করেন। দিগদিগন্তে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ বিরাজমান। পরম অদ্বৈত তত্ত্ব বিস্তৃত করিয়া এবং যাহারা অদ্বৈতমতের পরিপন্থী, তাহাদিগের দর্প দলন করিয়া, যিনি নিরন্তর শোভিত আছেন। বেদান্ত বিদ্বেষী পণ্ডিতেরা যে সকল সূত্র সমষ্টি সবলে সংস্থাপিত করিয়াছিল, আচার্য্য শঙ্কর অবলীলাক্রমে তাহা নিরাকরণ করিয়াছেন। অবশেষে যিনি বেদ মস্তক বেদান্ত শাস্ত্রের পরমব্রহ্মে তাৎপর্য্য আমাদিগকে উপদেশ দেন। সেই মহোদয় আচার্য্য আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ৮২।৮৩।

আপনি পণ্ডিত, অতএব মনে মনে আমাদের মত আলোচনা করিয়া স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া এই মত গ্রহণ করুন। অথবা যদি মনে করিয়া থাকেন, নিজের মত অখণ্ডনীয়। তবে আমাদের উৎকট তর্করূপ যে বজ্র আছে, তাহার ভীষণ আঘাত হইতে আপনার পক্ষ কিরূপ রক্ষা করিতে পারেন, তাহা করুন। নতুবা আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি আমাদের নিকট আপনার কিছুতেই নিস্তার নাই। ৮৪।

পদ্মপাদের অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া যশোধন পণ্ডিতবর ভট্টভাস্কর ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যতীন্দ্রের শিষ্য পদ্মপাদকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥

ধ্রুবমেব ন শুশ্রুবানুদন্তং মম দুর্বাদিবচস্ততী-র্মু দন্তং। পরকীর্ত্তিবিসাঙ্কুরানদন্তং বিদুষাং মূর্দ্ধসু নানটৎপদন্তং ॥ ৮৬ ॥

মম বল্গতি সূক্তিগুচ্ছবৃন্দে কণভুগ্‌জল্পিতমল্প-তামুপৈতি। কপিলস্য পলায়তে প্রলাপঃ সুধি-য়াং কৈব কথাহধুনাতনানাং ॥ ৮৭ ॥

ইতি বাদিনমব্রবীৎ সনন্দঃ কুশলোহথৈন মবিজ্ঞ! মাবমংস্থাঃ। ন হি দারিতভূধরোহপি টঙ্কঃ প্রভবেদ্বজ্রমণিপ্রভেদনায় ॥ ৮৮ ॥

স তমেবমুদীর্য্য তীর্থকীর্ত্তেরুপকণ্ঠং প্রতিপদ্য-স বিদগ্র্যঃ। সকলন্তদবোচদানুপূর্ব্যা স মহাত্মা-পি যতীশমাসসাদ ॥ ৮৯ ॥

অথ ভাস্করমস্করিপ্রবীরৌ বহুধাক্ষেপসমর্থন প্রবীণৌ। বহুভির্বচনৈ রুদারযুক্তৈর্বিবদাতে-বিজয়ৈষিণৌ বিবাদম্ ॥ ৯০ ॥

এব ত্বব গুরুম মতং বৃত্তান্তং ন শুশ্রুবান্, উদন্তং বিশিনষ্টি। বাদিবচস্ততীর্দুদন্তং পরকীর্ত্তিলক্ষণবিসাঙ্কুরান্ ভক্ষয়ন্তং বিদুষাং শিরঃসু নানটদতিশয়েন নৃত্যৎ পদং যস্য ॥ ৮৬ ॥

মম সূক্তিগুচ্ছবৃন্দে সূক্তিরচনাসমুদায়ে বল্গতি সতি কণাদভাষিতমল্পতাং প্রাপ্নোতি কপিলস্য তু প্রয়োগঃ পলায়তে তথাচাধুনাতনানাং সুধিয়াং কৈব-কথা ॥ ৮৭ ॥

ইতি বাদিনমেনং ভট্টভাস্করমথানন্তরং কুশলঃ সনন্দনো-হব্রবীৎ হে অবিজ্ঞ! মাবমংস্থাঃ মাবজানীহি অবজ্ঞাং মা কুরু যস্মাদ্দারিতপর্ব্বতোহপি টঙ্কো গ্রাবদারণো বজ্রমণিভেদনায় সমর্থো ন ভবতি ॥ ৮৮ ॥

স পদ্মপাদস্তং ভট্টভাস্করমেবমুদীর্য্য তীর্থকীর্ত্তেগু রোঃ সমীপং প্রাপ্য সবিদায়গ্রাস্তং সর্ব্বমানুপূর্ব্যা প্রোক্তবান্। মহাত্মা ভট্টভাস্করোহপি যতীশং প্রাপ ॥ ৮৯ ॥

অথানন্তরং ভাস্করযতীশপ্রবীরৌ বহুধা আক্ষেপসমর্থন-য়োঃ কুশলৌ বিজয়ৈষিণৌ বহুভিরুদারপদৈ্য র্বচনৈ র্বিবাদং কৃতবন্তৌ ॥ ৯০ ॥

আমার বৃত্তান্ত, বাদীগণের বাক্য রাশি খণ্ডন করিয়া থাকে—প্রতিবাদী গণের কীর্ত্তিরূপ মৃ-ণাল অঙ্কুর ভক্ষণ করিয়া থাকে—অধিক কি প-ণ্ডিতগণের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। তোমার গুরু আমার এরূপ অলৌকিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন নাই? ॥ ৮৬ ॥

আমার সুমধুর বাক্যরচনা প্রকাশ পাইলে কণাদের বাক্য তেজোহীন হইয়া যায়, কপিলের প্রলাপ পলায়ন করে—আধুনিক পণ্ডিতদের কথা আর কি বলিব? ॥ ৮৭ ॥

ভট্ট ভাস্করের এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত পদ্ম-পাদ ভাস্করকে বলিলেন। হে অবিজ্ঞ! আপনি আমর কথা শুনিয়া কদাচ অবজ্ঞা করিতে পারেন না। যে অস্ত্র পর্ব্বত বিদারণ করিতে পারে সে অস্ত্র কদাচ বজ্রমণি বিদীর্ণ করিতে সক্ষম নহে ॥ ৮৮ ॥

পদ্মপাদ ভট্ট ভাস্করকে এই সমস্ত কথা বলিয়া শীঘ্র গুরুর নিকটে আগমন করিলেন। অনন্তর গুরুকে আনুপূর্ব্বিক ভাস্করাচার্য্যের বিষয় নিবেদন করিলেন। মহাত্মা ভট্ট ভাস্করও তৎকালে কাল-বিলম্ব না করিয়া যতিবর শঙ্করের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর ভাস্কর এবং শঙ্কর উভয়ে বারম্বার

অনয়োরতিচিত্রশব্দশয্যান্দধতোর্দুর্নয়ভেদশক্ত-যুক্ত্যোঃ। পটুবাদমৃধেঽন্তরন্তটস্থাঃ শ্রুতবন্তোঽপি ন কিঞ্চনাভ্যবিন্দন্ ॥ ৯১ ॥

অথ তস্য যতিঃ সমাক্ষ্য দাক্ষ্যং নিজপক্ষাব্জশরজ্জডাব্জভূতং। বহুধাক্ষিপদস্য পক্ষমার্য্যোবিবুধানাং পুরতোঽপ্রভাতকক্ষ্যং ॥ ৯২ ॥

অথ ভাস্করবিৎস্বপক্ষগুপ্ত্যৈ বিধুতোবাগ্মিবরঃ প্রগল্ভযুক্ত্যা। শ্রুতিশীর্ষবচঃ প্রকাশমেবং স্ববিরদ্বৈতমপাকরিষ্ণুরূচে ॥ ৯৩ ॥

প্রশমিন্। যদুদীরিতং ন যুক্তং প্রকৃতির্জীবপরাত্মভেদিকেতি। ন ভিনত্তি হি জীবগেশগা-রোভয়ভাবস্য তদুত্তরোত্থবত্বাৎ ॥ ৯৪ ॥

অতিচিত্রশব্দশয্যাং তথাভূতপদানুশাস্তিং দধতো র্দুর্যুক্তিভেদে শক্তা যুক্তয়ো যযোস্তয়োরনয়োঃ পটুবাদসংগ্যে তটস্থাঃ শ্রুতবন্তোঽপি কিঞ্চিদন্তরং ন প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৯১ ॥

অথ যতিস্তস্য দাক্ষ্যং স্বপক্ষচন্দ্রস্য শরৎকালীনকমলভূতং অব্জো ধন্বন্তরৌ চন্দ্রে নিচুলে শঙ্খপদ্ময়োরিতি বিশ্বপ্রকাশঃ তথা চ চিদব্জস্য চন্দ্রস্যাগ্রে যথা জড়াব্জং কমলং মুকুলিতং ভবতি তথাভূতং অস্য পক্ষমার্য্যঃ শ্রীশঙ্করো বহুধাঽক্ষিপৎ। পক্ষং বিশিনষ্টি। সুপণ্ডিতানামগ্রে অপ্রভাতাঃ কক্ষ্যাঃ কোট্যো যস্মিং স্তং ॥ ৯২ ॥

অথ ভাস্করোবিদ্বান্ বাগ্মিবরঃ প্রকম্পিতঃ সন্ স্বপক্ষপালনায় শ্রুতিশীর্ষবচোভিঃ প্রকাশমদ্বৈতং প্রগল্ভয়া যুক্ত্যাঽপাকরিষ্ণুরেবমুবাচ। ৯৩।

হে প্রশমিন্! প্রকৃতির্জীবপরাত্মনোর্ভেদিকেতি যদুক্তং ন যুক্তং হি যস্মাৎসা জীবগা পরাত্মগা বা ন ভিনত্তি তত্র হেতুরুভয়ভাবস্য জীবভাবস্যে শভাবস্য চ প্রকৃত্যুত্তরোত্থবত্বাৎ। ৯৪।

তিরস্কার করিতে উদ্যত হইলেন। পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া মনোহর পদ্য যুক্ত বচন দ্বারা বিবাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

উভয়েরই শব্দরচনা অতিবিচিত্র। উভয়েই পরস্পরের অখণ্ডনীয় যুক্তি খণ্ডন করিতে অগ্রসর। যখন উভয়ের বাদযুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন নিকটস্থ ব্যক্তি গণ উভয়ের কিছুই প্রভেদ জানিতে পারিল না ॥ ৯১ ॥

চন্দ্র উদিত হইলে শরৎকালের কমল যেমন শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ ভাস্করের নিষ্প্রভ দক্ষতা দেখিয়া আচার্য্য শঙ্কর তাহাও অনেক প্রকারে দূষিত করিলেন। কারণ সুপণ্ডিতদিগের সমক্ষে ভাস্করের প্রগল্ভতা পরাঙ্মুখ হইয়া যায় ॥ ৯২ ॥

ভট্ট ভাস্কর বক্তা ও পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু তৎকালে কম্পিত হইয়া উঠেন। অবশেষে স্বীয় মত রক্ষা করিবার জন্য বেদান্ত বিখ্যাত অদ্বৈত মত অখণ্ড যুক্তি দ্বারা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

হে শমধন। আপনি যে বলিয়া থাকেন, প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মার ভেদ করিয়া দেয়, তাহা হইতে পারে না। প্রকৃতি জীবেই থাকুক, অথবা পরমাত্মাতে বিদ্যমান থাকুক, কিছুতেই ভেদ করিতে পারে না। তাহার কারণ এই, জীবভাব এবং আত্মভাব এই উভয়ই প্রকৃতির পর উৎপন্ন ॥ ৯৪ ॥

মুনিরেবমিহোত্তরমভাষে মুকুরে বাপ্রতিবিম্ব বিম্বভেদী। কথমীরয় বক্ত্রমাত্রগশ্চেচ্চিতিমাত্রাশ্রিদিয়ন্তথেতি তুল্যং॥ ৯৫ ॥

চিতিমাত্রগতপ্রকৃত্যুপাধের্জহতোবিম্বপরাত্মপক্ষপাতং। প্রতিবিম্বিতজীবপক্ষপাতো মুকুরস্যেব বিরুদ্ধ্যতে ন জাতু॥ ৯৬ ॥

ইত্যুক্তো মুনিরেবমিহোত্তরমুবাচ। আদর্শঃ কিমপ্রতিবিম্ববিম্বভেদীকথং কিং প্রতিবিম্বগ উক্ত বিম্বগ ইতীরয় মুখমাত্রগশ্চেন্ মুকুরস্তন্তেদী তর্হি চিন্মাত্রাশ্রিতেয়ং প্রকৃতিরপিবিম্বপ্রতিবিম্বভেদিকেতিতুল্যমিত্যর্থঃ। ৯৫।

নম্বেবস্তর্হি চিন্মাত্রএবচুঃখিত্বাদিকং কুতোনাপাদয়তি কিমিতি জীব এবাপাদয়তীতি চেত্তত্রাহ। চিতিমাত্রগতপ্রকৃত্যুপাধেবিম্বভূতপরাত্মপক্ষপাতন্ত্যজতঃ প্রতিবিম্বকৃতজীবাত্মপক্ষপাতোদর্পণস্যেব কদাচিদপি ন বিরুধ্যতে। ৯৬।

মুনি শঙ্কর এই স্থানে এই রূপে উত্তর করিলেন। দর্পণ কি রূপে প্রতিবিম্ব এবং বিম্বের ভেদক হয়? ইহা আপনিই বলুন। যদি স্বীকার করেন, মুখমাত্রে অবস্থিতি করিলেই দর্পণ বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদক হয়, তবে চিৎ (চৈতন্য) মাত্র আশ্রয় লইয়া প্রকৃতিও জীব ও পরমাত্মার ভেদক হয়। এ স্থানেও অবিকল এই রূপ জানিবেন॥ ৯৫ ॥

দর্পণ যখন কেবল মুখমাত্রে সঙ্গত হয়, তখন দর্পণের যে প্রাকৃতিক উপাধি বা লক্ষণ তাহা বিম্বাকার মুখ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে। কেবল প্রতিবিম্বিত মুখের পক্ষপাত করে। তথাপি দর্পণের কোন অংশে বিরোধ হয় না। এইরূপ প্রকৃতি যখন কেবল চিৎ (চৈতন্য) মাত্রে উপগত হয়, তখন প্রকৃতির উপাধি, বিম্বাকার পরমাত্ম পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াথাকে। এবং তৎকালে প্রতিবিম্বিত জীবত্মার পক্ষ অবলম্বন করিয়াথাকে।

এইরূপ পক্ষপাতে প্রকৃতির দর্পণের মতন কদাচ বিরোধ বা বিসম্বাদ হইতে পারে না। এই কারণে জগতে জীবগণ চিৎ শক্তিদ্বারা কখন সুখদুঃখাদি অনুভব করে না। কিন্তু জীবজন্তুদিগকে সুখী কিম্বা দুঃখী বলিবার মূলকারণ জীবাত্মা। ৯৬।

অবিকারিনিরস্তসঙ্গবোধৈকরসাত্মাশ্রয়তা ন যুজ্যতেঽস্যাঃ। অতএব বিশিষ্টসংশ্রিতত্বং প্রকৃতেঃ স্যাদিতি নাপি শঙ্কনীয়ং॥ ৯৭ ॥

অস্যাবিকারিণ্যা অবোধরূপায়াঃ প্রকৃতেরবিকারিনিরস্তসঙ্গং জ্ঞানৈকরসস্বরূপং ব্রহ্মাশ্রয়ো ন যুজ্যতে বিরোধাৎ অতএবান্তঃকরণবিশিষ্ট সংশ্রিতত্বং প্রকৃতেঃ স্যাদিত্যাশঙ্কা পরিহরতি অবিকারীতি অতএব ইত্যপি ন শঙ্কনীয়মিতি বা॥ ৯৭।

পরব্রহ্ম অবিকারী, নির্লেপ, কোন বস্তুতে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। এরূপ পরব্রহ্মের সহিত অজ্ঞানরূপা প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া প্রকৃতিযে, অন্তঃকরণের সহিত সঙ্গত হইয়া পরব্রহ্মের আশ্রয় লইবে, আপনি এরূপ আশঙ্কাও করিতে পারেন না। ৯৭।

ন হি মানকথাবিশিষ্টগত্বে ভবদাপাদিতঈক্ষ্যতে তথাহি। অহমজ্ঞইতি প্রতীতিরেষা ন হি মানত্বমিহাশ্নুতে তথা চেৎ ॥ ৯৮ ॥

অনুভবাহমিত্যপি প্রতীতেরনুভূতেশ্চ বিশিষ্টনিষ্ঠতা স্যাৎ। অজড়ানুভবস্য নো জড়ান্তঃকরণস্থত্বমিতীষ্টতা ন তস্যাঃ ॥ ৯৯ ॥

ননু দাহকতা যথাগ্নিযোগাদধিকুট্টং ব্যপদিশ্যতে তথৈব। অনুভূতিমদাত্মযোগতোঽন্তঃকরণে সা ব্যপদিশ্যতে হ্যনুভূতিঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি চেন্নৈবমিহাপি তস্য মায়াশ্রয়চিন্মাত্রযুতে তথোপচারঃ। ন পুনস্তদুপাধিযোগতোঽন্তঃকরণস্যেতি সমানান্যথাগতির্হি ॥ ১০১ ॥

ন হি যস্মাত্ত্বয়াপাদিতে বিশিষ্টগতে প্রমাণ কথা ন দৃশ্যতে ননু অহমজ্ঞ ইতি বিশিষ্টাশ্রিতাজ্ঞানানুভব এবমানমিত্যাশঙ্ক্যাহ তথাহীতি ইহাস্মিন্নর্থেঽহমজ্ঞ ইত্যেষা প্রতীতির্মানত্বং নাশ্নুতে তথাচেদিত্যস্যোত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৯৮ ॥

বিপক্ষেদোষমাহ। তথাচেদুক্তপ্রতীতির্মানত্বমশ্নুতে চেদহমনুভবীত্যপি প্রতীতেহের্তোরনুভূতেরপি বিশিষ্টনিষ্ঠতা স্যাৎ ইষ্টাপত্তিমাশঙ্ক্যাহজড়ান্তঃকরণনিষ্ঠং ন ভবতীতিহেতোস্তস্যা বিশিষ্টনিষ্ঠতায়া ইষ্টতা নাস্তি ॥ ৯৯ ॥

ভট্টভাস্করঃ শঙ্কতে। ননু যথাদাহকবহ্নিতাদাত্ম্যাৎ লোহপিণ্ডেদাহকতা ব্যপদিশ্যতে তথৈবানুভূতিমদাত্মতাদাত্ম্যাদন্তঃকরণেসানুভূতির্ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

পরিহরতি। ইতিচেন্নৈবং যতস্তথেহাপি মায়াশ্রয়চিন্মাত্রযুতেঽন্তঃকরণেতস্যাজ্ঞানস্যোপচারো ন পুনস্তস্য চিন্মাত্রস্যোপাধেঃ প্রকৃতে র্যোগতোঽন্তঃকরণস্যেত্যন্যথাগতিঃ সমানা সমানা ॥ ১০১ ॥

আপনার প্রদর্শিত বিশিষ্টজ্ঞানে কখনই কোন প্রমাণবাক্য থাকিতে পারে না। তাহা হইলে "আমি অজ্ঞ" এরূপ প্রতীতি কদাচ প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ৯৮ ॥

আপনার মতে পূর্ব্বোক্ত প্রতীতি যদি প্রামাণিক হয়, তবে অহং অনুভবী অর্থাৎ আমি অনুভব করিতেছি, এইরূপ প্রতীতি হেতু, অনুভব পদার্থও বিশিষ্টবস্তুর আশ্রিত হইয়া উঠে। যদি আপনার মতে ইহা ইষ্টাপত্তি বোধ করেন, তবে যে পদার্থ অজড়, অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ—তাহার অনুভব কদাচ জড় অন্তঃকরণাশ্রিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতিকে বিশিষ্ট পদার্থাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না, এবং পূর্ব্বোক্ত আপত্তিও এস্থানে থাকিতে পারে না ॥ ৯৯ ॥

ভট্টভাস্কর ইহাতে দোষারোপ করিলেন—অগ্নিসংযোগে অগ্নির তাদাত্ম্য পাইয়া লৌহপিণ্ডে যেরূপ দাহকতা শক্তির আরোপ করা হয়, তদ্রূপ অনুভববিশিষ্ট আত্মার সংযোগে তদাকার অন্তঃকরণে ঐ অনুভব আরোপিত হইয়া থাকে ॥ ১০০ ॥

ভগবান্ শঙ্কর খণ্ডন করিলেন—আপনার এরূপ কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, এস্থানেও মায়াশ্রিত চিৎ (চৈতন্য) যুক্ত অন্তঃকরণের কদাচ উপচার হয় না ॥ ১০১ ॥

নচ তত্র হি বাধকস্য সত্ত্বাদিয়মত্র প্রকৃতেন সাল্ব্যবাধাৎ। ইতি বাচ্যমিহাপি তজ্জচিত্তেতদু-পাশ্রিত্যযুতেশ্চ বাধকত্বাৎ ॥ ১০২ ॥

অধিসুপ্ত্যাপি চিত্তবর্ত্তি তৎ স্যাদ্‌যদি বাজ্ঞান-মিদং হৃদাশ্রিতং স্যাৎ। তদিহাস্তি ন মানমুক্ত-রীত্যা প্রকৃতে দৃশ্যবিশিষ্টনিষ্ঠতায়াঃ ॥ ১০৩ ॥

তম্নু তত্রান্তঃকরণেঽনুভূতে ব্যপদেশেঽজড়ানুভবস্য জড়ান্তঃকরণস্থত্বমনুপপন্নমিতিবাধকস্য সত্ত্বাদনুভূতিমদাত্ম-যোগাদন্তঃকরণেঽনুভূতিব্যপদেশইতীয়ং গতিরস্তু প্রকৃতে-ঽন্তঃকরণস্য মায়াশ্রয়ত্বেবাধাভাবাম্মায়াশ্রয়চিন্মাত্রযুক্তেঽন্তঃকর-ণেঽজ্ঞানস্যোপচারইত্যুক্তা সা গতির্নস্তীত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি ইতীতি নচবাচ্যমিতি কুতইত্যপেক্ষায়ামাহ তজ্জে বিদ্যাজ-নিতে চিত্তে বিদ্যাশ্রয়ত্বাযোগস্য বাধকত্বাৎ ॥ ১০২ ॥

কিঞ্চেদমজ্ঞানং যদি হৃদাশ্রিতং স্যাত্তর্হি অধিসুপ্ত্যাপি সুষু-প্তাবপি চিত্তবর্ত্তিতদজ্ঞানং স্যাত্তস্মাদিহাস্যাং প্রকৃতেদৃশ্যান্তঃ করণবিশিষ্টনিষ্ঠতায়ামুক্তরীত্যা প্রমাণং নাস্ত্যতশ্চিন্মাত্রৈব সেত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

অন্তঃকরণে সেই অনুভবের আরোপ হয়—কিন্তু চৈতন্যের অনুভব জড় অন্তঃকরণে অবস্থিত নহে। এইরূপ আপত্তি থাকিতে অনুভববিশিষ্ট আত্মার সংযোগে অন্তঃকরণে অনুভব হয়, ইহাই আরোপ করিতে হইবে। বাস্তবিক এরূপ অবস্থাই স্বীকার্য্য। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তঃকরণ মায়াশ্রিত। এই কারণে কোন বাধা না থাকাতে মায়াশ্রিত চিৎশক্তিযুক্ত অন্তঃকরণে অজ্ঞানের আরোপ হইয়া থাকে। আপনি এরূপ অবস্থা বা নিয়ম স্বীকার করিতে পারেন না। তাহার কারণ এই—চিত্ত বিদ্যাজনিত পদার্থ। তাহাতে নিয়তই বিদ্যার সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। কিন্তু আপনি বিদ্যার সম্বন্ধ নাই বলিলে আপনার মতে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে ॥ ১০২ ॥

আরও দেখুন—অজ্ঞান বাদ হৃদয়াশ্রিত হয়, তবে সুষুপ্তিকালেও সেই চিত্তস্থিত অজ্ঞান থাকিতে পারে। অতএব প্রকৃতি যে অন্তঃকরণে সবিশেষ অবস্থান করে, উক্ত নিয়মে কিছুতেই সে বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন না। কিন্তু প্রকৃত চৈতন্যাশ্রিত সত্য ॥ ১০৩ ॥

নমু ন প্রতিবন্ধিকৈব সুপ্তাবিতি সা দূরতএব চিদ্গতেতি। প্রতিবন্ধকশূন্যতা তু সুপ্তেঃ পরমাত্মৈ-ক্যগতেঃ সতেতি বাক্যাৎ ॥ ১০৪ ॥

ন চ তত্র চ তৎস্থিতিপ্রতীতিঃ সতি সম্পাদ্য

এবমুক্তো ভট্টভাস্করঃ শঙ্কতে নম্বিত্যাদিচতুর্ভিঃ। নমু-সুষুপ্তৌ জীবব্রহ্মৈক্যপ্রতিবন্ধিকাবিদ্যৈবনাস্তীতিহেতোঃ সাবিদ্যাতদানীঞ্চিদ্গতেতি দূরত এবাত্র প্রমাণাকাঙ্ক্ষায়ামাহ সুপ্তেঃপ্রতিবন্ধকশূন্যতা তু সতাসৌম্যতদাসম্পন্নোভবতি স্ব-মপীতোভবতীতিবাক্যাজ্জীবস্য পরমাত্মনৈক্যস্য বা গতেস্তথা-চোক্তশ্রুতিবাক্যমেবাত্র প্রমাণমিতিভাবঃ ॥ ১০৪ ॥

নমু সতি সম্পাদ্য ন বিদুরিতিবাক্যা তত্র সুষুপ্তাবজ্ঞানস্থিতি প্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি ন চেতি। সতি পরমাত্মনি

ভট্টভাস্কর শঙ্কা করিতে লাগিলেন—দেখুন, সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রতি-বন্ধক হয়, এরূপ বিদ্যাই নাই। এই কারণে সেই বিদ্যা যে চৈতন্যাশ্রিত, একথা দূরে নিরস্ত হইল। এবিষয়ে বেদবাক্য প্রমাণ আছে, শ্রবণ করুন। "সতা সৌম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি" ইত্যাদি বেদবাক্য বিদ্যমান থাকিতে সুষুপ্তিকালে কোন প্রতিবন্ধক নাই। সুতরাং তৎকালে জীব ও পরমাত্মার ঐক্য বোধ হইবার বিষয়ে শ্রুতি বাক্যই প্রমাণ ॥ ১০৪ ॥

"সতি সম্পাদ্য নবিদুঃ" এই বেদবচনে ঐ সুষুপ্তি-কালে যে অজ্ঞান থাকে তাহার প্রতীতি হয়। ভগবান্ শঙ্কর ভাস্করের এরূপ আপত্তি করিলেন। সুষুপ্তিকালে পরমাত্মাতে ঐক্য পাইয়া জনগণ

বিদু র্নহীতি বাক্যাৎ। শ্রুতিগীস্তদধিক্ষিপত্যভাবপ্রতিপত্তের্ন চ নিহ্নবোঽত্র নেতি ॥ ১০৫ ॥

কিমু নিত্যমনিত্যমেব চৈতৎ প্রথমো নেহ সমন্তিযুক্ত্যভাবাৎ। অনিবর্ত্তকসত্ত্বতোঽস্য নাস্ত্যো ন হি ভিদ্যাদবিরোধিচিৎপ্রকাশঃ ॥ ১০৬ ॥

সম্পাদ্যৈকং প্রাপ্য জনা ন বিদুঃ কিমপি ন জানন্তি হেতুমাহ যতউক্তশ্রুতিগীস্তজ্জ্ঞানধিক্ষিপতি নিষেধতি ননু নিহ্নবোজ্ঞাননিষেধোঽত্রৈনাস্তীত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি ন চেতি নিহ্নবোঽত্র শ্রুতিগিরি নেতি ন চাত্রহেতুমাহ ন বিদুরিতিজ্ঞানাভাবপ্রতীতেরিতি ॥ ১০৫ ॥

কিঞ্চৈতদজ্ঞানং কিমুনিত্যমুতানিত্যমেবেতি বিকল্প্য দুষয়তি কিম্বিতি। ইহোক্ত বিকল্পদ্বয়ে প্রথমোবিকল্পঃ সম্যকনাস্তি তত্র হেতুর্যুক্ত্যভবাৎ নাস্ত্যোঽন্ত্যানিবর্ত্তকসত্ত্বতোনিবর্ত্তকসত্ত্বাভাবাৎ এতদেবোপপাদয়ন্‌কিমন্ত্যচিৎ প্রকাশোনিবর্ত্তক উত জড়প্রকাশ ইতি বিকল্প্যাদ্যং প্রত্যাহ হিযস্মাত্তদজ্ঞানমবিরোধি চিৎপ্রকাশো ন ভিদ্যাৎ উত্তরশ্লোকস্থতৎপদমত্রাপি সম্বন্ধনীয়ং ॥ ১০৬ ॥

কিছুই জানিতে পারে না। কারণ, উক্ত বেদ বাক্য তখন জ্ঞান নিষেধ করিয়া থাকে। জ্ঞান নিষেধ এস্থলে নাই, এরূপ আশঙ্কাও করিতে পারেন না। এই বেদবাক্য নিহ্নব অর্থাৎ জ্ঞান নিষেধ যে হইতে পারে না, তাহার হেতু এই—'ন বিদুঃ' এস্থানে স্পষ্টই জ্ঞানের অভাব প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥

অপিচ এই অজ্ঞান নিত্য? কি অনিত্য? এই বিষয়ে সন্দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উভয়বিধ সংশয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ অজ্ঞান নিত্য, ইহা কিছুতেই সম্ভাবিত নহে। কারণ, তৎপক্ষে কোনই যুক্তি নাই। শেষ পক্ষটী অর্থাৎ অজ্ঞান অনিত্য স্বীকার করিলে অন্য

ন চ তচ্ছময়েজ্জড়প্রকাশোঽপ্যবিরোধাৎ সুতরাং জড়ত্বতোঽস্য। তদিহ প্রতিবন্ধকত্বমস্য প্রভবেৎ কিং ত্বিহ তন্ত্র মগ্রহাদি ॥ ১০৭ ॥

ইতি চেদিদমায়য়ভ্রমঃ কোঽহমনুজোঽহং ত্বিতি-

দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ তদজ্ঞানঞ্জড়প্রকাশোনচ শময়েত্তত্রহেতুর্জডে ন জডস্য বিরোধাভাবাৎ ॥ ১০৭ ॥

ভ্রমে নিরস্তেসংস্কারনিরাসোঽর্থাৎ সেৎস্যত্যগ্রহণং ময়োশ্চাচাদেব নোপপন্নমিত্যভিপ্রায়েণাচার্য্য আহ ইতীতি ভিন্নাভিন্ন বিষয়ত্বে ন সর্ব্বপ্রত্যয়যাথার্থ্যান্ন ভ্রমসিদ্ধিরিতি

এক দোষ উপস্থিত হয়। কারণ, তৎকালে অজ্ঞানের নিবারক বস্তু কে? বস্তু নিবারক বস্তু কেহই নাই। এস্থানেও পূর্ব্বমত সংশয় উপস্থিত। চিৎপ্রকাশ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক? অথবা জড়প্রকাশ অজ্ঞানের নিবারক? প্রথম পক্ষে দোষ এই—অজ্ঞান অবিরোধী, চিৎপ্রকাশ কখন অজ্ঞান ভেদ করিতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষে দোষ এই—জড়প্রকাশও ঐ অজ্ঞান নাশ করিতে পারে না। তাহার কারণ এই, জড় বস্তুর সহিত জড় বস্তুর কোন বিরোধ নাই। অতএব এই স্থানে অজ্ঞান নাশ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভ্রমাত্মক জ্ঞান ইত্যাদি সেখানে প্রতিবন্ধক জানিবেন। ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥

ভ্রম নিরস্ত হইলে আপনাপনি সংস্কার নিরস্ত হইবে। অতএব অজ্ঞান স্বীকার করা অযুক্ত। ভাস্করের এইরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন, "অহং মনুষ্যঃ" এই অহঙ্কার আদি, এবং দেহ পর্য্যন্ত, এই অনাত্ম বস্তুতে

শেমুষীতিচেন্ন। অতি বিস্মৃতিশীলতা তবাহো গদিতুঃ সর্ব্বপদার্থসঙ্করস্য। ১০৮।

প্রমিতিত্বমুপাশ্রয়ন্ন প্রতীতেরমুকঃ খণ্ড ইতি স্বশাস্ত্রসিদ্ধাৎ। ভিদভিদ্দ্বয়গোচরত্বহেতোর্ধিয়মেতাস্তু কিমিত্যুপেক্ষসে ত্বং। ১০৯।

কিং শব্দার্থঃ প্রশ্নং মত্বোত্তরমাহ মনুষ্যোঽহমিত্যহঙ্কারাদিদেহপর্য্যন্তেহনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্ভ্রম ইত্যর্থঃ। উপহাসপূর্ব্বকমুত্তরং বক্তুমাচার্য্য আহেতি চেন্নাহো সর্ব্বপদার্থসঙ্করস্য বক্তুস্তবাতি বিস্মরণশীলতা। ১০৮।

বিস্মরণশীলতামেবাহ। সর্ব্বস্যাপি ভিদভিদ্দ্বয়বিষয়ত্বাৎ স্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তেতোরমুকঃ খণ্ডইতি ভেদাভেদপ্রত্যয়স্য প্রমাণত্বমুপপন্নমহং মনুজইতিপ্রত্যয়ং ভেদাভেদবিষয়মু ত্বং ভেদাভেদাভ্যাং সর্ব্বসঙ্করবাদী কিমিত্যুপেক্ষসে। ১০৯।

আত্ম বুদ্ধির নামই ভ্রম। তাহা যদি স্বীকার না করেন, আপনি ত বক্তা, আপনি ত সকল পদার্থ নিজবুদ্ধিবলে প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন—তবে আপনারই বা এরূপ বিস্মৃতি কেন? ইহার নাম ভ্রম জানিবেন। ১০৮।

আপনাকে স্মরণ-শক্তি-শূন্য বলিতেছি কেন শ্রবণ করুন। আপনারই শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সকল পদার্থই ভেদ এবং অভেদ বিশিষ্ট। 'অমুকঃ খণ্ডঃ' অমুক ব্যক্তি ক্লীব—এই ভেদ এবং অভেদ জ্ঞানের সুতরাং প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল। 'অহং মনুষ্যঃ' আমি মনুষ্য—এই ভেদাভেদ গোচর জ্ঞান (আপনি ভেদাভেদ জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ব সঙ্করবাদী হইয়া) কিরূপে উপেক্ষা করিতেছেন? ১০৯।

অনুমানমিদং তথা চ সিদ্ধং বিমতা ধীঃ প্রমিতির্ভিদাভিদিত্বাৎ। ইহ চারুনিদর্শনং ভবেৎ সা তব খণ্ডোঽয়মিতি প্রতীতিরেবা। ১১০।

ননু সংহননাত্মধীঃ প্রমাণং ন ভবত্যেব নিষিধ্যমানগত্বাৎ। ইদমি প্রতিপন্নরূপ্যধীবৎ প্রবলা সৎপ্রতিপক্ষতেতি চেন্ন। ১১১।

তথাচেদমনুমানং সিদ্ধং বিবাদাস্পদাহং মনুজ ইতিবুদ্ধিঃ প্রমাণং ভিন্নাভিন্নবিষয়ত্বাৎ সারখণ্ডোঽয়মিত্যেবা তব প্রতীতিরিহানুমানে চারুনির্দর্শনং দৃষ্টান্তঃ। ১১০।

ননু সংঘাতাত্মবুদ্ধিরপ্রমাণং নিষিধ্যমানবিষয়ত্বাৎ ইদম প্রতিপন্নরজতবুদ্ধিবদিতি সাধ্যাভাবসাধকহেত্বন্তরেণ প্রবলাং সৎপ্রতিপক্ষতামাপাদয়তি ভট্টভাস্করো মন্বিতি নাহং মনুজো ব্রহ্মাস্মীতি প্রতিপ্রত্যয়সামর্থ্যান্নিষিধ্যমানবিষয়ত্ত মিত্যর্থঃ। দূষয়তীতি চেন্নেতি। ১১১।

অনুমান দ্বারাও ইহা সিদ্ধ হইতে পারে। 'অহং মনুষ্যঃ' এই স্থানে বিবাদের আস্পদীভূত বুদ্ধি প্রমাণ হইবে। তাহার হেতু এই—ঐ বুদ্ধি ভিন্ন এবং অভিন্ন বিষয়ে বর্ত্তমান। 'অয়ং খণ্ডঃ' আপনার মতে এইরূপ বুদ্ধিই অনুমানে সুচারু দৃষ্টান্ত জানিবেন। ১১০।

ভট্টভাস্কর অনুমানে দোষারোপ করিলেন—সমুদয় আত্মবুদ্ধি প্রমাণ নহে। কারণ, প্রত্যেকের বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া নিষিদ্ধ। তাহার দৃষ্টান্ত এই—'ইদং রজতম্' এই স্থলে ইদম্ শব্দে যেমন রজতবুদ্ধি হয়, তাহার মতন। এস্থানে প্রবল প্রতিকূলতাচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। 'নাহং মনুজো ব্রহ্মাস্মি' আমি মনুষ্য, আমি ব্রহ্ম নয়। প্রত্যেকেরই এইরূপ প্রতীতি হইবার শক্তি আছে। তাহাতেই যাহাকে অনুমান করিতে হইবে, তাহার বিষয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইল। ১১১।

ব্যভিচারযুক্তত্বতোঽস্য খণ্ডঃ পশুরিত্যত্র তদন্যধীশ্চমুণ্ডে। ইতরত্র নিষিধ্যমানখণ্ডোল্লিখিতত্বে ন নিরুক্তহেতুমত্ত্বাৎ ॥ ১১২ ॥

নমু হেতুরয়ং বিবিক্ষ্যতেঽত্র প্রতিপন্নোপ-

তত্রহেতুমাহাস্য হেতোঃ খণ্ডঃ পশুরিত্যত্র ব্যভিচারযুক্তত্বাৎ কুতএতদিতি তত্রহেতুরত্রবায়ং খণ্ডোগৌঃ কিন্তুমুণ্ডোগৌরিতি খণ্ডান্তধীশ্চে মুণ্ডে নিষিধ্যমানখণ্ডোল্লিখিতত্বে ন নিষিধ্যমানবিষয়ত্বরূপিনিরুক্তহেতুমত্ত্বাত্তথাচ খণ্ডমুণ্ডাভ্যাগোত্বস্যা ভেদবদ্দেহব্রহ্মভ্যাং জীবস্যাভেদপ্রত্যয়স্য প্রামাণ্যোপপত্তিরিতিভাবঃ ॥ ১১২ ॥

নমু নায়ং নিষিধ্যমানবিষয়ত্বমাত্রং হেতুঃ কিন্তু প্রতিপন্নোপাধৌ নিষিধ্যমানবিষয়ত্বমিতি ভট্টভাস্করঃ শঙ্কতে নম্বিতি। প্রতিপন্নস্য প্রতীতস্যোপাধিক উপাধাবধিষ্ঠানে-

ভগবান্ বলিলেন, একথাত হইতেই পারে না। তাহার কারণ এই—"খণ্ডঃ পশুঃ" এইস্থানে ব্যভিচার হইয়াছে, অর্থাৎ নিয়মের বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ব্যভিচার হইবার কারণ এই—'নায়ং খণ্ডঃ গৌঃ কিন্তু মুণ্ডো গৌঃ' অর্থাৎ এ গো খণ্ড নহে, কিন্তু মুণ্ড। এইস্থানে মুণ্ড, খণ্ডপদার্থ হইতে অন্য পদার্থ। লোকেরও অন্য বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহাতে যে খণ্ডের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার নিষেধ হইয়া যায়। নিষেধ হইলেই ঐ বিষয়টি নিষিদ্ধ বিষয় হইল। ফল কথা এই—খণ্ড আর মুণ্ডদ্বারা গোত্ব পদার্থ যেমন অভিন্ন থাকে, তদ্রূপ দেহ আর ব্রহ্ম দ্বারা জীব পদার্থের অভেদজ্ঞান হইবে। তাহা হইলে ইহার কেহই প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে সক্ষম নহে ॥ ১১২।

ভাস্কর শঙ্কা করিতে লাগিলেন—এই হেতুর বিষয় যে কেবল নিষিদ্ধ তাহা নহে, কিন্তু যেবস্তু প্রতীত হয় তাহার অধিষ্ঠান স্বরূপ বস্তুতেও নিষে-

ধিকে নিষেধশাত্বং। ইতি চেন্ন বিবক্ষিতস্য হেতোর্ব্যভিচারাৎ পুনরপ্যমুত্র চৈব ॥ ১১৩ ॥

নমু গোত্বউপাধিকে খণ্ডস্য প্রতিপন্নস্য হি তত্র নো নিষেধঃ। অপিতু প্রথমা ন মুণ্ডইত্যত্র তথা চ ব্যভিচারিতা ন হেতোঃ ॥ ১১৪ ॥

তথাচেদমংশে প্রতিপন্নং তত্রৈবনিষিধ্যতে নেদং রজতমিতি তথাত্মনি প্রতিপন্নং মনুজত্বং তত্রৈবনিষিধ্যতে ইতি তস্য ভ্রমত্বং খণ্ডো গৌরিত্যস্য তু তদ্বৈপরীত্যান্ন তত্ত্বমিতিভাবঃ নূষয়তীতি তত্র হেতুর্বিবক্ষিতস্য হেতোঃ পুনরপ্যমুত্র খণ্ডো গৌ রিত্যমুষ্মিন্ ব্যভিচারাদেব ॥ ১১৩ ॥

নমু নায়ং খণ্ডঃ কিন্তুমুণ্ড ইতিগোত্ব উপাধৌ প্রতিপন্নস্য খণ্ডস্য ন তত্রনিষেধোঽপিতু প্রথমা নমুণ্ডে ইতি তথাচ হেতোর্ব্যভিচারিতানাস্তীতি শঙ্কতে নম্বিতি ॥ ১১৪ ॥

ধের সম্ভাবনা। 'নেদং রজতম্' ইহা রজত নহে, এই ইদম্ অংশে যাহা প্রতীত হইয়াছে, তাহাতেই নিষেধ। এইরূপ আত্মাতে যে মনুষ্যত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, তৎপক্ষেই নিষেধ। এই কারণে উক্ত বিষয়টি অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে। 'খণ্ডো গৌঃ, এইস্থানে তাহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। সুতরাং যথার্থ বিষয় হইতে পারে না। শঙ্কর ভাস্করের এরূপ আপত্তি খণ্ডন করিলেন। আপনি 'খণ্ডোগৌঃ' এইস্থানে যেরূপ হেতু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহারই পুনরায় ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১১৩ ॥

ভাস্কর শঙ্কা করিতে লাগিলেন, 'নায়ং খণ্ডঃ কিন্তু মুণ্ডঃ' এখণ্ড নয় কিন্তু মুণ্ড। এস্থলে খণ্ডমুণ্ড উভয়েরই অধিষ্ঠান গোত্ব। সেই গোত্ব উপাধিতে যে খণ্ডের বোধ হইতেছে, তাহার নিষেধ হইবে না। কিন্তু প্রথিত মুণ্ডে নিষেধ হইয়া থাকে।

ইতি চেন্নবিকল্পানামসহত্বাৎ কিন্নু খণ্ডস্যতু কেবলে নিষেধঃ। উত গোত্বসমন্বিতে সমুণ্ডেপ্রথমো নোঘটতে প্রসক্ত্যভাবাৎ ॥ ১১৫ ॥

নহি প্রাগ্নপিখণ্ডকে প্রসক্তঃ পরমুণ্ডস্থিতিসং প্রসক্ত্যভাবঃ। চরমোঽপি ন গোত্বযুক্তমুণ্ডে খলু খণ্ডস্য নিষেধকালএব ॥ ১১৬ ॥

পরিহরতীতিচেন্ন বিকল্পানাসহত্বাৎ বিকল্পানাসহত্বমেব-দর্শয়তি কিমুখণ্ডস্যকেবলেমুণ্ডেনিষেধঃ উতগোত্বোপহিতে-মুণ্ডেঽনিষেধস্তত্র প্রথমোনযুজ্যতে প্রাপ্ত্যভাবাৎ ॥ ১১৫ ॥

হিযস্মাদিহভূতলেঘটোনেত্যত্রভূতলসংসৃষ্টতয়া প্রতি-পন্নস্যস্যার্থ্যমাণস্যান্যত্র নিষেধোদৃষ্টঃ পরোমুণ্ডস্তুকদাচিদপি মুণ্ডেপ্রসক্তোনভবতীত্যেতস্মাৎপ্রসক্ত্যভাবঃ দ্বিতীয়ংপ্রত্যাহ চরমোপিনযতোগোত্বোপহিতমুণ্ডেখণ্ডস্য নিষেধসময়ে এব-মুণ্ডবিশেষণীভূতগোত্বেপ্যেতস্য মুণ্ডস্য নিষেধনং শ্রুতং স্যাদ্যথেদমি প্রতিপন্নমিদন্তোপহিতশুক্তিব্যক্তৌ নিষিধ্য-

বস্তুতঃ এইরূপে পূর্ব্বে যে হেতু উল্লিখিত হইয়াছে তাহার ব্যভিচার হইতে পারে না ॥ ১১৪ ॥

* ভগবান্ খণ্ডন করিলেন, একথা বলিতে পার না। ইহাতে দুইটি সংশয় উত্থিত হইতে পারে। যথা—খণ্ডের কেবল মুণ্ডে নিষেধ? অথবা গোত্ব সংযুক্ত মুণ্ডে সেই নিষেধ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি ঘটিতে পারে না। কারণ, কোন সম্ভাবনা নাই ॥ ১১৫ ॥

কারণ, 'ইহ ভূতলে ঘটোন' এই ভূতলে ঘট নাই। এই স্থানে ভূতল সংশ্লিষ্ট হইয়া যে বস্তু প্রতীত হয়, তাহাকেই স্মরণ করিয়া, অন্যস্থানে নিষেধ দেখা যায়। 'পরোমুণ্ডঃ' এস্থানে কদাচ খণ্ডে লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারে না। শেষ পক্ষটি স্বীকার করিলেও বিষম অনিষ্টের সম্ভাবনা। অর্থাৎ 'নেদং রজতম্' এইস্থানে যেমন ইদম্

মুণ্ডবিশেষণভূতগোত্বএর স্ফুটমেতস্য নিষে-ধনং শ্রুতং স্যাৎ। তদিহোচিতহেতুসত্বতোঽস্য ব্যভিচারোদৃঢ়বজ্রলেপএব ॥ ১১৭ ॥

ননু ভাতিতরামুপাধিরত্রাদলদেতত্ত্বব্যবহর্তৃতেতি চেন্ন। অহমোঽনুভবেন সাধনব্যাপকতাবাদবগত্যন-ন্তরঞ্চ ॥ ১১৮ ॥ *

তেতদ্বদিত্যর্থস্তস্মাদিহ প্রতিপন্নোপাধৌনিষিধ্যমানবিষয়ে-খণ্ডজ্ঞানে উক্তহেতোঃ প্রতিপন্নোপাধৌনিষিধ্যমানবিষয়স্য-সত্বাদস্যহেতোর্ব্যভিচারোদৃঢ়বজ্রলেপএব ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

অত্রানুচ্ছিন্নৈতদ্ব্যবহারত্বমুপাধিরতিশয়েনভাতীতি শঙ্কতে নন্বিতি নায়ং খণ্ডোগৌরিতিনিষেধপ্রত্যয়োত্তরকালমপি খণ্ডেগোত্বব্যবহারোলক্ষ্যতে ন তথাব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদূর্দ্ধংমনু-জত্বব্যবহারইতিভাবঃ সাধনব্যাপকত্বান্নায়মুপাধিরিতিসমা-ধত্তেইতিচেন্ন সাক্ষাৎকারোত্তরকালমপি প্রারব্ধকর্মানুরোধা-দহং মনুজইত্যহমোঽনুভবেনসাধনব্যাপকত্বাৎ ॥ ১১৮ ॥

শব্দে প্রতিপন্ন পদার্থের ইদম্ শব্দ সম্বন্ধ শুক্তি পদার্থে নিষেধ হয়। সেই মত গোত্ব সংসৃষ্ট মুণ্ডে খণ্ডের নিষেধকালেও মুণ্ডের বিশেষণস্বরূপ গোত্বেও, এই খণ্ডের নিষেধ অবশ্য সম্ভাবিত হইবেক। অতএব এস্থানে যাহার অধিষ্ঠান প্রতীত, যাহার বিষয় নিষিদ্ধ হইতেছে, এমন খণ্ড-জ্ঞানে উক্তরূপ হেতু অবশ্য বিদ্যমান আছে। যে উপাধি প্রতিপন্ন হইল, সেই উপাধিতে তাহার নিষিদ্ধ বিষয় অবস্থান করাতে এই হেতুর ব্যভি-চার দৃঢ়বজ্র লেপতুল্য জানিবেন ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

ভাস্কর ইহাতে আপত্তি দেখাইলেন 'নায়ং খণ্ডো গৌঃ' এ খণ্ড, কিন্তু গো নহে। এই স্থানে নিষেধ জ্ঞানের পরক্ষণেই যেমন গোত্ব ব্যবহার দেখা যায়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর এরূপ মনুষ্যত্ব ব্যবহার হয় না। এইস্থানে হেতু বিরোধী হও-য়াতে উপাধি থাকে না। শঙ্কর ইহার উত্তরে সমাধান করিলেন, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরক্ষণেও

* অনুচ্ছিন্নখণ্ডোগমিতিব্যবহর্তৃতা।

নমু তব্যবহারমঞ্জিরায়া ইহতৎকেন কমিত্যনেনমুক্তো। শ্রুতিবাক্যগতেন সম্প্রতীতের্ব্যবহৃতু ন কথঞ্চিদেতি চেন্ন ॥ ১১৯ ॥

তদিদং ঘটতেমতেঽস্মদীয়ে তদবোধোল্লসিতত্বতোঽখিলস্য। তদবোধলয়েলয়োপপত্তের্জগতঃ সত্যতয়াচ্ছিদা ন তে স্যাৎ ॥ ১২০ ॥

প্রারব্ধকর্মসমাপ্তেরর্থং ব্যবহারস্যাব্যবহতু শ্চোচ্ছেদান্নসাধনব্যাপকত্বমিত্যাশয়েনচোদয়তি নম্বিতি যত্রত্বস্যসর্বমাত্মৈবাভূত্তৎকেনকং পশ্যেদিতিশ্রুতিবাক্যগতেনমোক্ষেইহতৎকেন কমিত্যনেনতদ্ব্যবহারোচ্ছেদস্য সম্যক্প্রতীতের্ব্যবহর্তুকচ্ছেদঃ কথং নাস্তি কিংত্বস্ত্যেব পরিহরতীতিচেন্নেতি ॥ ১১৯ ॥

যস্মাত্তদিদমস্মদীয়ে মতে ঘটতে তস্য পরব্রহ্মণোঽবোধঃ সচাসাববোধইতিবা সর্ব্বস্যতদজ্ঞানবিলসিতত্বাত্তদজ্ঞানলয়ে লয়োপপত্তেস্তেমতেতুজগতঃ সত্যতয়োচ্ছেদোনস্যাৎ ॥১২০॥

প্রারব্ধ কার্য্যের অনুরোধে ‘অহং মনুজঃ’ এই অহম্ ইত্যাকার অনুভব হওয়াতে হেতু সর্ব্বত্র সমান থাকিল ॥ ১১৮ ॥

পুনর্ব্বার ভাস্কর আপত্তি দেখাইলেন ‘যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ’ অর্থাৎ যখন সকলেই আত্মময় হইবে, তখন কোন্ সাধনে কোন্ বস্তু দেখা যাইবে? এই বেদবাক্যস্থ সাধন দ্বারা সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। তাহাও সকলের সম্যক্ রূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। তবে যে ব্যবহারকর্ত্তা, কিরূপে তাহার উচ্ছেদ হইবে? প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

শঙ্কর খণ্ডন করিলেন—আপনি যে কথা বলিলেন, ইহা আমাদের মতে ঘটিতে পারে। তাহার কারণ এই, এই দৃশ্যমান জগৎ পরব্রহ্মের অজ্ঞান বিলাসে অর্থাৎ যতক্ষণ না পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, ততক্ষণ ব্যবহার দশা। বস্তুতঃ আমাদের মতে অজ্ঞানের লয় হইলে সমস্ত বস্তুর লয় হইয়া থাকে। কিন্তু আপনার মতে জগৎ সত্য পদার্থ, সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে না ॥ ১২০ ॥

নমু পঞ্চসু তু স্থলেষু ভেদোঽভিদাম্নোস্তু শরীরদেহিনোস্তে। প্রথিতস্থলপঞ্চকেতরত্বাৎ স্ফুরিতাহত্র তথাচ হেত্বসিদ্ধিঃ ॥ ১২১ ॥

ভিন্নাভিন্নবিষয়ত্বস্যহেতোরসিদ্ধিঃ শঙ্কতে। নমু জাতিব্যক্তিগুণগুণিকার্য্যকারণবিশিষ্টস্বরূপাংশাংশিসম্বন্ধাযত্র বিদ্যন্তেতত্রপঞ্চস্থলেষুভেদোঽভেদশ্চ ন তু শরীরদেহিনোস্তেভিদাভিদে তত্রহেতুরুক্তঃ প্রথিতস্থলপঞ্চকেতরত্বাদয়মর্থঃ দেহদেহিনোর্দ্রব্যত্বাজ্জাতিব্যক্তিতাগুণগুণিভাবশ্চ ন সম্ভবতি নাপিকার্য্যকারণতা দেহস্যভৌতিকত্বাৎ নাপিবিশিষ্টস্বরূপতা দণ্ডবৈশিষ্ট্যস্যচৈত্রতন্ত্রতাবদ্দেহস্যাত্মতন্ত্রত্বাভাবাৎ নাপ্যংশাংশিতাদেহিনোনিরবয়বদ্রব্যত্বাত্তথাচাত্রদেহদেহিনোর্হেত্বসিদ্ধিরেবফলিতেত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥

ভাস্কর পুনরায় হেতু ভিন্ন এবং অভিন্ন বিষয় বলিয়া হেতুর অসিদ্ধি দেখাইয়া আপত্তি করিতে লাগিলেন। যেস্থানে জাতিব্যক্তি, গুণগুণী, কার্য্যকারণ, বিশিষ্ট স্বরূপ এবং অংশাংশি সম্বন্ধ বিরাজমান, সেই পাঁচ প্রকার স্থলে ভেদ এবং অভেদ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দেহ এবং দেহীর ঐ ভেদাভেদ ঘটিতে পারে না। এ বিষয়ের হেতু পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। কথা এই—দেহ এবং দেহী দ্রব্য পদার্থ হওয়াতে জাত্যাদিব্যক্তি অর্থাৎ জাতিসম্বন্ধ হইবে না। তদ্রূপ গুণ গুণি ভাব সম্বন্ধও ঘটিবে না। কার্য্যকারণ ভাবও সম্ভবে না। দেহ ভৌতিক পদার্থ হওয়াতে কোন বিশিষ্টস্বরূপ বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে না। দণ্ডধারী পুরুষ বলিলে যেমন দণ্ডবিশিষ্ট পদার্থ, কেন না কোন পুরুষ বলিয়া গণ্য, তদ্রূপ দেহ বলিলেই আত্মপরতন্ত্র বস্তুকে বুঝাইবে না। আর দেহ এবং দেহীর অংশাংশি সম্বন্ধও অসম্ভব। কারণ, দেহী নিরবয়ব দ্রব্য। বস্তুতঃ বিখ্যাত এই পাঁচটি স্থল ব্যতীত অন্য পদার্থে ভেদাভেদ সম্ভবে না। অতএব দেহ এবং দেহীর হেতুর অসিদ্ধি অবশ্য স্বীকার করিতে হইল। ১২১।

ইতি চেন্নবিকল্পনাসহত্বান্মিলিতানাং ভিদ-ভেদতন্ত্রতা কিং। উত বা পৃথগেব তন্ননাদ্যো-মিলিতাঃ পঞ্চ ন হিকচিদ্দৃষ্টতঃ স্যুঃ ॥ ১২২ ॥

চরমোঽপিন যুজ্যতে তদাঙ্গাঙ্গিকভাবস্য চ তন্ত্রতা নকিং স্যাৎ। ন চযোজকগৌরবঞ্চ দোষঃ প্রকৃতেতস্য তবাপি সংমতত্বাৎ ॥ ১২৩ ॥

পরিহরতীতিচেন্নেতি কিং মিলিতানামেতেষাং ভেদা-ভেদপ্রয়োজকত্বমুতপৃথগেব তন্নাদ্যোনসম্ভবতি যতোমিলিতাঃ পঞ্চ কচিদপি ন স্যুঃ ॥ ১২২ ॥

অন্ত্যোঽপি ন যুজ্যতেতদাপ্রত্যেকং প্রয়োজকত্বেগুণ-গুণিভাবাদিবদঙ্গাদিকভাবস্যদেহদেহিভাবস্যাপি প্রয়ো-জকত্বং কিং ন স্যাৎ ন চ প্রয়োজকগৌরবমপিদোষঃ প্রকৃ-তেতস্যাঙ্গাঙ্গিকভাবস্যতবাপিসম্মতত্বাৎ দেহদেহিনোর্ভেদা-ভেদানঙ্গীকারেসর্ব্বসঙ্করবাদিনস্তবসিদ্ধান্তোবাধ্যেত ॥ ১২৩ ॥

ভগবান্ শঙ্কর খণ্ডন করিতে লাগিলেন। আপনি যে ইতিপূর্ব্বে পাঁচটি পদার্থের কথা বলি-লেন, উহারা সকলে এককালে একত্র মিলিত হইলে ভেদাভেদ করিয়া দেয়? অথবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিলেই ভেদাভেদ ঘটিয়া থাকে? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, কোন স্থানে এরূপ দেখা যায় না যে, পাঁচটি পদার্থ একেবারে সকলে মিলিত হই-য়াছে। ১২২।

পৃথক্‌ভাবে ভেদাভেদ ঘটাইবে—এই শেষ পক্ষটিও স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, প্রত্যেকে যদি ভেদাভেদ যোজনা করিয়া দেয়, স্বীকার করেন, তবে গুণগুণি ভাব যেরূপ দেহ-দেহি সম্বন্ধের প্রযোজক, তাহার মতন অঙ্গাঙ্গি ভাবও কেন দেহদেহি সম্বন্ধের প্রয়োজক হইবে

অপিচান্যতমস্য জাতিভবৎপ্রভৃতীনাং ঘট-কত্ব আগ্রহশ্চেৎ। অপিসোঽত্র ন দুর্লভশ্চিদাত্মা-ঙ্গকয়োঃ কারণকার্য্যভাবভাবাৎ ॥ ১২৪ ॥

ন চ বাচ্যমিদং পরাত্মজত্বাৎ সকলস্যাপি ন জীবকার্য্যতেতি। তদভেদতএব সর্ব্বকস্যাপ্যুপ-পত্তেরিহ জীবকার্য্যতায়াঃ ॥ ১২৫ ॥

অপিচ জাতিজাতিবৎ প্রভৃতীনাং জাতিব্যক্ত্যাদীনামন্য-তমস্য প্রয়োজকত্বেঽভিনিবেশশ্চেৎসোঽপ্যত্রদুর্লভোনাস্তি চিদাত্মশরীরকয়োঃ কার্য্যকারণভাবসত্ত্বাৎ ॥ ১২৪ ॥

সকলস্যাপিপরাত্মকার্য্যত্বাজ্জীবকার্য্যতেতীদন্ত্বয়া ন চ বাচ্যং জীবস্য ব্রহ্মভেদাদেবসর্ব্বস্যাপীহজীবকার্য্যতায়ামুপ-পত্তেঃ ॥ ১২৫ ॥

না? প্রযোজক অনেক হইলে প্রযোজক গৌরব নামে যে দোষ ঘটিবে, তাহাও অসম্ভব। অথচ প্রকৃতপক্ষে অঙ্গাঙ্গিভাব আপনারই অভিমত। বস্তুতঃ দেহদেহীর ভেদাভেদ স্বীকার না করিলে সর্ব্বসঙ্করবাদী আপনার সিদ্ধান্তে দোষ ঘটিয়া থাকে। ১২৩।

অপিচ জাতিব্যক্তি প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে যে কোন সম্বন্ধ ভেদাভেদের প্রযোজক হইলে কোন দোষের আশঙ্কা নাই। ফলতঃ এরূপ বিষয়ে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, কি আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন, তাহা নিতান্ত দুর্লভ নয়। কারণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিয়ত বিদ্যমান। ১২৪।

সকল পদার্থ পরমাত্মার কার্য্য বলিয়া যে জীবাত্মার কার্য্য হইবে না, ইহাও আপনি বলিতে পারেন না। কারণ জীব পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হওয়াতে, সকল বস্তু এই স্থানে জীবের কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ১২৫।

তদসিদ্ধিমুখানুমানদোষানুদয়াদুক্তনযস্য নির্মলত্বং। ভ্রমধীপ্রমিতিত্ববেদিনোঽতস্তব ন ভ্রান্তিপদার্থএব সিদ্ধ্যেৎ ॥ ১২৬ ॥

অপিচ ভ্রমএষ কিংতবান্তঃকরণস্যেতি চিদাত্মনোঽথবাঽসৌ। পরিণাম ইহাদিমো নতস্যাত্মগতত্বানুভবস্য ভঙ্গপত্তেঃ ॥ ১২৭ ॥

নমুরক্ততমপ্রসূনযোগাৎ স্ফটিকে সংস্ফুরণং যথারুণিম্নঃ। ভ্রমসংযুতচিত্তযোগতোঽস্য ভ্রমণস্যানুভবস্তথাত্মনি স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥

অসিদ্ধ্যাদিদোষ বৈধুর্য্যাদনুমানং নিরবদ্যমিত্যুপসংহরতি। তত্তস্মাদ সিদ্ধ্যাদীনামনুমানদোষাণ মনুদয়াদুক্তানুমানস্য নির্মলত্বমতো ভ্রমপ্রমিতিত্ববেদিন স্তব ভ্রমপদার্থ এব ন সিধ্যেৎ ॥ ১২৬ ॥

অহংমনুজ ইত্যাদি প্রত্যয়ানাং যাথার্থ্যান্নভ্রমত্বমিত্যুক্তং সম্প্রতি সমবায়িকারণপর্য্যালোচনয়াপি ভ্রমত্বং প্রতিক্ষিপ্যতে-ইত্যাহ। অপিচৈষ ভ্রমঃ কিংতবমতে হন্তঃ করণস্য পরিণামঃ অথবা চিদাত্মনোঽসৌ পরিণাম ইত্যস্মিন্ পক্ষদ্বয়ে আদ্যো ন সম্ভবতি তস্য ভ্রমস্যাত্মগতত্বানুভবস্য ভঙ্গাপত্তেঃ। মৃজ্জস্য ঘটস্য তন্তনাশ্রয়ত্ববদন্তঃ করণপরিণামিত্বে ভ্রমস্যাত্মাশ্রয়ত্বং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥

নমু রক্ততমস্য জপাকুসুমস্য যোগাদ্‌যথা স্ফটিকে লৌহিত্যস্য স্ফুরণং তথা ভ্রমসংযুতচিত্তযোগাদস্য ভ্রমস্যাত্মন্যনুভবঃ স্যাদিতি-শঙ্কতে নম্বিতি ॥ ১২৮ ॥

শঙ্কর উক্ত বাক্য উপসংহার করিয়া বলিলেন এক্ষণে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন পূর্ব্বে অনুমানে আপনি যে হেতুর অসিদ্ধি প্রভৃতি অনুমানের দোষরাশি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার আর কিছুতেই সম্ভাবনা নাই। অতএব আমি যে পূর্ব্বে অনুমান দেখাইয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে নির্দ্দোষ হইল। আপনি ভ্রমজ্ঞানের প্রমাণ বাদী কিন্তু আশ্চর্য্যের মধ্যে আপনার ভ্রান্তি পদার্থই সিদ্ধ হইল না ॥ ১২৬ ॥

'অহং মনুজঃ ইত্যাদি স্থলে যথার্থ জ্ঞান হয় বলিয়া তাহাকে যে ভ্রম বলা যায় না, তাহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভ্রম কি? তাহার সমযায়ি কারণ কে? তাহারই আলোচনা করিয়া ভ্রমত্ব খণ্ডন করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বলিলেন, আচ্ছা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার মতে এই ভ্রম অন্তঃকরণের পরিণাম? অথবা চিদাত্মার পরিণাম? এই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণাম হইতে পারে না। তাহার কারণ এই—ভ্রম আত্মাশ্রিত বলিয়া অনুভূত হয় না, বরং এরূপ নিয়মের ভঙ্গ ঘটিয়া থাকে। যেমন মৃত্তিকাজাত ঘটের পটের সমবায়ি কারণ তন্তুর [সূত্রের] সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, তদ্রূপ ভ্রম যদি অন্তঃকরণের পরিণাম হয়, তবে আত্মাশ্রিত বলিয়া কিছুতেই গণ্য হইবে না ॥ ১২৭ ॥

ভাস্কর আপত্তি দেখাইলেন, যেমন অত্যন্ত রক্ত বর্ণ জপা কুসুমের সংযোগে স্ফটিকে লোহিত বর্ণের আভা পড়ে, তদ্রূপ ভ্রম সংযুক্ত অন্তঃকরণের সংযোগে এই ভ্রমের আত্মাতে অনুভব হইয়া থাকে ॥ ১২৮ ॥

ইতি চেদয়মীরয়াত্মযোগো ভ্রমণস্যাশ্রিত এষ-সন্নসন্‌বা। প্রথমো ঘটতে ন সংসৃজেঽস্তেঽপরথাখ্যাতিবদস্য শূন্যকত্বাৎ ॥ ১২৯ ॥

চরমোঽপি ন যুজ্যতে পরোক্ষপ্রথনস্যানুপপদজ্ঞানতায়াঃ। পরিণামবিশেষ আত্মনোঽসৌ ভ্রমইত্যেষ ন যুজ্যতেঽন্ত্যপক্ষঃ ॥ ১৩০ ॥

অসভাগতয়াত্মনো নিরস্তেতরযুক্তেঃ পরিণত্যযোগ্যতায়াঃ। পরিণত্যযুজেশ্চ যোগ্যতায়ামপি বুদ্ধ্যাকৃতিতশ্চিদাত্মনোঽস্য ॥ ১৩১ ॥

ন হি নিত্যচিদাশ্রয় প্রতীচঃ পরিণামঃ পুনরন্যচিৎস্বরূপঃ। গুণযোঃ সমুদায়গত্যযোগাদ্গুণতাবান্তরজাতিতঃ সজাত্যোঃ ॥ ১৩২ ॥

এতৎপরিহর্তুং পৃচ্ছতীতিচেদয়মন্তঃকরণাশ্রিতস্য ভ্রমস্য স্বীকৃত আত্মসম্বন্ধঃ সন্নসন্‌বা তত্র প্রথমো ন ঘটতে অন্যথাখ্যাতিবাদিন স্তব মতেসংসর্গস্য শূন্যত্বাত্তথাচাত্মভ্রমসংবন্ধো নস্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥

নাপ্যন্ত্যাশ্চ পরোক্ষপ্রথয়া অনুপপদ্যমানত্বাদিত্যাহ চরমোঽপীতি। এবমন্তঃকরণস্য পরিণামো ভ্রমইতি পক্ষং নিরাকৃত্যাত্মনঃ পরিণামবিশেষোঽসৌ ভ্রমইত্যেতমন্ত্যপক্ষং নিরাচষ্টে পরিণামবিশেষইতি ॥ ১৩০ ॥

তত্রহেতুর্নিরস্তেতরসঙ্গস্যাত্মনোঽসভাগতয়া নিরবযবদ্রব্যত্বে ন পরিণামাযোগ্যত্বাৎ। পরিণামিত্বমঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ যোগ্যতায়ামপি বুদ্ধ্যাকৃতিতোঽজ্ঞানান্তরাকারেণ চিদাত্মনোঽস্য পরিণামাযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥

হি যস্মান্নিত্যজ্ঞানাশ্রয়স্য সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি সুপ্তোত্থিতপরামর্শানুমেয়স্য কারণবিরমেঽপিসত্ত্বেন নিত্যঞ্চ যজ্জ্ঞানস্তদাশ্রয়স্য প্রত্যগাত্মনঃ পুনরন্যচিৎস্বরূপো ভ্রমাত্মকঃ পরিণামো ন সম্ভবতি গুণতাজাতাববান্তরজাতিতঃ সজাত্যোগুণযোঃ সমুদায়গত্যযোগাদ্যুগপৎসমবায়াযোগাদেকদ্রব্যাশ্রিত রূপরসাদিগুণব্যাবৃত্ত্যর্থং গুণতাবান্তরেতিবিশেষণং ॥ ১৩২ ॥

শঙ্কর খণ্ডন করিবার বাসনায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আপনি বলুন দেখি—অন্তঃকরণাশ্রিত ভ্রমের যে আত্ম সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা বিদ্যমান ? না অবিদ্যমান ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি ঘটিতেই পারে না। আপনি অন্যথাসিদ্ধিবাদ (অর্থাৎ ন্যায়মতোক্ত সম্বন্ধের দোষবাদী) আপনার মতে সংসর্গ (সম্বন্ধ বিশেষ) শূন্য পদার্থ। অতএব আত্মার ভ্রম সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না ॥ ১২৯ ॥

'অন্তঃকরণাশ্রিত ভ্রমের যে আত্ম সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে তাহা অবিদ্যমান।' এই শেষ পক্ষটিও স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, যে বস্তু অতীন্দ্রিয় তাহার প্রথা স্বীকার করা আর না করা দুই সমান। অবশেষে আত্মার পরিণাম বিশেষের নাম ভ্রম ইহাতেও অনেক বিসম্বাদ ঘটিবে ॥ ১৩০ ॥

তাহার হেতু এই, আত্মার কোন পদার্থের সহিত সম্বন্ধ নাই। আত্মা অসঙ্গ সুতরাং আত্মা নিরবয়ব দ্রব্য হওয়াতে, আত্মার যে কোন রূপ পরিণাম হইবে, তাহা অসম্ভব। যদি চ আত্মাকে পরিণামী বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তথাপি কোন এক রূপ জ্ঞানাকারে এই চিদাত্মায় পরিণাম হওয়া অসম্ভব। ১৩১।

যে জ্ঞান নিত্য প্রত্যগাত্মা (প্রত্যেকজীবস্থ ব্যাপক আত্মা সেই নিত্যজ্ঞানের আশ্রয়। এরূপ

যুগপৎ সমবৈতিনোহি শৌক্ল্যদ্বয়কং যত্র চ কুত্রচিদ্‌ঘটেত। ননু বিম্নগুণোগুণী তথাচ প্রসরেম্নোদিতদুষ্টতেতি চেন্ন ॥ ১৩৩ ॥

কটকাশ্রয়ভূতদীপ্তহেম্নোরুচকাধারকভাববত্তথৈব। অবিনাশিবিদাশ্রয়স্য ভূয়োঽন্যবিদাধারতয়াস্থিতেরয়োগাৎ ॥ ১৩৪ ॥

হি যস্মাচ্ছৌক্ল্যদ্বয়ং যত্রকুত্রচিদপি নো সম্ভবতি। ননু মন্মতেজ্ঞানং ন গুণোঽপিতু গুণী দ্রব্যপদার্থঃ। তথাচ নোদিতদুষ্টতাপ্রসরেদেতদ্দূষয়তীতি চেন্নেতি ॥ ১৩৩ ॥

তত্রহেতুমাহ। কটকাশ্রয়ভূতদীপ্তসুবর্ণস্য তদৈব রুচকাধারত্বং যথা তথৈবনিত্যজ্ঞানাশ্রয়স্য ভূয়োজ্ঞানান্তরাধারতয়াস্থিতের যোগাৎ ॥ ১৩৪ ॥

প্রত্যক আত্মার পুনরায় অন্য জ্ঞানস্বরূপ পরিণাম হইতে পারেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই—গুণত্বজাতিতে অবান্তর জাতি অপেক্ষা সজাতীয় দুটি গুণের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। এককালে উভয় গুণে সমবায় সম্বন্ধ অবস্থান করে না। কারণ, একদ্রব্যে রূপরসাদি গুণ থাকিতে পারে। ১৩২।

আর দেখুন—দুটি শুক্লবর্ণত্ব যে কোন বস্তুতে থাকিতে পারে না। কারণ, আমার মতে জ্ঞান গুণ পদার্থ নহে। কিন্তু গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য পদার্থের মধ্যে পরিগণিত। তাহা হইলে যে দোষের কথা বলা হইয়াছিল, তাহা হইতে পারিল না ॥ ১৩৩ ॥

ভগবান্ শঙ্কর খণ্ডন করিলেন, আপনার বাক্য কিছুতেই সম্ভাবিত নহে। তাহার হেতু এই, কটক [বালা] আভরণের আশ্রয় স্বরূপ উজ্জ্বল

ন চ সংস্কৃতির গ্রহোঽপ্যবিদ্যা ভ্রমশব্দার্থ নিরুক্তসম্ভবেঽপি। ভ্রমসংজ্ঞিতবস্তুসম্ভবেন ভ্রমসম্পাদিতসংস্কৃতেরযোগাৎ ॥ ১৩৫ ॥

অপিনা গ্রহণংচিতেরভাবশ্চিতিরূপগ্রহণস্য নিত্যতায়াঃ। তদসম্ভবতো ন বৃত্ত্যভাবস্তদভাবেঽপি চিদাত্মনোঽবভাসাৎ ॥ ১৩৬ ॥

ননু ভ্রমশব্দার্থনিরুক্ত্যসংভবেঽপি সংস্কৃতিরগ্রহণং বা বিদ্যাস্যাদিত্যাশঙ্ক্যপরিহরতি ন চেতি। তত্রহেতুমাহ ভ্রমসংজ্ঞিতেতি ॥ ১৩৫ ॥

অগ্রহণমপি কিং স্বরূপগ্রহণস্যাভাবঃ উত আগন্তুকস্যেতি বিকল্প্যাদ্যং প্রত্যাহ নাপ্যগ্রহণং চিতেরভাবশ্চিতিরূপগ্রহণস্যনিত্যত্বেন তস্য চিতেরভাবস্যাসম্ভবাৎ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ বৃত্ত্যভাবোঽপ্যগ্রহণং ন ভবতি তত্রহেতুস্তস্যা বৃত্তেরাগন্তুকস্য গ্রহণস্যাভাবেঽপি চিদাত্মনঃ স্ফুরণান্ন তস্য প্রতিবন্ধকত্বমিত্যামিত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

সুবর্ণের রুচক যে রূপ আধার হয়, অবিনাশী নিত্য জ্ঞানাশ্রয় পদার্থের পুনর্ব্বার অন্য জ্ঞানের সহিত সে রূপ সংযোগ হয় না ॥ ১৩৪ ॥

পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার, অথবা অজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। এই রূপে কিছুতেই ভ্রম শব্দের অর্থ নির্ব্বাচন হইতে পারে না। সুতরাং ভ্রম সংজ্ঞা যুক্ত বস্তু যদি না রহিল, তবে ভ্রম সম্পাদিত সংস্কার ও থাকিতে পারে না ॥ ১৩৫ ॥

এই স্থানে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই যে অজ্ঞান, ইহা কি স্বরূপ জ্ঞানের অভাব? অথবা আগন্তুক কোন পদার্থের অভাব? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিতে পারেন না।

ন চ ভঞ্জকমীক্ষ্যতে ন তস্যোপগমে খণ্ডজডা-নৃতাত্মকস্য। ইতি বাচ্যমখণ্ডবৃত্তিরূঢ়েশ্বরবোধস্য নিবর্ত্তকত্বযোগাৎ ॥ ১৩৭ ॥

অপিচেষ্টতদন্যহেতুধীজে জগতঃ কৃত্যকৃতী ন তে ঘটেতে। সকলব্যবহারসঙ্করত্বাত্তদলঞ্জীবনিকাপি দুর্লভা তে ॥ ১৩৮ ॥

নম্বাত্মন্যজ্ঞানাভ্যুপগমে তস্য ভঞ্জকং নেক্ষ্যত ইত্যাশঙ্ক্য-পরিহরতি ন চেতি। তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যজন্যাখণ্ডবৃত্ত্যারূঢ়পরব্রহ্মচৈতন্যস্য নিবর্ত্তকত্বযোগাৎ ॥ ১৩৭ ॥

কিঞ্চেষ্টানিষ্টসাধনজ্ঞানজনিতে সর্ব্বস্য জঙ্গমস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী ন চ তেসর্ব্বসঙ্করমতে সম্ভবতঃ। সকলব্যবহারস্য সংকীর্ণত্বাৎ জীবনিকাপি তে দুর্লভা তস্মাদলমিত্যাহ অপিচেতি ॥ ১৩৮ ॥

চৈত্যন্যের অভাবের নাম অজ্ঞান ইহা অসম্ভব। কারণ, চৈতন্য রূপ জ্ঞান নিত্য, তাহার অভাব হওয়া অসম্ভব। কোন আন্তরিক বৃত্তি অভাবের নাম অজ্ঞান বলিলেও দোষ ঘটিবে। যদি চ বৃত্তির কোন আগন্তুক জ্ঞানের অভাব হয়, তথাপি তৎকালে চিদাত্মা পরিস্ফূর্ত্ত থাকেন। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিতেও পারিলেন না ॥ ১৩৬ ॥

ভগবান্ ভাস্করকে বলিলেন, [আত্মাতে যদি অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তথাপি খণ্ড, জড় ও মিথ্যা স্বরূপ সেই অজ্ঞানের নিবারক কেহই নাই। এবং অজ্ঞান নিবারককে কেহই দেখিতে পায় না।] আপনি যে এরূপ আপত্তি দেখাইবেন তাহাও অসম্ভব। কারণ, 'তত্ত্বমসি' এই বেদান্তের মহা বাক্য জন্য, অখণ্ড বৃত্তি রূঢ়, পরব্রহ্ম চৈতন্যের জ্ঞান হইলে ঐ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩৭ ॥

আর দেখুন, ইষ্ট সাধন জ্ঞান এবং অনিষ্ট সাধন জ্ঞান জন্য সমস্ত জঙ্গমের যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়, সর্ব্ব সঙ্করবাদী আপনার মতে তাহা সম্ভাবিত নহে। অপিচ, আপনার মতে সকল ব্যবহার সঙ্কীর্ণ, সুতরাং জীবন পর্য্যন্ত দুর্লভ হইয়া উঠে। অতএব আপনার বাক্য কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারিল না ॥ ১৩৮ ॥

ইতি যুক্তিশতৈরমর্ত্ত্যকীর্ত্তিঃ সুমতীন্দ্রং তমতন্দ্রিতং স জিত্বা। শ্রুতিভাববিরোধিভাবভাজং বিমতগ্রন্থমমন্থরং মমন্থ ॥ ১৩৯ ॥

ইতি ভাস্করদুর্ম্মতেঽভিভূতে ভগবৎপাদকথা সুধা প্রসস্রে। ঘনবার্ষিকবারিবাহজালে বিগতে শারদচন্দ্রচন্দ্রিকেব ॥ ১৪০ ॥

ইত্যেবং যুক্তিশতৈঃ সঃ অমর্ত্যকীর্ত্তির্ভগবান্ ভাষ্যকারস্তমনলসং সুধীন্দ্রং ভট্টভাস্করঞ্জিত্বা শ্রুতিভাববিরোধিভাবভাজম্বিমতগ্রন্থং ঝটিতি মমন্থ ॥ ১৩৯ ॥

ইত্যেবংভাস্করদুর্ম্মতেঽভিভূতে সতি ভগবৎপাদকথালক্ষণা সুধাপ্রসস্রে বিস্তারঙ্গতা। যথাঘনীভূতানাং বার্ষিকপয়োদানাং জালেবিগতে সতি শরৎকালীনচন্দ্রচন্দ্রিকা যদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৪০ ॥

দেব তুল্য যশস্বী ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্কর এই রূপে শত শত যুক্তি দ্বারা সুধীবর ভাস্করকে জয় করিয়া বেদের ভাব বিরোধী গ্রন্থ সকল খণ্ডন করিলেন ॥ ১৩৯ ॥

ঘনীভূত বর্ষাকালের মেঘ সকল অপসৃত্ত হইতে শারদীয় শশধরের কিরণ মালা যে রূপ

স কথাভিরবন্তিষু প্রসিদ্ধান্ বিবুধান্ বাণময়ূর-দণ্ডিমুখ্যান্। শিথিলীকৃতদুর্মতাভিমানান্নিজভাষ্য-শ্রবণোৎসুকাংশ্চকার ॥ ১৪১ ॥

প্রতিপদ্য তু বাহ্লিকান্মহর্ষৌ বিনয়িভ্যঃ প্রবিবৃণ্বতি স্বভাষ্যং। অবদন্নসহিষ্ণবঃ প্রবীণাঃ সময়ে কেচিদথার্হতাভিধানে ॥ ১৪২ ॥

সঃ অবন্তিষু জনপদেষু প্রসিদ্ধান্ বিবুধান্ বাণাদীন্ পণ্ডিতান্ কথাভিঃ শিথিলীকৃতদুর্মতাভিমানান্ নিজভাষ্যশ্রবণোৎকণ্ঠিতাংশ্চকার কথাভিঃ প্রসিদ্ধানিতিবা ॥ ১৪১ ॥

বাহ্লিকাংশ্চ দেশান্ প্রতিপদ্য মহর্ষৌ শ্রীশঙ্করে শিষ্যেভ্যঃ স্বভাষ্যং বিবৃণ্বতি সতি আর্হতসংজ্ঞকে বিবসনসময়ে প্রবীণাঃ কেচিদসহিষ্ণব ঊচুঃ ॥ ১৪২ ॥

বিস্তার প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ দুর্বুদ্ধি ভট্ট ভাস্কর পরাস্ত হইলে ভগবান্ শঙ্করের কথা রূপ অমৃত বিস্তৃত হইল ॥ ১৪০ ॥

শঙ্কর অবন্তি জনপদে প্রসিদ্ধ বাণ, ময়ূর, দণ্ডী প্রভৃতি পণ্ডিত দিগকে আপনার বাক্য দ্বারা পরাস্ত করিয়া, অর্থাৎ তাহাদের দুষ্ট মত ও তদ্বিষয়ে পাণ্ডিত্যাভিমান শিথিল করিয়া পুনরায় বাণ প্রভৃতি পণ্ডিত দিগকে আপনার ভাষ্য শ্রবণ করিতে উৎকণ্ঠিত করিলেন। ফলতঃ অবন্তি দেশস্থ যাবতীয় বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্করের শরণাপন্ন হইল ॥ ১৪১ ॥

মহর্ষি বাহ্লিক দেশে গমন করিয়া নিজশিষ্য-দিগকে যখন স্বকীয় ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ করাইতেছিলেন, তৎকালে আর্হতমতে, বিবসন আচারে প্রবীণ কতকগুলিন লোক তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল। ১৪২।

নমু জীবমজীবমাস্রবঞ্চ শ্রিতবৎ সম্বরনির্জরৌচ-বন্ধঃ। অপি মোক্ষমুপৈষি সপ্তসংখ্যান্ন পদার্থান্ কথমেব সপ্তভঙ্গ্যা ॥ ১৪৩ ॥

বোধাত্মকোজীবোজড়বর্গস্ত্বজীব এতযোরয়মপরঃ প্রপঞ্চো-জীবাস্তিকায়ঃ পুদ্গলাস্তিকায়ঃ ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ অধর্ম্মাস্তিকায় আকাশাস্তিকায়শ্চেতিপঞ্চাস্তিকায়া নাম অস্তীতিকায়ন্তে শব্দ্যন্তইত্যস্তিকায়াঃ কৈগৈশব্দইতি স্মরণাৎ তত্রজীবাস্তিকায়স্ত্রিধাবদ্ধো-মুক্তোনিত্য সিদ্ধশ্চার্হন্নিত্যসিদ্ধইতরে কেচিৎ সাধনৈর্মুক্তাঅন্যেবদ্ধাঃ। পুদ্গলাস্তিকায়ঃ ষোঢা পৃথিব্যাদীনি চত্বারি ভূতানি স্থাবরং জঙ্গমঞ্চেতিশাস্ত্রীয়বাহ্যপ্রবৃত্ত্যা হ্যাস্রয়োঽপূর্ব্বাখ্যো ধর্মোঽনুমীয়তইতিপ্রবৃত্ত্যনুমেয়োধর্ম্মোধর্ম্মাস্তিকায়ঃ। ঊর্দ্ধগমনশীলস্য-জীবস্য দেহেঽবস্থানেনাধর্মোঽনুমীয়তইতি স্থিত্যনুমেয়োঽধর্ম্মাস্তিকায়ঃ। আকাশাস্তিকায়োদ্বেধালোকাকাশোঽলোকাকাশশ্চ। তত্রোপর্য্যুপরিস্থিতানাং লোকানামন্তর্বর্ত্তী আদ্যন্তেষামুপরিমোক্ষস্থানংদ্বিতীয়ঃ পুরুষং বিষয়েষ্বাস্রাবয়তিগময়তীতিইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিরাস্রবঃ। ইন্দ্রিয়দ্বারাহি পৌরুষং জ্যোতির্বিষয়ান্স্পৃশদ্রূপাদিজ্ঞানরূপেণপরিণমতে। অন্যেতু কর্ম্মাণ্যাস্রবমাহুস্তানি কর্ত্তারমভিব্যাপ্য স্রবন্তি কর্ত্তারমনুগচ্ছন্তীত্যাস্রবঃ সেয়ং মিথ্যাপ্রবৃত্তিরনর্থহেতুত্বাৎ। জীবমজীবমাস্রবঞ্চাশ্রিতবতাং তৈঃ সহিতৌ সম্বরনির্জরৌ সম্যকপ্রবৃত্তৌ। তত্র শমদমাদিপ্রবৃত্তিঃ সম্বরঃ সহি আস্রবস্রোতসোদ্বারং সংবৃণোতীতি সম্বর উচ্যতে। নির্জরস্ত্বনাদিকালপ্রবৃত্তিকষায়-কলুষপুণ্যাপুণ্যপ্রহাণহেতুস্তপ্তশিলারোহণাদিঃ। সহি নিঃশেষং পুণ্যাপুণ্যসুখদুঃখোপভোগেন জরয়তীতি নির্জরঃ। বন্ধোঽষ্ট-

* যাহারা জীব, অজীব, আস্রব আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের সহিত সংবর, নির্জ্জর ও বন্ধ এই রূপ আরো কতকগুলি পদার্থ আছে। আপনি জৈন মতে সাত প্রকার পদার্থকে মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না কেন?। ১৪৩।

* বোধাত্মক জীব ও জড় পদার্থ সকল

কথয়ার্হত। জীবমস্তিকায়ং স্ফুটমেবংবিধ ইত্যুবাচ মৌনী। অবদৎ সচদেহতুল্যমানো দৃঢ়কর্ম্মাষ্টকবেষ্টিতশ্চ বিদ্বন্। ॥ ১৪৪ ॥

বিধং কর্ম্ম। তত্র ঘাতিকর্ম্ম চতুর্বিধং। তদ্যথাজ্ঞানাবরণীয়ং দর্শনাবরণীয়ং মোহনীয়মন্তরায়মিতি। তথা চত্বার্য্যঘাতিকর্ম্মাণি তদ্যথা বেদনীয়ং নামিকং গোত্রিকমায়ুষ্কং চেতি। তত্রসম্যক্জ্ঞানং ন মোক্ষসাধনং ন হিজ্ঞানাদ্বস্তুসিদ্ধিরিতি প্রসঙ্গাদিতিবিপর্য্যযোজ্ঞানাবরণীয়ং আর্হতদর্শনাভ্যাসান্নমোক্ষইতিজ্ঞানং দর্শনাবরণীয়ং। বহুষু বিপ্রতিবিদ্ধেষু তীর্থকরৈ রূপদর্শিতেষু মোক্ষমার্গেষু বিশেষানবধারণং মোহনীয়ং। মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তানাং তদ্বিঘ্নকরং জ্ঞানমান্তরায়ং। তানীমানি শ্রেয়োহন্তত্বাদ্ঘাতীনি কর্ম্মাণ্যুচ্যন্তে। অঘাতীনি কর্ম্মাণি তদ্যথা শুক্লপরীণাকারেণ পরিণাম হেতুর্বেদনীয়ং দ্বারেণ তদ্বেদনহেতুত্বাং। তদনুগুণনামিকং তদ্ধি শুক্লপুদ্গলানাম্যানবস্থাকলনান্বদিদপানাবস্তে। গোত্রিকং ত্বব্যাকৃতং ততোহপ্যাদ্যং দেহাকারপরিণামশক্তিরূপেণাবস্থিতং। আয়ুষ্কমায়ুঃ কায়তি কথয়ত্যুৎপাদনদ্বারেণেতি শুক্লশোণিতস্বরূপং। যন্না মম বেদনীয়ং তত্ত্বমস্মীতিবেদনীয়ং এতন্নামাহমস্মীত্যভিমানো নামিকং। অহমত্রভগবতোদেশিকস্যার্হতঃ শিষ্যবংশে প্রবিষ্টইত্যভিমানো-

গোত্রিকং। শরীরস্থিত্যর্থং কর্ম্মায়ুষ্কং। তান্যেতানি তত্ত্বাবেদকশুক্লপুদ্গলাশ্রয়ত্বাদঘাতীনিকর্ম্মাণি। তদেতত্কর্ম্মাষ্টকং পুরুষং বধ্নাতীতিবন্ধঃ। বিগলিতসমস্তক্লেশতদ্বাসনস্যানাবরণীয়জ্ঞানস্য সুখৈকতানস্যাত্মন উপরিদেশাবস্থানং মোক্ষ ইত্যেকে। অন্যেতূর্দ্ধ্বগমনশীলোহি জীবোধর্ম্মাস্তিকায়েন বদ্ধস্তদ্বিমোকাদূর্দ্ধ্বং গচ্ছত্যেব সমোক্ষ ইতিসপ্তানামস্তিত্বাদীনাং ভঙ্গানাং সমাহারঃ সপ্তভঙ্গীতয়োপলক্ষিতান্ সপ্তপদার্থান্ কথং নাঙ্গীকরোষি। সপ্তভঙ্গাস্তু স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি স্যাদস্তিচনাস্তিচ স্যাদবক্তব্যঃ স্যাদস্তিচাবক্তব্যঃ স্যান্নাস্তিচাবস্তিক্তব্যশ্চ স্যাদ চাবক্তব্যশ্চেতি। স্যাদিতিতিঙন্তপ্রতিরূপকং কথংচিদর্থকমব্যয়ং। তত্রবস্তুনোহস্তিত্ববাঞ্ছায়াং প্রথমোভঙ্গঃপ্রবর্ত্ততে। নাস্তিত্ববাঞ্ছায়াংদ্বিতীয়ঃ। ক্রমেণোভয়বাঞ্ছায়াং তৃতীয়ঃ। যুগপদুভয়বাঞ্ছায়াং চতুর্থঃ। অদ্যচতুর্থভঙ্গয়োর্বাঞ্ছায়াং পঞ্চমঃ। দ্বিতীয়চতুর্থেচ্ছায়াং ষষ্ঠঃ। তৃতীয়চতুর্থেচ্ছায়াং সপ্তমইতিবিবেকঃ ॥ ১৪৩ ॥

এবমুক্তো মৌনী স শ্রীশঙ্করাচার্য্যউবাচ হে আর্হত! জীবাস্তিকায়-মেবংবিধো জীবোহস্তিকায়ইতিস্ফুটং কথয় এবমুক্তঃ স চার্হতোবভাষে দেহতুল্যপ্রমাণো দৃঢ়েনোক্তকর্ম্মাষ্টকেন বদ্ধঃ ॥ ১৪৪ ॥

অজীব। এই উভয়ের অন্য প্রপঞ্চ জগৎ। জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় এবং আকাশাস্তিকায় এই পাঁচ প্রকার অস্তিকায়। 'অস্তি' এই বাক্যটি যাহাতে ধ্বনিত হয়, তাহার নাম অস্তিকায়। কৈ ধাতুর অর্থ শব্দ, কৈ ধাতু হইতেই অস্তিকায় শব্দ নিষ্পন্ন। তন্মধ্যে জীবাস্তিকায় তিন প্রকার। বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য সিদ্ধ। অর্থাৎ (বৌদ্ধ বিশেষ) নিত্য সিদ্ধ। অর্হৎ ব্যতীত অপরে সাধন মুক্ত, এবং অপরে বদ্ধ। পুদ্গলাস্তিকায়পু ছয় প্রকার। অপ, তেজ, ও মরুৎ এই চারি প্রকার ভূত। আর স্থাবর ও জঙ্গম এই দুইটি। এই সর্ব্ব শুদ্ধ ছয় প্রকার। শাস্ত্র সম্মত বাহিক প্রবৃত্তি দ্বারা আন্তরিক অপূর্ব্ব নামক ধর্ম্ম পদার্থ অনুমিত হয়। এই রূপ প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমেয় ধর্ম্মের নাম, ধর্ম্মাস্তিকায়। ঊর্দ্ধ গমন শীল জীবের দেহে অবস্থিতি দ্বারা অধর্ম্ম অনুমিত হয়। এই স্থিতি দ্বারা অনু-

অমহাননণুর্ঘটাদিবৎ স্যাৎস ন নিত্যোপি চ মানুষাচ্ছদেহাৎ। গজদেহময়ন্ বিশেন্ন কৃৎস্নং প্র- বিশেচ্ছন্ন্ কিদেহমপ্যকৃৎস্নঃ ॥ ১৪৫ ॥

আচার্য্য আহ অমহাননণুর্দ্দেহপরিমাণোজ্জীবোঘটাদয়োমধ্যমপরিমাণত্বাদ্যথানিত্যাস্তথানিত্যো ন স্যাৎ অপিচ শরীরাণামনবস্থিতপরিমাণত্বান্মনুষ্যশরীরপরিমাণো ভূত্বাপুনঃ কেনচিৎ কর্ম্মবিপাকেন হস্তিজন্ম প্রাপ্নুবন্ন সর্ব্বংহস্তিশরীরং প্রবিশেদ্দেহাপরদেশোনির্জ্জীবঃ স্যাৎপুত্তিকাদেহং চ প্রাপ্নুবন্ তৎ সর্ব্বো ন প্রবিশেৎ দেহাদ্বহিরপিজীবঃ স্যাদিত্যর্থঃ। চকরাদস্মিন্নপি জন্মনি কৌমারযৌবন স্থবিরেষ্বেষ দোষোবোধ্যঃ। ১৩৫।

মেয় অধর্ম্ম পদার্থের নাম অধর্ম্মাস্তিকায়। আকাশাস্তিকায় দুই প্রকার। লোকাকাশ এবং অলোকাকাশ। তন্মধ্যে উপর্য্যুপরি বর্ত্তমান লোকের অন্তর্বর্ত্তীর নাম লোকাকাশ। ঐ সমস্ত লোকের উপরে যে মোক্ষ স্থান আছে, তাহার নাম অলোকাকাশ।

আস্রব শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যথা। – আপূর্ব্বিক স্রু ধাতু হইতে আস্রবশব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি। পুরুষকে বৈষয়িকপদার্থে (আস্রবয়তি) অর্থাৎ লইয়া যায় বলিয়া ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির নাম আস্রব। তাহার কারণ, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা পুরুষীয় জ্যোতি বৈষয়িক পদার্থ স্পর্শ করিয়া রূপ জ্ঞান, রসজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদি আকারে পরিণত হয়। কেহ কেহ কর্ম্ম সকলকে আস্রব বলেন। তাঁহাদের মতে অর্থ ও ব্যুৎপত্তি যথা।—অর্থাৎ কর্ম্ম সকল কর্ত্তাকে বেষ্টিয়া কর্ত্তারই অনুগত হয়। এ স্থলেও ঐ আপূর্ব্বিক স্রু ধাতু হইতে আস্রবের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। এই যে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি, ইহা মিথ্যা প্রবৃত্তি। কারণ, কেবল উহাতে অনর্থ ঘটিয়া থাকে। জীব, অজীব ও আস্রব এই তিনটি যাহারা আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের সহিত সংবর ও নির্জ্জর অর্থাৎ সম্যক রূপে দুটি প্রবৃত্তি মিলিত হয়।

সংবরের ব্যুৎপত্তি যথা, তন্মধ্যে শমদমাদি প্রবৃত্তির নাম সম্বর। পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির নাম আস্রব বলা হইয়াছে। আস্রব প্রবাহের দ্বার যাহা দ্বারা সংবৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হয়, তাহার নাম সম্বর। সম্ ধবৃপূর্ব্বিক ‍ তু হইতে সম্বর শব্দের ব্যুৎপত্তি।

নির্জ্জর শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যথা। অনাদিকাল প্রবৃত্তি, কষায় কলুষ, পুণ্যাপুণ্য পরিত্যাগের হেতুকে নির্জ্জর বলে। তপ্ত শিলাতে আরোহণাদি করিবার ক্ষমতা হয়। অর্থাৎ নিঃশেষে পুণ্যাপুণ্য সুখ দুঃখের উপভোগ দ্বারা যে সমস্ত পদার্থ জীর্ণ করে, তাহার নাম নির্জ্জর। নির্পূর্ব্বিক জৃ ধাতু হইতে নির্জ্জর শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।

বন্ধ যথা, অষ্টবিধ কর্ম্মের নাম বন্ধ। তন্মধ্যে ঘাতী কর্ম্ম চারি প্রকার। জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায়। অঘাতী কর্ম্ম চারি প্রকার। যথা বেদনীয়, নামিক, গোত্রিক ও আয়ুষ্ক। এই আট প্রকার কর্ম্মের নাম বন্ধ। অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান কখন মোক্ষের সাধন নহে। জ্ঞান হইতে কখনই বস্তু সিদ্ধি হইতে পারে না।

উপযান্তি চ কেচন প্রতীকামহতাসংহননেন স ঙ্গমেঽস্য। অপযাত্যধিজগ্মুষোঽল্পদেহং তদয়ং দেহসমঃ সমশ্রুতেশ্চ ॥ ১৪৬ ॥

এবমুক্তআর্হতঃ শঙ্কতে মহতাসঙ্ঘাতেনাস্যজীবস্য সঙ্গমেসতি-কেচনাবয়বাউপয়ান্তি তথাঽল্পদেহমভিগন্তুমিচ্ছোঃ কেচনাবয়বা অপয়ান্তীত্যেবং সমানব্যাপ্তেশ্চসচাসাবয়ং জীবোদেহসমঃ। ১৪৬।

তাহাতে অনবস্থাদোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব বিপরীত জ্ঞানকে জ্ঞানবরণীয় কহে। আর্হত দর্শনের অভ্যাস করিলে মোক্ষ হয় না। এই কারণে জ্ঞান দর্শনাবরণীয়। যে সকল মুক্তি পথ বিরুদ্ধ, যদি গুরু লোকে তাহা দেখাইয়াদেন, এবং তাহাতে যদি বিশেষ রূপে অবধারণ না হয়, তাহার নাম মোহনীয়। যে সকল লোক মোক্ষ মার্গে প্রবৃত্ত, তাহাদের বিঘ্ন জনক জ্ঞানের নাম অন্তরায়। এই পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার কর্ম্ম শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল কর্ম্ম নাশ করে বলিয়া ইহা দিগকে ঘাতী কর্ম্ম বলে। হন্ ধাতু হইতে ঘাতী শব্দের উৎপত্তি।

অঘাতী কর্ম্মের অন্তর্গত বেদনীয় প্রভৃতির অর্থ যথা। শুক্ল বর্ণ শরীরাকারে যে পরিণাম, সেই পরিণাম হেতুর নাম বেদনীয়। তত্ত্বজ্ঞানের এক মাত্র হেতু দ্বার। যে বস্তু বেদনীয়ের অনুগুণ তাহার নাম নামিক। শুক্ল পুদ্গালের কলল বুদ্বুদ প্রভৃতি প্রথম অবস্থা নামিক হইতেই উৎপন্ন হয়। গোত্রিকের বিষয় অপ্রকাশিত। অর্থাৎ নামিক হইতে দেহাকারে পরিণাম হইবার যে শক্তি, সেই শক্তিরূপে প্রথম অবস্থায় যে অবস্থিত তাহার নাম গোত্রিক। "আয়ুঃকায়তি কথয়তি' অর্থাৎ উৎপাদন শক্তিদ্বারা যে আয়ু বলিয়াদেয়, শুতাহার নাম আয়ুষ্ক। ক্রশোণিত ইত্যাদি পদার্থকে আয়ুষ্ককলে। অথবা আমার বদনীয় অর্থাৎ তত্ত্বমসি, ইত্যাদিকে বেদনীয় বলে। আমার নাম অমুক এই অভিনমানের নাম ামিক। আমি এই দেশে ভগবান্ আর্হৎ গুরুর শিষ্যবংশে প্রবিষ্ট হইয়াছি, এইরূপ অভিমানেয় নাম গোত্রিক। চর শরীরের অবস্থিতির জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার অনাম আয়ুষ্ক। এই াট প্রকার কর্ম্ম পুরুষকে বন্ধন করে বলিয়া ইহার নাম বন্ধ।

যাহার সমস্ত ক্লেশ ও বাসনা সকল বিগলিত হইয়াছে যাহার জ্ঞান চিরদিন অনাবৃত, যে বস্তু এক মাত্র সুখের আশ্রয় তাহার নাম আত্মা। সেই আত্মার উপরিদেশে অবস্থানের নাম মোক্ষ। কতকগুলি লোকের মতে ইহা মোক্ষের লক্ষণ। মঅপরের তে ঊর্দ্ধ গমন শীল জীব ধর্ম্মাকিায় ও অধর্ম্মাস্তিকস্তায় দ্বারা বদ্ধ হয়। ঐ বন্ধন মোচনের জন্য জীবের যে ঊর্দ্ধ গমন তাহার নাম মোক্ষ।

এই ত্বপ্রকার অস্তি প্রভৃতি ভঙ্গ একত্রিত হইলে সপ্তভঙ্গী বলে। আপনি সপ্তভঙ্গী দ্বারা উপলক্ষিত সাতটি পদার্থ স্বীকার করিবেন না কেন? সপ্ত ভঙ্গ যথা ঃ—

স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদ-

উপয়ন্তু ইমে তথাঽপয়ন্তো যদি বর্ষ্মৈব নজীব- তাং ভজেয়ুঃ। প্রভবেয়ুরনাত্মনঃ কথস্তে কথমাত্মাবয়বাঃ প্রয়ন্তু তস্মিন্ ॥ ১৪৭ ॥

আচার্য্যআহ। যদিমেঽবয়বাউপয়ন্তুস্তথাপয়ন্তশ্চতর্হ্যাগমাপায়িত্বাচ্ছরীরবদাত্মত্বাং ন ভজেয়ুঃ কিঞ্চানাত্মনস্তেজীবাবয়বাঃ কথং প্রাদুর্ভবেয়ুঃ কথং চ তস্মিন্ননাত্মনি তে লীয়েরন্ বিরোধাদিত্যর্থঃ। ১৪৭।

বক্তব্য স্যাদস্তিচাবক্তব্য স্যান্নাস্তি চাবক্তব্য স্যাদস্তি চ নাস্তি চা বক্তব্য। স্যাৎ এই পদটি ধাতুর আকারে গঠিত অব্যয়। স্যাৎ পদের অর্থ কথঞ্চিৎ। তন্মধ্যে বস্তুর অস্তিত্ব বাঞ্ছা হইলে প্রথম ভঙ্গ, নাস্তিত্ব বাঞ্ছা হইলে দ্বিতীয় ভঙ্গ, ক্রমে উভয় বাঞ্ছা হইলে তৃতীয় ভঙ্গ, এক কালে উভয় বাঞ্ছা হইলে চতুর্থ ভঙ্গ, অস্তিত্ব ইচ্ছা এবং এককালে উভয় বস্তুর ইচ্ছা হইলে পঞ্চম ভঙ্গ, নাস্তিত্ব ইচ্ছা এবং এককালে উভয় বাসনা হইলে ষষ্ঠ ভঙ্গ, ক্রমে ক্রমে উভয় কামনা এবং এককালে উভয় বাসনা হ ইলে সপ্তম ভঙ্গ হইয়া থাকে। এই রূপে সাতটি পদার্থের ভঙ্গ ও তাহাদের যথাযথ প্রণালী এই রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

আর্হতের এই কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া বলিলেন। হে আর্হত মতানুচর! জীবাস্তিকায় এই রূপ? জীবাস্তিকায় এই প্রকার? ইহা স্পষ্ট করিয়া বলুন। শঙ্করের এই কথা শুনিয়া আর্হত বলিলেন। হে পণ্ডিতবর! জীবের পরিমাণ দেহের তুল্য। আর ইতি পূর্ব্বে আপনাকে যে আট প্রকার কর্ম্ম বলিয়াছি, জীব উক্ত ঐ আট প্রকার কর্ম্ম দ্বারা দৃঢ় ভাবে বদ্ধ ॥ ১৪৪ ॥

আচার্য্য বলিলেন, জীব মহৎ নয়, অণু নয়, তবে কিরূপে দেহ পরিমিত জীব নিত্য হইবে? ঘট পটাদি যে রূপ মধ্যবিধ পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া অনিত্য হয়, তদ্রূপ জীবও মধ্যম পরিমাণ পাইয়া অনিত্য হইবে। আর দেখ, প্রত্যেক শরীরের পরিমাণ এক প্রকার নহে, প্রত্যেকই ব্যবস্থা বিরহিত। তাহাতে মনুষ্য জীব মনুষ্যের দেহ পরিমিত হইয়া পুনরায় কোন কর্ম্ম বিপাকে হস্তীর শরীর প্রাপ্ত হয়। তথাপি হস্তি শরীরে প্রাপ্ত ঐ জীব সকল হস্তি শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। অথচ দেহের যে অংশে জীব থাকে না, সে অংশ নির্জীব হইয়া থাকে। পরে যখন জীব পুত্তিকা [কীট বিশেষ] দেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সকল জীব ঐ দেহে প্রবেশ করে না। তাহা হইলে জীব, দেহের বহির্দ্দেশেও থাকিতে পারিল। কেবল এখানে নহে, এই জন্মে শৈশব যৌবন ও বার্দ্ধক্যে এই দোষ বিদ্যমান ॥ ১৪৫ ॥

আর্হত আপত্তি দেখাইলেন, মহৎ বস্তুর সহিত মিলন হইলে এই জীবের তাহাতে মিলন হয়। তখন কতকগুলিন্ অবয়ব চলিয়া যায়। এই রূপ সমান নিয়ম বিদ্যমান থাকাতে জীব ঠিক সেই দেহ তুল্য হইবে ॥ ১৪৬ ॥

আচার্য্য বলিলেন— যদি কতকগুলিন অবয়-

জনিতারহিতাঃ ক্ষয়েণহীনাঃ সমুপায়ন্ত্যপয়ান্তি চাত্মনস্তে। অমুকোপচিতঃ প্রয়াতি কৃৎস্নং ত্বমুকৈশ্চাপচিতঃ প্রয়াত্যকৃৎস্নং ॥ ১৪৮ ॥

কিমচেতনতো নচেতনত্বং বদ তেষাং চরমে বিরুদ্ধমত্যা। বপুরুন্মথিতং ভবেত্তু পূর্ব্বে তব কাৎর্স্ন্যেন বপুর্ন চেতয়েয়ুঃ ॥ ১৪৯ ॥

চলয়ন্তি রথং যথৈকমত্যা বহবোবাজিন এবমপ্রতীতাঃ। ইতরেতরসঙ্গমেজয়ন্তু জগপতে! চেতনতামপি প্রপদ্য ॥ ১৫০ ॥

আর্হত আহাত্মনস্তেঽবয়বাজন্মনারহিতাঃ ক্ষয়েণ চহীনানিত্যাএবসমুপায়ান্তিচ তথাচামুকৈরুপচিতোগজাদিদেহং কৃৎস্নং প্রয়াতি অমুকৈশ্চাপচিতঃ পুত্তিকাদিদেহমকৃৎস্নং স্বল্পং প্রয়াতি। ১৪৮।

আচার্য্যউবাচ। কিং তেষামচেতনত্বমুতচেতনত্বমিতিবদ তত্রাদ্যেপক্ষেবহূনাঞ্চেতনানামেকাভিপ্রায়নিয়মাভাবাৎ কদাচিদ্বিরুদ্ধমত্যাশরীরমুন্মথিতং ভবেৎ আদ্যেতু কাৎর্স্ন্যেন শরীরং ন চেতয়েয়ুঃ। ১৪৯।

অন্ত্যবিকল্পমবলম্ব্যার্হত আহ যথা বহবোঽশ্বাএকমত্যারথং চালয়ন্তি তথাস্তোন্যমপ্রতীতাঃ চেতনতামপি প্রতিপদ্য হে তত্ত্বজ্ঞাধিপতে! অঙ্গং শরীরমেজয়ন্ত চালয়ন্ত। ১৫০।

বের আগমন ও কতকগুলিন অবয়বের নিধন হয়, তবে নশ্বর শরীরের মতন জীবের অবয়ব সকল আত্মশূন্য হইয়া পড়ে। যদি জীবগণ আত্মশূন্য হয়, তবে তাহাদের কিরূপে প্রাদুর্ভাব হইবে?—এবং কিরূপে সেই জীবগণ অনাত্ম পদার্থে লীন হইবে? । ১৪৭।

আর্হত বলিলেন—আত্মার সেই সকল অবয়ব জন্মশূন্য এবং অক্ষয়। সুতরাং তাহারা চিরদিন নিত্য।. এই কারণে আত্মার নিত্য অবয়ব সকল আসিতেও পারে—এবং যাইতেও পারে। যখন অমুক দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তখন সকল গজপ্রভৃতি দেহে আগমন করে। আর যখন অমুক দ্বারা ক্ষয়িত, তখন অসমগ্র পুত্তিকাদি দেহে গমন করে। ১৪৮।

আচার্য্যবলিলেন—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ঐ সকল জীবাবয়ব অচেতন? অথবা সচেতন? । যদি পক্ষেষশ অর্থাৎ সচেতন স্বীকার করা যায়, তবে সমুদায় চেতন পদার্থের কখন একরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে না। এক অভিপ্রায়—এরূপ নিয়ম না থাকিলে কখন তাহাদের বুদ্ধিবিরুদ্ধ ঘটিতে পারে। বিরুদ্ধ মতি দ্বারা শেষে শরীর পর্য্যন্ত উন্মূলিত হইবার সম্ভাবনা। আর যদি অচেতন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে একেবারে সমুদয় শরীর অচেতন হইয়া উঠিল। ৪৯।

আর্হত জাবাবয়ব চেতন বলিয়া প্রতিপ্রশ্ন করিবার জন্য বলিলেন। যেরূপ কতকগুলিন অশ্ব একবুদ্ধিতে রথ চালাইয়া থাকে, তদ্রূপ হেতত্বজ্ঞ! তাহারা পরস্পর না জানিলেও চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গ চালাইবে, তাহাতে দোষ কি? । ১৫০।

আচার্য্য খণ্ডন করিলেন—বহু অশ্বগণ যে একমতি হইয়া রথ চালনা করে, তাহাতে তাহা-

বহবোঽপিনিয়ামকস্য সত্ত্বাৎ সুমতে! তত্র ভজেযুরৈকমত্যং। কথমত্র নিয়ামকস্য তত্ত্বদ্বির-হাৎ কস্য চিদপ্যদো ঘটেত ॥ ১৫১ ॥

উপয়ান্তি ন চাপয়ান্তি জীবাবয়বাঃ কিন্তু মহ-ত্তরে শরীরে। বিকসন্তি চ সঙ্কুচন্ত্যনিষ্টে যতি-বর্য্যাত্র নিদর্শনং জলৌকাঃ ॥ ১৫২ ॥

যদি চৈবমমী সবিক্রিয়ত্বাদ্ঘটবত্তে চ বিনশ্বরা ভবেয়ুঃ। ইতি নশ্বরতাং প্রয়াতি জীবে কৃতনাশা-কৃতসঙ্গমৌ ভবেতাং ॥ ১৫৩ ॥

অপিচৈবমলাবুবন্তবাব্ধৌ নিজকর্ম্মাষ্টকভারম-গ্নজন্তোঃ। সততোর্দ্ধগতিস্বরূপমোক্ষস্তব সিদ্ধান্ত-সমর্থিতো ন সিধ্যেৎ ॥ ১৫৪ ॥

অপি সাধনভূতসপ্তভঙ্গীনয়মপ্যার্হত! নাদ্রি-

আচার্য্য পরিহরতি। বহবোঽপিবাজিনোনিয়ামকস্যসত্ত্বা-দৈকমত্যং তত্ররথচালনেভজেয়ুরত্রতুত্বৎ কস্যচিদপি নিয়ামক-স্যাভাবাদদঐকমত্যং কথং ঘটেত কটাক্ষেণ সম্বোধয়তি হে সুমতে ইতি। ১৫১।

আর্হত আহোপয়ান্তীতি। অনিষ্টেপুত্তিকাদিদেহে। ১৫২।

এবমুক্ত আচার্য্য উবাচ। যদিচৈবন্তর্হি সবিক্রিয়ত্বাত্তেঽমীবি-নশ্বরাভবেয়ুরিত্যেবং জীবে নশ্বরতাং প্রয়াতি সতি কৃতনাশাকৃ-তাভ্যাগমৌ ভবেতাং। ১৫৩।

কিঞ্চৈবং সতি তুম্বিকাবৎ সংসারসাগরেনিজকর্ম্মাষ্টকভা-রেণ মগ্নস্য জন্তোঃ সততোর্ধ্বগতিস্বরূপোমোক্ষস্তবসিদ্ধান্ত-সমর্থিতোবাধ্যেত। ১৫৪।

অপিচ হে আর্হত! তে সাধনভূতসপ্তভঙ্গীনযমপি না-

দিগকে চালাইবার নিয়ন্তা আছে। কিন্তু হে পণ্ডিত! এস্থানে কোন নিয়ন্তা না থাকাতে কিরূপে পরস্পরের ঐকমত্য ঘটিবে? । ১৫১

হে যতিবর! জীবের অবয়ব সকল মহত্তর শরীরে উপগতও হয়না অপগতও হয়না। কিন্তু যে দেহ জীবের অভিপ্রেত নয়, সেই অনিষ্টদা-য়ক পুত্তিকাদি কীটদেহে জীবের অবয়ব সকল বিকসিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। জলৌকা (জোঁক) এবিষয়ে তাহার দৃষ্টান্ত জানিবেন।১৫২।

আচার্য্য বলিলেন—যদি জীব বিকসিত ও সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে জীব বিকারী হইল। বিকারবিশিষ্ট জীব ঘটের মতন বিনষ্ট হইবে। অর্থাৎ যে যেবস্তু বিকারশীল, সেই সেই বস্তু বিনাশশীল। ঘট তাহার দৃষ্টান্ত। এই রূপে জীব যদি নশ্বর হইল, তবে কৃতনাশ— এবং অকৃতাগম, অর্থাৎ যে বস্তু কৃত হইয়াছে তাহার নাশ—এবং যে বস্তু কৃত হয় নাই তা-হার উপস্থিত—এই দুটি নূতন দোষ ঘটিতে পারে। ১৫৩।

অপিচ এরূপ হইলে আর একটী দোষ ঘটে, তাহা শ্রবণ করুন। যে জন্তু তুম্বীর (লাউ) মতন ভবসাগরে নিজের আট প্রকার কর্ম্মভারে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহার সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগমনের নাম মোক্ষ। আপনার সিদ্ধান্তে এরূপ মোক্ষ কিছুতেই রক্ষিত হয় না। ১৫৪।

য়ামহে তে। পরমার্থসতাং বিরোধভাজাং স্থিতিরেকত্র হি নৈকদা ঘটতে ॥ ১৫৫ ॥

ইতি মাধ্যমিকেষু ভগ্নদর্পেম্বথ ভাষ্যাণি স নৈমিষে বিতত্য। দরদান্ ভরতাংশ্চ শূরসেনান্ কুরুপাঞ্চালমুখান্ বহূনজৈষীৎ ॥ ১৫৬ ॥

পটুযুক্তিনিকৃত্তসর্ব্বশাস্ত্রং গুরুভট্টোদয়নাদিকৈরজয্যং। সহি খণ্ডনকারমূঢ়দর্পং বহুধা ব্যুদ্য বশংবদঞ্চকার ॥ ১৫৭ ॥

তদনন্তরমেষ কামরূপানধিগত্যাভিনবোপশব্দগুপ্তং। অজযৎ কিল শাক্তভাষ্যকারং স চ ভগ্নোমনসেদমালুলোচে ॥ ১৫৮ ॥

দ্রিগামহে হি যস্মাৎ পরমার্থসতাং বিরোধভাজাং সদসত্বাদিধর্ম্মাণামেকস্মিন্ধর্ম্মিণ্যেকদাযুগপৎ স্থিতির্ন ঘটেত। ১৫৫।

ইত্যেবং মাধ্যমিকেষু ভগ্নগর্ব্বেষু সৎসু অথানন্তরং স শ্রীশঙ্করাচার্য্যোনৈমিষে ভাষ্যাণি বিস্তার্য্য দরদাদিকান্দেশবিশেষান্ জিতবান্। ১৫৬।

সহি ভাষ্যকারঃ খণ্ডনকারং শ্রীহর্ষাণ্যং বহুধাবাদং কৃত্বাবশংবদঞ্চকার। তং বিশিনষ্টি বহুযুক্তিভিঃ খণ্ডিতানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি যেন গুরুঃ প্রভাকরঃ ভট্টোভট্টপাদোভট্টভাস্করশ্চগুর্ব্বাদিভির্জেতুমশক্যমতএবোঢদর্পং। ১৫৭।

কামরূপান্ দেশবিশেষানধিগত্য প্রাপ্য অভিনব উপশব্দোযস্য সচাসৌগুপ্তশ্চ তমভিনবগুপ্তমিতিয়াবৎ সচভগ্নোঽভিনবগুপ্তচার্য্যোমনসেদং বক্ষ্যমাণং বিচারয়ামাস। ১৫৮।

হে আর্হত! আপনি যে মোক্ষের সাধন স্বরূপ সপ্তভঙ্গী নীতি স্বীকরি করিয়াছেন, আমরা তাহা স্বীকার করিব না। তাহার কারণ এই—যে বস্তু যথার্থ বিদ্যমান, তাহারা পরস্পরে বিরোধী হইলে অর্থাৎ অস্তিত্ব নাস্তিত্ব স্বভাব পদার্থে একথা কখনই অবস্থিত বা ঘটিতে পারে না। ১৫৫।

এই রূপে মাধ্যমিক প্রভৃতি বৌদ্ধগণ বাদে পরাস্ত হইয়া গর্ব্বত্যাগ করিলে, অনন্তর শ্রীশঙ্করাচার্য্য নৈমিষারণ্যে স্বকীয় ভাষ্য সকল বিস্তৃত করিয়া দরদ প্রভৃতি কতিপয় দেশ জয় করিলেন। ১৫৬।

খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ আপনার পটু যুক্তি দ্বারা সকল শাস্ত্রের মত খণ্ডন করেন। গুরু প্রভাকর, ভট্টপাদ ও ভাস্কর প্রভৃতি পণ্ডিত গণ শ্রীহর্ষকে জয় করিতে পারেন নাই। এই কারণে শ্রীহর্ষের গর্ব্ব অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর সেই শ্রীহর্ষের সঙ্গে অবিশ্রান্ত বিবাদ করিয়া তাহাকে আপনার বশীভূত করেন। ১৫৭।

তৎপরে আচার্য্য শঙ্কর কামরূপ প্রভৃতি দেশে গমন করেন। তথায় অভিনব গুপ্ত নামে এক জন পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি শাক্তদিগের শাস্ত্রে ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শঙ্কর তাহাকেও পরাস্ত করেন। তখন অভিনব গুপ্ত ভগ্ন মনোরথ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। ১৫৮

নিগমাব্জবিকাসিবালভানো র্ন সমোঽমুষ্য বিলোক্যতে ত্রিলোক্যাং। ন কথঞ্চন মদ্বশংবদোঽসৌ তদমুং দৈবতকৃত্যয়া হরেয়ং ॥ ১৫৯ ॥

ইতি গূঢ়মসৌ বিচিন্ত্য পশ্চাৎ সহ শিষ্যৈঃ সহসা স্বশাক্তভাষ্যং। পরিহৃত্য জনাপবাদভীত্যা যমিনঃ শিষ্য ইবান্ববর্ত্ততৈষঃ ॥ ১৬০ ॥

তদেবাহ। বেদাব্জবিকাসিনো বালসূর্যস্যামুষ্য শঙ্করস্য সমস্ত্রিলোক্যাং ন বিলোক্যতেঽতঃ স মদ্বশম্বদঃ কথঞ্চিদপিন ভবিষ্যতি তস্মাদমুং দৈবতকৃত্যয়াঽহং পরিহরেয়ং। ১৫৯।

ইত্যেবমসৌ গূঢ়ংবিচিন্ত্য পশ্চাচ্ছিষ্যৈঃ সহ বিচিন্ত্য জনাপবাদভয়েন স্বশাক্তভাষ্যং সহসা পরিত্যজ্যৈষ যমিনং শিষ্যইবান্বব্রত। ১৬০।

সূর্য্য যেমন পদ্ম বিকসিত করেন, আচার্য্য শঙ্কর বেদ রূপ কমল পুষ্পের বিকাসকারী সেই রূপ নবোদিত সূর্য্য। ত্রিভুবনে শঙ্করের তুল্য আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। অতএব শঙ্কর কিছুতেই আমার বশীভূত হইবে না। সুতরাং আমি দৈবকার্য্য দ্বারা এই পণ্ডিতকে বশীভূত করিব। ১৫৯।

অভিনব গুপ্ত এই রূপে প্রথমে গোপনে চিন্তা করেন। পরে শিষ্য গণের সঙ্গে পুনর্ব্বার এই বিষয়ে চিন্তা করেন। লোকাপবাদ ভয়ে নিজ রচিত শাক্ত ভাষ্য সহসা পরিত্যাগ করিয়া শেষে যতিবর শঙ্করের শিষ্যের মতন আচরণ দেখাইলেন। ১৬০।

নিজশিষ্যপদং গতানুদীচ্যানিতি কৃত্বাথ বিদেহকৌশলাদ্যৈঃ। বিহিতাপচিতিস্তথাঙ্গবঙ্গেষ্বয়মাস্তীর্য্য যশো জগাম গৌড়ান্ ॥ ১৬১ ॥

অভিভূয় মুরারিমিশ্রবর্য্যং সহসা চোদয়নং বিজিত্য বাদে। অবধূয় চ ধর্ম্মগুপ্তমিশ্রং স্বযশঃ প্রৌঢ়মগাপয়ৎ স গৌড়ান্ ॥ ১৬২ ॥

ইত্যেবমুদীচ্যানুত্তরদিশি ভবান্ স্বশিষ্যপদং গতান্ বিধায়াথ বিদেহাদ্যৈর্বিহিতা পূজা যস্য স তথাঙ্গাদিষ্বয়ং যশ আস্তীর্য্য গৌড়ান্ জগাম ॥ ১৬১ ॥

তেষু "গৌড়দেশেষু স্থিতান্মুরারিমিশ্রাদীন্ বিজিত্য প্রৌঢ়ং স্বযশোগৌড়দেশোদ্ভবানগাপয়ৎ ॥ ১৬২ ॥

উত্তর দেশীয় পণ্ডিতেরা সকলেই শঙ্করের শিষ্য হইলে, মিথিলা দেশস্থ পণ্ডিত গণ শঙ্করকে বিধি বিধানে পূজা করিলে, শঙ্কর অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি দেশে স্বকীয় কীর্ত্তি পতাকা দোলিত করিয়া শেষে গৌড় দেশে উপস্থিত হন। ১৬১।

গৌড় দেশের তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিত মুরারি মিশ্রকে জয় করেন। বাদে উদয়নাচার্য্যকে সহসা পরাজয় এবং ধর্ম্ম গুপ্তকে শাস্ত্রীয় বাদে পরাস্ত করিয়া, আপনার নূতন কীর্ত্তি শেষে ঐ গৌড় দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গীত হইতে লাগিল। ১৬২।

পূর্ব্বে কলিকালে যিনি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বেদ রাশি কলুষিত করিয়াছিলেন—যিনি মূঢ় মতি দেখাইয়া ব্রাহ্মণ দিগকে মোহিত করেন—সেই

পূর্ব্বং যেন বিমোহিতা দ্বিজবরাস্তস্যাসতোঽরীন্ কলৌ বুদ্ধস্য প্রবিভেদ মস্করিবরস্তান্ ভাস্করাদীন্ ক্ষণাৎ। শাস্ত্রাম্নায়বিনিন্দকেন কুধিয়া কূটপ্রবাদাগ্রহান্নিষ্ণাতো নিগমাগমাদিষু মতং দক্ষস্য কূটগ্রহে ॥ ১৬৩ ॥

শাক্তৈঃ পাশুপতৈরপি ক্ষপণকৈঃ কাপালিকৈর্বৈষ্ণবৈরপ্যন্যৈরখিলৈঃ খিলং খলু খলৈ দুর্ব্বাদিভির্বৈদিকং। মার্গং রক্ষিতুমুগ্রবাদিবিজয়ং নো মানহেতোর্ব্যধাৎ সর্ব্বজ্ঞো ন যতোঽস্য সম্ভবতি সম্মনগ্রহগ্রস্ততা ॥ ১৬৪ ॥

দিষ্টে পঙ্কজবিষ্টরেণ জগতামাদ্যেন তৎসূনুভির্নির্দিষ্টে সনকাদিভিঃ পরিচিতে প্রাচেতসাদ্যৈ-

পূর্ব্বং কলৌ যেন শাস্ত্রাম্নায়বিনিন্দকেন কুবুদ্ধিনা দ্বিজবরাবিমোহিতাস্তস্যাসতোবুদ্ধস্যারীংস্তান্ ভাস্করাদীন্নিগমাগমাদিষু নিষ্ণাতঃ পারঙ্গতোমস্করিবরো যতিশ্রেষ্ঠঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ ক্ষণমাত্রেণ প্রবিভেদ। নম্নু বুদ্ধারীণাস্তেষাং প্রবিভেদনমনুচিতমিত্যাশঙ্কানিরাসায় তান্বিশিনষ্টি। কূটেষু মিথ্যাভূতেষু প্রবাদেষ্বাগ্রহোযেষাং। নম্বেবন্তর্হি বুদ্ধমতস্থাপনং কৃতং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্কাব্যবচ্ছেদায়াহ। কূটগ্রহে মিথ্যাভূতপক্ষস্বীকারে দক্ষস্যাপি মতং প্রবিভেদেত্যনুষজ্যতে শা০ ॥ ১৬৩ ॥

শাক্তাদিভিরন্যৈর্ব্বৈশেষিকাদিভিরপি সর্ব্বৈর্দুষ্টৈর্বাদিভিঃ খিলমুচ্ছিন্নবৈদিকং মার্গং রক্ষিতুং সর্ব্বজ্ঞঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্য উগ্রং বাদিবিজয়ং ব্যধাৎ মানহেতোর্ন যতোঽস্য সম্মানগ্রহগ্রস্ততা ন সম্ভবতি ॥ ১৬৪ ॥

কিঞ্চ জগতামাদ্যেনকমলাসনেন চতুর্মুখেন দিষ্টে উপদিষ্টে পুনশ্চতস্য পুত্রৈঃ সনকাদিভির্নির্দিষ্টে সম্যগুপদিষ্টে পুনশ্চ বাল্মীক্যাদিভিঃ পরিচিতে পরিসমন্তাৎ সঞ্চিতে শ্রৌতাদ্বৈতমার্গে-

অসৎ বুদ্ধ দেবের ভট্ট ভাস্কর প্রভৃতি শত্রু দিগকে শঙ্কর পরাস্ত করেন। মিথ্যাভূত প্রবাদে বুদ্ধের অরিগণের অত্যন্ত আগ্রহ থাকাতে বেদ দক্ষ শঙ্কর তাহাদিগকে পরাভব করেন। বুদ্ধ স্বয়ং মিথ্যা পক্ষ স্বীকার করিয়া দক্ষ হন। তাহাতেই বুদ্ধ আচার্য্যের নিকট পরাস্ত হন। ১৬৩।

শাক্ত, পাশুপত, ক্ষপণক, কাপালিক, বৈষ্ণব ও অন্যান্য বৈশেষিকাদি দুষ্টবাদীগণ বেদোক্ত আচার ব্যবহার, রীতি নীতি একেবারে উচ্ছিন্ন করিলে সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর বৈদিক পথ রক্ষা করিবার জন্যই কেবল বিবাদী গণের ভীষণ পরাজয় কার্য্য শেষ করেন। আপনার কিসে সম্মান হইবে, এরূপ অভিপ্রায়ে কখনই আচার্য্য বিবাদ করেন নাই। তাহার কারণ এই, শঙ্কর স্বয়ং অভিমান শূন্য ছিলেন। সুতরাং অভিমানের উদ্রেক হইতে পারে না। ১৬৪।

ত্রিজগতে আদিস্রষ্টা কমলাসন ব্রহ্মা যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পরে ঐ ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি ঋষিগণ যে পথের সম্যক্ রূপে উপদেশ দেন, বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিগণের যে পথ পরিচিত; সেই বেদোক্ত অদ্বৈত পথে কণ্টক স্বরূপ যে সকল আত্মদ্বেষী দুষ্টবাদী বাস করিত, করুণাময় শঙ্কর সেই কণ্টক উদ্ধার করিয়া সেই

রপি। শ্রৌতাদ্বৈতপথে পরাত্মভিদুরাস্দুর্ব্বাদিনঃ কণ্টকান্ প্রোদ্ধৃত্যাথ চকার তত্র করুণো মোক্ষাধ্বগক্ষুণ্ণতাম্ ॥ ১৬৫ ॥

শান্তির্দান্তিবিরাগতাহ্যুপরতিঃ ক্ষান্তিঃ পরৈকাগ্রতা শ্রদ্ধেতি প্রথিতাভিরেধিততনৌ ষড়্ভূব-ম্মাতৃভিঃ। ভিক্ষুক্ষোণিপতৌ পিচণ্ডিলতরোচ্চণ্ডাতিকণ্ডূচ্ছলৎপাষণ্ডাসুরখণ্ডনৈকরসিকে বাধা বুধানাং কুতঃ ॥ ১৬৬ ॥

যত্রারম্ভজকাহলীকলকলৈর্লোকায়তো বিদ্রুতঃ কাণাঃ কাণভুজস্তু সৈন্যরজসা সাংখ্যোভ্ভৃতাঽসাংখ্যধীঃ। যুদ্ধা তেষু পলায়িতেষু সহসা যোগাঃ

পরাত্মভেদিনোদুর্ব্বাদিনঃ কণ্টকান্ প্রোদ্ধৃত্য অথানন্তরং তত্র-মোক্ষাধ্বনি মোক্ষাধ্বগৈর্মুমুক্ষুভিঃ ক্ষুণ্ণতামভ্যস্ততাঞ্চকার ॥১৬৫॥

মাতৃভিঃ ষড়াননবৎপ্রথিতাভিঃ শান্ত্যাদ্যাভিরেধিততনৌ পুনশ্চাতিশয়িতং পিচণ্ড মুদরং যেষাস্তে পিচণ্ডিলাঃ স্থূলোদরাঃ পিচ্ছাদিত্বাদিলচ্। বৃহৎকুক্ষিঃ পিচণ্ডিলইত্যমরঃ। অতিশয়েন পিচণ্ডিলানাং প্রচণ্ডানামতিকণ্ডোচ্ছলতাং পাষণ্ডাত্মকানাম-সুরাণাং খণ্ডনৈকরসিকে ভিক্ষুরাজে শ্রীশঙ্করচার্য্যে সতি বুধানাং পণ্ডিতাত্মকানাং দেবানাং বাধা কুতঃ কুতোঽপি নৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৬৬ ॥

যত্রারম্ভজন্মকাহল্যাঃ কলকলৈঃ কর্ণালাখ্যবাদ্যবিশেষ-কোলাহলৈঃ কলকল উক্তঃ কোলাহলইতিমেদিনী। লোকায়ত-শ্চার্ব্বাকোবিদ্রুতঃ। কাণাদাস্ত সৈন্যরজসা কাণাজাতাঃ। সাংখ্যেস্ত অসাংখ্যধীর্ধৃতা যুদ্ধং কৃত্বা তেষু চার্ব্বাকাদিষু পলায়ি-

মোক্ষ পথে মোক্ষার্থী গণ যাহাতে সুখে থাকিতে পারেন—তাহাতে যাতায়াতের সুবিধা অভ্যাস করিতে পারেন, আচার্য্য সেই রূপ উপায় প্রকাশ করিলেন। ১৬৫।

কার্ত্তিকের একটি নাম 'ষাম্মাতুর' অর্থাৎ ছয় জন মাতার পুত্র, এবং ছয় জনের লালন পালনে ষড়ানন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হন। সেই রূপ শান্তি, দান্তি, বিরাগতা, উপরতি, ক্ষান্তি, পরমা একাগ্রতা আর বা শ্রদ্ধা এই ছয় জন জননীর কৃপায় শঙ্করেরও শরীর বর্দ্ধিত হয়। পরে যাহারা অত্যন্ত, স্থূলোদর যাহারা অতি প্রচণ্ড স্বভাব, যাহারা শাস্ত্রীয় কণ্ডু (চুলকোণা) করিতে সর্ব্বদা ব্যগ্র; এরূপ পাষণ্ডরূপ অসুরদিগকে নিরস্ত করিতে শঙ্কর এক মাত্র প্রভু। এমন মহোদয় যতিবর শঙ্কর বিদ্যমান থাকিলে পণ্ডিত রূপ দেবতা দিগের আর কষ্ট কি ?। ১৬৬ ॥

যে স্থানে বসিয়া শঙ্কর প্রথম শাস্ত্রীয় বিবাদ করিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে কাহলী নামক এক প্রকার বাদ্যের অত্যন্ত কোলাহল হয়। সেই বাদ্যরবে চার্ব্বাক পলায়ন করেন। কণাদ মতাবলম্বী গণ, সৈন্যদের পদোত্থিত ধূলি দ্বারা কাণ হয়। সাংখ্য মত সেবী পণ্ডিতেরা সাংখ্য মত পরিত্যাগ করেন। এই রূপে যুদ্ধ করিয়া চার্বাক, কণাদমতসেবী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পলায়ন করিলে পাতঞ্জল মতানুচরেরা তাহাদের সহিত সহসা পলায়ন করিল। ফলতঃ ভূতলে

সহৈবাব্রবন্ কোবা বাদিভটঃ পটু র্ভুবি ভবেন্নস্তং পুরস্তাম্মুনেঃ ॥ ১৬৭ ॥

উচ্চণ্ডে পণবন্ধবন্ধুরতরে বাচংযমক্ষ্মাপতেঃ পূর্ব্বং মণ্ডনখণ্ডনে সমুদভূদ্‌ডিণ্ডিমাডম্বরঃ। জাতাঃ শব্দপরম্পরাস্ততইমাঃ পাষণ্ডদুর্ব্বাদিনামদ্য শ্রোত্রতটাটবীষু দধতে দাবানলজ্বালতাং ॥ ১৬৮ ॥

তেষু তৈঃ সহৈব পাতঞ্জলাঅপি সহসা পলায্যাগতাস্তথাচ ভুবি কোবা বাদিভটো মুনেঃ পুরস্তাবস্তং পটুর্ভবেৎকোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৬৭ ॥

পণস্য গ্রহস্য বন্ধনেন বন্ধুরতরেঽতিশোভনে প্রচণ্ডে পূর্ব্বং মণ্ডনস্য খণ্ডনে যো বাচংযমক্ষ্মাপতের্ডিণ্ডিমাডম্বরঃ সমুদভূত্তস্মাত্ ডিণ্ডিমাডম্বরাজ্জাতাঃ শব্দপরম্পরা অদ্য পাষণ্ডদুর্ব্বাদিনাং শ্রোত্রতটাটবীষু দাবাগ্নিজ্বালতাল্পধতে ॥ ১৬৮ ॥

এমন কোন বাদী যোদ্ধা ছিলনা যে, তিনি শঙ্করের সম্মুখে বাস করিতে পারেন। ১৬৭।

পূর্ব্বে মণ্ডন পণ্ডিতকে পরাস্ত করিবার সময় পণ করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন। পণ বন্ধন দ্বারা মণ্ডনের পরাজয় হওয়াতে ঐ কার্য্য অতি সুন্দর রূপে নিষ্পন্ন হয়। ঐ সময়ে যতিরাজ শঙ্করের জয় সূচক এক প্রকাণ্ড বাদ্যের আড়ম্বর উৎপন্ন হয়। সেই বাদ্যের আড়ম্বর হইতে যে শব্দ পরম্পরা উদ্ভূত হয়, সেই শব্দ রাশি অদ্য দুষ্ট বাদীগণের কর্ণ কুহর রূপ অরণ্যে দাবানলের স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে। ১৬৮।

বুদ্ধ প্রথমে আচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে

বুদ্ধো যুদ্ধসমুদ্যতঃ কিল পুনঃ স্থিত্বা ক্ষণাদ্বিক্রন্তঃ কোণে ক্রাক্কণভুগ্ বিলীয়ত তমঃস্তোমাবৃতো গৌতমঃ। ভগ্নোঽসৌ কপিলোঽপলায়ত ততঃ পাতঞ্জলাশ্চাঞ্জলিঞ্চক্রুস্তস্য যতীশিতুশ্চতুরতা কেনোপমীয়েত সা ॥ ১৬৯ ॥

হস্তগ্রাহং গৃহীতাঃ কতিচন সমরে বৈদিকা বাদিযোধাঃ কাণাদাদ্যাঃ পরেতু প্রসভমভিহতা হস্ত

কিঞ্চ যুদ্ধায় সমুদ্যতোবৌদ্ধঃ কিল পুরঃ স্থিত্বা ক্ষণাদ্বিক্রতঃ কণাদস্তুঝটিতি কোণে বিলয়ংগতঃ। গৌতমস্য তমঃ স্তোমেনাবৃতঃ ক্বচিদ্‌গাঢান্ধকারেমগ্নঃ। অসৌ কপিলস্ত ভগ্নঃ সংস্ততোঽপলায়ত ততস্তস্মাৎ কারণাদি তিবা। পাতঞ্জলাশ্চাঞ্জলিক্রুতস্য যতিপতেঃ সা চতুরতা কেনোপমীয়েত ॥ ১৬৯ ॥

কেচিৎ কাণাদাদ্যবৈদিকা বাদিযোধাঃ সংগ্রামেহস্তগ্রাহং গৃহীতা হস্তেন গৃহীতাইত্যর্থঃ। পরেতু বেদবাহ্যা শ্চার্ব্বাকাদ্যা-

সমুদ্যত হন। ক্ষণ মাত্র শঙ্করের সম্মুখে থাকিয়া শেষে পলায়ন করেন। কণাদ শীঘ্র এক কোণে লীন হইয়া যান। গৌতম গাঢ় তিমিরে মগ্ন হন। কপিল অগ্রে ভগ্ন হন, শেষে পলায়ন করেন। পাতঞ্জলেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া বাস করেন। অতএব যতীশ্বরের অলৌকিক উপমা কিরূপে বর্ণিত হইবে? । ১৬৯।

কণাদ প্রভৃতি কতকগুলিন বৈদিক বাদী রূপ যোদ্ধা দিগকে শঙ্কর হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন। আর কতক গুলিন বেদ নিন্দক চার্ব্বাকাদি দুষ্ট বাদী যোদ্ধা হটাৎ অভিহত হন। শেষে কণাদ

লোকায়তাদ্যাঃ। গাঢ়ং বন্দীকৃতাস্তে সুচিরমথপুনঃ স্বস্বরাজ্যে নিযুক্তাঃ সেবন্তে তং বিচিত্রা যতিধরণিপতেঃ শূরতা বা দয়া বা ॥ ১৭০ ॥

শান্ত্যাদ্যর্ণববাড়বানলশিখা সত্যাভ্রবাত্যা দয়াজ্যোৎস্নাদর্শনিশাঽথশান্তিনলিনী একা শশাঙ্ক-

বলাৎকারেণাভিহতাঃ। হন্তেতিহর্ষে তে কাণাদাদ্যাঃ সুচিরং গাঢ়ংবন্দীকৃতাঃ। অথ পুনঃ স্বস্বরাজ্যে স্বস্বরূপ ব্রহ্মানন্দলক্ষণে নিযুক্তাস্তং সেবন্তে। তথাচাহো অতিচিত্রাযতিভূমিপতেঃ শূরতা বা দয়াবা স্র০ ॥ ১৭০ ॥

কিঞ্চ পাষণ্ডবাঙ্মণ্ডলী দণ্ডিপতিনাঽখণ্ডি খণ্ডিতা তাং বিশিনষ্টি। শান্তিলক্ষণসমুদ্রস্য বাড়বাগ্নিশিখা সত্যলক্ষণমেঘস্য বাত্যা বাতসমূহো দয়ালক্ষণাযাচন্দ্রিকাযা অমাবাস্যারাত্রিঃ শান্তিলক্ষণায়াঃ কমলিন্যাঃ পূর্ণমাসীচন্দ্রকান্তিঃ আস্তিক্যবৃক্ষস্য দাবানল-

প্রভৃতি দুষ্ট বাদী দিগকে চিরদিনের জন্য গাঢ় রূপে বন্দী করেন। অনন্তর, ইহারা স্ব স্ব রাজ্যে অর্থাৎ আত্ম স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া শঙ্করকে সেবা করিতে লাগিলেন। আহা! যতিরাজ শঙ্করের এই রূপ বীরত্ব অথবা করুণা অতি বিচিত্র!। ১৭০।

যে পাষণ্ড গণের বাক্য রাশি শান্তি রূপ সমুদ্রের বাড়বানল শিখা—সত্য রূপ মেঘের বায়ু সমূহ—দয়া রূপ জ্যোৎস্নার অমাবস্যা রাত্রি-শান্তি রূপ কমলিনীর এক মাত্র চন্দ্র কান্তি-আস্তিক্য রূপ বৃক্ষের দাবানলের নূতন স্ফুলিঙ্গ রাশি—এবং পাষণ্ডগণের যে বাক্য রাশি সৎ-কথা রূপ হংসীর বর্ষাকাল—দণ্ডিরাজ শঙ্কর, পাষণ্ড

দ্যুতিঃ। আস্তিক্যদ্রুমদাবপাবকনবজ্বালাবলী সৎকথাহংসীপ্রাবৃড়খণ্ডি দণ্ডিপতিনা পাষণ্ডবাঙ্মণ্ডলী ॥ ১৭১ ॥

অদ্বৈতামৃতবর্ষিভিঃ পরগুরুব্যাহারধারাধরৈঃ কান্তৈর্হন্ত সমন্ততঃ প্রসৃমরৈরুৎকৃত্ততাপত্রয়ৈঃ। দুর্ভিক্ষং স্বপরৈকতাফলগতং দুর্ভিক্ষসম্পাদিনং শান্তং সংপ্রতি খণ্ডিতাশ্চ নিবিড়াঃ পাষণ্ডচণ্ডাতপাঃ ॥ ১৭২ ॥

নূত্নজ্বালানামাবলী সত্কথালক্ষণাযা হংস্যাঃ প্রাবৃট্। অথেতিপদং সর্বত্রসম্বন্ধনীয়ং খণ্ডনযোগ্যতাবোধকানি বিশেষণানি শাং ১৭১ ॥

হন্তেতিহর্ষে সমন্ততঃ প্রসৃমরৈঃ প্রসরণশীলৈঃ কান্তৈঃ সুন্দরৈরদ্বৈতামৃতবর্ষিভিরুত্কৃত্তমুন্মূলিতমাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকা - ধিভৌতিকলক্ষণং তাপত্রয়ং যৈঃ পরগুরুব্যাহারলক্ষণৈঃ স্বপরৈক তালক্ষণফলবিষয়ং দুর্ভিক্ষং সংপ্রতি শান্তংনিবিড়াঃ পাষণ্ডলক্ষণাশ্চণ্ডাতপাশ্চ খণ্ডিতাঃ ॥ ১৭২ ॥

গণের সেই বাক্য মণ্ডলী অবলীলাক্রমে খণ্ডন করেন। ১৭১।

পরম গুরু শঙ্করাচার্য্যের বাক্য রূপ সুন্দর মেঘ সকল অদ্বৈত রূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে। এই মেঘ সকল চতুর্দিকে গমনশীল। এই মেঘ দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার তাপ সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষসম্পন্ন আত্মপরের ঐক্য ফল গোচর যে দুর্ভিক্ষ ছিল, সম্প্রতি তাহা উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মেঘে নিবিড় পাষণ্ড রূপ প্রচণ্ড আতপ খণ্ডিত হইয়াছে। ১৭২।

শান্তানাং শুভটাঃ কপালিকপতদ্গ্রাহগ্রহ ব্যাপৃতাঃ কাণাদপ্রতিহারিণঃ ক্ষপণকক্ষোণীশ-বৈতালিকাঃ। সামন্তাশ্চ দিগম্বরান্বয়ভুবশ্চার্ব্বাকবাক্যাঙ্কুরা নব্যাঃ কেচিদলং মুনীশ্বরগিরা নীতাঃ কথাশেষতাম্ ॥ ১৭৩ ॥

ইতি সকল দিশাসু দ্বৈতবার্তানিবৃত্তৌ স্বয়মথপরিতন্বন্নাত্মনদ্বৈতবর্ত্ম। প্রতিদিনমপি কুর্ব্বন্ সর্ব্বসন্দেহমোক্ষং রবিরিব মিরৌঘে সংপ্রশান্তে মহঃ স্বং ॥ ১৭৪ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তত্ত্বদাশাজয়কৌতুকী। সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গঃ পঞ্চদশোঽভবৎ ১৭৫ ॥

শান্তানাং পাতঞ্জলানাং সুভটাঃ কপালিকানাং পতদ্গ্রহাণাং গ্রহণে ব্যপৃতাঃ কাণাদানাং প্রতিহারিণঃ ক্ষপণকরাজানঃ বৈতালিকা দিগম্বরবংশোদ্ভবাঃ সামন্তাঃ কেচিৎ চার্ব্বাকবাক্যাঙ্কুরা মুনীশ্বরগিরা কথাশেষতামলং নীতাঃ ॥ ১৭৩ ॥

সকলাসু দিশাসু দ্বৈতবার্তানিবৃত্তৌ সত্যামথস্বয়ময়ং প্রতিদিনং সন্দেহনাশং কুর্ব্বন্নদ্বৈতমার্গংবিস্তারিতবান্ যথাতিমিরৌঘেস্তে সংপ্রশা সতি রবির্মহঃ স্বংপ্রকাশং বিতনোতি তদ্বৎ মালিনী ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালস্বামি শ্রীপাদশিষ্য দত্তবংশাবতংস রামকুমার সুনুধনপতিকৃতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিজয়ডিণ্ডিমে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭৪ ॥

॥ ইতি পঞ্চদশঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥

যাহারা পাতঞ্জল মতের যোদ্ধা, যাহারা কাপালিক মতের পক্ষী ধরিতে একান্ত উৎসুক, যাহারা কণাদ মতের দ্বারপাল; যাহারা ক্ষপণক রাজাদিগের স্তুতি পাঠক, যাহারা দিগম্বর মতের বংশধর অধিনায়ক; এবং যে সমস্ত চার্ব্বকমতের নবীন অঙ্কুর; যতীশ্বর শঙ্কর এই সকলকেই নিজবাক্যে কেবল কথা মাত্রে শেষ করিলেন। ১৭৩।

তিমির রাশি অপহৃত হইলে সূর্য্য যে রূপ আপনার নিজ তেজ বিস্তার করেন, এই রূপে সকল দিকে দ্বৈত কথা নিবৃত্তি পাইলে শঙ্কর স্বয়ং প্রতিদিন সকলের সন্দেহ মোচন পূর্ব্বক সেই রূপ অদ্বৈত পথ বিস্তার করিলেন। ১৭৪।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়।

অথ ষোড়শঃ সর্গঃ।

অথ যদা জিতবান্ যতিশেখরোঽভিনবগুপ্ত-মনুত্তমমান্ত্রিকং। সতু তদাঽপজিতো যতিগোচরং হতমনাঃ কৃতবানপগোরণং ॥ ১ ॥

স ততোঽভিচচার মূঢবুদ্ধির্যতিশার্দুলমমুং প্ররূঢরোষঃ। অচিকিৎস্যতমো ভিষগ্ভিরস্মাদজনিষ্টাঽস্য ভগন্দরাখ্যরোগঃ ॥ ২ ॥

এবং দিগ্বিজয়কৌতুকং প্রতিপাদ্য শারদাপীঠবাসং সপরিকরং নিরূপয়িতুমারভতে। অথানুত্তমং মান্ত্রিকমভিনবগুপ্তং যতিশেখরোযস্মিন্ কালে জিতবাংস্তস্মিন্ কালে সতু পরাজিতো হতমনা যতিবিষয়মপগোরণং বধোদ্যমং কৃতবান্ দ্রুতবি০ ॥ ১ ॥

স মূঢবুদ্ধিঃ প্ররূঢকোপোঽভিনবগুপ্তস্তদনন্তরং যতিশেখরমভিচচারাভি চারিকং কর্ম্ম কৃত্যাং কৃতবান্। অস্মাদভিচারা-

মহাত্মা শঙ্কর সম্পূর্ণ রূপ বাদীদিগকে পরাস্ত করিয়া এবং তন্ন তন্ন করিয়া দিগ্বিজয় ব্যাপার সমাধা করিয়া শেষে জীবনের অবশিষ্ট কাল শারদাপীঠে বাস করেন। এই অধ্যায়ে তাহাই সবিস্তরে বর্ণিত হইবেক। পরে যতীশ্বর শঙ্কর মন্ত্রসিদ্ধ অভিনবগুপ্তকে যৎকালে পরাজয় করেন, তখন পণ্ডিতবর অভিনব গুপ্ত পরাজিত হইয়া হতচিত্ত হয়। শেষে মন্ত্র বলে যতীন্দ্রকে বধ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করেন। ১।

মূঢ় বুদ্ধি অভিনব গুপ্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যতীন্দ্রকে বধ করি বার জন্য মন্ত্র প্রয়োগ করেন। এই রূপ

অচিকিৎস্যভগন্দরাখ্যরোগপ্রসরচ্ছোণিতপঙ্কিলম্বশাট্যাং। অজুগুপ্সুস্তবিশোধনাদিরূপাং পরিচর্য্যামকৃতাঽস্য তোটকার্য্যঃ ॥ ৩ ॥

ভগন্দরব্যাধিনিপীডিতং গুরুং নিরীক্ষ্য শিষ্যাঃ

দস্য শ্রীশঙ্করস্য বৈদ্যৈরচিকিৎস্যতমো ভগন্দরাখ্যো রোগঃ অজনিষ্ট বসন্তমালিকা ॥ ২ ॥

অচিকিৎস্যেন ভগন্দরাখ্যরোগেণ প্রসরৎ শোণিতস্য পঙ্কেন-ব্যাপ্তায়া আচার্য্যশাট্যাঃ অজুগুপ্স্যপরিশোধনাদিরূপাং সেবাস্তোটকার্যঃ কৃতবান্ ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্! মহারোগস্তু পেক্ষণীয়োনভবতি নো চেদপীডিতঃ শক্রর্যথাঋদ্ধিমাপ্নোতি তথাবৃদ্ধিং প্রাপ্নুয়াৎ উ০ ॥ ৪ ॥

অভিচার কার্য্য সমাপ্ত হইলে আচার্য্যের এমন এক উৎকট ভগন্দর রোগ হয় যে, তাহা বৈদ্যদের চিকিৎসা করিতেও কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ২।

ভগন্দর রোগ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে। বৈদ্যগণ চিকিৎসা করিতে হারিমানিয়া গেল। শেষে ভগন্দর হইতে অনবরত প্রবল বেগে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। সেই রক্তে পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গেল। আর্য্য তোটকাচার্য্য ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া সেই বস্ত্রের প্রক্ষালন প্রভৃতি পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ৩।

যখন আচার্য ভগন্দর রোগে ক্রমশঃ ব্যথিত হন, তখন শিষ্যগণ গুরুকে সম্বোধন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! আপনি এই মহাব্যাধিকে উপেক্ষা করিবেন না।

সমবোধয়ংশ্ছনৈঃ। নোপেক্ষণীয়ো ভগবন্! মহা-
ময়স্তপীড়িতঃ শত্রুরিবর্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥

মমত্বহানাত্তবতা শরীরকে ন গণ্যতে ব্যাধিকৃতা-
র্ত্তিরীদৃশী। পশ্যন্তএবান্তিকবর্ত্তিনো বয়ং ভৃশা-
তুরাঃ স্মঃ সহসা ব্যথাঽসহাঃ ॥ ৫ ॥

চিকিৎসকা ব্যাধিনিদানকোবিদাঃ সম্পৃচ্ছ-
নীয়া ভগবন্নিতস্ততঃ। প্রত্যক্ষবৎ সম্প্রতি সন্তি-
পূরুষা জীবাতুবেদে গদিতার্থসিদ্ধিদাঃ ॥ ৬ ॥

উপেক্ষ্যমাণেঽপি গুরাবনাস্থয়া শরীরকাদৌ
সুখমাত্মনীশ্বরৈঃ। নোপেক্ষণীয়ং গুরুদুঃখদৃশ্বিভি-
র্দুঃখং বিনেয়ৈরিতি শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি শরীরকে মমত্বহানাৎ ভবতা এবংবিধাপি রোগকৃতা পীড়া ন গণ্যতে তথাপি সমীপবর্ত্তিনঃ পশ্যন্ত এব সহসা ব্যথাঽসহাঃ ভৃশার্ত্তাঃ স্মঃ ॥ ৫ ॥

তর্হি কিং কর্ত্তব্যমিতিতত্রাহশ্চিকিৎসকাইতি। সম্প্রতি-জীবাতুবেদে জীবনৌষধবেদে বৈদিকশাস্ত্রে জীবাতুরস্ত্রিয়াং ভক্তে জীবিতে জীবনৌষধইতি মেদিনী। গদিতার্থসিদ্ধিদা উক্তার্থ সিদ্ধিদাঃ পুরুষাঃ প্রত্যক্ষবৎ সন্তি ॥ ৬ ॥

নন্থ যথাময়োপেক্ষ্যতে তথাভবদ্ভিরপ্যুপেক্ষণীয়মিত্যাশঙ্ক্যাহঃ। শরীরকাদাবনাস্থয়া গুরাবাত্মনি সুখমুপেক্ষ্যমাণে সত্যপি গুরুদুঃখদর্শিভিঃ সমর্থৈঃ শিষ্যৈর্নোপেক্ষণীয়মিতি শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥

শত্রুকে পীড়ন বা দমন না করিলে শত্রু যেরূপ প্রবল হইয়া উঠে, এবং অনিষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই রোগ উপেক্ষিত হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভাবনা। ৪।

আপনার শরীরে কোন মমতা নাই, মমতা না থাকাতে আপনার দেহে রোগ জন্য যেরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা আপনি গণনাই করিতেছেন না। কিন্তু আমরা আপনার নিকটে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি, আমরা আপনাকে এই রূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অসহ্য কষ্ট হইতেছে, এবং তাহাতেই আমরা নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি। ৫।

যে সকল চিকিৎসক ব্যাধির নিদান অবগত আছেন, যাহারা জীবনের ঔষধ শাস্ত্রে একান্ত দক্ষ, যাহারা এক বার মাত্র বলিয়া দিলে রোগ শান্তি হয়, ভগবন্! এরূপ মহা পুরুষ চিকিৎসক সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। এক্ষণে তাহাদের অন্বেষণ করা একান্ত আবশ্যক। ৬।

"আপনার শরীরে কোন মমতা নাই। তাহাতেই আপনি উপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। আপনি শরীরে অযত্ন করিতেছেন। অথচ অন্তরে আত্মসাক্ষাৎ করিয়া নির্ম্মল সুখ ভোগ করিতেছেন। আপনি শরীরে উপেক্ষা করিলেও গুরুর দুঃখ স্বচক্ষে দেখিয়া সক্ষম শিষ্যগণ কদাচ উপেক্ষা করিবে না।" এই রূপ শাস্ত্রের আভাস ও মর্ম্ম জানিবেন। ৭।

আপনার শ্রীচরণ কমল দুখানি সুস্থ থাকিলে আমরাও সুস্থ থাকি। কারণ, আমরা ঐ পাদ কমলের মধুপান করিয়াই এতদিন জীবিত আছি।

স্বস্থে ভবৎপাদসরোরুহদ্বয়ে স্বস্থা বয়ং যন্মধুপায়িবৃত্তয়ঃ। তস্মাত্তবেত্তাবকবিগ্রহো যথা স্বস্থস্তথা বাঞ্ছতি পূজ্য! নো মনঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাধির্হি জন্মান্তরপাপ পাকো ভোগেন তস্মাত্ ক্ষপণীয় এবঃ। অভুজ্যমানঃ পুরুষং ন মুঞ্চেজ্জন্মান্তরেঽপীতিহি শাস্ত্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাধি র্দ্বিধাঽসৌ কথিতোহি বিজ্ঞৈঃ কর্মোদ্ভ-

কিঞ্চ স্বস্থে ভবৎসাদসরোজদ্বন্দ্বে বয়ং স্বস্থা যত্রপাদসরোরুহদ্বয়েভ্রমরাণাং বৃত্তির্যেষাস্তস্মাত্তাবকবিগ্রহো যথা হে পূজ্যাঽস্মাকং মনোবাঞ্ছতি বংশঃ ॥ ৮ ॥

এবং শনৈ র্ব্বোধিত আচার্য্য উবাচ। হি যস্মাদ্রোগো জন্মান্তর পাপস্য পাকস্তস্মাদেষ ভোগেন নাশনীয়ো হি যতশ্চাভুজ্যমানঃ পুরুষং জন্মান্তরেঽপি ন ত্যজেদিতি শাস্ত্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

নন্বেবন্তর্হি চিকিৎসাশাস্ত্রবৈয়র্থ্যমিতি চেত্তত্রাহ। বিদ্বিদ্ভিরসৌ ব্যাধির্দ্বিপ্রকার এবকথিতঃ। কর্মোদ্ভবোবা তাম্রাদি-

হে পূজ্যপদ! এই কারণে আপনার দেহ যাহাতে সুস্থ থাকে, আমাদের চিত্ত তাহাই ইচ্ছা করে। ৮।

শিষ্য গণের এই রূপ বাক্য শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন। জন্মান্তরীণ পাপের পরিপাকের নাম ব্যাধি। ভোগ করিয়া এই ব্যাধি ক্ষয় করিতে হইবে। ভোগ না হইলে জন্মান্তরেও পুনর্ব্বার ঐ ব্যাধি, পুরুষকে পরিত্যাগ করে না।" এই রূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ৯।

জগতে ব্যাধি দুই প্রকার। পণ্ডিতেরা বলেন

বো ধাতুকৃতস্তথেতি। আদ্যক্ষয়ঃ কর্মণ এব লীনাচ্চিকিৎসয়া স্যাচ্চরমোদিতস্য ॥ ১০ ॥

সংক্ষীয়তাং কর্ম্মণ এব সংক্ষয়াদ্‌ব্যাধিঃ প্রবৃত্তো ন চিকিৎস্যতে ময়া। পতেচ্ছরীরং যদি তন্নিমিত্ততঃ পতত্ববশ্যং ন বিভেমি কিঞ্চন ॥ ১১ ॥

সত্যং গুরো! তে ন শরীরলোভঃ স্পৃহালুতা ন-

ধাতুভিঃ কৃতশ্চ। তত্রকর্মণো লীনাদেবাদ্যস্য ক্ষয়ঃ চরমোক্তস্য চিকিৎসযা ক্ষয়ঃ স্যাৎ ॥ ১০ ॥

তর্হি ধাতুকৃতত্বাচ্চিকিৎসযা নাশনীয় ইতিচেত্তত্রায়ং প্রবৃত্তোব্যাধিঃ কর্মণ এব সংক্ষয়াৎ সংক্ষীয়তাং ময়ানৈব চিকিৎস্যতে তর্হিরোগবশাচ্ছরীরং পতিষ্যতীত্যাকাঙ্ক্ষ্যাহ। যদি তন্নিমিত্ততঃ শরীরং পতেত্তর্হি অবশ্যং পতত্বু তৎপতনাৎ কিঞ্চিদপি ন বিভেমি ॥ ১১ ॥

এবমুক্তাঃ শিষ্যাঃ প্রাহু র্হেগুরো! সত্যং তব শরীরলো-

এক কর্ম্ম কৃত রোগ আর এক ধাতু কৃত রোগ। কর্ম্ম ক্ষয় হইলে কর্ম্ম জন্য রোগ ক্ষয় হয়। আর অবশিষ্ট ধাতু কৃত রোগ চিকিৎসা দ্বারা বিনষ্ট হয়। ১০।

যে রোগ জন্মিয়াছে, কর্ম্ম ক্ষয় হইলে তাহা আপনিই ক্ষয় পাইবে। আমি কিন্তু কিছুতেই চিকিৎসা করাইব না। যদি রোগ বশতঃ শরীর পতন হয় হউক, তাহাতেও আমি ভয় পাই না। ১১।

গুরুদেবের এই সকল কথা শুনিয়া শিষ্যগণ বলিতে লাগিল। হে গুরুদেব! সত্যই আপ-

স্তুচিরায় তস্মৈ। ত্বজ্জীবনেনৈবহি জীবনং ন পাথশ্চরাণাং জলমেব তদ্ধি॥ ১২॥

স্বয়ং কৃতার্থাঃ পরতুষ্টিহেতোঃ কুর্ব্বন্তি সন্তো নিজদেহরক্ষাং। তস্মাচ্ছরীরং পরিরক্ষণীয়ং ত্বয়াপি লোকস্য হিতায় বিদ্বন্! ॥ ১৩॥

নির্বন্ধতোগুরুবরঃ প্রদদাবনুজ্ঞাং দিগ্‌ভ্যোভিষগ্বরসমানয়নায় তেভ্যঃ। নত্বা গুরুং প্রতিদিশং প্রযযুঃ প্রহৃষ্টাঃ শিষ্যাঃ প্রবাসকুশলা হরিভক্তিভাজঃ॥ ১৪॥

প্রায়ো নৃপং কবিজনা ভিষজো বদান্যং বিত্তার্থিনঃ প্রতিদিনং কুশলা জুষন্তে। তস্মাদমী নৃপপুরেষু নিরীক্ষণীয়া ইত্যেব চেতসি মনোরথমাদধানাঃ॥ ১৫॥

তেঽতীত্য দেশান্ বহুলান্ স্বকার্য্যসিদ্ধ্যৈ ক-

ভোনাস্তি তথাপ্যস্মাকং তদর্থং চিরায় চিরকালস্তৎস্থিতয়ে স্পৃহালুতাস্তি হি যস্মাত্তব জীবনেন নো জীবনং হি যতো জলচরাণাং জলমেব তৎ জীবনং॥ ১২॥

ভবদ্বেবং তথাপি ময়া নিজদেহরক্ষা কিমিতি কর্ত্তব্যেত্যশক্যাহঃ স্বয়মিতি॥ ১৩॥

এবং শিষ্যাণামাগ্রহাদ্‌গুরুবরো দিগ্‌ভ্যো বৈদ্যবরাণাং সমানয়নার্থং তেভ্যঃ শিষ্যেভ্যোঽনুজ্ঞাং প্রদদৌ বং॥ ১৪॥

বদান্য মুদারং জুষন্তে সেবন্তে॥ ১৫॥

গুরুবর্য্যসমীপস্তান্ ভিষজঃ সমানীতবন্তঃ উং॥ ১৬।

নার শরীরের উপর কোন মায়া মমতা নাই। কিন্তু তথাপি যাহাতে আপনার শরীর নিরাপদে সুস্থ থাকে, তাহার জন্য আমাদের চিরদিন বাসনা আছে। জলচর জন্তুদের যেমন জলই জীবন, জল বিনা এক মুহূর্ত্তও বাস করিতে পারেনা, সেই রূপ আপনার জীবনই আমাদের জীবন। ১২।

হে বিদ্বন্! যে সকল পণ্ডিতেরা স্বয়ং পরের অর্থ সাধনা করেন, সেই সকল পণ্ডিতেরা পরের সন্তোষ নিমিত্ত আপনার দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই রূপ পরের হিতের জন্য আপনিও অবশ্য রক্ষা করিবেন। ১৩।

শরীর ব্যাধি অদৃষ্টের লিখন ভাবিয়া প্রধান প্রধান বৈদ্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে দিগ দিগন্তরে যাইতে অনুমতি করিলেন। হরিভক্তি পরায়ণ এবং প্রবাসে অবস্থান করিতে নিতান্ত কুশল প্রিয়শিষ্য গণ হৃষ্ট চিত্ত হইয়া গুরুদেবের চরণকমলে প্রণতিপূর্ব্বক নানাদিকে প্রস্থান করিল। ১৪।

ধনপ্রার্থী কবিগণ এবং ধনপ্রার্থীবৈদ্যগণ প্রতিদিন ভূপতির সেবা করিয়া থাকেন। অতএব রাজধানীতে বৈদ্যগণের অবস্থান করিবার কথা। সুতরাং চল আমরাও তথায় বৈদ্যদের অন্বেষণ করিগে। শিষ্যগণ মনে২ এই রূপ সঙ্কল্প করিতে লাগিল। ১৫।

শিষ্যগণ নানা জনপদ অতিক্রম করিয়া স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য কোন এক রাজার নগরীতে কতকগুলিন বৈদ্য দর্শন করেন, পরে তথায় তাঁহাদের

চির্ত্রাজপুরে ভিষগ্‌ভিঃ। অবাপ্যসন্দর্শনভাষণানি সমানয়ং স্তান্ গুরুবর্য্যপার্শ্বং ॥ ১৬ ॥

ততো দ্বিজেন্দ্রৈর্নিজসেবকৈস্তান্ সন্তোষিতান্ স্বাভিমতার্থদানৈঃ। যদত্র কর্ত্তব্যমুদীর্য্যতাস্তৎ কুর্ম্মঃ স্বশক্ত্যেতিবদান্ জগৌ সঃ ॥ ১৭ ॥

উপগুদং ভিষজঃ! পরিবাধতে গদ উদেত্য তনুস্তনুমধ্যগঃ। যদিদমস্য বিধেয়মিদং ধ্রুবং বদত রোগতমস্তিমিরারয়ঃ ॥ ১৮ ॥

চিরমুপেক্ষিতবানহমেতকং দুরিতজোঽয়মিতি প্রতিভাতি মে। তদপি শিষ্যগণৈর্নিরহিংস্যহং প্রহিতবান্ ভবদানয়নায় তান্ ॥ ১৯ ॥

নিগদিতে মুনিনেতি ভিষগ্বরা বিদধিরে বহুধা

ততোনিজসেবকৈঃ স্বাভিমতার্থদানৈঃ সন্তোষিতান্যদত্র কর্ত্তব্যং তৎকথ্যতাং স্বশক্ত্যা কুর্ম্মঃ ইতি ভাবমাণাং স্তান্ স গুরুবরো জগৌ ॥ ১৭ ॥

যদুবাচ তদাহ। হেভিষজো গুদসমীপে তনুমধ্যগো গদো-রোগ উদেত্য শরীরং পরিবাধতে। যদিদমস্ত রোগস্য বিধেয়-মৌষধস্তদিদং ধ্রুবমব্যভিচারি বদত যতোরোগতমস্তিমিরারয়ঃ উ০॥ ১৮ ॥

নম্বেবংভূতো রোগ এতাবৎকালং কিমিত্যুপেক্ষিতস্তত্রাহ চিরমিতি। তদপি তথাপি শিষ্যগণৈরহং নিরহিংসি অত্যাগ্রহেণ নিয়োজিতস্বাহ্নিংসিতঃ ॥ ১৯ ॥

সহিত আলাপ করিয়া শেষে তাঁহাদিগকে গুরুদেবের নিকটে আনয়ন করেন। ১৬।

আচার্য্যের নিজসেবকেরা অভিমত অর্থদানে বৈদ্যদিগকে সন্তুষ্ট করেন। পরে সন্তুষ্ট বৈদ্য দিগকে শিষ্যেরা বলিল—হে বৈদ্যগণ। এখন আমাদের কি করিতে হইবে বলুন—আমরা এই দণ্ডে যথাসাধ্য তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। শিষ্যগণ যখন বৈদ্যদের লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছিল, তখন শঙ্কর বৈদ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। ১৭।

হে বৈদ্যগণ! আমার গুহ্যদেশে যে মহারোগ হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ আমার শরীরের মধ্যে আছে। সেই রোগে এক্ষণে আমি অতিশয় কষ্ট পাইতেছি। এই রোগের যাহা প্রকৃত ঔষধ, আপনারা শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা করুন। কারণ, আপনারাই রোগতিমিরের একমাত্র আলোক মালা। ১৮ ॥

আমি জানি এরোগ জন্মান্তরীয় পাপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেইকারণে আমি প্রথম হইতেই রোগ শান্তি বিষয়ে উদাসীন থাকি। কিন্তু আমি উপেক্ষা করিলে কি হইবে, আমার শিষ্যগণ রোগের প্রতীকার জন্য বারম্বার আমাকে অনুরোধ করাতে আমি পুনর্ব্বার অন্য এক প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছি। সেইকারণে আপনাদিগকে আনয়ন করিতে আমার শিষ্যদিগকে পাঠাইয়াছিলাম। ১৯ ॥

মুনিবর শঙ্কর এইকথা বলিলে বৈদ্যগণ যতপ্রকার উপায় করিতে হয়, তাহা করিল।

গদসত্ক্রিয়াঃ। ন চ শশাম গদোবহুতাপদো- বিমনসঃ পটবো ভিষজোঽভবন্ ॥ ২০ ॥

অথ মুনি র্বিমনস্ত্বসমন্বিতানিদমবোচত সিদ্ধ- ভিষগ্বরান্। অটত গেহমগাৎ সময়ো বহু র্গদহৃতে ভবতামিতরায়ুষাং ॥ ২১ ॥

ইত্যেবং মুনিনা কথিতে সতি বৈদ্যবরা রোগস্য সৎক্রিয়া বহুধা বিদধিরে ॥ ২০ ॥

ইতো গেহমটত গচ্ছত যতো রোগহরণার্থং ইতআগতানাং ভবতাং কালো মহানগাৎ ॥ ২১ ॥

অনেক ঔষধ প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইলনা। ক্রমশঃ রোগের যাতনা বাড়িতে লাগিল। তখন সুদক্ষ চিকিৎ- সকগণ অগত্যা দুঃখিত হইলেন। ২০।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যগণ ম্লান হইয়া আসিলে শঙ্কর তাঁহাদিগকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। আপ- নারা শীঘ্র গৃহে গমন করুন। আপনারা আমার রোগের উপশম করিতে এখানে আসিয়া- ছিলেন। কিন্তু এখানে আপনাদের বহুদিন গত হইয়াছে। ২১।

আপনাদের যে সকল আত্মীয় লোক আছেন, তাঁহারা আপনাদের বিরহে কাতর হইয়া দিন গণনা করত পথ প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনারা যে রাজার আশ্রিত, যে রাজা আপনাদের রক্ষক, তিনি যদি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন।

দিনচয়ং গণয়ন্ পথিলোচনঃ প্রিয়জনো নিবসেদ্বিরহাতুরঃ। নরপতি র্ভবতাং শরণং ধ্রুবং সচ বিদেশগমং শ্রুতবান্‌য দি ॥ ২২ ॥

রুষিতবান্ন চ বো বিতরেন্নৃপঃ কথিতজীবিত- মক্ষতশাসনঃ। তুরগবন্নৃপতি শ্চলমানসো ভিষ- জমন্য মসৌ বিদধীত বা ॥ ২৩ ॥

অবশ্যমেব ভবদ্ভির্গন্তব্যমিত্যাশয়েনাহ। বিরহাতুরঃ প্রিয়- জনঃ পথি লোচনো দিনসমুদায়ং গণয়ন্নিবসেদেতি সম্ভাবনায়াং লিঙ্। কিন্তু নরপতির্ভবতাং ধ্রুবং শরণং স চ ভবতাং বিদেশগমনং যদি শ্রুতবান্ ॥ ২২ ॥

তদাকুপিতঃ সন্নৃপঃ কথিতং জীবিতং প্রতিজ্ঞাতাং জীবিকাং যুষ্মভ্যো ন দদ্যাৎ যতোঽক্ষতশাসনঃ যদ্বা যস্মাদশ্ববন্নৃপতিশ্চল- মানসস্ততোঽসাবন্যং বৈদ্যং বিদধীত ॥ ২৩ ॥

নৃপতি আপনাদিগকে যে রূপ মাসিক বৃত্তি দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, একথা শুনিলে তিনি কখনই তাহা দিবেন না। কারণ, রাজাদের শাসন অতি ভয়ঙ্কর, কিছুতেই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারাযায় না। অধিকন্তু রাজাদের মন অশ্বের মতন চঞ্চল। এইকারণে হয়ত 'অন্য বৈদ্য নিযুক্ত করিবেন। ২২। ২৩।

যেদেশে একটিও বৈদ্য নাই, সেই দেশে স্বভাবত অত্যন্ত পীড়া হয়। পীড়িত লোকের সংখ্যাও সেই দেশে অধিক হইয়া থাকে। আপনারা যেসকল রোগীর চিকিৎসা করিতেছি- লেন, তাহারা এক্ষণে অসহ্য রোগ যন্ত্রণা সহ

জনপদোঽবিরলো গদহারকৈর্বহুলরুগ্নজনঃ প্রকৃতে রতঃ। মৃগয়তে ভবতোভবতাং গৃহে গদিজনঃ সহিতুং গদমক্ষমঃ ॥ ২৪ ॥

পিতৃকৃতাজনিরস্য শরীরিণঃ সমবনং গদহারিষু তিষ্ঠতি ॥ জনিতমপ্যফলং ভিষজং বিনা ভিষগসৌ হরিরেব তনুভৃতঃ ॥ ২৫ ॥

যদুদিতং ভবতাবিতথং ন তত্তদপি ন ক্ষমতে-ব্রজিতুং মনঃ ॥ সুরভুবং প্রবিহায় মনুষ্যগাং ব্রজিতু মিচ্ছতি কোঽত্র নরঃ সুধীঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি নিগদ্য যযু র্ভিষজাংগণা বিমনসঃ পটবোঽপি নিজান্ গৃহান্। অথ মুনি র্বিজহম্মমতাং তনৌ গুরুবরো গুরুদুঃখমসোঢ সঃ ॥ ২৭ ॥

প্রথিতৈরবনৌ পরঃসহস্রৈরগদঙ্কারচয়ৈরথাহ চিকিৎস্যে। প্রবলে সতি হা ভগন্দরাখ্যে স্মরতি স্ম স্মরশাসনং মুনীন্দ্রঃ ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ রোগহারকৈ র্বিরলো রহিতোজনপদঃ স্বভাবাদেব বহুলং রুগ্নাঃ জনা যস্মিন্ অতোরোগিজনোরোগং সহিতুমসমর্থো ভবতাং গৃহে ভবতোবিচিন্বতে ॥ ২৪ ॥

জনির্জন্ম অবনং পালনং তস্মাদসৌ বৈদ্যঃ শরীরভৃতোবিষ্ণুরেব তদ্বদুপাসনীয়ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

এবমুক্তা ভিষজ উচুঃ। ভবতা যৎ কথিতং তন্মিথ্যা ন ভবতি তথাপি গন্তুং মনোন ক্ষমতে যতো দেবভূমিং প্রবিহায় মনুষ্যভূমিং গন্তুং সুধীর্নরোঽত্র জগতি ক ইচ্ছতি ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি নিগদ্যৈবমুক্ত্বা ॥ ২৭ ॥

ভূমৌ প্রথিতৈঃ সহস্রাদপ্যধিকৈরৌষধঙ্কারসমূহৈ র্ভগন্দরাখ্যে প্রবলে হতিখেদেঽচিকিৎস্যে সতি মুনীন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ কামশাসনং মহাদেবং স্মরতিস্ম বং মাং ॥ ২৮ ॥

করিতে না পারিয়া আপনাদের ভবনে উপস্থিত হইয়া আপনাদের পথ প্রতীক্ষা করিতেছে। ২৪।

মনুষ্য দিগের প্রথমে পিতা হইতে জন্ম হয় সত্য, কিন্তু দেহ রক্ষার ভার চিকিৎসক দিগের উপরে ন্যস্ত থাকে। অধিক কি, বৈদ্য বিনা এই জীবন বিফল। বৈদ্য সামান্য ব্যক্তি নহেন, শরীরধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তুল্য। ২৫।

আচার্য্য শঙ্করের এই সুললিত বাক্য শুনিয়া বৈদ্য গণ বলিতে লাগিলেন। আপনি যাহা বলিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এখান হইতে চলিয়া যাইতে আমাদের মন সরিতেছে না। তাহার কারণ এই—কোন্ মনুষ্য দেবভূমি পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ভূমিতে গমন করিতে ইচ্ছা করে ?। ২৬।

এই কথা বলিয়া সুবিখ্যাত বৈদ্যগণ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে অগত্যা তথা হইতে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর গুরুবর শঙ্কর একেবারে শরীরের উপর মমতা বিসর্জন দিয়া অসীম রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। ২৭।

যখন দেখিলেন, ভূতলবাসী সুপ্রসিদ্ধ সহস্র সহস্র বৈদ্য আসিয়া রোগ শান্তি করিতে পারিল না, অথচ রোগ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধি পাইতেছে—যন্ত্রণাও

স্মরশাসন শাসনান্নিযুক্তৌ দ্বিজবেষং প্রবিধায় ভূমিমাপ্তৌ। উপসেদতুরশ্বিনৌ চ দেবৌ সুভুজৌ সাঞ্জনলোচনৌ সুপুস্তৌ ॥ ২৯ ॥

যতিবর্য্য! চিকিৎসিতুং ন শক্যা পরকৃত্যাজনিতাহি তে রুগেষা। ইতি তৌ সমুদীর্য্য যোগিবর্য্যং বিবুধৌ তৌ প্রতিজগ্মতু র্যথেতং ॥ ৩০ ॥

তদনু স্বগুরো র্গদাপনুত্ত্যৈ পরমন্ত্রস্ত জজাপ জাতমন্যুঃ। মুহুরার্য্য পদেন বার্য্যমাণোঽপ্যরিবর্গেঽপ্যনুকম্পিনাঽব্জপাদঃ ॥ ৩১ ॥

অমুনৈব ততো গদেন নীচঃ প্রতিয়াতেন হতো মমার গুপ্তঃ ॥ মতিপূর্ব্বকৃতো মহানুভাবেঽপ্যনয়ঃ কস্যভবেৎ সুখোপলব্ধ্যৈ ॥ ৩২ ॥

স্মৃতমহাদেবাজ্ঞয়া নিযুক্তৌ দেবাবশ্বিনীকুমারৌ দ্বিজবেষং প্রবিধায় ভূমিং প্রাপ্তৌ সুভুজৌ সাঞ্জনলোচনৌ সুপুস্তকযুক্তৌ মুনীন্দ্রসমীপে বিবিশতুঃ ॥ ২৯ ॥

উপবিশ্য যদূচতুস্তদাহ। ভো যতিবর্য্য! এষা তে রুক্‌রোগঃ চিকিৎসিতুং ন শক্যা হিযস্মাৎ পরকৃত্যয়া উৎপাদিতা ইতি তং যোগিবর্য্যং সমুদীর্য্য তৌ দেবৌ যথাগতং প্রতিজগ্মতুঃ ॥ ৩০ ॥

তদনন্তরং জাতকোপঃ শত্রুবর্গেঽপ্যনুকম্পিনা আর্য্যপাদেনাচার্য্যেণ মুহু র্ব্বার্য্যমাণোঽপি পদ্মপাদঃ স্বগুরো রোগস্য নাশায় পরং মন্ত্রস্তু জজাপ ॥ ৩১ ॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। অমুনৈবেতি প্রতিয়াতেন প্রতিপ্রাপ্তেন ॥ ৩২ ॥

দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তখন মুনিবর শঙ্কর মহাদেবের স্মরণ করিলেন। ২৮।

মহাদেবের আদেশে নিযুক্ত হইয়া স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনী কুমারদ্বয় শঙ্করের আবাসে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দুই জনেরই বাহু আজানুলম্বিত—উভয়েরই চক্ষু অঞ্জন লিপ্ত, উভয়েরই হস্তে পুস্তক বিদ্যমান। ২৯।

তাঁহারা দুই জনে আসিয়া মুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "হে যতিরাজ! কোন দুষ্ট লোকে আপনার শরীরে রোগ উৎপাদন করিয়াছে। সুতরাং চিকিৎসা দ্বারা এ রোগের উপশম হইবেনা।" এই কথা শিষ্য গণের সম্মুখে আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিবার পর উভয়েই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩০।

তখন পদ্মপাদ গুরুর পীড়াশান্তি করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু এই কথা শুনিয়া ঘৃতাহুত অনলের মতন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন। "গুরুদেব শত্রুর প্রতি দয়ালু, তথাপি নীচ লোকের এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমি অবিলম্বে সেই দুর্ম্মতিকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া মনের যন্ত্রণা দূর করিব।" এই কথা বলিবার পর শত্রু নিপাতের জন্য মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য অনেক নিষেধ করিলেন। কিন্তু পদ্মপাদ কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। ৩১।

পদ্ম পাদের মন্ত্র বলে ঐ রোগ শীঘ্র নীচাশয় অভিনব গুপ্তের শরীরে প্রবেশ করিল। অভিনব গুপ্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক মহানুভব শঙ্করের বধ

স্বস্থঃ সোঽয়ং ব্রহ্ম সায়ং কদাচিৎ ধ্যায়ন্ গঙ্গা-পূরসঙ্গার্দ্রবাতৈঃ। আগচ্ছন্তং সৈকতে প্রত্যগচ্ছ-দ্যোগীশানং গৌড়পাদাভিধানং ॥ ৩৩ ॥

পাণৌ ফুল্লশ্বেতপঙ্কেরুহশ্রীমৈত্রীপাত্রীভূতভা-

স্বস্থঃ সোঽয়ং শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ সৈকতে সায়ংকালে ব্রহ্ম ধ্যায়ন্ সন্ গঙ্গাপূরেণার্দ্রৈর্ব্বায়ুভিঃ সহাগচ্ছন্তং যোগীশং গৌড়পাদসংজ্ঞং প্রত্যবুধ্যত শালি৹ ॥ ৩৩ ॥

তমেববর্ণয়তি। পাণৌ হস্তে প্রফুল্লিতস্য শ্বেতকমলস্য যা-শ্রীস্তয়া যা মৈত্রী তস্যাঃ পাত্রীভূতাভাঃ কান্তি র্যস্য তেন ঘটেন

সাধনা করিবার জন্য পূর্ব্বে এই কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে নীচাশয় আর রক্ষা পাইলনা। রোগাক্রান্ত হইবামাত্র শীঘ্র পঞ্চত্ব পাইল। বস্তুতঃ অকার্য্য করিয়া সুখলাভের আশা অকিঞ্চিৎকর মাত্র। তাহাতেই দুর্ম্মতি অভিনব গুপ্তের মৃত্যু হইল। ৩২।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য সুস্থ হইয়া এক দিন সায়ংকালে বালুকাময় প্রদেশে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। তখন গঙ্গার শীতল জলকণা লইয়া মৃদু মৃদু বায়ু বহিতে লাগিল। সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে একটি মুনিকে আসিতে দেখিলেন। দেখিবা মাত্র শঙ্কর তাঁহাকে গৌড়পাদ বলিয়া জানিতে পারিলেন। ৩৩।

দেখিলেন মুনির হস্তে একটী কমণ্ডলু। শ্বেত শতদলের শোভায় কমণ্ডলু অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহাতে বোধ হইল যেন নিকটস্থ

সা ঘটেন। আরাদ্রাজৎকৈরবানন্দসন্ধ্যারাগারক্তা-ম্ভোদলীলাংদধানং ॥ ৩৪ ॥

পাণৌ শোণাম্ভোজবুদ্ধ্যা সমন্তাদ্ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গী-মণ্ডলীতুল্যকুল্যাং। অঙ্গুল্য গ্রাসঙ্গিরুদ্রাক্ষমালা-মঙ্গুষ্ঠাগ্রেণাসকৃদ্ভ্রাময়ন্তং ॥ ৩৫ ॥

আর্য্যস্যাথো গৌড়পাদস্য পাদাবভ্যর্চ্যাঽসৌ

কমণ্ডলুনা আরাদ্রাজৎকৈরবস্য সিতপঙ্কজস্যানন্দো যস্য তস্য সন্ধ্যারাগেণাসমন্তাদ্রক্তস্য চ লীলান্দধানং ॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ হস্তে শোণপদ্মবুদ্ধ্যা সমন্তাদ্ভ্রাম্যন্তী ভ্রমরীণাং যা মণ্ডলী তত্তুল্যকুলোদ্ভবাঙ্গ৽সদৃশাং অঙ্গুল্যগ্রাসঙ্গিরুদ্রাক্ষমালীং পুনঃ ভ্রাময়ন্তং ॥ ৩৫ ॥

অথানন্তরমার্য্যস্য গৌড়পাদস্য পঙ্কজাভৌ পাদাবসৌ

সুন্দর শ্বেত পঙ্কজের শোভা সন্ধ্যাকালীন রক্তবর্ণ মেঘের শোভা ধারণ করিয়াছে। ৩৪।

তাঁহার হস্ত এরূপ রক্তবর্ণ যে, ভ্রমরীগণ রক্ত পদ্ম বোধ করিয়া হস্তের চারি পার্শ্বে উঠিয়া আসিতেছে। সেই হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বারম্বার রুদ্রাক্ষ মালা সঞ্চালন পূর্ব্বক জপ করিতেছেন। ৩৫।

অনন্তর শঙ্কর, আর্য্য গৌড় পাদের পঙ্কজ সদৃশ চরণ যুগল অর্চনা করিলেন। শেষে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য বশতঃ চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। এবং নত ভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৬।

তখন গৌড়পাদ ক্ষীর সমুদ্রের তরঙ্গ তুল্য

শঙ্করঃ পঙ্কজাভৌ। ভক্তিশ্রদ্ধাসম্ভ্রমাক্রান্তচেতাঃ প্রহ্বস্তস্থাবগ্রতঃ প্রাঞ্জলিঃ সন্ ॥ ৩৬ ॥

সিঞ্চন্নেনং ক্ষীরবারাশিবীচীসাচিব্যায়াসম্বযত্নৈঃ কটাক্ষৈঃ। দন্তজ্যোৎস্নাদন্তুরাশ্চাপি কুর্ব্বন্নাশাঃ সূক্তিং সন্দধে গৌড়পাদঃ ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিৎ সর্ব্বাং বেৎসি ? গোবিন্দনাম্নো হৃদ্যাবিদ্যাসংসৃদ্ধুত্তারকৃদ্‌যা। কচ্চিত্তত্ত্ব স্তত্বমানন্দরূপং নিত্যং সচ্চিন্নির্ম্মলং বেৎসি ? বেদ্যং ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করোঽভ্যর্চ্য ভক্তিশ্রদ্ধাভ্যাং যঃ সম্ভ্রমস্তেন তৈর্বাক্রান্তচিত্তোন ম্রীভূতোঽগ্রতঃ প্রাঞ্জলিঃ সন্নবতস্থে ॥ ৩৬ ॥

এনং শঙ্করং ক্ষীরবারিরাশিসাদৃশ্যায়াসন্নয়ত্নৈঃ কটাক্ষৈঃ সিঞ্চন্ দন্তজ্যোৎস্নয়া দন্তুরা উন্নতরদা আশাদিশোঽপি ধবলীকুর্বন্ সুষ্ঠূক্তিং সন্দধে ॥ ৩৭ ॥

তামেব দর্শয়তি। কচ্চিদিতিপ্রশ্নে সংসারোদ্ধারকারণীভূতা হৃদয়স্য প্রিয়া যা গোবিন্দনাম্নো বিদ্যা তাং সর্বাং বেৎসি ? জানাসি সচ্ছাস্ত্রপ্রসিদ্ধং নিত্যং সচ্চিদমলং বেদ্যং তত্ত্বং ত্বং কচ্চিদ্বেৎসি ? ॥ ৩৮ ॥

সযত্ন কটাক্ষ দ্বারা শঙ্করকে অভিষিক্ত করিলেন। এবং দন্ত কৌমুদীর প্রভা দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩৭।

ভব সমুদ্রের উদ্ধার কারিণী গোবিন্দ নাথের যে হৃদয় প্রিয় বিদ্যা ছিল, তাহা তুমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছ ত ? সচ্চিদানন্দ, আনন্দ রূপ, নিত্য নির্ম্মল তত্ব সমস্ত জানিয়াছ ত ?। ৩৮।

ভক্ত্যাযুক্তাঃ স্বানুরক্তা বিরক্তাঃ শান্তাদান্তাঃ সন্ততং শ্রদ্দধানাঃ। কচ্চিত্তত্বজ্ঞানকামা বিনীতাঃ শুশ্রূষুস্তে শিষ্য বর্য্যা গুরুং ত্বাং ? ॥ ৩৯ ॥

কচ্চিন্নিত্যাঃ শত্রবোনির্জ্জিতাস্তে ? কচ্চিৎ প্রাপ্তাঃ সদ্‌গুণাঃ শান্তিপূর্ব্বাঃ ?। কচ্চিদ্যোগঃ সাধিতোঽষ্টাঙ্গযুক্তঃ ? কচ্চিচ্চিত্তং সাধুচিত্তত্বগং তে ? ॥ ৪০ ॥

ভক্ত্যা সেবয়া যুক্তাঃ স্বস্মিং ত্বয়ি স্বাত্মনি বানুরক্তা বিষয়েষু বিরক্তা বশীকৃতান্তরিন্দ্রিয়া জিতবাহ্যকরণা নিরন্তরং শ্রদ্ধাবন্তস্তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষা বিনয়ং প্রাপ্তাঃ শিষ্যবর্য্যাঃ কচ্চিত্ত্বাং গুরুং সেবন্তে। ৩৯।

নিত্যাঃ শত্রবঃ কামাদ্যাঃ যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধিসংজ্ঞকৈরষ্টভিরঙ্গৈর্যুক্তঃ সাধুচিত্তত্বগং সম্যক্ চৈতন্যতত্ত্ববিষয়ং। ৪০।

যাহারা ভক্তি যুক্ত, আত্মপরায়ণ, বৈষয়িক পদার্থে বিরক্ত, যাহারা অন্তরিন্দ্রিয় বশীভূত করিয়াছে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে—যাহারা একান্ত শ্রদ্ধালু এবং তত্ব জ্ঞান শিখিতে অত্যন্ত অভিলাষী—এরূপ বিনীত শিষ্য গণ তোমাকে গুরু বলিয়া সেবা করে ত ?। ৩৯।

তুমি কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি চির শত্রু সকল নিপাত করিয়াছ ত ?। শান্তি, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল লাভ করিয়াছ ত ?। তুমি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা করিতে পারিয়াছ ত ?। তোমর

ইত্যদ্বৈতাচার্য্যবর্য্যেণ তেন প্রেম্ণা পৃষ্টঃ শঙ্করঃ সাধুশীলঃ। ভক্ত্যুদ্রেকাদ্বাষ্পপর্য্যাকুলাক্ষো বধ্নন্ মূর্দ্ধন্যঞ্জলিং ব্যাজহার ॥ ৪১ ॥

যদ্যৎ পৃষ্টং স্পষ্টমাচার্য্যপাদৈস্তত্তৎ সর্ব্বং ভো! ভবিষ্যত্যবশ্যং। কারুণ্যাব্ধেঃ কল্পয়ুষ্মৎকটাক্ষৈ দৃ‍ষ্টস্যাহো দুর্লভং কিন্নু! জন্তোঃ ॥ ৪২ ॥

বাষ্পপর্য্যাকুলে পরি ব্যাপ্তে অক্ষিণী যস্য। ৪১।

হে ভগবন্! আর্য্যপাদৈ র্যদ্যৎ পৃষ্টস্তত্তৎ সর্ব্বমবশ্যং স্পষ্টং ভবিষ্যতি যস্মাৎ কারুণ্যসমুদ্রস্য কল্পৈঃ সদৃশৈ র্ভবৎকটাক্ষৈ-র্দৃষ্টস্য জন্তোঃ কিং নু দুর্লভং কিমপি দুর্লভং নেত্যাহঃ। ৪২।

চিত্ত এক মাত্র চৈতন্য স্বরূপ পর ব্রহ্মে লীন হইয়াছে ত?। ৪০।

অদ্বৈত মতের আচার্য্য গৌড়পাদ এই রূপে প্রেম সহকারে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলে সৎ স্বভাব সম্পন্ন শঙ্কর, ভক্তির উদ্রেকে বাষ্পাকুল-চক্ষে মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৪১।

হে ভগবন্! আর্য্যপাদ যাহা যাহা প্রশ্ন করিলেন, অবশ্য সে সকল নির্বিবাদে হইতে পারিবে। কারণ, আপনার কটাক্ষরাশি দয়া-র্ণব সদৃশ। যে জন্তু আপনার কটাক্ষ দ্বারা অবলোকিত হইয়াছে, তাহার আর কোন বস্তু দুর্লভ নহে। ৪২।

ভবাদৃশ আর্য্যপাদ যদি দয়া করিয়া কাহাকে অবলোকন করেন, তবে সে ব্যক্তি যদি মুক হয়,

মূকো বাগ্মী মন্দধীঃ পণ্ডিতাগ্র্যঃ পাপাচারঃ পুণ্যনিষ্ঠেষু গণ্যঃ। কামাসক্তঃ কীর্ত্তিমান্নিস্পৃহাণামার্য্যাপাঙ্গালোকতঃ স্যাৎ ক্ষণেন ॥ ৪৩ ॥

লেশং বা পি জ্ঞাতুমিষ্টে পুমান্ কঃ সীমাতীতস্যাদ্য যুষ্মন্মহিম্নঃ। তুষ্টোঽত্যন্তং তত্ত্ববিদ্যোপদেষ্টা জাতঃ সাক্ষাদ্‌যস্য বৈয়াসকিঃ সঃ ॥ ৪৪ ॥

এতদেবোপপাদয়তি। ভবদ্বিধানামার্য্যাণাং কটাক্ষাবলোকাৎ ক্ষণমাত্রেণ মূকো বাগ্মী স্যাদেবমগ্রেঽপি নিস্পৃহাণাং মধ্যে কীর্ত্তিমান্। ৪৩।

সীমাতীতস্য ভবন্মহিম্নো লেশং বাপি জ্ঞাতুমদ্য কঃ পুমান্ সমর্থো ন কোঽপীত্যর্থঃ। কুতইতি চেত্তত্রাহ। যস্য ভবতঃ সঃ অতিপ্রসিদ্ধোব্যাসসূনুঃ শুকাচার্য্যোঽত্যন্তং তুষ্টো ভূত্বা সাক্ষাৎ স্বয়মেব বিদ্যোপদেষ্টা জাতোঽস্তইত্যর্থঃ। ৪৪।

তথাপি ক্ষণকালের মধ্যে সে ব্যক্তি বাগ্মী (বক্তা) হইতে পারে। মূর্খ হইলে পণ্ডিতের অগ্রগণ্য—পাপিষ্ঠ হইলে পুন্যাত্মার শ্রেষ্ঠ—বিষয়াসক্ত ব্যক্তি হইলে আপনার আশীর্ব্বাদে সে ক্ষণমাত্র বৈরাগীর অগ্রগণ্য হইতে পারে। ৪৩।

আপনার মহিমা অসীম। পৃথিবীতে এমন পুরুষ কেহই নাই যে আপনার মহিমার কণা মাত্র বুঝিতে পারে। অধিক কি বলিব—অতি বিখ্যাত ব্যাস পুত্র শুকদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং আপনার ব্রহ্ম তত্ত্বের উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। ৪৪।

শুকদেব বেদব্যাসের পুত্র বলিয়া প্রধান

আজানাত্মজ্ঞানসিদ্ধং যমারাদৌদাসীন্যাজ্জাতমাত্রং ব্রজন্তং। প্রেমাবেশাৎ পুত্রপুত্রেতি শোচন্ পারাশর্য্যঃ পৃষ্ঠতোঽন্বপ্রপেদে॥ ৪৫॥

যশ্চাহূতো যোগভাষ্যপ্রণেত্রা পিত্রা প্রাপ্তঃ সপ্রপঞ্চৈকভাবং। সর্ব্বাহন্তাশীলনাদ্যোগভূমেঃ প্রত্যাক্রোশং প্রাতনোদ্বৃক্ষরূপঃ॥ ৪৬॥

তত্তাদৃক্জ্ঞানপাথোধিযুষ্মৎপাদদ্বন্দ্বং পদ্মসৌহার্দহৃদ্যং॥ দৈবাদেতদ্দীনদৃগ্গোচরং চেদ্ভক্তস্যৈতদ্ভাগধেয়ং হ্যমেয়ং॥ ৪৭॥

বৈয়াসকিরিত্যুক্ত্যা ব্যাসপুত্রত্বেনৈব তস্য শ্রেষ্ঠ্যং নাস্ত্যপিতু স্বতোঽপীত্যাশয়েন তং বর্ণয়তি। যং জন্মত এবাত্মজ্ঞানসিদ্ধ মৌদাসীন্যেনারাৎ সমীপাদ্দূরম্বা জাতমাত্রং ব্রজন্তং প্রেমাবেশাৎ পুত্রপুত্রেতিশোচন্ পরাশরনন্দনো বেদব্যাসঃ পৃষ্ঠতোঽন্বপ্রপেদে। অবৈদিকে ইতি শব্দে পরে প্লুতোঽপ্লুতবৎস্যাদিত্যর্থকেনাপ্লুতবদুপস্থিত ইতিসূত্রেণাপ্লুতবত্ত্বাৎ স্বরসন্ধিঃ॥ ৪৫॥

যশ্চ যোগভাষ্যপ্রণেত্রা পিত্রা আহূতঃ সর্বাহন্তাবশীলনাদ্যোগভূমেঃ প্রপঞ্চৈকভাবং প্রাপ্তঃ স বৃক্ষরূপঃ প্রত্যাক্রোশং প্রাতনোৎ। তথাচোক্তং যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং দ্বৈপায়নোবিরহকাতর আজুহাব। পুত্রেতিতন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদুস্তং ব্যাসসূনুমুপয়ামি গুরুং মুনীনাং ইতি যোগমাহাত্ম্যেন গমনাগমনয়োঃ সম্ভবাৎ পরীক্ষিদুপদেষ্টৃত্ববদ্গৌড়পাদোপদেষ্টৃত্বমপি নবিরুধ্যত ইতি দ্রষ্টব্যং॥ ৪৬॥

তত্তস্মাদেবংবিধস্য জ্ঞানসমুদ্রস্য ভবতঃ কমলস্য সৌহার্দেন সাদৃশ্যেন হৃদ্যমেতৎপাদদ্বন্দ্বং দৈবাদস্মদ্বিধদীনদৃষ্টিবিষয়ভূতং যদি স্যাত্তর্হি এতদ্ভক্তস্যাপ্রমেয়ং ভাগ্যং॥ ৪৭॥

নহেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সর্ব্ব বিষয়ের পারদর্শী হওয়াতে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। দেখুন—শুকদেব জন্ম দিবস হইতে আত্ম জ্ঞানে প্রসিদ্ধ হন। সকল বিষয়ে উদাসীন থাকেন। যখন ঔদাসীন্য দেখাইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে গমন করেন, তখন পরাশর তনয় বেদব্যাস প্রেম বশতঃ হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে পুত্রের অনুগমন করেন। ৪৫।

যোগ শাস্ত্রের ভাষ্য প্রণেতা পিতা বেদব্যাস যখন পুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন শুকদেব, সমস্ত অহঙ্কার পূর্ণ ভাবিয়া যোগ ভূমির প্রপঞ্চের সহিত এক ভাব প্রাপ্ত হইলেন। শেষে স্বয়ং যোগ ভূমিতে বৃক্ষের মতন শব্দ করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে শাস্ত্র আছে। যথাঃ—'উদাসীন শুকদেব যখন সংন্যাসী হইয়া গমন করেন, তখন দ্বৈপায়ন, পুত্র বিরহে কাতর হইয়া পুত্র পুত্র বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন তন্ময় হইয়া বৃক্ষ সকল শব্দ করিয়া বলিল, (আমি মুনি গুরু ব্যাস পুত্র শুকদেবের সমীপে গমন করিব।)'। ৪৬।

অতএব আপনিও জ্ঞানার্ণব—আপনার পাদাম্বুজ যুগল প্রফুল্ল শতদলের মতন সুন্দর। হটাৎ যখন এই দীনের চক্ষে আপনার পাদপদ্ম নিপতিত হইয়াছে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই ভক্তের ভাগ্য অসীম। ৪৭।

ইত্যাকর্ণ্যাথাব্রবীদ্গৌড়পাদো বৎস! শ্রুত্বা বাস্তবাংস্ত্বদ্গুণৌঘান্॥ দ্রষ্টুং শান্তস্বান্তবন্তং ত্বমত্বাং গাঢোৎকণ্ঠাগর্ভিতঞ্চিত্তমাসীত্॥ ৪৮॥

কৃতাস্ত্বয়া ভাষ্যমুখা নিবন্ধা মৎকারিকাবারিজনুঃসুধার্কাঃ। শ্রুত্বেতিগোবিন্দমুখাৎ প্রহৃষ্যদ্দৃগধ্বনীনোঽস্মি তবাদ্যবিদ্বন্॥ ৪৯॥

শান্তমনোবন্তং ত্বাং দ্রষ্টুং অত্যন্তোৎকণ্ঠাগর্ভিতং মম মানসমাসীৎ॥ ৪৮॥

কিঞ্চ মৎকৃতকারিকাজমুখসূর্য্যাঃ ভাষ্যাদয়োনিবন্ধাস্ত্বয়া কৃতা ইতিগোবিন্দমুখাচ্ছুত্বা হর্ষং প্রাপ্যাদ্য হে বিদ্বন্! তব দৃষ্টিমার্গগোঽস্মি॥ ৪৯॥

শঙ্করের এই সমস্ত কথা শুনিয়া আর্য্য গৌড়পাদ বলিতে লাগিলেন। বৎস! আমি প্রথমে তোমার এই সমস্ত বাস্তবিক গুণ রাশি শ্রবণ করি। তাহার পর এক দিন আমার চিত্তে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল। তদবধি তোমাকে দেখিবার জন্য আমার নিরতিশয় বাসনা জন্মে। ৪৮।

আমার যে সকল কারিকা রূপ পদ্ম পুষ্প আছে, তাহার সুখকর সূর্য্য সদৃশ যে সকল তুমি ভাষ্য প্রভৃতি নিবন্ধ রচনা করিয়াছ, তাহা আমি গোবিন্দনাথের মুখে শ্রবণ করি। হে পণ্ডিত! আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হই। শেষে অদ্য তোমার নয়ন পথে পতিত হইয়াছি। ৪৯।

ইতি স্ফুটং প্রোক্তবতে বিনীতঃ সোঽশ্রাবয়দ্ভাষ্যমশেষমস্মৈ॥ বিশিষ্য মাণ্ডূক্যগভাষ্যযুগ্মং শ্রুত্বা প্রহৃষ্যন্নিদমব্রবীত্তং॥ ৫০॥

মৎকারিকাভাববিভেদিতাদৃঙ্মাণ্ডূক্যভাষ্য শ্রবণোত্থহর্ষঃ॥ দাতুং বরং তে বিদুষাং বরায় প্রোৎসাহয়ত্যাশু বরং বৃণীষ্ব॥ ৫১॥

মাণ্ডূক্যগতভাষ্যযুগ্মং শ্রুতিভাষ্যং গৌড়পাদীয়কারিকাভাষ্যং চেত্যর্থঃ বি০॥ ৫০॥

যদুবাচ তদেবাহ। মৎকারিকাভাববিভেদিনোস্তাদৃশয়োর্মাণ্ডূক্যভাষ্যয়োঃ শ্রবণেনোত্থিতোহর্ষঃ বিদুষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠায় তুভ্যং বরং দাতুং প্রোৎসাহয়তি তস্মাচ্ছীঘ্রং বরং বৃণীষ্ব ইত্যন্ব০॥ ৫১॥

গৌড় পাদ যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন শঙ্কর বিনয় সহকারে বিশেষ করিয়া মাণ্ডূক্য উপনিষদের দুই খানি ভাষ্য—বেদের ভাষ্য—এবং গৌড় পাদের যত কারিকা ছিল, তাহার ভাষ্য—উত্তম রূপে শোনাইলেন। গৌড় পাদ এই সমস্ত ভাষ্য শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন। ৫০।

তুমি যে মাণ্ডূক্য উপনিষদের দুই খানি ভাষ্য রচনা করিয়াছ, তাহাতে আমার কারিকার ভাব সকল দূষিত হইয়াছে। আমি তোমার এরূপ নৈপুণ্য দেখিয়া ভাষ্যের অর্থ শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। তুমি সুপণ্ডিত হইয়াছ, তোমাকে বর দিবার জন্য আমি অত্যন্ত

স প্রাহ পর্য্যায়শুকর্ষিমীক্ষ্য ভবন্তমদ্রাক্ষমতিষ্যপূরুষং ॥ বরঃ পরঃ কোঽস্তি তথাপি চিত্তনঞ্চিত্তত্ত্বগং মেঽস্তু গুরো! নিরন্তরং ॥ ৫২ ॥

তথেতি সোঽন্তর্দ্ধিমপাস্তমোহে গতে চিরঞ্জীবিমুনাবথাঽসৌ ॥ বৃত্তান্তমেতং স মুদাশ্রবেভ্যঃ সং শ্রাবয়ং স্তাং ক্ষণদামনৈষীত্ ॥ ৫৩ ॥

এবং বরগ্রহণায় প্রেরিতঃ স শ্রীশঙ্করঃ প্রাহ। ভবন্তং পর্য্যায়েণরূপান্তরেণোপলক্ষিতং শুকর্ষিং শুকর্ষেঃ পর্য্যায়মিতিবা সর্বাত্মনাশুকর্ষিতুল্যমীক্ষ্য ভগবন্তমকলিপুরুষস্ত্রিযুগং পরমাত্মানং বিষ্ণুমেবাহমদ্রাক্ষমতোঽস্মাৎ পরো বরঃ কোঽপি নাস্তি তথাপি হে গুরো! মে চিত্তং সদৈব চৈতন্যতত্ত্ববিষয়মস্থিতি-বরং দেহীত্যর্থঃ উঁ০ ॥ ৫২ ॥

তথেতি স গৌড়পাদঃ প্রাহেত্যনুক্রস্য সম্বন্ধনীয়ং। অথাপাস্তমোহে চিরঞ্জীবিমুনাবন্তর্দ্ধিং গতে সতি অসৌ এতং বৃত্তান্তং শিষ্যেভ্যো মুদা সংশ্রাবয়ংস্তাং রাত্রিমনৈষীত্ ॥ ৫৩ ॥

উৎসাহিত হইয়াছি। তুমি অবিলম্বে বর প্রার্থনা কর। ৫১।

শঙ্কর বলিলেন—আপনি অবিকল শুক ঋষির তুল্য। আপনি কলিকালের পুরুষ নহেন। আমি সৌভাগ্য ক্রমে আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি। আপনি এক মাত্র পরমাত্মা বিষ্ণু স্বরূপ। ইহা অপেক্ষা আর কি বর হইতে পারে। তবে যদি নিতান্ত দয়া করেন—তাহা হইলে হে গুরুদেব! আমার চিত্ত যেন নিরন্তর চৈতন্য তত্ত্ব পরমাত্মাতে লীন থাকে। ৫২।

অথ হ্যানদ্যামুষসি ক্ষমীন্দ্রো নির্বর্ত্ত্য নিত্যং বিধিবৎ স শিষ্যৈঃ ॥ তীরে নিদিধ্যাসনলালসোঽভূদত্রান্তরেঽশ্রূয়ত লোকবার্ত্তা ॥ ৫৪ ॥

জম্বূদ্বীপং শস্যতেঽস্যাং পৃথিব্যাং তত্রাপ্যেতন্মণ্ডলং ভারতাখ্যং ॥ কাশ্মীরাখ্যং মণ্ডলং তত্র শস্তং যত্রাস্তেঽসৌ শারদা বাগধীশা ॥ ৫৫ ॥

অথ প্রাতঃকালে শ্রীশঙ্করঃ শিষ্যৈঃ সহ নিত্যকর্ত্তব্যং গঙ্গায়াং বিধিবৎ সংপাদ্য তস্যাস্তীরে নিদিধ্যাসনলালসোঽভূদেতস্মিন্নন্তরে লোকবার্ত্তাঽশ্রূয়ত ॥ ৫৪ ॥

তামেবাহ জম্বূদ্বীপমিতি ইন্দ্র ॥ ৫৫ ॥

মায়া মমতা বিহীন চিরঞ্জীবী গৌড়পাদ মুনি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন আচার্য্য শঙ্কর এই সমুদয় বৃত্তান্ত আপনার শিষ্য দিগকে শ্রবণ করাইয়া সেই রাত্রি যাপন করিলেন। ৫৩।

অনন্তর প্রাতঃকালে আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে নিত্য কর্ম্ম সকল যথাবিধি সমাপন করিয়া তথায় নিদিধ্যাসন করিবার জন্য মনে মনে বাসনা করিলেন। ইতি মধ্যে লোক কোলাহল শ্রবণ করিলেন। ৫৪।

পৃথিবীর মধ্যে জম্বূ দ্বীপ প্রধান। তাহার মধ্যে আবার এই ভারতবর্ষ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কাশ্মীর প্রদেশ সর্ব্বাগ্রগণ্য ও প্রশস্ত। কারণ, কাশ্মীর দেশে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শারদা (সরস্বতী) বাস করিয়া আছেন। ৫৫।

সেই দেবীর গৃহে চারিটী দ্বার আছে।

দ্বারৈর্যুক্তং মাণ্ডপৈস্তচ্চতুর্ভির্দেব্যা গেহং যত্র সর্বজ্ঞপীঠং। যত্রারোহে সর্ববিৎ সজ্জনানাং নান্যে সর্বে যৎ প্রবেষ্টুং ক্ষমন্তে ॥ ৫৬ ॥

প্রাচ্যাঃ প্রাচ্যাং পশ্চিমাঃ পশ্চিমায়াং যে চোদীচ্যাস্তামুদীচীং প্রপন্নাঃ ॥ সর্বজ্ঞাস্তং দ্বারমুদ্‌ঘাটয়ন্তো দাক্ষা নদ্ধং নো তদুদ্‌ঘাটয়ন্তি ॥ ৫৭ ॥

বার্ত্তামুপশ্রুত্য স দাক্ষিণাত্যো মানং তদীয়ং

মণ্ডপসম্বন্ধিভিঃ চতুর্ভিঃ দ্বারৈর্যুক্তস্তস্যা দেব্যা গেহং যস্মিন্ গেহে সর্বজ্ঞপীঠং। যত্রারোহে সতি সজ্জনানাং মধ্যে সর্বজ্ঞো-ভবতি। সর্বজ্ঞাদন্যে সর্বেঽপি যদ্‌গৃহং প্রবেষ্টুমপি ন ক্ষমন্তে যদ্বা যদেবম্ভূতস্তদ্দেব্যা গেহমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

দাক্ষা দাক্ষিণাত্যাঃ পিনদ্ধস্তৎ দ্বারং নোদ্‌ঘাটয়ন্তি ৫৭ ॥

তস্যা বার্ত্তায়া ইদং প্রমাণং মাতুং ইদং মানং নবেতি

প্রত্যেক দ্বারে এক একটি মণ্ডপ আছে। শারদা দেবীর গৃহে সর্ব্বজ্ঞ পীঠ বিদ্যমান। সেই স্থানে আরোহণ করিলে সজ্জন গণের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেহই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। ৫৬।

প্রাচ্য পণ্ডিতেরা পূর্ব্ব দ্বার—পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ পশ্চিম দ্বার—উদীচ্য পণ্ডিত গণ উত্তর দ্বার অধিকার করিয়া আছেন। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তরদেশীয় সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত গণ দেবীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ। দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতেরা দেবীর বদ্ধ দ্বার উন্মোচন করিতে কিছুতেই সক্ষম নহে। ৫৭।

পরিমাতুমিচ্ছন্। কাশ্মীরদেশায় জগাম হৃষ্টঃ শ্রীশঙ্করো দ্বারমপাবরীতুং ॥ ৫৮ ॥

দ্বারং পিনদ্ধং কিল দাক্ষিণাত্যং ন সন্তি বিদ্বাংস ইতীহ দাক্ষাঃ। তাং কিংবদন্তীং বিফলাং বিধাতুং জগাম দেবীনিলয়ায় হৃষ্যন্ ॥ ৫৯ ॥

বাদিব্রাতগজেন্দ্রদুর্মদঘটাদুর্গর্বসংকর্ষণ-শ্রীমচ্ছঙ্করদেশিকেন্দ্রমৃগরাড্ভায়াতি সর্বার্থবিৎ। দূরং গচ্ছত বাদিদুঃশঠগজাঃ! সংন্যাসদংষ্ট্রায়ুধো বেদান্তোরুবনাশ্রয়স্তদপরং দ্বৈতং বনং ভক্ষতি ॥ ৬০ ॥

নিশ্চেতুং ইচ্ছন্ তদ্‌দ্বারমুদ্‌ঘাটয়িতুং কাশ্মীরদেশায় জগাম ॥ ৫৮ ॥

কিলেতি প্রসিদ্ধং দাক্ষিণাত্যং দ্বারং পিনদ্ধং। যত ইহ ভূমৌ দাক্ষিণাত্যবিদ্বাংসো নৈব সন্তীতি কিংবদন্তীং জনশ্রুতিং বিফলাং বিধাতুং জগাম আ০ ॥ ৫৯ ॥

বাদিসমূহাএব গজেন্দ্রাস্তেষাং দুর্মদঘটাভি র্যো গর্ব্বস্তং সম্যক্‌কর্ষতীতি তথা স চাসৌ শ্রীমচ্ছঙ্করদেশিকেন্দ্রলক্ষণো

দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত এই বার্ত্তা শুনিয়া দ্বারের পরিমাণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে শেষে সন্তুষ্ট মনে কাশ্মীর দেশে গমন করিলেন। ৫৮।

"দক্ষিণ দিকের দ্বার রুদ্ধ আছে। কারণ, পৃথিবীতে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত কেহই নাই।" আচার্য্য শঙ্কর এই রূপ জন রব বিফল করিবার মানসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হন। ৫৯।

গজ সদৃশ যে সকল বাদী আছে, তাহাদের

করটতটান্তবান্তমদসৌরভসারভরস্খলদলিসন্ত্র-মৎকলভকুম্ভজৃম্ভিতবলঃ। হরিরিব জম্বুকানতি-মদরদযুতান্ কুজনানপি নাক্ষিগোচরয়তীহ যতি-পতি ইতকান্॥ ৬১ ॥

মৃগেন্দ্রঃ সর্ব্বার্থবিদায়াত্যতো হে বাদিদুঃশঠগজা! দূরঙ্গচ্ছত কিং করোতীতি চেৎ সংন্যাসলক্ষণদংষ্ট্রায়ুধো বেদান্তলক্ষণবৃহদ্বনা-শ্রয়ো বেদান্তাদন্যং দ্বৈতপ্রতিপাদকং শাস্ত্রলক্ষণং বনং ভক্ষতী-ত্যধ্বনি সংশ্রাবয়ন্নিতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ শ০ ॥ ৬০ ॥

করটস্তটান্তাদ্গণ্ডতটপ্রান্তভাগাদুদ্বমিতমদসৌরভসারভরেণ স্খলদ্ভিঃ অলিভিঃ ভ্রমতি গজকুম্ভে জৃম্ভিতং বলং যস্য স সিংহো যথা ক্ষুদ্রান্ শৃগালান্ ন গণয়তি তথেহ লোকে যতি-পতি র্মদলক্ষণরদযুক্তান্নিন্দিতান্ কুৎসিতজনানপি নাক্ষি-গোচরয়তি ন গণয়তি। যদি ভবতো নজৌ ভজজলাগুরুমর্ক-টকং ॥ ৬১ ॥

মত্ততা হইতে যে গর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছে—তাহা দমন করিতে আচার্য্য শঙ্কর সিংহের মতন বল প্রকাশ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। হে বাদী দুষ্ট গজ সকল! তোমরা শীঘ্র দূরে পলায়ন কর। কারণ, এই শঙ্করাচার্য্য রূপ মৃগেন্দ্র বেদান্ত রূপ গভীর কাননে বিচরণ করিয়া থাকেন। সংন্যাস অবলম্বন করাই এই সিংহের দন্ত ও অস্ত্র। অদ্বৈত শাস্ত্রের বিরোধী যত শাস্ত্র আছে, সেই সকল দ্বৈত শাস্ত্ররূপ বনে এ সিংহ কদাচ ভ্রমণ করেন না। ৬০।

হস্তীর গণ্ড স্থলের প্রান্ত ভাগ হইতে যে মদ জল গলিত হইতেছিল, তাহার সৌরভে মত্ত হইয়া অলিকুল স্খলিত হইল। ভ্রমর গণের স্খলনে গজকুম্ভ বিকৃত হইল। শঙ্করসিংহ বাদী রূপ গজের পূর্ব্বোক্ত কুম্ভ স্থলে বল প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষুদ্র শৃগালকে একেবারে গণনা করেন না। আর, এই জগতে গর্ব্ব রূপ দন্ত যুক্ত যে সকল নিন্দিত জন আছে, আচার্য্য শঙ্কর তাহাদিগকে দর্শন করিতে চাহেন না। ৬১।

সংশ্রাবয়ন্নধ্বনি দেশিকেন্দ্রঃ শ্রীদক্ষিণদ্বার-ভুবং প্রপেদে। কবাটমুদ্ঘাট্য নিবেষ্টুকামং স-সংভ্রমং বাদিগণো ন্যরৌৎসীৎ ॥ ৬২ ॥

অথাব্রবীদ্বাদিগণঃ স দেশিকং কিমর্থমেবং

ইত্যেবং মার্গে সং শ্রাবয়ন্ দেশিকেন্দ্রঃ শ্রীদক্ষিণদ্বারভূমিং প্রাপ্তবান্। ততঃ কবাটমুদ্ঘাট্য প্রবেষ্টুকামং সসম্ভ্রমন্তং বাদি-গণো নিরোধিতবান্ উ০ ॥ ৬২

অথ নিরোধনানন্তরং স বাদিগণো দেশিকমুবাচ। এবং বহুসম্ভ্রমা ক্রিয়া কিমর্থং বহুসম্ভ্রমস্য ক্রিয়া করণং ইতিবা যদত্র

গুরুবর শঙ্কর এই কথা পথে শোনাইয়া দক্ষিণ দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। পরে কপাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক গৃহের মধ্যে যখন প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, তৎকালে বাদিগণ সসম্ভ্রমে শঙ্করকে নিবারণ করিল। ৬২।

বাদী সকল আচার্য্যকে বলিতে লাগিল—কেন তুমি এরূপ সগর্ব্বে কথা কহিতেছ? কেন তুমি সসম্ভ্রমে এরূপ কার্য্য করিতেছ? এখানে

বহুসম্ভ্রমক্রিয়া। যদত্র কার্য্যং তদুদীর্য্যতাং শনৈর্ন সম্ভ্রমঃ কর্ত্তুমলং তদীপ্সিতং॥ ৬৩॥

যঃ কশ্চিদেত্যেতু পরীক্ষিতুং চেদ্বেদাখিলং নাবিদিতং মমাণু। ইত্থং ভবান্ বক্তি সমুন্নতীচ্ছো! দত্বা পরীক্ষাং ব্রজ দেবতালয়ং॥ ৬৪॥

ষড়্ভাববাদী কণভুঙ্মতস্থঃ পপ্রচ্ছ তং স্বীয়র-

কার্য্যং তৎ প্রকাশয় যত্ত্বদীপ্সিতং কর্ত্তুং সম্ভ্রমঃ সমর্থো ন ভবতি বংশং॥ ৬৩॥

যঃ কশ্চিৎ পরীক্ষিতুমায়াতি স কামমাগচ্ছতু যতোঽহমখিলং বেদ অণ্বপি নাবিদিতং নাস্তি। বাদিগণ আহ অমুনা প্রকারেণ ভবান্ বক্তি চেত্তর্হি হে সমুন্নতীচ্ছো! পরীক্ষাং দত্বা দেবতালয়ং ব্রজ ইন্দ্রং ৬৪॥

এবং শ্রুত্বা পরীক্ষাং দাতুমবস্থিতং শ্রীশঙ্করাচার্য্যং প্রতি কণাদমতেস্থিতঃ একং স্বীয়ং রহস্যং পপ্রচ্ছ। তং বিশিনষ্টি।

তুমি যাহা করিবে, তাহা শীঘ্র প্রকাশ কর। কারণ, তুমি যাহা করিতে বাসনা করিয়াছ, তাহাতে তোমার সম্ভ্রমে কিছুই হইবে না। ৬৩।

বাদী সকল বলিতে লাগিল, আপনি বলিতেছেন—"যে কেহ পরীক্ষা লইতে আসিবেন, তিনি স্বচ্ছন্দে আসুন। আমি সকল শাস্ত্র অবগত আছি। অণুমাত্র আমার অবিদিত নাই।" হে উন্নতিশীল! আপনি যখন এরূপ কথা বলিতেছেন, তখন পরীক্ষা দিয়া দেবতার গৃহে গমন করুন। ৬৪।

শঙ্করাচার্য্য এই কথা শুনিয়া পরীক্ষাদিতে

হস্যমেকং। সংযোগভাজঃ পরমাণুযুগ্মাজ্জাতং হি সূক্ষ্মং দ্ব্যণুকং মতং নঃ॥ ৬৫॥

যৎ স্যাদণুত্বং তদুপাশ্রিতং তজ্জায়েত কস্মাদ্বদ সর্ব্ববিচ্চেৎ। নোচেৎ প্রভুত্বং তব ক্লুমেতে সর্বজ্ঞভাষাং বিহিতাং কথং তে॥ ৬৬॥

দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ ষট্ভাবা ইতি রহস্যমেব দর্শয়তি সংযোগভাগিনঃ পরমাণুদ্বয়াৎ সূক্ষ্মং দ্ব্যণুকং জাতমিতি নো মতং॥ ৬৫॥

দ্ব্যণুকাশ্রিতং অণুত্বং যৎ স্যাত্তৎ কস্মাজ্জায়েতেতি বদ যদি ত্বং সর্ববিচ্চেত্তর্হি প্রভুত্বং বক্তুমেতে তব শিষ্যা রচিতাং সর্ব্বজ্ঞভাষাং ব্রুবন্তি। নত্বর্থতঃ ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽসীত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

প্রস্তুত হইলেন। তখন কণাদমতাবলম্বী এক জন পণ্ডিত আচার্য্যকে আপনার মতের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিল। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টী পদার্থ। দুইটী পরমা যখন পরস্পর সংযুক্ত হয়, তখন তাহা হইতে সূক্ষ্ম দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। ইহাই আমাদের মতের সার ভাগ জানিবেন। ৬৫।

দ্ব্যণুক পদার্থে যে অণুত্ব আছে, কাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে?। আপনি যদি সর্ব্বজ্ঞ হন, তবে একথা শীঘ্র বলুন। নতুবা এই সকল শিষ্য গণ আপনার সমুচিত সর্ব্বজ্ঞতা পদ কিরূপে প্রকাশ করিবে?। এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে জানিতে পারিব যে, কেবল আপনার শিষ্য গণই আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আহ্বান করে।

যা দ্বিত্বসংখ্যা পরমাণুনিষ্ঠা সা কারণং তস্য গতস্য মাত্রা। ইতীরিতে তদ্বচনং প্রপূজ্য স্বয়ং ন্যবর্ত্তিষ্ট কণাদলক্ষ্মীঃ ॥ ৬৭ ॥

তত্রাপি নৈয়ায়িক আত্তগর্বঃ কণাদপক্ষাচ্চরণাক্ষপক্ষে। মুক্তের্বিশেষং বদ সর্ববিচ্চেন্নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ববিত্ত্বে ॥ ৬৮ ॥

পরমাণুদ্বয়নিষ্ঠা যা দ্বিত্বসংখ্যা সা তস্য দ্ব্যণুত্বস্য কারণমিতি মাত্রা জ্ঞাত্রা শ্রীশঙ্করেণ কথিতে সতি তদ্বচনং প্রপূজ্য কণাদলক্ষ্মীঃ স্বয়মেব নিবৃত্তিং গতা উং ॥ ৬৭ ॥

তদনন্তরন্তেষু মধ্যে গৌতমমতাশ্রয় আত্তগর্ব্বো নৈয়ায়িক আহ। কণাদপক্ষাদ্‌গৌতমপক্ষে মুক্তের্ব্বিশেষং বদ যদি ত্বং সর্ব্বজ্ঞো নো চেৎ সর্ব্ববিত্ত্বে প্রতিজ্ঞাং ত্যজ ॥ ৬৮ ॥

কিন্তু সকল বিষয় অবগত আছেন বলিয়া আপনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। ৬৬।

শঙ্কর বলিলেন—দুইটী পরমাণুতে যে দ্বিত্ব সংখ্যা আছে, সেই দ্বিত্ব সংখ্যাই দ্ব্যণুকাশ্রিত পরমাণুর কারণ। জ্ঞানবান্ শঙ্করের এই কথা সমাপ্ত হইলে শঙ্করের বাক্য পূজা করিয়া কণাদলক্ষ্মী স্বয়ং নিবৃত্তি পাইল। ৬৭।

তন্মধ্যে এক জন নৈয়ায়িক আসিয়া গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল। কণাদ পক্ষ হইতে গৌতমের পক্ষে মুক্তির কি বিশেষ আছে, তাহা বলুন ?। আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আপনাকে একথা বলিয়াছি। নতুবা আপনার সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া যে অভিমান আছে, শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ

অত্যন্তনাশো গুণসংগতের্যা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে। মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসম্বিৎসহিতা বিমুক্তিঃ ॥ ৬৯ ॥

পদার্থভেদঃ স্ফুটএব সিদ্ধস্তথেশ্বরঃ সর্বজগ-

এবমুক্ত আচার্য্য আহ। গুণসম্বন্ধস্যাত্যন্তনাশে নভোবদ্‌যা স্থিতিঃ সা কণাদপক্ষে মুক্তিঃ। তদীয়ে গৌতমপক্ষে তু সা গুণসঙ্গতেরত্যন্তনাশে নভোবৎ স্থিতিরানন্দসম্বিৎসহিতা মুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

পদার্থভেদস্তু স্ফুটএব সিদ্ধঃ। কণাদমতে সপ্ত পদার্থাঃ। গৌতমমতে তু ষোড়শ তে তথাচ কণভুক্‌সূত্রং দ্রব্যগুণকর্ম্মসা-

---

করুন। ৬৮।

তাহার প্রত্যুত্তরে শঙ্কর বলিলেন—দ্রব্যের সহিত গুণের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের অত্যন্ত নাশ হইলে আকাশের মতন যে অবস্থান, কণাদের মতে তাহাই মুক্তি। গুণসম্বন্ধের অত্যন্ত নাশ হইলে আকাশের মতন যে অবস্থিতি, সেই অবস্থিতি, জ্ঞান ও আনন্দের সহিত মিলিত হইলে গৌতমের মতে মুক্তি হয়। ৬৯।

কণাদ ও গৌতমের মতে কত পদার্থ, তাহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। কণাদের মতে সাতটি আর গৌতমের মতে ষোলটি পদার্থ আছে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি কণাদ মতে পদার্থ। দ্রব্য হইতে সমবায় পর্য্যন্ত এই ছয়টি ভাব পদার্থ। আর গৌতম মতে প্রমাণ, প্রমেয়,

দ্বিধাত্মা। স ঈশ্বরবাদী স্ফুরিতেঽভিনন্দ্য নৈয়ায়িকোঽপি ন্যবৃত্তন্নিরোধাৎ ॥ ৭০ ॥

তং কাপিলঃ প্রাহ চ মূলযোনিঃ কিম্বা স্বতন্ত্রা চিদধিষ্ঠিতা বা। জগন্নিদানং বদ সর্ববিন্নোচেৎ প্রবেশস্তব দুর্লভঃ স্যাৎ ॥ ৭১ ॥

সা বিশ্বযোনির্বহুরূপভাগিনী স্বয়ং স্বতন্ত্রা ত্রিগুণাত্মিকা সতী। ইত্যেব সিদ্ধান্তগতিস্তু কাপিলী বেদান্তপক্ষে পরতন্ত্রতা মতা ॥ ৭২ ॥

ততোঽনদন্তো ন্যরুণন্ সগর্বা দত্বা পরীক্ষাং

মান্তবিশেষসমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ। তথা গৌতমীয়মপি প্রমাণপ্রমেয় সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমইতি। সর্বজগন্নিমিত্তকারণভূত ঈশ্বরস্তথা কণাদপক্ষবদেব ইত্যাদিতে সতি স ঈশবাদী নৈয়ায়িকোঽপি নিরোধনান্ন্যবৃত্তন্নিবৃত্তঃ ॥ ৭০ ॥

ততস্তং সাংখ্যঃ প্রাহ। মূলপ্রকৃতিঃ কিং স্বতন্ত্রা জগৎকারণমূত চিদধিষ্ঠিতেতি সর্বজ্ঞস্তাবৎ বদ নোচেৎ প্রবেশস্তব দুর্লভঃ স্যাৎ ॥ ৭১ ॥

এবমুক্ত আচার্য্য আহ। সা বিশ্বযোনিঃ সত্ত্বরজস্তমোঽভিধগুণত্রয়াত্মিকা স্বতন্ত্রা সতী বহুরূপভাগিনী জগন্নিদানমিতি তু কাপিলী সিদ্ধান্তগতি র্বেদান্তপক্ষে তস্যাঃ পরতন্ত্রতা মতা ॥ ৭২ ॥

ততো নদন্তো ন্যরুণন্নিতি ততস্তদনন্তরন্তথৈব বাহ্যার্থবিজ্ঞানকশূন্যবাদৈঃ প্রথিতাঃ সগর্ব্বাঃ সৌত্রান্তিকবৈভাষিকযোগা-

---

সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস,* ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান—এই ষোলটী পদার্থ। এই ষোলটী পদার্থের তত্ত্ব জানিতে পারিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। কণাদের মতে যেমন ঈশ্বর সকল জগতের নিমিত্ত কারণ, গৌতমের মতেও ঈশ্বর সেই রূপ সকল জগতের নিমিত্ত কারণ। আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরবাদী নৈয়ায়িক রুদ্ধ হইয়া নিবৃত্ত হইল। ৭০।

অনন্তর এক জন সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত আসিয়া শঙ্করকে বলিল। আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মূল প্রকৃতি যখন স্বাধীন ভাবে বিদ্যমান থাকে, তখনই তিনি জগতের কারণ? অথবা কোন চৈতন্যপদার্থ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে মূল প্রকৃতি জগতের কারণ হয়?। ইহা না বলিতে পারিলে আপনার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করা দুর্লভ। ৭১।

আচার্য্য বলিলেন—মূলপ্রকৃতি, সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট। যদিচ স্বতন্ত্র বটে, তথাপি বহুরূপ ভজনা করিয়া থাকে। বহুরূপা—ত্রিগুণ বিশিষ্ট মূলপ্রকৃতিই জগতের মূলকারণ। ইহাই কপিলের সিদ্ধান্তমত জানিবে। কিন্তু বেদান্ত মতে প্রকৃতি স্বাধীন নহে, চৈতন্যের অধীন জানিবে। ৭২।

অনন্তর দুইপ্রকার বাহ্যার্থবাদী, বিজ্ঞান বাদী

ব্রজ ধাম দেব্যাঃ। বৌদ্ধাস্তথা সংপ্রথিতাঃ পৃথিব্যাং বাহ্যার্থবিজ্ঞানকশূন্যবাদৈঃ ॥ ৭৩ ॥

বাহ্যার্থবাদো দ্বিবিধস্তদন্তরং বাচ্যং বিবিক্ষু যদি দেবতালয়ং। বিজ্ঞানবাদস্য চ কিং বিভেদকং ভবন্মতাদ্‌ব্রূহি ততঃ পরং ব্রজ ॥ ৭৪ ॥

চার্য্যমাধ্যমিকমতাপন্নিনো বৌদ্ধাঃ পরীক্ষাং দত্ত্বা দেব্যা ধামব্রজেতি নাদং কুর্ব্বন্তো নিরোধং কৃতবন্তঃ ॥ ৭৩ ॥

যদি ত্বং দেবতালয়ং বিবিক্ষুস্তর্হি দ্বিবিধো যো বাহ্যার্থস্তদন্তরং ত্বয়া বাচ্যং। বিজ্ঞানবাদস্য চ ভবতো বেদান্তবাদিনো কিং বিভেদকমিতি ব্রূহি ততঃ পরং ব্রজ ॥ ৭৪

ও শূন্যবাদী—সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার্য্য, মাধ্যমিক—এই চারিপ্রকার জগদ্‌বিখ্যাত বৌদ্ধগণ, সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল। 'পরীক্ষা দিয়া দেবীর গৃহে গমন করুন' নতুবা আমরা আপনাকে যাইতে দিবনা। ৭৩।

আপনি যদি দেবতালয়ে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে যে দুইপ্রকার বাহ্যার্থ আছে, তাহার প্রভেদ বলুন। আপনি বেদান্তবাদী, আপনার মতের সঙ্গে বিজ্ঞান বাদীর কি প্রভেদ আছে, তাহাও বলুন। তাহার পর গমন করুন। ৭৪।

আচার্য্য বলিলেন—সৌত্রান্তিক, সমুদয় জ্ঞেয় পদার্থ অনুমান দ্বারা বোধগম্য হয় ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা বোধগম্য হয়—ইহা বৈভাষিকের মত।

সৌত্রান্তিকো বক্তি হি বেদ্যজাতং লিঙ্গাধিগম্যং ত্বিতরোঽক্ষিগম্যং। তয়োস্তয়োর্ভঙ্গুরতা বিশিষ্টা ভেদঃ কিয়ান্ বেদনবেদ্যভাগী ॥ ৭৫ ॥

বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকত্বমেষামঙ্গীচকারাপি বহুত্বমেষঃ। বেদান্তবাদী স্থিরসংবিদেকেত্যঙ্গী চকারেতি মহান্ বিশেষঃ ॥ ৭৬ ॥

এবমুক্ত আচার্য্য উবাচ। সৌত্রান্তিকঃ সর্ব্বমপি বেদ্যমনুমানগম্যং বক্তি। বৈভাষিকস্তু তৎ সর্ব্বং প্রত্যক্ষগম্যং বক্তি। তয়োঃ সৌত্রান্তিকবৈভাষিকয়োঃ পদার্থয়োস্তয়োঃ ক্ষণভঙ্গুরতা সমানা বেদনবেদ্যবিষয়ো ভেদো লিঙ্গবেদ্যস্বরূপো বিশেষঃ কিয়ান্ বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

বিজ্ঞানবাদ্যয়ং বিজ্ঞানানাং ক্ষণিকত্বং বহুত্বং চাঙ্গীচকার। অয়ং বেদান্তবাদীতু স্থিরমেকং জ্ঞানমিত্যঙ্গীচকারেতি মহান্ বিশেষঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকের মতে যে সকল পদার্থ আছে, সেই সকল পদার্থ ক্ষণভঙ্গুর। কখন জ্ঞানের বিষয়ভেদ—কখন জ্ঞেয়পদার্থের বিষয়ভেদ। অনুমানগম্য ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ গম্য উভয়ের বিশেষ কিরূপ? তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যায়। ৭৫।

এই বিজ্ঞানবাদী যতপ্রকার বিজ্ঞান আছে—কখন তাহাদের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন, কখন বা তাহাদের বহুত্ব স্বীকার করেন। আর এই বেদান্তবাদী এক নিত্যজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন। উভয়ের মতে এই মহৎ বিশেষ

অথাত্রবৌদ্দিগম্বরানুসারী রহস্যমেকং বদ সর্ব-
বিচ্চেৎ। যদস্তিকায়োত্তরশব্দবাচ্যং তৎ কিং
মতেঽস্মিন্ বদ দেশিকাশু ॥ ৭৭ ॥

তত্রাহ দেশিকবরঃ শৃণু রোচতে চেজ্জীবাদি-
পঞ্চকমভীষ্টমুদাহরন্তি। তচ্ছব্দবাচ্যমিতি জৈন-
মতেঽ প্রশস্তে যদ্যস্তি বোদ্ধুমপরং কথয়া-
শু তন্মে ॥ ৭৮ ॥

অথ দিগম্বরানুসারী জগাদ। যদি ত্বং সর্ব্বজ্ঞস্তর্হ্যেকংবদ
কিন্তদিতি তত্রাহ। কায় ইত্যুত্তরশব্দো যেষাং তৈ র্বাচ্যং
যদস্মিন্ জৈনমতেঽস্তি তৎ কিং হে দেশিক! আশু
বদ উ০ ॥ ৭৭ ॥

তৈ জীবাস্তিকায়ঃ ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ আকাশাস্তিকায়ঃ পুদ্গলা-
স্তিকায়োঽধর্ম্মাস্তিকায়ঃ ইতি শব্দৈ র্বাচ্যং জীবাদিপঞ্চকমভীষ্ট-
মিত্যাদাহরন্তি। তৎ পৃষ্টমুক্ত্বাঽপ্রশস্তে জৈনমতেঽপরমপি যৎ
জ্ঞাতুমাস্তে তচ্ছীঘ্রং বদেত্যাহ জৈনমত ইতি ইন্দ্র০ ॥ ৭৮ ॥

জানিবে। ৭৬।

অনন্তর দিগম্বরের মতাবলম্বী একজন জৈন
আসিয়া বলিল। আপনি যদি সর্ব্বজ্ঞ, তবে
একটি গোপনীয় বিষয় বলুন। এই জৈন মতে
অস্তিকায় ইত্যাদি যে পদার্থ আছে, তাহার অর্থ
কি? আপনি তাহা বলুন। ৭৭।

তখন গুরুবর শঙ্কর বলিলেন—যদি তোমার
অভিরুচি হয়, ত শ্রবণ কর। জীবাস্তিকায়, পুদ্গ-
লাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় ও আকা-
শাস্তিকায়, ইহাদ্বারা জীবাদি পাঁচটি পদার্থ অভীষ্ট

দত্তোত্তরে বাদিগণেতু বাহ্যে বভাণ কশ্চিৎ
কিল জৈমিনীয়ঃ। শব্দঃ কিমাত্মা বদ জৈমিনীয়ে
দ্রব্যং গুণোবেতি ততো ব্রজ ত্বং ॥ ৭৯ ॥

নিত্যাবর্ণাঃ সর্বগাঃ শ্রোত্রবেদ্যা যত্তদ্রূপং
শব্দজালঞ্চ নিত্যং। দ্রব্যং ব্যাপীত্যব্রুবন্ জৈমি-
নীয়া ইত্যেবং তং প্রোক্তবান্ দেশিকেন্দ্রঃ ॥ ৮০ ॥

এবং বেদবাহ্যে বাদিগণেতু দত্তোত্তরে সতি কশ্চিজ্জৈমিনি-
মতাবলম্ব্যধ্বরমীমাংসকো জগাদ। জৈমিনীয়ে মতে শব্দঃ কিং
স্বরূপঃ কিং শব্দার্থমাহ। দ্রব্যং গুণোবেতি। তথাচ শব্দস্বরূপ
মুক্ত্বা ততোব্রজ উ০ ॥ ৭৯ ॥

নিত্যা বর্ণাব্যাপকাঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়বেদ্যাঃ যদ্রূপং শব্দজালন্ত-
চ্চ নিত্যং দ্রব্যং ব্যাপীতি জৈমিনীয়া অব্রুবন্ ইত্যেবং তং
জৈমিনীয়ং দেশিকেন্দ্রঃ প্রোক্তবান্ শালি০ ॥ ৮০ ॥

হইয়াছে, ইহাই জৈন মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা
বলিয়া থাকেন। এই সামান্য জৈনমতে যদি
আরও কিছু তোমার জানিবার থাকে, তবে শীঘ্র
তাহা ব্যক্তকর। ৭৮।

বেদদ্বেষী বৌদ্ধ দিগকে এই রূপে সদুত্তর
প্রদান করা হইলে জৈমিনির মতাবলম্বী এক জন
অধ্বর মীমাংসক আসিয়া বলিল। জৈমিনির
মতে শব্দ কি প্রকার? দ্রব্য না গুণ?। শব্দের
স্বরূপ বলিয়া দেবীর গৃহে গমন কর। ৭৯।

শঙ্কর বলিলেন—জৈমিনির মতে বর্ণ সকল
নিত্য ও ব্যাপক। কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা
তাহাদের অনুভব হয়। শব্দ সমূহের রূপ যে

শাস্ত্রেষু সর্ব্বেষপি সম্ভবস্তং প্রত্যুত্তরস্তং সমপূজয়ংস্তে। দ্বারং সমুদ্ঘাট্য বভ্রুঃ স্বমার্গং ততো-বিবেশান্তরভূমিভাগং॥ ৮১॥

পাণৌ সনন্দনমসাববলম্ব্য বিদ্যাভদ্রাসনং তদবরোঢুমনাশ্চচাল। অত্রান্তরে বিধিবধূর্ব্বিবুধাগ্রগণ্যমাচার্য্যশঙ্করমবোচদমঙ্গবাচা॥ ৮২॥

সর্ব্বেষপি শাস্ত্রেষু প্রত্যুত্তরং সম্ভবন্তং তং শ্রীশঙ্করং তে-বাদিনঃ সম্যগপূজয়ন্ স দ্বারমুদ্ঘাট্য মার্গং চ দদুঃ। তদনন্তরমন্তরভূমিভাগং বিবেশ উং॥ ৮১॥

হস্তে সনন্দনমসাববলম্ব্য তদ্বিদ্যাভদ্রাসনমারোঢুমনাশ্চচাল। এতস্মিন্নন্তরে বিবুধাগ্রগণ্যং শ্রীশঙ্করচার্য্যমশরীরবাচা শারদাহবোচৎ ইং০॥ ৮২॥

প্রকার, তাহাও নিত্য। আর দ্রব্য নিত্য ও ব্যাপক। জৈমিনির মতাবলম্বী পণ্ডিত গণ এই কথা বলিয়া থাকেন। ৮০।

আচার্য্য শঙ্কর যখন এই রূপে সকল শাস্ত্রে উত্তর দিলেন, তখন বাদীগণ উত্তম রূপে আচার্য্যের পূজা করে এবং দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া পথ প্রদান করে। অনন্তর শঙ্কর তাহার ভিতরে মধ্য ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ৮১।

শঙ্কর পদ্মপাদের হস্ত অবলম্বন করিয়া দেবীর ভদ্রাসনে আরোহণ করিবার জন্য চলিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিধিজায়া সরস্বতী পণ্ডিতের অগ্রগণ্য আচার্য্য শঙ্করকে দৈববাণী দ্বারা বলিতে লাগিলেন। ৮২।

সর্ব্বজ্ঞতা তেঽস্তি পুরৈব যস্মাৎ সর্ব্বত্র পার্য্যৈক্ষি ভবান্ন চেত্তে। বিরঞ্চিরূপান্তরবিশ্বরূপঃ শিষ্যঃ কথং স্যাৎ প্রথিতাগ্রণীঃ সঃ॥ ৮৩॥

সর্ব্বজ্ঞতৈকৈব ভবেন্ন হেতুঃ পীঠাধিরোহে পরিশুদ্ধতা চ। সা তেঽস্তি বানেতি বিচার্য্যমেতত্তিষ্ঠ ক্ষণং ত্বং কুরু সাহসং মা॥ ৮৪॥

তে যদবোচন্ তদুদাহরতি। সর্ব্বজ্ঞতায়াং সংশয়ো নাস্তি যস্মাৎ পূর্ব্বত্র পরীক্ষাং প্রাপ্তোঽসি। যদি ভবান্ সর্ব্বজ্ঞো নাঽভবৎ তর্হি বিরঞ্চিঃ রূপান্তরং যস্ত সচাসৌ বিশ্বরূপঃ প্রথিতানামগ্রণীঃ স শিষ্যঃ কথং স্যাৎ উং॥ ৮৩॥

যদ্যপ্যেবন্তথাপি পীঠাধিরোহে কেবলং সর্ব্বজ্ঞতৈব হেতুর্নভবেদপিতু পরিশুদ্ধতাপি। সা তেঽস্তি নবেত্যেতদ্বিচারণীয়মতঃ ক্ষণমাত্রং ত্বং তিষ্ঠ সাহসং মাকুরু ইং০॥ ৮৪॥

পূর্ব্বেই তোমার সর্ব্বজ্ঞতা বিখ্যাত হইয়াছিল। সকল বিষয়ে পূর্ব্বে তোমাকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তুমি যে সর্ব্বজ্ঞ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ না হইবে, তবে ব্রহ্মার রূপান্তর বিশ্বরূপ (মণ্ডন) জগদ্‌বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াও কেন তোমার শিষ্য হইল?। ৮৩।

এই সর্ব্বজ্ঞ পীঠে অধিরোহণ করিবার জন্য তোমার যে কেবল এক সর্ব্বজ্ঞতা কারণ তাহা নহে, কিন্তু চিত্তের বিশুদ্ধিও পীঠে আরোহণ করিবার হেতু। সেই চিত্তের বিশুদ্ধতা তোমার আছে কি না? ইহার বিচার করিতে হইবে।

ত্বঞ্চাঙ্গনাঃ সমুপভুজ্য কলারহস্যপ্রাবীণ্য-ভাজনমভূর্যতিধর্ম্মনিষ্ঠঃ। আরোঢুমীদৃশপদং কথমর্হতা তে সর্ব্বজ্ঞতেব বিমলত্বমপীহ হেতুঃ॥ ৮৫ ॥

নাস্মিংশ্ছরীরে কৃতকিল্বিষোঽহং জন্মপ্রভৃত্য-

এবং কোটিদ্বয় মুক্ত্বোত্তরকোটিং সাধয়তি। ত্বং যতোযতি-ধর্ম্মনিষ্ঠঃ সন্নঙ্গনাঃ সম্যগুপভুজ্য কামকলারহস্যপ্রবীণতা-পাত্রমভূরত ঈদৃশপদমারোঢ়ুমেবম্ভূতস্য তব যোগ্যতা কথমপি নাস্তি। যতঃ সর্ব্বজ্ঞতেব বিমলতাপীহারোহে হেতুঃ॥ ৮৫ ॥

এবমুক্তঃ শ্রীশঙ্কর উবাচ নেতি। অহমপি ন সন্দিহে অম্বা-য়াস্তব সন্দেহো নাস্তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যনুশয়েন সম্বোধয়তি হে অম্বেতি। যত্তু ত্বং চাঙ্গনা ইত্যাদি তত্র শৃণু যৎকর্ম্ম দেহান্তর-

তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর—সাহস করিবার প্রয়োজন নাই। ৮৪।

পূর্ব্বে তুমি যতিধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াও কতশত নারী উপভোগ কর; নারী উপভোগ করাতেই কাম শাস্ত্রে নৈপুণ্য জন্মে। তবে এরূপ সর্ব্বজ্ঞ পীঠে আরোহণ করিতে কেন তোমার যোগ্যতা থাকিবেনা?। সর্ব্বজ্ঞতার মতন চিত্তশুদ্ধিও তোমার এই পদে আরোহণ করিবার হেতু। ৮৫।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন। হে জননি! আমি জন্মাবধি এই শরীরে যে কোন পাপ করি নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর আমি দেহান্তরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনা উপভোগ প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছি, সে কর্ম্ম

ম্ব! ন সন্দিহেঽহং। ব্যধায়ি দেহান্তরসংশ্র-য়াদ্যন্ন তেন লিপ্যেত হি কর্ম্মণাঽন্যঃ॥ ৮৬ ॥

ইত্থং নিরুত্তরপদাং স বিধায় দেবীং সর্ব্বজ্ঞ-পীঠমধিরুহ্য ননন্দ সভ্যঃ। সম্ভাজিতোঽভব-দসৌ বিবুধৈশ্চ বাণ্যা গার্গ্যা কহোলমুখরৈরিব যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥ ৮৭ ॥

বাদপ্রাদুর্বিনোদপ্রতিকথনসুধীবাদদুর্ব্বারত-র্কন্যক্কারস্বৈরধাটীভরিতহরিদুপন্যস্তমাহানুভাব্যঃ।

সংশ্রয়াদ্বিহিতস্তেন কর্ম্মণা অন্যোঽযং দেহো ন লিপ্যেত লোকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধং চৈতৎ উ০ ॥ ৮৬ ॥

সরস্বত্যা পণ্ডিতৈশ্চে পূজিতোঽভবৎ যথা গার্গ্যা কহোলাদি-ভিশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যস্তদ্বৎ ॥ ৮৭ ॥

অথ ভগবৎপাদস্য শারদাপীঠবাসং বর্ণয়তি। বাদেচ প্রাদুঃ প্রকটতাং গতো বিনোদো যেষাস্তে চ তে প্রতিকথনসুধিয়ঃ

দ্বারা আমার এই পুরাতন দেহ লিপ্ত হইতে পারে না, ইহাও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে জানিবেন। ৮৬।

এই রূপে দেবী সরস্বতীকে নিরুত্তর করিয়া শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ পীঠে আরোহণ করিলেন, শেষে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যেমন গার্গী ও কহোল প্রভৃতি মুনিগণ দ্বারা অর্চিত হইয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্করও দেবী সরস্বতী কর্ত্তৃক এবং পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। ৮৭।

"বাদ করিবার সময় যাঁহারা অত্যন্ত উন্নত হন, এরূপ মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি প্রতিবাদী পণ্ডিত

সর্ব্বজ্ঞোবস্তুমর্হস্ত্বমিতি বহুমতঃ স্ফারভারত্য-
মোঘশ্লাঘাজোঘুষ্য মাণো জয়তি যতিপতেঃ শারদা-
পীঠবাসঃ ॥ ৮৮ ॥

প্রতিবাদিপণ্ডিতা মণ্ডনমিশ্রপ্রমুখাস্তৈঃ সাকং যো বাদস্তত্র যে দুর্ব্বারাস্তর্কা অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্ক ইত্যুক্তলক্ষণাস্তেষাং ন্যক্কারে তিরস্কারে স্বৈরাভিঃ স্বতন্ত্রাভির্জৈত্রিতাভি র্ব্যাপ্তাভি হরিদ্ভি র্দিগ্‌ভি রুপন্যস্তং বর্ণিতং মাহাত্ম্যভাবাং মহাপ্রভাবত্বং যস্য স ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽত এব বহুভিঃ সমস্তগুণশালিত্বেনাত্যন্তং সম্ভাবিতোঽস্মিন্ পীঠে বস্তুমর্হো যোগ্য ইতি স্ফারভারত্যা বিশালয়া বাচাঽমোঘশ্লাঘয়া সফলপ্রশংসয়া সর্ব্বৈ র্জোঘুষ্যমাণো ভৃশং ঘুষ্যমাণো যতিপতেঃ শ্রীশঙ্করস্য শারদাপীঠবাসো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। স্ফারং যথাতথা ভারত্যা সরস্বত্যাঽমোঘশ্লাঘয়া জোঘুষ্যমাণ ইতিবা অ০ ॥ ৮৮ ॥

গণের সহিত প্রথমে বাদ হয়। সেই বাদে যে অনিবার্য্য তর্ক (অজ্ঞাত তত্ত্ব অর্থে কারণ দেখাইয়া তত্ত্ব জানিবার জন্য যে বিচার) হয়, তাহা খণ্ডন করিতে প্রবলবেগে যুদ্ধ যাত্রা করা হয়। সেই যুদ্ধ যাত্রা দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাতে যাঁহার অসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই ব্যক্তি আপনি—সুতরাং আপনি সর্ব্বজ্ঞ। সমস্ত গুণাক্রান্ত হওয়াতে এই পীঠে আপনি বসিবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।" এই রূপ উচ্চৈঃস্বরে বিশাল বাক্য দ্বারা এবং সকলে প্রশংসাবাদ দ্বারা—সকলেই আপনার জয় ও কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া থাকে। অতএব এরূপ মহতের—এরূপ

কুত্রাপ্যাসীৎ প্রলীনেক্ষণচরণকথা কাপিলী কাপি লীনা ভগ্নাঽভগ্না গুরূক্তিঃ কচিদজনি পরং ভট্টপাদপ্রবাদঃ। ভূমৌ বা যোগকাণাদজনিতমতমাভূতবাগ্‌ভেদবার্ত্তা দুর্দান্তব্রহ্মবিদ্যাগুরুদুরূদকথাদুন্দুভে র্ধি ন্ধিমেঽতঃ ॥ ৮৯ ॥

কিঞ্চ দুর্দান্তৈ রুদ্ধতৈ র্বাদিভিঃ সহ ব্রহ্মবিদ্যাগুরোঃ শ্রীশঙ্করস্য বাদলক্ষণদ্যূতকথয়া দুন্দুভের্ধ্বিধিমে ইতি শব্দাদীক্ষণচরণস্যাক্ষপাদস্য গৌতমস্য কথা কাপি প্রকর্ষেণ লীনা আসীত্তথা কাপিলী কপিলকথা ক্কাপি লীনা আসীৎ। তথা পূর্ব্বমভগ্নাপি প্রভাকরোক্তির্ভগ্না আসীৎ। ভট্টপাদপ্রবাদঃ পরং কেবলং কচিদপি ভূমাবজনি প্রাদুর্ভূতঃ। কিঞ্চ অথ তথা পাতঞ্জলৈঃ কাণাদৈশ্চ জনিতং যন্মতস্তদভিব্যাপ্য ভেদবার্ত্তা ভূতবাগনুচিতবাগাসীৎ অসমবাগিতিবা অসত্যবাগিতিবা। ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবস্ত্রিষূচিতে। প্রাপ্তে বৃত্তে সমে সত্যে দেবযোন্যন্তরেঽস্নুগে ইতি মেদিনী ॥ ৮৯ ॥

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের শারদা পীঠে অবস্থান অদ্য সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষ লাভ করুক। ৮৮।

দুর্দান্ত দুষ্ট বাদীগণের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার গুরু শঙ্করাচার্য্যের যে বাদরূপ পাশক্রীড়ার কথা হয়, সেই কথা রূপ দুন্দুভিবাদ্যের ধিন্ধিম শব্দ উৎপন্ন হইলে, অক্ষপাদ গৌতমের কথা কোথায় লীন হইল—কপিলেরও কথা কোথায় নিমগ্ন হইল—পূর্ব্বে প্রভাকরের অভুগ্ন বাক্য একেবারে ভগ্ন হইল—ভট্টপাদের বাক্য কেবল পৃথিবীর কোন কোন স্থানে বিদ্যমান রহিল।

কাণাদঃ ক প্রণাদঃ ক্বচ কপিলবচঃ ক্বাক্ষিপাদপ্রবাদঃ ক্বাপ্যন্ধা যোগকন্থা ক গুরুরতিলঘুঃ ক্বাপি ভাট্টপ্রঘট্টং। ক দ্বৈতাদ্বৈতবার্ত্তা ক্ষপণকবিবৃতিঃ ক্বাপি পাণ্ডষখণ্ড ধ্বান্তধ্বংসৈকভানো র্জয়তি যতিপতেঃ শারদাপীঠবাসে॥ ৯০॥

কিঞ্চ পাষণ্ড সংঘাতাত্মান্ধকারধ্বংসৈকসূর্য্যস্য যতিপতেঃ শারদাপীঠবাসে জয়তি সতি কাণাদঃ প্রবাদঃ ক নক্বাপীত্যর্থঃ। ক্বাপি ক চ ক্ষপণকবিবৃতি রার্হতব্যাখ্যানং॥ ৯০॥

আর পাতঞ্জল ও কণাদ মতাবলম্বী ব্যক্তি গণ যেমত সৃজন করিয়াছেন, সেই মত বেপিয়া ভেদ সম্বাদ একেবারে অনুচিত বাক্য হইল। ৮৯।

পৃথিবীতলে যত প্রকার পাষণ্ড ছিল, তাহাদের মত রূপ অন্ধকার দলন করিতে যতিপতি শঙ্কর এক মাত্র সূর্য্য ছিলেন। এরূপ মহোদয় শঙ্করের শারদাপীঠে অবস্থিতি হইলে কণাদের প্রবাদ আর কোথায় থাকিল? কপিলের বাক্য কোথায় থাকিবে? গৌতমের কথা একেবারে লুপ্ত হইল। যোগশাস্ত্রের অনুগামী পাতঞ্জল গণ অন্ধ হইয়া গেল। গুরু প্রভাকর ক্রমশঃ অতিশয় লঘু হইলেন। ভট্টমতের সরণি একেবারে লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিল। দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয় বার্ত্তা থাকিতে পারিল না—এবং জৈনমতাবলম্বীদের ব্যাখ্যা নামমাত্রে পরিণত হইল। ৯০।

শঙ্করের শারদ পীঠে আরোহণ করা হইলে

ততো দিবিষদধ্বনি ত্বরিতমধ্বরাশাবলীধুরন্ধরসমীরিতত্রিদশপাণিকোণাহতঃ। অরুন্ধ হরিদন্তরং স্বরভরৈ র্ভ্রমৎসিন্ধুভি র্ঘনাঘনঘনারবপ্রথমবন্ধুভি র্দুন্দুভিঃ॥ ৯১॥

কচভরবহনং পুলোমজায়াঃ কতিচিদহান্যপগ-

ততঃ শারদাপীঠারোহণানন্তরং দিবিষদধ্বনি দেবমার্গে-ত্বরিতং ঝটিতি যজ্ঞভুক্‌পংক্তিধুরন্ধরইন্দ্রস্তেন সম্যক্‌ প্রেরিতানাং দেবানাং হস্তপ্রান্তভাগৈরাহত আসমন্তাত্তাড়িতো দুন্দুভি র্ভ্রমন্তঃ সিন্ধবঃ সমুদ্রা যৈ র্ঘনাঘনো মেঘস্তস্য ঘনীভূতানামারবাণাং শব্দানাং প্রথমবন্ধুভিস্তত্তুল্যৈঃ স্বরাণামতিশয়ৈ হরিতাং দিশামন্তরমন্তরালমরুন্ধ রোধিতবান্ পৃথ্বীং॥ ৯১॥

অথানন্তরং সুধাভুজো দেবাঃ পুলোমজায়াঃ শচ্যাঃ সংগতকেশভরবহনং কতিচিদ্দিবসানি অপগর্ভকমপগতেষদ্বিকসং

দেবরাজ ইন্দ্র শীঘ্র দেবতাদিগকে প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য দেব গণ ইন্দ্রের আদেশে হস্তের প্রান্ত ভাগ দ্বারা দুন্দুভিবাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। মেঘ সকল সমুদ্রদিগকে চঞ্চল করিলে সেই সমুদ্র হইতে যে শব্দ উত্থিত হয়, সেই শব্দের মতন দুন্দুভি শব্দ দ্বারা দেবগণ একেবারে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদন করিল। ৯১।

অনন্তর ইন্দ্রাণীর বদ্ধ কেশ কলাপের উপরে যে সকল বিকসিত স্বর্গীয় পুষ্প থাকিত, কিছু দিনের জন্য দেবগণ শচীর সেই কবরী পুষ্প শূন্য করিয়া—ঈষৎ বিকসিত পুষ্প দ্বারা কবরী বিরহিত করিয়া—শঙ্কর গুরুর মস্তকে সানন্দে কল্পতরুর

র্ভকং যথা স্যাৎ। গুরুশিরসি তথা সুধাশনাঃ স্বস্তরুকুসুমান্যথ হর্ষতোঽভ্যবর্ষন্ ॥ ৯২ ॥

ইতি মুনিরতিতুষ্টোঽধ্যুষ্য সর্ব্বজ্ঞপীঠং নিজমতগুরুতায়ৈ নোপুন র্মানহেতোঃ। কতিচন বিনিবেশ্যার্থর্ষ্যশৃঙ্গাশ্রমাদৌ মুনিরথ বদরীং স প্রাপ কৈশ্চিৎ স্বশিষ্যৈঃ ॥ ৯৩ ॥

দিবসান্ বিনিনায় তত্র কাংশ্চিৎ স চ পাতঞ্জলতন্ত্রনিষ্ঠিতেভ্যঃ। কৃপয়োপদিশন্ স্বসূত্রভাষ্যং বিজিতত্যাজিতসর্ব্বদর্শনেভ্যঃ ॥ ৯৪ ॥

নিতরাং যতিরাড়ুড়ুরাজকর প্রকরপ্রচুরপ্রসর স্বযশাঃ। স্বময়ং সময়ং গময়ন্ রময়ন্ হৃদয়ং সদয়ং সুধিয়াং শুশুভে ॥ ৯৫ ॥

পুষ্পং যথাস্যাত্তথা গুরোঃ শ্রীশঙ্করস্য শিরসি কল্পবৃক্ষপুষ্পাণি হর্ষেণাভ্যবর্ষন্ সম্যক্ বৃষ্টিং কৃতবন্তঃ পুষ্পিতাগ্রা ॥ ৯২ ॥

ইত্যেবমতিতুষ্টো মুনিঃ শ্রীশঙ্করঃ সর্ব্বজ্ঞপীঠমধ্যুষ্য তদুপরিস্থিত্বা তদপি নিজমতস্য গুরুতায়ৈ শ্রৈষ্ঠ্যায় ন পুনর্মানহেতোরথানন্তরং কতিচন সুরেশ্বরাদীন্ তচ্ছিষ্যান্ ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রমাদৌ বিনিবেশ্যাথ সমুনি র্বদরীং বদরিকাশ্রমং কৈশ্চিৎ স্বশিষ্যৈঃ সহিতঃ সন্ প্রাপ মালিনী ॥ ৯৩ ॥

অথ তত্র যৎকৃতবা স্তদাহ। তত্র বদর্য্যাং সচ শ্রীশঙ্করাচার্য্যো বিজিতাশ্চতে ত্যাজিতসর্ব্বদর্শনাশ্চ ইতিতে তথাভূতেভ্যঃ পাতঞ্জলশাস্ত্রনিষ্ঠিতেভ্যঃ কৃপয়া স্বকৃতং ভাষ্যমুপদিশন্ সন্ কানিচিদ্দিবসানি ব্যতিক্রান্তবান্ বসন্তমালিকা ॥ ৯৪ ॥

উড়ুরাজস্য চন্দ্রস্য কিরণপ্রকরঃ কিরণকলাপস্তদ্বৎ প্রচুরঃ প্রসরোযস্য তথাভূতং স্বীয়ং যশোযস্য স যতিরাট শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ স্বময়মাত্মপ্রচুরং সময়ং 'শাস্ত্রমবগময়ন্নয়ং সুধিয়াং হৃদয়ং রময়ন্ সন্নিতরাং শুশুভে তোটকং ॥ ৯৫ ॥

কুসুম রাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। ৯২।

এই রূপে মুনিবর শঙ্কর অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বজ্ঞ পীঠে অবস্থান করিলেন। নিজের মত কিসে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় এবং সর্ব্ব মত অপেক্ষা নিজের মত কিরূপে শ্রেষ্ঠ হয়, ইহার জন্যই আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ পীঠে আরোহণ করিয়া কিছু দিন বাস করেন। নতুবা সকলে কিসে সম্মান করিবে—কি রূপে সকল পণ্ডিতের অগ্রগণ্য হইবেন—ইহার জন্য কদাচ শারদা পীঠে অবস্থান করেন নাই। পরে কিছু দিন তথায় অবস্থান করিয়া সুরেশ্বর প্রভৃতি কতক গুলিন শিষ্যকে ঋষ্য শৃঙ্গাশ্রম প্রভৃতি আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশিষ্ট কতকগুলিন আপনার শিষ্য সঙ্গে লইয়া মুনিবর শঙ্কর বদরিকাশ্রমে গমন করেন। ৯৩।

বদরিকাশ্রমে শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বে যাহাদিগকে জয় করিয়া ছিলেন—শেষে অন্যান্য সমস্ত দর্শনের মত যাহাদের হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেন, সেই সমস্ত পাতঞ্জল দর্শনের অনুচর বিখ্যাত পণ্ডিত দিগকে অনুকম্পা পূর্ব্বক স্বকৃত ভাষ্য উপদেশ দিয়া কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন। ৯৪।

যতি রাজ শঙ্করের কীর্ত্তিকলাপ নক্ষত্ররাজ

এবং প্রকারৈঃ কলিকল্মষঘ্নৈঃ শিবাবতারস্য শুভৈশ্চরিত্রৈঃ। দ্বাত্রিংশদত্যুজ্জ্বলকীর্ত্তিরাশেঃ সমা ব্যতীয়ুঃ কিল শঙ্করস্য ॥ ৯৬ ॥

ভাষ্যং ভূষ্যং সুশীলৈরকলিকলিমলধ্বংসিকৈবল্যমূল্যং হন্তাহহন্তা সমন্তাৎ কুমতিনতিকৃতা

উপসংহরতি। এবংপ্রকারৈঃ কলিকল্মষঘ্নৈঃ শুভৈশ্চরিত্রৈরুজ্জ্বলকীর্ত্তিরাশেঃ শিবাবতারস্য শঙ্করস্য দ্বাত্রিংশৎ সংবৎসরা ব্যতীয়ুরিতিযোজনা আখ্যানকী ॥ ৯৬ ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্যো ভাষ্যাদিকরণৈঃ সুধিয়াং কৃতে নিরতিশয়ংশ্রেয়ঃ সম্পাদিতবান্ ইত্যাশয়েনাহ ভাষ্যমিতি। সুশীলৈঃ ভূষ্যং কলিমলবিনাশং কৈবল্যস্য মূল্যং বেতনং ভাষ্যমকলিকৃতং

চন্দ্রের কিরণ মালার মতন সর্ব্বত্র বিস্তৃত। তথায় শঙ্কর আত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ শাস্ত্র সকল তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। শেষে সুধী গণের অন্তঃকরণ পুলকিত করিয়া নিতান্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ৯৫।

উপসংহারে বক্তব্য এই—যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অত্যন্ত উজ্জ্বল—এরূপ মহোদয় শঙ্করের এই রূপ অলৌকিক, কলিকলুষনাশী চরিত্র দ্বারা বত্রিশ বৎসর অতীত হইল। শিবাবতার শঙ্করের চরিত্র, কার্য্য ও কীর্ত্তি কলাপ সর্ব্ব প্রকারে অমানুষীয় ঘটনা দ্বারা সঙ্কলিত। ৯৬।

সুশীল পণ্ডিতগণের সংস্পর্শে যে ভাষ্য অত্যন্ত অলঙ্কৃত হয়—যে ভাষ্য একেবারে কলিকলুষ ধ্বংস করিয়া থাকে—যে ভাষ্য কৈবল্য মুক্তির

খণ্ডিতা পণ্ডিতানাং। সদ্যোবিদ্যোতিতাসৌ বিপথবিমথনৈর্মুক্তিপদ্যাহনবদ্যাশ্রেয়োভূয়োবুধানামধিকতরমিতঃ শঙ্করঃ কিং করোতু ॥ ৯৭ ॥

হন্তাহশোভি যশোভরৈস্ত্রিজগতী মন্দারকুন্দেন্দুভা— মুক্তাহারপটীরহীরবিহরন্নীহারতারানি-

হন্তেতি হর্ষে কোমলামন্ত্রণেবা কুমতীনাং নমস্কারৈঃ কৃতা যা পণ্ডিতানামহন্তা সা সমন্তাৎ খণ্ডিতা। এবঞ্চ বিপথমথনৈরসাবনবদ্যা মুক্তিপদ্যা মোক্ষপদ্ধতিঃ সদ্যোবিদ্যোতিতা। তস্মাদেবং কর্ত্তা শঙ্করঃ ইতোঽধিকতরং শ্রেয়ঃ পুনঃ কিঙ্করোতু তস্যাভাবাদিত্যর্থঃ স্রগ্ধ০ ॥ ৯৭ ॥

কিঞ্চ হন্তেত্যাশ্চর্য্যে হর্ষে বা ত্রিজগত্যাং ত্রিলোক্যাং যা

বেতন স্বরূপ—অর্থাৎ এই ভাষ্য দেখিবা মাত্র মুক্তি ঘটিয়া থাকে—আর্য্য শঙ্কর এরূপ মহামূল্য বা অমূল্য ভাষ্য প্রণয়ন করেন। কুমতাবলম্বী বাদী গণ প্রণাম করিয়া যে সকল পণ্ডিতের অহঙ্কার উৎপাদন করিয়াছেন—সেই অহঙ্কার একেবারে আচার্য্য কর্ত্তৃক বিদলিত হয়। পরে কুপথ মন্থন করিয়া আনন্দিত মুক্তি পদ্ধতি সমধিক প্রদীপ্ত করেন। মহোদয় শঙ্কর এই সকল সুচারু রূপে সুসম্পন্ন করেন। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা আর কোন মঙ্গল জনক কার্য্য ছিল না। এই কারণে শঙ্কর তাহা সম্পন্নও করেন নাই। যদি মাঙ্গলিক কার্য্য করিতে শঙ্করের ত্রুটি হইত, তবে কখনই তিনি মহোচ্চ পদে অধিরূঢ় হইতেন না। ৯৭।

ভৈঃ। কারুণ্যামৃতনির্ঝরৈঃ সুকৃতিনাং দৈন্যানলঃ শূন্যতাং নীতঃ শঙ্করযোগিনা কিমধুনা সৌরভ্য মারভ্যতাং ॥ ৯৮ ॥

আক্রান্তানি দিগন্তরাণি যশসা সাধীয়সা ভূয়সা বিস্মেরাণি দিগন্তরাণি রচিতান্যত্যদ্ভুতৈঃ ক্রীড়িতৈঃ।

নি মন্দারাদীনি তত্তুল্যৈরাসমন্তাচ্ছোভনৈর্যশসাং ভরৈর্ভারৈরতিশয়ৈর্বা কারুণ্যামৃতস্য নির্ঝরৈঃ প্রবাহৈঃ শঙ্করযোগিনা সুকৃতিনাং দৈন্যলক্ষণোঽগ্নিঃ শূন্যতান্নীতোঽতস্তেনাধুনাঽতঃ পরং সৌরভ্যন্কিমারভ্যতাং। তত্রেন্দুভাশ্চন্দ্রজ্যোৎস্না পটীরশ্চন্দনং হীরোবজ্রং বিহরন্নীহারশ্চলতুষারং শাদূর্লং ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্চ সাধীয়সা বাঢতরেণাতিদৃঢেন ভূয়সাযশসা দিগন্তরাণি

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! অথবা ইহা আনন্দের বিষয়! শঙ্করের যশোরাশি এক জগতের নহে—কিন্তু ত্রিভুবনের যত কল্প কুসুম, যত কুন্দ পুষ্প, যত চন্দ্রের জ্যোৎস্না, যত চন্দন, যত হীরক, যত প্রকার চঞ্চল তুষার কণা, এবং যত প্রকার উজ্জ্বল তারা আছে, তাহার মতন সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি কলাপ। কারুণ্য রূপ অমৃত প্রবাহ এবং পূর্ব্বোক্ত উদ্দীপ্ত স্বীয় যশোরাশি দ্বারা মহানুভব শঙ্কর সুকৃতি শালী পণ্ডিত গণের দৈন্য রূপ অনল নির্ব্বাণ করেন। আচার্য্য যখন এরূপ অসাধারণ কার্য্য করিয়াছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আর কি কার্য্য করিবেন—যে কার্য্য করিলে আচার্য্যের একটু সৌরভ বৃদ্ধি হয়। ৯৮।

দৃঢ়তর ও মহত্তর যশোরাশি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল

ভক্তাঃ স্বেপ্সিতভুক্তিমুক্তিকলনোপায়ৈঃ কৃতার্থীকৃতা ভিক্ষুক্ষ্মাপতিনা কিমন্যদধুনা সৌজন্যমাতন্যতাং ॥ ৯৯ ॥

পারিকাংক্ষীশ্বরোঽথাপদুদ্ধারকং সেবমানাতুলস্বস্তিবিস্তারকং। পাপদাবানলাতাপসংহারকং যোগিবৃন্দাধিপঃ প্রাপ কেদারকং ॥ ১০০ ॥

আক্রান্তানি ব্যাপ্তানি অন্তিমবাঢয়োর্নেদসাধাবিতিবাঢ শব্দস্যসাধাদেশঃ। বাঢং দৃঢপ্রতিজ্ঞয়োরিতি মেদিনী। তথাত্যন্তমাশ্চর্য রূপৈরতিমানুষৈঃ ক্রীড়িতৈর্দিগন্তরাণি বিস্মেরাণি বিস্ময়শীলানি রচিতানি তথা স্বভক্তাঃ স্বস্বেপ্সিতভোগমোক্ষপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ কৃতার্থীকৃতাস্তস্মাদেবং কৃতবতা যতিরাজেনাধুনেতোঽন্যৎ সৌজন্যং কি মাতন্যতাং ॥ ৯৯ ॥

পারিকাঙ্ক্ষীশ্বরোঽপি তাপসেশ্বরোঽপি তপস্বী তাপসঃ পারিকাঙ্ক্ষীত্যমরঃ। কেদারকং প্রাপ। তং বিশিনষ্টি।

ব্যাপ্ত করেন। অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপ অর্থাৎ অলৌকিক ক্রীড়া কলাপ দ্বারা চারিদিক্ বিস্ময় রসে পরিপূর্ণ করেন। আর যে সকল আপনার ভক্ত ছিল, তাহাদিগকে অভীষ্ট ভোগ ও অভীষ্ট মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় দ্বারা কৃতার্থ করেন। আচার্য্য যখন এরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সৌজন্য দেখাইবেন?। পৃথিবীতে এমন আর কোন কার্য্য নাই যে, সেই কার্য্য করিলে শঙ্করের আর একটু সৌজন্য বৃদ্ধি হইবে। ৯৯।

শঙ্কর তাপসের মধ্যে ঈশ্বর হইলেও শেষে

তত্রাতিশীতার্দিতশিষ্যসঙ্ঘসংরক্ষণাযাঽতুলিতপ্রভাবঃ। তপ্তোদকং প্রার্থয়তে স্ম চন্দ্রকলাধরাত্তীর্থকরপ্রধানঃ॥ ১০১॥

কর্ম্মন্দিবৃন্দপতিনা গিরিশোঽর্থিতঃ সন্ সন্তপ্তবারিলহরীং স্বপদারবিন্দাৎ। প্রাবর্ত্তয়ৎ প্রথয়তী যতিনাথকীর্ত্তিং যাঽদ্যাপি তত্র সমুদঞ্চতি তপ্ততোয়া॥ ১০২॥

ইতি কৃতসুরকার্য্যং নেতুমাজগ্মুরেনং রজতশিখরিশৃঙ্গং তুঙ্গমীশাবতারম্। বিধিশতমখচন্দ্রোপেন্দ্রবায্বগ্নিপূর্ব্বাঃ সুরনিকরবরেণ্যাঃ সর্ষিসঙ্ঘাঃ সসিদ্ধাঃ॥ ১০৩॥

আপদুদ্ধারকং সেবমানানামতুলায়াঃ স্বস্তের্বিস্তারকং পাপদাবাগ্নি পরিতাপস্য সংহারকং স্রগ্বিণী॥ ১০০॥

তত্র কেদারকে অতিশীতেন পীড়িতস্য শিষ্যসমূহস্য সংরক্ষণার্থমতুলপ্রভাবঃ শাস্ত্রকর্ত্তৃষু প্রধানঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ চন্দ্রকলাধরান্মহাদেবাৎ তপ্তোদকং প্রার্থয়ামাস উপজাতিঃ॥ ১০১॥

কর্ম্মন্দিবৃন্দস্য ভিক্ষুসমুদায়স্য পতিঃ শ্রীশঙ্করস্তেন প্রার্থিতঃ সন্ গিরিশঃ শিবঃ সন্তপ্ততোয়লহরীং নদীং স্বচরণারবিন্দাৎ প্রবর্ত্তিতবান্। যা তু তপ্ততোয়া যতিনাথকীর্ত্তিং বিস্তারন্তী অদ্যাপি তত্র সমুদ্গচ্ছতি সমুল্লসতীতি বা বসন্ততিলক॥ ১০২॥

ইত্যেবং কৃতং দেবকার্য্যং যেন তমেনমীশাবতারং শ্রীশঙ্করং তুঙ্গমুন্নতং কৈলাসগিরিশৃঙ্গং প্রতিনেতুং ব্রহ্মেন্দ্রাদয়ঃ সুরসমুদায়প্রবরা ঋষিসঙ্ঘৈঃ সিদ্ধৈশ্চ সহিতা আজগ্মুঃ মালিনী॥ ১০৩॥

তথা হইতে কেদার তীর্থে গমন করেন। কেদার তীর্থ সকল প্রকার বিপদরাশি ভঞ্জন করিয়া থাকে। যাহারা ঐ তীর্থের একান্ত ভক্ত, প্রাণপণে এই তীর্থে আসিয়া বসতি করিয়া থাকে, তাহাদের অনুপম মঙ্গল পথ বিস্তৃত হয়। এই তীর্থে বাস করিলে পাপ রূপ দাবানলের প্রচণ্ড উত্তাপে আর দগ্ধ হইতে হয় না। ১০০।

ঐ কেদারতীর্থে আচার্য্যের সমুদয় শিষ্য অনিবার্য্য শীত যন্ত্রণায় অতিশয় ব্যথিত হন। শাস্ত্র কর্ত্তা দিগের মধ্যে প্রধান ঐ শঙ্করাচার্য্য শীত ব্যথিত শিষ্য দিগকে রক্ষা করিবার জন্য চন্দ্রকলাধারী মহেশ্বরের নিকট হইতে উষ্ণজল প্রার্থনা করিলেন। ১০১।

ভিক্ষুক দিগের অধীশ্বর শঙ্করাচার্য্য মহাদেবের নিকটে প্রার্থনা করেন। শঙ্করের প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব আপনার চরণার বিন্দ হইতে একটী তপ্ত জল বিশিষ্ট নদী সৃজন করেন। 'তপ্ত তোয়া' নাম ধারিণী যে নদী যতিপতির কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া অদ্যাপি কেদার তীর্থে প্রবাহিত হইতেছে। ১০২।

এইরূপে দেব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শিবাবতার শঙ্কর কেদার তীর্থে কিছু দিন অবস্থান করেন। তৎকালে বিধি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বরণীয় দেবতাগণ ঋষি দিগকে ও সিদ্ধসমূহ সঙ্গে

বিদ্যুদ্বল্লীনিযুতসমুদারব্ধযুদ্ধৈর্বিমানৈঃ সংখ্যাতীতৈঃ সপদি গগনাভোগমাচ্ছাদয়ন্তঃ। স্তুত্বা দেবং ত্রিপুরমথনং তে যতীশানবেষং মন্দারোত্থৈঃ কুসুমনিচয়ৈরভ্রবর্ষন্নর্চয়ন্তঃ॥ ১০৪॥

ভবানাদ্যোদেবঃ কবলিতবিষঃ কামদহনঃ পুরারাতি বিশ্বপ্রভবলয়হেতুস্ত্রিনয়নঃ। যদর্থং গাং প্রাপ্তোভবমথন! বৃত্তস্তদধুনা তদায়াহি স্বর্গং সপদি গিরিশাস্মৎপ্রিয়কৃতে॥ ১০৫॥

আগত্য যৎ কৃতবন্তস্তদাহ। বিদ্যুদ্বল্লীনাং নিযুতৈ র্লক্ষৈঃ সমাগারব্ধং যুদ্ধং যৈঃ বিদ্যুদ্বল্লীনিযুততুল্যৈরিতি যাবৎ তথাভূতৈঃ সংখ্যারহিতৈ র্বিমানৈঃ সপদি তৎক্ষণে আভোগং পূর্ণং গগনমাকাশমাচ্ছাদয়ন্তো যতীশবেশং ত্রিপুরমথনং মহাদেবং স্তুত্বা মন্দারোত্থৈঃ পুষ্পসমুদায়ৈরর্চয়ন্তস্তে ব্রহ্মাদয়ো দেবা অভ্র্ বর্ষ্ কৃতবন্তঃ মন্দাক্রান্তা॥ ১০৪॥

যদত্র্ বংস্তদুদাহরতি। আদ্যঃ সর্ব্বকারণভূতো দেবঃ দ্যোতনাত্মকঃঃ সকলদেবাদিঃ জগদ্রক্ষণায় কবলিতঃ গ্রসিতং বিষং সমুদ্রমথনাদুত্থং হালাহলাখ্যং যেন। পুনশ্চ কামদহনঃ পুরারাতিস্ত্রিপুরসংহারককর্ত্তা বিশ্বোৎপত্তিলয়কারণং ত্রিনেত্রো মহাদেবো ভবানৃযদর্থং বেদমর্য্যাদাস্থাপনার্থং ভূমিং প্রাপ্তস্তদধুনা হে সংসৃতিনিবারক! বৃত্তং সম্পন্নং তত্তস্মাদধুনা সপদি দ্রাক্ হে গিরিশ! অস্মৎপ্রিয়ার্থং স্বর্গমায়াহি শিখ॰॥ ১০৫॥

করিয়া আনিয়া কৈলাস পর্ব্বতের উন্নত শৃঙ্গে শঙ্করকে লইয়া যাইতে তথায় উপস্থিত হন। ১০৩।

দেবগণ, ঋষি গণ ও সিদ্ধগণ তথায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বিদ্যুল্লতার মতন সমধিক সমুজ্জ্বল, ও অসংখ্য ব্যোমযান প্রভায় আকাশ মণ্ডল আচ্ছাদন করেন। হটাৎ সম্পূর্ণ ভাবে আকাশ মণ্ডল আচ্ছাদিত হইলে যতিবেশধারী ত্রিপুরারি মহাদেবের স্তব করেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেব গণ মন্দার বৃক্ষের পুষ্প রাশি লইয়া শঙ্করের দেহে বর্ষণ করত বলিতে লাগিলেন। ১০৪।

আপনি সকল পদার্থের কারণ—আপনি দ্যুতিমান্ সকল দেবের আদি। কেবল জগৎ রক্ষা করিবার জন্য সমুদ্রজাত কালকূট বিষ ভক্ষণ করেন। আপনিই কামদেবকে দগ্ধ করেন—আপনিই ত্রিপুরাসুরের সংহার কর্ত্তা এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয়ের আপনিই একমাত্র কারণ। আপনিই সেই ত্রিনয়ন মহাদেব। হে সংসার নিবারক! আপনি যে কারণে অর্থাৎ বেদ মর্য্যাদা রক্ষা ও বিস্তার করিবার মানসে ভূতলে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদয় কার্য্য নিঃশেষিত হইয়াছে। হে গিরিশ! অতএব সম্প্রতি আপনি আমাদের (দেবতা দিগের) প্রিয় ও শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য শীঘ্র স্বর্গে আগমন করুন। আপনার বিরহে দেবপুরী শূন্য ও দেবতাগণ নিতান্ত বিধুর হইয়া কাল যাপন করিতেছেন। অতএব আপনি আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাল বিলম্ব করিবেন না। ১০৫।

বিনয় প্রধান দেব গণের বাক্য সমাপ্ত হইলে যতি বেশ ধারী শঙ্কর স্বর্গে যাইবার জন্য শীঘ্র

উন্মীলদ্বিনয়প্রধানসুমনোবাক্যাবসানে মহাদেবে সম্ভৃতসম্ভ্রমে নিজপদং গন্তুং মনঃ কুর্ব্বতি। শৈলাদিঃ প্রমথৈঃ পরিষ্কৃতবপুস্তস্থৌ পুরস্তৎক্ষণাদুক্ষা শারদবারিমুগ্ধবরটাহঙ্কারহুঙ্কারকৃৎ॥ ১০৬॥

ইন্দ্রোপেন্দ্রপ্রধানৈস্ত্রিদশপরিবৃঢৈঃ স্তূয়মানঃ প্রসূনৈর্দিব্যৈরভ্যর্চ্যমানং সরসিরুহভুবা দত্তহস্তাবলম্বঃ। আরুহ্যোক্ষাণমগ্র্যং প্রকটিতসুজটাজূটচন্দ্রাবতংসঃ শৃণ্বন্নালোকশব্দং সমুদিতমৃষিভির্ধাম নৈজং প্রতস্থে॥ ১০৭॥

বিকসদ্বিনয়প্রধানানাং সুমনসাং দেবানাং বাক্যস্যান্তে উন্মীলতো বিনয়প্রধানসুমনোবাক্যস্তুতিবা মহাদেবে শ্রীশঙ্করে স্বীকৃতসম্ভ্রমে নিজপদং গন্তুং মনঃ কুর্ব্বতি সতি প্রমথৈঃ রুদ্রগণৈঃ পরিষ্কৃতং ভূষিতং বপুর্যস্য স শৈলাদিরুক্ষা নন্দ্যাখ্যো বৃষস্তৎক্ষণাচ্ছ্রীশঙ্করাচার্য্যস্যাগ্রে তস্থৌ। তং বিশিনষ্টি। শরৎকালীনজলস্য দুগ্ধস্য বরটায়া হংসযোষিতশ্চাহঙ্কারস্য শৌক্ল্যাহঙ্ভাবস্য হুঙ্কারকৃৎ তেভ্যোঽপি শুক্ল ইত্যর্থঃ। হংসস্য যোষিতদ্বরটেত্যমরঃ। শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং ছন্দঃ॥ ১০৬॥

অথ সম্পাদিতসমস্তসুরকার্য্যস্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্য স্বধামারোহণং বর্ণয়তি। ইন্দ্রোপেন্দ্রপ্রধানৈস্ত্রিদশপরিবৃঢৈ র্দেবাধিপৈঃ স্তূয়মানঃ পুনশ্চ দিবিভবৈঃ পুষ্পৈরর্চ্যমানঃ কমলজেন ব্রহ্মণা দত্তো হস্তাবলম্বো যস্মৈ সঃ অগ্র্যং শ্রেষ্ঠং বৃষং নন্দিনং সমারুহ্য প্রকটিতৌ জটাজূটচন্দ্রাবতংসৌ যেন স ঋষিভিঃ সমুদিতং আলোকশব্দং বন্দিভাষণশব্দং শৃণ্বন্ স্বীয়ং ধাম প্রতস্থে। অলোকস্তু পুমান্ দ্যোতে দর্শনে বন্দিভাষণে ইতি মেদিনী স্রগ্ধরা॥ ১০৭॥

ব্যস্ততা দেখাইলেন। আপনার পুরাতন শিব পদে গমন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র মনন করিলেন। মানসিক ভাব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। আপনার কৈলাস পর্ব্বত তৎক্ষণাৎ আচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইল। শঙ্করের পারিষদ প্রমথ ও রুদ্র গণ কৈলাস পর্বত পরিষ্কৃত ও ভূষিত করিয়া রাখিল। নন্দী নামক স্বকীয় বৃষটি তৎক্ষণাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইল। শরৎ কালীন নদী বা পুষ্করিণীর নির্ম্মল জল, দুগ্ধ, ও হংসী, ইহাদের যে পরস্পর শুক্ল বর্ণের জন্য মনে মনে অহঙ্কার আছে—নন্দী বৃষের নিকট ইহাদেরও অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। বস্তুতঃ মহাদেবের বৃষ শারদীয় জল দুগ্ধ ও হংসী অপেক্ষা সমধিক শুক্ল বর্ণ। ১০৬।

অনন্তর সমস্ত সুর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শঙ্করাচার্য্য স্বধামে গমন করেন। বিষ্ণু, ইন্দ্র, এবং যে সকল দেবতা দেব লোকেও পূজ্য ও প্রধান, তাঁহারা শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় কুসুম দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিলে লাগিলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা স্বয়ং আপনি শঙ্করের হস্ত অবলম্বন করিলেন। আপনার নন্দী বৃষে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ব মত জটাজূট ও চন্দ্রকলা দ্বারা অলঙ্কৃত হইলেন। ঋষিগণ স্তুতি পাঠকের মতন স্তুতি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তচ্ছারদাপীঠবাসগঃ।
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গঃ পূর্ণোঽপি ষোড়শঃ॥

জীবন্নেব বিমুচ্যতে যদুদিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং তারকং শ্রুত্বা তং দ্বিজরাজসংশ্রিতপদং ভাষাধিপস্যাত্মদং। বেদান্তামৃতযুক্তকণ্ঠমমলৈ হংসৈঃ সদা সেবিতং ভোগ্যাসঙ্গবিবর্জ্জিতং যতিবরং নৌম্যদ্ভুতং শঙ্করং॥ ১॥

শব্দ শুনিতে শুনিতে আচার্য্য স্বধামে প্রস্থান করিলেন। ১৩৭।

টীকাকারের উক্তি।

যে অদ্বয়, অখণ্ড, তারক ব্রহ্ম নাম শুনিয়া লোকে জীবন্মুক্ত হয়, দ্বিজেন্দ্র গণ যাঁহার পাদ পদ্ম সর্বদা সেবা করিয়া থাকেন, যিনি ভাষাবিৎ, তিনিও যাঁহার আশীর্বাদে আত্মতত্ব জানিতে পারেন, যাঁহার কণ্ঠদেশ বেদান্ত রূপ অমৃত দ্বারা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, বিমলমতি পরমহংস সর্বদা যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, পৃথিবীতে যত ভোগ্য বস্তু আছে, যিনি সেই সকল ভোগ্য বস্তুর সম্পর্ক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন; এরূপ যতীশ্বর অদ্ভুত শঙ্করকে আমি নমস্কার করি।

পাণ্ডব অর্থাৎ পাঁচ (৫) ইষু শব্দে বাণ অর্থাৎ পাঁচ (৫) অহি শব্দে চার (৪) এবং তারেশ শব্দে তারা পতি চন্দ্র এক (১) অঙ্কস্য বামা গতি— এই নিয়মে ১৪৫৫ সম্বৎসরে শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে, আর গুরু অর্থাৎ বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে অবস্থান করিলে, মৎ কৃত অর্থাৎ আমার

পাণ্ডবেষহিতারেশপ্রমিতে শুভবৎসরে। শ্রাবণে সিতপঞ্চম্যাং সিংহে সিদ্ধো গুরাবয়ং॥ ২॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ শ্রীপাদ শিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারসূনুধনপতিসূরিবিরচিতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে ষোড়শঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ॥

রচিতোমাধবেনাসৌ যুতো ডিণ্ডিমটীকয়া।
শাঙ্করো দিগ্‌জয়ো নাম গ্রন্থঃ সর্ব্বরসাত্মকঃ॥ ১॥
রসাষ্টদ্বীপভূসংখ্যে ১৭৮৬ শাকে রক্তাক্ষিসংজ্ঞকে।
তপস্তস্যাসিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং ভৃগুবাসরে॥ ২॥
নারায়ণেন বিদুষাং প্রমোদার্থং প্রযত্নতঃ।
কৃষ্ণপুত্রগণেশস্য মুদ্রাযন্ত্রালয়ে হঙ্কিতঃ॥ ৩॥

এই 'বিজয় ডিণ্ডিম' টীকা সমাপ্ত হইয়াছে।

—০—

ইতি ষোড়শ অধ্যায়।

সম্পূর্ণ।